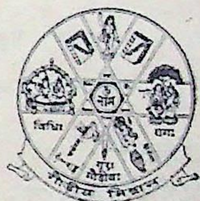
গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর



গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর

প্রথম-ভঙ্গী

বেদমূলক ও বেদাতীত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
দর্শন, ভজন ও রস-সংবেদনের
তুলনামূলক সচিত্র ইতিহাস



* * *

মহামহোপদেশক
শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-
বিরচিত

* * *

গৌড়ীয়-মিশন (রেজিষ্টার্ড), কলিকাতা—৩

প্রকাশক—
গৌড়ীয়-মিশন (রেজিষ্টার্ড)
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা—৩

প্রথম প্রকাশ : প্রবোধনী একাদশী
শ্রীগৌরকিশোর-বিরহতিথি
২৬ দামোদর, ১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নবেম্বর,
৪৬৭ শ্রীগৌরাব্দ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার,
কলিকাতা—৩
শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, চটকপর্বত,
শ্রীপুরীধাম (উড়িষ্যা)

মুদ্রাকর :—
শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগ রায়
ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
কলিকাতা—৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এই গ্রন্থে কি কি বিশেষ কথা আছে ?

—ইহাতে আছে—

১। গৌড়, গৌড়মণ্ডল ও গৌড়ীয়া-শব্দের সাধারণ ও পারমার্থিক ইতিহাস ; হিন্দু ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায় ? গৌড়ীয়-সম্প্রদায় কি ?

২। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম বেদমূলক হইয়াও বেদাতীত কিরূপে ?

৩। বৈদিক ইতিহাস ; বেদের প্রতিপাদ্য বিষ্ণু যে সূর্যাদি-দেবতার জনক এবং সমস্ত দেবতার মূল পরতত্ত্ব—ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে বেদে কোথায় কোথায় আছে ?

৪। বেদে কোথায় কোথায় পরতত্ত্বে প্রেমভক্তির কথা আছে ? ঋগ্‌বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ আছে ? বেদে কোথায় সংকীর্তনাখ্যা ভক্তির কথা আছে ? বেদের পুরুষ-সূক্তে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের বীজ।

৫। উপনিষদ্ বা বেদান্তের প্রাকট্যের ইতিবৃত্ত। উপনিষদ্ যে সবিশেষ-সিদ্ধান্তপর শাস্ত্র, তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ ; শ্রুতিতে বৈষ্ণবপ্রস্থানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত ; উপনিষদের মহাবাক্য কি ? 'তত্ত্বমসি'-শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য কি ? উপনিষদে 'দেবকীনন্দন-কৃষ্ণে'র যে নাম পাওয়া যায়, ইনি কে ? শ্রুতিতে হ্লাদিনী-সমাশ্লিষ্ট রসরাজের কথা কোথায় কোথায় আছে ?

৬। ভারতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনসমূহের ইতিহাস ও উহাদের বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা এবং তৎসঙ্গে ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শনের তুলনা।

৭। ব্রহ্মসূত্রের ইতিহাস এবং শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ ভাষ্যকারাচার্যগণের প্রপঞ্চিত মতবাদ ও তাঁহাদের অধস্তনাচার্য-বৃন্দের চরিত, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের সচিত্র বিবরণ এবং মতবাদাচার্যগণের সিদ্ধান্তের পরস্পর তুলনামূলক আলোচনা। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামি-প্রমুখ আচার্যগণের কালনির্ণয় ও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা।

৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরিত: শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদান্তভাষ্য-সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা।

৯। প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজনগণ যে যে যুক্তিপ্রমাণ-মূলে মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন, উহার বিস্তৃত আলোচনা। এ সম্বন্ধে আধুনিক মনীষিগণেরও মতালোচনা। শ্রীশঙ্কর-মত ও শ্রীব্যাসসিদ্ধান্তের পার্থক্য।

১০। বেদান্তের চতুঃসূত্রী এবং অন্যান্য বিশেষ সূত্রের গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা; শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মায়াবাদের প্রধান মতত্রয় যে যে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা। চতুঃসূত্রীর ও আনন্দময়াধিকরণের গৌড়ীয়-রসসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা। ব্রহ্মসূত্রের কোথায় কোথায় ভক্তির শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব এবং ভক্তি ও শ্রীভগবানের শ্রীনামের নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে? ব্রহ্মসূত্রে ও তদ্ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে হ্লাদিনীর কথা।

১১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রাকট্যের ইতিহাস ; গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগীতার কি কি বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ? শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির আলোচনা।

১২। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের ইতিহাস ; গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ পঞ্চরাত্রসম্বন্ধে কি কি বিশেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ? পঞ্চরাত্রমত ও ভাগবতমতের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আলোচনা।

১৩। Mythology ও পুরাণের মধ্যে পার্থক্য কি ? শ্রীমদ্-ভাগবতের আবির্ভাবের ও অধিবেশনের ইতিহাস ; শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী যাবতীয় কল্পিত মতের অকাট্যপ্রমাণমূলে খণ্ডন ; সকল সম্প্রদায়েরই মহদ্ব্যক্তিগণ ও আচার্যগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বীকার করিয়াছেন কেন ? শ্রীভাগবতচতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য বিষয় ; বেদ ও শ্রীভাগবত-চতুঃশ্লোকী : শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচার ; শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীকূর্মদেবের বন্দনার তাৎপর্য কি ?

১৪। আলোয়ারগণের চরিত ও ইতিহাস : দ্রাবিড়াম্নায়ের কথা, নম্মা আল্‌বর্, অণ্ডাল, শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রী-বিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীশ্রীধরস্বামি-প্রমুখ শ্রীচৈতন্য-পূর্ব-মহদ্গণ শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদ্গত ভাবাবেশে কিরূপে আবিষ্ট হইলেন ? শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভাচার্যাদির ভজনাদর্শ হইতে শ্রীগৌরহরির দান ও কৃপার বৈশিষ্ট্য কি ?



সাঙ্কেতিক-চিহ্ন-পরিচয়

অ = অঙ্ক, অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড, অন্ত্যলীলা

অনু = অনুচ্ছেদ

আ = আদিখণ্ড, আদিলীলা

আ প = আদিপর্ব

গী = গীতা, গো পূ তা = গোপালপূর্বতাপিনী

চৈ চ = শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

চৈ ভা = শ্রীচৈতন্যভাগবত

ত দী নি = তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ

তৈ = তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

তৈ নারা = তৈত্তিরীয় নারায়ণোপনিষৎ

তৈ ব্রা = তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ

নৃ উ তা = নৃসিংহোত্তরতাপিনী

নৃ পূ তা = নৃসিংহপূর্বতাপিনী

পরিঃ = পরিচ্ছেদ

পৃঃ = পৃষ্ঠা, প্রঃ = প্রকরণ

ব সা প = বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বি পু = বিষ্ণুপুরাণ

বৃ = বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

ব্র সূ = ব্রহ্মসূত্র

ভ র সি = শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভা = শ্রীমদ্‌ভাগবত

ম = মধ্যখণ্ড, মধ্যলীলা

ম ভা তা নি = মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়

রা উ তা = রামোত্তরতাপিনী

রা পূ তা = রাম-পূর্বতাপিনী

শ ব্রা = শতপথ-ব্রাহ্মণ

শা প = শান্তিপর্ব

সূ ভা = সূত্র-ভাষ্য

সং = সংস্করণ, সংহিতা

A. I. O. C. = All India Oriental Conference

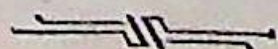
A. S. B. = Asiatic Society of Bengal

B. O. R. I. = Bhandarkar Oriental Research Institute

I. H. Q. = Indian Historical Quarterly

J. B. O. R. S. = Journal of Behar & Orissa Research Society

J. R. A. S. = Journal of Royal Asiatic Society



শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

অবতরণিকা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

নিত্যানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো-,ঽদ্বৈতঃ পৃথ্ব্যামেধয়ন্ প্রেমসিন্ধুন্ ।
সন্তপ্তং বৈ স্তেময়ংশ্চেতয়ন্মাং, খিন্নন্ ভূয়াৎ স্বৈঃ কৃপারশ্মিলেশৈঃ ॥
শ্রীমদ্গদাধর নমো নৃহরে নমস্তে, শ্রীরামরায় নম এব নমঃ স্বরূপ ।
শ্রীরূপ সানুগ নমোঽস্তু নমোঽস্তু তুভ্যং, শ্রীমৎসনাতন নমোঽস্তু নমো নমোঽস্তু ॥
গোপালভট্ট-রঘুনাথ-পদাব্জরেণূন্, শ্রীলোকনাথ-চরণানথ জীবপাদান্ ।
বন্দে যদীয়করুণা-সুরদীর্ঘিকায়াং, স্নাতো ধৃতাঽঘততিরীহিতমাপ্নুমীশে ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুরে'র শ্রীপাদপদ্মের সহিত শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গৌড়ীয়-গুরুবর্গের ও তদনুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন, দর্শন-সাহিত্য-রসতত্ত্ব, সমস্ত সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বলিতে কি, —সমগ্র সত্তা গ্রথিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই তিন ঠাকুরের বন্দনামুখেই শ্রীচৈতন্যলীলা-কীর্তনের আরম্ভ ও উপসংহার করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত 'গৌড়ীয়া' শব্দটির অর্থ—'বাঙ্গালী' অর্থাৎ গৌড়দেশবাসী। বস্তুতঃ গৌড়ীয়াচার্যগণ এরূপ প্রাকৃতাভিনিবেশজ অর্থে 'গৌড়ীয়া'-শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ * * * গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" ইত্যাদি, শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ শ্লোকই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন

স্তভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"[1]—এই শ্রুতিমন্ত্রানুসারে প্রণত-করুণ পরব্রহ্ম প্রণতজনকেই—রসিক-ব্রহ্ম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত রসিকগণকেই আত্মসাৎ করেন। শ্রীরায়রামানন্দপাদ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে[2] ও শ্রীরূপ-পাদ শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে[3] 'রসিক-সমাজ', 'রসিক-সম্প্রদায়' প্রভৃতি আখ্যায় গৌড়ীয়গণকে আখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় "জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ, যুগল উজ্জ্বলময় তনু" এবং তৎকৃত 'প্রার্থনা'য় "কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ" প্রভৃতি যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌর-প্রেমরসরসিক, শ্রীমদ্ভাগবতরস-রসিক, শ্রীনামরস-রসিক ও শ্রীপ্রেম-ভক্তিরস-রসিকগণকেই 'গৌড়ীয়া' বলিয়া জানা যায়। ইঁহাদিগকেই তিন ঠাকুর আপনার অন্তরঙ্গজন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের প্রত্যাদেশ ও মনোভীষ্টের অনুসরণে প্রকাশ্যমান 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর' গ্রন্থের কলেবর অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। মূল গ্রন্থের ভূমিকার একটি অংশ 'প্রথম-ভঙ্গী'-নামে প্রকাশিত হইলেন। ভঙ্গীত্রয়যুক্ত গ্রন্থের অবশিষ্ট ভঙ্গীদ্বয় প্রকাশিত হওয়া একমাত্র ভগবদানুকূল্য-সাপেক্ষ।

শ্রীহর্ষ 'নৈষধ-চরিতে'র প্রথমেই "অধীতি-বোধাচরণ-প্রচারণৈঃ"[4] ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রচর্চা চারি প্রকার—(১) অধ্যয়ন, (২) অর্থবোধ, (৩) আচরণ ও (৪) প্রচারণ। অন্যাভিলাষী পল্লবগ্রাহী ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্রচর্চার অভিনয় করে, তাহাতে গুর্বানুগত্য না থাকায় প্রকৃত অধ্যয়ন হয় না। সুতরাং "তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"[5]—এই

১। কঠ ১।২।২৩; মুণ্ডক ৩।২।৩; ২। শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ২।৩,১১; ৫।২,১৬; ৩। শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক ১।২; ৪। নৈষধচরিত ১।৪, ম ম পণ্ডিত শিবদত্ত-সম্পাদিত, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৪২ খৃঃ; ৫। শ্বেতাশ্ব ৬।২৩

শ্রুতি-বাক্যানুসারে মহৎ-কৃপালব্ধ শাস্ত্রার্থবোধ হইতে পারে না, মস্তিষ্কের আলোড়নমাত্র হয়। তৎফলে শাস্ত্রের উপদেশ-সমূহ তাহারা আচরণ করিতে পারে না। সুতরাং আচরণের পর প্রচারণরূপ যে চতুর্থ পর্যায়, তাহা ব্যর্থই হইয়া যায়। 'সরাগ' প্রচারকের বাগ্‌বিলাস শূন্যগর্ভবাক্যে বা নানাপ্রকার অন্যাভিলাষে পর্যবসিত হয়।

মাদৃশ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিতে ঐরূপ সকল দৌরাত্ম্যেরই সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিবার কালে নিজের অযোগ্যতা-পরাকাষ্ঠার কথা সর্বক্ষণই চিন্তাপথে অবশ্য আসিয়াছে। তথাপি শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অচ্ছেদ্যমূলা আজ্ঞাবাণীর অদম্য প্রেরণাবশেই স্বীয় সর্বপ্রকার অযোগ্যতা এবং জগতের নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেও এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য করিতে ধাবিত হইয়াছি।

গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়-উপাসনা ও গৌড়ীয়-দর্শন—এই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা-দ্বারা গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যই হইল সম্বন্ধি-তত্ত্ব। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার বলেন,—"সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্"[১]। —চিত্তচমৎকারিতার কারণরূপে শব্দ ও অর্থ—এই উভয়ের যে অলৌকিকী অবস্থিতি, তাহাই সাহিত্য। "সহিতা ভগবদ্‌ভক্তিস্তামর্হতীতি সাহিত্যং শ্রীভাগবতম্"; অথবা "সহিতস্য ভগবৎ-সঙ্গস্য ভাবঃ সাহিত্যম্"[২]। 'সহিতা' অর্থে—ভগবদ্‌ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদন করিবার যোগ্য যাহা, তাহাই 'সাহিত্য'। সেই সাহিত্যই 'শ্রীভাগবত' অথবা ভগবৎসঙ্গের যে ভাব, তাহাই 'সাহিত্য'।

সহিত বা সহিতার ভাব অর্থাৎ আরাধ্য ও আরাধকের মিলিত ভাবকে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-পরিভাষায় সাহিত্য বলে। সাহিত্যের মধ্যে যুগলিত ও

১। রাজানককুন্তলক-বিরচিত 'বক্রোক্তি-জীবিত' ১।১৮ (স্বকৃত-টীকা). Cal. Oriental Series No. 8 edited by Dr. S. K. De. Cal. 1923. ২। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণ, ১ম শ্লোকের শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য-কৃত টীকা।

একতাপ্রাপ্ত উভয় স্বরূপই বিলসিত রহিয়াছে। উক্ত উভয়স্বরূপ যথাক্রমে শ্রীযুগলকিশোর ও শ্রীগৌরকিশোর-রূপে প্রকটিত। প্রমাণ ও প্রমেয় সমস্তই সাহিত্যের মধ্যে আছে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই যুগলিত ও ঐক্যপ্রাপ্ত উভয় স্বরূপেরই মূর্তিমান্ শব্দাবতার। গৌড়ীয়-সাহিত্য এক অভূতপূর্ব অত্যদ্ভুত অতিমর্ত্য ব্যাপার। এই সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্ব-সাহিত্য বা দর্শন-সাহিত্য তথা অলঙ্কারাদি যাবতীয় সাহিত্য যেরূপ একদিকে শব্দাবতাররূপে বিলসিত, অন্যদিকে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ—এই তিন ঠাকুরও শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্য প্রকাশিত আছেন।

গৌড়ীয়-উপাসনাই ত্রিভঙ্গরসরাজের দ্বিতীয়-ভঙ্গী, যাহা "রম্যা কাচি-দুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—এই মহাজন-বাক্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ মহদানুগত্যময়ী ও আবেশময়ী যে উপাসনা, তাহাই গৌড়ীয়-উপাসনা। ইহা সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ অপক্ক ও পক্ক দশাভেদে দ্বিবিধ। প্রপত্তিপূর্ণ আবেশের সহিত শ্রীনাম-সংকীর্তন এই উপাসনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও রসবিশেষপোষক। ইহাই অভিধেয়-তত্ত্ব। গৌড়ীয়-উপাসনার পর্যবসান হয় গৌড়ীয়-দর্শনে।

ভাবযুক্ত উপাসনার ফলে যে অন্তঃ-সাক্ষাৎকার ও বহিঃ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই হইল ত্রিভঙ্গরসরাজের তৃতীয়-ভঙ্গী। ইহারই নাম গৌড়ীয়-দর্শন; অর্থাৎ রসরাজ-মহাভাবের সাক্ষাৎকার বা দর্শনই গৌড়ীয়-দর্শন বা প্রয়োজন-তত্ত্ব। গৌড়ীয়দর্শন কেবল তাত্ত্বিক বিচার নহে, তাহা রসময়ের সাক্ষাৎকাররূপ রস-সংবেদন। ইহাই গৌড়ীয়-দর্শনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

রসপ্রস্থানের প্রাচীনতম প্রধান আচার্য ভরতমুনি জীবস্থানীয় দেবতার প্রতি ভক্তিকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া ভক্তির রসতা স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি ভক্তির যে নিত্যসিদ্ধরসতা, তাহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রস্থান। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন,—

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥[১]

অর্থাৎ যাঁহার পূর্বজন্মের এবং বর্তমান জন্মের ভক্তিসংস্কার আছে, তাঁহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন প্রকাশিত হয়। শ্রীরূপ-পাদ 'শ্রীপদ্যাবলী'তে শ্রীমাধবসরস্বতীর একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, —'যেরূপ গুর্বী (উৎকৃষ্ট) দর্বী (হাতা) সুস্বাদু রস পরিবেশন করিয়াও সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না, সেরূপ স্বরূপশক্তির সহিত লীলাকারী শ্রীভগবানের ভক্ত-মহদ্গণের সঙ্গ ব্যতীত কেহই সর্বশাস্ত্র-জ্ঞাতা হইয়াও ভক্তিরস উপলব্ধি করিতে পারেন না।'[২]

'শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভে' উক্ত হইয়াছে,—"তেন সামাজিকানামেব রসঃ"[৩] অর্থাৎ সামাজিক বা সহৃদয়গণই রসাস্বাদন করেন। 'সহৃদয়' বা 'সামাজিক' শব্দ একটি আলঙ্কারিক পরিভাষা। হৃদয় (হৃৎপিণ্ড ও তাহার ক্রিয়া) আছে যাঁহার, তিনি সহৃদয়—এইরূপ অর্থ হইলে সকলেই সহৃদয় হইতে পারিতেন। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রে 'সহৃদয়'-শব্দের অর্থ—'সহ সমানং হৃদয়ং যস্য স সহৃদয়ঃ', অর্থাৎ রসবস্তুর সঙ্গে যে রসিকপুরুষের হৃদয় খাপে খাপে মিলিয়া যায়, তাঁহাকেই বলা যায় 'সহৃদয়'। সাধারণ লোকের পক্ষে সামাজিকের ন্যায় বিশুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয় হওয়া সম্ভবপর নহে। রসের সারবস্তু যে চমৎকার, তাহা মলিন হৃদয়ে অনুভূত হয় না। সাধনভক্তির দ্বারা চিত্ত শোধিত ও মসৃণ হইলে এবং রাগ-দ্বেষ-প্রভৃতি চিত্তদোষ বিদূরিত হইলেই তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন[৪],—যাহা ভাবনামার্গ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারাতিশয্যের উৎসরূপে বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোদ্ভাসিত

১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ ১।৬; ২। শ্রীপদ্যাবলী ৫৭; ৩। অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৫।৭, বহরমপুর-সং, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ; ৪। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণবিভাগ ৫।১৩২

হৃদয়ে প্রচুরভাবে আস্বাদ্য হয়, তাহাই 'রস'। শ্রীজীবপাদ 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলিতে ভগবানের স্বরূপশক্তির সর্বপ্রকাশিকা সম্বিদ্‌বৃত্তিকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১] এজন্য শ্রোত্রিয় জড়মীমাংসক ও তার্কিক, প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মচারী, নির্বিকার-চিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী, সন্ন্যাসি-প্রমুখ ব্যক্তিগণের ভয়-শোকাদি স্থায়ি-ভাবের অভাব-নিবন্ধন রসাস্বাদন অসম্ভব—ইহা আলঙ্কারিকগণের অভিমত বলিয়া শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভের 'সুবোধিনী' টীকায় রসিক-চক্রবর্তী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণও ভক্তিরস আস্বাদন করিতে অসমর্থ।

গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুরের শ্রীচরণোৎস হইতে প্রসৃত গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-ভজন ও গৌড়ীয়রস-সংবেদনের ত্রিধারা—এক অদ্বয়তত্ত্ব। ইহাদের কোনটিরই অধিষ্ঠানক্ষেত্র মস্তিষ্ক নহে, ইহারা হৃদয়ের বস্তু। মস্তিষ্কের দ্বারা অতন্নিরসনপূর্বক জ্ঞান-পর্যন্ত লাভ হইতে পারে; আর হৃদয়ের দ্বারা ভাগবত-কথিত বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব বা সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মহতের সঙ্গ ও কৃপাফলে হৃদয়ের বৃত্তি প্রকাশিত হয়। কৃপার পথই হৃদয়ের পথ। কাব্যে সমঝদার বা রসজ্ঞ অর্থে 'সহৃদয়' পরিভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রমুখ আচার্য-বৃন্দ যে চুলচেরা দার্শনিক বিচার করিয়াছেন, তাহা কিছু মস্তিষ্কের বিচারপথে জীবকে ধাবিত করিবার উদ্দেশ্যে নহে। মস্তিষ্কজাত বিচারের আবর্জনা-স্তূপকে শাস্ত্রানুকূল যুক্তির দ্বারা অপসারিত করিয়া হৃদয়ের পথ উন্মোচন করিবার জন্যই এত বিচার-বিশ্লেষণ। সন্দর্ভের চুলচেরা বিচারের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন। ষট্‌সন্দর্ভের বিচারের পর্যবসান হইয়াছে—প্রীতিসন্দর্ভে।

১। শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী, পূর্ববিভাগ ৩।১; ২। শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভের সুবোধিনী টীকা ৫।৭

মহতের কৃপাভিষিক্ত ও তাঁহার সেবানুগত্যে নিযুক্ত না হইলে যাবতীয় যোগ্যতার কোনই মূল্য নাই। শ্রীশ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—

নৃপো ন হরিসেবিতা, ব্যয়কৃতী ন হর্যর্পকঃ
কবির্ন হরিবর্ণকঃ, শ্রিতগুরুর্ন হর্যাশ্রিতঃ।
গুণী ন হরিতৎপরঃ, সরলধীর্নঃ কৃষ্ণাশ্রয়ঃ
স ন ব্রজরমানুগঃ, স্বহৃদি সপ্ত শল্যানি মে ॥[১]

অর্থাৎ (১) রাজা, কিন্তু হরিসেবা করেন না; (২) মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ী, কিন্তু হরিতে অর্পণ করেন না; (৩) কবি, কিন্তু শ্রীহরি-বিষয় বর্ণন করেন না; (৪) গুরুপদাশ্রিত কিন্তু শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করেন না; (৫) বহু গুণে গুণী, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নহেন; (৬) সরলচিত্ত, কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয় করেন না; (৭) কৃষ্ণাশ্রয়ী, কিন্তু ব্রজরামাগণের আনুগত্য করেন না—এই সাতটি আমার নিজ-হৃদয়ে শল্যস্বরূপ।

শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব তিন ঠাকুর ও তৎসঙ্গে গৌড়ীয়গুরুবর্গের অন্যান্য ঠাকুরও পরবর্তিকালে ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে বিভিন্ন স্থান হইয়া রাজস্থানের ধার্মিক রাজন্যবৃন্দের আশ্রয়ে বিজয়লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রাণধন শ্রীগোবর্ধনধারী 'শ্রীগোপাল'ও রাজস্থানের সিয়াড় (পরে 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত) গ্রামে অধিষ্ঠিত হ'ন। শ্রীবৃন্দাবন-পুরন্দর "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"; কিন্তু আমাদের বাহ্য দৃষ্টিকে বঞ্চনা করিয়া গৌড়ীয়গুরুবর্গের প্রাণনাথ আচারহীন দেশেও গমনলীলা এবং অগৌড়ীয়গণেরও আশ্রয়-গ্রহণলীলা; এমন কি—বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষা-শিক্ষাহীন দেবলের দ্বারা পূজিত হইবার লীলাও প্রদর্শন করিতেছেন। তুচ্ছ অন্তর্যামিত্ব যাঁহাদের আজ্ঞা-কৃপাকটাক্ষ-লাভের

১। শ্রীগোপালচম্পূ—পূর্ব ৩৩।৬১, শ্রীশ্রীমৎপুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ১৯৪৭ খৃঃ।

জন্য সন্ত্রস্তভাবে দূরে অপেক্ষা করে, তাদৃশ ভগবৎপার্যদগণ কি এই সকল ভাবী ঘটনার কথা পূর্বে জানিতে পারেন নাই ? তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন। এখনও প্রসিদ্ধি আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহা হইতে অধস্তন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীমদনমোহনের সেবা চলিবে। ইহার পর শ্রীমদনমোহনের যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। কার্যতঃ ঠিক তাহাই হইয়াছিল। সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদের অনুগৃহীত শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী হইতে শ্রীসুবলদাস (নামান্তর শ্রীসুবলানন্দ) গোস্বামীজী পর্যন্ত পাঁচ পুরুষ ত্যক্ত-গৃহ ও শিষ্যপারম্পর্যে শ্রীমদনমোহনের সেবাধিকারী ছিলেন। শ্রীসুবলদাসজীর সেবাধিকারকালে ও জয়পুর-নরেশ দ্বিতীয় সবাঈ জয়সিংহের (১৭০০—১৭৪৩ খ্রীঃ) রাজত্বকালে শ্রীশ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে বিজয় করেন। ইহার কিছুকাল পরে উক্ত সবাঈ জয়সিংহের শ্যালক করৌলীরাজ শ্রীগোপালসিংহ (১৭২৪—১৭৫৭ খ্রীঃ) শ্রীমদনমোহনদেবকে বিশেষ আগ্রহসহকারে স্বীয় রাজধানী করৌলীতে লইয়া আসেন। শ্রীসুবলদাসজী করৌলীরাজের গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই করৌলীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণদাসজী শ্রীমদনমোহনের সেবাধিকার প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহার সময় হইতে লৌকিক বংশধারা প্রবর্তিত হয়।

শ্রীল হরিদাস-পণ্ডিত গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের সেবাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হ'ন। সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামিপাদ হইতে শ্রীশিবরাম গোস্বামী পর্যন্ত পাঁচপুরুষ বিরক্তশিষ্য-পারম্পর্যে শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ করেন। শ্রীশিবরামের সময় (১৭০৭ খ্রীঃ) শ্রীগোবিন্দ-

দেব জয়পুরে বিজয় করেন। শ্রীশিবরামের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ ও তাঁহার শিষ্য শ্রীগোবিন্দচরণ ও বিরক্তশিষ্য-পারম্পর্য্যেই সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগোবিন্দচরণের শিষ্য শ্রীজগন্নাথের (কোন মতে তৎ-পরবর্ত্তি-সেবায়েত শ্রীরামশরণের) সময় হইতে লৌকিক বংশপারম্পর্য্যে সেবা হস্তান্তরিত হয়।

শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীল পরমানন্দ গোস্বামিপাদের আবিষ্কৃত শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহের সেবা তদনুগ শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহারা সকলেই নিষ্কিঞ্চন বিরক্তপুরুষ ছিলেন। শ্রীগোপীনাথের বর্ত্তমান সেবাইতগণ শ্রীল মধু-পণ্ডিতের পূর্ব্বাশ্রমের তিন ভ্রাতার বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ গোপাল লাল দেবগোস্বামীর সময় শ্রীগোপীনাথদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে বিজয় করেন।

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রকটিত এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহও জয়পুরে অবস্থান করিতেছেন। সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানা যায়—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের পরে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী হইতে শ্রীনবল লাল গোস্বামী পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ বিরক্ত শিষ্য-পারম্পর্য্যে সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তৎপরবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ লাল গোস্বামীর সময় হইতে গৃহস্থপ্রণালী-প্রবর্ত্তিত হয় এবং তদবধি বংশপারম্পর্য্যেই সেবাধিকার চলিতেছে।

আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্যফলে সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের সেবিত শ্রীবিগ্রহের প্রতি সেবাপরাধজনিত নানাপ্রকার কলির উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহকে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আদর্শে সেবা করিবার পরিবর্তে ভোগ্য সম্পত্তিরূপে দর্শন করায় সর্বত্র সেবক-গণকে (?) কলির দ্বারে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও নানা দৌরাত্ম্যের সম্মুখীন

হইতে হইয়াছে। শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি প্রভুপাদের যে সুবৃহৎ অদ্বিতীয় পুঁথিশালা ছিল—যাহাতে ষড়্গোস্বামীর ও অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের শ্রীহস্তলিখিত ও ব্যবহৃত বহু অমূল্য শ্রীগ্রন্থ রক্ষিত ছিল—কলির দ্বারে জ্ঞাতিবিরোধের ফলে তাহা সমস্তই লুণ্ঠিত, অথবা কপর্দকমূল্যে হস্তান্তরিত, গ্রন্থকীটের ভোগ্য সামগ্রীরূপে পরিণামিত এবং নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। যুগদেবতার সৃষ্টি ভুঁই ও ভুঁড়ির কূটনীতি সর্বত্রই প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে!

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপাদের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীও জয়পুরেই আছেন। তাঁহার সেবাপূজায়ও নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

শ্রীমূর্তি ও শ্রীগ্রন্থ—দুইরূপে প্রকটিত একই অদ্বয়তত্ত্ব গৌড়ীয়গুরুবর্গের প্রাণসর্বস্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে 'মন্মহাধন' এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল সনাতনের প্রাণধন শ্রীরাধামদনমোহনকে 'মৎসর্বস্বপদাম্ভোজ' বলিয়াছেন। নিষ্কিঞ্চন-শিরোমণি শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের একমাত্র প্রাণনিধি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্তিত অদ্বিতীয় করুণাবতার শ্রীগ্রন্থ ও শ্রীমূর্তির সেবা অমোঘ পরম-পুরুষার্থপ্রদ, অপরদিকে সেই শ্রীবিগ্রহদ্বয়ে (শ্রীগ্রন্থে ও শ্রীমূর্তিতে) ভোগ্য সম্পত্তি-জ্ঞান অপরাধের চরম সীমার প্রাপক। নিত্যসিদ্ধ-সেব্যবস্তুতে কোনরূপ ভোগবুদ্ধি বা ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে তাহার অনিবার্য ফল-ভোগ করিতেই হইবে। এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের উপজীব্যচরণ স্বীয় অভূতপূর্ব অদ্বিতীয় আদর্শের দ্বারা আমাদিগকে পূর্ব হইতেই বহুভাবে সতর্ক করিতেছেন। কলির ঐ সকল তাপ গৌড়ীয়ার ঠাকুরগণের অপ্রাকৃত শ্রীচরণকমলকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে না পারিলেও তাহা আমাদের অপরাধময়ী ভোগ্যদৃষ্টির পক্ষে অঞ্জন-শলাকা-স্বরূপ।

"গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর" গ্রন্থে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম যে বেদমূলক হইয়াও বেদাতীত এবং গৌড়ীয়-দর্শন, সাহিত্য ও রসতত্ত্ব যে সর্বাতিশায়িনী চমৎকারিতার খনি, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাহার দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই গ্রন্থে একাধারে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমস্ত সংস্কৃতির ইতিহাস এবং তৎসহ যাবতীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও ধর্মসম্প্রদায়ের তুলনামূলক ইতিবৃত্ত গ্রথিত হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের মত বা অধিকারকে কোনভাবে বিন্দুমাত্রও হীন করিবার কোনরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ঐরূপ আলোচনার অবতারণা করা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরেই বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি"[১] অর্থাৎ ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্যত্র অনিন্দা—ইহাই ভগবতধর্মযাজীর অনুশীলনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।"[২] অর্থাৎ নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া অভিহিত। বিভিন্ন অধিকারীর জন্য শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার তাত্ত্বিক বিচার, উপাসনা-প্রণালী ও প্রয়োজন ব্যবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু সেজন্য শাস্ত্র তটস্থভাবে তারতম্য বিচার করিতেও ক্ষান্ত হ'ন নাই। তারতম্য-বিচার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না হইলে শ্রীগীতায় গুহ্য[৩], গুহ্যতর[৪], গুহ্যতম[৫], সর্বগুহ্যতম[৬] প্রভৃতি তারতম্য-বাচক শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। শ্রীমদ্ভাগবতেও—"এতে চাংশঃ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"[৭] কিংবা "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ[৮]।" ইত্যাদি শ্লোকে বিষয় ও আশ্রয়ালম্বনের তুলনামূলক বিচারের নিদর্শন থাকিত না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—"কিন্তু যার যেই রস, সেই সর্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তরতম॥[৯]"

১। ভা ১১।৩।২৬ ; ২। ঐ ১১।২০।২৬ ; ৩-৪। গীতা ১৮।৬৩ ; ৫-৬। ঐ ১৮।৬৪ ; ৭। ভা ১।৩।২৮ ; ৮। ঐ ১০।৩০।২৮ ; ৯। চৈ চ ম ৮।৮৩

এই তটস্থভাবে বিচারের সার্থকতা কৃপার পথে অর্থাৎ প্রীতির পথেই অনুভবযোগ্য হয়। যে আশ্রয়ালম্বনে যতটা নিরুপাধিক প্রীতির চমৎকারিতা প্রকটিত হইয়াছে, তিনি ততটা অধিক প্রীতির অদ্বিতীয় বিষয়ালম্বনকে হৃদয়ে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া তাঁহার ততটা রসচমৎকারিতা অনুভব করিতে পারেন। আবার একই বস্তুতে যে উপলব্ধির ভেদ, তাহাও 'বাসনা' বা 'সংস্কার'-ভেদেই ঘটিয়া থাকে—ইহা প্রাকৃত আলঙ্কারিকগণও, এমন কি—মীমাংসক ভট্ট পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ-রচনাকালে যে সকল আকর গ্রন্থ ও মহৎপ্রকটিত সন্দর্ভসমূহকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধাদি হইতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাদটীকায় যথাসাধ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি অনবধানতাবশতঃ কোনও নামের উল্লেখ না হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহারা কৃপাপূর্বক ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না, ইহা বিনীত প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে সাধারণ দার্শনিক, মনীষী, গবেষক ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর যে সকল উক্তি সংকলিত হইয়াছে, তাহা কিছু স্বতঃসিদ্ধ ভাগবত-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করিবার জন্য গৃহীত ও উদ্ধৃত হয় নাই। নাস্তিক বা কোন মতের বিরুদ্ধবাদীর মুখে যদি আস্তিক্যধর্ম বা তত্তৎমতের সমর্থক কোন উক্তি বহির্গত হয় এবং জাগতিক বিচারে যাঁহারা তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ, তাঁহাদের মুখে যদি কোন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সমর্থক-বাক্য শ্রুত হয়, তাহা হইলে সেই সকল কথা জাগতিক সাধারণ ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে অধিক আদরণীয় হইয়া থাকে। এই বিচারেই শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্ব-শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণও অনেক সময় সাধারণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর, এমন কি, নাস্তিক

ও বিরুদ্ধ-মতবাদীর বাক্যকেও উদ্ধার করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই প্রকাশ্যমান গ্রন্থে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন টীকা ও টীকাকারগণের নামের তালিকা এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধাদি, তথা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্জী সংযোজিত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পুঁথিশালা, গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন সংস্থায় রক্ষিত তালিকা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। একই টীকা, টীকাকার বা নিবন্ধাদির নাম বিভিন্ন পুঁথিশালায় বা গ্রন্থাগারের তালিকায় দৃষ্ট হইলেও সেই সকল নামের আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয় নাই। কলিকাতা, ঢাকা, উৎকল, মান্দ্রাজ, অন্নমলই, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ, মুম্বই, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রাপ্ত তালিকা; মান্দ্রাজ আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট্ ওরিয়েণ্টাল্ ম্যানাস্ক্রিপ্‌ট্‌স্ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটি, ভারতীয় ন্যাশনাল্ লাইব্রেরী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ; নেপাল-দরবার, আলোয়ার, তাঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, বরোদা, বিকানীর, অযোধ্যা, জেপুর (উড়িষ্যা), কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নরেশগণের গ্রন্থাগার ও জয়পুর (রাজস্থান) মহারাজের তথা জম্মু ও কাশ্মীর মহারাজের মন্দির-গ্রন্থাগার প্রভৃতির তালিকা; তথা বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠান যথা—বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটি রাজসাহী, ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ বরোদা, ভাণ্ডারকার্ ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পুণা, ভারতীয় বিদ্যাভবন মুম্বই, ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ মহীশূর ইত্যাদি সংস্থায় রক্ষিত বিভিন্ন ভাষা ও লিপিতে লিখিত পুঁথির তালিকা; এতদ্ব্যতীত

বিভিন্ন প্রথিতনামা মনীষীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার যথা—শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীবনমালিলাল গোস্বামি-মহাশয়ের সংগ্রহ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ম মাণিক্য বাহাদুর ও তদীয় সেক্রেটারী ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহ, কাশিমবাজার মহারাজ শুর্ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সংগ্রহ, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহৃত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সংগ্রহ, গোপাল দাস-সংগ্রহ, চিত্তরঞ্জন দাশ-সংগ্রহ; কলিকাতা ন্যাশনাল্ লাইব্রেরীতে উপহৃত শুর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ সংগ্রহ ও ডাঃ রামদাস সেন (মুর্শিদাবাদ)-সংগ্রহ; এসিয়াটিক্ সোসাইটির ফোর্ট্ উইলিয়ম্-সংগ্রহ, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্-সংগ্রহ; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পুঁথি-সংগ্রহের তালিকা; তথা উড়ুপীস্থ কৃষ্ণাপুর মঠ, পেজাবর মঠ, অদমার মঠ; কাঞ্চীস্থ প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর মঠ, শ্রীরঙ্গমস্থ রঙ্গনাথ-স্বামিদেবস্থানম্, অহোবিলম্ মঠ, কুম্ভকোণস্থ কাঞ্চী-কামকোটি শঙ্করাচার্য-মঠ, শৃঙ্গেরীস্থ শঙ্করাচার্য-মঠ, উদয়পুরস্থ নাথদ্বার-শ্রীমন্দির, শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির, শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীমদনমোহন জীর শ্রীমন্দির, পুরীর শ্রীগঙ্গামাতা মঠ, বড়ওড়িয়া মঠ, এমার মঠ, কলিকাতা বরাহনগরস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামি-পুঁথিশালা ইত্যাদি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও টীকাকারাদির পঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত Catalogus Catalogorum of Theodor Aufrecht, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ্যমান New Catalogus Catalogorum হইতেও সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর হীরালাল (নাগপুর), কাশীনাথ কুন্টী (লাহোর), পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ, Dr.

F. Kielhorn, E. Burnouf, A. C. Burnell, Gustav Oppert, M. Winternitz, Peter Peterson, A. B. Keith প্রমুখ দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সংগৃহীত তালিকা সমূহ হইতেও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতের বাহিরে British Museum Library, London, India Office Library, London ; Bodlein Library Oxford. Harvard University Widener Library 273 ; Bibliotheque Nationale Paris ; Congress Library, Washington (U.S.A.) প্রভৃতি সংস্থার পরিচালকবৃন্দ আমাদের আবেদনে শ্রীমদ্ভাগবত-টীকাদির তালিকা অনুগ্রহপূর্বক প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আচার্যগণের গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল টীকার নাম পাওয়া যায়, অথচ বর্তমানে ঐ সকল টীকার পুঁথি-সমূহ লুপ্ত, তাহাও যথাসাধ্য প্রকাশমান পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তথাপি এই তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দাবী করা যায় না। এখনও আরও সংগ্রহ আবশ্যক।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির তালিকা-সংগ্রহে মান্দ্রাজ-নিবাসী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপদাশ্রিত টি, আর, কৃষ্ণাজী আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম। সার্বভৌম-গ্রন্থ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত—যাহা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গৌড়ীয়গণের একমাত্র উপজীব্য ও জীবাতু, তাঁহাকে সর্বসম্প্রদায়ের আচার্য, মনীষী ও পণ্ডিতমণ্ডলী স্ব-স্ব অধিকারানুসারে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

একদিকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে ব্যাধিগ্রস্ত অপটুদেহ ; এজন্য অধিকাংশ স্থলেই স্বহস্তে লেখনী ধারণ করিতে পারি নাই। শ্রুতলিপি লিখাইয়াই অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। সমস্ত প্রুফশীটও নিজে দেখিতে পারি নাই। এই

সেবা-কার্যে গৌড়ীয়মিশনের পরিচর্যাপরিষদের কৃপানির্দেশে কএকজন সেবা-স্বার্থ গুরুসেবক বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতা প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয় তাঁহার অবসরকালে পাণ্ডুলিপি-গুলি একবার পড়িয়া কৃপাপূর্বক সংশোধন-সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী রহিলাম।

মুদ্রাকর-প্রমাদ ব্যতীতও এই গ্রন্থে নানাপ্রকার ভ্রম-ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। আমি আত্মসংশোধনকামী শিক্ষানবীশ ছাত্রমাত্র; নির্মৎসর ও নিরপেক্ষ শিক্ষক এবং পরীক্ষকস্থানীয় বৈষ্ণবসমাজ আমার সমস্ত ভ্রম-প্রমাদাদি নিজগুণে প্রদর্শন করিয়া আমাকে সংশোধিত ও কৃপাভিষিক্ত করুন—ইহা অকপটে প্রার্থনা করিতেছি। সর্বোপরি এই গ্রন্থে আমাদের উপজীব্যচরণের কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ হইলেই সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে অর্পিত এই গ্রন্থ আমাদের উপজীব্যচরণের সন্তোষ বিধান করুক।

বিবৃত-বিবিধ-বাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে,
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মে বিদূরে।
অশরণগণবন্ধো! হা কৃপাকৌমুদীন্দো!
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্॥

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের বিরহ-তিথি
২৯ বামন, ৪৬৭ শ্রীগৌরাব্দ
১০ শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ
'শ্রীরাঘব-ভবন', পাণিহাটী

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপালবপ্রার্থী
নিত্যদাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষয়-সূচী

সপ্তম-মাধুরী

[ভারতীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন] ১৪৩-২০৪

অষ্টম-মাধুরী [ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগণ] ২০৪-৪১৬

নবম-মাধুরী

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও বেদান্তভাষ্য] ৪১৭-৪৫৪

একাদশ-মাধুরী

ত্রয়োদশ-মাধুরী

চতুর্দশ-মাধুরী

[প্রাচীন মহৎ-সহৃদয়-হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের চিত্র-ভাবোদয়]

৫৯৫-৬২৪

প্রথম-ভঙ্গীর বিষয়সূচী সমাপ্ত

চিত্র-সূচী

প্রথম-ভঙ্গীর চিত্রসূচী সমাপ্ত



শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর

মঙ্গলাচরণ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি যস্যৈকস্য প্রসাদতঃ।
অজ্ঞাতানপি জানাতি সর্বঃ সর্বাগমানপি॥

অংহঃ সংহরদখিলং, সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং, জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

কৃতনরাকারভবমুখবিবুধসেবিত!
দ্যুতিসুধাসার! পুরুকরুণ! কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃতসনাতনং
মদনগোপাল! নিজসদনমনুরক্ষ মাম্॥

নবীনলাবণ্যভরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রী-
রূপানুরাগাম্বুনিধিপ্রকাশৈঃ।
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্বন্
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু॥

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যকেলাসুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ॥

প্রথম-মাধুরী

প্রস্তাবনা

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীয় ইষ্টদেব ও শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ **রাধামদনমোহনৌ** ॥

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ, শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী**র্গোপীনাথঃ** শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এই তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ ॥[১]

পঙ্গু ও মন্দমতি আমার একমাত্র গতি যে যুগল-স্বরূপ, যাঁহাদের শ্রীচরণ-কমলই আমার যথাসর্বস্ব, সেই (সুরতৌ) পরমকৃপালু ও (সুরতৌ) পরস্পরানুরক্ত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরুর তলে রত্নমন্দির-মধ্যস্থ রত্ন-সিংহাসনের উপরে অবস্থিত এবং প্রিয়সখীগণের দ্বারা সেবিত শ্রীশ্রীরাধা ও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি।

১। চৈ চ আ ১।১৫—১৭, ১৯ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং (৪র্থ) ৪৪২ শ্রীগৌরাব্দ।

যিনি বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত, যিনি রাসরস-প্রবর্তক ও প্রেমরস-রসিক, সেই শ্রীশ্রীগোপীনাথ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদের ইষ্টদেবই—শ্রীমদনগোপাল। ইনি কামবীজ-কামগায়ত্রীদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য উপাসিত সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।[১] অপ্রাকৃত মদনমোহনের ভজনের আরম্ভাভাসেই জীবের অন্য কাম ও যাবতীয় হৃদ্‌রোগ অনায়াসে সমূলে উৎপাটিত হয়।

কাষায়ান্ন চ ভোজনাদি-নিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীত-কলিন্দশৈলতনয়া-তীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি ॥[২]

রক্তবস্ত্র-ধারণ, ভোজনাদির নিয়ম-পালন, বনে বাস, শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা, মৌনাদিব্রতের অথবা মুনিগণোচিত তপস্যার যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াও হৃদ্‌রোগ-কামের ক্ষয় হয় না; কিন্তু উদ্বেলিত শ্রীযমুনার তটে বিহারশীল শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমলের ভজন আরম্ভ করিবার আভাসমাত্রেই প্রাকৃত কাম অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের বন্দনাত্মকশ্লোকে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ দৈন্যবশতঃ নিজেকে পঙ্গু (গতিহীন) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। রাগাত্মিক-গণের অপ্রাকৃত প্রগতিশীলতার নিকট প্রাকৃত বিদ্যুদ্‌গতি তিরস্কৃত হয়। তিনি রাগাত্মিক গুরুবর্গের (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদির) সুতীব্রা গতির অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যে আর্তিমূলক দৈন্য

১। সাক্ষান্মন্মথো যঃ সমষ্টিকামস্তস্যাপি মনো মথ্নাতীতি সঃ। জগন্মোহনমপি কন্দর্পং মোহয়িতুমায়াস্তং স্ত্রীভাবং প্রাপয্য তথা মোহয়ামাস যথা সোঽপি কৃষ্ণসৌন্দর্যং দৃষ্ট্বা কন্দর্পশর-পীড়িতো মুমোহেত্যর্থঃ—শ্রীসারার্থদর্শিনী ভাঃ ০।৩২।২ ; ২। শ্রীপদ্যাবলী ১১ সংখ্যা।

প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীসরস্বতী দেবী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই 'পঙ্গু'-শব্দের অন্য অর্থ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের চিত্তভৃঙ্গ শ্রীশ্রীসনাতনের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীচরণকমলমধুপানে এতটা নিবিষ্ট যে, তাহা সেই আবেশ ত্যাগ করিয়া অনত্র গমন করিতে অসমর্থ,—ইহাই শ্রীল কবিরাজের 'পঙ্গুতা'। তিনি পুনরায় দৈন্যভরে আপনাকে 'মন্দমতি' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহাও শ্রীসরস্বতী সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ শব্দের অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এ জগতে যাঁহারা কর্মজ্ঞানাদিতে দক্ষ, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্ বা মনীষী বলিয়া পরিচিত। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগবর শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদের চিত্ত কর্মজ্ঞানাদিতে রুচিযুক্ত নহে,—ইহাই তাঁহার 'মন্দমতিত্ব'। অন্যাভিলাষিতারহিত জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণানুকূল্য-পরাকাষ্ঠাময় রাগাত্মিক ভক্তিযোগে তিনি আবিষ্ট। গৌড়ীয়গণের চিত্তভৃঙ্গ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীচরণকমলে আবেশময়ী ভক্তির দ্বারা সর্বদা নিবিষ্ট।

শ্রীচরিতামৃতের অন্যত্র শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা বর্ণন করিতে করিতে উল্লাসভরে লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥[১]*

১। চৈ চ আ ৫।২১২-২১৪।

* ভা ১০।৩২।২ ;

স্বমাধুর্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥ [১]

শ্রীরাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে বিরহবিধুরা গোপাঙ্গনাগণের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—তাঁহার বিরহাগ্নিতে ব্রজরামাগণ প্রায় গতপ্রাণা হইয়াছেন ; তখন তিনি সহাস্যবদন, পীতবসনধারী, বনমালাবিভূষিত সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। এইস্থানে 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ'-শব্দটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ক্রমসন্দর্ভে[২] শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্নদেবই হইলেন—অপ্রাকৃত মন্মথ বা মদন। দ্বারকার চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্ন অন্যান্য ধামস্থ চতুর্ব্যূহসমূহের মূল ; এজন্য দ্বারকাস্থ প্রদ্যুম্নই মূল অপ্রাকৃত মদন। স্বয়ংরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন উক্ত প্রদ্যুম্নরূপ মন্মথের মূলাশ্রয়। যেরূপ শ্রুতিতে দৃষ্টি-শক্তির মূলাশ্রয়কে বা পরব্রহ্মকে 'চক্ষুর চক্ষু' বলা হইয়াছে, সেই ভাবেই পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মন্মথের মন্মথ বলা হইয়াছে। প্রদ্যুম্নের শক্তির প্রতিবিম্বিত কণামাত্রের আবেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত কামদেব এই প্রাকৃত জগতকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ধামের ত্রিসীমানায় প্রাকৃত মদনের শক্তি কার্যকরী হওয়া দূরে থাকুক, প্রবেশই করিতে পারে না। এস্থানে 'সাক্ষাৎ'-শব্দে স্বয়ং অপ্রাকৃত কামদেব দ্বারকার চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; প্রাকৃত কামদেবকে উদ্দেশ করা হয় নাই। প্রাকৃত কামদেব সাক্ষাদ্রূপ নহেন। তিনি অপ্রাকৃত প্রদ্যুম্নের

১। চৈ চ আ ৫।২১৫, ২১৬ ; ২। "সাক্ষান্মন্মথঃ—নানাচতুর্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ (বৃ ৪।৪।১৮) 'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ' ইতিবন্মন্মথত্ব-প্রকাশক ইত্যর্থঃ"—শ্রীক্রমসন্দর্ভ (১০।৩২।২), শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৫২ খ্রীঃ।

শক্ত্যংশের প্রতিবিম্বিত কণার আবেশ-প্রাপ্ত অসাক্ষাদ্রূপ। 'মন্মথ-মন্মথ'-শব্দে অপ্রাকৃত প্রদ্যুম্নরূপ মন্মথগণেরও ক্ষোভকারী লীলাপুরুষোত্তম শ্রীমদনমোহন—ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই শ্রীরাধামদনমোহনই গৌড়ীয়গণের আদি-শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা পরদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের হৃদয়দেবতা এবং কামবীজ ও কামগায়ত্রীর দ্বারা উপাসিত শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীকবিকর্ণপূর-গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেবতা 'পূতনাঘাতন শ্রীকৃষ্ণে'র শ্রীচরণকমলের মাধুরী বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধাই সেই শ্রীচরণারবিন্দের মধু, নখাবলীর প্রভাপুঞ্জই সেই শ্রীপাদপদ্মের কেশরজাল ও জানুদ্বয়ই সেই চরণকমলের নালস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণকমল তাঁহার সম্বাহনাদি সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ভক্তগণকে রক্ষা করুন, এই বলিয়া মহাকবি আশীর্বাদ করিয়াছেন,—

ভক্তশ্রদ্ধামধুনখমহঃ পুঞ্জকিঞ্জল্কজালম্।
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ ॥[১]

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ গাহিয়াছেন,—

বনভুবি রবিকন্যা-স্বচ্ছকচ্ছালিপালি-
ধ্বনিযুত-বরতীর্থ-দ্বাদশাদিত্যকুঞ্জে।
সকনকমণিবেদী-মধ্যমধ্যাধিরূঢ়ঃ
স্ফুরতি মদনপূর্বঃ কোঽপি গোপাল এবঃ ॥ [২]

১। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, ১ম স্তবক, ২য় শ্লোক, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৫২ খ্রীঃ; ২। শ্রীশ্রীস্তবাবলী-গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রে ১ম শ্লোক, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

শ্রীবৃন্দাবনস্থলীতে সূর্যনন্দিনী যমুনার নির্মল তীরে ভ্রমরপংক্তির মধুর গুঞ্জনময় শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জে মণিখচিত সুবর্ণবেদীর মধ্যে সমারূঢ় শ্রীমদনগোপাল শোভিত রহিয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিপাদও শ্রীমদনগোপালের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

কৃতনরাকার ভবমুখবিবুধসেবিত !
দ্যুতিসুধাসার পুরুকরুণ কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃতসনাতনং
মদনগোপাল ! নিজসদনমনুরক্ষ মাম্ ॥[১]

হে মদনগোপাল! নরাকৃতি পরব্রহ্ম! মহাদেবপ্রমুখ দেবগণ-সেবিত! কান্তিসুধাসার! মহাকরুণাময়! শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ তোমার যে-প্রেমের দ্বারা বশীভূত, তুমি সেই অনির্বচনীয় প্রেম-প্রাচুর্য আমার প্রতি প্রকাশ করিয়া তোমার নিকটে সর্বক্ষণ রক্ষা কর।

পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনের বনসমূহ কল্পবৃক্ষে শোভিত। কল্পতরুর নিকট যে ফল প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ উক্ত কল্পতরুকে বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই কল্পতরু প্রার্থনার অতীত মহাফল দান করিতে সমর্থ। সেই কল্পবৃক্ষের তলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যোগপীঠ অর্থাৎ সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনাসন বিরাজমান। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ উক্ত শ্রীযোগপীঠে অধিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুরী বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥[২]

১। শ্রীস্তবামৃতলহরীতে শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবাষ্টকে ৭ম শ্লোক ; ২। চৈ চ আ ৫।২১৮।

শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণগান॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন॥
স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥ *
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর॥ [১]

শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যায়তঃ স্তুতঃ পরার্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব॥ ততঃ প্রণতো ময়াঽনুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বা অন্তর্হিতঃ।" [২]

---

* ভ র সি, পূর্ববিভাগ, সাধনভক্তিলহরী ২০৯ শ্লোক;
১। চৈ চ আ ৫।২১৯—২২৬; ২। গোপালতাপনী-শ্রুতি, পূর্ববিভাগ ২৭, ২৮ মন্ত্র, বহরমপুর-সং, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

—আমি শ্রীকৃষ্ণের অবিরাম ধ্যান ও স্তুতিদ্বারা তাঁহার আরাধনা করায় পরার্ধকালান্তে সেই গোপবেশ-পুরুষোত্তম যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া আমার সম্মুখে সেই রূপেই প্রকটিত হইলেন। ইহার পর আমি অনুরক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া সৃষ্টিকার্য নির্বাহার্থ সদয় হৃদয়ের দ্বারা আমাকে তাঁহার স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে আমি তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই গোপবেশধর পুনরায় আমার সমীপে আবির্ভূত হইলেন।[১]

শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতিধৃত এই ব্রহ্মোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীবৃন্দাবনস্থ যোগপীঠে শ্রীব্রহ্মারও প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য হয় না। তিনি নিজলোকে থাকিয়াই শ্রীগোবিন্দের ধ্যান ও অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করেন। চতুর্দশভুবনবাসী ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব লোকে থাকিয়া শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করেন। বৈকুণ্ঠাদিপুরে সেই সকল পুরাধিপতি শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদির কীর্তনসত্ত্বেও শ্রীগোবিন্দের লীলাগুণাদির কীর্তন হয়। ইহার দ্বারা শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদি-মাহাত্ম্য অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দের লীলাগুণাদির অধিক মাহাত্ম্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার প্রাণকোটিসর্বস্ব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীরূপমাধুরীর বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন[২],—হে সখে! স্ত্রী-পুত্রাদি জাগতিক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ করিবার যদি তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি এখান হইতে গিয়া কেশীঘাটের

১। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীসুখবোধিনী-টীকা দ্রষ্টব্য, শ্রীমৎ পুরীদাস-গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ খৃঃ; ২। ভ র সি, পূর্ববিভাগ, সাধনভক্তিলহরী ২৩৯ শ্লোক, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং।

নিকটে অধিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমূর্তিকে দর্শন করিও না। সেই শ্রীগোবিন্দের রক্তিমাধরে বংশী, বিশাল নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি, বদনে মৃদুমন্দ হাস্য, তনুতে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। তাৎপর্য এই যে, ভুবনসুন্দরবর, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমূর্তির মাধুরী একবার দর্শন করিলে দেহ-গেহ-পরিজনাসক্তি অনায়াসে সমূলে বিনষ্ট হইবে এবং শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখারবিন্দমধুপানে চিত্তভৃঙ্গ নিমগ্ন হইয়া পড়িবে।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের মঙ্গলাচরণে শ্রীরাধাসহিত শ্রীগোবিন্দের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দ-সন্দোহানন্দ-মন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনানন্দং শ্রীরাধা-সঙ্গ-নন্দিতম্ ॥[১]

যিনি ব্রজবাসীদিগের আনন্দরাশি সম্যক্ দোহন বা প্রপূরণ করিবার সুন্দর আশ্রয়স্বরূপ, মধুর শ্রীবৃন্দাবনের যিনি আনন্দস্বরূপ, যিনি শ্রীরাধা-সঙ্গে নন্দিত হ'ন অর্থাৎ শ্রীরাধার নিত্যসঙ্গী, সেই শ্রীগোবিন্দকে বন্দনা করি।

এই শ্রীগোবিন্দই —

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥[২]

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ-কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ।

লোকপিতামহ জগদ্গুরু ব্রহ্মা সেই শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

১। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত, ১ম সর্গ, ১ম শ্লোক, বহরমপুর-সং, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ;

২। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, ১ম শ্লোক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২য় সং), ৪৪২ গৌরাব্দ, শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-,লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[১]

লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত ও চিন্তামণি-নিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র-লক্ষ্মীগণ-কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আলোলচন্দ্রক-লসদ্‌বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়মপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[২]

দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিত বনমালা যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলিবিলাসযুক্ত যিনি, ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর-রূপই যাঁহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[৩]

আনন্দ-চিন্ময়রস-কর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা, চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখী-বর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।

১। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, ২৯ শ্লোক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২য় সং), ৪৪২ গৌরাব্দ, শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ; ২। ঐ, ৩১ শ্লোক; ৩। ঐ, ৩৭ শ্লোক।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[১]

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে 'বংশীবট'-নামক একটি অপ্রাকৃত বটবৃক্ষরাজ অধিষ্ঠিত আছেন। শরৎকালের রজনীতে লীলাপুরুষোত্তম রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ উক্ত বংশীবটের মূলে অবস্থিত হইয়া অপ্রাকৃত গোপবনিতাগণকে রাসলীলায় আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বেণুধ্বনি করেন। সেই বংশীরব শ্রবণ করিয়া গোপললনাগণ স্বজন ও বিধি-ধর্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করেন। রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপশক্তি ব্রজবালাগণের প্রেমের গাঢ়তা-পরীক্ষালীলা প্রকট করিয়া পরে তাঁহাদের সহিত রাস-ক্রীড়া করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর বলিয়াছেন,—

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো, দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেলাসুধাভি-,র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥[২]

যিনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর মূর্তিমান্ প্রেমরাশিস্বরূপ এবং দীন ও অনাথ-দিগকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ও সুপ্রসন্ন হইয়া দেবগণেরও অলভ্য ভুক্তাবশেষরূপ অমৃতদ্বারা পোষণ করিতেছেন, সেই বিশালবক্ষা শ্রীগোপীনাথই আমাদের গতি।

আস্তে হাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্, বংশী তস্যাং নাদপীযূষসিন্ধুঃ।
তদ্বীচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-,র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥[৩]

১। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, ৩৮ শ্লোক ; ২। শ্রীশ্রীস্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত শ্রীশ্রীগোপী-নাথাষ্টকে ৮ম শ্লোক ; ৩। ঐ, ১ম শ্লোক।

যাঁহার শ্রীবদনে হাস্য, হাস্যে মাধ্বীক (মধুজাত মদ্য), তাহাতে বংশী এবং সেই বংশীতে ধ্বনির সুধাসাগর, সেই সাগরের তরঙ্গদ্বারা যিনি ব্রজনাগরীগণকে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষা শ্রীগোপীনাথ আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের অনেকেরই সদোপাস্য শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীগোপীনাথ। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত রেমুণার ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ, শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের সহিত পুরীর টোটা-গোপীনাথ, শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোপীনাথ, শ্রীপরমানন্দ-গোস্বামী ও শ্রীমধু-পণ্ডিতের সহিত শ্রীবংশী-বটস্থিত শ্রীগোপীনাথ, খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম-ঠাকুরের শ্রীগোপী-নাথ, তড়া-আটপুরে শ্রীপরমেশ্বরীদাস-ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দঘোষ-ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, মামগাছীতে শ্রীশার্ঙ্গ-মুরারি-ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরিসরকার-ঠাকুরের কুলদেবতা ও শ্রীরঘুনন্দন-ঠাকুরের পূজিত শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বিভিন্ন ভক্ত-বাৎসল্যময়ী লীলা প্রকট করিয়া গৌড়ীয়গণের বশীভূত হৃদয়দেবতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহারেও শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

শ্রীরাধাসহ 'শ্রীমদনমোহন'।
শ্রীরাধাসহ 'শ্রীগোবিন্দ-চরণ'॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ'।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়ীয়ার নাথ'॥[১]

১। চৈ চ অ ২০।১৪২, ১৪৩।

এইসকল উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীধাম-বৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ গৌড়ীয়গণের নিত্যারাধ্য ঠাকুর। গৌড়ীয়গণের মূলমহাজন শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরের মিত্রবর শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদের প্রাণধন শ্রীশ্রীল রাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিপাদের প্রণয়ী শিষ্য শ্রীপরমানন্দ-গোস্বামিপাদের হৃদয়-ধন শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথই হইলেন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তিন ঠাকুর। কথিত হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্র শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষির সহায়তায় ও অনুগ্রহে শ্রীমদনগোপাল, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন শ্রীবিগ্রহকে এবং শ্রীবৃন্দাদেবী ও শ্রীগোপীশ্বর-শিবলিঙ্গকে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন।[১] তাঁহারা কালক্রমে শ্রীধামের সহিত গুপ্ত হইয়া পড়েন। পরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শক্তিসঞ্চার ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া শ্রীসনাতনগোস্বামি-পাদ মহাবন (মতান্তরে শ্রীমথুরা) হইতে শ্রীমন্মদনগোপালকে, শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনের গোমাটিলার সন্নিকটস্থ যোগপীঠ (মতান্তরে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড) হইতে শ্রীগোবিন্দদেবকে ও শ্রীপরমানন্দগোস্বামিপাদ বংশীবটের নিকটস্থ যমুনাতট (যোগপীঠ) হইতে শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহকে আবিষ্কার করেন।

গৌড়ীয়ার এই তিন ঠাকুর কখনও শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পদও অন্যত্র গমন করেন না। শ্রীশ্রীরূপসনাতনপ্রমুখ প্রভুপাদগণের অপ্রকটের পর ক্ষত্রিয়াভিমানী শ্রীবসুদেব-নন্দনই রাজস্থানে গমনের লীলা

১। "বজ্রস্তু তৎসহায়েন শাণ্ডিল্যস্যাপ্যনুগ্রহাৎ। গোবিন্দ-গোপগোপীনাং লীলাস্থানান্যনুক্রমাৎ॥ বিজ্ঞায়াভিধয়াস্থাপ্য গ্রামানাবাসয়দ্বহূন্। কুণ্ডকূপাদিপূর্তেন শিবাদিস্থাপনেন চ॥ গোবিন্দ-হরিদেবাদি-স্বরূপারোপণেন চ। কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বে রাজ্যে ততান চ মুমোদ হ॥" স্কন্দ-পুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্য, ২।৩—৬ শ্লোক ; বঙ্গবাসী-সং, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।

প্রকট করিয়াছেন। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ রাজান্ন ভক্ষণ করিতে রাজস্থানে যান নাই। তাঁহারা গোপেন্দ্র-নন্দন, কখনও ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করেন না। বিদ্বদ্‌গণের অনুভবে গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনেই আছেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এই তিন ঠাকুরের মধ্যে পরস্পর কোন ভেদ নাই। আবার এই তিন ঠাকুর শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিপাদের প্রাণধন শ্রীরাধারমণে অবস্থান করিতেছেন। গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীরাধারমণ পৃথক্‌তত্ত্ব নহেন।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ-সনাতন ॥[১]

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ—শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের নিত্যসেবক। সেই সূত্রেই শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদের কুলাধিদেবতা। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কুলই—শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীর কুল বা বংশ।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের যন্ত্র হইয়াই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগাথা গান করিয়াছেন,—

সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায় ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥[২]

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

সবার চরণকৃপা—গুরু 'উপাধ্যায়ী'।
তার বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥[৩]

১। চৈ চ আ ৮।৮০ ; ২। ঐ আ ৮।৭৯, ৭৮ ; ৩। ঐ , অ ২০।১৪৭

শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত ; শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদিগৌরভক্তবৃন্দ এবং শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ গুরুবর্গের শ্রীচরণকৃপা নৃত্যগীতাদিকলার আচার্যরূপে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদের বাণীকে শিষ্যা করিয়া নাচাইয়াছেন। সেই বাণী হইতেই জানা যায়, শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ার প্রাণনাথ।

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভুপাদ তৎকৃত শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রে গাহিয়াছেন,—

সবিধ-রমিতরাধঃ সাগ্রজস্নিগ্ধরূপ-
প্রণয়কুচিরচন্দ্রঃ কুঞ্জখেলাবিতন্দ্রঃ।
রচিতজনচকোর-প্রেমপীযূষ-বর্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥[১]

অর্থাৎ যিনি শ্রীমতী রাধাকে নিজ-নিকটে ক্রীড়া করান, যিনি অগ্রজ শ্রীসনাতনের সহিত বর্তমান শ্রীরূপের প্রণয়-কুমুদ প্রকাশার্থ চন্দ্রস্বরূপ, যিনি কুঞ্জক্রীড়ায় আলস্যশূন্য এবং যিনি জনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ করেন, সেই এই অনির্বচনীয় মদনগোপাল স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীমদনমোহন শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীরূপের প্রণয়-কুমুদপ্রকাশের চন্দ্রস্বরূপ এবং জনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ-কারী ; সুতরাং শ্রীমদনগোপাল কেবল সম্বন্ধিতত্ত্বের অধিদেব নহেন। তিনি একাধারে সম্বন্ধিতত্ত্ব, অভিধেয় ও প্রয়োজনপরাকাষ্ঠার মূলাধার।



১। শ্রীস্তবাবলীর অন্তর্গত শ্রীমদনগোপালস্তোত্রে ২১ শ্লোক।

দ্বিতীয়-মাধুরী

গৌড়ীয়া

সাহিত্যে 'গৌড়'-শব্দটির নগরী ও প্রদেশ উভয় অর্থেই ব্যবহার পাওয়া যায়। আর্যাবর্ত বা উত্তরভারত এবং ভারতবর্ষের পূর্বাংশের প্রদেশ-সমষ্টি ইতিহাসে 'গৌড়' নামে উক্ত হইয়াছে। ভারতে মুসলমান-রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক কাল হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বঙ্গদেশের 'গৌড়' আখ্যা ছিল। এখন মালদহজেলার মধ্যে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে অক্ষা° ২৪°৫২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°১০´ পূর্বে প্রাচীন গৌড় জঙ্গলাকীর্ণ স্থানরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে কোন কোন য়ুরোপীয় পরিব্রাজক 'গৌড়'নগরীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া উহার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-রাজত্বকালে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের (১১৮৯—১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) নামানুসারে 'গৌড়'-নগরীর অপর নাম 'লক্ষ্মণাবতী' হইয়াছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী[১]তে (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে) 'অরিষ্টপুর' ও 'গৌড়পুরে'র নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গবেষক উক্ত অরিষ্টপুর ও গৌড়পুরকে ভারতবর্ষের পূর্বাংশের বহিঃপ্রদেশ বলিয়াই মনে করেন। পাণিনি-ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ঐ সকল স্থানে আর্যসভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের যে-ভাগে গৌড় অবস্থিত, তাহা পাণিনির যুগে আর্যগণের

১। অরিষ্টগৌড়পূর্বে চ (পাণিনি ৬।২।১০০) অরিষ্টপুরম্, গৌড়পুরম্।

দ্বারা অধ্যুষিত হয় নাই বিবেচনা করিয়া কোন কোন গবেষক বঙ্গপ্রদেশস্থ গৌড়দেশকে পাণিনির গৌড়পুরের সহিত এক বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত নহেন। [১]

ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন পুঁথিতে 'গৌড়'-দেশকে 'গৌড়েশ'-নামক দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সেই স্থানটিকে পদ্মানদী ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী ভূভাগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, মৌলপত্তন (হুগলীজেলার মোল্লাই) ও কন্টকপত্তন (কাটোয়া)—এই কয়েকটি স্থান উক্ত বিবরণ-অনুসারে গৌড়দেশান্তর্গত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত মতে বর্তমান মুর্শিদাবাদ-জেলার সহিত নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলীজেলার অংশসমূহ গৌড়দেশ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। [২]

'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র'-নামক একটি অর্বাচীন তন্ত্রের উক্তি অনুসারে বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমা পর্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। "বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥" উক্ত গ্রন্থে বঙ্গদেশের পূর্বাংশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' নামে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার কিয়দংশ 'গৌড়' নামে কথিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ্ 'কর্ণসুবর্ণ'-নামক ক্ষুদ্র জনপদকে 'গৌড়' বলিয়াছেন। কৌটিল্যের (অনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের রজতের (রৌপ্যের) কথা পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে গৌড়প্রদেশ গুপ্তরাজত্বের অন্তর্গত ছিল। পরে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়গণ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রায় প্রথম পাদে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিয়াছিলেন। বঙ্গপ্রদেশস্থ

১। The Indian Historical Quarterly, June 1952, ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার-লিখিত 'Gauda' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; ২। ঐ

গৌড় ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অন্যান্য জনপদসমূহও 'গৌড়' নামে বিদিত ছিল। উত্তরভারতের ব্রাহ্মণগণ 'গৌড়-ব্রাহ্মণ' নামে খ্যাত। ইহার দ্বারাও আর্যাবর্ত বা উত্তরভারত যে 'গৌড়' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। ইহার অন্যান্য প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, বঙ্গদেশে গুড় বা ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া 'গুড়'-শব্দ হইতে 'গৌড়'-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।[১] সঙ্গীতশাস্ত্রে 'গৌড়-রাগে'র বিশেষ প্রশংসা শ্রুত হয়। যে সকল রাগ ছয়টি স্বর হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে 'ষাড়ব' কহে। সঙ্গীতাচার্য হরিনায়কের মতে গৌড় একটি ষাড়ব রাগ। যথা—গৌড়ঃ কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী……ইত্যাদ্যাঃ ষাড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়ক-সম্মতাঃ ॥[২] মৈথিল ন্যায়-গ্রন্থে 'গৌড়মতে'র কথা পাওয়া যায়। মধুসূদন-রচিত আলোককণ্টকোদ্ধার-গ্রন্থের অনুমানখণ্ডে ও বাসুদেবমিশ্রের চিন্তামণি টীকার অনুমানখণ্ডে গৌড়মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশ বুঝাইতে 'গৌড়'-শব্দটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন ;—

ঐছে চলি' আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥[৩]

১। "গুড়ের সঙ্গে নাকি গৌড়ের যোগ আছে। এই যোগ হ'ল শব্দশাস্ত্রের। কিন্তু মাধুর্যের সঙ্গে এ-দেশের চিরযোগ। নীরস শুষ্কপথ এদেশের নয়।"---ক্ষিতিমোহনসেন-রচিত 'বাংলার সাধনা' পুস্তকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাক্য-উদ্ধৃতি, ১১ পৃঃ, বিশ্বভারতী-সং, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ; ২। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।২৭৭৭-৭৮ ধৃত বাক্য ; ৩। চৈ চ ম ১।১৬৬

হোসেনশাহ-বাদসাহকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'গৌড়াধ্যক্ষ', 'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি আখ্যাদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যত্র—

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।[১]

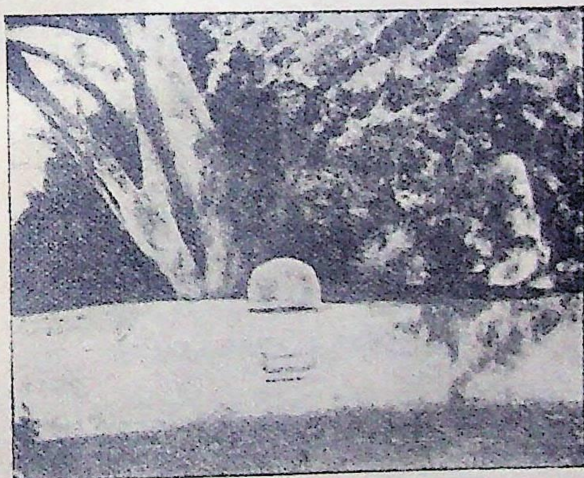
এই স্থানে 'গৌড়'-শব্দে প্রাচীন গৌড়নগর নির্দিষ্ট হইয়াছে, আবার অন্যত্র 'গৌড়'-শব্দে সমগ্র বঙ্গদেশ লক্ষিত হইয়াছে ; যথা—

গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥[২]

* * *

গৌড় হইতে সর্ব-বৈষ্ণবের আগমন।[৩]

* * *



গৌড়ের শ্রীরামকেলিগ্রামে
শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরূপসনাতনের মিলনপীঠ

১। চৈ চ ম ২০।৩ ; ২। ঐ, ম ১।১২৩ ; ৩। ঐ, ম ১।১০১

গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥[১]
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে ।[২]

* * *

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।[৩]

* * *

আর যত ভক্তগণ **গৌড়-দেশ-বাসী** ।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥[৪]

* * *

গৌড়দেশে পূর্ব শৈলে করিল উদয় ।[৫]

* * *

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ **গৌড়দেশে** ।[৬]

* * *

শুনিয়াছি **গৌড়দেশের** সন্ন্যাসী 'ভাবুক' ।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥[৭]

* * *

এই মতে দুই ভাই **গৌড়দেশে** আইলা ।
গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা ॥[৮]

* * *

গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল ।[৯]

* * *

তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব **গৌড়দেশ** ।[১০]

* * *

সকল বৈষ্ণব যবে **গৌড়দেশে** গেলা ।[১১]

---

১ । চৈ চ ম ১।১৩৫ ; ২ । ঐ, ম ১।১৩৬ ; ৩ । ঐ, ম ১।১৪৭ ; ৪ । ঐ, আ ১০।১২৮ ; ৫ । ঐ, আ ১।৮৬ ; ৬ । ঐ, ম ১৫।৪২ ; ৭ । ঐ, ম ১৭।১১৬ ; ৮ । ঐ, অ ১।৩৭ ; ৯ । ঐ, অ ২।১৭ ; ১০ । ঐ, অ ২।২০ ; ১১ । ঐ, অ ৪।১১৩

হেনকালে **গৌড়দেশের** সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥[১]

* * *

গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।[২]

গৌড় ও গৌড়দেশ-শব্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের আরও বহুস্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে।

'গৌড়'শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়া' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে 'গৌড়ীয়া'-শব্দটির উল্লেখ আছে, যথা—আদি ১।১৯, মধ্য ১২।১২৭, ১৮।১৬৬, ১৭২, ১৭৫, ২০।৮৪, ২৫।১৯৯, অন্ত ১।৫৮,৬।২৪২, ১০।৪৬,৪৮, ১৩।৩৫, ১৫,২০।১৪৩

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' ও 'গৌড়ভক্ত' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও 'গৌড়'শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—

বিপ্র রাজা **গৌড়ে** হইবেক হেন আছে।[৩]

* * *

কেহ বোলে, বিপ্র রাজা হইবেক **গৌড়ে**।[৪]

* * *

শেষখণ্ডে—সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া **গৌড়**-ক্ষিতি ॥[৫]

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও 'গৌড়'-শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"শ্রীচৈঃ। মুকুন্দ! ময়ি দক্ষিণস্যাং দিশি গতে সতি শ্রীপাদ-নিত্যানন্দেন ক্ব গতম্?

মুকু। **গৌড়ে**। * * *

* * * *

১। চৈ চ অ ৬।১৫৭; ২। ঐ, অ ১২।৬৫; ৩। চৈ ভা আ ৩।১১; ৪। ঐ, আ ১২।২৬৯; ৫। ঐ, আ ১।৯১

সার্বভৌমঃ। * * তদনুমীয়তে গৌড়ীয়া এবৈতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্য প্রিয়-পার্ষদাঃ।"[১]

শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে—

মেনে গুর্জরভূপতির্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্র-পয়োধি-পোতগমিব স্বং বেদ **গৌড়েশ্বরঃ** ॥[২]

শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-কৃত 'শ্রীসঙ্গীতমাধব-নাটকে'[৩] শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয়ের পূর্বাশ্রমের পিতৃব্যভ্রাতা ও শিষ্য ধনাঢ্য শ্রীসন্তোষদত্ত-মহাশয়কে '**গৌড়াধিরাজ**-মহামাত্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীসঙ্গীতমাধব-নাটকে[৪] গৌড়দেশস্থ সপ্তগ্রামের অধিপতি শ্রীগোবর্ধন-দাসকে প্রসিদ্ধ দাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"**গৌড়ে** গোবর্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ"

অর্থাৎ গৌড়দেশে গোবর্ধনই একমাত্র বদান্যপুরুষ, আর শ্রীখণ্ডে শ্রীদামোদরই অদ্বিতীয় কবি।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনায়—

শ্রী**গৌড়মণ্ডল**-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

—বাক্যটি এখনও গৌড়দেশবাসীর ও সমগ্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে। পরবর্তিকালের 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', 'শ্রীনরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থেও 'গৌড়'-শব্দের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এক কালে গৌড়দেশের নামে সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতী-তীরস্থ দেশ (কুরুক্ষেত্র), কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল-প্রদেশ পরিচিত

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮ম অঙ্ক ; ২। শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ১।৩, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ ; ৩। "গৌড়াধিরাজ-মহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তম-দত্ত-সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ"—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৪৭২-ধৃত সঙ্গীতমাধব-নাটকবাক্য ; ৪। শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।২৪০-সংখ্যাধৃত সঙ্গীতমাধব-নাটকবাক্য।

হইত ; গৌড়ের নামে প্রায় সমস্ত আর্যাবর্ত নামাঙ্কিত ছিল। গৌড়ের শ্রেষ্ঠ রাজারা 'পঞ্চগৌড়েশ্বর'—এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করিয়া সার্বভৌম-সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন।[১] দিল্লী ও উত্তর-ভারতের গৌড়ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন—তাঁহাদের আদিপুরুষ গৌড় হইতে মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞোপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উত্তরভারতে বাস স্থাপন করেন।[২] উক্ত পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্তী গৌড়রাজ্য সকলের নিকট পরিচিত। ইতিহাসে এই গৌড়রাজ্যই প্রসিদ্ধ, অপর গৌড়ের উল্লেখ নাই।[৩] বর্তমান মালদহসহর হইতে বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানযুগের রাজধানী গৌড় পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গৌড়ের শেষ সীমানা ইংরাজবাজার (মালদহসহর) হইতে প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। রাজধানী গৌড়ের সমৃদ্ধি হইতে সমগ্রদেশ 'গৌড়' নামে আখ্যাত হইয়াছিল। পাণিনিসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ ভারতচন্দ্র, মাইকেল-মধুসূদন, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাদেশকে বুঝাইতে 'গৌড়'-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।[৪]

শ্রীশ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ—এই তিন ভ্রাতা গৌড়ের রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে—

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥

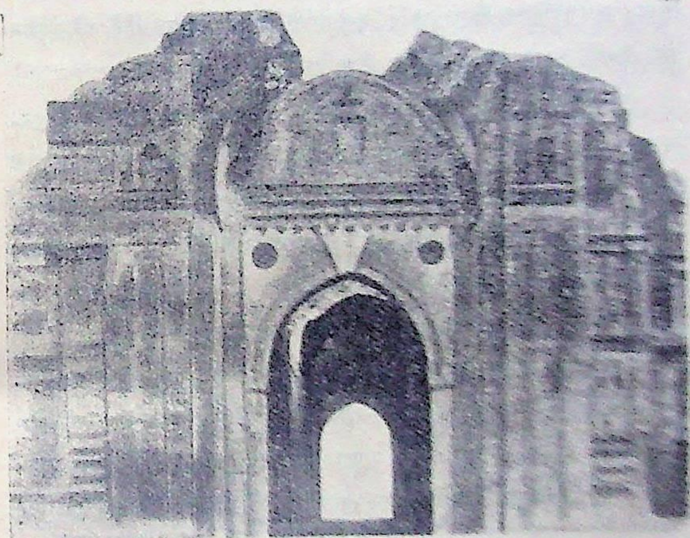
১। ডক্টর দীনেশচন্দ্রসেন-কৃত 'বৃহৎবঙ্গ', ১ম খণ্ড, ২১ পৃঃ, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ; ২। 'বাংলায় ভ্রমণ', ১ম খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ, পূর্ববঙ্গরেলপথের প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং 'বৃহৎবঙ্গ' ৭১ পৃঃ ; ৩। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথবসু-সম্পাদিত বিশ্বকোষ ৬১০ পৃঃ 'গৌড়'-শব্দ দ্রষ্টব্য ; ৪। 'বাংলায় ভ্রমণ', ১ম খণ্ড, ২ পৃঃ।

ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে ॥
গায়ক-বাদক-নর্তকাদি কবিগণ।
সর্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্বক্ষণ ॥
সদা সর্বশাস্ত্রে চর্চা করে দুই জন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন-স্থাপন ॥
সর্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ।
কর্ণাট-দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ ॥
রামকেলি-গ্রামে সে-সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহারকার্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া ॥
বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণে রূপ-সনাতন।
যেরূপ আদরের তাহা না হয় বর্ণন ॥
নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা' সবারে ভক্তি কত ॥[১]

গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসনাতন 'সাকর্‌মল্লিক্‌' (সাকর্‌—গম্ভীরার্থ-বাক্যের রচয়িতা ; মল্লিক্‌—জ্ঞানবৃদ্ধ অথবা কূটনৈতিক-শ্রেষ্ঠ, চতুরশিরোমণি), শ্রীরূপ 'দবির্‌খাস্‌' (প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী) ও শ্রীবল্লভ 'অনুপম মল্লিক' নামে গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীবল্লভের আত্মজই শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ।[২] সুতরাং গৌড়ের সহিত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তিন মূলমহাজনের অর্থাৎ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদপদ্মত্রয়ের সম্বন্ধও ছিল। প্রাচীন গৌড়ীয়

১। শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৫৮৫—৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৫--৯৭ ; ২। "আদিঃ শ্রীল-সনাতন-স্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ, শ্রীমদ্বল্লভ-নামধেয়-বলিতো নিবিষ্ট তে রাজ্যতঃ। * * * যঃ সর্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্‌"—শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী, উপসংহার।

সাহিত্যে শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদকে “গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণং” বলা হইয়াছে।[১] বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসঠাকুরের[২] সহিত রামকেলি-গ্রামে পদার্পণ করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ কিঙ্করদ্বয়ের প্রতি কৃপা ও তথায়ই ‘সাকরমল্লিক্’ ও ‘দবিরখাস্’ নাম



শ্রীশ্রীরূপসনাতনের [illegible] গৌড়পুরী
প্রবেশদ্বারের ভগ্নাবশেষ

মোচন করিয়া যথাক্রমে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নাম [illegible]
‘প্রাচীন গৌড়-রাজধানী’ সম্পাদক [illegible]

১। শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৬৩৮ সংখ্যাধৃত [illegible]। ২। [illegible]
৩। “আজি হৈতে দুঁহার নাম ‘রূপ-সনাতন’।”—[illegible]

রূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সেই শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের পদাঙ্কিত মহাতীর্থ গৌড়ের সম্পর্কেও শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত শ্রীশ্রী-সনাতন-রূপ-শ্রীজীবের অনুগ-সম্প্রদায়কে 'গৌড়ীয়'নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। .শ্রীকবিকর্ণপূর-গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—গৌড়ভূমির জয়জয়কার। কারণ, তাহা সকল পুণ্যতীর্থের শিরোমণি; যেহেতু শ্রীরাধাভাবকান্তিধর শ্রীগৌরহরি তথায় স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম হইতেই সর্বত্র শ্রীভক্তিদেবী বিস্তারিত হইয়াছেন।[১]

'গৌড়ীয়'-শব্দটি গৌড়দেশীয় এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাকরণ-নিষ্পত্তি অনুসারে একটি বিশেষণ পদ হয়। কিন্তু বিশেষ্য পদরূপেই ইহার প্রসিদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র 'গৌড়ীয়'-শব্দ বলিলেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব বুঝায়, আবার 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' এইরূপ দুইটি পৃথক্ শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়।

শ্রীভাগবতধর্মই হইল গৌড়ীয়ার বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ধর্ম। ইহা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা, ভাগবত-ধর্ম ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম মূল হিন্দুধর্মেরই একটি সাম্প্রদায়িক শাখা ও উপশাখাবিশেষ; ইহা একটি সাধারণ ভ্রম (Common error)। ভাগবত-ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে না পারায় এই সমষ্টিগত ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য শ্রীভাগবতধর্ম ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ চিদ্‌বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

বিশ্বকোষ অভিধানে 'হিন্দু'-শব্দটির উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"বেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে, পারসিক সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র 'আবেস্তা'য় ঐ শব্দ উচ্চারণভেদে 'হপ্ত্ হিন্দু' নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চনদ-প্রদেশই বেদে সপ্তসিন্ধু ও আবেস্তায় 'হপ্ত-

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ২।১২, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯১৭ খ্রীঃ।

হেন্দু' নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন পারসিকগণ পঞ্চনদ-প্রদেশের বিষয় জানিতেন, তাঁহারা ভারতের আভ্যন্তর-জনপদের ততদূর সন্ধান রাখিতেন না। স্বভাবতঃ তাঁহারা 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিতেন। তাই তাঁহাদের নিকট প্রথমে সিন্ধুবাসী 'হিন্দু' নামে পরিচিত, ক্রমে মুসলমানজগতে ভারতবাসিমাত্রই 'হিন্দু'-শব্দে অভিহিত। তাহারই অপভ্রংশ হিন্দ্। ভারতাগত মুসলমানগণও সমস্ত ভারতকে 'হিন্দ্' ও ইহার অধিবাসীকে 'হিন্দু' ও 'হিন্দ্' এই উভয় নামে সম্বোধন করিতেন। ক্রমে মুসলমান-অধিকার সর্বত্র বিস্তারের সঙ্গে মুসলমান ব্যতীত ভারতবাসী আর্যসন্তানমাত্রেই 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইলেন। মুসলমান-অধিকারের পূর্বে কোন ভারতবাসী আপনাকে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিতেন না, এ-কারণ কোন প্রাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃত গ্রন্থে হিন্দু-শব্দের উল্লেখ নাই। মুসলমান-অধিকার স্থায়ী হইবার পর যখন সর্বত্র পারস্যভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তৎকালে রাজকর্মচারী ভারতবাসিমাত্রই 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ মেরুতন্ত্রে[১] সর্বপ্রথম 'হিন্দু'-শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং কালে অনার্য জাতি ব্যতীত ভারতবাসী আর্যসন্তানমাত্রই আপনাদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বর্তমানকালে ভারতবাসী আর্যসন্তান জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দু বলিয়া পরিচিত না হইলেও মুসলমান-আমলে তাঁহারাও হিন্দু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এ-কারণ মুসলমানগ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। মুসলমান-আমলে চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতীয়

১। নিতান্ত আধুনিক সংস্কৃতশ্লোকাত্মক তন্ত্র; ইহাতে লণ্ডন-নগরী ও সাহগণ হিন্দুধর্মের বিলোপসাধক বলিয়া বর্ণনা এবং ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ জাতির কথা আছে। ইহাতে হিন্দুশব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ,—"হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।"—মেরুতন্ত্র ২৩ পটল।

বৌদ্ধগণ 'হিন্দুবৌদ্ধ' নামেই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আর্য-শব্দের ন্যায় হিন্দুশব্দও পারিভাষিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[১]

প্রাচীন সংস্কৃতকোষে 'হিন্দু'-শব্দ না থাকিলেও ফার্সিকোষে 'হিন্দ্' ও তাহা হইতে নির্গত হিন্দু, হিন্দী, হিন্দূবী, হিন্দুয়ানা ইত্যাদি বহু শব্দ পাওয়া যায়। 'হিন্দু'-শব্দের মূলরূপ সৈন্ধব, সিন্ধু-শব্দের নিরুক্তি (সিন্ধুঃ স্যন্দনাৎ, নিরুক্ত ৯।২৬) বেগবান্। সপ্তসিন্ধু-শব্দের বৈদিক প্রয়োগ পাওয়া যায়। উহারই অপভ্রংশ পারস্যভাষায় হপ্তহেন্দু হইয়াছে। পারস্যভাষায় 'হিন্দু'-শব্দের লক্ষ্যার্থ দস্যু, দাস, নাস্তিক, প্রহরী ইত্যাদি। ইহা বস্তুতঃ পারস্যভাষায় কোন প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ নহে—এইরূপ প্রয়োগ পারস্যসাহিত্যে নাই। কিন্তু ইরাণের পূর্ব-সীমানার অধিবাসিগণের মধ্যে এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যখন ইরাণের পূর্বসীমানার অধিবাসিগণ খাইবারপাশের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা ভারতের ভূমিকে হিন্দ্, উহার অধিবাসীকে হিন্দু ও উহার ভাষাকে 'হিন্দী' বা 'হিন্দূবী' বা 'হিন্দূঈ' এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে ভারতের অধিবাসিমাত্র বুঝাইতেই 'হিন্দু'-শব্দটি পারিভাষিক শব্দ হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমানগণ ভারত-বাসীকে জাতি-ধর্ম-প্রদেশ-নির্বিশেষে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিতেন। সেইরূপ ভারতবাসিগণও মুসলমানগণের প্রদেশাদিগত কোন পার্থক্য না দেখিয়া মুসলমান নামেই অভিহিত করিতেন। প্রান্তসীমানার অধিবাসি-গণের মধ্যে পরস্পর লুটতরাজ হইত বলিয়া 'দস্যু', পরে বিজিতকে ক্রীতদাস করা হইত বলিয়া 'দাস', পরস্পরের ধর্মে বিশ্বাস না থাকায় 'নাস্তিক', প্রান্তরক্ষায় প্রহরীর কার্য করিত বলিয়া 'প্রহরী' প্রভৃতি 'হিন্দু'-শব্দের লক্ষ্যার্থরূপে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, 'হিন্দু'-

১। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথবসু-সম্পাদিত বিশ্বকোষ, ১ম সংস্করণ, 'হিন্দু'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

শব্দ প্রচারিত হইবার পর আর্য ও অনার্য-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আদি-দ্রাবিড়গণের মধ্যে যাহারা অব্রাহ্মণ, তাহারা আপনাদিগকে অনার্য বলিতে বিশেষ আপত্তি করে না; কিন্তু নিজদিগকে কখনও অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় না। ঘোর নাস্তিকও আপনাকে হিন্দু বলিয়া অভিমান করে এবং হিন্দু-শব্দটিকে রাষ্ট্রবিশেষের বাচক-শব্দ বলিয়া মনে করে। যাঁহারা বর্ণাশ্রমী, তাঁহারা যেমন আপনাদিগকে হিন্দু বলেন, তদ্রূপ যাঁহারা বর্ণাশ্রমের বিধি মোটেই মানেন না—এমন কি নরমাংসখাদক অঘোরপন্থি-প্রমুখ ব্যক্তিও আপনাদিগকে হিন্দু বলেন। ফার্সি-শব্দকোষে হিন্দ্ শব্দের অর্থ—ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীমাত্রেই হিন্দু। এমন কি, যখন ভারতীয় মুসলমানগণ মক্কা, মদীনা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, তখন তদ্দেশীয় মুসলমানগণ ভারতীয় মুসলমানগণকে হিন্দু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মুসলমানধর্মনিষ্ঠ হজযাত্রি-ভারতীয়ের প্রতি নাস্তিক বা কাফের অর্থে তখন হিন্দু-শব্দের প্রয়োগ হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতের বাহিরেও অনেক স্থানে হিন্দু বলিতে ভারতবাসীকে বুঝায়। ভারতাগত ব্যক্তিগণ মুসলমান্, খ্রীষ্টান, শিখ বা যে কোন ধর্মাবলম্বী হউন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত করেন। লোকমান্য তিলকের নামে আরোপিত নিম্নলিখিত শ্লোকে হিন্দুর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

আসিন্ধোঃ সিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥

পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে সিন্ধুনদের উদ্গম স্থান পর্যন্ত—এই চারি সীমানার ভিতরে যে দেশ, উহাই ভারতভূমি। সেই ভূমি যাঁহার পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া গণিত তিনিই 'হিন্দু'।[১]

১। কাশী হইতে প্রকাশিত রামদাসগৌড়-প্রণীত 'হিন্দুত্ব'-নামক হিন্দি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের মর্মাবলম্বনে লিখিত।

কেহ কেহ বলেন, হিব্রুভাষায় ভারতবর্ষের নাম 'হন্‌দ্' (গৌরবান্বিত রাজ্য); জেন্দ্ ভাষায় 'হিন্দব'; গ্রীকভাষায় হন্দ্‌কোশ, ইন্দিকোস্ (Indikos), ইণ্ডিওস্ (Indios)। জেন্দ্ 'হন্‌দ্' (গৌরবান্বিত রাজ্য) হইতে ঐ রাজ্যের বা দেশের অধিবাসী হন্‌দু বা হিন্দু। পস্তুভাষায় ভারতকে—হন্‌দ্ বলে। সুতরাং হিন্দ্ এর অধিবাসী হিন্দু। অথবা সিন্ধুনদী-বিধৌত দেশ সিন্ধু বা হিন্দুস্তান। (ফার্সিতে স = হ) অতএব হিন্দু বলিতে সিন্ধুনদের পরপারস্থ দেশের অধিবাসী।[১]

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'হিন্দু' শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রদান করিয়াছিলেন,—

"অনেক দিবস হইল হিন্দুশব্দের মূল লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীতে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। কেহ বলেন—সিন্ধুনদী হইতে, কেহ বলেন—হিন্দুকুশ-পর্বত হইতে, কেহ বলেন—ইন্দু-শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন যে, যবনেরা ঘৃণা করিয়া আমাদিগকে হিন্দু বলিত। কোন কোন পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা করেন। "হীনান্ ধর্মান্ পরিত্যজ্য হিন্দুঃ স পরিকীর্তিতঃ।" ইহাতেও সন্দেহ দূর হয় না। সম্প্রতি আমরা নিম্নলিখিত চারিটি শ্লোকে হিন্দু-শব্দের অর্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

উত্তরে ভারতস্যাস্য হিমাদ্রির্দিব্যদর্শনঃ।
দক্ষিণে বর্ততে বিন্দুসরস্তীর্থো মনোহরঃ॥
এতয়োর্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ।
আদ্যন্তবর্ণসংযোগাৎ হিন্দুনাম্না মহীয়তে॥
শুদ্ধার্যকুলসম্ভূতঃ শুদ্ধাচারপরায়ণঃ।
ভারতে বর্ততে হিন্দুর্বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।

১। জ্ঞানেন্দ্রমোহনদাস-কৃত 'বাংলা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য।

পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্বেষাং দ্বিপদামপি।
শিক্ষকঃ সর্বজাতীনাং মহীতলনিবাসিনাম্॥

অর্থ—এই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে হিমাদ্রি নামে দিব্যদর্শন পর্বত আছে। দক্ষিণাংশে বিন্দুসর নামে এক মনোহর তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে বাস করেন, তিনি হিমালয়ের আদ্যক্ষর ও বিন্দুর শেষাক্ষর-সংযোগ-দ্বারা হিন্দু নামের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ আর্যকুলসম্ভূত ও শুদ্ধাচারপরায়ণ হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগ করত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দু মনুষ্যমাত্রেরই পূজনীয় এবং সমস্ত জাতির শিক্ষক।

হিমালয়পর্বত যে স্থলে আছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বিন্দুসর কোথায় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২১শ অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে 'কর্দম-প্রজাপতি'-সংবাদে এরূপ কথিত আছে,—

তস্মিন্ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্॥

এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, সরস্বতীনদীর সন্নিকটেই বিন্দুসর। সম্প্রতি গুর্জর-রাষ্ট্রদেশে বিন্দুসর দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় ঐ বিন্দুসরই হিন্দুস্থানের দক্ষিণসীমা। ঐ সীমা ধরিলে আর্যাবর্ত ও ব্রহ্মাবর্ত দুই খণ্ডই হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তী হয়।

শাস্ত্রে হিন্দু-শব্দের উল্লেখ না থাকার হেতু এই যে, আর্যগণ হিন্দুস্থানে আসিবার পূর্বেই বেদসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। যৎকালে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসকল লিখিত হয়, তখন আর্যবংশীয়েরা আর্যাবর্ত ও ব্রহ্মাবর্ত অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য তৎপূর্বে নির্ণীত হিন্দু-নামটি অসম্যক্ হইবে বোধ করিয়া পুরাণাদিতে ব্যবহার করেন নাই। এতৎপ্রযুক্ত হিন্দু-নামটি কেবল বাচনিক ব্যবহার হইয়া থাকে।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতকে 'হিন্দ' ও সেই শব্দ হইতে ভারতের অধিবাসীকে 'হিন্দু' অথবা হিমালয় ও বিন্দুসরের মধ্যবর্তি-স্থানের অধিবাসিগণকে 'হিন্দু' বলা হইয়া থাকিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মকে হিন্দুর উপসম্প্রদায় বা শাখাবিশেষ বলিতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ তাঁহারাও দেশবিশেষ (বঙ্গদেশ) হইতেই 'গৌড়ীয়' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-শব্দটি বরং হিন্দু-শব্দটি হইতে আরও সঙ্কীর্ণ; কারণ, ভারতের (হিন্দের) অন্তর্গতই বঙ্গদেশ (গৌড়)। হিন্দু-শব্দটি যেরূপ একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায়ের পারিভাষিক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, গৌড়ীয়-শব্দটিও সেইরূপ কোন ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের পরিভাষায় পরিণত হইয়াছে।

এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইলে একটি মূল বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ব্যক্তি যে 'গৌড়ীয়'-পরিভাষার দ্বারা পরিচিত হন, উহা কিছু তাঁহার দেশগত পরিচয় নহে; তাহা সম্পূর্ণ আত্ম-ধর্মগত পরিচয়। হিন্দের অধিবাসী হিন্দু যেরূপ মুখ্যভাবে দেশ বা রাষ্ট্রগত পরিচয়ের দ্বারাই 'হিন্দু' নামে অভিহিত হন, গৌড়ীয় (গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী) কখনও সেইরূপ দেশ বা রাষ্ট্রগত পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন না বা হ'নও না। গৌড়দেশবাসী বলিয়া যে 'গৌড়ীয়'-আখ্যা, তাহা শ্রীচৈতন্যচরণানুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বহু অহিন্দু ব্যক্তির মধ্যেও প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল ও আছে। শ্রীচৈতন্যপূর্ব-সাহিত্যে গৌড়দেশ-বাসীকেই গৌড়ীয় বলা হইত। পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাচীন মৈথিল ন্যায়গ্রন্থে গৌড়ীয় মতের বহু উল্লেখ রহিয়াছে।[১] তথায় গৌড়ীয় মত বা

১। "তদেতৎ **গৌড়ীয়**বচনমনাদেয়ম্"—চিন্তামণি-টীকার অনুমানখণ্ড, ১২।২ পত্র (লণ্ডনের পুঁথি); শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা' ৩৫ পৃঃ এবং "অতএব ভ্রমস্থলে ব্যাপ্তীত্যাদৌ সমাসাসম্ভব ইতি **গৌড়াঃ**"—ঐ, ১৭।২ পত্র।

গৌড়ীয় বচন প্রভৃতি শব্দ নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীর মত-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

পাশ্চাত্য গবেষকগণ ও তদনুকরণে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মকে 'Bengal Vaishnavism' বা 'বাংলার বৈষ্ণবধর্ম' প্রভৃতি বাক্যে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরায় রামানন্দপাদ, শ্রীগোপাল-ভট্ট-গোস্বামিপাদ, শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ ও দাক্ষিণাত্যবিপ্র শ্রীরাঘব-পণ্ডিতগোস্বামিপাদপ্রমুখ গৌড়ীয়াচার্যচরণগণ কেহই গৌড়দেশবাসী নহেন। এখনও পাঞ্জাবে, রাজপুতনায়, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, গুজরাটে, দাক্ষিণাত্যে, উড়িষ্যায়, আসামে এবং ভারতের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণ তত্তদ্দেশে আবির্ভূত হইয়াও গৌড়ীয় নামেই পরিচিত হন।

বর্তমান-শিক্ষিতসমাজের অনেকে প্রাদেশিক গবাক্ষ হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় এইরূপ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদশাস্ত্রীর ন্যায় ঐতিহাসিক গবেষকও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন,—"Himself a Bengalee, his associates were all of the same nationality"[১] অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব নিজে একজন বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গিগণও সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। এই উক্তিটি পারমার্থিক ও ঐতিহাসিক উভয়ক্ষেত্রেই নিছক অসত্য। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ সঙ্গিগণের মধ্যে উৎকলবাসী, দাক্ষিণাত্যবাসী, রাজপুত, উত্তরপ্রদেশবাসী, মহারাষ্ট্রীয় ও গুর্জরদেশবাসী বহু ভক্ত ছিলেন।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥

১। J. B. O. R. S., March 1920, Vol. VI, Pt. 1, P. 62.

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥
আপনে দক্ষিণদেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥[১]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র ভক্তের মধ্যে যে সাড়ে তিন জন শ্রীরাধার গণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই উৎকলদেশীয় অর্থাৎ শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ ব্যতীত শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীশিখিমাহিতি ও শ্রীমাধবী দেবী সকলেই উৎকলদেশে আবির্ভূত।[২]

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥
শিষ্য, প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥
উডুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥[৩]

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন,—

সংকীর্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব পতিত সংসার ॥

১। চৈ চ আ ৭।১৬৩—১৬৭; ২। ঐ, অ ২।১০৫,৬; ৩। ঐ, আ ৯।২২—২৫

পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥[১]

অতএব পৃথিবীর যে-কোনও দেশে, গ্রামে বা কুলে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদাসানুগ-গণের আশ্রিত ব্যক্তিমাত্রই গৌড়ীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন যে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী অথবা কোনরূপ লৌকিক পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তি নহেন ; তিনি শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসানুদাস। ইহা মহাপ্রভুর দৈন্যময়ী উক্তি হইলেও ইহার দ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সূর্য যেরূপ কোনও খণ্ড দেশ বা প্রদেশবিশেষের বস্তু নহে, স্বয়ং ভগবানও সেইরূপ কোন দেশ, জাতি, বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত বস্তু নহেন ; আর তাঁহার দাসানুদাসগণও সেরূপ খণ্ড বস্তুর পরিচয়ে পরিচিত নহেন,—ইহাই বাস্তব সত্য। গৌড়ীয়গণের প্রকৃত পরিচয় সেই বাস্তব সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া গৌড়ীয়কে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর অন্তর্গতরূপে দেখিতে গেলেও গৌড়ীয়-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণীত হয় না। গৌড়ীয়-নামাচার্যচরণ শ্রীশ্রীল ব্রহ্ম হরিদাসঠাকুর, পাঠানকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব রামদাসপ্রমুখ ভাগবতগণ তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। মহাপ্রভুর সমসাময়িক নবদ্বীপের কতিপয় হিন্দুনামধারী ব্যক্তি এক সময়—

আসি কহে,—হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই ॥
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥[২] ইত্যাদি।

শ্রীভগবানের নামকীর্তনরূপ ভাগবতধর্মের প্রসঙ্গ লইয়াই শ্রীমদ্‌-ভাগবত বলিয়াছেন,—

১। চৈ ভা অ ৪।১২০, ১২৬ ; ২। চৈ চ আ ১৭।২০৪, ২১০

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্‌।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ॥[১]

ভাগবত-ধর্মতত্ত্ববেত্তা প্রহ্লাদাদি দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনিপ্রমুখ ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবীমায়া-দ্বারা অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা ভগবৎপ্রণীত নামসংকীর্তনরূপ পরম-ভাগবত-ধর্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্‌, যজুঃ, সাম, এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদির দ্বারা মনোহর বাক্যে জড়ীভূত; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদিদ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি তুচ্ছ ও অনিত্য-ফলপ্রদ কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা হিন্দুধর্মের আদি আচার্য, সেই যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনিপ্রমুখ মহর্ষি-গণই যখন ভাগবতধর্মের কথা জানেন না, তখন তাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্মের (যাহা সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম নামে প্রচারিত) একটি শাখা বা অভিব্যক্তিরূপে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মকে মনে করা শ্রীভাগবতধর্ম-সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা নহে কি? বরং হিন্দুধর্মকে সার্বভৌম শ্রীভাগবতধর্মের একটি প্রারম্ভিক সোপান বা খণ্ডিত অংশ, এরূপ বলাই সমীচীন। কারণ, সার্বভৌম শ্রীভাগবতধর্মের প্রথম সোপান অর্থাৎ যাহা হইতে ভাগবতধর্মসাম্রাজ্যের সীমা আরম্ভ, সেই কর্মার্পণ[২] হইল, বেদের শেষ কথা; তাহাই হিন্দুধর্ম বা বৈদিক সনাতনধর্ম বলিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব উহাকেই বৈদিকধর্ম বা হিন্দুধর্ম বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন। কর্মার্পণরূপ যে যজ্ঞানুশীলন অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর প্রীণনাভাসরূপ ধর্ম, উহারই বিরুদ্ধে নাস্তিকমত বা পথসমূহ প্রাচীনকালে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণুর

১। ভা ৬।৩।২৫; ২। ভা ১১।২।৩৬—৫৫; এবং চৈ চ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদে ৫৭—১৯৪-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সন্তোষাভাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুপরতমতত্ত্ব অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-পরাকাষ্ঠায় ভাগবতধর্ম-সাম্রাজ্যের পর্যাপ্তি। সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠাময় ধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা বলিতে যাওয়া ভাগবতধর্মসম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্মের প্রকৃত নাম আর্যধর্ম[1] (ঋষি-কথিত বা সেবিত ধর্ম)। এজন্যই বোধ হয়, বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মকে 'ইসিমত' বা ঋষিমত বলিতেন। শ্রীভাগবতধর্ম কিন্তু আর্যধর্ম বা ঋষিমত নহে—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতই বলিয়াছেন, যথা—

ধর্মন্তু **সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুঋষয়ো** নাপি দেবাঃ।[2]

অর্থাৎ শ্রীভাগবতধর্ম কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের কৃত ধর্ম, তাহা নিশ্চয়ই ঋষিগণ এবং দেবগণও জানেন না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি হিন্দুদর্শনশাস্ত্রসমূহ ঋষিগণের দ্বারা প্রকাশিত, পরিকল্পিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ঋষিকল্পিত বা ব্যাখ্যাতধর্মে অসম্পূর্ণতা থাকা অসম্ভব নহে। কারণ "নাসাবৃষির্যস্য[3] মতং ন ভিন্নম্।"[4] —নানা ঋষির নানা মত। বেদান্তদর্শনে ঐসকল আর্যধর্ম ও অনার্য-ধর্মের (বৌদ্ধ-জৈনাদি-মতের) খণ্ডন দৃষ্ট হয়। অপৌরুষেয় বেদের শিরোভাগ বেদান্তই (উপনিষৎসমূহই) বেদান্তদর্শনের উপজীব্য। সেই বেদান্তে এবং সাক্ষাৎ ভগবানের কৃত সর্ববেদান্তসার-শ্রীমদ্ভাগবতে সনাতন ধর্মের সংবাদ পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম সনাতন ধর্মের সর্বশীর্ষস্থানীয় পরমধর্ম বা সার্বভৌম ধর্ম। সেই ভগবৎপ্রণীত ভাগবতধর্মই আবার যখন শ্রীমদ্ভাগবতরূপী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি চিন্তামণি-গৌড়ধামসহ অবতীর্ণ হইয়া কৃপাপূর্বক স্বয়ং আচার-প্রচার করেন, তখনই তাঁহার নাম হয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম। সুতরাং গৌড়ীয়-

---

১। মনুসংহিতা ১২।১০৬; ২। ভা ৬।৩।১৯; ৩। ঋষি-স্থলে পাঠান্তর—মুনি; ৪। মহাভারত-বনপর্বে ২৬৭।৮৪ শ্লোক, মঃ মঃ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-সং।

বৈষ্ণবধর্ম স্বয়ং ভগবানের প্রণীত[১], আচরিত ও প্রদর্শিত সনাতন-ধর্মপরাকাষ্ঠারূপ শ্রীভগবৎপ্রেমধর্ম।

মর্ত্ত্য (মাটিয়া) গৌড় ও পারমার্থিক (চিন্তামণি) গৌড়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে ; এই কথাটি জানাইয়াছেন শ্রীল কবিকর্ণপূর—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ও শ্রীশ্রীল নরোত্তমঠাকুর-মহাশয়—তাঁহার প্রার্থনায়, যথা—

গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-
প্রায়ো যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্মূর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥[২]

কোনও গৌড়ভূমির জয়কার ; সকল পুণ্যতীর্থের শিরোমণি যে গৌড়-ভূমি শ্রীনবদ্বীপ-নগরীকে ধারণ করিয়াছেন—যে শ্রীনবদ্বীপধামে উত্তম হেমকান্তি পরমেশ্বরের অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অবতার হইয়াছে, যে শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভক্তিদেবী মূর্তিমতী হইয়া নগরে নগরে পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে **চিন্তামণি,**
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি-ভূমিরূপে অবতীর্ণ ; গৌড়মণ্ডল হইলেন শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবপীঠ, শ্রীভক্তিযোগপীঠ;—এইরূপ উপলব্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই পারমার্থিক গৌড়ের অধিবাসী। সুতরাং মাটির দর্শনে যে গৌড়ের অধিবাসিত্ব অর্থাৎ গৌড়ীয়ত্ব (বাঙ্গালীত্ব), তাহা পারমার্থিক গৌড়ীয়ত্ব নহে। ইহাই গৌড়ীয়-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি অর্থাৎ ভগবদনুভবযুক্ত গৌড়ীয়গণের দর্শন ও সিদ্ধান্ত। এই বিচারেই শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ

১। চৈ চ ম ২৫।৪৯—৫৭ ; ২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ২।১২, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯১৭ খ্রীঃ।

গৌড়ীয়। অতএব শ্রীশ্রীল নরোত্তমঠাকুর-মহাশয়ের সিদ্ধান্তানুযায়ী চিন্তামণিস্বরূপ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন শ্রীগৌড়মণ্ডলের যে সকল ভক্তকে সহস্রসম্প্রদায়াধিদৈবত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে, "জয়তাং সু(সু)রতৌ"[১] শ্লোকের 'সু(সু)রতৌ' শব্দে পরস্পর অতি অনুরক্ত বা **মিথুনীভূত** এবং **দয়ালু**, এই উভয় প্রকার অর্থই বুঝায়। শ্রীগৌরহরির মর্মবেত্তা শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দপাদের সিদ্ধান্তানুসারে[২] শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের মিথুনীভূত বা আলিঙ্গিত স্বরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার ন্যায় হীনার্থাধিকসাধক, বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদ দয়ালুশিরোমণিও[৩] আর দ্বিতীয় নাই। সেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ঔদার্য ও মাধুর্য, মহাভাব ও রসরাজ উভয়স্বরূপে যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্যসীমা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীচরণকমলমধু, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বদনকমল-মধু ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের শ্রীবক্ষঃকমল-মধুপানে নিত্য-প্রমত্ত রসিক-গণের সেবানুরাগের প্রতি যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। 'গৌড়ীয়ে'র অপর অর্থ—ভক্তিরসিক। শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-পাদের অভিধানে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের নাম রসিকসম্প্রদায়।[৪]

১। চৈ চ আ ১।১৫ ; ২। ঐ, আ ১৫,৬-সংখ্যাধৃত শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চার বাক্য এবং ঐ, ম ৮।২৬৮,২৬৯-সংখ্যা-ধৃত শ্রীরামানন্দরায়-বাক্য ; ৩। ঐ, ম ১০।১১৯-সংখ্যাধৃত শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ-বাক্য এবং ঐ, ম ১৩।৭৭-সংখ্যাধৃত শ্রীরূপ-বাক্য ; ৪ (ক)। "কিশোর-শিরোমণের্নন্দনন্দনস্য প্রেমভরাকৃষ্টহৃদয়ো নানাদিগ্-দেশতঃ সাম্প্রতং **রসিক সম্প্রদায়ো** বৃন্দাবনবিলোকনোৎকণ্ঠয়া কেশীতীর্থোপ-কণ্ঠে সমীয়িবান্।"—শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকম্ ১।২, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ; (খ)। "গুড়স্য অয়ং দেশঃ গৌড়ঃ" বা কনিংহাম্ সাহেবের (Cunningham's

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—গৌড়ীয়ানাথ এবং তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরগোস্বামি-প্রভুপাদ—গৌড়ীয়ার মূলমহাজন বা গৌড়ীয়েশ্বর বলিয়া খ্যাত। তাঁহারই অভিন্ন-হৃদয়-বান্ধব—শ্রীশ্রীরূপসনাতন ও তাঁহাদের অনুগত—চারি গোস্বামিপাদ। ইঁহাদের ধারায় যাঁহাদের আবির্ভাব, তাঁহাদের অনুশাসনগর্ভে যাঁহারা একান্তভাবে অবস্থিত, সেই ঐকান্তিকগণ যে-কোন স্থানে, কালে ও পাত্রে অবস্থিত হউন না কেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'।

গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, মন্ত্র, ঋষি, উপাস্য, সাধন, সাধ্য ও ধাম—সমস্তই পরতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথের সহিত অভিন্ন বা অংশিতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত আকরশাস্ত্র; অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার অংশ, সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও অল্প-শক্তির আকরবস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়গণের শ্রীগোপালমন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র[১], উপাস্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-প্রতীতি[২], ঋষি শ্রীগান্ধর্বার মধ্যে সমস্ত উপাসক[৩], সাধনভক্তির মধ্যে নিখিল-সাধন[৪], সাধ্য বা পরমপ্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ বা প্রয়োজন[৫] অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। গৌড়ীয়গণের শ্রীধাম শ্রীগোকুল-বৃন্দাবন—নিখিল ধামের শিরোমণি। গৌড়ীয় সম্প্রদায় সমস্ত

Archaeological Survey of India Reports, Vol. XV, P. 41) সমর্থিত গুড়ের জন্য চিরবিখ্যাত বঙ্গদেশের যে গৌড়-আখ্যা, তাহা হইতে গৌড়দেশীয় শ্রীগৌরচরণাশ্রিতগণকে রসিকসম্প্রদায় বলা হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি যে ভক্তিপ্রকটিত রস, তাহারই গ্রাহক বলিয়াই গৌড়ীয়গণের নাম রসিক। "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো **রসিকা** ভুবি ভাবুকাঃ" (ভা ১।১।৩)—এই ভাগবতরসের রসিক গৌড়ীয়গণই রসিকসম্প্রদায়।

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।১৫৫—১৯২-সংখ্যা দিগদর্শিনী-টীকাসহ দ্রষ্টব্য; ২। শ্রীভগবৎ-পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য; ৩। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চনদীপিকা দ্রষ্টব্য; ৪। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য; ৫। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায়ের অংশী ; অন্যান্য যাবতীয় সাত্বত সম্প্রদায় সেই অদ্বিতীয় অংশিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। ইঁহার স্বরূপ ও এই অন্তর্ভুক্তির কারণ পরে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের কৃত গ্রন্থ (কৃতে গ্রন্থে, পাণিনি [৪।৩।১১৬], কৃতো গ্রন্থঃ শ্রীহরিনামামৃত-[১।৫৬৩]সূত্রানুসারে মহামুনিকৃতে—সর্বমহদ্‌গণের মহনীয় [আরাধ্য] শ্রীকৃষ্ণের নিজ-কৃত) বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত নাম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত—শব্দ-পরব্রহ্মময়ী, সর্বশ্রুতির শিরোভাগ-সার, বাদরায়ণ-সূত্রের অকৃত্রিমভাষ্যস্বরূপ[১], অখণ্ডসাহিত্যমুকুটমণি অপ্রাকৃত মহাকাব্য। ভাবার্থদীপিকা-টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীপদ্মপুরাণের প্রমাণ হইতে অপ্রাকৃত কল্পতরুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহার অঙ্কুর—প্রণব, ইঁহার আবির্ভাবক্ষেত্র—সং অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম এবং শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-শুক-সূতগোস্বামিপ্রমুখ সাধুগণের হৃদয়-কমল। ইঁহার দ্বাদশটি স্কন্ধ, অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক পত্র, ৩৩৫টি শাখা (অধ্যায়), ভক্তিরূপ আলবালের দ্বারা ইঁহার পুষ্টি বা বৃদ্ধি এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীভগবৎস্বরূপ এই কল্পতরুই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ইঁহার মালী। সমস্ত শাস্ত্রের মস্তকোপরি শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু বিরাজমান আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলং
পর্ণান্যষ্টদশেষ্টদোহতিসুলভো বর্বর্তি সর্বোপরি ॥[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের কথা জ্ঞাপন করিয়া নবম পদার্থ মুক্তি, তাহারই আশ্রয়স্বরূপ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাতে

১। ভাগবত-তাৎপর্য ১।১।১-ধৃত শ্রীগরুড়পুরাণ-বাক্য এবং আদিপুরাণ, ১ম অধ্যায় ১২শ শ্লোক ; ২। শ্রীভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণ-ধৃত শ্রীপদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড ৬৩ তম অধ্যায়োক্ত শ্লোক, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-সং।

ভগবত্তার পর্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ—পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। অভিধেয়-বর্ণনে কীর্তনাখ্য-ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বত্র কীর্তিত রহিয়াছে। 'ধীমহি'-শব্দে উপক্রম ও উপসংহারে আবেশের কথা উক্ত হইয়াছে। এমন কি, যদি প্রতিকূল-ভাবেও আবেশ হয়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সেই প্রতিকূলভাবরূপ হেয়তা দগ্ধ হইয়া যায় এবং 'পার্ষদ-গতি' লাভ হয়। সুতরাং অভিধেয়-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অভিধেয়ই অর্থাৎ প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বভৌম।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ অতুলনীয়। শ্রীমদুদ্ধবের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রীগোপীপ্রেমের তুলনা নাই। এই প্রেমের ঋণ স্বয়ং ভগবানও শোধ করিতে পারেন না। সেই প্রেমের বর্ণনকারী বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ। 'তস্যেদম্'—এই পাণিনি (৪।৩।১২০) ও শ্রীহরিনামামৃত-(৭।৫৬৬) ব্যাকরণের সূত্রানুসারে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ইহা (প্রিয়তমকলত্র-স্বরূপ) শ্রীমদ্ভাগবত।

সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ; কেননা সেই মন্ত্রের দেবতা রসিকশেখর-উজ্জ্বলনীলমণি শ্রীগোপীজনবল্লভ। সেই মন্ত্রের ঋষি সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, শ্রীব্রহ্মার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি (শ্রীবার্ষভানবী) সেই মন্ত্রের ঋষি। গৌড়ীয়গণের উপাস্য পূর্ণতম পরতত্ত্ব—শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধানাথ-শ্রীকৃষ্ণ। গৌড়ীয়গণের রাগময়ী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অন্তর্গতই অন্যান্য সমস্ত সাধন। ভক্তির অনুগত হইলেই কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির কিঞ্চিৎ ফল লাভ হয় —"ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান।"[১] এই সিদ্ধান্তটি শ্রীমদ্ভাগবতের

১। চৈ চ ম ২২।১৭

প্রতি ছত্রে বিবৃত রহিয়াছে। গৌড়ীয়গণের ধাম—শ্রীগোকুল, শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবনের ঔদার্যময় আবির্ভাববিশেষ—শ্রীনবদ্বীপধাম।

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়রসপীযূষ-জলধেঃ
শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো।
মিথঃ প্রেমোদ্ঘূর্ণদ্রসিকমিথুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে কাপি মধুরে ॥[১]

বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত) তাহাই এবার একমাত্র মূর্তবিগ্রহরূপে প্রণয়রসামৃতসিন্ধু শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য! তাঁহারই দ্বীপে (শ্রীনবদ্বীপধামে) শ্রীবৃন্দাবন প্রকৃষ্টরূপে উদয় লাভ করিলেন। সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন-ধাম—পরস্পর-প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরশক্তি ও শক্তিমদ্-বিগ্রহ) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলা-সম্ভোগের ক্রীড়োদ্যান। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই নিরন্তর অধিষ্ঠিত থাকিলেও এবারে তিনি অপূর্ব মধুর ধামে প্রবিষ্ট (মিলিত) হইলেন।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"[২]—এই শ্রুতিমন্ত্রে জানা যায়, পরতত্ত্ব নিজ-জন বলিয়া যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি প্রাপ্ত হন। পরতত্ত্বের এই যে কাহাকেও নিজ-জন বলিয়া বরণ, ইহারই নাম—আত্মসাৎকরণ। আবেশধর্ম ব্যতীত আত্মসাৎকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং যাঁহার আবেশ নাই, তিনি 'গৌড়ীয়' নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই আবেশের কথা বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় শরণাগতিই শেষ কথা। শ্রীমদ্ভাগবত শরণাগতি হইতে ভক্তিসাধকের গতি

১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রকাশিত শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ১৫শ-শ্লোক ; ২। কঠ ১।২।২৩ ও মুণ্ডক ৩।২।৩

আরম্ভ করিবার কথা বলিয়াছেন। শ্রীগীতাতে ভক্তির পরাঙ্গ সাধুসঙ্গের কথা বিশেষভাবে কীর্তিত নাই। শ্রীগীতায় কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের কথা থাকিলেও নিরন্তর আবেশময়ী অনুগতির কথা নাই। গীতায় যাহা সর্বগুহ্যতম রাজগুহ্যযোগ, তাহারও পরাকাষ্ঠা—আবেশময়ী রাগানুগা ভক্তিতে প্রকটিত। মহৎসঙ্গের কথা—শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। কেবল-ভাব, যাহার দ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথকে পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র মহৎসঙ্গের দ্বারাই লভ্য। আবেশধর্ম ব্যতীত গৌড়ীয়ার প্রাণনাথ, গৌড়ীয়ার প্রাণসর্বস্ব—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগোপী-জনবল্লভকে পাওয়া যাইবে না। সেই শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাইবার আশা যিনি পাইয়াছেন, তিনিই 'গৌড়ীয়'। এজন্যই শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি-পাদ বলিলেন,—"নামশ্রেষ্ঠং……**রাধিকা-মাধবাশাং** প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।"[১] শ্রীগৌড়ীয়গুরুপাদপদ্ম শ্রেষ্ঠ যুগলনামাত্মক-মহামন্ত্র, অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ শ্রীগোপালমন্ত্র[২], শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিততনু ঔদার্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার মর্মী শ্রীশ্রীস্বরূপরূপাদি-গুরুবর্গ, শ্রীব্রজ-ধাম, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগোবর্ধন এবং পরমানন্দকন্দশ্রীরাধামাধবের শ্রীপাদপদ্মের প্রাপ্তির আশা প্রদান করেন। বৈধী ভক্তিতে গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুরকে পাওয়া যায় না—শ্রীকাশীমিশ্রেশ্বর শ্রীগৌরনারায়ণকে পাওয়া গেলেও গৌড়ীয় মহৎসঙ্গে আবেশধর্ম ব্যতীত শ্রীস্বরূপ-সর্বস্ব, শ্রীরামানন্দ-পোষণ, শ্রীগদাধর-মাদন, শ্রীরূপানন্দবর্ধন, শ্রীসনাতনপালন, শ্রীহরিদাসমোদন, শ্রীরঘুনাথ-প্রাণনাথ, রসরাজ-মহাভাবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরকে পাওয়া যাইবে না। শ্রীব্রহ্মহরিদাসঠাকুর শ্রীমধ্বাচার্যের সর্বোচ্চ ধারণার শ্রীব্রহ্মার অবতারমাত্র নহেন। তিনি বর্ষাণেশ্বর শ্রীব্রহ্মার অবতার—শ্রীনামাচার্য। তাঁহার কৃপায় বর্ষাণে গোপীগৃহে জন্মলাভ হয়। এই গোপীগৃহে জন্মলাভ না হওয়া

১। শ্রীমুক্তাচরিতের মঙ্গলাচরণে ৪র্থ-শ্লোক; ২। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।১৫৫—১৯২

পর্যন্ত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের অনুরাগময় ভজন হইতে পারে না। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় গাহিয়াছেন,— "কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।"[১] নিখিল উপাদানকারণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর কৃপায় ভাগবতী তনু বা গোপীদেহ লাভ হয়। কাজেই 'গৌড়ীয়' হওয়া মুখের কথা নহে।

'গৌড়ীয়'-শব্দের বহুবচনে "গৌড়ীয়াঃ" (গৌড়ীয়-যূথ) ; প্রাকৃত অপভ্রংশে বিসর্গের লোপে অথবা শ্রীশ্রীরাধানাথের উপাসক গৌড়ীয়গণ শ্রীব্রজগোপীর অনুগতা কিঙ্করী বলিয়া 'গৌড়ীয়া'-শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকিবেন।

তৃতীয়-মাধুরী

'তিন'

'তিন'—এই সংখ্যাটি অনির্বচনীয় গূঢ়রহস্যজ্ঞাপক সংখ্যাবিশেষ। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে তিনের চরণবন্দনা, তিনের স্মরণ, ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ ইত্যাদি 'তিন'-সংখ্যার তিনবার উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলাগ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছেন :—

এই **তিন** ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ **তিনের** চরণ বন্দোঁ **তিনে** মোর নাথ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—**তিনের** স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত পূরণ ॥

১। প্রার্থনা ১২, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং।

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার ॥

শ্রীশ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (সারঙ্গরঙ্গদা-টীকার মধ্যে আস্বাদিত)—এই ত্রিবিধ অমৃত জগতের জীবকে অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

আরও একটি প্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত (-নামক গ্রন্থ) অথবা শ্রীশিক্ষামৃত (শ্রীশিক্ষাষ্টক), শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ—শ্রীভাগবতামৃত ও শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ—শ্রীভক্তিরসামৃত—এই তিন অমৃত জগতে বিতরণ করিয়াছেন।

সম্বন্ধী, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিন তত্ত্বের সর্বত্রই 'তিন'-সংখ্যাটি বিলসিত রহিয়াছে। সম্বন্ধিতত্ত্বে—শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবান্; শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর ও শ্রীসীতানাথ; শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ; শ্রীদ্বারকেশ, শ্রীমথুরেশ ও শ্রীগোকুলেশ; পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ; কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই তিন পুরুষাবতার; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—পরতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিন গুণাবতার; ত্রিসত্য ও ত্রিভঙ্গ-শব্দে—পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিযুগ-শব্দে—প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরি এবং ত্রিপাদ-শব্দে—শ্রীবিষ্ণু; 'অ', 'উ' ও 'ম'—প্রণবের এই তিন অক্ষর; কামদেব, পুষ্পবাণ ও অনঙ্গ-শব্দত্রয়োক্ত রসিকব্রহ্ম; হরা, কৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকারমণ রাম—মহামন্ত্রোক্ত এই ত্রিবিধ নাম; পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দ; সৎ, চিৎ ও আনন্দ বা নিত্য, সুখ, বোধতনু—পরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ লক্ষণ; সত্ত্ব (কার্যত্ব), তত্ত্ব (কারণত্ব) ও পরত্ব (—কার্যত্ব ও কারণত্ব হইতে শ্রেষ্ঠত্ব)—এই ত্রিতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; তদ্রূপ-ত্রিতত্ত্ব-রূপিণী শ্রীরাধিকা[১];

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৮৯-সংখ্যাধৃত শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়-বাক্য।

শ্রীগৌরাবতারের ত্রিবিধ কারণ বা তিন বাঞ্ছা; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ; শ্রী, ভূ ও লীলা; গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মী—শক্তিত্রয়; সুহৃদ্, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ—এই ত্রিবিধা নায়িকা; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপ, মায়া ও জীব—এই ত্রিশক্তি; বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ; শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন; শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল—ত্রিবিধ ধাম; ঋক্, যজুঃ ও সাম—ত্রয়ী; ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন মহাব্যাহৃতি; ওঁ, তৎ, সৎ—পরমাত্মার এই ত্রিবিধ নামে ব্যপদেশ[১]; শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি—প্রস্থানত্রয়; শ্রীমদ্ভাগবতের একাধারে প্রভু, মিত্র ও কান্তোপদেশ; অকাম, মোক্ষকাম ও সর্বকামভেদে ত্রিবিধ উপাসক; বক্তা, শ্রোতা ও পরিপ্রশ্নকর্তা-ভেদে ত্রিবিধ অনুশীলনকারী; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ অধিকারী; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ ভাগবত; কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ ভাগবত-লক্ষণ; বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ডরূপ ত্রিদণ্ড; প্রভাব, কৃপা ও ভক্তিবাসনাভেদে সাধুগণের ত্রিবিধ প্রকার; সৎ, সত্তর ও সত্তম—ত্রিবিধ সৎসাধক; মহাজ্ঞানী, মহাযোগী ও মহাভাগবতভেদে ত্রিবিধ সিদ্ধমহৎ; মূর্চ্ছিতকষায়, নির্ধূতকষায় ও শ্রীভগবৎপার্ষদভেদে ত্রিবিধ লব্ধ-ভগবৎপ্রেম মহৎ ইত্যাদি।

অভিধেয়ের মধ্যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি; সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যের মধ্যে নির্বিশেষাবির্ভাবের উপাসনারূপ জ্ঞান, সবিশেষ আংশিক আবির্ভাবের উপাসনারূপ ভক্তিবিশেষ বা যোগ ও সবিশেষ পূর্ণাবির্ভাবের উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তি; আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি; গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা ভক্তি; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি; ভক্তির মধ্যে আবার ত্রিবিধভেদ যথা—দাস্য-সখ্যাদি ভাবভেদ, শ্রবণ-কীর্তনাদি মার্গভেদ ও সত্ত্ব-রজঃ তমঃ গুণভেদ বর্তমান; সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা ও সেবা—কৃষ্ণভাবপ্রাপ্তির স্বরূপগত ধর্ম।[২]

১। গীতা ১৭।২৩; ২। চৈ চ ম ২৪।৯৯

সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে ত্রিবিধা রতি ; প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ-ভেদে ত্রিবিধপ্রেম ; উৎকণ্ঠাপ্রধান, বিশ্রম্ভপ্রধান ও বিবেকশূন্যভেদে গোকুলে ত্রিবিধপ্রেম[১] ; কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃতভেদে ত্রিবিধ ধারায় মহাভাবস্বরূপার স্নান ; ভাব, করণ ও কর্মস্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বা অনুরাগোৎকর্ষের স্বসম্বেদ্যদশায় ত্রিবিধ সুখ[২] ; শ্রীচরণকমলমধু, শ্রীবদনকমলমধু ও শ্রীবক্ষঃকমলমধুভেদে ত্রিবিধ মাধ্বীক পান ইত্যাদি প্রীতি-বৈচিত্র্যের কথা গৌড়ীয়শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবান্—শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর ও শ্রীসীতা-নাথের শ্রীপাদপদ্ম-কৃপাশ্রয়ে ও তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত হরা, কৃষ্ণ ও প্রিয়া-রমণ রাম-নামাত্মক মহামন্ত্রে ; শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল—ত্রিবিধধামে অবস্থানপূর্বক ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অথবা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই ত্রিকালে অর্থাৎ সর্বকালে ; ত্রিসন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বক্ষণ ; আদি, মধ্য ও অন্তে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিময় রাগমার্গে ত্রিকালসত্য, একাধারে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-বিগ্রহ গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়-উপাসনা ও গৌড়ীয়দর্শনরূপ ত্রিভঙ্গীদ্বারা আত্মসাৎকারী শ্রীশ্রী-রাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ উপাসিত হন।

"ত্রেধা নিদধে পদম্"[৩]—এই বেদমন্ত্র-প্রতিপাদ্য শ্রীত্রিবিক্রম, যিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক ত্রিপাদ বিক্ষেপ করেন ; যিনি শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীগোকুল—এই তিন ধামে যুগপৎ লীলাবিহারশীল ; যিনি ত্র্যধীশ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর ; জীবশক্তি, মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তির অধীশ্বর ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ অথবা ক্রিয়া, বল ও জ্ঞান—স্বরূপশক্তির এই প্রতাপত্রয়ের অধীশ্বর ; যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই গুণাবতারত্রয়ের এবং দেবীধাম,

---

১। শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১০।৪৬।৭—১৪, শ্রীমৎপুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ; ২। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-স্থায়িভাব-প্রঃ ১০৯-সংখ্যার আনন্দচন্দ্রিকা-টীকা ; ৩। ঋক্-সংহিতা ১।২২।১৭

মহেশধাম ও হরিধামের অথবা ত্রিপাদ-বিভূতির অধীশ্বর—সেই শ্রীত্রিবিক্রমই স্বয়ংরূপতত্ত্বরূপে গৌড়ীয়গণের সম্বন্ধী, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের অধিদেবতারূপ তিন ঠাকুর। সেই ত্রিবিক্রম শ্রীকৃষ্ণেরই তিনটি আবির্ভাব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। তাঁহার স্বরূপশক্তিরও তিনটি আবির্ভাব—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্‌বৃত্তি। গৌড়ীয়ের সেই লীলাপুরুষোত্তম ত্রিভঙ্গিম-তিন-ঠাকুরের লীলা, প্রেম ও রসতত্ত্বের কথা গৌতমীগঙ্গার তটে শ্রীরামরায়ের শ্রীমুখে—তিন-বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন; আর করিয়াছিলেন স্বীয় শ্রীমুখে—প্রয়াগে ত্রিবেণীর তটে শ্রীরূপের নিকট এবং বারাণসীতে ভাগীরথীর তটে শ্রীসনাতনের নিকট অর্থাৎ গৌতমীগঙ্গা, ত্রিবেণী ও ভাগীরথী—এই তিন দ্রবব্রহ্মের তটপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সম্বন্ধী, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের কথা প্রকট করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমের তিনটি আধার—গোবর্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণ। এই তিন ধাম বা আধারে প্রবেশ লাভই—সর্বসাধ্যপরাকাষ্ঠা। শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপদকমলমধু-দ্বারা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রী-গৌরসুন্দর শ্রীবদনকমলমধু-দ্বারা ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ-মিলিত-তনু শ্রী-গৌরসুন্দর শ্রীবক্ষঃকমলমধু-দ্বারা যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয়ই এই সাধ্যপরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই মধুপানকারীকে সাধকাবস্থায় 'ভাবুক' ও সিদ্ধাবস্থায় 'রসিক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মধুপান না করা পর্যন্ত, বৈষ্ণব বা ভাগবত নামে অভিহিত হইলেও 'গৌড়ীয়' নামে আখ্যাত হওয়া যায় না।



চতুর্থ-মাধুরী

ঠাকুর

সংস্কৃত-'ঠক্কুর'-শব্দ হইতে প্রাকৃত ঠাকুর-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ঠাকুর-শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও সমস্ত অর্থের মধ্যেই তাঁহার পরাৎপরত্ব ব্যক্ত। ঠাকুর-শব্দে—(১) ইষ্টদেবতা, (২) নিত্যপূজ্য শ্রীবিগ্রহ, (৩) অধিদেবতা বা অধিনায়ক, (৪) সম্রাট্ বা রাজা, (৫) প্রভু বা পতি, (৬) সর্বোপরি-দেবতা, (৭) পরম পূজ্য, (৮) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান, (৯) গুরুদেব, (১০) বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব, ঠাকুর বলিতে আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব উভয়কেই বুঝায়। 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর', এই বাক্যের 'ঠাকুর'-শব্দে ইষ্টদেবতা, অধিদেবতা বা শ্রীবিগ্রহ—এই সকল অর্থই ব্যক্ত হয়।

'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা'র উপক্রমে শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামীর শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম শ্রীনাথ-চক্রবর্তিপাদ 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'-বাক্যে গৌড়ীয়ার আরাধ্য বা ইষ্টদেবতা যে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, ইহা নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌড়ীয়গণের একমাত্র আরাধ্যদেবতা বা ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরায়রামানন্দপাদের শ্রীমুখেও 'গৌড়ীয়গণের শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে,—

'শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥'[১]

—এই সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীরঘুপতি-উপাধ্যায়ের নিকট 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি?'—এই প্রশ্ন করিয়া,—

'শ্যামমেব পরং রূপম্'[২]

১। চৈ চ ম ৮।২৫৫ ; ২। শ্রীপদ্যাবলী ৮২, এবং চৈ চ ম ১৯।১০১

—শ্যামসুন্দর-রূপই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সেই একই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলশ্রীবিগ্রহই গৌড়ীয়গণের আরাধ্য ইষ্টদেব। সেই অপ্রাকৃতযুগল কখনও স্বরূপশক্তির সহিত ঐক্যভাবযুক্ত, কখনও বা নিত্যসিদ্ধতত্ত্বভেদ প্রকট করিয়া যথাক্রমে শ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীযুগল-কিশোররূপে প্রকাশিত হন। ভক্ত-ভক্তিমান্ ভগবান্ মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকট করিয়া স্বীয় যুগলিতস্বরূপাত্মক মহামন্ত্রের শ্রীমদ্ ঋষিরূপে আত্মপর্যন্ত দান করিয়া গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ করেন। অন্যান্য ভগবন্নাম-গ্রহণে দীক্ষাদি কোনও বিধিরই অপেক্ষা নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ ঋষি ভগবান্ শ্রীগৌরের প্রকটিত হরা-কৃষ্ণ যুগলনামাত্মক মহামন্ত্রে নাম-দীক্ষা-গুরু ও সংখ্যা সংরক্ষণার্থ জপমালিকা গ্রহণের সদাচার অদ্যাপি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্বয়ং শ্রীমদ্ ঋষি শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনামাচার্য শ্রীহরিদাস-ঠাকুর, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গৌড়ীয়াচার্যচরণগণও সকলেই যুগপৎ আচরণ ও প্রচারণের দ্বারা মহামন্ত্র গ্রহণে গণনবিধিই শিক্ষা দিয়াছেন।[১]

শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিতস্বরূপের সর্বোৎকর্ষ

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের উপসংহারে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"অতঃ সর্বতোঽপি সান্দ্রানন্দচমৎকার-কর-শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনেঽপি পরমাদ্ভুতপ্রকাশঃ শ্রীরাধয়া যুগলিতস্তু শ্রীকৃষ্ণ ইতি। তদুক্তং শ্রুত্যা —'রাধয়া মাধবো দেবঃ' ইত্যাদিনা। তদুক্তমাদিপুরাণে—'বেদান্তিনোঽপি' ইতি পদ্যানন্তরম্ যথা—'অহমেব পরং রূপং নান্যো জানাতি কশ্চন। জানাতি রাধিকা নিত্যমংশানর্চন্তি দেবতাঃ॥' ইতি॥

তস্মিন্নপি সম্বন্ধে শ্রীরাধামাধবরূপেণৈব প্রাদুর্ভাবস্তস্য সম্বন্ধিনঃ পরমঃ প্রকর্ষঃ। এতদর্থমেব ব্যতানিষমিমাঃ সর্বা অপি পরিপাটীরিতি পূর্ণঃ সম্বন্ধঃ॥

১। শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ৫ম শ্লোক ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৮৪ অনু, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ্-সং।

গৌরশ্যামরুচোজ্জ্বলাভিরমলৈরক্ষোর্বিলাসোৎসবৈ-
র্নৃত্যন্তীভিরশেষমাদনকলাবৈদগ্ধ্যদিগ্ধাত্মভিঃ।
অন্যোন্যপ্রিয়তাসুধাপরিমলস্তোমোন্মদাভিঃ সদা
রাধামাধবমাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং মমাক্রম্যতাম্ ॥"[১]

তাৎপর্য এই যে, নিখিল ভগবৎপ্রকাশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ-লীলাপুরুষোত্তম। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন—এই ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ; ইহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশ—সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বিচিত্র লীলাবিনোদনের জন্য বহু প্রকাশ আছেন। তন্মধ্যে শ্রীরাধার সহিত পরমাদ্ভুততম-প্রকাশ যুগলিত-শ্রীকৃষ্ণ—সর্বপরতমতত্ত্ব। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেন,—'রাধার সহিত মাধব নিত্যক্রীড়াশীল হইয়া বিরাজ করিতেছেন।' আদিপুরাণেও 'বেদান্তিনোঽপি' ইত্যাদি পদ্যের পর উক্ত হইয়াছে,—'হে পার্থ, আমি পরমরূপ, ইহা অন্য কেহ জানে না; কেবল শ্রীরাধিকা জানেন। দেবতাগণ অংশ-সমূহের পূজা করেন।' অতএব শ্রীরাধামাধব-রূপই সম্বন্ধিতত্ত্বের সর্বোর্ধ্ব-তম প্রকাশ। শ্রীরাধামাধবের পরমোৎকর্ষ জ্ঞাপন করিবার জন্যই এই সমস্ত বিচার-পরিপাটী বিস্তার করিয়াছি। শ্রীবৃন্দাবনে যুগলিত শ্রীশ্রী-রাধামাধব—পরমস্বরূপ সর্বপরতমতত্ত্বরূপে নিশ্চিত হওয়ায় সম্বন্ধিতত্ত্বের বিচার সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের যে মিলিত মাধুরী, গৌর ও শ্যামবর্ণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, নির্মল; উভয়ের লোচনকমল-যুগলের বিলাসরূপ মহোৎসবে নৃত্যশীল; অখিলমাদনাখ্য মহাভাবের বৈচিত্র্য-নৈপুণ্য-দ্বারা লিপ্ত ও পারস্পরিক প্রীতিসুধার মনোরম সৌরভরাশিদ্বারা মত্ত; তাহা সর্বদা সর্বতোভাবে আমার চিত্তকে আক্রমণ করুক।

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উপসংহার।

শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিপাদ গাহিয়াছেন,—

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-, মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্, কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ?[১]

শ্রীরাধার শ্রীচরণকমলের রজঃ আরাধনা না করিয়া, তাঁহার পদাঙ্ক-পূত শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রয় না করিয়া এবং তাঁহার রাগ-ভক্তিতে গম্ভীর-চিত্ত-ভক্তগণের সঙ্গ না করিয়া শ্রীশ্যামসিন্ধুর রসামৃতে অবগাহন করা কিরূপে সম্ভব হইবে ?

পঞ্চম-মাধুরী

বেদ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম

সংস্কৃত 'বিদ্'-ধাতু হইতে 'বেদ'-শব্দ নিষ্পন্ন। বিদ্-ধাতুর অর্থ—জানা, অনুভব করা। বেদই পরতত্ত্ববিষয়ের একমাত্র অদ্বিতীয় প্রমাণ। বেদ—শব্দাত্মক-পরতত্ত্ব বলিয়াই পরতত্ত্বকে জানাইতে পারেন—অনুভব করাইতে পারেন। সনাতন-ধর্মাবলম্বিমাত্রেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন। খণ্ডকালের মধ্যে কোন ঋষি, মনীষী বা মহামানব বেদ প্রণয়ন করেন নাই। ভ্রম-প্রমাদবহুল, অস্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সর্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্র, অতীন্দ্রিয় পরতত্ত্বকে পরিমাপ করিবার কৌতূহলবিশিষ্ট এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য গবেষকগণ ও তদনুকরণে প্রাচ্য আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় একদেশদর্শী হইয়া যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিবদমান

১। শ্রীশ্রীস্তবাবলীর স্বসংকল্পপ্রকাশ-স্তোত্রে ১ম শ্লোক, বহরমপুর-সং, ৪০২ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

অসম্পূর্ণতায় আচ্ছন্ন। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'[১] প্রভৃতি বেদান্তবাণী সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন,—পরতত্ত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকগণের বিচারের বস্তু নহে, তাহা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। সেই তত্ত্ব দৃশ্য নহে, তিনি স্বয়ং দ্রষ্টা; তিনি বিচার্য নহেন, স্বয়ং অদ্বিতীয় বিচারক; তিনি পরিমেয় নহেন, তিনি পরিমাপক; তিনি ব্যাপ্য নহেন, তিনি ব্যাপক—বিষ্ণু; তিনি প্রমেয় নহেন, তিনি অপ্রমেয়; তিনি প্রাকৃত নহেন, তিনি অপ্রাকৃত; তিনি অক্ষজ নহেন, তিনি অধোক্ষজ; তিনি ইন্দ্রিয়াধীন নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়; তিনি কার্য নহেন, তিনি সর্বকারণকারণ। সুতরাং, তাঁহারই কার্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও জীব, এমন কি, ব্রহ্মাও সর্বকারণকারণের তত্ত্ববিষয়ে গবেষণা করিতে সমর্থ নহেন; ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের পরিমেয় মনীষার শক্তি আর কতটুকু! তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। ইহাই বেদ তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥[২]

পরতত্ত্বকে বেদপাঠের দ্বারা, মেধাশক্তির দ্বারা বা বহু জ্ঞানার্জনের দ্বারা জানা যায় না। ইনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহারই নিকট পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ-তর্কভূষণমহাশয় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবধর্ম বেদমূলক। বিষ্ণুর উপাসনা-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ ঋগ্বেদ-সংহিতা। ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি বিষ্ণুসূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সূক্তের গুটিকয়েক মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

১। ব্র সূ ২।১।১১; ২। কঠ ১।২।২৩ ও মুণ্ডক ৩।২।৩

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।

আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥[১]

ইহার সায়ণাচার্যকৃত ব্যাখ্যানুবাদ,—হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। তাঁহার নামই সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ময়। সেই নামকে সকলপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় জানিয়া তাঁহারই উচ্চারণ করিতে থাক। হে বিষ্ণো! এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ-সাক্ষাৎকাররূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

এই মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবৎসন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন,—"হে বিষ্ণো! তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম্, অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্; তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ, ন তু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ।"[২]

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ এবং সেইহেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, সেই নামের ঈষৎও মহিমা জানিয়া অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তবে তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বি চক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।

প্র বিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম ॥[৩]

শতজ্যোতিঃসম্পন্ন লোকত্রয়কে যিনি মহিমদ্বারা আক্রমণ করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রাচীনগণের মধ্যে প্রাচীনতম বিষ্ণু আমার

১। ঋক্ ১।১৫৬।৩; তৈ ব্রা ২।৪।৩।৭; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৪৬তম অনু ৪০ পৃষ্ঠা; ৩। ঋক্ ৭।১০০।৩ ও তৈ ব্রা ২।৪।৩।৫

প্রভু হউন, তাঁহার নাম জ্যোতির্ময়, তিনি আমাদের সকলেরই প্রভু হইবার যোগ্য।

এই প্রকার বহু মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তার-ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। যে কয়টি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় স্বরূপ তাহাতেই সুব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর নাম দীপ্তিময় ও চৈতন্যস্বরূপ; সেই নামের মাহাত্ম্য বা অর্থ না জানিয়াও যদি কেহ তাঁহাকে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সেই নামের প্রতিপাদ্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর নাম বা লীলা বহু লোক কর্তৃক একসঙ্গে গীত হয় এবং এইভাবে নাম বা লীলাগান তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে। উল্লিখিত কয়টি মন্ত্রে বৈষ্ণব-সাধকোচিত এই প্রকার যে মনোবৃত্তি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া সকল বৈষ্ণবসাধনা অতিপ্রাচীন কাল হইতে এই ভারতে আত্মলাভ করিয়াছে, ইহা অভিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেরই বিদিত।

শ্রুতিতে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবধর্মের প্রধানতম সাধন—নামকীর্তন পুরাণেও পরবর্তিকালে সমধিকভাবে প্রশংসিত ও বিহিত হইয়াছে এবং সেই নামোচ্চারণরূপ বৈষ্ণবধর্মের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠানে সকল মনুষ্যেরই সমান অধিকার আছে; ইহাও পুরাণে নানা-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। তাই স্কন্দপুরাণে ও আদিপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥[1]

১। আদিপুরাণে ৪।২২ শ্লোক, মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর-সং।

অগ্নিপুরাণে দেখা যায়,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥[১]

ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় বৈষ্ণবধর্মের যে আভাস পাওয়া যায়, পরবর্তিযুগে তাহাই উত্তরোত্তর প্রসার পাইয়াছে। উপনিষদে, মহাভারতে, আগমশাস্ত্রে, পুরাণে ও ধর্ম-সংহিতায় তাহার নানামুখী গতিরও সুব্যক্ত পরিচয় পাওয়া যায়। * * মূল শ্রুতিরূপ উৎস-শ্রুতি হইতে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে ইহার একটি দুর্জয়, বেগময় ও ক্রমবিস্তারশীল অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ অবিরামগতিতে বৈষ্ণবধর্মের সারভূত বিশ্বজনীন ভগবৎপ্রীতিরূপ রসামৃতসিন্ধুর দিকে যে ছুটিতেছে, তাহাই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়।”[২]

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-,দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত!
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং, পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥[৩]

হে হরিনাম! নিখিলবেদের শিরোভাগ উপনিষদ্‌-রত্নমালার প্রভাসমূহ আপনার শ্রীপাদপদ্মনখের নিত্য আরতি করিতেছেন। মুক্তপুরুষগণ অনুক্ষণ আপনার উপাসনা করেন। অতএব আমি সর্বতোভাবে আপনাকে আশ্রয় করিলাম।

১। ভা ২।১।১১ : ২। 'বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম'—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ-তর্কভূষণকৃত, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়.১৯৩৯ খ্রীঃ ৵—।৶ ও ১ পৃ : ৩। শ্রীশ্রীস্তবমালায় শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোক।

শতপথব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,—“স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং পুমানাত্মহিতায় **প্রেম্ণা** হরিং ভজেৎ।”[১] শ্রীশ্রীজীবপাদ এস্থানে সন্দর্ভে বলিলেন,—“প্রেম্ণা প্রীতিমাত্রকামনয়া যদাত্মহিতং তস্মৈ ইত্যর্থঃ।”[২]

অর্থাৎ উক্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন,—‘অতএব মনুষ্য শ্রীভগবানের প্রীতিমাত্র-কামনায় যে আত্মমঙ্গল, উহারই জন্য প্রেমের সহিত শ্রীহরিকে ভজনা করিবেন।’

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২শ সূক্তোক্ত বিষ্ণু-শব্দসমূহকে নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য সূর্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ‘ত্রেধা নিদধে পদম্’[৩] অর্থাৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর তিনপদ বিক্ষেপকে সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, আকাশে বিচরণ ও অস্তাচলে গমন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দুর্গাচার্যের পূর্ববর্তী নিরুক্তকার যাস্ক ‘শাকপূণি’ ও ‘ঔর্ণবাভ’ নামক দুইজন প্রাচীন নিরুক্তকারের বাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন,—“ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে **বিষ্ণুপদে গয়শিরসি** ইতি ঔর্ণবাভঃ”; কিন্তু টীকাকার দুর্গ সেখানে শাকপূণির উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—“তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুরাদিত্যঃ কথমিতি। * * * পার্থিবোঽগ্নিভূ‌র্ত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুদাত্মনা, দিবি সূর্যাত্মনা” আর ঔর্ণবাভের উপর টীকা করিয়া বলিলেন,—“সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে, বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে, গয়শিরসি অস্তগিরৌ ইতি ঔর্ণবাভঃ আচার্যো মন্যতে এবম্।”[৪]

যাস্ক বিষ্ণু-শব্দের অর্থ করিলেন,—“যদ্বিষিতো ভবতি তদ্‌বিষ্ণুর্ভবতি। বিষ্ণুর্বিশতের্বা, ব্যশ্নোতের্বা” আর **টীকাকার দুর্গ** তাহাতে ‘বিষ্ণুর্বিশতে’

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪-অনুচ্ছেদধৃত শতপথব্রাহ্মণমন্ত্র; ২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪-অনুচ্ছেদ; ৩। ঋক্ ১।২২।১৭; ৪। নিরুক্ত ১২শ অ ১৯শ অনুচ্ছেদ—বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালা নং ৭৩, ৮৫; ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট পুনা ১৯১৮, ১৯৪২ খ্রীঃ।

এই বাক্যের **বিষ্ণুশব্দটিই সম্পূর্ণ বর্জন** করিয়া সূর্যপর ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন,—"যৎ যদা বিষিতো ব্যাপ্তোহয়মেব সূর্যো রশ্মিভিঃ ভবতি তৎ তদা বিষ্ণুঃ ভবতি। বিশতের্বা * * * **বিষ্ণুরাদিত্যো** ভবতি।"[১]

বেদমতেই বিষ্ণু সূর্যের জনক ও পরতত্ত্ব

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক-সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদই বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব এবং সূর্য, উষা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টিকর্তা বলিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ পরমাত্মাকেই বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন, ইহা ঋগ্‌বেদের বাশিষ্ঠমণ্ডলে স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। আত্মদর্শী শ্রীবশিষ্ঠদেবের স্তোত্রে ঋগ্‌বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে[২]
ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।[৩]
উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং **জনয়ন্তা সূর্য**মুষাসমগ্নিম্।[৪]

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! আপনি পরিমাপের অতীত শরীরে প্রকাশমান। আপনার মহিমার সীমা কেহ প্রাপ্ত হয় না; আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া আপনার উভয়লোক দর্শন করিতেছি। তাহারও অতীত যে পরমলোক আছে, তাহা আপনি জানেন। হে দেব! হে বিষ্ণো! জায়মান অথবা জাত এরূপ কেহই নাই যে, আপনার সর্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে পারে। হে বিষ্ণো! আপনার যজ্ঞের জন্য আপনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, **আপনি সূর্যকে**, উষাকে ও অগ্নিকে **জন্ম দিয়াছেন**।

এখানে যাস্ক ও দুর্গাচার্য উভয়েই নীরব, কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। যে-স্থানে শ্রীবিষ্ণু সূর্যের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বেদেই স্পষ্টভাবে কথিত এবং

১। নিরুক্ত ১২শ অ ১৮শ অনুচ্ছেদ; ২। ঋগ্‌বেদ ৭।৯৯।১; ৩। ঐ, ৭।৯৯।২; ৪। ঐ, ৭।৯৯।৪

পরমাত্মা ও পরতত্ত্বরূপে স্তুত, সেইস্থানে বিষ্ণুকে সূর্য বলিয়া স্ব-কপোল-কল্পনা বেদের বিরুদ্ধ মতবাদ ব্যতীত আর কি? এতদ্ব্যতীত শতপথব্রাহ্মণ[১], ঐতরেয়ব্রাহ্মণ[২], তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ[৩] ও যাবতীয় উপনিষৎ[৪] সর্বত্রেই বিষ্ণু পরতত্ত্বরূপেই উক্ত হইয়াছেন। শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত-তন্ত্রেও শ্রীবিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব এবং সূর্যকে আংশিক বিভূতিমাত্র বলা হইয়াছে। স্বয়ং বেদ-বিভাগকর্তা ও ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা শ্রীব্যাসদেবও শ্রীবিষ্ণুর আংশিক তেজেই সূর্য জগৎ উদ্ভাসিত করিতে পারেন বলিয়া জানাইয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥[৫]

অর্থাৎ সূর্যস্থিত যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যাহা চন্দ্রে এবং যাহা অগ্নিতে, তৎসমস্ত আমার তেজ বলিয়া জান।

শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্কপ্রমুখ লোকোত্তর আচার্যগণ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সমস্বরে যে বেদমন্ত্রোক্ত বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া আপাতদৃষ্টার্থ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥[৬]

১। "তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ, স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি"—শ ব্রা ১৪।১।১।৫; ২। "বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবৈনং তদ্দেবতয়া স্বেন ছন্দসা সমর্ধয়তি।"—ঐ ব্রা ১।৩।৪; ৩। "অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপউত্তমং মহ ইত্যাগ্না বৈষ্ণবস্য হবিষো যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ।"—তৈ ব্রা ২।৪।৩।৩; ৪। বৃ ৬।৪।২১, তৈ ১।১।১ ও কঠ ১।৩।৯; ৫। গীতা ১৫।১২; ৬। ঐ, ৭।৭

হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমুদয় জগৎ বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে।

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥[১]

যে যে বস্তুই ঐশ্বর্যবিশিষ্ট, সৌন্দর্যবিশিষ্ট ও উৎকর্ষবিশিষ্ট তৎসমস্তই আমার তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও।

শ্রীনারায়ণের ধ্যানেও সর্বত্র প্রসিদ্ধি আছে,—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ"[২] ইত্যাদি। পুরাণেও দৃষ্ট হয়,—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্ ॥"

অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীনারায়ণই নিত্যকাল ধ্যানের বিষয়। [তেজোমণ্ডলের মধ্যেই দ্বিভুজ-শ্যামসুন্দর-রূপ বিদ্যমান।

শ্রীব্রহ্মা তাঁহার স্তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥[৩]

গ্রহসকলের রাজা, অশেষতেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য —জগতের চক্ষুস্বরূপ ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীব্রহ্মসংহিতার এই সিদ্ধান্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদির

১। গীতা ১০।৪১ ; ২। নারসিংহপুরাণ ৬২তম অ ১৭শ শ্লোক ; মুম্বই গোপাল-নারায়ণ-কোম্পানী, ২য় সং, ১৮০৩ শকাব্দ ; ৩। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, ৫ম অধ্যায়, ৫২শ শ্লোক।

সিদ্ধান্ত এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া অন্য কল্পিত মত গৃহীত হইতে পারে না।

বেদ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিষ্ণুর বা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক

"জনয়ন্তা সূর্যমুষাসমগ্নিম্"[১] অর্থাৎ বিষ্ণুই সূর্য, উষা ও অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন ; "ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।"[২] অর্থাৎ হে বিষ্ণো! জায়মান বা জাত দেবতাই হউক বা মনুষ্যই হউক কেহই তোমার মহিমার অন্ত পায় না। ঋগ্বেদেরই এই বাক্য হইতে জানা যায়, উৎপাদ্য (জন্য) সূর্য হইতে উৎপাদক (জনক) বিষ্ণু স্বতন্ত্র।

বেদে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুকে সূর্যের ন্যায় বা সূর্যের সহিত অভিন্ন-রূপে বর্ণিত এবং অন্যান্য দেবতার স্তবস্তুতি করা হইয়াছে দেখিয়া স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে সূর্য মনে করেন কিংবা বেদকে অদ্বয়-পরতত্ত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্র মনে না করিয়া বহুদেবতাবাদের সমর্থক শাস্ত্র মনে করেন। বস্তুতঃ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহদ্‌গণের কৃপায় একটু সারগ্রাহী হইয়া বেদের মন্ত্রসমূহ আলোচনা করিলেই উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥[৩]

তত্ত্বদর্শিগণ একই তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন নামে নির্দেশ করেন। একই সদ্বস্তু ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি নামে পরিচিত। শোভন-পক্ষবিশিষ্ট গরুত্মান্ নামেও তাঁহাকে পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন। সেই সদ্বস্তুই—অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামেও পরিচিত।

১। ঋক্ ৭।৯৯।৪ ; ২। ঐ, ৭।৯৯।২ ; ৩। ঐ, ১।১৬৪।৪৬

বেদে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব

শ্রীবিষ্ণুই পরমতত্ত্ব এবং জ্ঞানিগণ সর্বদা তাঁহাকে দর্শন করেন। ইহা চারি বেদ ও বিভিন্ন উপনিষদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে,—

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে (অথবা বিষ্ণুপরতত্ত্বকে) জ্ঞানিগণ সর্বদা দর্শন করেন।

ঋক্-সং ১।২২।২০, সাম-সং ১৬৭২, অথর্ব-সং ৭।২৬।৭, শুক্ল-যজুঃ-সং ৬।৫, কৃষ্ণ-যজুঃ-সং ১।৩।৬।২ ও ৪।২।৯।৩, কঠোপনিষৎ[১] ১।৩।৯, সুবাল ৬।৩, নাদবিন্দু * ৪৭, বাসুদেব ২৯, ধ্যানবিন্দু * ২৫, ত্রিপুরা-তাপিনী ৪।৪, মণ্ডলব্রাহ্মণ-উ ৫।১, যোগশিখা * ৬।২১, বরাহ ৫।৭৭, পৈঙ্গল ৪।২৪, রামোত্তরতাপিনী ৫।৩২, শাণ্ডিল্য * ১।৫৪, তারসার ৩।৯, নৃসিংহপূর্বতাপিনী ৫।২১, গোপালপূর্বতাপিনী ৪।২৭, স্কন্দ ১৪, আরুণি ৫, মুক্তিক ২।৭৭, সুদর্শন ১০,-প্রভৃতি বেদ ও শ্রুতিমন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুর পরতমতত্ত্ববাচক উক্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি পাওয়া যায়। এই মন্ত্রটি বৈদিকধর্মাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নিত্য উচ্চারণ করেন। বিষ্ণু সূর্যের বাচক হইলে জ্ঞানিগণ সর্বদা দর্শন করেন,—এইরূপ বলা হইত না এবং সকল বৈদিক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ উহা আরাধ্য মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতেন না। অতএব সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুই পরমতত্ত্ব বলিয়া বেদে ও শ্রুতিতে নিত্য প্রকাশিত আছেন।

শ্রীবিষ্ণুই যে পরমতত্ত্ব এবং অন্যান্য দেবতাগণ শ্রীবিষ্ণুর অন্তর্গত, ইহা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও সর্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

১। কঠোপনিষদে (১।৩.৯) এইরূপ শ্লোক আছে,—"বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

* তারকাচিহ্নিত উপনিষৎসমূহে কেবল "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—এই চরণটি পাওয়া যায়।

ওঁ অগ্নির্বৈ দেবানামবমো **বিষ্ণুঃ পরম-**
স্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ[১]

এই মন্ত্রের সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ[২] এইরূপ,—অগ্নিই দেবতাগণের মধ্যে অবম অর্থাৎ প্রথম; বিষ্ণু -পরম অর্থাৎ উত্তম এবং তাঁহাদের মধ্যবর্তিরূপে অন্যান্য সমস্ত দেবতা।

বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ[৩]

বিষ্ণুই সর্বদেবময় অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত দেবতার মূল; শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায়ই সর্বদেবতার পূজা হয়।

এস্থানে সায়ণাচার্য তংকৃত ভাষ্যে বলিয়াছেন,—অগ্নিকেও যে সর্বদেবময় বলা হইয়াছে, তাহার কারণ— সমস্ত দেবতাগণ অগ্নির মধ্যে দেহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক সময় দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত দেবতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণ বলিয়াই সর্বাত্মক।

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদের এই সিদ্ধান্তই উক্ত হইয়াছে,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥[৪]

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়; প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়—পৃথক্ পৃথক্ স্থানে জলসেক বা খাদ্য প্রদান করিতে হয় না; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা ও সকলের সন্তোষবিধান হইয়া থাকে।

১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১।১।১; ২। ঐ, সায়ণভাষ্য, আনন্দাশ্রম-সং, ১৮৯৬ খ্রীঃ; ৩। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১।১।৪; ৪। ভা ৪।৩১।১৪

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে সূর্য ও অগ্নিপ্রমুখ দেবতাবর্গকে এক পরমতত্ত্বের প্রত্যঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য বেদের নিরুক্তকার যাস্ক দেবতা-বর্গকে অদ্বিতীয় পরমাত্মার প্রত্যঙ্গরূপে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন :—

একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গাণি ভবন্তি।[১]

বিষ্ণু বা ব্রহ্মই জগৎকারণ, সূর্য নহে

ছান্দোগ্যোপনিষদে[২] জগৎকারণ, সনাতন ও সর্বোত্তম জ্যোতিঃকেই পরতত্ত্ব বলা হইয়াছে। "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ"[৩] [অর্থাৎ 'জ্যোতিঃ'-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম—'চরণাভিধানাৎ' (চরণের উল্লেখ আছে বলিয়া)] এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শ্রীশঙ্করও 'জ্যোতিঃ'-শব্দে—'ব্রহ্ম' অর্থ করিয়াছেন। মনে হইতে পারে, এখানে জ্যোতিঃ-শব্দে সূর্য, অগ্নি কিম্বা কোনও তেজোময় বস্তুকে উদ্দেশ করা হইয়াছে ; কারণ, ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যে[৪] ব্রহ্মের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আর স্বর্গের উপরে যে সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও তাহা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এখানে জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়—"জ্যোতিরিহ ব্রহ্ম গ্রাহ্যম্"[৫]। কারণ, ইহার পূর্বের শ্রুতি-মন্ত্রে[৬] ব্রহ্মকে চারিটি চরণযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য, 'এই সূত্রটির জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ কি সূর্য? এখানে সূর্যকে কি জগৎকারণ বলা হইয়াছে?' -এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্তপক্ষে বলিয়াছেন—'না, এখানে জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম ; সূর্য নহে।' পরব্রহ্মই—জগৎকারণ সূর্যাদি জড়জ্যোতিঃ—ব্রহ্মজ্যোতির ছায়া, পরতত্ত্বের তেজই—সূর্যাদির তেজঃ বা জ্যোতিঃ—ইহা শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।[৭] শ্রীজীবপাদ সর্বসম্বাদিনীতে

১। নিরুক্ত ৭।৪ ; ২। ছান্দোগ্য ৩।১৭।৭ ; ৩। ব্র সূ ১।১।২৪ ; ৪। ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭ ; ৫। শঙ্করভাষ্য ১।১।২৪ ; ৬। ছান্দোগ্য ৩।১২।৬ ; ৭। কঠ ৫।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, বৃহদারণ্যক ৪।৩।৬ ও ৪।৪।১৬ ইত্যাদি।

উক্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বহু শ্রুতিমন্ত্র ও কএকটি ব্রহ্মসূত্র উদ্ধার করিয়া পরব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন।[১]

জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে বেদে সূর্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বেদান্তবিদ্‌গণ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী কল্যাণতম রূপ বা ব্রহ্মের পূর্ণতম রূপ—যে রূপেরই কান্তি জ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা দর্শনার্থ তাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপ অপসারিত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাইয়াছেন ;—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥[২]

হে জগৎপরিপোষক, হে অদ্বিতীয় দ্রষ্টা, হে নিয়ন্তা, হে সূরিগম্য, হে প্রজাপতি-গম্য, আপনি কিরণসমূহ দূর করুন—জ্যোতিঃ সংবরণ করুন ; আপনার যাহা কল্যাণতম (জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ শ্যামসুন্দর) রূপ, তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব।

সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও বায়ুপ্রমুখ দেবতাগণের স্থূল রূপ এবং তদন্তর্যামী পরব্রহ্ম স্বরূপের কথা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়।[৩] অতএব সূর্যাদিদেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ স্বতন্ত্র ; শ্রীবিষ্ণুই—পরমপদ বা পরমতত্ত্ব।

শতপথ-ব্রাহ্মণে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে সেই আত্মা সমস্ত প্রাণীর অধিপতি ও সকলের রাজা ; —

স বা অয়মাত্মা। সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্বেষাং ভূতানাং রাজা।[৪]

বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্টির রহস্য জানিবার জন্য সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ"[৫]। এই সৃষ্টির রহস্য দেবতাগণ জানেন না ;

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী ৪২, ৪৩ পৃঃ, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ; ২। ঈশ ১৬, বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১ ; ৩। ঋক্ ১০।৮৫।১৩, ১।৫০।১০, ১০।১৬।৪, ৯, ১০।৪৫।২ ও ১০।৫৫।১ ; ৪। শতপথ-ব্রা-১৪।৫।৫।১৫ ; ৫। ঋক্ ১০।১২৯।৬

কারণ, তাঁহারাও সৃষ্টবস্তু এবং সৃষ্টির পরেই প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই সৃষ্টির রহস্য বলিতে পারেন—একমাত্র সর্বসাক্ষী পরমপুরুষ :—

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।[১]

ঋক্‌সূক্ত-প্রতিপাদ্য মহাবিষ্ণু

এই যে সর্বসাক্ষী পরমপুরুষ, ইনিই মহাপুরুষ বা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু নামে খ্যাত—ইনিই ঋক্‌সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষ সহস্র-মস্তক, সহস্রচক্ষু ও সহস্রচরণযুক্ত; ইনি বিশ্বব্যাপী হইয়াও বিশ্বাতীত—নিখিল বিশ্ব ইঁহার একচতুর্থাংশ মাত্র। ইঁহার এই একাংশেই ইনি সমগ্র চেতন এবং অচেতন জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার ত্রিচতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজিত। এই মহাপুরুষের কথাই শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্তি হঞা॥
ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন।
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম॥
জলে ভরি' অর্ধ তাঁহা কৈল নিজবাস।
আর অর্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম॥

১। ঋক্ ১০।১২৯।৭

অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র নয়ন।
সর্ব অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ ॥[১]

এই মহাপুরুষই মাধ্যন্দিনীয় শতপথ-ব্রাহ্মণে বৃহত্তমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম নামে বর্ণিত হইয়াছেন ;—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদ্দেবানসৃজত তদ্দেবান্ সৃষ্ট্বা এষু লোকেষু ব্যারোহয়দস্মিন্নেব লোকেঽগ্নিং বায়ুমন্তরিক্ষে দিব্যেব সূর্যম্ ॥ অথ যে অতঊর্ধ্বা লোকাস্তদ্‌যা অত ঊর্ধ্বা দেবতাস্তেষু তা দেবতা ব্যারোহয়ৎ * * * ॥ অথ ব্রহ্মৈব পরার্ধমগচ্ছৎ। তৎপরার্ধং গত্বৈক্ষত, কথং নু ইমান্ লোকান্ প্রত্যবেয়ামিতি। তদ্‌দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈং রূপেণ চৈব নাম্না চ * * * ॥ তে হৈতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে।"[২]

শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বহু শ্রুতি ও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুই যে পরব্রহ্মপদবাচ্য পরতমতত্ত্ব তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনানি যন্তীত্যেব শব্দান্নান্যেষাং সর্বনামতা।" "অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুরিতি" বিষ্ণোর্হি লিঙ্গম্। ন চ প্রসিদ্ধার্থং বিনান্যোঽর্থো যুজ্যতে অজস্য নাভাবিতি। "যস্যানাভেরভূৎ শ্রুতেঃ পুষ্করং লোকসারম্। তস্মৈ নমোব্যস্তসমস্তবিশ্ববিভূতয়ে জগদ্ধাত্রে বিষ্ণবে লোককর্ত্রে" ইতি স্কান্দে। * * * "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র গীয়তে"—ইতি শ্রীহরিবংশেষু।[৩]

অর্থাৎ 'যিনি দেবতাগণের নাম বিধান করেন, এই অনন্ত বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই আশ্রয় করে'—ইত্যাদি প্রমাণে অন্য কাহারও সর্বনামত্ব নাই।

১। চৈ চ আ ৫।৭৪—১০১ ; ২। শতপথ-ব্রা ১১।২।৩।১—৩,৫ ; ৩। ব্র স্থ ১।১।১—মধ্বভাষ্য ; শ্রীমহাভারতের উপসংহারেও এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

'যাহাতে এই অনন্ত বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে'—ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুই লক্ষিত হইয়াছেন। 'যাঁহার নাভি হইতে অনন্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি ব্যস্তসমস্তরূপে বিশ্বের বিভূতিস্বরূপ, সেই জগদ্বিধাতা লোক-কর্তা শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করি'—ইত্যাদি স্কন্দপুরাণীয় বাক্যেও বিষ্ণুই লক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও মহাভারতে আদি, মধ্য ও অন্তে—শ্রীবিষ্ণুই সর্বত্র কীর্তিত হইয়াছেন।

বেদোক্ত পরতত্ত্ব বিষ্ণুরই বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন নাম

পরতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণু উপাসকের বিভিন্ন অধিকার ও প্রতীতি অনুসারে বিভিন্ন নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলায় আত্মপ্রকাশ করেন। অদ্বয়-জ্ঞান-পরতত্ত্বের এই সকল নাম, রূপ বা প্রকাশবৈচিত্র্যের মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই। বেদোক্ত পরমতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণুই—উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম, বিষ্ণু, পরমাত্মা, পরমপুরুষ, মহেশ্বর, বাসুদেব, কৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি ; শ্রীমহাভারতে ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনিই—শ্রীকৃষ্ণ ; শ্রীমদ্ভাগবতে, পুরাণে ও পঞ্চরাত্রে তিনিই—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন, শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে অভিহিত। তিনিই—শ্রীরামায়ণে শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীভরত ও শ্রীশত্রুঘ্ন। সেই অদ্বিতীয় পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তির পূর্ণতম প্রাকট্যে এবং সর্বকারণকারণ সর্বাংশিস্বরূপে তিনিই—শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে, শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতে, শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীষট্-সন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের বিভিন্ন স্বরূপ বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও জীব, এমন কি সহস্র সহস্র ব্রহ্মাও বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা, গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা অচিন্ত্য—অবিতর্ক্য—অপরিসীম বিষ্ণুতত্ত্বের ধারণা করিতে পারেন না। যেরূপ অপরিমিত বৈদ্যুতিক আলোক-সাহায্যেও রাত্রিকালে সূর্যকে দর্শন করা যায় না—

সূর্য স্বয়ং উদিত হইলেই তাঁহারই আলোকের সাহায্যে সূর্যকে দর্শন করা যায়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর কৃপালোকেই শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়—অন্য শত চেষ্টায়ও শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কোথাও কোথাও মাধুর্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে বুঝাইতেও 'শ্রীবিষ্ণু'-শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ **বিষ্ণোঃ**[১]

এইস্থানে ব্রজবধূবল্লভ মাধুর্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই—বিষ্ণুশব্দে উক্ত হইয়াছেন। অন্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—"মতির্ন **কৃষ্ণে** পরতঃ স্বতো বা"[২] এবং পরের শ্লোকেই বলিতেছেন,—"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি **বিষ্ণুম্**।"[৩] শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ-সম্বন্ধে "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ"[৪]—উক্তিসমূহও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ঋগ্‌বেদে শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪তম সূক্তের ৬টি ঋকেই বিষ্ণুর বীর্যের কথা গীত হইয়াছে। তাঁহার ত্রিধাম মাধুর্য ও আনন্দপূর্ণ। তথায় ভক্তগণ আনন্দলাভ করেন। বিষ্ণুর ধাম মাধুর্যের উৎসপূর্ণ। তথায় বহুশৃঙ্গ ও দ্রুতগতিশীল কামধেনুসকল অবস্থিত। সেই ধামে শ্রীবিষ্ণু বিরাজমান।

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥[৫]

শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শেষোক্ত ঋকের যেপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—

১। ভা ১০।৩৩।৩৯ ; ২। ঐ, ৭।৫।৩০ ; ৩। ঐ, ৭।৫।৩১ ; ৪। ঐ, ৯।৪।১৮ ;
৫। ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৪তম সূক্ত, ৫,৬ মন্ত্র।

অস্যা অর্থঃ—তা তানি, বাং যুবয়োঃ, বাস্তূনি গৃহাণি গৃহোচিত-স্থানানি বা, গমধ্যৈ প্রাপ্তয়ে, উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কানি? যত্র যেষু বাস্তুষু সন্তু ভূরিশৃঙ্গাঃ সুন্দরশৃঙ্গ্যো গাবঃ অয়াসঃ সর্বসুখদাঃ, অত্র বাস্তুষু, অহ স্ফুটং তদনির্বচনীয়ং পদং শ্রীনন্দগৃহম্, উরুগায়স্য বৃষ্ণঃ সর্বকামবর্ষণস্য ভূরি যথা স্যাত্তথাবভাতি, সদা নিত্যতয়া বর্ততে।[১]

সেই তোমাদের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) উভয়ের গৃহসমূহ পাইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করি. যে-সকল গৃহে সুন্দর-শৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীগণ সর্ব-প্রকার সুখ দান করে। এই সকল বাসস্থানে প্রচুরকীর্তিশালী সর্ব-কামনাবর্ষণশীল শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় ধাম অর্থাৎ শ্রীনন্দগৃহ বহুভাবে সর্বদা নিত্যরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে।

শ্রীগোবিন্দসূরিপুত্র শ্রীনীলকণ্ঠসূরিও শ্রীহরিবংশের টীকায় উক্ত ঋঙ্-মন্ত্রটির কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ যে ঋঙ্মন্ত্রের অভ্যন্তরে নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাও শ্রীমন্ত্রভাগবত-গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সেই মন্ত্রভাগবত হইতে গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে একটি মাত্র ঋঙ্মন্ত্র তাঁহারই ব্যাখ্যার সহিত এখানে উদ্ধৃত হইল,—

কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি
ত আববৃত্রন্ ৎসদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥[৩]

কৃষ্ণমিতি, যদেবং সর্বদেবতারূপং সৎ তদেব কৃষ্ণং সূর্যমণ্ডলান্তর্বর্তিনং। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ, সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং; তদমস্তৎসাম কৃষ্ণং; তমরু এশতঃ পুরোভাঃ ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং

১। শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।১৮, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৫১ খ্রীঃ, ২। শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ১৯শ অধ্যায়ে ৩৫—৩৮তম শ্লোকের টীকা, বঙ্গবাসী-সং দ্রষ্টব্য; ৩। ঋক্ ১।১৬৪।৪৭

সত্যানন্দস্বরূপং ভাঃ-শব্দিতং জ্যোতির্গায়ত্র্যামপি ভর্গশব্দোদিতং। নিযানং যান্ত্যত্রেতি যানং নি হীনং যানমস্য নিযানং ভূতলস্থায়ি অনুলক্ষ্য সুপর্ণাঃ শোভনপতনাঃ হরয়ঃ যজ্ঞভাগহরাঃ সন্তো যে দিব্যমুৎপতন্তি ক্ষণমপি ভূমৌ ন তিষ্ঠন্তি তেঽপি দেবা অপো বসানাঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি শ্রুতেরপ্ শব্দিতৈর্মানুষৈঃ শরীরৈরাচ্ছাদিতা ইত্যর্থঃ। আববৃত্রন্ কৃষ্ণং সমন্তাৎ গোপ-যাদবাদিরূপেণাবৃত্য স্থিতা ইত্যর্থঃ। বৃতু বর্তনে জস্থরন্। ঋতস্য কর্মফলস্য সদনাৎ ভোগস্থানাৎ স্বর্গাৎ। এত্যেতি শেষঃ। তদেব সদনং স্তৌতি। আদিৎ। অস্মাদেব ঋতস্য সদনাৎ ঘৃতেন জলেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে বৃষ্টি দ্বারা ক্লিন্না ক্রিয়তে। স্বর্গবাসাপেক্ষয়া কৃষ্ণসান্নিধ্যং শ্রেয় ইতি মত্বা সর্বে দেবাঃ ভূমৌ বাসমরোচয়ন্তেত্যর্থঃ।[১]

যিনি এই সর্বদেবতারূপ সৎ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই সূর্যমণ্ডলান্তর্বর্তী গায়ত্রীর ধ্যেয়-বস্তু। 'কৃষি'—সত্তাবাচক শব্দ, 'ণ'—নিবৃত্তিবাচক; উভয়ের যোগে নিষ্পন্ন 'কৃষ্ণ'-শব্দ পরব্রহ্মবাচক বলিয়া অভিহিত। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে,—"যাহা এই আদিত্যের শুক্লভাঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃ, তাহাই ঋক্ এবং যাহা নীল, তাহাই পরম—তাহাই শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার অবম যাহা, তাহাই সাম; অতএব পুরোভাগে সেই জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর। এই সত্যানন্দস্বরূপ 'ভাঃ'-শব্দিত জ্যোতিই গায়ত্রীতে ভর্গ-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। এই বরণীয় ভর্গদেব শ্রীকৃষ্ণকে 'নিযানং'— ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া 'সুপর্ণা'—শ্রীকৃষ্ণের শোভন-পক্ষ-গরুড়াদি বাহন, 'হরয়ঃ'—যজ্ঞভাগ-গ্রহণকারী সাধুপুরুষগণ এবং যাঁহারা 'দিবং উৎপতন্তি'—কেবল স্বর্গেই বাস করেন, ক্ষণকালও ভূতলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন না, 'তে'—সেই স্বর্গবাসী দেবগণও 'অপো বসানা'—

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—হুগলী আলাটস্থ শ্রীভক্তিপ্রভা কার্যালয় হইতে পণ্ডিত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি-সম্পাদিত, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ৬—৮ পৃষ্ঠা।

মানবশরীর-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 'অপ্'-শব্দ যে পুরুষকে বা মানবকে বুঝায়, তাহা 'পঞ্চম্যা-মহুতাবাপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তীতি'—শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। এইরূপে 'তে'—তাঁহারা কর্মফলভোগের স্থান স্বর্গ হইতে মর্ত্যধামে আসিয়া 'আববৃত্রন্'—গোপ-যাদবাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। 'আদিৎ'—এই ভোগস্থান স্বর্গধাম হইতেই 'ঘৃতেন'—জলদ্বারা বা বৃষ্টিদ্বারা 'পৃথিবী ব্যুন্নতে'—এই ধরাতল ক্লেদ-যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও স্বর্গ হইতে এই পৃথিবী নিকৃষ্টধাম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তথাপি স্বর্গধাম অপেক্ষা কৃষ্ণ-সান্নিধ্য পরম শ্রেয়ঃ—এই মনে করিয়া সকল দেবতাই মর্ত্যধামে বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।"[১]

শ্রীমহাভারতের পরিশিষ্ট শ্রীহরিবংশের টীকায় (বিষ্ণুপর্ব ১৮।১—১০ শ্লোকোক্ত) শ্রীগোবর্ধনধারণলীলার ব্যাখ্যায়ও শ্রীনীলকণ্ঠ-সূরি নিম্নলিখিত ঋঙ্মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন,—

"তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে"[২] ইত্যেতং মন্ত্রমুপ-বৃংহয়তি। মন্ত্রার্থস্তু—অস্য বিষ্ণোস্তং পর্বতার্থং কৃতং স্বং স্বেন সম্পাদিতং ক্রতুং যজ্ঞং বরুণোঽশ্বিনৌ চ সচন্ত অম্বমোদন্ত মারুতস্তস্য বায়োরপি বেধসঃ স্রষ্টুঃ, ততশ্চ স্বমখভঙ্গে কৃতে ইন্দ্রে কুপিতে সতি বিষ্ণুঃ উত্তমং শ্রেষ্ঠং দক্ষং বৃষ্টিনিবারণক্ষমম্ অহর্বিদং ক্রতোর্লব্ধারং পর্বতং দাধার দধার ধৃতবান্, যতঃ সখিবান্ মহান্ ব্রজাখ্যসখিসমুদায়বান্ ব্রজম্ অপোর্ণুতে তেনাহর্বিদা শৈলেন আচ্ছাদয়তীতি॥[৩]

১। পণ্ডিত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ; ২। ঋক্ ১।১৫৬।৪; ৩। শ্রীহরিবংশটীকা, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

এই বিষ্ণুর সেই পর্বতের উদ্দেশে স্বসম্পাদিত যজ্ঞ বরুণ ও অশ্বিনী-কুমার-যুগল অনুমোদন করিলেন। সেই বিষ্ণু—বায়ুরও স্রষ্টা। তদনন্তর নিজের যজ্ঞভঙ্গ হওয়ায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) বৃষ্টি নিবারণে সমর্থ, শ্রেষ্ঠ ও যজ্ঞে নৈবেদ্য-প্রাপ্ত পর্বতকে (শ্রীগোবর্ধনকে) উচ্চে ধারণ করিলেন—যাহাতে তিনি ঐ যজ্ঞভোক্তা শৈলদ্বারা ব্রজনামক সমগ্র-স্বজনবর্গের সহিত ব্রজকে আচ্ছাদন (রক্ষা) করিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ পাঁচশত বারটি বেদমন্ত্র-প্রয়োগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক-পদ্ধতি গ্রথিত করিয়াছেন। তাহা 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি'-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণই বেদপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনশিক্ষায় স্বয়ং বলিয়াছেন,—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম – তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥
ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥*
মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥

* শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড, ৫৯।২৭, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ * [1]

বেদশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই—সম্বন্ধিতত্ত্ব বা বেদপ্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিই—অভিধেয় অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত সাধন এবং প্রেম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসাই—পরমপুরুষার্থ, সাধ্য বা প্রয়োজন বলিয়া কথিত হইয়াছে ; ইহা ঋঙ্মন্ত্র ও অন্যান্য শ্রুতি হইতে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরে আরও প্রদর্শিত হইবে। বেদাদিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণের কথা থাকিলেও ঐসকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণই। শাস্ত্র-প্রমাণ[2] হইতে জানা যায়, এই জগতে যাহাতে সৃষ্টিকার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে জীবগণের মোহ-উৎপাদনার্থ কল্পিত আগমশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব আগমাদি-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতাগণকে যে পরতত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল বিমুখ জনগণকে অধিকতর মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে। এইজন্যই শ্রীপদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—সেই সেই পুরাণ ও তন্ত্রাদিশাস্ত্র চরাচর জগতের লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে কল্পকাল পর্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক ; কিন্তু শাস্ত্রের রূঢ়ি প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা তন্ত্রাদিশাস্ত্রের সম্যগ্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তদনুসারে একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। গৌণ ও মুখ্য, উভয় বৃত্তিতেই সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী শ্রীকৃষ্ণ—পরাৎপরতত্ত্ব ও

---

* ভা ১১।২১।৪২,৪৩ ;

১। চৈ চ ম ২০।১৪৩—১৪৮ ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে ৭১তম অনুচ্ছেদ-ধৃত পাদ্মোত্তর-খণ্ড (৯৩।৬৬, ৬৯)-বাক্য ও শ্রীনৃসিংহপুরাণবাক্য. শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামি-পাদ-সং (৪১পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তু, ইহাই বেদ বলিয়াছেন। যাহারা স্থূলদর্শী, তাহাদের মনে সংশয় হইতে পারে যে বেদাদিশাস্ত্রে যজ্ঞাদি কর্মের প্রাপ্য স্বর্গাদিকেই ত' সম্বন্ধ বলা হইয়াছে ; কিন্তু সর্ববেদসার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বেদে স্বর্গাদিকে যেস্থানে সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বস্তু বলা হইয়াছে, সেস্থানের উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণেই পরম্পরাক্রমে পর্যবসিত হয়।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥[১]

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—বেদসমূহকে যে যজ্ঞপর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই যজ্ঞও শ্রীবাসুদেবের আরাধনার নিমিত্তই ; এইজন্যই বেদে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবাসুদেবই—একমাত্র তাৎপর্য। যোগশাস্ত্রে যে প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার কথা আছে, সেই প্রাণায়ামাদি শ্রীবাসুদেবেরই প্রাপ্তির উপায়বিশেষ। সুতরাং যোগশাস্ত্রের তাৎপর্যও শ্রীবাসুদেবই। বেদের 'জ্ঞানকাণ্ডে' অর্থাৎ উপনিষদাদিশাস্ত্রে যে জ্ঞানের কথা আছে, সেই 'জ্ঞান'-শব্দের অর্থ—'তপস্যা', আর সেই জ্ঞানের প্রাপ্য—শ্রীবাসুদেব। বেদের 'কর্মকাণ্ডে' বা ধর্মশাস্ত্রে যে দানব্রতাদির কথা আছে, তাহার উদ্দেশ্য স্বর্গাদি নহে ; কারণ, স্বর্গাদিসুখ যে পরমানন্দের অতিক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিবিম্বাংশ, সেই আনন্দসমুদ্র-শ্রীবাসুদেবই প্রাপ্য-গতি। অতএব সকল বেদের তাৎপর্যই—শ্রীবাসুদেব। শ্রুতিও এই একই কথাই বলিয়াছেন,—

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥[২]

১। ভা ১।২।২৮,২৯ ; ২। কঠোপনিষৎ ১।২।১৫

বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য সর্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে, আমি তোমাকে সেই পরম পদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি—তিনিই ওঁ বা প্রণব।

শ্রীকৃষ্ণই যে সেই প্রণবস্বরূপ এবং সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্যতত্ত্ব, তাহা তিনি শ্রীগীতায়ও স্বমুখে বলিয়াছেন,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্র**মোঙ্কার** ঋক্ সামযজুরেব চ॥[১]

অর্থাৎ আমিই ক্রতু (শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি), আমিই যজ্ঞ (স্মার্তপঞ্চযজ্ঞাদি), আমিই স্বধা (পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি), আমিই ঔষধ, মন্ত্র, ঘৃত (হোমাদির উপকরণ), অগ্নি (আহবনীয়াদি), আমিই হোম। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (বিধান-কর্তা), পিতামহ, জ্ঞেয়বস্তু ও শোধক; **আমিই ওঙ্কার** এবং ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥[২]

অর্থাৎ সকল বেদের আমিই বেদ্য বা জ্ঞেয়, আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদার্থজ্ঞাতা।

এইরূপে শাস্ত্রে কোথায়ও অসাক্ষাদ্ভাবে, কোথায়ও বা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণই যে বেদের অদ্বিতীয় প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব—তাহা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে[৩] শ্রীউদ্ধবের নিকটও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'বেদ কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহের দ্বারাই বা কাহাকে প্রকাশ করেন, জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অবলম্বন করিয়াই

১। গীতা ৯।১৬, ১৭; ২। ঐ, ১৫।১৫; ৩। ভা ১১।২১।৪২, ৪৩

বা বিচার করেন—এইসকল বিষয়ে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য আমি ব্যতীত আর কেহই জানে না। সেই বেদ কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে আমাকেই প্রকাশ করেন এবং জ্ঞানকাণ্ডে নানাপ্রকার বাদানুবাদের দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন।' অতএব বেদের কি কর্মকাণ্ড, কি দেবতাকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড—সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত বেদ পর্যবসিত হইয়াছে।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—ভগবান্ বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণই চারিবেদের, চতুষ্পাদ বেদের মূর্তিস্বরূপ 'প্রণবে'র ও সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য ;—

সোঽয়মেকশ্চতুষ্পাদো বেদঃ পূর্বং পুরাতনঃ।
ওঙ্কারো ব্রহ্মণো জাতঃ সর্বদোষবিশোধনঃ॥
বেদবেদ্যো হি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
স গীয়তে পরো বেদৈর্যো বেদৈনং স বেদবিৎ॥
এতৎ পরতরং ব্রহ্ম জ্যোতিরানন্দমুত্তমম্।
বেদবাক্যোদিতং তত্ত্বং বাসুদেবঃ পরং পদম্॥[১]

অর্থাৎ এই একমাত্র সর্বদোষবিশোধন ওঙ্কারই সেই পুরাতন চতুষ্পাদ বেদ ; ইঁহারা ব্রহ্মা হইতে পূর্বে উৎপন্ন। ভগবান্ সনাতন বাসুদেবই একমাত্র বেদসকলদ্বারা বিজ্ঞেয়। তিনিই বেদে পরিগীত হন ; সুতরাং তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। ভগবান্ শ্রীবাসুদেবই পরতর ব্রহ্ম, আনন্দময় উত্তমজ্যোতিঃ, বেদবাক্যোদিত পরমতত্ত্ব এবং পরমপদ।

শ্রীভগবানে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ সর্বসম্বাদিনীতে লিখিয়াছেন,—"শ্রীভগবতি সর্বশাস্ত্রসমন্বয় এবং বিবেচনীয়ঃ ; যথা—বেদো দ্বিবিধঃ—'মন্ত্রো'

১। শ্রীকূর্মপুরাণে পূর্বভাগ ৩১।২১—২৩, বঙ্গবাসী-সং, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

'ব্রাহ্মণং' চ। মন্ত্রোঽপি দ্বিবিধঃ—ভগবন্নিষ্ঠো, দেবতান্তর-নিষ্ঠশ্চ। তত্রাদ্যস্য সাক্ষাদেব তৎ (ভগবৎ) পরতা ; দ্বিতীয়স্তু কর্মোপাসনয়োরঙ্গমিতি তদ্‌গত্যৈব গতিং ভজতি। অথ ব্রাহ্মণস্য কর্মোপাস্তিজ্ঞান-কাণ্ডাত্মকাস্ত্রয়ো ভেদাঃ। তত্র কর্মণো জড়ত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ স এব ফলদাতেতি তৎকাণ্ডস্য তৎপরত্বমেব। উপাস্তিরত্র দেবতান্তরনিষ্ঠৈব গৃহ্যতে—ভগবন্নিষ্ঠায়াস্তু জ্ঞানান্তর্ভাবাৎ। ততশ্চোপাসনা-কাণ্ডস্যাস্যাসাং দেবতানাং তদীয়ত্বেন তৎপরত্বম্। জ্ঞানকাণ্ডং 'ব্রহ্ম'-'ভগবৎ'-প্রতিপাদকত্বেন দ্বিবিধম্ ;—উভয়োরপি চিদেকরসত্বাৎ। জ্ঞান-শব্দেনাত্র জ্ঞানং ভক্তিশ্চোচ্যতে। জ্ঞানে জ্ঞানশব্দস্য প্রাধান্যতো বৃত্তির্ধার্তরাষ্ট্রেষু 'কৌরব'-শব্দবৎ। তত্র দ্বিতীয়ং সাক্ষাদেব ভগবৎপরম্ ; প্রথমং তদীয়-সামান্যাকারেণ স্বরূপনিরূপকত্বাত্তৎপরম্।

অথ বেদনির্বিশেষাণি তদঙ্গান্যপি শ্রীভগবদুপাসনসাধকত্বাত্তত্র সমন্বয়ন্তে। —যথা শ্রীবিষ্ণুসূক্তাদীনাং করস্বরাদেজ্ঞানায় 'শিক্ষা' ; আনুপূর্ব্যাঃ 'কল্পঃ' ; সাধুত্বস্য 'ব্যাকরণম্' ; পদার্থস্য 'নিরুক্তম্' ; শ্রীবিষ্ণোর্মহোৎসবাদি-সময়স্য 'জ্যোতিঃ' ; মন্ত্রাণাং 'ছন্দঃ'।

অথ বেদানুগান্যপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি বক্ষ্যমাণহেতোঃ সমন্বয়ন্তে—তত্র 'পূর্বোত্তরমীমাংসে',—কর্ম-জ্ঞান-কাণ্ডয়োস্তাৎপর্যাবধৃতেঃ ; 'গোতম'-'কণাদ'-'কপিল'-ন্যায়াঃ—ঈশ্বরাস্তিত্ব-চিদচিদ্‌বস্ত্বাদীনামূহনাৎ ; 'পতঞ্জলি'-ন্যায়স্তু—ঈশ্বরোপাসনোদ্দেশাৎ। 'স্মৃত্যাদীন্যপরাণি' তু কাণ্ডত্রয়মনুগচ্ছন্তীতি পূর্বযুক্তেরেব ; 'কাব্যালঙ্কার'-'কাম'-'তন্ত্র'-'গান্ধর্ব'-'কলা'স্তু—তস্য তত্তচ্চরিত-মাধুর্যানুভব-বৈদগ্ধ্য-সিদ্ধেঃ ; 'নীতিঃ' 'শিল্প'ঞ্চ—তৎসেবা-চাতুরীসিদ্ধেঃ ;'আয়ুর্বেদধনুর্বিদ্যে'—তদুপাসন-প্রতিবন্ধ-নিরাকরণত ইতি।

ইত্থমভিপ্রেত্যৈবোক্তং শ্রীমৎপ্রহ্লাদেন (ভা ৭।৬।২৬),—

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্তা।

মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ ইতি।[১]

শ্রীভগবানেই যে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তাহা এইরূপে বিচার্য ; বেদ দ্বিবিধ—(১) মন্ত্র ও (২) ব্রাহ্মণ। মন্ত্র আবার দ্বিবিধ—(১) ভগবন্নিষ্ঠ ও (২) দেবতান্তরনিষ্ঠ। প্রথমোক্ত মন্ত্র সাক্ষাদ্ভাবেই ভগবৎপর ; দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র কর্মোপাসনার অঙ্গ। তদনুসারেই এই শ্রেণীর মন্ত্রের গতি হয়।

ব্রাহ্মণ—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডভেদে তিন প্রকার। কর্ম—জড়, এজন্য অস্বতন্ত্র ; উহার ফলদাতা—ভগবান্। অতএব কর্মকাণ্ড ভগবানের অপেক্ষাযুক্ত বলিয়া কার্যতঃ ভগবৎপর। দেবতান্তর-নিষ্ঠাই উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাদ্য, ভগবন্নিষ্ঠা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। উপাসনা-কাণ্ডের অন্যান্য দেবতাগণ যখন তদীয় অর্থাৎ শ্রীভগবানেরই শক্তি বা বিভূতি, তখন উপাসনাকাণ্ডও মূলতঃ ভগবৎপর।

জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ও ভগবৎপ্রতিপাদক ভেদে দুই প্রকার ; যেহেতু উভয়েই চিদেক-রস। এখানে 'জ্ঞান'-শব্দে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' উভয়কেই বুঝায়। যেরূপ, 'কৌরব'-শব্দটির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু—উভয়ের বংশধরগণকেই বুঝাইলেও মুখ্যভাবে ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয়গণকেই কৌরব এবং পাণ্ডুর বংশধরগণকেই পাণ্ডব বলা হয় ; সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি—উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানে জ্ঞান-শব্দেরই প্রাধান্যহেতু শব্দের ঐ বৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞান নাম দৃষ্ট হয়। ভক্তি—সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎ-পর ; জ্ঞান—অদ্বয়তত্ত্বের সামান্যাকারের (অসম্যক্ নির্বিশেষ স্বরূপের) নিরূপণ করে বলিয়া তাহাও ভগবৎপর।

বেদনির্বিশেষ বেদাঙ্গশাস্ত্রসমূহও শ্রীভগবদুপাসনারই সহায়ক। সুতরাং ভগবানেই তাহাদের সমন্বয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—শ্রীবিষ্ণু-সূক্তাদির কর-স্বর প্রভৃতির জ্ঞানের জন্যই 'শিক্ষা'-নামক বেদাঙ্গের

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনীর উপসংহার।

প্রয়োজন ; উপাসনার কোন্ কার্যটি অগ্রে কর্তব্য, কোন্‌টি পরে কর্তব্য, —এই আনুপূর্বিক জ্ঞানলাভের জন্য 'কল্প'-নামক বেদাঙ্গের আবশ্যকতা ; পদের সাধুত্ব-জ্ঞানের জন্য 'ব্যাকরণ', পদের অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত 'নিরুক্তি', শ্রীবিষ্ণুর পর্বমহোৎসবাদির সময় নির্ধারণের জন্য 'জ্যোতিষ'শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদির ছন্দোবদ্ধভাবে কীর্তন করিবার জন্য 'ছন্দঃ'শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদের অনুগত অপরাপর শাস্ত্রসমূহ নিম্নলিখিত কারণবশতঃ শ্রীভগবানেই সমন্বিত হয়। যেমন—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত্ত পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ; ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহের বিচারের জন্য গৌতম, কণাদ ও কপিলের ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্র ; ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র। স্মৃতি প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রসমূহও পূর্বযুক্তি অনুসারেই কর্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, গন্ধর্বশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তৎ চরিত-মাধুর্যের অনুভব-বিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শিল্পদ্বারা ভগবানের সেবাচাতুরীর বিষয়ে অভিজ্ঞান ; আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদের দ্বারা তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিরাকরণ হয়। এই অভিপ্রায়েই শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—'ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ, ঈক্ষা (আত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (কর্মবিদ্যা), নয় (তর্কবিদ্যা), দম (দণ্ডনীতি), বিবিধ বার্তা (জীবিকা-নির্বাহার্থ নানাপ্রকার বিদ্যা)—এই সকল বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় যদি স্বসুহৃৎ (স্বীয় অন্তর্যামী) পরমপুরুষ ভগবানে আত্মনিবেদনের সাধক হয়, তাহা হইলেই এইসকল বিষয়কে সত্য বলিয়া মনে করি নতুবা উহারা অসৎ।' তাৎপর্য এই—নশ্বর ফলসমূহ এবং তাহার সাধনসমূহও ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত হইলেই অবিনশ্বর ফল প্রদান করিতে পারে।[১]

১। শ্রীক্রমসন্দর্ভ(৭।৬।২৬)-অনুসারে অনুবাদ।

এই মাধুরীর প্রথম ভাগে ঋগ্বেদের "তমু স্তোতারঃ * * * বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে"[১] —মন্ত্রের সায়ণাচার্যকৃত ব্যাখ্যার মর্মানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।[২] ঐ মন্ত্রের কয়েকটি শব্দে সায়ণকৃত ব্যাখ্যায় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ঋঙ্মন্ত্রের 'পূর্ব্যং'-শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ লিখিয়াছেন,—'পূর্বার্হমনাদিসংসিদ্ধম্' (=পূর্বপূজ্য, অনাদিসংসিদ্ধ)। মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুকে 'ঋতস্য গর্ভং' বলা হইয়াছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—'যজ্ঞস্য গর্ভভূতং যজ্ঞাত্মনোৎপন্নমিত্যর্থঃ'—যজ্ঞের গর্ভস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞরূপে উৎপন্ন। ইহার সমর্থনকল্পে সায়ণ বেদপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন,—'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'[৩] অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুনামের সংকীর্তনের মাহাত্ম্যও সায়ণভাষ্যে এরূপ প্রকাশিত রহিয়াছে,—"অস্য মহানুভাবস্য বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্বৈর্নমনীয়মভিধানং সার্বাত্ম্যপ্রতিপাদকং বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যধিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন—বদত, **সঙ্কীর্ত্তয়ত**।" সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম 'চিৎ' অর্থাৎ সকলেরই নমস্কারযোগ্য, সর্বাত্মার প্রতিপাদক ও সর্বপুরুষার্থপ্রদ – ইহা অবগত হইয়া 'আ' অর্থাৎ চতুর্দিক ব্যাপিয়া 'বিবক্তন'—বল' অর্থাৎ সংকীর্তন কর। সায়ণ উক্ত মন্ত্রের আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নাম যজ্ঞাত্মনা নমনং বিষ্ণোরেব সর্বেষাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্ট্যাদ্যাত্মনা দ্রব্যদেবতাত্মনা বা পরিণামম্ আ জানন্তো যূয়ং বিবক্তন—ব্রূত, স্তুত।" অর্থাৎ নাম-শব্দে যজ্ঞরূপে প্রণতি। সকলের স্বর্গাপবর্গ-সাধন-যজ্ঞাদি কিংবা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা—এই সকলই সেই বিষ্ণুর পরিণাম, ইহা সম্যগ্রূপে জানিয়া তোমরা স্তব কর। এক্ষণে বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিবার পর যজমানবর্গ বিষ্ণুকে (সর্বাত্মকদেবকে) সম্বোধন করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শোভাযুক্তা বুদ্ধির ভজন প্রার্থনা করিয়াছেন।

১। ঋক্-সং ১।১৫৬।৩; ২। এই গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ৩। শতপথ-ব্রা ১।১।২।১৩, ঐতরেয়-ব্রা ২।২

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে উক্ত ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও পূর্বেই সানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।[১]

সায়ণাচার্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য না হইয়াও 'বিষ্ণু যে অনাদি-সিদ্ধ পরতত্ত্ব, তিনি—যজ্ঞস্বরূপ; যজ্ঞাদির উপকরণ, যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদি সমস্তই—বিষ্ণুর পরিণাম; শ্রীবিষ্ণুর নাম যে চিৎস্বরূপ, সর্বত্র সেই নামসংকীর্তনই অভিধেয় এবং শ্রীবিষ্ণুর কৃপা ও শোভাযুক্তা বুদ্ধির ভজনের প্রার্থনা যে ঋগ্‌বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়'—ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুপরতত্ত্বের নামসংকীর্তনপর ভাগবতধর্ম বা গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম যে বেদমূলক—ইহা সর্ববাদিসম্মত নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত।

ষষ্ঠ-মাধুরী

উপনিষদ্ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম

বেদের শিরোভাগ ও সারভাগই হইল উপনিষদ্ বা শ্রুতিসমূহ। শ্রীকূর্ম-পুরাণের উক্তি অনুসারে—ঋগ্‌বেদের একুশটি শাখা (আয়ুর্বেদ ইহার উপবেদ); যজুর্বেদের একশত শাখা (ধনুর্বেদ ইহার উপবেদ); সাম-বেদের একহাজার শাখা (গান্ধর্ববেদ ইহার উপবেদ); অথর্ববেদের নয়টি শাখা (স্থাপত্যবেদ ইহার উপবেদ)। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঐরূপে বেদ বিভাগ করিয়া প্রথমে পৈল-ঋষিকে ঋগ্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ, সুমন্তুকে অথর্ববেদ এবং সূতকে ইতিহাস ও পুরাণসমূহ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।[২]

১। এই গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ২। শ্রীকূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ৫১তম অধ্যায়, ১২—১৪,১৯,২০ শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

বেদ সাধারণতঃ ছন্দাত্মক-শ্লোকে রচিত ; প্রত্যেকটি শ্লোক বা তদংশকে মন্ত্র বলা হয় এবং মন্ত্রের সমষ্টিকে 'সূক্ত' বলে। প্রত্যেকটি বেদই বহু সূক্তের সমষ্টি। এইজন্য বেদের এক নাম **'সংহিতা'**(=সূক্ত-সমষ্টি)। ঋগ্‌বেদের যে সূক্তসমূহ সুর-সংযোগে কীর্তন করা যায়, তাঁহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া যে সূক্ত-সমষ্টি বা সংহিতা গুম্ফিত হইয়াছে, তাঁহার নাম—'সামবেদ' বা 'সাম-সংহিতা'। যে-সকল মন্ত্র প্রধানতঃ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়, সেইসকল মন্ত্র একত্র করিয়া 'যজুর্বেদ' বা 'যজুঃসংহিতা' গুম্ফিত হইয়াছে। যজুঃসংহিতা প্রধানতঃ ঋগ্‌বেদ হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার কতিপয় মৌলিক সূক্তও রহিয়াছে।

বেদের 'সংহিতা'-অংশ ব্যতীত **'ব্রাহ্মণ'**-নামক আর এক প্রকার অংশ আছে ; ব্রাহ্মণে প্রধানতঃ কোন্ মন্ত্র, কোন্ যজ্ঞে, কি অবস্থায় প্রযুক্ত হইবে এবং যজ্ঞের কি কি নিয়ম-পদ্ধতি—এইসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ-সমূহ প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত।

ইহা ছাড়া বেদের আর একটি ভাগকে বলা হয়—**'আরণ্যক'**। বৈদিক ঋষিগণের নিকট যে সকল উপদেশ ও শিক্ষা 'অরণ্যাশ্রমে' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই আরণ্যক নামে অভিহিত। অরণ্যে পাঠ্য বা অরণ্যে প্রকটিত ব্রাহ্মণের অংশবিশেষই আরণ্যক।

বেদের চতুর্থ ভাগ বা শেষ অংশকে বলা হয়—**'উপনিষদ্'** বা **'বেদান্ত'**। উপনিষদের বেদান্ত নাম হইবার দুইটি কারণ—প্রথমতঃ, বেদের যে চরম ও পরমোপদেশ, তাহা উপনিষৎ-সমূহেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উপনিষৎ-সমূহ বেদ-সাহিত্যের অন্তিম অংশ। প্রত্যেক বৈদিক শাখার যে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার যে আরণ্যক সংযুক্ত আছে, উপনিষদ্ সেই সকল আরণ্যকেরই শেষ অংশ ; যেমন, ঋগ্‌বেদীয় 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে'র সহিত সংযুক্ত 'ঐতরেয়-আরণ্যক' এবং সেই ঐতরেয়-আরণ্যকের শেষ পাঁচ অধ্যায় 'ঐতরেয়ো-

পনিষদ্'। এজন্য স্বয়ং উপনিষদ্ও আপনাকে বেদান্ত বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন ; যথা—'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ'[১] অর্থাৎ বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন ; 'বেদান্তে পরমং গুহ্যম্'[২] অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহে পরমপুরুষার্থরূপ অতি গুহ্য তত্ত্ব। শ্রীসদানন্দ-যোগীন্দ্র বলিয়াছেন,—"বেদান্তো নামোপনিষৎ-প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।"[৩] উপনিষৎ এবং উপ-নিষদের উপকারী অর্থাৎ অনুযায়ী শারীরক-সূত্রাদিও (আদি বলিতে —ভাষ্য নিবন্ধাদিও) বেদান্ত নামে কথিত।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনীতে বলেন,— "উপনিষদাং পুনরনন্যশেষত্বাদপাস্ত-সমস্তানর্থমনন্তানন্দৈকরসমনধিগত-মাত্মতত্ত্বং গময়ন্তীনাং প্রমাণান্তর-বিরোধেঽপি তস্যৈবাভাসীকরণেন চ স্বার্থ এব প্রামাণ্যমিতি।"[৪] অর্থাৎ উপনিষৎসমূহ বেদের অনন্য শেষভাগ (অর্থাৎ ইহাদের পর বেদের আর অন্য শেষ কিছু নাই—এজন্য ইহাদের নাম বেদান্ত) বলিয়া ইহাতে কোন প্রকার অনর্থ (ভ্রমপ্রমাদাদিদোষ) নাই ; উপনিষৎসমূহ অনন্ত আনন্দৈকরসরূপ অনধিগত (সুদুর্লভ) আত্ম-তত্ত্বের প্রাপ্তিকারিণী ; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিরোধ থাকিলেও সেই বিরোধকে বিরোধাভাসরূপে পরিণত করিয়া উপনিষৎসমূহ স্বীয় অর্থেই প্রমাণরূপে গৃহীত হন অর্থাৎ উপনিষদের কোনও বাক্যের সহিত যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কোনও বিরোধ ঘটে, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বলবৎ হইবে না—উপনিষদের প্রমাণই অন্যান্য সকল প্রমাণকে উপমর্দিত করিয়া প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে। সায়ন বলেন,[৫]—

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥

১। মুণ্ডক ৩।২।৬ ; ২। শ্বেতাশ্ব ৬।২২ ; ৩। বেদান্তসার—উপক্রম ; ৪। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ১০ পৃষ্ঠা ; ৫। তৈত্তিরীয়-সং—ভাষ্যভূমিকা।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা যে উপায় বোধগম্য হয় না, তাহা বেদের দ্বারা জানা যায় বলিয়া বেদের বেদত্ব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন,—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ— প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয়॥[১]

প্রাণিমাত্রের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতি-বাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে।

শ্রীমহাভারতে শ্রীযুধিষ্ঠিরের উক্তিতে 'গবাং পুরীষং বৈ শ্রিয়া জুষ্টম্'[২] অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুশক্তি শ্রীলক্ষ্মী গোময়ে বাস করেন—এইরূপ প্রসিদ্ধির কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঋক্সূক্তেরই প্রতিধ্বনি। ঋঙ্ মন্ত্রটি এই—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥[৩]

অর্থাৎ গন্ধ-লক্ষণা, দুরাধর্ষা, নিত্যপুষ্টা, গোময়বতী ও সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে আমি আহ্বান করিতেছি।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিস্নানবিধি'-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে পঞ্চগব্যে স্নান করাইবার সময় "গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্"[৪]—এই বাক্যে উক্ত ঋঙ্ মন্ত্রের দ্বারা গোময়াভিষেক করাইবার বিধি দিয়াছেন। 'করীষ'-শব্দের অর্থ—গোময়; 'করীষিণী'-শব্দের অর্থ—গোময়াধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী।

১। চৈ চ ম ৬।১৩৫,১৩৬; ২। শ্রীমহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মে ৮২তম অধ্যায়ের ১ম শ্লোক, ১৯৪৩ পৃঃ, বঙ্গবাসী-সং, ১৮৩০ শকাব্দ (কলিকাতা); ৩। ঋক্-সং ৫।৮৮।৯; ৪। শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিস্নানবিধিঃ ২১ সংখ্যা, ৭ম পৃঃ, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং।

অথর্ববেদ-সংহিতায় গোষ্ঠসূক্তে[১] ও ঔদুম্বরমণি-সূক্তে[২] গোময়ের মহাপবিত্রতার কথা পাওয়া যায়। শঙ্খমধ্যেও শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীহরির নিত্য অধিষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ববেদের শঙ্খসূক্তে শঙ্খের মহাপবিত্রতার কথা উক্ত হইয়াছে।[৩]

উপনিষদ্ সবিশেষ সিদ্ধান্তপর শাস্ত্র

উপনিষদ্ শ্রুতিরূপে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় রক্ষিত ছিল বলিয়া তাহার অপর নাম—শ্রুতি। 'উপ—নি+সদ্'-ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শিষ্যের-বিশেষ বিনীতভাবে গুরুর সমীপে অবস্থানই উপনিষৎশব্দের নিরুক্তি। মুণ্ডকোপনিষদে[৪]—উপসন্ন শিষ্যকেই গুরুদেব ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন বলিয়া লিখিত আছে। 'উপনিষদ্' বা 'শ্রুতি', এই সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যেই কীর্তনকারী বা বক্তা—শ্রীগুরুদেব, শ্রবণকারী—শিষ্য এবং তাঁহাদের কীর্তন ও শ্রবণরূপ নিত্যকৃত্যের (অভিধেয়ের) কথা পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদ্ বা শ্রুতি নির্বিশেষজ্ঞানপর শাস্ত্র—এই কল্পিত মতবাদ উক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ই নিরাস করিতেছে।

স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব উপনিষদের মন্ত্রসমূহ অবলম্বন করিয়া কোথাও অবিকল সেইসকল মন্ত্র সংরক্ষণ, কোথাও বা দুই একটি শব্দের পরিবর্তে তুল্যার্থবাচক শব্দ বসাইয়া অবশিষ্ট শব্দসমূহ অবিকৃতভাবেই রাখিয়া সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ প্রকট করিয়াছেন। যেমন, ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি এই—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতে[৫] ঐ মন্ত্রোক্ত 'ঈশ' ও সর্বং' শব্দ-স্থানে যথাক্রমে তুল্যার্থক 'আত্মা' ও 'বিশ্বং' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—অন্যান্য সমস্ত অংশই অবিকল আছে।

১। অথর্ব-সং ৩।১৪।৩ ; ২। ঐ, ১৯।৩১।৩, ৩। ঐ, ৪।১০।১—৩,৭ ; ৪। মুণ্ডক ১।২।১৩ ; ৫। ভা ৮।১।১০

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহের তুল্যার্থক এবং কোথায়ও কোথায়ও যা অবিকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৩—৩৮তম শ্লোকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি'[১] মন্ত্রের তুল্যার্থজ্ঞাপক 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ'[২] শ্লোকটি—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ অভিধেয়তত্ত্বনির্ণায়ক সিদ্ধান্ত। এইরূপ বহু শ্লোক শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশঙ্করাচার্যের বহু পূর্বে অন্যান্য বহু সুপ্রাচীন আচার্য উপনিষদ্ হইতেই ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, দ্বৈতসিদ্ধান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের পরে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীধরস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ ও তদনুগসম্প্রদায় এবং শ্রীশ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীরূপ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু বেদ ও শ্রুতিমন্ত্রসমূহের ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা ও তদবলম্বনে নিবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশোপনিষদের 'বেদার্কদীধিতি' টীকা সংস্কৃত-ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

উপনিষদে পরা ভক্তিই প্রতিপাদ্য

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের অন্তিম শ্লোকে শ্রীগুরুদেবে (আশ্রয়বিগ্রহে) ও শ্রীভগবানে (বিষয়বিগ্রহে) পরা ভক্তির (উত্তমা ও নিত্যা ভক্তির) সুস্পষ্ট উপদেশ দৃষ্ট হয়,—

যস্য দেবে **পরা ভক্তি**-র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥[৩]

যাঁহার পরতত্ত্বে পরা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ,

১। বৃহদারণ্যক ১।৪।২ ; ২। ভা ১১।২।৩৭ ; ৩। শ্বেতাশ্ব ৬।২৩

শ্রীগুরুদেবের প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই উপনিষৎ-কথিত তাৎপর্যসমূহ প্রকটিত হয়।

কঠোপনিষদে ও মুণ্ডকোপনিষদে একই মন্ত্রের অভ্যাসের (পুনঃ কথনের) দ্বারা পরতত্ত্বের কৃপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ অবগতির অন্য উপায় নাই, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥[১]

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে স্বাধ্যায়, মেধা ও বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না ; ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ (সচ্চিদানন্দাকার নিত্যস্বরূপ) প্রকটিত করেন।

কঠোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যত্ব এবং উপাসনার নিত্যত্ব একই মন্ত্রের অভ্যাসের (পুনঃ কথনের) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥[২]

যিনি বহু নিত্য ও বহু চেতন বস্তুর মধ্যে একমাত্র পরমনিত্য ও পরম চেতন ; যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্মানুযায়ী ফল বিধান করেন, তাঁহাকে যে-সকল সুধী ব্যক্তি আত্মস্বরূপে শ্রীগুর্বানুগত্যে দর্শন করেন (অনুপশ্যন্তি) তাঁহাদেরই নিত্যশান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না।

১। কঠোপনিষৎ ১।২।২৩, মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৩ ; ২। কঠোপনিষৎ ২।২।১৩, শ্বেতাশ্ব ৬।১৩

'জীব'-সম্বন্ধে শ্রুতি-সমর্থিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

উপনিষদে জীবাত্মার অণুচৈতন্যস্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥[১]

'বাল-অগ্র-শতভাগস্য' (একটি কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিভাগকে), 'শতধা কল্পিতস্য চ' (শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, [উহার যে]), 'ভাগঃ' (একটি অংশ [হয়]), 'স জীবঃ' (জীবাত্মা সেই পরিমাণ), 'বিজ্ঞেয়ঃ' (জানিবে) ; 'সঃ' (সেই জীবাত্মা), 'চ' (ও), 'আনন্ত্যায়' (বহুল সংখ্যায় বা অনন্ত আনন্দলাভের জন্য), 'কল্পতে' (গণিত বা যোগ্য হয়)।

শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সিদ্ধান্তই প্রকট করিয়াছেন,—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥[২]

উপনিষদে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার দুইটি পৃথক্ স্বরূপ, পরমাত্মার নিত্যসেব্যত্ব, জীবের কর্মফলভোগ, পরমাত্মার সাক্ষি-স্বরূপে অবস্থান, পরমাত্মার প্রতি সেবোন্মুখতার দ্বারাই জীবের মায়া হইতে উদ্ধার ও মঙ্গললাভের কথা সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্ত রহিয়াছে। যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥[৩]

সযুজা (='সযুজৌ' অর্থাৎ সর্বদা সম্মিলিত), সখায়া (='সখায়ৌ' অর্থাৎ উভয়েই আত্মা [জীবাত্মা ও পরমাত্মা] এই সমান নামধারী), দ্বা (='দ্বৌ' অর্থাৎ দুইটি), সুপর্ণা (='সুপর্ণৌ' আর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দুইটি পক্ষী), 'সমানং' (একই), 'বৃক্ষং' (বৃক্ষকে—দেহকে),

১। শ্বেতাশ্ব ৫।৯ ; ২। চৈ চ ম ১৯।১৩৯ ; ৩। মুণ্ডক ৩।১।১, শ্বেতাশ্ব ৪।৬

'পরিষস্বজাতে' (আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে), 'তয়োঃ' (তাহাদের দুই জনের), 'অন্যঃ' (একটি অর্থাৎ জীব), 'স্বাদু' ([বিভিন্ন] স্বাদযুক্ত), 'পিপ্পলং' (ফল = কর্মফল), 'অত্তি' (ভোগ করে), 'অন্যঃ' (অপরটি অর্থাৎ পরমাত্মা), 'অনশ্নন্' (ভোগ না করিয়া), 'অভিচাকশীতি' (দর্শন করেন)।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥[১]

'পুরুষঃ' (ভোক্তার অভিমানকারী জীব), 'সমানে' (একই), 'বৃক্ষে' (শরীরে), 'নিমগ্নঃ' (আসক্ত হইয়া), 'অনীশয়া' (মায়াবশযোগ্য অনীশ্বর স্বভাবহেতু), 'মুহ্যমানঃ' (মায়ার দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া), 'শোচতি' (শোক করে), 'যদা' (যখন), 'জুষ্টং' (নিত্য সেবিত অর্থাৎ সেব্যতত্ত্ব), 'অন্যম্' (নিজ স্বরূপ হইতে পৃথক্), ঈশম্' (পরমেশ্বরকে = মায়াধীশকে), [এবং], 'অস্য' (পরমেশ্বরের), 'ইতি' (এই সেব্যভাবরূপ), 'মহিমানম্' (মহৈশ্বর্যকে), 'পশ্যতি' (দর্শন করেন), [তখন], 'বীতশোকঃ' (শোক হইতে মুক্ত হন)।

শ্রুত্যুক্ত পরমেশ্বর মায়াধীশ পরাৎপরতত্ত্ব

উপনিষদে পরতত্ত্বের অসমোর্দ্ধত্ব ও তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি-বৈচিত্র্যের কথা বহুস্থানে সুস্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে, যথা—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং **পরমং পরস্তাদ্** বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে **স্বাভাবিকী** জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥[২]

ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরমদেবতা, প্রজাপতি-গণেরও পতি, পরাৎপরতত্ত্ব অর্থাৎ সর্বকারণকারণ ও স্তবনীয় জগদীশ্বরকে

১। মুণ্ডক ৩।১।২, শ্বেতাশ্ব ৪।৭ ; ২। শ্বেতাশ্ব ৬।৭।৮

আমরা জানি। সেই পরমেশ্বরের কোনও প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তাঁহার পরা শক্তির বৈচিত্রীর কথা শ্রুত হয়, তাহা স্বাভাবিকী ও জ্ঞান(সম্বিৎ)-বল(সন্ধিনী)-ক্রিয়া(হ্লাদিনী)-রূপা।

শঙ্করাচার্যের মহেশ্বর মায়াবচ্ছিন্ন ও ঔপাধিক

আচার্য শ্রীশঙ্করের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম যখন মায়ারূপ উপাধি-বশতঃ সগুণ ও সবিশেষ হন, তখনই তিনি—ঈশ্বর বা মহেশ্বর। বস্তুতঃ, তিনি স্ব-স্বরূপে নির্বিশেষ। সাধকগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তিনি স্বেচ্ছানুরূপ মায়িক দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন ;—"স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ **মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্**।"[১] বস্তুতঃ, ইহা শ্রুতির স্বাভাবিক অর্থ বা তাৎপর্য নহে। শঙ্করের এইরূপ স্বকপোলকল্পনা বহির্মুখ-বঞ্চনার নিদর্শন। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

চিদানন্দ—দেহ, তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥[২]

শ্রুতির মন্ত্রে যিনি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর, অসমোর্ধ্ব তত্ত্ব এবং **স্বাভাবিকী পরা শক্তিতে** শক্তিমান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই পরাৎপরতত্ত্বে অপ্রাকৃতবিশেষ স্বতঃসিদ্ধভাবেই নিত্যকাল বর্তমান আছে। কিন্তু সেই স্থানে কল্পনাবলে তাঁহাকে মায়িক উপাধিবশতঃ সগুণ বলিয়া প্রচার করা—বেদের আশ্রয়ে বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কি? বস্তুতঃ উপনিষদের সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই উচিত।

১। ব্র সূ—শঙ্করভাষ্য ১।১।২০ ; ২। চৈ চ আ ৭।১১৩,১১৫

'কপ্যাসং'-শ্রুতিমন্ত্রের শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ-মতে ব্যাখ্যা

ছান্দোগ্যোপনিষৎ[১] সবিতৃমণ্ডলান্তর্গত পরব্রহ্মকে অপ্রাকৃত রূপী হিরন্ময়-পুরুষ, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, আনখাগ্রসর্বাঙ্গ সুবর্ণ-স্বরূপে বর্ণন করিয়া "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী"—'সেই পরম পুরুষের দুইটি চক্ষু সূর্যবিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল'—এইভাবে পরব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্ব ও অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেইস্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে 'কপ্যাসং = কপি + আসং = কপির (মর্কটের) আস (যাহা দ্বারা কপি উপবেশন করে, অর্থাৎ বানরের অধোদেশ), উহার ন্যায় পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), অত্যন্ত তেজস্বী, এইরূপ এই দেবের চক্ষু দুইটি'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কথিত হয়, শ্রীলক্ষ্মণদেশিক (শ্রীরামানুজাচার্য) তাঁহার মায়াবাদী অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের মুখে ঐরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হ'ন এবং 'কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ—সূর্যঃ' ('ক' অর্থাৎ জল পান করে বলিয়া কপি-শব্দে সূর্য) এবং অস্-ধাতু বিকসনার্থ, সুতরাং 'আস'-শব্দে 'বিকসিত'; অতএব 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ—'সূর্যবিকসিত অর্থাৎ সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্ময়পুরুষ শ্রীনারায়ণের চক্ষু-দুইটি সূর্য-বিকসিত পদ্মের ন্যায় সতত প্রফুল্ল'—এইরূপ প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন।[২] মহামনীষী শ্রীশঙ্কর অন্তরে সমস্ত তাৎপর্য জানিয়াও বিমুখমোহনের জন্য ভগবদিচ্ছায় এইরূপ অশ্লীল ও অশ্রদ্ধেয় অর্থ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তিনি যে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্য-সচ্চিদানন্দময়ত্বের বিরোধী মতবাদ বা মায়াবাদ প্রচারার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১। ছান্দোগ্য ১।৬।৬-৭; ২। প্রপন্নামৃত—৮ম অ ১৩শ ও ১৪শ শ্লোক, মুম্বই বেঙ্কটেশ্বরপ্রেস, ১৮২৯ শকাব্দ।

শ্রীশঙ্করাচার্যের ঐরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন-কল্পে আধুনিককালের কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'পুণ্ডরীক—শ্বেতবর্ণের পদ্ম ; রক্তিমাভপদ্মতুল্য পুরুষোত্তমের চক্ষু-দুইটিকে বুঝাইবার জন্যই শঙ্করাচার্য বানরের লোহিতাভ অধোভাগের তুলনা দিয়াছেন।'

কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্যে কিম্বা সেই ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরির টীকায় রক্তিমাভ পদ্ম বুঝাইতে বানরের অধোভাগের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে—এরূপ কোনও কথাই নাই। আচার্য শঙ্করের টীকাটি এই,—"তস্য এবং সর্বতঃ সুবর্ণবর্ণস্য অপি অক্ষোঃ বিশেষঃ। কথং, তস্য যথা কপেঃ মর্কটস্য আসঃ কপ্যাসঃ। আসেঃ উপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্। কপিপৃষ্ঠান্তো যেন উপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকম্ অত্যন্ত তেজস্বী এবম্ অস্য দেবস্য অক্ষিণী।"[১] অর্থাৎ এই প্রকারে সর্বতোভাবে সুবর্ণবর্ণ তাঁহারও নয়নদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য আছে।—কিরূপ ? যেমন কপির—মর্কটের আস, কপ্যাস। 'আস্' ধাতুর অর্থ—'উপবেশন', তাহাতে করণবাচ্যে 'ঘঙ্' প্রত্যয়। কপ্যাস—কপির পৃষ্ঠের অন্তভাগ, যাহাদ্বারা কপি উপবেশন করে। কপ্যাস—বানরপশ্চাদ্‌ভাগের ন্যায় পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম, অত্যন্ত তেজস্বী, এইরূপ এই দেবের চক্ষু-দুইটি।

শ্রীশঙ্কর ও আনন্দগিরির উক্তি হইতে জানা যায়, সুবর্ণবর্ণ পুরুষের চক্ষু-দুইটিও সুবর্ণবর্ণ বলিয়াই ধারণা হইতে পারে ; তাহারই প্রতিষেধকল্পে চক্ষুদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বলা হইতেছে যে, বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় যে পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেতপদ্ম—এইরূপ অত্যন্ত তেজস্বী। পুণ্ডরীক বলিতে প্রধানতঃ শ্বেতপদ্ম বুঝায়[২] ; কিন্তু শঙ্করভাষ্যে 'অত্যন্ততেজস্বী' বলিয়া একটি কথা আছে—আনন্দগিরি ইহা আদৌ ধরেন নাই। বানরের

১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য ১।৬।৭, পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯১৩ খ্রীঃ ; ২। 'পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজম্'—অমরকোষ।

পৃষ্ঠভাগের ন্যায় পুণ্ডরীকের বা শ্বেতপদ্মের সহিত তেজস্বিতার কি সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায় না। তবে যদি 'অত্যন্ততেজস্বী'-শব্দে—অত্যন্ত উজ্জ্বল এরূপ অর্থ অনুমান করা যায়, তাহা হইলেও বানরের লোহিতাভ অধোভাগের সহিত তুলনামূলক কষ্টকল্পনার সার্থকতা থাকে না।

শ্রীশঙ্কর ও আনন্দগিরি উভয়েই নিন্দিত উপমার সম্বন্ধে একটু সাফাই গাহিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—চক্ষু উপমিত এবং বানরের পৃষ্ঠের অন্তভাগের ন্যায় পুণ্ডরীক উপমান হওয়ায় ইহা নিন্দিত উপমার দৃষ্টান্ত নহে অর্থাৎ বানরের অধোভাগের সহিত পুণ্ডরীকেরই উপমা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আরাধ্য উপাস্য বস্তুর চক্ষুর সহিত সাক্ষাদ্ভাবেই হউক আর অসাক্ষাদ্ভাবেই হউক, নিকৃষ্ট পশুর অধোভাগের তুলনা করার কি প্রয়োজন আছে? পরমেশ্বর দূরে থাকুন, জাগতিক পূজ্য বা শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তির বদন, চক্ষু প্রভৃতি ঊর্ধ্বভাগস্থ ইন্দ্রিয়কেও কেহ কোনো পশুর অধোভাগের সহিত কোনোভাবেই তুলনা করেন না।

শাস্ত্রে পুণ্ডরীকাক্ষ-শব্দের তাৎপর্য

শ্রীরামায়ণে, শ্রীমহাভারতে ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে শতশতবার ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে পুণ্ডরীকাক্ষ, অরবিন্দাক্ষ, নলিনাক্ষ, কমলাক্ষ, কমলনয়ন, রাজীবলোচন, পদ্মনেত্র, পদ্মাক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে দৃষ্ট হয়,—"পুণ্ডরীক-বিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।"[১] পুণ্ডরীকাক্ষ বলিতে শ্বেতপদ্মসদৃশ প্রফুল্লনেত্র, ইহাই বুঝায়। প্রাচীন মহাজনগণের রচিত স্তবেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কমলনয়ন, প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছেন। কমলনয়ন বলিতে রক্তিম-নেত্র বুঝায় না—কমলের ন্যায় বিকসিত, সতত-প্রফুল্ল-নেত্র শ্রীবিষ্ণুকেই

১। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৭তম সর্গ, ২য় শ্লোক।

বুঝায়। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও শ্রীবিষ্ণুকে 'রক্তান্তলোচন'[১] অর্থাৎ চক্ষুর অন্তভাগ বা কোণদ্বয় রক্তিমাভ, এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র চক্ষু রক্তিম—এইরূপ বুঝাইতে পদ্মের সহিত তুলনা প্রদত্ত হয় নাই। বানরের অধোভাগের একাংশমাত্র রক্তিমাভ নহে, উহা সমগ্রই রক্তিম। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-শব্দের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যও লিখিয়াছেন,—"অক্ষিণী পুণ্ডরীকাভে যস্য"[২] অর্থাৎ যাঁহার চক্ষু-দুইটি পুণ্ডরীকের ন্যায় আভাযুক্ত। এইস্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীবিষ্ণুর পুণ্ডরীকাভ চক্ষুর কথা বলিয়াছেন। পুণ্ডরীক বলিলে শ্বেতবর্ণ-পদ্ম বুঝাইতে পারে, আশঙ্কা করিয়া তৎপূর্বে শ্রীশঙ্করাচার্য সহস্রনামভাষ্যেও অন্য বিশেষণের প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ, পুণ্ডরীকাক্ষ-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ—পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-নেত্র। সুতরাং শ্রীরামানুজাচার্যপাদের অর্থের সহিতই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্যের সঙ্গতি হয়।

শ্রুতিতে বৈষ্ণব-প্রস্থানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত

মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্র হইতে জানা যায় যে হিরণ্ময়-কোষে নিষ্কল, বিরজ ব্রহ্ম বিরাজমান ; তিনি -- শুভ্র, জ্যোতিঃ-সমূহের (অগ্নি, সূর্যাদির) জ্যোতিঃস্বরূপ ; আত্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে জানেন।[৩] ব্রহ্ম অন্যকে প্রকাশ করেন, তিনি অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তিনি আত্মস্বরূপ জ্যোতির দ্বারাই সমস্ত কার্য নির্বাহ করেন।[৪] ব্রহ্ম—অগৃহ্য, তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হন না।[৫] উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে যাঁহার দ্বারা সূর্য তাপ প্রদান করেন।[৬] সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম—অপ্রাকৃত বিগ্রহী অর্থাৎ

১। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে ৩৬৯তম সংখ্যাধৃত শ্রীকূর্মপুরাণবাক্য ২০ পৃঃ, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৬ খৃীঃ ; ২। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ২৫শ শ্লোক শাঙ্করভাষ্য ; ৩। মুণ্ডক ২।২।৯ ; ৪। বৃহদারণ্যক ৪।৩।৬ ; ৫। ঐ, ৩।৯।২৬ ; ৬। ব্র সূ (১।১।২৪) —শাঙ্করভাষ্য-ধৃতশ্রুতি

তিনি—সচ্চিদানন্দতনু। 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ'[১]—এই অধিকরণে শ্রীরামানুজাচার্যও এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ষড়্বিধা ও চতুষ্পদা গায়ত্রী। এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা অর্থাৎ বিভূতিবিস্তার তৎপরিমিত, তাহা হইতেও এই পুরুষ বৃহত্তর। সমস্ত প্রাকৃত লোক উক্ত ব্রহ্মের এক পাদমাত্র। তাঁহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় অমৃতলোকে বিরাজমান আছেন।[২] শ্বেতাশ্বতরেও উক্ত হইয়াছে, তমের অপর পারে সূর্যের ন্যায় বর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি।[৩] এইরূপে অভিহিত অপ্রাকৃত রূপের তেজও অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত তেজোবিশিষ্ট পুরুষই 'জ্যোতিঃ'-শব্দের অভিধেয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদে দৃষ্ট হয়, আমি শ্যাম হইতে শবলকে (বিচিত্রতাকে) প্রাপ্ত হই।[৪] তৈত্তিরীয়োপনিষদে দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম—সুবর্নজ্যোতীঃ।[৫] মাধ্বভাষ্যধৃত একটি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার (পরব্রহ্মের) চারিটি রূপ—শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ।[৬] মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যখন উপাসক হেমবর্ণ, ব্রহ্মযোনি, পরমেশ্বর, কর্তৃ পুরুষকে দেখিতে পান, তখন পাপ-পুণ্য হইতে পরিমুক্ত ও নির্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন।[৭] ঐতরেয়োপনিষদের মন্ত্রে পাওয়া যায়, তিনি দর্শন করিলেন।[৮] মহানারায়ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যুদ্বর্ণ পুরুষ হইতে সমস্ত দেবতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[৯] তথায়ই আরও উক্ত হইয়াছে, চক্ষুর দ্বারা ইঁহার রূপ দেখা যায় না অর্থাৎ অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত চক্ষে দর্শন হয় না।[১০] কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এই পরমাত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তির দ্বারাই তিনি (পরমাত্মা) লভ্য হন। সেই কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির

১। ব্র সূ ১।১।২৫ ; ২। ঋক্-সং ১০।৯০।৩ ও ছান্দোগ্য ৩।১২।৬ ; ৩। শ্বেতাশ্ব ৩।৮ ; ৪। ছান্দোগ্য ৮।১৩।১ ; ৫। তৈত্তিরীয় ৩।১০।৬ ; ৬। ব্র সূ (১।২।২৩)—মাধ্বভাষ্য-ধৃত-শ্রুতি ; ৭। মুণ্ডক ৩।১।৩ ; ৮। ঐতরেয় ১।১।১ ; ৯। মহানারায়ণ ১।৮ ; ১০। ঐ, ১।১১

নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় তনুকে (শ্রীবিগ্রহকে) প্রকাশ করেন।[১] ভগবান্ বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্—ভগবানে এই সকল লক্ষ্য করি।[২]—এই সকল মন্ত্র পরব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক।

'প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ'[৩], 'রূপোপন্যাসাচ্চ'[৪]—অবৈয়র্থ্যাৎ (অর্থাৎ শ্রুতি ব্যর্থ হইতে পারে না, এইজন্য), প্রকাশবৎ ('সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' —এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ ; সেইরূপ যে সকল বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্প, সর্বজ্ঞ, জগতের কারণ, সর্বাত্মক, সর্বদোষবিবর্জিত, সেই সকল বেদমন্ত্রও যখন ব্যর্থ হইতে পারে না ; অতএব সিদ্ধান্ত—(১) তিনি সর্বদোষবিবর্জিত এবং (২) তিনি নিখিল অনন্ত কল্যাণগুণের আকর)। রূপোপন্যাসাচ্চ — (যেহেতু রূপের উল্লেখ), চ (ও। [শ্রুতিমন্ত্রে রহিয়াছে] —এই সকল ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় মাধ্বভাষ্যে যে সকল শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহত্বেরই পরিপোষক প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত, পশ্যতে (দর্শন করেন), বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন) লক্ষ্যয়ামহে (লক্ষ্য করি), ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত ও বিদ্বদ্গণের অনুভবের দ্বারা 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতির সঙ্গতি করিতে হইবে। উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অরূপত্বও প্রতিপাদিত হয় না। তাৎপর্য এই যে, শ্রুতিমন্ত্রসমূহ পরব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্বই স্থাপন করিয়াছেন।[৫]

দর্শনাদি ক্রিয়াকে মনের কল্পনামাত্র বলা যায় না। অদ্বৈতশারীরকভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, ঈক্ষণের কর্ম তথাভূতই হইয়া থাকে। অতএব 'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের বিরোধী নহে। মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমাত্মা তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তির নিকট

১। কঠ ১।২।২৩ ; ২। ব্র সূ (২।২।৪১)-মাধ্বভাষ্য ধৃত শ্রুতি ; ৩। ব্র সূ ৩।২।১৫ ; ৪। ঐ, ১।২।২৩ ; ৫। শ্রীভগবৎসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৪২,৪৩ পৃঃ।

স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। এস্থানে তনু কল্পনা করেন, এরূপ পদের প্রয়োগ নাই। সুতরাং ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা-কথাটির সার্থকতা নাই। সর্বশক্তি—ব্রহ্মের স্বরূপভূত। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপ তাঁহার স্বরূপশক্তি-প্রকটিত। অতএব **ব্রহ্মের রূপ তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ** নিত্য ও অপ্রাকৃত। অন্য প্রাকৃত রূপের ন্যায় কোনো রূপ ব্রহ্মে নাই—ইহাই 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' অর্থাৎ যেখানে বা যাহাতে কেহ অপর কিছু দেখেন না।[১] অর্থাৎ ব্রহ্মে অপ্রাকৃতত্ব ব্যতীত কোনরূপ প্রাকৃত কিছুই দেখা যায় না। ব্রহ্মের রূপ নাই—ইহা উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য নহে। ব্রহ্মের রূপ নাই—এই প্রকার ব্যাখ্যা একটি কুতর্ক মাত্র। বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ অন্য প্রাকৃত রূপের সদৃশ কোন রূপ ব্রহ্মে নাই—এইরূপ (১) বৈলক্ষণ্য-যুক্তি, (২) ন্যায়দর্শনোক্ত কালাতীত-হেত্বাভাস[২] ও (৩) শাস্ত্রযোনিত্বাৎ[৩]—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ প্রদর্শনের দ্বারা উক্ত কুতর্কবিশেষ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইল। কেহ কেহ বলেন, অগ্নি যখন সূক্ষ্মরূপে কাষ্ঠাদি পদার্থে লুক্কায়িত থাকে, তখন তাহার অব্যক্ততা-হেতু যেরূপ অগ্নিকে রূপহীন বলা হয়; আবার যখন কাষ্ঠাদির মধ্যে স্থূলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন মূর্তিমান বলা হয়—ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। কিন্তু পূর্ব্বলিখিত যুক্তি-তিনটির দ্বারা এইরূপ অব্যক্ততা-ব্যক্ততা-বাদও নিরাস করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মে অব্যক্ততা-ব্যক্ততারূপ ভেদ সম্পূর্ণ নিষেধযোগ্য। এইজন্যই সবিশেষ-নির্বিশেষভেদে ব্রহ্ম রূপবান্ ও অরূপ – এরূপ বিচারও শাস্ত্রযুক্তি-বিরুদ্ধ। ব্রহ্মের মূর্তত্ব গ্রাহ্য, আবার অমূর্তত্বও গ্রাহ্য—এইরূপ বিকল্পও অত্যন্ত অনুচিত। বৈদিক ক্রিয়ায় যেরূপ অষ্টদোষ-দুষ্টত্ব-হেতু[৪] বিকল্প অসমীচীন

১। ছান্দোগ্য ৭।২৪।১ ; ২। ন্যায়সূত্র (১।২।৯)—কোন একটি সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবার পূর্বে, যে হেতু অবলম্বনে ঐ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, সেই হেতুটি 'কালাতীত' অথবা 'অতীতকাল'-নামক হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হয়। ৩। ব্র সূ ১।১।৩ ; ৪। পূর্বমীমাংসা (১।৩।৩)-সূত্রের কুমারিলভট্ট-কৃত তন্ত্রবার্তিক দ্রষ্টব্য।

বলিয়া কথিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ। অতএব ব্রহ্মের নিত্যরূপত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ সমস্ত কুতর্ককে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মের অরূপবিষয়িণী শ্রুতির গতি তাহা হইলে কি হইবে? ঐ সকল শ্রুতি কি একেবারেই নিরর্থক? রূপ প্রতিপাদিকা ও অরূপ-প্রতিপাদিকা দ্বিবিধ শ্রুতির পরস্পর মিলনে দুর্বল অরূপ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ সবল রূপ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহের অনুগমন করে। কিন্তু সেই অনুগমন দৃশ্যমান জাগতিক রূপের অরূপত্ব-লক্ষণ-সম্পাদকই হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ জাগতিক নহে বলিয়াই তিনি—অরূপ। সেই রূপ প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন; তাহা 'ভগ'-নামক ষড়ৈশ্বর্যাত্মক। যখন স্বরূপশক্তির দ্বারা সেই রূপের স্বপ্রকাশমাত্র হয়, তখন উহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপ বলা হয়। অতএব সেই রূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থসমূহ হইতে পৃথগ্‌লক্ষণবিশিষ্ট—ইহাই বেদান্তে বৈষ্ণবপ্রস্থানবিদ্‌গণের অভিপ্রায়।[১]

উপনিষদে পরব্রহ্ম নিত্য অপ্রাকৃত সাকার

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্য-কেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ"[২]—অর্থাৎ এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, তাঁহার কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখাগ্র

১। "তথাবিধং রূপঞ্চাত্র প্রাকৃতাদন্যদেব যুজ্যতে;—যথা ভগসংজ্ঞকমৈশ্বর্যাদি-ষট্‌কম্‌। যদৈব হি স্বরূপশক্তি-প্রকাশমানত্বেন স্বপ্রকাশরূপমাত্রং ভবেৎ, তদা চক্ষুরপ্রকাশ্যত্বাদরূপত্বমঙ্গীকরোতি। তত এব স্থূল-সূক্ষ্মাখ্য-ব্যক্তাব্যক্ত-পদার্থেভ্যো বিলক্ষণং তদ্রূপমিতি বেদান্তে বৈষ্ণব-প্রস্থানবিদামভিপ্রায়ঃ।"—শ্রীভগবৎসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৪৩,৪৪ পৃঃ; ২। ছান্দোগ্য ১।৬।৬-৭,

পর্যন্ত সমস্ত তনুই সুবর্ণ; তাঁহার পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল দুইটি চক্ষু, তাঁহার নাম উৎ (উত্তম বা উত্তমশ্লোক)। যিনি এই প্রকারে এই 'উৎ' নামধারীকে জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে অবশ্যই ঊর্দ্ধে উত্থিত হন অর্থাৎ তিনি পাপপুণ্যের অতীত হন। এই শ্রুতিমন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় পরমপুরুষকে রূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং পাপধ্বংসের ফলশ্রুতি উল্লেখপূর্বক 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ * * * তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'[১] শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের রূপের যে পাপরূপ মায়িক দোষরাহিত্যের কথা উক্ত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা এবং সেই রূপী পুরুষকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পর্যন্ত পাপ ধ্বংস হয়, এইরূপ কৈমুত্যন্যায়ের উল্লেখে সেই রূপকেই দৃঢ় করিয়া বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মসূক্ত হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মের প্রাণ আছে এবং সেই প্রাণ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত।[২] প্রাকৃত প্রাণের অতীত অপ্রাকৃত প্রাণ-সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি এই,—

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥

তখন জন্ম-মৃত্যু কিছুই ছিল না; তখন রাত্রি বা দিনের প্রভেদ ছিল না; প্রাণ-কর্মের উপাদানের উৎপত্তির পূর্বেও সৎস্বরূপ একমাত্র প্রাণবায়ু ছিলেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও[৩] 'পরমাত্মার নিঃশ্বসিত' এইরূপ উক্তির মধ্যে প্রাণবায়ুর উল্লেখ আছে, অন্যান্য শ্রুতিতেও পরব্রহ্মের প্রাণবায়ুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রাণবায়ুর উল্লেখ হইতে তৎসহচারী শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার সেইরূপ ভাব অবশ্যই প্রতিপন্ন হয়।

১। মুণ্ডক ২।২.৮; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ৪৪ পৃঃ-ধৃত ঋগ্-মন্ত্র ১০।১২৯।২; ৩। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০

মূর্ত ও অমূর্তের অতীত পুরুষের অপ্রাকৃত রূপ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ'[১] অর্থাৎ দুইটিই ব্রহ্মের রূপ—একটি মূর্ত, আর একটি অমূর্ত—ইহা বলিয়া মূর্ত ও অমূর্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—'তদেতন্মূর্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্যম্'[২] অর্থাৎ যাহা বায়ু হইতে ও আকাশ হইতে ভিন্ন, তাহাই (পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই) মূর্ত ; উহাই মর্ত্য। 'অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্'[৩] অর্থাৎ অনন্তর বায়ু ও অন্তরিক্ষ এই ভূতদ্বয় অমূর্ত ; ইহাই অমৃত। ইহাদের উভয়ের অতীত পুরুষের কথা বলিতেছেন,—'তস্যৈতস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো'[৪] অর্থাৎ ইনি অমূর্তের, এই অমৃতের, এই ব্যাপকের, এই পরোক্ষ শব্দবাচ্যের রসস্বরূপ। পরে এই পুরুষের রূপ বর্ণন করিতেছেন,—'তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চিঃ যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তম্।'[৫] অর্থাৎ পূর্বোক্ত পুরুষের রূপ এই প্রকার—মাহারজনং (মহারজন শব্দে হরিদ্রা, তৎসম্বন্ধীয় মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাদ্বারা রঞ্জিত)—হরিদ্রারাগরঞ্জিত বসনের ন্যায় পীত, পাণ্ডু-আবিকং (অবি =মেষ, আবিকম্—মেষলোম-জাত)—পশমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপনামক কীটবিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায়, পদ্মের ন্যায়, একেবারে বহু বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় এই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি—'সকৃদ্ বিদ্যুত্তা ইব হ বৈ অস্য শ্রীঃ ভবতি য এবং বেদ'[৬] অর্থাৎ যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি বহু বিদ্যুতের যুগপৎ প্রকাশের ন্যায় শ্রী (শোভা বা ঐশ্বর্য) লাভ করেন।

১। বৃহদারণ্যক ২।৩।১ ; ২। ঐ, ২।৩।২ ; ৩। ঐ, ২।৩।৩ ; ৪। ঐ, ২।৩।৫ ; ৫। ঐ, ২।৩।৬ ; ৬। ঐ, ২।৩।৬

ইহার পরই পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইতেছে, 'অথাত আদেশো নেতি নেতি'[১]—অতঃপর ইহা নহে, ইহা নহে; ইহাই ব্রহ্মের নির্দেশ, অর্থাৎ সর্বনিষেধের যাহা অবধি তাহাই ব্রহ্ম। ইহার পর শ্রুতি স্বয়ংই উপসংহারে বলিতেছেন, 'ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্'[২]। অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু নাই, ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। অনন্তর ব্রহ্মের নাম—সত্যের সত্য; প্রাণসমূহ (জীবসমূহ)- সত্য এবং তিনি তাহাদেরও সত্য। অর্থাৎ **মূর্ত-লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত-লক্ষণরূপ পর্যন্তই পর্যাপ্তি নহে, ইহার পরও অন্য রূপ আছে।** ইহা ব্রহ্ম-সূত্রকারও বলিয়াছেন,—'প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।'[৩]—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং (কথিত বা প্রস্তাবিত, ইয়ত্তা বা বিশেষাবস্থা মাত্র) হি (নিশ্চয়ার্থে) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) [আরও অধিক নাম-রূপ-গুণাদির কথা] ব্রবীতি (বলিতেছেন) চ (ও) ভূয়ঃ (পুনরায় বা অধিকভাবে)। অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'নেতি নেতি'-বাক্যে যে ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষ রূপগুণাদিসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ হয় না; কেন না, তাহা হইলে শ্রুতির ঐ উক্তি উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় হইয়া পড়ে। কারণ, অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, যেমন তাঁহার হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় রূপাদি এবং সেই রূপকে যিনি জানেন, তাঁহার শ্রীলাভ প্রভৃতি; সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের রূপ ও ধর্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনরায় যে তাহারই নিষেধ করা, তাহা উন্মত্ত ব্যতীত অপর কেহ পারে না। বিশেষতঃ নিষেধের পরও পুনরায় ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন,—'ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি' ইহা নহে বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ

১। বৃহদারণ্যক ২।৩।৬; ২। ঐ, ঐ; ৩। ব্রহ্মসূ ৩।২।২২

করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। সেই ব্রহ্ম হইতেছেন—সত্যের সত্য ; প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি (ব্রহ্ম) তাঁহাদেরও সত্য। জীবাত্মা প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, এজন্য জীবাত্মা 'প্রাণ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। জীবাত্মাসমূহ সত্য, পরব্রহ্ম তাঁহাদের কারণ বলিয়া তিনি সত্যের সত্য। অতএব বৃহদারণ্যক-শ্রুতিমন্ত্রের উপসংহারে নাম-রূপ-গুণসমূহের যোগ থাকায় 'নেতি নেতি'-বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব নিষিদ্ধ হয় নাই ; পরন্তু পূর্ব প্রস্তাবিত ইয়ত্তাই প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে।

দহরাকাশ—ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির পরিচায়ক

শ্রীভগবদ্রূপ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবেই পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন এবং তাঁহার সর্ববিভুত্বাদি পরমশক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।"[১] "যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ"[২] অর্থাৎ অনন্তর এই ব্রহ্মপুরে (দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়ে) যে 'দহরং' (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীকং (পদ্ম) বেশ্ম (গৃহ) অর্থাৎ ক্ষুদ্র হৃদয়-পদ্মরূপ গৃহ আছে, ইহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ আছে। ইহার মধ্যে যিনি, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে ; তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। এই ভৌতিক আকাশের যে-পরিমাণ (যেরূপ ব্যাপক), হৃদয়ের মধ্যবর্তি-আকাশেরও সেই পরিমাণ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্ত মন্ত্রদ্বয় উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন,—এই দৃষ্টান্তটি শরের ন্যায় সরল গতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করে।

১। ছান্দোগ্য ৮।১।১ ; ২। ঐ, ৮।১।৩

সূর্য যেরূপ মহত্ত্ব নির্দেশ করেন, এই দৃষ্টান্তটিও সেইরূপ ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তার নির্দেশ করিতেছে।[১]

"উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।"[২] অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয়ই উহারই মধ্যে (হৃৎপদ্মস্থ অন্তরাকাশে) নিহিত; অগ্নি ও বায়ু উভয়ে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ ইহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং এই দেহধারী জীবাত্মার যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই অর্থাৎ যাহা বর্তমানে নাই বা লুপ্ত আছে এবং যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, তাহাও সমস্তই এই হৃদয়াকাশে সমাহিত রহিয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের অন্যত্রও কথিত হইয়াছে,—"এষ ম আত্মান্ত-র্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ"[৩] অর্থাৎ আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরিক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর—এই সমুদয় লোক হইতে বিশালতর। ছান্দোগ্যোপনিষদের এই সকল মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—

অত্র যাবতা হৃদয়পুণ্ডরীকান্তর্বর্তিত্বম্, তাবতৈব সর্বব্যাপকত্বমচিন্ত্যত্ব-শক্তিং বিনা ন সম্ভবতি। ন হি ঘটবর্ত্যাকাশো যাবান্, তাবদেব চন্দ্র-সূর্যাদ্যাধারত্বং যুজ্যত ইতি। ন চ হৃৎপুণ্ডরীকে ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ সর্বসমাবেশঃ সম্ভবতীতি। বিভোঃ পরিচ্ছিন্নোপাধৌ সামস্ত্যেন প্রতি-বিম্বত্বমদৃষ্টচরম্। ন হি ঘটাদাবাকাশঃ সামস্ত্যেন প্রতিবিম্বত্বমাপন্নেতেতি। তস্মাদচিন্ত্যৈব শক্তির্যোগমায়াখ্যা তত্রাভ্যুপগমনীয়া।[৪]

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৪৫ পৃঃ; ২। ছান্দোগ্য ৮।১।৩; ৩। ঐ, ৩।১৪।৩; ৪। শ্রীভগবৎসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৪৫ পৃঃ।

অর্থাৎ হৃৎপদ্মের অন্তর্বর্তিত্বের যে পরিমাণ, সর্বব্যাপকত্বেরও সেই পরিমাণ ;—এইস্থানে ছান্দোগ্যোপনিষদের মন্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-সূর্যাধার আকাশেরও সেই পরিমাণ কখনই হইতে পারে না। হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ায় তাহাতে সর্বসমাবেশ হইয়াছে, ইহাও সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন উপাধিবিশিষ্ট পদার্থে সমগ্রভাবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অবশ্যই দৃষ্টচর নহে। ঘটাদিতে কখনও সমগ্রভাবে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় না। অতএব এই শ্রুতির সঙ্গতি করিতে হইলে যোগমায়াখ্যা অচিন্ত্যশক্তির স্বীকার করিতেই হইবে।

উপনিষদের মহাবাক্য

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে উপনিষদের চরমসত্য-প্রকাশক চারিটি (মতান্তরে বারটি *) বাক্য আছে, যাহাদিগকে 'মহাবাক্য' বলা হয়। চারি বেদের এই চারিটি মহাবাক্য ; তাহা এই—(১) অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষদের মহাবাক্য—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'[১] (এই আত্মা ব্রহ্ম) ; (২) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের মহাবাক্য—'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম',[২] (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম) : (৩) শুক্ল-যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের মহাবাক্য—'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৩] (আমি হই ব্রহ্ম) ; (৪) সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের মহাবাক্য—'তত্ত্বমসি'[৪] (তুমি সেই [ব্রহ্ম] হও)।

'মহাবাক্য'-শব্দটি শাস্ত্রীয় পরিভাষা। (১) মীমাংসকগণের মতে 'পরস্পর-সংবদ্ধার্থকং বাক্যসমুদায়রূপমেকবাক্যম্।' 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ যজেত, জ্যোতিষ্টোমেন সর্বকামো যজেত' ইত্যাদি প্রধান বাক্যসমূহই

* ম ম ভীমাচার্যরচিত ন্যায়কোশ ৬৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য, পুণা ১৯২৮ খৃীঃ।

১। মাণ্ডূক্য ২য় মন্ত্র ; ২। ঐতরেয় ৩।১।৩ ; ৩। বৃহদারণ্যক ১।৪।১০ ; ৪। ছান্দোগ্য ৬।৮।৭, ৬।৯।৪, ৬।১০।৩, ৬।১১।৩, ৬।১২।৩, ৬।১৩।৩, ৬।১৪।৩, ৬।১৫।৩, ৬।১৬।৩

মহাবাক্য। (২) নৈয়ায়িকগণের মতে পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যই মহাবাক্য। (৩) আলঙ্কারিকগণের মতে যোগ্যতা (পরস্পর সম্বন্ধে বাধাভাব), আকাঙ্ক্ষা (অর্থবোধকালে অপর পদের অপেক্ষা) ও আসত্তি (আকাঙ্ক্ষিত পদদ্বয়ের বা পদসমূহের অব্যবধানে উপস্থিতি)-যুক্ত পদসমষ্টিই বাক্য; এইরূপ বাক্যের সমষ্টিকে মহাবাক্য বলে, যথা—রামায়ণ, মহাভারত ও রঘুবংশাদি কাব্য।[১] (৪) স্মার্তগণের মতে দানাদিতে সঙ্কল্পাত্মক-বাক্য বা প্রতিষ্ঠাদিতে উৎসর্গ-বাক্য 'মহাবাক্য' বলিয়া কথিত।[২]

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত বাক্য-সমুদয়ের সমষ্টি যে মহাবাক্য তাহার তাৎপর্য ৬টি লক্ষণের দ্বারাই নির্ণীত হয়। ব্রহ্মসূত্রের (১।১।৪) মাধ্বভাষ্যধৃত বৃহৎ-সংহিতা-বাক্য হইতে জানা যায়—[১] আরম্ভ ও শেষের একই রূপত্ব. [২] অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ একই বিষয়ের কথন, [৩] অপূর্বতা অর্থাৎ অনধিগতত্ব (অপ্রাপ্ততা বা বুদ্ধির অতীতাবস্থা), [৪] ফল অর্থাৎ প্রয়োজন, [৫] অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা, [৬] উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিমত্তা—এই ছয়টি লক্ষণের দ্বারা মহাবাক্যের তাৎপর্য অবধারণ করা হয়। এই প্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারপ্রণালী-অবলম্বনে গতিসামান্যের দ্বারাও মহাবাক্যের অর্থ নির্ধারণ করিতে হইবে। পূর্বে যে উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিমত্তার কথা বলা হইয়াছে, তাহা শুষ্ক-তর্কের অনুগত যুক্তি নহে, কিন্তু শাস্ত্রানুগত যুক্তি।[৩]

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ঐরূপ শাস্ত্রতাৎপর্য-নির্ণয়ের চিহ্নসমূহের দ্বারা প্রণবকেই চারিবেদের ও সমস্ত উপনিষদের মহাবাক্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন,—"শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্।"[৪]

১। 'বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যম্'—সাহিত্য-দর্পণ ২।৭ ; ২। তারানাথ তর্কবাচস্পতি-সঙ্কলিত 'বাচস্পত্য'-অভিধান ও শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে 'মহাবাক্য'-শব্দ দ্রষ্টব্য ; ৩। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ১২ পৃঃ ; ৪। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৮তম অনুচ্ছেদ।

শ্রীজীবপাদের এই উক্তির মূলে সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের শ্রীমুখোদ্গীর্ণা বাণী প্রমাণরূপে বর্তমান রহিয়াছে ;—

'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব বিশ্ব-ধাম ॥
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥[1]

প্রণব বেদের নিদান অর্থাৎ মূলকারণ বা তত্ত্ব বেদ সূক্ষ্মরূপে প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রণব সাক্ষাৎ 'পরব্রহ্মস্বরূপ' বলিয়া শ্রুতিতে কথিত। ব্রহ্ম যেরূপ 'বিভু', প্রণবও সেইরূপ 'বিভু' বা বৃহত্তম বাক্য অর্থাৎ 'মহাবাক্য'। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের বাচক প্রণব—'ব্যাপক', তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য—'ব্যাপ্য'। অতএব প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি * * ওমিত্যেতৎ।[2]
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।[3]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণ যে প্রণবকে মহাবাক্য বলিয়াছেন, ইহা শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। আচার্য শ্রীশঙ্কর বিভিন্ন শ্রুতির মধ্য হইতে নিজমতানুকূলে এক একটি আংশিক বাক্যকে বাছিয়া লইয়া মহাবাক্য বলিয়াছেন। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'-মন্ত্রাংশটি যে মাণ্ডূক্যোপনিষদে আছে, সেই শ্রুতির প্রথম মন্ত্রেই দৃষ্ট হয়,—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্য-দিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।[4]

অর্থাৎ এই সমস্তই ওঁ—এই অক্ষরাত্মক। ওঙ্কার সেই ব্রহ্মেরই উপ-ব্যাখ্যান (সুস্পষ্ট নির্দেশ বা বিগ্রহ) ; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই সমস্তই ওঙ্কারই এবং যাহা কিছু ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কারই।

১। চৈ চ আ ৭।১২৮,১২৯; ২। কঠ ১।২।১৫ ; ৩। ঐ. ১।২।১৬ ; ৪। মাণ্ডূক্য ১ম মন্ত্র।

এই মন্ত্রের অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিলেন,—'সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম ; **অয়মাত্মা ব্রহ্ম** ; সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।"[১] অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম। উক্ত সেই আত্মা চতুষ্পাদ। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ হইতেই জানা যায়, বৈশ্বানর প্রথম পাদ, তৈজস দ্বিতীয় পাদ, প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ এবং অদ্বৈত চতুর্থ পাদ। ইহার পর শ্রুতি পুনরায় প্রণবের কথাই বলিতেছেন,—"সোহয়মাত্মাহধ্যক্ষরমোঙ্কারোহধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকার উকারো মকার ইতি॥"[২] অর্থাৎ সেই আত্মা এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ ইনি অক্ষররূপী ব্রহ্ম। ইনি ওঙ্কার। এই ওঙ্কার মাত্রারূপেও বর্তমান। আত্মার পাদসমূহই প্রণবের মাত্রা এবং প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। অকার, উকার ও মকার—ইহারাই প্রণবের মাত্রা। এইভাবে সমগ্র মাণ্ডূক্যোপনিষৎ প্রণব বা ওঙ্কারের কথা আদি, মধ্য ও অন্তে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। শেষমন্ত্রটির মধ্যেও "এবমোঙ্কার আত্মৈব"[৩]—এইরূপে ওঙ্কার আত্মাই।

এইভাবে প্রণবই যে পরব্রহ্মস্বরূপ, তাহা উক্ত হইয়াছে। এখন সুধী পাঠকগণ বিচার করুন—মাণ্ডূক্যোপনিষদের মহাবাক্য কোন্টি? শ্রীমধ্বাচার্যও তাঁহার মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-ভাষ্যে শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীবৃহৎসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য হইতে মাণ্ডূক্যোপনিষদে যে চতুষ্পাদ নারায়ণাত্মক প্রণবের কথাই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের শেষভাগ হইতে আহৃত 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'[৪]-মন্ত্রাংশকে মহাবাক্য বলা হইয়াছে; কিন্তু সেই উপনিষদের আদি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টিকর্তা মহাপুরুষের পরিচয়ই পাওয়া যায়। উক্ত উপনিষদের প্রথম মন্ত্র হইল,—

১। মাণ্ডূক্য ২য় মন্ত্র ; ২। ঐ, ৮ম মন্ত্র ; ৩। ঐ, ১২শ মন্ত্র ; ৪। ঐতরেয় ৩।১।৩

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥[১]

স ইমাঁল্লোকানসৃজত[২]

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিলেন। নিমেষ-ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা দর্শন করিলেন, আলোচনা করিলেন—আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব: তিনি এইসকল লোক সৃষ্টি করিলেন। এইসকল মন্ত্রে—সৃষ্টির পূর্বেও অপ্রাকৃত নয়ন ও মনোবিশিষ্ট সবিশেষ পরব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত উপনিষদ্ আদি ও অন্তে প্রণব-সম্পুটিত শান্তিপাঠের দ্বারা পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শুক্ল-যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৩]—এই মন্ত্রাংশটিকে মহাবাক্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই উপনিষদের আদি, মধ্য ও অন্তে প্রণবাত্মক পূর্ণ-ব্রহ্মেরই প্রশংসা আছে। অধ্যায়সমূহের শেষেও 'ব্রহ্মণে নমঃ'[৪] অর্থাৎ ব্রহ্মকে নমস্কার এবং 'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ'[৫] অর্থাৎ সুধী ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মকেই [শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে] বিশেষরূপে জানিয়া প্রজ্ঞা (নির্বিশেষজ্ঞানের ঊর্ধ্বে বিজ্ঞান=ভক্তি, তদূর্ধ্বে প্রজ্ঞান=প্রেমভক্তি) যাজন করিবেন, ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মের উপাসক, উপাসনা, নমস্কার-বিধানাদি পূজার কথাই উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়াছেন। উপাসকের ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই অর্থাৎ জীবাত্মা জড় বা মায়িক অবাস্তব বস্তু নহে,—ব্রহ্মসত্তাই জীবাত্মার সত্তা। সমুদ্রের কণার সত্তা সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ কণা অসমুদ্র নহে।

১। ঐতরেয় ১ম মন্ত্র ; ২। ঐ, ২য় মন্ত্র ; ৩। বৃহদারণ্যক ১।৪।১০ ; ৪। ঐ. ৪।৬।৩, ৬।৫।৪ ইত্যাদি ; ৫।ঐ, ৪।৪।২১

বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে প্রণবই যে সনাতন, পরব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের বাচক, তাহা উক্ত হইয়াছে। প্রণব—সর্ববেদস্বরূপ। ব্রহ্মকে প্রণবের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ জানেন,—

ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং * * * বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা, বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্ ॥[১]

ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং (প্রণব—আকাশ-ব্রহ্ম, পুরাণ অর্থাৎ সনাতন) * * * যদ্ বেদিতব্যম্ (যিনি বিজ্ঞেয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম) [তাঁহাকে] এনেন (এই প্রণবের দ্বারা) [লোক] বেদ (জানেন) ; [অতএব] ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ (ব্রাহ্মণগণ জানিয়াছিলেন) [যে] অয়ং (এই প্রণব) বেদঃ (ব্রহ্মের বাচক [বেত্তি অনেন ইতি বেদঃ—ইহার দ্বারা জানা যায়]) অথবা অয়ং বেদঃ (এই প্রণব সর্ববেদস্বরূপ) যদ্বেদিতব্যম্ (যাহা কিছু জ্ঞাতব্য) এনেন বেদঃ (প্রণবের দ্বারাই জানা যায়) [ইহা ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছিলেন]।

অতএব সর্ববেদের মহাবাক্য যে প্রণব, ইহাই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—উক্ত উপনিষদের একটি প্রাদেশিক বাক্যমাত্র।

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের সর্বপ্রথম কথাই হইল—ওঙ্কার বা প্রণবের উপাসনার কথা,—

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্ ॥[২] অর্থাৎ সামবেদীয় উদ্গীথ-শব্দের বাচ্য 'ওঁ' এই অক্ষরকে উপাসনা করিবে। কারণ, 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়াই উদ্গীথ গান করা হয়। সেই প্রণবের উপব্যাখ্যান আরম্ভ হইতেছে।

উক্ত মন্ত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, প্রণব' এই অক্ষরটি পরব্রহ্মের বাচক এবং সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ। তৎপ্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে,—

১। বৃহদারণ্যক ৫।১।১ ; ২। ছান্দোগ্য ১।১।১

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ।[1] অর্থাৎ সেই উদ্গীথ ওঙ্কার রস-সমূহের মধ্যে রসতম অর্থাৎ পরম রস এবং সর্বোত্তম তত্ত্ব।

বাগেবক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥ তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥ আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥[2]

অর্থাৎ বাক্যই—ঋক্, প্রাণই—সাম, ওঁ—এই অক্ষরই উদ্গীথ; যাহা বাক্য ও প্রাণ অথবা যাহা ঋক্ ও সাম, তাহাই মিথুন।

'ওঁ' এই বর্ণাত্মক অক্ষরে মিথুন অর্থাৎ যুগল সম্মিলিত। যখনই যুগলমিলন হয় তখনই তাঁহারা পরস্পরের কাম চরিতার্থ করেন। যিনি উদ্গীথ 'ওঁ' অক্ষরকে এইরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত কাম (পরমপুরুষার্থ) লাভ করেন।

এই অক্ষরদ্বারাই ত্রয়ীবিদ্যা প্রবর্তিত হয়, ওঁ উচ্চারণ করিয়াই মন্ত্র শ্রবণ করান হয়; ওঁ উচ্চারণপূর্বক স্তোত্র পাঠ করা হয় এবং ওঁ উচ্চারণ করিয়াই সাম গান করা হয়—এই সমুদয় এই ওঁ অক্ষরেরই পূজার জন্য। এই সমুদয়ই এই অক্ষরের মহিমা ও রসদ্বারা সম্পাদিত হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদের মধ্যভাগেও এইরূপ শ্রুতি পাওয়া যায়,—"যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্বমোঙ্কার এবেদং সর্বম্ ॥"[3]

অর্থাৎ যেরূপ পত্রের শিরার দ্বারা পত্রের সকল অবয়ব একত্র নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারের দ্বারাও সমগ্র বেদ নিবদ্ধ রহিয়াছেন। অতএব ওঙ্কারই এই সমস্ত, ওঙ্কারই এই সমস্ত।

১। ছান্দোগ্য ১।১।৩; ২। ঐ, ১।১।৫—৭; ৩। ঐ, ২।২৩।৩

ছান্দোগ্যের এই পুনঃ পুনঃ উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ওঙ্কারই সমগ্র বেদের —উপনিষদের 'মহাবাক্য'। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি এক একটি প্রাদেশিক বাক্যমাত্র।

ইতঃপূর্বে[1] কঠোপনিষদের[2] মন্ত্র হইতেও সমস্ত বেদের সারভূত অর্থাৎ বেদের নিদান এবং পরমেশ্বরের অক্ষরাবতার ও শ্রীবিগ্রহস্বরূপ প্রণবের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের উপক্রমে প্রণবের মধ্যে যে যুগল-মিলনের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই উপনিষদের উপসংহারে 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে'[3] অর্থাৎ আমি শ্যাম হইতে শবলকে (বৈচিত্রী বা বিলাসকে) এবং বৈচিত্রী হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই—এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'ওঁ' এই নামাক্ষরটি শ্যাম ও শবলের যুগলিতস্বরূপ—ঋক্‌পরিশিষ্টে ইহাই বলা হইয়াছে,—

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা[4]

তত্ত্বমসি-শ্রুতির তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রুতিস্তবে 'তত্ত্বমসি'-শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—"তৎ ত্বম্ অসি"-শ্রুতিতে 'তৎ' প্রভৃতি পদবাচ্য ও 'ত্বং' প্রভৃতি পদবাচ্য পদার্থ স্বরূপতঃ ভিন্নই হয়, এক নহে। 'বৈশ্বদেবী আমিক্ষা ভবতি' - এই বাক্যে 'বিশ্বদেব'-শব্দের উত্তর তদ্ধিত 'অণ' প্রত্যয়যোগে (বিশ্বদেবের ইহা – এই অর্থে) 'বৈশ্বদেব'-শব্দ নিষ্পাদনের পর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়যোগে 'বৈশ্বদেবী'-পদ সাধিত হওয়ায় এই পদটি 'আমিক্ষা'(দুধের ছানা)-পদের সান্নিধ্যবশতঃ যেরূপ বিশ্বদেবগণকেই আমিক্ষার বিষয় বা ভোক্তা দেবতারূপে জ্ঞাপন করিতেছে

১। এই গ্রন্থের ১৮,১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; ২। কঠ ১।২।১৫—১৭; ৩। ছান্দোগ্য ৮।১৩।১; ৪। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, ১২ পৃঃ, ২৩ সংখ্যাধৃত ঋক্‌পরিশিষ্ট-বাক্য, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ খ্রীঃ।

এবং এস্থলে যেরূপ 'বৈশ্বদেবী' ও 'আমিক্ষা' এই পদদ্বয়ের একই বস্তু প্রতিপাদন-দ্বারা সামানাধিকরণ্য ঘটিতেছে, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি স্থলে উভয় পদের বাচ্য বস্তুর পার্থক্যহেতু ঐরূপে সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না।

এইরূপ 'নীল উৎপল', এস্থলে যেরূপ অজহৎ-স্বার্থা নিরূঢ় লক্ষণা-দ্বারা উভয় পদের মধ্যে যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবের জ্ঞাপনক্রমে একই পদার্থের প্রতিপাদন হইয়াছে, 'তৎ ত্বং'-পদদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপেও এক পদার্থের প্রতিপাদন হইতে পারে না। 'অজহৎস্বার্থা'—যে লক্ষণাতে শব্দের স্বার্থ পরিত্যক্ত হয় না। 'নিরূঢ়-লক্ষণা'—'নি' (অত্যন্ত) 'রূঢ়া' (প্রসিদ্ধা) লক্ষণা—অর্থাৎ যাহা অনাদিপরম্পরা-প্রাপ্তা, পরন্তু সম্প্রতি রচিতা নহে। 'নীল উৎপল', এস্থলে তাদৃশ লক্ষণাদ্বারা 'নীল'-পদে নীলগুণবিশিষ্ট—এইরূপ অর্থ করিলেই উভয় পদের সামানাধিকরণ্য-দ্বারা তাদৃশ উৎপলরূপ একই বস্তুর প্রতিপাদন হয়; প্রথম পদটি তখন বিশেষণ ও দ্বিতীয় পদটি বিশেষ্য হয়। এস্থলে 'স্ববুদ্ধ্যা ব্যজ্যতে' ইত্যাদি-ক্রমে বার্তিক-শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পূর্বার্ধ—'স্বরূপ-সত্তামাত্রেণ ন হি কিঞ্চিদ্ বিশেষণম্'। সুতরাং সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ—কোন পদই কেবলমাত্র নিজসত্তাদ্বারা অপর কোন পদের বিশেষণ হয় না, পরন্তু যে নীল প্রভৃতি 'স্ব-বুদ্ধিদ্বারা' অর্থাৎ নিজ আকার-জ্ঞানদ্বারা উৎপল প্রভৃতি বিশেষ্য বস্তুর প্রকাশ করে, তাহাই বিশেষণ হয়। বস্তুতঃ এস্থলে 'তৎ' ও 'ত্বং' এই পদদ্বয়ের কোন পদটিরই ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থ করিয়া অপর পদের বিশেষণ করা যায় না। যেহেতু 'নীল'-পদের অর্থ যে নীলগুণ, তাহাকে ত্যাগ না করিয়াই এস্থলে লাক্ষণিক অর্থ করা হইয়াছে অর্থাৎ নীলগুণবিশিষ্ট এইরূপ লাক্ষণিক অর্থেও 'নীল-গুণ' ইহাতে বর্তমানই আছে। পরন্তু 'তৎ' ও 'ত্বং'-এর অর্থ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া কোনটিরই অর্থ ত্যাগ না করিয়া বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব বা একার্থ

প্রতিপাদন হইতে পারে না (অর্থাৎ অজহৎস্বার্থা নিরূঢ়-লক্ষণাদ্বারা উহা হইতে পারে না)।[১]

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভেও বলিয়াছেন,—"তদংশভূতচিদ্রূপত্বেন সমানকারতা"[২]; 'ত্বম্'-পদার্থদ্বারা লক্ষিত 'জীবাত্মা'র চিদ্ধর্মযুক্ততা ও নিত্যতা এবং 'তৎ'-পদার্থদ্বারা লক্ষিত 'পরমাত্মা'রও তাদৃশত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতা ও নিত্যতা 'তত্ত্বমসি' বাক্যে বোধিত।[৩]

"তত্ত্বমসীত্যাদি-শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্, ত্বমেবামুক ইতিবৎ"[৪]—'তুমি অমুক' এই উক্তির দ্বারা 'তুমি'-পদের বাচ্যের সহিত সম্বন্ধ সূচনার ন্যায় 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের 'তৎ'-পদের বাচ্যের সহিত 'ত্বম্'-পদের বাচ্যের প্রেমপর সম্বন্ধ সূচিত। এস্থানে 'তৎ'-পদে পরোক্ষ-নির্দেশ এবং 'ত্বং'-পদে সাক্ষাৎ নির্দেশ সূচিত হইতেছে। পরতত্ত্ব—পরোক্ষবস্তু; জীব—সাক্ষাদ্-বস্তু, 'অসি'-ক্রিয়া তদুভয়ের অন্বয় অর্থাৎ যোগ প্রতীতি করাইতেছে। 'তত্ত্বমসি'-বাক্য জীব ও ঈশ্বরের সংযোগ-ব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রেমতাৎপর্যপর।

উপনিষদে পরা বিদ্যা

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দুইটি বিদ্যার কথা বলিয়াছেন; একটি—পরা বিদ্যা ও আর একটি—অপরা বিদ্যা। তন্মধ্যে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা (বর্ণোচ্চারণাদি-বিষয়ক গ্রন্থ), কল্প (শ্রৌতকর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের অর্থ-প্রকাশক গ্রন্থ), ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই সমস্তই অপরা বিদ্যা; আর পরা বিদ্যা এই—যে বিদ্যার দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ পর-

১। শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী (১০।৮৭।১); ২। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে ৫ অনু শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৫১ খৃীঃ; ৩। ঐ, ৬ অনু ঐ; ৪। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে ১ম অনু।

ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।[১] ঈশোপনিষদে দৃষ্ট হয়,—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে; কিন্তু যাহারা বিদ্যায় অভিরত, তাহারা অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়কেই একত্র জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার সহিত অমৃতত্ব লাভ করেন।[২]

উপনিষদের এই সকল উক্তির মধ্যে বিদ্যার যে তাৎপর্য রহিয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। বেদচতুষ্টয় এবং বেদাঙ্গ-সমূহকেও শ্রুতি অপরা বিদ্যা বলিয়া স্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবিদ্যা হইতেও বিদ্যাকে অধিকতর নিন্দনীয় বলিয়াছেন, ইহারই বা কি তাৎপর্য? এসম্বন্ধে ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—"যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যাং অবিদ্যা কর্ম তাং কেবলামুপাসতে কুর্বন্তি স্বর্গার্থানি কর্মাণি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসার-পরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ যে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাত্মজ্ঞানে এব রতাঃ॥"

তাৎপর্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি কেবল ফলভোগপর কর্মকাণ্ডে রত, তাঁহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সংসার-পরম্পরাই লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানকাণ্ডে (বিদ্যায়) রত হন, তাঁহারা অবিদ্যোপাসক কর্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিকতর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবিষ্ট হ'ন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে[৩] এবং দশমস্কন্ধের ব্রহ্মস্তবেও[৪] এই কথাই উক্ত

১। মুণ্ডক ১।১।৪,৫; ২। ঈশ ৯ম, ১১শ শ্লোক; ৩। ভা ১।১।২; ৪। ঐ, ১০।২।৩২; ১০।১৪।৪

হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম॥[১]

ভক্তিই—পরা বিদ্যা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলেও জ্ঞানী অধঃপতিত হয়। অদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদ, এমন কি অদ্বৈতসিদ্ধির লেখক মধুসূদন-সরস্বতীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।[২]

শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু ঈশোপনিষদের অন্য শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বিদ্যা আত্মজ্ঞানং অবিদ্যা তৎসাধনভূতং কর্ম চ দ্বয়ং পরস্পর-সমুচ্চয়ার্থং তদুভয়ং সহ পুরুষার্থহেতুত্বেন যো বেদ একেনৈব পুরুষেণানু-ষ্ঠেয়মিতি জানাতি সঃ অবিদ্যয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতানামগ্নিহোত্রাদি-কর্মণাং মৃত্যুং মারকং অন্তঃকরণমলং তীর্ত্বা অন্তঃশুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনামৃতত্বং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥"[৩]

তাৎপর্য্য—বিদ্যা বলিতে আত্মজ্ঞান, অবিদ্যা বলিতে জ্ঞানসাধনভূত-কর্ম। যে ব্যক্তি এই উভয়কে পুরুষার্থ-হেতুরূপে জানিয়া পরমেশ্বরে কর্মার্পণ করেন, তিনি কর্মের কুফলরূপ মৃত্যুকে অর্থাৎ সংসারকে অতি-ক্রম করেন এবং অন্তঃশুদ্ধির দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া বিদ্যার সহিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সহিত মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

১। চৈ চ আ ১।৯০,৯২,৯৪; ২। মধুসূদন সরস্বতীকৃত শ্রীগীতাভাষ্য ৭।১৫, ১৩।১১ দ্রষ্টব্য; ৩। ঈশ ১১শ মন্ত্রের শ্রীবলদেবভাষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,-"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"[১]—অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। শ্রীমন্মহ প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামরায়ের উক্তির মধ্যেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।[২]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অন্তিম শ্লোকে যাহাকে পরা ভক্তি বলা হইয়াছে, তাহাই পরা বিদ্যা। শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে[৩] মাঠর-শ্রুতি হইতে এই সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তির বশীভূত, ভক্তিই শ্রেষ্ঠা।

ব্রহ্মসূত্রের "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ"[৪]-সূত্রে শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু বলিয়াছেন যে বিদ্যাই একমাত্র মোক্ষহেতু অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে নির্ধারিত আছে। কর্ম মোক্ষের হেতু নহে, ইহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিদ্যা-শব্দে—জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং * কুর্বীত"[৫] অর্থাৎ পরব্রহ্মকেই আচার্য ও শাস্ত্রের নিকট হইতে জানিয়া প্রজ্ঞা যাজন করিবে, এই বাক্যে বিদ্যাকে জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায়[৬] রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা—শ্রীধর) ও রাজগুহ্য (গুহ্যানাঞ্চ রাজা, বিদ্যাসু গোপ্যাসু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠ-মিত্যর্থঃ—শ্রীধর) অর্থাৎ বিদ্যাসমূহের মধ্যে রাজা বা শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা, এই

১। ভা ৪।২৯।৫০; ২। চৈ চ ম ৮।২৪৪; ৩। ব্র সূ (৩।৩।৫৩) মাধ্বভাষ্যে মাঠর-শ্রুতি, মুম্বই জগদীশ্বর মুদ্রালয় ১৮১৪ শক; ৪। ব্র সূ ৩।৩।৪৮—গোবিন্দভাষ্য,
* জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান-ভেদে ত্রিবিধ শব্দ। কেহ কেহ জ্ঞানকে—সম্বন্ধজ্ঞান, বিজ্ঞানকে—ভক্তি ও প্রজ্ঞানকে—প্রেমভক্তি, অর্থ করিয়াছেন; ৫। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১; ৬। শ্রীগীতা ৯।২

অতি গোপনীয় বিষয়সমূহের রাজা, অতি রহস্য, তাহাই শ্রীকৃষ্ণভক্তি। ইহাই শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। যেরূপ কৌরব-শব্দে ধৃতরাষ্ট্রের বংশধর ও পাণ্ডুর বংশধর উভয়কেই বুঝায়, 'মীমাংসক'-শব্দে কর্মমীমাংসক ও ব্রহ্মমীমাংসক উভয়কেই বুঝায় তদ্রূপ 'বিদ্যা'-শব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই বুঝায়। কিন্তু যেরূপ পাণ্ডবের ও ব্রহ্ম-মীমাংসকের বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীত এবং ব্রহ্মমীমাংসকগণ বেদ ও শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ভক্তি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষাদ্ উপাসনা। ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া—পরা বিদ্যা, তাহা সাক্ষাদ্ভাবে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান। এজন্য গোপালতাপিনী-শ্রুতি বলেন,—"ভক্তি-রস্য ভজনম্"[১]—ভক্তি ভগবানের ভজন। ভক্তি যেরূপ ভগবান্‌কে বশ করিতে পারেন, অবরুদ্ধ করিতে পারেন, এরূপ আর কিছুই পারে না।[২] শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।[৩]

সংহিতা ও উপনিষদে শ্রদ্ধা ও ভক্তি-শব্দের প্রয়োগ

বৈদিক সংহিতায় 'শ্রদ্ধা'-শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ১।৫৫।৫, ১।১০৩।৩, ১।১০৪।৬, ১।১০৮।৭, ২।১২।৫, ৮।৭৫।২, ১০।৩৯।৫, ১০।১৪৭।১, ১০।১৫১।৫ ইত্যাদি স্থানে 'শ্রদ্ধা'-শব্দের প্রয়োগ এবং বিভিন্ন বিভক্তিযোগে নিম্নলিখিত-স্থানেও 'শ্রদ্ধা'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—ঋগ্বেদ ১।১০৪।৬, ২।২৬।৩, ১০।১১৩।৯, ৮।১।৩১, ৯।১১৩।২, ৭।৩২।১৪, ১।১০৮।৬, ৯।১১৩।৪, ১।১০২।২, ১০।১৫১।২, ১০।১৫১।১-৫ ইত্যাদি। ১০।১৫:—ঋক্সূক্তটি শ্রদ্ধা-সূক্ত নামে কথিত। নিরুক্তকার যাস্ক 'শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ', এইরূপ শ্রদ্ধা-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। গোপালপূর্বতাপিনী ১।১৪; ২। ভা ১১।১৪।২০; ৩। শ্রীগীতা ১৮।৬৪,৬৫

ছান্দোগ্যোপনিষদে দৃষ্ট হয়,—"যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥"[১] অর্থাৎ যখন কেহ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন করেন। শ্রদ্ধা না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করেন। শ্রদ্ধাকে জানিবার জন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন! আমি শ্রদ্ধাকে জানিতে চাই।

"যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥"[২] অর্থাৎ যখন কেহ নিষ্ঠাবান্ হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন; নিষ্ঠাবান্ না হইলে কেহ শ্রদ্ধাযুক্ত হন না, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হন। নিষ্ঠাকে জানিবার জন্য কিন্তু বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্! আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই।

"যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥"[৩] অর্থাৎ যখন কেহ একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাযুক্ত হন। একাগ্র না হইলে কেহ নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন না, একাগ্র হইয়াই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্রতাকে কিন্তু জানিবার জন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্! আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই।

পাণিনিসূত্রে 'ভক্তি'শব্দ

মহর্ষি পাণিনি 'ভক্তি'-শব্দটি প্রয়োগ করিয়া একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই সূত্রটি এই;—

১। ছান্দোগ্য ৭।১৯।১ ; ২। ঐ, ৭।২০।১ ; ৩। ঐ, ৭।২১।১

ভক্তিঃ[১]

এই সূত্রের দুইটি সূত্রের পরেই হইল—

বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্[২]

প্রথমোক্ত সূত্রের কাশিকা-বৃত্তি এই,—'ভজ্যতে সেব্যত ইতি ভক্তিঃ' —(ইহা দ্বারা) সেবিত হন—এই অর্থে ভক্তি। অনাদিকাল হইতেই শ্রীবাসুদেবে ও তৎপার্ষদ শ্রীঅর্জুনে ভক্তির কথা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়াই মহর্ষি পাণিনি ঐসকল সূত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে শ্রীজীবপাদও পাণিনির ঐ সূত্রটি সংরক্ষণ করিয়াছেন।[৩]

শতপথ-শ্রুতিতে—"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং **পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ**"[৪]—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীহরিতে প্রেমভক্তির কথা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।

আধুনিক আধ্যক্ষিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন,—"We need not doubt that an inchoate but true spirit of **Bhakti** was present in the early religious literature of the Rig-Veda."[৫] অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রাথমিক ধর্মসাহিত্যেও যে ভক্তির অপরিস্ফুট অথচ প্রকৃত তাৎপর্য বিদ্যমান ছিল, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করা উচিত নহে।

উপনিষদে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ

তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের দ্বারা পরতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে যাহা নিরূপিত হয়, তাহা নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারে

১। পাণিনি-সূত্র ৪।৩।৯৫ ; ২। ঐ, ৪।৩।৯৮ ; ৩। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ ৭।৫৪৬ ; ৪। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত-মন্ত্র ; ৫। 'Sraddha and Bhakti in Vedic Literature'—I. H. Q. Vol. VI, No. 2. June 1930, p 333.

না।[১] কার্যদ্বারা অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি-কার্যের দ্বারা প্রকাশ্য যে অসাধারণ লক্ষণ, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ ; আর স্বভাব ও আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারা নির্দেশ্য যে লক্ষণ তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ। উপনিষদে পরব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটি স্বরূপ-লক্ষণের কথা উক্ত হইয়াছে। যথা, শ্রীনৃসিংহতাপিনী-শ্রুতিতে—

সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম[২]

নৃসিংহোত্তরতাপনীয়[৩], রাম-পূর্বতাপনীয়[৪] ও রামোত্তরতাপনীয়[৫] উপনিষদেও সচ্চিদানন্দ-পদটি দৃষ্ট হয়। মৈত্রেয়ী-উপনিষদে যথা,—

সর্বপূর্ণস্বরূপোঽস্মি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ[৬]

এই সকল উপনিষদ্ ব্যতীত ঈশ-কেন-কঠাদি একাদশটি প্রসিদ্ধ উপনিষদে সচ্চিদানন্দ-শব্দটি সমাসবদ্ধভাবে একযোগে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ঐ সকল উপনিষদের মন্ত্রে ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপের বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মের সৎস্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতিমন্ত্রসমূহ—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।[৭] (হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎই ছিলেন)। **সত্যং** জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।[৮] (সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে ইত্যাদি)। সতস্য **সত্যম্**।[৯] (সত্যের সত্য)।

ব্রহ্মের চিৎস্বরূপের কথাও বিভিন্ন শ্রুতিমন্ত্রে পাওয়া যায়, যথা—'সত্যং **জ্ঞানম**নন্তং ব্রহ্ম[১০]—(সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে),

---

১। "যেন **স্বরূপ-লক্ষণেন তটস্থলক্ষণেন** বা পরমকারণং তত্ত্বং নিরূপ্যতে, তদুভয়মপি **শ্রীভগবত্ত্বমেব** পর্যবসায়য়তি, **ন তু নির্বিশেষ-ব্রহ্মত্বম্**।"—শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।২ ; ২। নৃ পূ তা ১।৬ ; ৩। নৃ উ তা ৭।৫,৭ ; ৪। রা পূ তা ৯২ ; ৫। রা উ তা ৪।৪৭ ; ৬। মৈত্রেয়ী ৩।১২ ; ৭। ছান্দোগ্য ৬।২।১ ; ৮। তৈত্তিরীয় ২।১।৩ ; ৯। বৃহদারণ্যক ২।১।২০, ২।৩।৬ ; ১০। তৈত্তিরীয় ২।১।৩

'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'[১]—(জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিকে), 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'[২]—(তাঁহার জ্যোতির দ্বারা এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়), 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ'[৩]—(যিনি এই বিজ্ঞানময়), 'অয়-মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব'[৪]—(এই পরমাত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য, সমগ্রই প্রেমঘনস্বরূপ)।

ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের কথাও বিভিন্ন শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'[৫]—(ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ), 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'[৬]—(ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন), 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'[৭]—(সেই পরম-পুরুষই রসস্বরূপ, সেই রস আস্বাদন করিয়া জীব আনন্দী [সুখী] হন। যদি আনন্দস্বরূপ আকাশ [পরব্রহ্ম] না থাকিতেন, তবে কেই বা প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? তিনি আনন্দিত করেন), 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'[৮]—(এই আনন্দেরই কণামাত্র অবলম্বন করিয়া অপর প্রাণিগণ জীবনধারণ করে) ইত্যাদি।

নির্বিশেষবাদিগণের মতে ব্রহ্ম—অজ্ঞেয়, অমেয়, অনির্দেশ্য, সর্বগুণ-বিবর্জিত, নির্বিশেষ তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিলে তিনি বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পড়েন। অথচ শ্রুতি যখন ব্রহ্মের সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তখন এই সকল শ্রুতিকেও ত' বাহ্যতঃ অমান্য করা যায় না। নির্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় এরূপ এক ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহাতে এক

১। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৬, মুণ্ডক ২।২।৯; ২। কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাশ্ব ৬।১৪; ৩। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২; ৪। ঐ, ৪।৫।১৩; ৫। ঐ, ৩।৯।২৮; ৬। তৈত্তিরীয় ৩।৬; ৭। ঐ, ২।৭; ৮। বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২

শ্রেণীর নির্বিশেষবাদী বলিতেছেন,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ,—এই তিনটি বিশেষণের দ্বারা শ্রুতি নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মকে বিশেষিত করিয়াছেন, ইহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা 'নেতি'রই প্রতিরূপ, অভাব-সূচকমাত্র। অর্থাৎ 'সৎ' বলিতে ব্যবহারিক সত্তার অতীত; 'চিৎ' ব'লিতে নির্বিষয় এবং 'আনন্দ' বলিতে আস্বাদক ও আস্বাদ্যের বহির্ভূত।

ঐরূপ কষ্টকল্পিত যুক্তির দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় নাই বুঝিতে পারিয়া আর এক শ্রেণীর নির্বিশেষবাদী বলেন,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটি বিশেষণের দ্বারা শ্রুতি ঔপাধিক ব্রহ্মেরই স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা নির্গুণ-ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নহে। ইহাদের মতে ঔপাধিক ব্রহ্মই সন্ধিনীশক্তির যোগে সৎ, সম্বিৎ-শক্তির যোগে চিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তির যোগে আনন্দস্বরূপ হন। তাঁহারা বলেন, উপাধি ব্যতীত শক্তির প্রকাশ হয় না। ব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইয়া মহেশ্বর বা সগুণ হইলে ঐ তিন শক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়।

তাঁহারা আরও বলেন, শ্রুতিতে 'তজ্জলানিতি'[১]—[তজ্জলান্=তজ্জম্ +তল্লম্+তদনম্, 'জন্'—ধাতুর অর্থ জন্ম, 'লী'র অর্থ লয়, এবং 'অন্'-এর অর্থ জীবন-ধারণ বা স্থিতি]—অর্থাৎ তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন হয়। এই উক্তিতে সগুণ(ঔপাধিক)-ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব শ্রুতি-কথিত সৎ, চিৎ ও আনন্দ যেরূপ ঔপাধিক ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'[২] বা 'তজ্জলানিতি'—ইত্যাদি শ্রুতি অথবা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[৩]—এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত লক্ষণও তদ্রূপ ঔপাধিক ব্রহ্মেরই তটস্থ লক্ষণ।

১। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ ; ২। তৈত্তিরীয় ৩।১ ; ৩। ব্র সূ ১।১।২

বস্তুতঃ এইরূপ স্বকপোলকল্পনা শাস্ত্রসম্মত নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের টীকার সহিত আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যায়।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥[১]

শ্রীশ্রীধরটীকা—হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সন্ততা, সংবিৎ বিদ্যা-শক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সা সর্বসংস্থিতৌ সর্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মিন্ তস্মিন্ সর্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, ন তু জীবেষু। যা গুণময়ী ত্রিবিধা সংবিৎ সা ত্বয়ি নাস্তি।

তানেবাহ—হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনসঃ প্রসাদাৎ সাত্বিকী, তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু দুঃখকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা চ বিষয়জন্যা রাজসী। তত্রহেতুঃ সত্বাদিগুণৈর্বর্জিতে।

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ শক্তি সর্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত (জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে); আর হ্লাদকরী অর্থাৎ মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্বিকী, তাপকরী অর্থাৎ বিষয়বিয়োগাদিতে মানসিক দুঃখকরী তামসী এবং সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ এই উভয়মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী) এই তিনটি শক্তি সত্বাদি-প্রাকৃতগুণ-বর্জিত তোমাতে নাই।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—পরমতত্ত্বকে সত্তাদি-গুণবর্জিত বলিয়াও তাঁহার অব্যভিচারিণী স্বরূপাভূতা শক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী যে তাঁহাতে নিত্য অবস্থিত,—ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের আচার্য হইয়াও এই ত্রিবিধ শক্তিকে প্রাকৃতগুণবর্জিত

১। শ্রীবিষ্ণুপুরা৭ ১।১২।৬৯

ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বরূপশক্তি জীবের মধ্যে নাই, ইহাও স্বামিপাদ জানাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' শ্লোকোক্ত 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥'[১]—বাক্যে সত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই (স্বেন ধাম্না) কুহককে অর্থাৎ মায়াকে নিরস্ত (দূরে অপ-সারিত) করিয়াছেন, জানা যায়। আবার 'স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-গুণপ্রবাহম্'[২]—এই পদেও 'স্বতেজসা'-শব্দের অর্থে শ্রীশ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'চিচ্ছক্ত্যা নিত্যনিবৃত্তমায়াকার্যরূপো গুণপ্রবাহো যস্মাৎ তম্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়ার গুণপ্রবাহ তাঁহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত রহিয়াছে। অন্যত্র—

তমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥[৩]

এই শ্লোক হইতেও জানা যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে অভিভূত করিয়া সর্বদা আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং ভগবানে কখনও মায়িক উপাধি নাই।

ভগবানকে বা লীলাপুরুষোত্তমকে যে মায়িক উপাধিবিশিষ্ট ও তথা-কথিত সগুণ বলা হয়, এই সকল শাস্ত্রবাক্যই সেই স্বকপোলকল্পিত মতবাদকে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। শ্রীভগবানের উপর তাঁহার অধীনা মায়াশক্তি কোন কালেও প্রভাব বিস্তার করা দূরে থাকুক, ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের দৃষ্টিপথে আসিতেই লজ্জিতা হয়,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।[৪]

জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়াই মায়া জীবকে অভিভূত করে। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্রূপা স্বরূপশক্তির দ্বারা সর্বদা আলিঙ্গিত

১। ভা ১।১।১ ; ২। ঐ, ১০।৩৭।২২ ; ৩। ঐ, ১।৭।২৩ ; ৪। ঐ, ২।৫।১৩

রহিয়াছেন বলিয়াই ভগবান্—সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর। তিনি তথাকথিত সগুণ, ঔপাধিক মায়িক দেহধারী ঈশ্বর নহেন, ইহা শ্রীস্বামিপাদের উদ্ধৃত সর্বজ্ঞসূক্তির বাক্য হইতেও জানা যায়,—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ॥[১]

শ্রীব্রহ্মা শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥[২]

শ্রীগোপালতাপিনী-শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়,—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।[৩]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মস্তবে –'ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনৌ'[৪] ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতে যিনি 'সত্যস্য সত্যম্'[৫], শ্রীগীতায় যিনি 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'[৬] প্রভৃতি বাক্যে সৎস্বরূপ ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীব্রহ্মস্তবে যিনি 'সত্যঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ'[৭] প্রভৃতি বাক্যে চিৎস্বরূপ এবং 'যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্'[৮], 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্'[৯] ইত্যাদি বাক্যে যিনি নিরুপাধিক পরম আনন্দস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই—পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনিই সর্বকারণকারণ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও কারণ, আশ্রয় বা অংশী। সুতরাং মায়িক উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সগুণ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ বিশেষণে বিশেষিত, অথবা সচ্চিদানন্দ 'নেতি'রই প্রতিরূপ অভাবসূচক মাত্র, এরূপ স্বকপোলকল্পনা শ্রুতি ও

১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-টীকা ১।১২।৬৯ ; ২। শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।১ ; ৩। গো পূ তা ১।১ ; ৪। ভা ১০।১৪।২২ ; ৫। ঐ, ১০।২।২৬ ; ৬। শ্রীগীতা ১৪।২৭ ; ৭। ভা ১০।১৪।২৩ ; ৮। ঐ, ১০।১৪।৩২ ; ৯। ঐ, ১০।১৪।৫৫

শ্রুতির অর্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি-শাস্ত্রবিরোধী মতবাদ। আচার্য শঙ্কর—নির্গুণ ব্রহ্মকেই সত্য, সগুণ ব্রহ্ম সত্য নহে, ঔপাধিক মাত্র বলিয়াছেন এবং ইহা স্থাপন করিবার জন্য দ্বিবিধ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন। ঐরূপ কষ্টকল্পনার অপ্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃত সমাধান সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুন্দরভাবে 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ'[১]-শ্লোকে দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকটিকেই পরিভাষা-শ্লোকরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার সপ্তসন্দর্ভে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীসর্বসম্বাদিনীতে শ্রীশঙ্করাচার্যের ঐরূপ কষ্ট-কল্পিত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন,—'নিত্যং বিভুং সর্বগতম্'[২] এবং 'নির্গুণং নিরঞ্জনম্'[৩] প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণ-বিষয়ের নিষেধসূচক। ব্রহ্মে সকল গুণেরই নিষেধ করিতে গেলে সেই প্রয়াসে স্বপক্ষ-স্বীকৃত ব্রহ্মের নিত্যত্বাদি অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। যাঁহারা ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্রস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপত্বে জ্ঞাতৃত্বধর্ম রহিয়াছে, নতুবা জ্ঞানস্বরূপ কথাটি নিরর্থক হয়। অতএব কোনোভাবেই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না।

'আনন্দো ব্রহ্ম'[৪]—এই শ্রুতিও ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া স্থাপন করেন না। আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন ব্যতীত আনন্দস্বরূপতার কোনো সার্থকতাই নাই। বৃংহনার্থ-প্রতিপাদক ব্রহ্ম-শব্দ নিজেই স্পষ্টরূপে সবিশেষত্বের বোধক। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন'[৫]—ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের), আনন্দং (আনন্দকে), বিদ্বান্ (জানিয়া), ন বিভেতি (ভয়-

---

১। ভা ১।২।১১ ; ২। মুণ্ডক ১।১।৬ ; ৩। অধ্যাত্মোপনিষৎ ৬২তম মন্ত্র ; ৪। তৈত্তিরীয় ৩।৬ ১ ; ৫। ঐ, ২।৪।১

প্রাপ্ত হয় না), কদাচন (কখনও)—এই শ্রুতিমন্ত্র হইতেও জানা যায়, ব্রহ্মেরই আনন্দ এবং সেই আনন্দের আস্বাদনকারীও আছেন। সুতরাং ভেদ-নির্দেশ অতি স্পষ্ট।[১] অতএব ব্রহ্ম—সর্বকালেই নিরুপাধিক, কখনও তাঁহার মায়িক উপাধি নাই। তিনি মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ।

নির্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় বলেন, যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, সেইরূপ নিষ্কল, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন ব্রহ্মেরও সকল ঔপাধিক গুণকে বাদ দিতে দিতে অর্থাৎ 'নেতি নেতি'-প্রণালী প্রয়োগ করিয়া গুণাবলী বর্জন করিলে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এই শূন্য ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। 'যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ'[২] অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের যাহা শূন্য, ব্রহ্মবাদিগণেরও যাহা ব্রহ্ম—শ্রীশঙ্করাচার্যের এই বাক্যে শূন্য ও ব্রহ্ম একই তাৎপর্যপর। অতএব ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থাই সত্য এবং সগুণ অবস্থা মায়িক—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা অসঙ্গত নহে।

উপনিষদে শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন',—এই মাত্র জানি॥"
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ॥[৩]

তমালবৃক্ষের ন্যায় শ্যামলকান্তি 'শ্রীযশোদাস্তন্যপায়ী'তে—'কৃষ্ণ' এই নামের মুখ্য অর্থ বর্তমান। ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীদবসম্বাদিনী ৫০ পৃষ্ঠা; ২। শ্রীশঙ্করাচার্য বিরচিত সর্ব-বেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ, ২৮০ সংখ্যা, ম ম পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা। ৩। চৈ চ অ ৭।৮১,৮২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন,—"শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকারাশ্চ (৩।৭) —'কৃষ্ণ-শব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ' ইতি 'প্রয়োগপ্রাচুর্যাত্তত্রৈব প্রথমত এব প্রতীতেরুদয়' ইতি চোক্তবন্তঃ। সামোপনিষদি চ—'কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়' ইতি।"[১] অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর বলিয়াছেন,—তমাল-শ্যামলকান্তি যশোদা-স্তন্যপায়ী পরব্রহ্মে শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের রূঢ়ি বৃত্তি; কারণ, শ্রীযশোদানন্দনেই **শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণমাত্র সর্বপ্রথমেই শ্রীযশোদানন্দনের** প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে। ইহাও শ্রীলক্ষ্মীধরের উক্তিতে দৃষ্ট হয়।[২] সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদেও শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীপুত্র বলা হইয়াছে, যথা—

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ **কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রা**য়োক্ত্বোবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত। অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥[৩]

উক্ত মন্ত্রের রামানুজসম্প্রদায়ী শ্রীরঙ্গরামানুজকৃত প্রকাশিকা ব্যাখ্যা—ঘোরনামাঽঙ্গিরোগোত্রঃ তদেতৎ পুরুষযজ্ঞদর্শন দেবকীপুত্রায় কৃষ্ণায় ইতি শব্দো অধ্যাহর্তব্যঃ। তচ্ছেষভূতং তৎপ্রীত্যর্থম্, ইত্যুক্ত্বা ইত্যনুসন্ধায়, উবাচ অনুষ্ঠিতবান্ ইত্যর্থঃ। বচের্লক্ষণয়াঽনুষ্ঠানার্থত্বম্।

স ঘোরনামা ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধানপূর্বকপুরুষযজ্ঞোপাসনানুষ্ঠানেন ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাপ্যাপিপাসো মুক্তো বভূবেত্যর্থঃ। ততশ্চ ষোড়শাধিকবর্ষশত-জীবনফলকস্যাপি পুরুষযজ্ঞদর্শনস্য ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধানপূর্বকমনুষ্ঠিতস্য ব্রহ্মবিদ্যোপযোগিত্বমপ্যস্তীতি ভাবঃ। স বভূবেত্যস্য স ভবতীত্যর্থঃ।

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৭ অনু, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ১৯৫১ খৃীঃ; ২। শ্রীলক্ষ্মীধর-বিরচিত শ্রীভগবন্নামকৌমুদী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৭ম অনুচ্ছেদ, ৬৪ পৃঃ, অচ্যুতগ্রন্থমালা, কাশী ১৯৮৪ সম্বৎ; ৩। ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬

সোঽন্তবেলায়ামিত্যত্র স ইত্যস্য য ইত্যর্থঃ। ততশ্চ যোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত সোঽপিপাসো ভবতীত্যুবাচেত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ। স ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধানপূর্বকপুরুষবিদ্যাসাধিতচিরায়ুষ্ট্বানুগৃহীত-ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠঃ পুরুষঃ। মরণকাল এতন্মন্ত্রত্রয়ং জপেদিত্যর্থঃ। তত্র পরব্রহ্মবিষয় এতাবৃঙ্মন্ত্রৌ ভবতঃ॥[১]

পুরুষযজ্ঞদ্রষ্টা অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর-নামক ঋষি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে' ইহা অনুসন্ধান করিয়া সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই ঘোর-নামক ঋষি ভগবানের শেষত্ব অনুসন্ধানপূর্বক পুরুষ-যজ্ঞোপাসনাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া নিশ্চয়ই নিবৃত্ততর্ষ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন। অন্তিমকালে যিনি এই মন্ত্রত্রয়ের শরণগ্রহণ করেন, তিনি মুক্ত হন। প্রয়াণকালে এই মন্ত্রত্রয় জপ করা কর্তব্য—(১) হে পরব্রহ্ম! তুমি অক্ষয়, (২) তুমি অচ্যুত ও (৩) তুমি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। এই বিষয়ে দুইটি ঋক্ আছে।

এইস্থানের ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্যও 'শ্রীনারায়ণীয়ে'র বাক্য উদ্ধার করিয়া অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর-নামক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যে সাক্ষাৎ হরি-প্রাপ্য পরম-পদ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযশোদার অপর নাম—'দেবকী', ইহা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ছান্দোগ্যোপনিষদে 'শ্রীদেবকীপুত্র'কে যে নমস্কার করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই বুঝায়।

পরব্রহ্ম—রসস্বরূপ ও রসপ্রদাতা

তৈত্তিরীয়-উপনিষদের মন্ত্রে রসস্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমের কথা উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল রসস্বরূপ নহেন, তিনি—রসপ্রদাতাও। জীব

১। শ্রীরঙ্গরামানুজমুনিকৃত ছান্দোগ্যোপনিষৎ-প্রকাশিকা, পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯১০ খ্রীঃ।

সেই রসকে লাভ করিয়া আনন্দী অর্থাৎ সুখী হ'ন। তিনি সমস্ত আনন্দের খনি, তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়াই সেই আনন্দের আভাসের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি জীবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় ;—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"[১] বৃহদারণ্যকোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—"ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু।[২] অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু।[৩] স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা।"[৪]

অর্থাৎ সেই পরমপুরুষই (লীলাপুরুষোত্তমই) রসস্বরূপ ; এই জীব সেই রসকেই লাভ করিয়া আনন্দী অর্থাৎ সুখী হ'ন। যদি সর্বব্যাপক পরব্রহ্মে আনন্দ না থাকে, তবে এই পৃথিবীতে কে-ই বা অপান-ক্রিয়া করিত আর কে-ই বা প্রাণ-ক্রিয়া করিত ? অর্থাৎ পূর্ণানন্দময় শ্রীভগবানের অণু-অংশ বলিয়াই জীবে অণু-পরিমিত আনন্দ আছে। জীবের স্বরূপ অনুভূত হইলেও পরমানন্দ লাভ হয় না। ভগবৎকৃপায়ই জীব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে অর্থাৎ ভগবদনুভব ব্যতীত জীব নিজ-স্বরূপানুভব করিতে পারে না। এজন্য জীব-স্বরূপের আনন্দ গৌণ।[৫] এই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্বভূতের মধু, সকল ভূত (প্রাণিগণ) এই সত্যস্বরূপের মধু। এই পরমাত্মা সর্বভূতের মধু, সর্বভূত ইঁহার মধু। এই আত্মাই নিখিল-ভূতের অধিপতি এবং সর্বভূতের রাজা। এইরূপ বহু শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের রসস্বরূপ বা মাধুর্য-স্বরূপের কথা দৃষ্ট হয়।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিস্তবের (ভা ১০।৮৭ অধ্যায়) সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীতে শ্রুতিমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন,—

১। তৈত্তিরীয় ২।৭ ; ২। বৃহদারণ্যক ২।৫।১২ ; ৩। ঐ, ২।৫।১৪ ; ৪। ঐ, ২।৫।১৫ ; ৫। "জীবস্বরূপস্যৈব গৌণানন্দত্বম্"—শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে ১ম অনু ;

'ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' (তৈ ২।১।২) এবং 'ব্রহ্ম—বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ' (বৃ ৩।৯।২৮)—এইরূপে যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, তাঁহারই স্বাভাবিকী শক্তি শ্রুতিগণ কীর্তন করিতেছেন। যথা—'অন্য নিখিল ভূতগণ এই আনন্দস্বরূপ বস্তুরই অংশমাত্র উপজীবিকারূপে লাভ করিয়াছে' (বৃ ৪।৩।৩২)। 'এই আকাশ (সর্বত্র প্রকাশমান ব্রহ্মবস্তু) যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে কে সাধারণ বা বিশেষভাবে জীবন-ধারণে সমর্থ হইত' (তৈ ২।৭।১) ? 'আনন্দ হইতেই এই ভূতসমূহ জাত, আনন্দ দ্বারাই জীবিত এবং প্রয়াণকালে আনন্দকেই নিকটে প্রাপ্ত হয়' (তৈ ৩।৬।১)। 'তাঁহার কার্য নাই, করণ নাই' (শ্বেতাশ্ব ৬।৮), 'সমান বা অধিক কেহ নাই, তাঁহার বিবিধা স্বাভাবিকী পরা শক্তি এবং জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়' ইত্যাদি। শ্রুতিগণও স্তববাক্যে বলিতেছেন, —'আপনি অকরণ, স্বরাট্ ও অখিলকারকশক্তিধারী' (ভা ১০।৮৭।২৮)। পরন্তু যদি উপাধির সম্বন্ধ-হেতুই তাঁহার ঐ সকল শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উপাধিই ঈশ্বর হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রুতিগণ বলিতেছেন,—'হে দেব ! আপনি স্বরূপতঃই সমস্ত ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত' (ভা ১০।৮৭।১৪ অর্থাৎ আপনার শক্তি স্বাভাবিকী, ঔপাধিকী নহে।'

পরতত্ত্ববস্তু সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানময় হইলেও সর্বোত্তম ও বিশেষ ধর্ম যে প্রিয়ত্বধর্ম, সেইটিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম বা গুণ। পরতত্ত্ব বস্তুটি সকলের ইন্দ্রিয়াতীত দুর্লভ হইতে দুর্লভতম হইয়াও যদি আবার সুলভ হইতেও সুলভতম হইয়া যান, আপনার প্রিয়তম জনরূপে যদি তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা তাঁহার বড় গুণ আর কিছুই নাই। তিনি নিজে ভালবাসেন, ভালবাসা চাহেন, ভালবাসার বশীভূত হইয়া যান—ইহা বড়ই চমৎকারিতা।

১। শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী (১০।৮৭।২);

হ্লাদিনী-শক্তিদ্বারা নিজে অধীন হইয়া অপরকে অধীন করা—এইটিই তাঁহার প্রিয়ত্বধর্ম বা ভালবাসা। এই ধর্মটি যে ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যত বেশী, সেই ভগবৎস্বরূপেরই নাম, রূপ. গুণ পরিকর. লীলা ও ধাম ততটা চমৎকারিতাময়। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মূর্তি যে হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার দ্বারা আলিঙ্গিত, তাঁহার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ 'শ্রী'র কৃষ্ণ বা শ্রীমান্ কৃষ্ণই--ভগবত্তার চরম পরাকাষ্ঠা। এই যে দুইটি স্ত্রী-পুরুষ-রূপ—ইঁহারা নিত্যকাল লীলাবিলাসে মত্ত। ইহারই বিকৃত প্রতিফলন—এই প্রপঞ্চে ভোক্তাভিমানী প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ-জাতীয় অবিদ্যাগ্রস্ত জীব।

হ্লাদিনীর দ্বারা সমাশ্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং রসস্বরূপ হইয়াও রসকে উপভোগ করিয়া আনন্দিত হন। তিনিই শৃঙ্গার অর্থাৎ রসরাজ উজ্জ্বল-নীলমণি। তিনি বলপূর্বক সকলকে আকর্ষণ করিয়া মাতাল করেন, আবার নিজেও মাতাল হ'ন। তিনি—অনঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-অঙ্গী ভেদ নাই—আগাগোড়া পুরাপুরীই তিনি শৃঙ্গার-রসস্বরূপ। তিনি রসের সমুদ্র। সেই রসসমুদ্রে আকাশচুম্বি-তরঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র বীচি পর্যন্ত অনন্ত-লীলাবৈচিত্রী দেখা যায়। রসের এই অনন্ত বৈচিত্র্য-পূর্ণ খেলা হ্লাদিনীর সহিত তাঁহার নিত্যকাল চলিতেছে।

হ্লাদিনী-সমাশ্লিষ্ট রসরাজ - শ্রুতির প্রতিপাদ্য

সেই কথাই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী **ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ**। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়-মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যতে।"[১]

১। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩

সেই অদ্বিতীয় আত্মা আদিতে সন্মাত্ররূপে একাকী অবস্থান করিয়া আদৌ আনন্দিত হইলেন না। তিনি রমণ করিতে পারিলেন না। কারণ, একক অবস্থায় (স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তির সাহচর্য ব্যতীত) একাকী রমণ হয় না ; তিনি দ্বিতীয় সঙ্গী ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে আত্মভাব, তাহা যেন স্ত্রী-পুরুষের গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি একীভূত ভাব। তিনি সেইরূপ আত্মাকে দুইভাগে ব্যক্ত করিলেন। তাহা হইতে তাঁহার পতি ও পত্নীস্বরূপ (শক্তিমৎস্বরূপ ও স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তি) প্রকাশিত হইলেন। তিনি স্বরূপে থাকিয়াই অমোঘ সংকল্পের দ্বারা চিল্লীলামিথুনরূপে প্রকটিত হইলেন। এই জন্যই তাঁহার স্বরূপ দ্বিদল বীজের ন্যায়, এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। এই আকাশ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন পরতত্ত্ব স্বরূপানুবন্ধিনী স্বরূপশক্তিদ্বারা পূর্ণস্বরূপ।

হ্লাদিনী-সমাশ্লিষ্ট রসরাজই শ্রীগৌরহরি

সমস্ত বেদশাস্ত্রের নিগূঢ়তম রহস্য, যাহার উদ্দেশ ও নির্দেশ এজগতের লোক পায় নাই, সেই রহস্যের মুদ্রা উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং রসরাজ তাঁহার মহাভাবের ভাবকান্তিতে বিমণ্ডিত হইয়া 'গৌড়দেশের পূর্বশৈলে' উদিত হইয়াছিলেন এবং গৌড়দেশে ঔদার্যের খনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই—শ্রীমদনমোহনরূপে চরণমধুর দ্বারা, শ্রীগোবিন্দ-রূপে বদনমধুর দ্বারা ও শ্রীগোপীনাথরূপে বক্ষোমধুর দ্বারা মাতোয়াল করেন। তাঁহারও মত্ততাবিধানকারিণী যে তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপরূপা হ্লাদিনীশক্তি, তদ্দ্বারা অধীন ও মত্ত করাইয়া সেই রসরাজ নিজেও স্বীয় আশ্রয়ের অধীন হইয়া যান। তিনি সেই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর দ্বারাই উপাস্য ও উপাসক, উভয়কেই আকৃষ্ট করান এবং উভয়ে উভয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হন। এই চিল্লীলামিথুনের লীলাকৈবল্য-মাধুরীই—বেদ-বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম কি বেদবিরোধী ?

বেদের ও বেদান্তের সর্বত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বীজসমূহ নিহিত রহিয়াছে। তথাপি গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের মূলপুরুষগণ বেদ ও বেদমূলক ক্রিয়া-কলাপ ও সিদ্ধান্তের যেন আদরই করেন নাই—আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয়। যথা—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥[১]

আমি উপনিষদের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা হরিকথামৃত হইতে দূরবর্তী ; যেহেতু শ্রীহরিকথার ন্যায় তাহাতে চিত্ত-দ্রবতার সহিত অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতির উদয় হয় না।

এই শ্লোকটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অথবা কোনও কোনও পুঁথির পাঠানুসারে শ্রীব্যাসদেবের রচিত বলিয়া শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীপদ্যাবলী-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-রচিত নিম্নলিখিত একটি শ্লোকও শ্রীপদ্যাবলীতে এইরূপ পাওয়া যায়,—

সন্ধ্যাবন্দন ! ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান ! তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ ! পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ?[২]

হে বৈদিক গায়ত্রীপাঠাদি-ত্রিসন্ধ্যাকৃত্য ! আপনার মঙ্গল হউক, হে বৈধ তীর্থস্নান ! আপনাকে নমস্কার করি, হে দেবগণ ও পিতৃকুল !

১। শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃত শ্রীপদ্যাবলী ৩৯তম সংখ্যা, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং ; ২। ঐ, ৭৭তম সংখ্যা।

আমি আপনাদিগের তর্পণাদি-কর্মে অসমর্থ, আমাকে ক্ষমা করুন ; আমি যে-কোনও স্থানে উপবেশন করিয়া যদুকুলচূড়ামণি কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্বক সমস্ত পাপ নাশ করিতেছি এবং তাহাই প্রচুর মনে করি, অন্য বিষয়ে আমার কি প্রয়োজন ?

স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভবদ্-
বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সম্পুটিতান্তঃস্ফুটা ।
ধর্মো মর্মহতো হ্যধর্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহর্নিশম্ ॥[১]

আমার চিত্ত অহোরাত্র যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল চুম্বন করিলে আমার নিত্য ত্রিসবন স্নান মলিন হইল, যজ্ঞাদি-ক্রিয়া ভ্রষ্ট হইল, সন্ধ্যা নিষ্ফল হইল, বেদ খিন্ন হইল, শাস্ত্রসমূহ পেটিকাবদ্ধ থাকিয়া অন্তরে বিদীর্ণ হইল, ধর্ম মর্মাহত হইল, অধর্মসমূহ প্রায়ই ক্ষয় হইল ।

শেষোক্ত এই শ্লোকটির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না । তথাপি ইহা গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়াই শ্রীগৌড়ীয়াচার্যবর্য শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীপদ্যাবলীতে আহরণ করিয়াছেন ।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় আড়াইল গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট নিম্নলিখিত শ্লোকটি কীর্তন করিয়াছিলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥[২]

জন্ম-মরণ হইতে ভীত মানবগণের কেহ কেহ শ্রুতিকে, কেহ কেহ স্মৃতিকে এবং অপরে মহাভারতকে ভজন করেন করুন ; কিন্তু যাঁহার গৃহের অলিন্দে পরব্রহ্ম খেলা করেন, সেই শ্রীনন্দকে আমি বন্দনা করি ।

১। শ্রীপদ্যাবলী ৮০তম সংখ্যা পরিশিষ্ট ৫ ; ২। ঐ, ১২৬তম সংখ্যা

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের রচিত আরও একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ কিমিহ বয়ং সাম্প্রতং চিনুমঃ ?
অহ্নিয়ত পুরৈব নয়নৈরাভীরীভিঃ পরং ব্রহ্ম ॥[১]

শ্রুতিসমূহ শস্যহীন ধান্যনালের (খড়ের) ন্যায়, এখন ইহা হইতে আমরা আর কি চয়ন করিব ? ব্রজগোপীগণ পূর্বেই নয়নদ্বারা পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ তাঁহার মনঃশিক্ষাচ্ছলে গৌড়ীয়গণের সাধ্যের কথা এইরূপ জানাইয়াছেন,—

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল **কুরু**
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু।[২]

হে মন, বেদে যাহা ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য, অধর্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই করিও না। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বিস্তার কর।

শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য অরুণোদয়কালে রাত্রিবাস-পরিত্যাগ, দন্ত-ধাবনাদি বা স্নান-সন্ধ্যাবন্দনাদি কৃত্য না করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রই ভোজন করায় মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীসার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,—

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥[৩]

শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীগোবিন্দকে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কেনই বা নিজ-সমীপে সেবকরূপে রাখিয়াছিলেন, তাহা শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহা-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে—

১। শ্রীপদ্যাবলী ৯৭তম সংখ্যা ; ২। শ্রীমনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক ; ৩। চৈ চ ম ৬।২৩৪

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরমস্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র ॥[১]

এইসকল আলোচনা করিয়া স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-প্রমুখ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ বৈদিক ধর্মকে আদর করেন নাই ; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম বেদমূলক নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষোক্ত উক্তির মধ্যেই স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তিগণের সংশয়ের মীমাংসা আছে। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।[২]

অর্থাৎ হে অর্জুন! বেদসমূহ ত্রিগুণাত্মক, সকাম অধিকারিগণের বিষয়-সম্বন্ধীয় কর্মফল-প্রতিপাদক ; কিন্তু তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম (শ্রীধর) হও। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও শ্রীসনৎকুমারকে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন যে, তিনি বেদচতুষ্টয় পাঠ করিয়া বেদমন্ত্রবিদ্ হইয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মতত্ত্ববিদ্ হইতে পারেন নাই।[৩] শ্রীশাণ্ডিল্য বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে পরম মঙ্গল লাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।[৪] এইসকল বাক্যের দ্বারা বেদ-বেদান্তবিদ্ ও বেদাচার-নিষ্ঠ শ্রীরামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে[৫] দেখাইয়াছেন যে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনের নিকট বেদের নিন্দা করেন নাই অথবা শ্রীগীতোক্ত ধর্ম অবৈদিক নহে ; আর শ্রীনারদ ও শ্রীশাণ্ডিল্যাদি মহদ্গণও বেদ-বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। বেদের কর্মকাণ্ডকে নিরাস করার অর্থ— বেদবিরোধী হওয়া নহে। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে চারিবেদ ও বেদাঙ্গ—সমস্তই অপরা বিদ্যা। ইহা-দ্বারা স্বয়ং শ্রুতিই বেদের নিন্দা

১। চৈ চ ম ১০।১৩৭ ; ২। শ্রীগীতা ২।৪৫ ; ৩। ছান্দোগ্য ৭।১।৩ ; ৪। শাঙ্কর-শারীরক-ভাষ্য ২।২।৪৫ ; ৫। শ্রীভাষ্য ২।২।৪২

করিয়াছেন, এরূপ মনে হয়। এজন্য বেদের ও উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সাত্বত-পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নিখিল-বেদ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত।'[১] এতৎসঙ্গে শ্রীগীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'[২], 'স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্'[৩], 'ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াম্'[৪], 'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্'[৫], 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো'[৬] ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য আলোচ্য।

বেদের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত যে "পুমানাত্মহিতায় **প্রেম্ণা** হরিং ভজেৎ"[৭] —তাহাই গৌড়ীয়াচার্যগণ সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। পরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বে প্রীতির বিরোধী যে কামনামূলক উপাসনা, যাহা বালকগণকে মিষ্টান্নের লোভ দেখাইয়া খেলাধূলা হইতে বিরত করিয়া হিতকর পাঠে নিয়োগ করিবার ন্যায় চেষ্টাবিশেষ—সেই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে আসক্ত না হওয়ার অর্থ - বেদের বিরোধী হওয়া নহে। বেদের কর্মকাণ্ড দূরে থাকুক, শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রমুখ মহামনীষিগণের প্রচারিত যে নির্বিশেষ জ্ঞান, যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম বলিয়া পণ্ডিতসমাজে বিদিত, তাহাও একমাত্র ভগবৎসুখতাৎপর্যপর শ্রুতিপ্রতিপাদিত প্রেমধর্মের গ্রাহকগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কেন না, নির্বিশেষ-জ্ঞানে পরতত্ত্বের প্রীতির সন্ধান নাই। বেদ পরতত্ত্বকে কেবল আনন্দ বলিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই, 'তিনি আনন্দময় এবং অপরকে আনন্দী করেন।' যে শক্তিতে তিনি আনন্দময়, তাহাই তাঁহার স্বরূপশক্তি - হ্লাদিনী। সেই স্বরূপশক্তির দ্বারাই জীবও আনন্দী হইতে পারেন অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে আনন্দবৈচিত্রী নাই।

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১ অনু, ৪ পৃঃ; ২। গীতা ১৮।৬৬; ৩। ভা ৪।২৯।৪৭; ৪। ঐ, ৬।৩।২৫; ৫। ঐ, ১১।৩।৪৪; ৬। ঐ, ১১।৫।৪১; ৭। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৪তম অনু।

পরতত্ত্বের আনন্দ দুই প্রকার—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দে প্রকাশ-বৈচিত্রী সমধিকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই স্বরূপশক্ত্যানন্দের কথাই বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য। **'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥'**[১] অর্থাৎ শ্যাম হইতে শবল অর্থাৎ বৈচিত্রীকে প্রাপ্ত হই, বৈচিত্রী হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই। এই স্থানে উপনিষদ্ 'শ্যাম' ও 'শবল' এবং শ্যাম ও শবলের প্রতি 'প্রপত্তি' ও 'প্রপন্ন-ব্যক্তি'র উল্লেখ করায় পরব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ কিংবা বিচিত্রতা বা বিলাসহীন নহেন। উপাস্য (শ্যাম) ও তাঁহার শবল (বিচিত্রতা), প্রপত্তি (উপাসনা) ও প্রপন্ন (উপাসক)—নিত্যতত্ত্ব। পরতত্ত্ব প্রাকৃত শ্যামবর্ণ না হইয়াও অপ্রাকৃত শ্যামবর্ণ এবং বৈচিত্রীরূপা স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির সহিত বিরাজমান। সেই যে উপনিষদুক্ত **শবলশ্রী-আলিঙ্গিত শ্রীশ্যামসুন্দর,** তিনিই—গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের উপাস্য।

সপ্তম-মাধুরী

ভারতীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন

'দৃশ্'-ধাতু ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া 'দর্শন'-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্-ধাতুর অর্থ—অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। ল্যুট্ প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে হইলে কেবল অবলোকন, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষীকরণ, অনুভব বা উপলব্ধি বুঝায়; আর করণবাচ্যে হইলে যে করণের বা সাধনের দ্বারা দেখা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়, অনুভব করা যায়, সেই সাধনকে বুঝায়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই হইল যথার্থ

১। ছান্দোগ্য ৮।১৩।১

দর্শন ; যে সাধনের দ্বারা বা যে শাস্ত্রাবতারের কৃপায় ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তাহাও দর্শন-পদবাচ্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"[১]—হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে। এই শ্রুতিবাক্যে যে পরমাত্মার দর্শন বা সাক্ষাৎকারের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম—দর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'দর্শন'-শব্দের পারিভাষিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে॥"[২] মায়ার দ্বারা বিমোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ ন্যায়াদি নানা দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও ভগবানকে দেখিতে পান না। 'দর্শন'-শব্দের সহিত দ্রষ্টা (দর্শনকারী), দৃশ্য (যাহাকে দর্শন করা যায়) ও দর্শন-ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জীব—দ্রষ্টা নহে, পরমাত্মাই—যথার্থ দ্রষ্টা, জীব—দৃশ্য। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"[৩]—পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, সেই জীবাত্মাই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হ'ন।

দার্শনিক চিন্তা মানবহৃদয়ের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম—কোনো না কোনো আকারে, তাহা মানবের হৃদয়াকাশে ভাসমান রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান্ প্রকৃতি বা জগৎ, উহার সহিত নিজের অস্তিত্বানুভব ও সম্বন্ধ, দৈহিক ও মানসিক দুঃখানুভূতি এবং তাহা দূর করিবার ইচ্ছা হইতে আরোহ-দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণা লাভ হয়। কিন্তু অবরোহ-ভাগবতীয় দর্শনের মূলে আছে—অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দে কৃপা-স্ফূর্ত স্বসুখপর্যবসান বা তদনুসন্ধান।

অনাদিসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন উপনিষদের উপরই

১। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫ ; ২। ভা ৮।১৪।১০—শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য ; ৩। কঠ ১।২।২৩

প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন দেশেও পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা ও বিমুখতার তারতম্যানুসারে নির্ব্যক্তিক, স্বাধীন ও আনুকরণিক দার্শনিক চিন্তাসমূহ মানবহৃদয়-তন্ত্রীতে সমস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয়বিধ দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেই বিমুখতা ও উন্মুখতার তারতম্যবৈচিত্রী ফুটিয়া রহিয়াছে।

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

সাধারণতঃ নয়টি দার্শনিক মত ভারতে প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষায় ছয়টি আস্তিক ও তিনটি নাস্তিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"[১] অর্থাৎ হেতুশাস্ত্র বা কুতর্কের আশ্রয়ে বেদ-নিন্দকই হইল—নাস্তিক।

সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দেখা যায়,—"অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ"[২]—অর্থাৎ যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা—আস্তিক, আর যাঁহারা পরলোক নাই বিচার করেন, তাঁহারাই—নাস্তিক।

ষড়্দর্শন

জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র-সূরির 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়'-গ্রন্থে—(১) বৌদ্ধ, (২) ন্যায়, (৩) সাংখ্য, (৪) জৈন, (৫) বৈশেষিক ও (৬) জৈমিনীয় মীমাংসা—এই ছয়টি দর্শনকে ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে[৩] এবং ইহাদিগকেই আস্তিকদর্শন বলা হইয়াছে ;—

১। মনু-সং ২।১১—কুল্লুকভট্টটীকা (বঙ্গবাসী-সং) দ্রষ্টব্য ; ২। পাণিনি (৪।৪।৬০)—'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' সূত্রের সিদ্ধান্তকৌমুদী (১৬১০)-বৃত্তি ; মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৩৩ খ্রীঃ ; ৩। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, তৃতীয় কারিকা ; কাশী চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, ১৯৮২ সংবৎ।

এবমাস্তিকবাদানাং কৃতং সংক্ষেপকীর্তনম্।[১]

এই 'আস্তিকবাদানাং'-পদের ব্যাখ্যায় মণিভদ্রকৃত 'লঘুবৃত্তি' টীকায় উক্ত হইয়াছে,—"আস্তিকবাদিনামিহ পরলোকগতি-পুণ্য-পাপাস্তিক্য-বাদিনাং বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক-সাংখ্য-জৈন-বৈশেষিক-জৈমিনীয়ানাম্" অর্থাৎ যাঁহারা পরলোক, পুণ্য ও পাপাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই হইলেন আস্তিক। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও জৈমিনির মতাবলম্বিগণই আস্তিক।

হরিভদ্রসূরির অনেক পরে মাধবাচার্য পনরটি[২] বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়া 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পনরটি দর্শনের মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত করা হইয়াছে। হরিভদ্রসূরি তাঁহার ষড়্দর্শন-সংক্ষেপের শেষে লোকায়ত বা চার্বাক-দর্শনের মত প্রদর্শন করিয়া উহাকে আস্তিক দর্শনের বহির্ভূত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বৈশেষিক ও ন্যায়কে পৃথগ্দর্শন মনে করেন না, তাঁহাদের মতে পাঁচটিই আস্তিকদর্শন; চার্বাক দর্শনকে লইয়া তাঁহারা ষড়্দর্শন গণনা করেন।

একটি প্রচলিত শ্লোকে ষড়্দর্শনের এইরূপ গণনা দৃষ্ট হয়,—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥[৩]

এই শ্লোকে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত) - ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বেদ

১। ঐ, ৭৭তম কারিকা; ২। (১) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ, (৩) জৈন, (৪) রামানুজ, (৫) মাধ্ব, (৬) পাশুপত, (৭) শৈব, (৮) প্রত্যভিজ্ঞা, (৯) রসেশ্বর, (১০) বৈশেষিক, (১১) ন্যায়, (১২) পূর্বমীমাংসা, (১৩) পাণিনীয়, (১৪) সাংখ্য, (১৫) যোগ। শাঙ্করদর্শন অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ উল্লেখমাত্র করিয়াছেন; ৩। উক্ত শ্লোকটি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কিন্তু মান্দ্রাজ আডিয়ার পুঁথিশালাস্থ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-পুঁথিতে উক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

মানেন না, তাঁহাদিগকে মনুসংহিতার প্রমাণানুসরণে নাস্তিক এবং যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলা হয়। যাঁহারা বেদ মানিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ নিরীশ্বর নামে উক্ত হইয়াও নাস্তিক-পদবাচ্য হ'ন না। প্রচলিত মতে উক্ত ষড়্‌দর্শন আস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে। আর নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত দর্শন মূলতঃ তিনটি—(১) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ ও (৩) জৈন। অগ্নিবংশজ সাংখ্যাচার্য কপিল ও পূর্বমীমাংসা-প্রবর্তক জৈমিনি বেদ মানেন, কিন্তু ঈশ্বর মানেন না ; সুতরাং ইঁহারা নিরীশ্বর হইলেও আস্তিক বলিয়া স্বীকৃত। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণ বেদ ও ঈশ্বর, উভয়ই মানেন না। এজন্য তাঁহারা নাস্তিক এবং নিরীশ্বর। সাংখ্য[1], পাতঞ্জল[2], ন্যায়[3], বৈশেষিক[4] ও মীমাংসকগণ মৌখিকভাবে বেদ স্বীকার করেন অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বেদের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। এজন্যই ইঁহাদের বেদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনকে মৌখিক বলা যাইতে পারে। সাংখ্যদর্শনে—ঈশ্বর প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ) বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বর অস্বীকৃতই হইয়াছেন।[5] পাতঞ্জল-দর্শনে—'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' (অন্যান্য উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা হইতেও সমাধিফল লাভ হয়)—এইরূপ গৌণভাবে বা বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন।[6] সেই ঈশ্বর ক্লেশ, কর্মবিপাক (কর্মের ফল) ও বাসনার দ্বারা অনভিভূত পুরুষবিশেষ। ঈশ্বরও প্রধান-পুরুষনির্মিত ; তাঁহার ঐশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত।[7] বৈশেষিক দর্শনে—'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'[8]—তাঁহার বচন বলিয়া বেদের প্রামাণিকতা। উদয়নাচার্য-

১। সাংখ্যসূত্র ৫।৪৫—৪৮ ; ২। পাতঞ্জলসূত্র ১।৭, ১।২৭ ; ৩। ন্যায়সূত্র ১।১।৭ ; ৪। বৈশেষিকসূত্র ১।১।৩, ৬।২।২১, ৪।২।১১ ; ৫। সাংখ্যসূত্র ১।৯২—৯৫ ; ৬। পাতঞ্জলসূত্র ১:২৩,২৪ ; ৭। কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল-যোগদর্শন, ৫৭ পৃঃ, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খ্রীঃ ; ৮। বৈশেষিকসূত্র ১।১।৩ ও ১০।২।৯

উক্ত সূত্রে তদ্‌-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ"—তাঁহার দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা বেদের প্রণয়নহেতু। কিন্তু সেই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব, সর্বতন্ত্রস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কোন কথাই বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্টভাবে নাই। অতএব এইরূপ অত্যন্ত গৌণভাবে যে ঈশ্বর-স্বীকৃতি, তাহা অস্বীকারেরই তুল্য। ন্যায়-কন্দলী-টীকায় শ্রীধরভট্ট 'তদ্‌'-শব্দের দ্বারা কণাদ বেদদ্রষ্টা ঋষিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ মনে করেন। তিনি ঋষিই হউন বা ঈশ্বর-নামধারীই হউন, যে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ নাই, যাঁহার আরাধনার কথা নাই, এমন কি, ঈশ্বর-বাচক বিশেষ্য শব্দটি পর্যন্ত নাই—কেবল সর্বনাম 'তৎ' এর প্রয়োগমাত্র, এরূপ ঈশ্বর-স্বীকৃতির মূল্য কি ? আর এক স্থানে বৈশেষিক—মনুষ্য অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। এই পর্যন্ত বৈশেষিকের ঈশ্বর-সত্তার আলোচনা দৃষ্ট হয়।[১] ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত করা হইয়াছে—জগতের সৃষ্টিকর্তৃরূপে।[২] ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির উপকরণ হইল—পরমাণুসমূহ। গৌতম-কথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। কণাদের মতে পরমাত্মা ঈশ্বর—দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত, সুতরাং সগুণ (প্রাকৃত গুণের অন্তর্গত) ; গৌতমের মতও তাহাই।[৩] মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই—বটবীজের ন্যায় জগৎ অনাদি বলিয়া উহার সৃষ্টি ও প্রলয় নাই, সুতরাং স্রষ্টার কোনও অপেক্ষা নাই। আত্মা—বেদবিহিত কর্মের কর্তা ও তাহার ফলভোক্তা ; অহঙ্কারই—আত্মা, তাহা স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন, সুখ-দুঃখভোক্তা এবং জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ ও নরকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কর্মই—প্রভু, তাহার ফল স্বর্গ ই—পরমপুরুষার্থ। যজ্ঞাদি কর্ম যে 'অপূর্ব'-নামক

১। বৈশেষিকসূত্র ২।১।১৮,১৯ ; ২। ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯—২১ ; ৩। মম ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-কৃত 'ন্যায়-পরিচয়' ১৬৬,১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।

শক্তি সৃষ্টি করে, তাহাই কর্মের ফল প্রদান করে। অতএব কর্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। বেদ—ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া যে প্রমাণ, তাহা নহে ; কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় অনাদি বলিয়া এবং তাহা মানুষের রচিত শাস্ত্রের ন্যায় ভ্রম-প্রমাদযুক্ত নহে বলিয়া অবাধিত শাব্দ-বোধ জন্মাইয়া থাকে। এইজন্যই বেদ প্রমাণ। অতএব সৃষ্টিকর্তৃরূপে কিংবা কর্মফল-দাতৃরূপে অথবা বেদবক্তৃরূপে কোনভাবেই মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'শঙ্করবিজয়'-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তুষানলে আরূঢ় কর্ম-মীমাংসক কুমারিলভট্ট শঙ্করাচার্যকে বলিতেছেন,—"নিরাস্থমীশং শ্রুতি-লোকসিদ্ধং শ্রুতেঃ স্বতোমাত্বমুদাহরিষ্যন্" অর্থাৎ বেদের স্বতঃপ্রমাণত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্তই আমি ঈশ্বর—শ্রুতিসিদ্ধ এবং লোকসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছি।[১] বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেই পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াদিকর্তা, তৃতীয় সূত্রে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণিকতা ও চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে স্থাপিত হইয়াছেন। সুতরাং বেদান্তদর্শনই হইল প্রকৃতপ্রস্তাবে আস্তিক ও সেশ্বরদর্শন এবং সমগ্র দর্শন-রাজ্যের সার্বভৌমাধিপতি ও সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-সংস্থাপক।

বিভিন্ন দার্শনিকের বেদ-স্বীকৃতির তারতম্য

যে সকল দার্শনিক আচার্য বেদ স্বীকার করেন বলিয়া 'আস্তিক' নামে অভিহিত, তাঁহাদের মধ্যেও বেদের স্বীকৃতি-সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয় ; যথা—

(১) সাংখ্যদর্শনের মতে বেদ—অনিত্য। তাঁহারা বলেন, বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ নিত্য

১। মাধবাচার্য-কৃত শঙ্করবিজয় ৭।৮৯, শ্রীনাথমিশ্রকর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯০ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা ;

নহে।[১] বেদ পুরুষের সৃষ্ট নহে। কারণ, বেদ কাহার রচিত, ইহার স্থির সংবাদ কেহই প্রদান করিতে পারে না।[২] বীতস্পৃহা-হেতু মুক্ত-পুরুষ ও অসর্বজ্ঞতা-হেতু অমুক্ত পুরুষ, উভয়েই বেদ-প্রণয়নে অযোগ্য।[৩] যেরূপ অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকৃত নহে, সেই-রূপ অনিত্য বেদও অপৌরুষেয় (পুরুষকৃত নহে)। বেদের স্বাভাবিকী জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া বেদ স্বতঃপ্রমাণ।[৪] নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। সুতরাং ঈশ্বর বেদের কর্তা হইতে পারেন না। আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভই বেদের দ্রষ্টা, বক্তা ও প্রকাশক।[৫]

(২) পতঞ্জলি আগমকে প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।[৬] তাঁহার মতে বেদ-বোধিত যজ্ঞাদি—বৈধকর্ম এবং বেদনিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি—অবৈধ কর্ম। অতএব বেদ প্রমাণ। পাতঞ্জল-দর্শনে বেদ প্রকৃত আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া বেদসম্বন্ধে কোন মত বা যুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

(৩,৪) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—বাক্যমাত্রই পুরুষের রচিত, বেদবাণীও বাক্য। সুতরাং তাহাও গৌতমের মতে পৌরুষেয়। আপ্ত-পুরুষের প্রামাণ্য-প্রযুক্তই তাঁহার বাক্যের (বেদের) প্রামাণ্য।[৭] বৈশেষিকের[৮] মতে লৌকিক বাক্যরচনার ন্যায় বেদবাক্যের রচনাও বুদ্ধিপূর্বকই হইয়াছে। অতএব বেদ পুরুষ-কৃত।

(৫) মীমাংসকগণের মতে অক্ষর নিত্য। অতএব অক্ষরময় বেদও নিত্য। বেদের কোন কর্তা নাই। কুমারিলভট্ট বেদকে অকৃত (অর্থাৎ ঈশ্বর বা তৎসদৃশ অন্য লোকোত্তর সর্বজ্ঞ পুরুষের রচিত নহে),

---

১। সাংখ্য-প্রবচনসূত্র ৫।৪৫ ; ২। ঐ, ৫।৪৬ ; ৩। ঐ, ৫।৪৭ ; ৪। ঐ, ৫।৪৮, ৫১ ; ৫। ঐ, ৫।৫০ ; ৬। যোগসূত্র ১।৭ ; ৭। ন্যায়সূত্র ২।১।৬৭ ; ৮। বৈশেষিক-সূত্র ৬।১।১

অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়াছেন। কঠ-কলাপাদি ঋষিগণ বেদের তত্তদংশের কেবল দ্রষ্টা ও অধ্যেতা। বেদের কোন মন্ত্রে কোন অক্ষরেরই পরিবর্তন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইরূপ স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই বলিয়াই মীমাংসকগণের মতে বেদ অপৌরুষেয়।

(৬) শঙ্করাচার্যের মতে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা। সেই বেদরচনায় ঈশ্বরের কোন প্রয়াস নাই ; এইজন্য ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ মহাপুরুষেরই নিঃশ্বাস এই বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন।[১] পরমপুরুষ হইতে একইরূপে বেদপ্রবাহ একই ছন্দে বিশ্বের বিভিন্ন সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও নির্বাধগতিতে চলিয়াছে ও চলিতে থাকিবে। পুরুষোত্তমই যদি বেদের রচয়িতা বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তবে বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় কিরূপে ? ইহার উত্তরে শঙ্করসম্প্রদায়ের আচার্যগণ বলেন, পুরুষোত্তম বেদের রচয়িতা হইয়াও তিনি তাঁহার রচনার পরিবর্তন, পরিবর্ধনে স্বেচ্ছাধীন নহেন। এজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। পুরুষের স্বাধীন কর্তৃত্বের অভাবই অপৌরুষেয়-শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। এই অর্থে মীমাংসকগণও বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন।[২]

শঙ্করসম্প্রদায়ের সায়ণাচার্য ঋগ্বেদ-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, স্বয়ং বাদরায়ণ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'[৩]-সূত্রে ব্রহ্মকেই বেদের কারণ (যোনি) বলিয়াছেন। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় হয় কিরূপে ? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন,—পুরুষোত্তমের নির্মিত হইলেও বেদকে পৌরুষেয় বলা যাইবে না, মনুষ্য-রচিত হইলেই তাহাকে পৌরুষেয় (পুরুষ-কৃত) বলা যাইবে—'নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনির্মিতত্বাভাবাৎ।'[৪]

১। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ ; ২। 'পুরুষাস্বাতন্ত্র্যমাত্রং চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি'—ভামতী ১।১।৩ ; ৩। ব্র সূ ১।১।৩ ; ৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা—সায়ণভাষ্যোপক্রমণিকা, ২৪ পৃষ্ঠা, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক ম ম সীতারাম শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

এইস্থানে শঙ্করসম্প্রদায়ের সহিত কর্মমীমাংসকগণের বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিচারে মতানৈক্য হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—"তচ্চ বেদ এব : য এবানাদিসিদ্ধঃ সর্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধং পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবির্ভূতমপৌরুষেয়ং বাক্যম্। তদেব ভ্রমাদি-রহিতং সম্ভাবিতম্। তচ্চ সর্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যম্ ; তদেব চাব্যভিচারি প্রমাণম্। তচ্চ তৎকৃপয়া কোঽপি কোঽপি গৃহ্নাতি। * * * ন চ বুদ্ধস্যাপীশ্বরত্বে সতি তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যম্ ;—যেন শাস্ত্রেণ তস্যেশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহন-শাস্ত্রকারিত্বেনোক্তত্বাৎ।"[১]

যে বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে পরমেশ্বর হইতেই আবির্ভূত, সর্বকারণ ভগবানের অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয় বাক্য, তাহা অবশ্যই ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত। এই বাক্য সর্বজনক পরমেশ্বরের উপদেশ সর্বদা প্রচারের জন্য আবশ্যক, ইহা জানিতে হইবে। এই বাক্যই অকাট্য প্রমাণও। পরমেশ্বরের কৃপা হইলেই এই প্রমাণকে কেহ কেহ একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি বল—বুদ্ধদেবও ঈশ্বরাবতার, তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হউক ;—তাহা হইতে পারে না। কারণ, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, তিনি যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহনের জন্য। সুতরাং ঈশ্বরাবতার বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—যুগান্তে বেদসমূহ বিলুপ্ত হইলে, ব্রহ্মা-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা ইতিহাস-সমূহের সহিত সেই সকল বেদকে পুনর্বার লাভ করেন। অতএব, ঋষিগণ বেদের কর্তা নহেন। বেদ—নিত্যসিদ্ধ ; ঋষিগণের হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, সেইজন্য

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী-প্রমাণপ্রকরণ, ৬ পৃষ্ঠা।

তাঁহারা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশক কর্তা, কিন্তু স্রষ্টা নহেন। বেদে যে প্রতি কল্পে ঋষিগণের নামাদি দৃষ্ট হয় তাহাও অনাদিসিদ্ধ বেদেরই ন্যায়।[১]

"সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ"[২]—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য ঋগ্‌বেদের[৩] ও তৈত্তিরীয় নারায়ণো-পনিষদের[৪] মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—পূর্ব পূর্ব কল্পে বিধাতা যেমন সূর্য, চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্তিকালেও সেইরূপ সৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ স্বরাদির নিয়মও প্রকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব কখনও অসদৃশভাবে সৃষ্ট হয় না।

বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা—নিত্যা। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। উহা হইতেই ঋষিগণের নাম এবং বেদোক্ত সমস্ত পদার্থেরই সৃষ্টি হইয়াছে। মহেশ্বর —বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।[৫]

শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে[৬] আচার্য শ্রীশঙ্কর 'ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ', 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শ্রুতির উদ্ধার করিয়া তাহা দেখাইয়া-ছেন। ঐ সকল শ্রুতি মন্ত্রের অর্থ এই,—সৃষ্টিকালে ঈশ্বর শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে বেদমন্ত্রসমূহ উদ্বুদ্ধ করেন, ব্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র স্মরণ করিয়া তদনুরূপ বেদ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। পূর্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ বর্তমান কালের সৃষ্টি হয়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্যও তাঁহার শ্রীভাষ্যে[৭] 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের'[৮] মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎ-সমূহকে নাম ও রূপ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন;—

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ৮ম পৃষ্ঠা-ধৃত মহাভারত-শান্তিপর্ব (২১০।১৯, ২৩১।৫৬,৫৭)-বাক্য; ২। ব্র সূ ১।৩।৩০; ৩। ঋক্ ১০।১৯০।৩; ৪। তৈ নারা (৬।১।৫৮)-বাক্য। ৫। মহাভারত, শান্তি-প ২৩১।৫৬, ৫৭; ৬। ব্র সূ (১।৩।২৮) —শাঙ্কর-ভাষ্য; ৭। শ্রীভাষ্য ১।৩।২৭; ৮। তৈত্তিরীয়-ব্রা ২।৬।২।৩

"শব্দ ইতি চেৎ-ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"[১]—এই সূত্রে বেদ-শব্দ স্মরণ করিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ ; ব্যক্তি-বিশেষের উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যতা নষ্ট হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে এরূপ দেখা যায়—'পাথর ভাসে', 'মাটী কথা বলে'। সুতরাং এইরূপ বেদবাক্য কখনও আপ্তবাক্য (বিশ্বস্ত বা অভ্রান্ত বাক্য) বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

বৈদিক যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের শক্তি-প্রদর্শনার্থই ঐ সকল স্তুতি ; শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনেও[২] ঐরূপ দৃষ্ট হয়। 'মৃত্তিকা কথা বলেন', 'জল কথা বলেন'[৩], এইসকল স্থলে তত্তদভিমানী দেবতাগণকেই বুঝায়।

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ বেদ অসর্বজ্ঞ জীবের বুদ্ধির অগম্য। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রভাবে যাঁহারা প্রত্যক্ষবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বত্রই বেদবাক্য অনুভব করিতে পারেন ; কিন্তু তার্কিকগণ তাহা পারেন না। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই ভাবেই বেদের অদ্বিতীয় প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।[৪]

পাশ্চাত্য গবেষক এবং তদনুকরণে প্রাচ্য-পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাবের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত কি সাতশত বৎসর পূর্বে ভারতীয়-দর্শনের আবির্ভাব হয় এবং ব্রহ্মসূত্র যে-সকল উপনিষদ্‌কে উপজীব্য করিয়াছে, সেই সকল উপনিষদ্‌ই ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের প্রথম স্তর।

অনাদিতত্ত্বকে আদির মধ্যে, অজকে জন্মের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা আধুনিক গবেষকগণের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহারা

১। ব্র সূ ১।৩।২৮ ; ২। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ২২শ সর্গ ; ৩। শতপথ-ব্রা ৬।১।৩।২,৪ ; ৪। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৮,৯ পৃঃ।

সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই সকল বিষয় দেখিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ, পরতত্ত্ব যেরূপ অনাদি, বেদ ও শ্রুতি যেরূপ অনাদি, পরতত্ত্বের স্বরূপ-শক্তিও সেইরূপ অনাদি, তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও সেইরূপ অনাদি এবং পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন চিন্তাধারা—তাঁহার মায়ার বিবিধ বৈচিত্র্য-জাত মতবাদসমূহও সেইরূপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক মূলীভূত তত্ত্ব, যেমন—তড়িৎ-শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম প্রভৃতি যদি অনাদিতত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জড়শক্তির মূলীভূতা পরমেশ্বরী শক্তি এবং সেই শক্তির বিভিন্ন বিক্রম বা বৈচিত্রীগুলিকে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কিরূপেই বা আবদ্ধ করা যায়? যাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন জড়বাদী নহেন কি?

বেদ ও শ্রুতির নিত্যতা একটি চিদ্-বৈজ্ঞানিক পরম সত্য। শ্রুতিতে দার্শনিক তত্ত্বের যে অঙ্কুর দেখা যায়, তাহার বীজ অনেক পূর্ব হইতেই সর্বত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। গবেষকগণ 'অনেক পূর্ব' বলিতে যে বিবদমান সীমারেখা নির্ধারণ করেন, তাহা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদ, শ্রুতি এবং তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দার্শনিক চিন্তার বীজসমূহ চিরকালই আকাশে ভাসমান শব্দতরঙ্গের ন্যায় বিশ্বমানবের হৃদয়াকাশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। রেডিওষ্টেশন হইতে যেরূপ বাণীপ্রবাহকে অবরুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া সর্বত্র বিতরণ বা প্রচার করা হয়, তদ্রূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণ, মনীষিগণ চিরন্তন মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে স্ব-স্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া জগতে প্রচার করেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের তত্ত্বসমূহ প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উদিত, প্রলয়কালে সুপ্ত এবং পুনরায় অন্য কল্পের

সৃষ্টিকালে পুনর্ব্যক্ত হইতেছে। এজন্যই সাংখ্যাদিদর্শনের আদিবক্তা হইলেন ভগবদবতারগণ অর্থাৎ জীব নহেন। কখনো কখনো কোনো শক্তিসম্পন্ন ঋষি বা মনীষী স্বকপোল-কল্পিত-মতের ছাঁচে ঢালিয়া অন্যরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। তাই সাংখ্যশাস্ত্রের আদিবক্তা ভগবদবতার শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেবের সিদ্ধান্ত অগ্নিবংশজ ঋষি শ্রীকপিলের মতবাদের মধ্যে কিছু অন্যাকার ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ মূলবস্তু যে পরমেশ্বর, তাহা বর্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। যোগাদি-শাস্ত্র-সম্বন্ধেও ঐরূপই কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥[১]

সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি আস্তিক দর্শনের কথা দূরে থাকুক, চার্বাক-জৈন-বৌদ্ধাদি-নাস্তিক দার্শনিক চিন্তাধারাও প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার ন্যায় এই জগতে অনাদিকাল হইতেই রহিয়াছে ও থাকিবে। এজন্য ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি-উপনিষদে চার্বাকের দেহাত্মবাদের অনুরূপ মতবাদ শ্রুত হয়। মায়া যদি অনাদি হয়, তবে মায়ার বিচিত্ররূপ ঐ সকল দার্শনিক চিন্তা কেন অনাদি হইবে না? প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কোনো না কোনো চার্বাকের, কোনো না কোনো বুদ্ধের, কোনো না কোনো তীর্থঙ্কর-জীনের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ নিজেকে 'তথাগত' (পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছেন বলিয়া তথাগত) বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী তিন জন বুদ্ধের নাম করিয়াছেন। তিনি চতুর্থ বুদ্ধ, পরে মৈত্রেয়দেব পঞ্চম বুদ্ধ হইবেন।[২]

১। ভা ১০।৮৫।৩৯; ২। Vide —'Anagata Vansa' published in the Journal of the Pali Text Society, 1886.

চৈনিক ধর্মগুরু কন্‌ফুচিও (Confucius) ঐরূপই কথা বলিয়াছেন—"I only hand on ; I cannot create new things." জৈনগণও বলেন,—প্রতি সৃষ্টিতেই জৈনধর্ম প্রকাশিত হয়। জীনের নামও 'তথাগত'[১]। এইসকল কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, নিরীশ্বর ও নাস্তিক মতসমূহ বৈদিক-ধর্মের ন্যায়ই নিত্য, সত্য ও সনাতন। ইহার অর্থ এই,—পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা বহির্মুখতা একটি অনাদিপ্রবাহ। ইহার আরম্ভের কোনও ইতিহাস নাই। কোন্ দর্শনটি আগে, কোন্ দর্শনটি পরে—দার্শনিক চিন্তার অনাদিত্ব প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্নটিও থামিয়া যায়। তাই গবেষকগণ পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার ন্যায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমনিরূপণ-বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব-মীমাংসার পরে উত্তর-মীমাংসা—এইরূপ একটি বিচার সহজেই হৃদয়ে আসে ; কিন্তু দেখা যায়, ব্রহ্মসূত্রকার যেরূপ তাঁহার সূত্র-মধ্যে জৈমিনির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ধর্মসূত্রকারও সেইরূপ তাঁহার সূত্রে বাদরায়ণের নাম ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বমীমাংসা-দর্শনের পরে বেদান্তের বা ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের উদ্ভব হইয়াছে—এরূপ কিছু সীমারেখা প্রদান করা যাইতে পারে না। পূর্বমীমাংসার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা কুমারিল-ভট্টও স্বীকার করিয়াছেন যে বিজ্ঞানবাদ (বৌদ্ধ যোগাচার-মত), ক্ষণিকবাদ (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত), নৈরাত্ম্যবাদ (বৌদ্ধ সর্ব-শূন্যবাদ) প্রভৃতি মতগুলির বীজ উপনিষদে বিদ্যমান আছে। বেদ-প্রামাণ্যবাদী ভট্ট উপনিষদে ঐ সকল মতকে অর্থবাদ ও বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনের অনুকূলরূপে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সুতরাং জৈমিনির কর্মকাণ্ড প্রচারিত হইবার পর বৌদ্ধমতের আবির্ভাব

১। অমরকোষ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল, এরূপও বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেকটি মতবাদই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনাদি মায়ার বৈচিত্র্যরূপে বিদ্যমান আছে। তৎসঙ্গে যোগমায়ার প্রকাশিত সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তও জগতে সারগ্রাহিগণের নিকট প্রকাশিত আছেন।

যে মহাবৃক্ষের বীজ উপনিষদে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বেদান্তসূত্রে তাহারই পূর্ণ পরিণতি লাভ হয় অর্থাৎ বেদান্তসূত্রই উপনিষদের প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা—ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তসূত্রের কোন্‌টি প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোন্‌টি শ্রীব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা তাহাই নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থের বেদান্ত ও ভাগবত গৌড়ীয়দর্শন'-শীর্ষক অধ্যায়ে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির মূল

প্রাণিমাত্রেরই দুঃখানুভূতি আছে, অথচ কেহই দুঃখ চাহে না। এই দুঃখ দূর করিবার মূলেই জীবের কর্মপ্রবৃত্তি এবং জ্ঞানের পিপাসা আরব্ধ হয়।

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥[১]

যদি কেহ সুখ লাভ করিতে পারিবে, এইরূপ বুঝিতে পারে, তবেই সে কর্ম করিতে অগ্রসর হয়। যদি বুঝে, ইহাতে সুখ পাওয়া যাইবে না, তবে সে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই সুখটিকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্! আমি সুখকে জানিতে ইচ্ছা করি।

ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।[২]

১। ছান্দোগ্য ৭।২২।১ ; ২। ঐ, ৭।২৩।১

যাহা ভূমা (সর্বাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান্, অসমোর্দ্ধ বা পরাৎপর), তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইতে হইবে।

চার্বাক-মত

ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি বা নশ্বর তুচ্ছ ইন্দ্রিয়জ সুখের লালসা হইতেই চারু (আপাতমনোরম) বাক্ (বাক্য) যাহার, সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ অর্থাৎ চার্বাক-মতের অভ্যুদয় হইয়াছে। বৃহস্পতি এই চার্বাক-দর্শনের প্রণেতা বলিয়া কথিত।[১] চার্বাক-মতে এই স্থূল দেহই আত্মা। অঙ্গনা-আলিঙ্গন-জনিত সুখই পুরুষার্থ এবং কণ্টকাদি-ব্যথার জন্য দুঃখই নরক। লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, অন্য কোনও পরমেশ্বর নাই। স্থূল দেহের নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ ধূর্তদিগের প্রলাপবাক্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি তত্ত্ব। আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং তাহা তত্ত্বের মধ্যে স্বীকৃত নহে। এই চারি তত্ত্বই দেহরূপে পরিণত হয়। সুরায় যেরূপ প্রকৃতিজাত বৃক্ষ-বিশেষের নির্যাসহেতু মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ দেহের স্বভাব-বশতঃই উহাতে চৈতন্যের উদয় হয়। শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে উহা আর ফিরিয়া আসে না। অতএব যে কোনো উপায়ে এই জড় জগতটাকে ভোগ করিয়া যাও। সুখের সহিত যে দুঃখ মিশ্রিত আছে অথবা পদে পদে বিঘ্ন আছে তাহা দেখিয়া ভোগ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না। এই চারু (আপাত-মনোহারী বা প্রেয়ঃ) বাক্‌যুক্ত চার্বাক-মতের নামান্তর 'লোকায়ত' অর্থাৎ লোকে বা জনসাধারণের মধ্যে যাহা সহজেই বিস্তৃত (আয়ত) হয়।[২]

১। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৯৩ তম অধ্যায়, শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-সং, ৪১২ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; ২। ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ৮০—৮৬ শ্লোক, কাশী চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা।

মনুসংহিতার মেধাতিথির ভাষ্যে[১] দেখা যায়, লোকায়তগণ তর্ক-বিদ্যায় পটু ছিল। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্য হইতে জানা যায়, ভাগুরী লোকায়ত-শাস্ত্রের একটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[২] বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি' (মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতন থাকে না)—মন্ত্রে[৩] চার্বাক-মতের অনাদি অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে[৪] দেহাত্মবাদী বিরোচনের কথা দৃষ্ট হয়। মহাভারতে[৫] চার্বাকদিগকে হেতুবাদী বলা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে[৬] দেখা যায়, জাবালি ঋষিও চার্বাক-মতের ন্যায় মত প্রচার করিয়াছিলেন। মঘলি-পুত্র গোশাল (মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক) এবং তাহাদের অনুগত আজীব-সম্প্রদায়ের মতও অনেকটা চার্বাক-সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ। শাক্যসিংহ বুদ্ধের সময় দেহাত্মবাদমূলক মতের প্রচার ছিল, মজ্ঝিমনিকায়ে বুদ্ধদেব উহার বিবৃতি দিয়াছেন।[৭] কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জাতীয় মত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে প্রচারিত হইয়াছে।

জৈন-দর্শন

চার্বাক-দর্শনে ঐহিক ভোগবাদ স্থাপনের জন্য যেরূপ নানাপ্রকার তর্কবিদ্যা বা হেতুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, জৈনদর্শনে ঠিক উহার বিপরীত শুষ্ক-বৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বারা স্ববিরুদ্ধরূপ মুক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য নানাপ্রকার হেতুবাদের অবতারণা করা হইয়াছে।

১। মনুসংহিতাভাষ্য ২।১১, ১২।১০৬ ; ২। "বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য * * বর্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য"—ব্যাকরণ-মহাভাষ্য ৭।৩।৪৫ ; ৩। বৃহদারণ্যক ২।৪।১২, ৪।৫।১৩ ; ৪। ছান্দোগ্য ৮।৮।৪,৫ ; ৫। শান্তিপর্ব ২১৮ অ, ১৮—৩১ শ্লোক ও নীলকণ্ঠটীকা দ্রষ্টব্য ; ৬। অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ তম সর্গ ; ৭। Vide—Majjhima Nikaya, 76th Discourse—Translated by Lord Chambers.

অনেকে মনে করেন, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমসাময়িক। মাধবাচার্য তাঁহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'[১] মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদের মত সহ্য করিতে না পারিয়া দিগম্বরগণ অর্থাৎ জৈনগণ বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দেহ হইতে মায়ামোহ-নামক এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া অসুরগণকে অর্হৎ (জৈন)-ধর্ম এবং পরে অন্য অসুরগণকে অহিংসাপর-(বৌদ্ধ)-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।[২] প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যে জৈন নিগ্রন্থ-গণের উল্লেখ দেখা যায়। শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন—নাতপুত্ত বর্ধমান মহাবীর। ইনি গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক। মহাবীরের পূর্বের তীর্থঙ্কর ছিলেন—পার্শ্বনাথ। জৈনগণের মতে, জৈনধর্ম প্রতি সৃষ্টিতেই প্রকাশিত হয়। বর্তমান সৃষ্টিতে ঋষভদেব[৩]—আদি তীর্থঙ্কর এবং বর্ধমান মহাবীর—সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন। জৈন 'তীর্থঙ্কর'-শব্দটির অর্থ—শাস্ত্রকার বা দর্শন-কার। জৈনগণের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র-পরিধানকারী শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর-(উলঙ্গ)-নামক দুইটি সম্প্রদায় আছে। মূল দার্শনিক তত্ত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ নাই, কিন্তু আচারগত বৈষম্য আছে।

জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তাঁহারা বলেন—সর্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান্, জগৎকর্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই।

১। সর্বদর্শনসংগ্রহের আর্হত-দর্শনের উপক্রম ; ২। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১৭।৪১—৩।১৮।৪৩ (বঙ্গবাসী-সং) ; ৩। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে (৩য়—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) দেখা যায়, আগ্নীধ্রপুত্র নাভির গৃহে ও তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ঋষভদেব-রূপে অংশাবতার গ্রহণ করেন। রাজা নাভি পুত্রের পরমপুরুষত্ব লক্ষ্য করিয়া ঋষভ (শ্রেষ্ঠ) নাম রাখেন। ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে ভরত—জ্যেষ্ঠ। তদ্ব্যতীত কবি-হবিপ্রমুখ নয়জন মহাভাগবত ভাগবত-ধর্ম-প্রকাশক। ঋষভদেবের ভাগবতপরমহংস-লীলা বুঝিতে না পারিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটকদেশের রাজন্যগণ বেদবিরোধী জৈনমত প্রবর্তন করেন।

কিন্তু ঈশ্বর নাই বলিলে ইহা বুঝায় না যে, সর্বজ্ঞ কেহ নাই বা দেবতা কেহ নাই। জৈনগণের মতে, তীর্থঙ্করগণ সর্বজ্ঞ এবং স্বর্গবাসী জীবসমূহ মানুষের নিকট দেবতা বলিয়া পূজ্য। জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত—জীব ও অজীব। জীব-শব্দের অর্থ—জ্ঞাতা, আত্মা ও জীবনধারী প্রাণী, উভয়ই। জীব—জগতের সর্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে।[১] ইহারা যখন যে দেহে বাস করে, তখন সেই দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহের অনুপাতে তাহাদের আয়তন হয়। জীব ছাড়া বিশ্বের বাকী সমস্তই—অজীব। ইহাদের নাম—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল (জড়)। ইহারা —রূপহীন, অবিভাজ্য, নিষ্ক্রিয় ও জগতের সর্বত্র বর্তমান। কর্মবশে পুদ্গলের (জড়ের) সহিত জড়ীভূত হইলেই জীবের বন্ধন হয়। এই সকলের তত্ত্ব এবং ইহাদের সহিত আরও নয়টি তত্ত্ব, তদন্তর্গত পাপ ও পুণ্যের কথা জানিয়া বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে করিতে কর্ম ক্ষীণ হইলে মোক্ষ লাভ হয়।[২] জৈনমতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই প্রকার প্রমাণ।[৩] বেদ বা শব্দের প্রামাণ্য যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা যাহাকে শব্দ বা শ্রুতি বলেন, জৈনগণ সেই শ্রুতি স্বীকার করেন না; কিন্তু শ্রুতির পরিবর্তে 'শ্রুত'-শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের নিজেদের শাস্ত্রকে শব্দ-প্রমাণের ন্যায় মনে করেন। জৈনগণের পরোক্ষ বলিতে উক্ত শ্রুত বা শ্রুতি বুঝায়। জৈনমতে মুক্তিতে দুঃখের অবসান আছে।

১। "জিনেন্দ্রো দেবতা তত্র রাগদ্বেষ-বিবর্জিতঃ।" "জীবাজীবৌ তথা পুণ্যং পাপমাশ্রব-সংবরৌ। বন্ধশ্চ নির্জরা-মোক্ষৌ নব তত্ত্বানি তন্মতে॥" "আত্যন্তিকো বিয়োগস্তু দেহাদের্মোক্ষ উচ্যতে॥"—ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ৪৫,৪৭,৫২ শ্লোক; ২। (ক) সর্বদর্শন-সংগ্রহে আর্হতদর্শন ৫৩—৯৭ পৃঃ, মহেশ পাল-সং, ১৯৫০ সংবৎ, কলিকাতা; (খ) শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।২—১১—"অর্হথেমং মহাধর্মং মায়ামোহেন তে যতঃ। প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্॥" (গ) ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন—৪৪—৫৯ শ্লোক (হরিভদ্রসূরি-বিরচিত) কাশী, চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা ৯৫, ১৯৬২ সংবৎ; ৩। "প্রত্যক্ষং চ পরোক্ষং চ দ্বে প্রমাণে তথা মতে।"—ঐ, ৫৫ শ্লোক।

অচেতন প্রস্তরের দুঃখানুভূতি নাই, সুখানুভূতিও নাই—সুখবৈচিত্রী-বোধ ত' দূরের কথা। পরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের আশ্রয় ব্যতীত সুখ-বৈচিত্রীবোধ হইতে পারে না।

প্রাচীন জৈন-গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে এক ভাগের নাম—'পূর্ব', আর এক ভাগের নাম—'অঙ্গ'। চৌদ্দটি 'পূর্ব' এবং এগারটি 'অঙ্গ' আছে। 'পূর্ব' এখন বিলুপ্ত, 'অঙ্গ'গুলির আবার বহু উপাঙ্গ ও প্রকরণাদি আছে। দিগম্বর জৈনগণ সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। জৈন-আগমগুলি অর্ধমাগধী প্রাকৃতে লিখিত।

বৌদ্ধ-দর্শন

এই সংসারে জরা, পীড়া, মৃত্যু ও দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীশাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের মনে প্রথমেই প্রশ্ন হইল—'কিরূপে দুঃখকে চিরতরে ধ্বংস করা যায়?' ইহা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল—'কি না হইলে দেহের জরা, পীড়া, মৃত্যু হয় না?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন—'দেহের জন্ম না হইলে জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না।' এইভাবে তিনি প্রাণীর জন্মান্তরের ও কর্মফলের অস্তিত্ব অনুমান করিলেন এবং নির্বাণের দ্বারা স্থূলদেহ-নাশ ব্যতীত দুঃখের অবসান হইতে পারে না—সিদ্ধান্ত করিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশের সার এই,—"সব্বং অনিচ্চং, সব্বং দুক্খং, সব্বং অনাত্মং"—সকলই অনিত্য, সকলই দুঃখ, সকলই অনাত্ম।

বুদ্ধের মতে, দুঃখস্কন্ধ-নিরোধের নাম—নির্বাণ। নির্বাণলাভ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, একেবারে অভাব বা শূন্য হইয়া যায়। তৈল ও বাতির সংযোগে প্রদীপ জ্বলে, উভয়ের অভাব হইলে প্রদীপ নিভিয়া যায়; সেইরূপ নির্বাণরূপ শূন্যতায় সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। বৌদ্ধমতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—কোনটিই সত্য নহে। মহাযানিকেরা কেবল

বোধি-সত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধকেই ঈশ্বর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীব ও জগতের মধ্যে স্থিরত্ব ও স্থায়িত্ব নাই। অতএব শূন্যই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ; শূন্য হইতে সৃষ্টি ও শূন্যেই প্রলয়।

বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ক্ষুধা যেরূপ ব্যাধি হইতেও অধিক কষ্টদায়ক, সেইরূপ জীবন—দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, একমাত্র নির্বাণই পরম সুখ ;—"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খার পরমদুঃখম্। এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বাণং পরমং সুখং॥" নির্বাণ লাভের জন্য দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান (পরিমিতা)—এই সকল গুণের প্রয়োজন। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটি প্রমাণ।[১]

বৌদ্ধদর্শনের মতে কোন বস্তুই এক ক্ষণের বেশী থাকে না। এজন্য উক্ত দর্শনে আত্মা বা ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বৌদ্ধদর্শনে জন্মবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু আত্মা না থাকিলে কিরূপে জন্মান্তর স্বীকৃত হয় ? ইহার উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, আত্মা বলিয়া যাহা আমাদের কাছে মনে হয়, তাহা—(১) রূপ-স্কন্ধ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর), (২) বেদনা-স্কন্ধ (feelings, sensations, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা), (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ (perception—সংজ্ঞান), (৪) সংস্কার-স্কন্ধ (mental and physical tendencies) ও (৫) বিজ্ঞান-স্কন্ধ (চিত্তের প্রতিস্পন্দ বা reaction) ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইগুলি আমাদের বুঝিবার ভুলে যখন একটি সমষ্টিগত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা উহাকে 'আমি' বা 'আত্মা' বলিয়া মনে করি। রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধগুলি যেমন প্রকাশিত হইতেছে, অমনি প্রতিমুহূর্তে ধ্বংস হইতেছে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবনকালকে ব্যাপ্ত করিয়া উক্ত পঞ্চস্কন্ধের অবিরাম উৎপত্তি ও বিনাশের ধারা চলিয়াছে।

১। সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ১০—৫২ পৃঃ, মহেশচন্দ্রপাল-সং, কলিকাতা, ১৯৫০ সংবত ; ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় ৪—১১ শ্লোক ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।১৪—৩০।

যে স্কন্ধসমষ্টি একটি কর্ম করে, উহার পরবর্তী কোন ক্ষণের সমষ্টি সেই কর্মের ফলভোগ করে। তৃষ্ণা ও কর্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারা বন্ধ হইয়া নির্বাণ-অবস্থা লাভ হয়।

বুদ্ধের মতে, দেহের নাশের সহিত জীবত্বের বিনাশ হয় না। মৃত্যুর পর দেবশরীর, মনুষ্য-শরীর, নারকীয় শরীর, প্রেত-শরীর ও পাশব শরীর—এই পঞ্চবিধ জন্মান্তর হয়। বুদ্ধের মতে, এই জন্মান্তর পুনর্জন্ম নহে, ইহা নব জন্ম। বুদ্ধদেব 'সাস্বত আত্মা' স্বীকার করেন না। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান-ধাতু—"বিঞ্ঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং' (দীঘনিকায়, ১১) অর্থাৎ অদৃশ্য, অসীম, সর্বতোপহ। বুদ্ধদেবের মতে—রূপকায় (স্থূলদেহ) + নামকায় (সূক্ষ্মদেহ) + বিজ্ঞান = পুরুষ। আর পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টিই ভূতাত্মা (personality)। বুদ্ধের মতে সংসার—অনাদি, কিন্তু সান্ত। যে অবস্থায় চিত্ত সংস্কারহীন ও তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়, তাহাই নির্বাণদশা। দেহ থাকা-কালে নির্বাণ লাভ হইতে পারে। ইহাকে 'সোপাধিশেষ নির্বাণ' বলা হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিই অর্হৎ-পদবাচ্য। দেহান্তে পরিনির্বাণ লাভ হয়; উহা 'অনুপাধিশেষ নির্বাণ'। নির্বাণাবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়। এই নির্বাণ—অকথ্য ও অবর্ণ্য।[1] নির্বাণ—ভাবও নহে, অভাবও নহে। নির্বাণ-অবস্থায় কোনো জ্ঞানও নাই, কোনো প্রতীতিও নাই; প্রতীতি যে বিধ্বংস হইয়াছে, তাহারও বোধ নাই—স্বয়ং বুদ্ধ পর্যন্ত মায়ামরীচিকা।[2] নির্বাণকে কেহ কেহ পরম সুখ বলিয়াছেন,—"নিব্বাণং পরমং সুখং।" কিন্তু যেখানে সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিনাশ, যেস্থানে কোনও অনুভূতিই নাই—জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কিছুই নাই, সেস্থানে সুখের বা পরম সুখের কল্পনা আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কি? দুঃখের নিদান পঞ্চ স্কন্ধ-নিরোধের চেষ্টায় বাস্তব সুখ নাই, সুখবৈচিত্রীবোধ ত' দূরের কথা।

১। দীঘনিকায় ১৫; ২। নাগার্জুন-কৃত 'মাধ্যমিক কারিকা' দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধগণ বহু শাখায় বিভক্ত। পরস্পরের আচারের-পার্থক্যই ঐরূপ বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপরই বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক—এই চারিটি শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

গৌতম-বুদ্ধের নিজের রচিত কোনো গ্রন্থ নাই। পরবর্তিকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধের যে সকল উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, তাহা তিনভাগে বিভক্ত—(১) সুত্তপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভিধম্মপিটক নামে প্রসিদ্ধ। পালিভাষায় রচিত ঐসকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া 'হীনযান' বৌদ্ধমত উৎপন্ন হয়। ইহার পরবর্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে মহাযান-মত প্রপঞ্চিত হয়। ঐ মতে বস্তু মাত্র যে কেবল ক্ষণস্থায়ী, তাহা নহে; উহার কোন বাস্তব সত্তাই নাই। রজ্জুতে যেমন আমাদের সর্পভ্রম হয় এবং তথায় যেরূপ সর্প-প্রতীতি একেবারে সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র, সেইরূপ সমগ্র জগৎ কেবল প্রতীতি-ভ্রম। এই মহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদের ঐক্য আছে বলিয়াই শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু ও অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্যগণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। মহাযান-শাস্ত্রের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, উভয়ের সহিতই মায়াবাদের সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানবাদে বলা হইয়াছে, কেবল জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞেয়-বস্তু নাই। সমস্ত প্রতীতি—স্বপ্নের ন্যায় ভ্রমমাত্র। শূন্যবাদে এই ভ্রমকে অনির্বাচ্য বলা হইয়াছে। মায়াবাদের অপর নাম—অনির্বাচ্যবাদ।[১]

১। বিশেষ জানিতে হইলে গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ ২১ সংখ্যায় (৭ই পৌষ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)—'মায়াবাদকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক্যবাদ বলা কি অসঙ্গত' এবং 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদ-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ'—প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

আধুনিক কালের কেহ কেহ বৌদ্ধমতকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে মোচন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেবের শূন্যবাদটি 'নাস্তিবাদ' (Nihilism) নহে, উহা শঙ্করবেদান্তেরই অনুরূপ মত। কারণগুলি এই—(১) শ্রীশঙ্করাচার্যের 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ'-গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে—"যং শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ" অর্থাৎ যাহা শূন্যবাদিগণের শূন্য, আর ব্রহ্মবিদ্‌গণের যাহা ব্রহ্ম।[1] (২) বুদ্ধদেব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানিতেন। সেই ঈশ্বর জন্য-ঈশ্বর অর্থাৎ উপাধি-কল্পিত—যাহা পঞ্চদশীকারের মতে 'মায়া'-নাম্নী কামধেনুর বৎস[2]। যাহা শঙ্করবেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম—যাহা বুদ্ধদেবের শূন্য, তাহাও জন্য নহে—নিত্য, সত্য, সনাতন। (৩) একাধারে জড়বাদী, উচ্ছেদবাদী (Nihilist), দৃষ্টবাদী (Positivist), সংশয়বাদী, হেতুবাদী (Rationalist), প্রেয়োবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী ও ইহসর্বস্ববাদী—চার্বাক ছিলেন আদর্শ নাস্তিক। বুদ্ধদেবের মত ঐরূপ আদর্শ নাস্তিক্য-বাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই আদর্শ আস্তিক। (৪) বুদ্ধদেব জীবঘাতি-যজ্ঞবিধায়ক বেদের নিন্দা করায় বেদনিন্দক হ'ন নাই। ঐরূপ বেদ-নিন্দা উপনিষদ্ ও গীতাতেও পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবকে এইরূপভাবে যে আস্তিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা চার্বাকের দেহ-সর্বস্ব-মতবাদ এবং শঙ্করবেদান্তের নির্বিশেষ মতবাদের তুলনামূলে অর্থাৎ চার্বাক-বাদকে আদর্শ নাস্তিক্য-মত এবং নির্বিশেষবাদকে আস্তিক্য-মত বা আদর্শ বেদান্তসিদ্ধান্তরূপে অনুমান করিয়াই উহাদের সহিত তুলনায় বৌদ্ধমত আস্তিক্য-মত বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ দুইটি মতবাদ অন্যান্য দার্শনিক

১। সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ ৯৮০ সংখ্যা ; ২। পঞ্চদশী ৩।২০৬ (বঙ্গবাসী-সং) ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

মতের বা ধর্মমতের নাস্তিকতা ও আস্তিকতা-নিরূপণের মানদণ্ড নহে। পরমেশ্বর মানার অর্থ কি? পরমেশ্বর মানি, অথচ তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা, অবিচিন্ত্যশক্তিমত্তা স্বীকার করি না; পরমেশ্বরকে আমার ক্ষুদ্র ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া আমার বিচারের কয়েদী করিয়া তাঁহাকে মানি—ইহা ঈশ্বর-মানা নহে; ইহা ভয়াবহ নাস্তিকতা। সচ্চিদানন্দ-পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের দিকে যে সিদ্ধান্ত যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ততটা আস্তিক সিদ্ধান্ত। অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তিগণের নিকট চার্বাক 'নাস্তিক' বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। কিন্তু চার্বাক হইতেও কোটিগুণ ভগবদ্বিরোধী নাস্তিকতা—যে সকল মতবাদের গতি নির্বিশেষবাদের দিকে ধাবিত, তাহাদের গর্ভেই সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্গণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধমত, জৈনমত ও ইহাদের প্রতিযোগী বা সহযোগী বিভিন্ন মতের চরম লক্ষ্য কি—সর্বাগ্রে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি পঞ্চদর্শন তথা বেদান্তদর্শনের উপর শাঙ্কর-শারীরকের নির্বিশেষপর সিদ্ধান্ত এবং ঐগুলিরই অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিবিম্বস্বরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতসমূহ একান্ত ভগবৎ-স্বরূপশক্ত্যানন্দের নিরুপাধিক বিলাস স্বীকার করিয়াছে কি, অথবা আধ্যক্ষিকতা ও নির্বিশেষগতিই উহাদের চরম লক্ষ্য?—ইহা নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

কপিলের সাংখ্যদর্শন

বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেও দুঃখ একটি প্রধান স্বীকৃত সত্য। দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-ভেদে ত্রিবিধ। এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইল তত্ত্বজ্ঞানলাভ। তত্ত্ব—২৫টি। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ১১টি ইন্দ্রিয়, ৫টি তন্মাত্র (অমিশ্র পঞ্চভূত) ও ৫টি মহাভূত—এই ২৪টি এবং পুরুষ মিলিয়া ২৫টি তত্ত্ব। পুরুষ এক হইলেও জন্ম-

মরণাদি অবস্থার ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠান-হেতু প্রকৃতিস্থ পুরুষ অসংখ্য।[১] যেমন ঘটাদি-যোগে আকাশের নানাত্ব ঘটে, সেইরূপ পুরুষ স্বরূপতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করায় বিভিন্ন হ'ন। পুরুষ—নিত্য, নির্গুণ ও বিভু-স্বভাব। ঘটাকাশ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ উপাধির ভেদ হয়, ঘটরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আকাশ, তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ হয় না; তদ্রূপ নিত্য, নির্গুণ, বিভুস্বভাব আত্মারও স্বরূপতঃ ভেদ হয় না, দেহরূপ উপাধি-সংযোগে আত্মা নানারূপে প্রতিভাত হ'ন মাত্র। লৌহ যেমন অগ্নির সন্নিকটস্থ হইলে অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও আত্মার সন্নিধানে থাকিয়া আত্মার চৈতন্য-গুণ প্রাপ্ত হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষিমাত্র, তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাহার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। জ্ঞানোদয় হইলে সে সুখদুঃখ-ভোগের অতীত হইয়া মুক্ত হয়। পুরুষ ব্যতীত যে ২৪টি তত্ত্ব, তাহাই জগৎ। ইহাদের মধ্যে সকলের মূল—প্রকৃতি। প্রকৃতির আর এক নাম সমা অর্থাৎ ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা। যখন এই প্রকৃতির বিক্ষোভ হয়, তখনই মহৎ-অহঙ্কারাদি-ক্রমে জগৎ-সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতি—অচেতন ও জড় এবং সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি—পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য-সাধনের জন্য (প্রকৃতির স্বরূপে পুরুষের প্রকৃত অর্থসাধক যে কিছুই নাই, এই জ্ঞানোৎপাদনের জন্য) পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গুর অন্ধকে চালনা করার ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি-কার্য নির্বাহিত হয়।[২] প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তি-হীন এবং পুরুষ—ক্রিয়াশক্তিহীন। পুরুষ যখন বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি

১। "জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্," "উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ"—সাংখ্যদর্শন (১।১৪৯,১৫০); ২। সাংখ্যকারিকা ২১ শ্লোক।

তাহাকে বশ করিতে চাহে অর্থাৎ পুরুষের যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া সরিয়া পড়ে। পুরুষ তখন মুক্ত হয়। রঙ্গালয়ের লোকদিগকে নৃত্য-প্রদর্শন করিবার পর নর্তকী যেরূপ স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষকে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিবার পর নিবৃত্ত হয়।[১] ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের অর্থ—জগৎ-সৃষ্টিকারী। সেই ঈশ্বর যদি মুক্ত-পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না; আর যদি বদ্ধ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা যায় না। অতএব ঈশ্বর নাই। বেদাদি-শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, তাহা মুক্ত-আত্মার প্রশংসামাত্র অথবা সিদ্ধগণের কথা। প্রকৃতিই এই জগৎ-সৃষ্টির কারণ। সাংখ্যের মতে শ্রুতিশাস্ত্র জগৎকে প্রধানেরই কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] নিরীশ্বর-কপিল ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিন প্রকার প্রমাণ।

এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী অগ্নিবংশজ ঋষি নিরীশ্বর-কপিল—শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত ষড়্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক সাংখ্য-সিদ্ধান্তের মূল প্রবর্তক ও কীর্তনকারী ভগবদবতার শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকপিল—ভগবত্তত্ত্ব; তাঁহাতে ভ্রম-প্রমাদ নাই।

পতঞ্জলির যোগদর্শন

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে।[৩] চিত্ত—প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও স্থিতি (আলস্য) এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ

১। সাংখ্যকারিকা ৫৯ ; ২। (ক) 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'—সাংখ্যসূত্র ১।৯২, 'মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ'—ঐ, ১।৯৩, 'মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা'—ঐ, ১।৯৫, এতদ্ব্যতীত ঐ, ৫।২—১২ সূত্র দ্রষ্টব্য ; (খ) "প্রকৃতিরেব কারণং ন প্রকৃতেঃ কারণান্তরমস্তি। ন কিঞ্চিদীশ্বরাদিকারণমস্তীতি মে মতি ভবতি॥"—গৌড়পাদকৃত সাংখ্যকারিকা-ব্যাখ্যা ৬১তম সংখ্যা, Published under the auspices of the Bengal Theosophical Society, Calcutta, 1889. ৩। যোগসূত্র ১।২

স্বভাব ও গুণ-সম্পন্ন। চিত্তের জ্ঞানাত্মক সত্ত্বাংশে যখন অল্পমাত্রও রজোগুণ থাকে না, তখন চিত্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্ত্ব হইতে পুরুষ ভিন্ন—এইমাত্র জ্ঞান অবস্থিত থাকে। চিত্ত তখন 'ধর্মমেঘ'-নামক ধ্যান-পরায়ণতা লাভ করে। যোগিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ 'প্রসংখ্যান' (সম্যক্ বিবেক-জ্ঞান) বলেন। পতঞ্জলির মতে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত ধ্বংস হয় না ; যোগপ্রণালী অবলম্বন করিলে চিত্ত যখন বিশীর্ণ হইয়া যায়, উহার বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়, তখনই চিত্ত বিনষ্ট হয়।

এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের আট প্রকার প্রণালীর মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করিলেই চিত্ত নিরোধ হইতে পারে :—(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য[১], (২) ঈশ্বরের উপাসনা[২], (৩) প্রাণায়াম[৩], (৪) নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা[৪], (৫) হৃৎপদ্মে ধারণা[৫], (৬) নিষ্কাম মহাপুরুষের ধ্যান[৬], (৭) স্বপ্নে মূর্তিবিশেষের কিম্বা সাত্ত্বিকবৃত্তির আশ্রয়[৭], (৮) নিজের রুচি-অনুযায়ী যে কোনো বিষয়ের ধ্যান।[৮]

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলা হয়।[৯] তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন এবং শেষোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।[১০] ধ্যান পরিপক্ক হইয়া ধ্যেয়বস্তুর সহিত চিত্তের যখন ভেদ-বুদ্ধিশূন্য হয় অর্থাৎ চিত্ত কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারেই ভাসমান হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে।[১১] এই সমাধি দুই প্রকার—সবীজ ও নির্বীজ। সবীজ-সমাধিতে চিত্তের অবলম্বন থাকে অর্থাৎ তখন চিত্তের অতিসূক্ষ্ম সাত্ত্বিক-বৃত্তি থাকিয়া যায়। এই সবীজ-সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত

১। যোগসূত্র ১।১২ ; ২। ঐ, ১।২৩ ; ৩। ঐ, ১।৩৪ ; ৪। ঐ, ১।৩৫ ; ৫। ঐ, ১।৩৬ ; ৬। ঐ, ১।৩৭ ; ৭। ঐ, ১।৩৮ ; ৮। ঐ, ১।৩৯ ; ৯। ঐ, ২।২৯ ; ১০। ঐ, ৩।৭ ; ১১। ঐ, ৩।৩

সমাধি।[১] নির্বীজ-সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তির বিলুপ্তি ঘটে, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; এজন্য উহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।[২]

সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ-সমাধি আবার সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচারভেদে চতুর্বিধ।[৩] ইহাদেরও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্বীজ সমাধি হয়।[৪]

পাতঞ্জলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত। এই চারি পাদের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ্য, লক্ষণ, উপায় ও প্রকারভেদ ; দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্মফল, কর্মফলের দুঃখত্ব, হেয় (অনাগত দুঃখ), হেয়হেতু (হেয় সংসার-বন্ধনের নিদান), হান (অবিদ্যার অভাবে সংযোগাভাব) ও হানোপায় (প্রকৃতিপুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান) ; তৃতীয় পাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য বা মুক্তির কথা দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বর—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অনভিভূত ও অস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ।[৫] ক্লেশ—পাঁচ প্রকার ; যথা—অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা (পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ-প্রতীতি), রাগ (সুখভোগবিষয়ে আসক্তি), দ্বেষ (দুঃখভোগ হইতে জাত বিরক্তি), অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়), কর্ম (পাপ ও পুণ্য), বিপাক (কর্মফল, ইহা ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ু ও ভোগ), আশয় (বিপাকের অনুরূপ সংস্কার)।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে কপিলের সমস্ত তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া তদুপরি ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বরূপে পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর জীব-জগতের কারণ নহেন। সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতিই—মূলকর্ত্রী, সাংখ্যের মুক্তিই পতঞ্জলির অভিপ্রেত।

১। যোগসূত্র ১।১৭ ; ২। ঐ, ১।১৮, ৩। ঐ, ১।৪২—৪৬ ; ৪। ঐ, ১।৫১
৫। ঐ, ১।২৪

অনেকে নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্যমতকে 'নিরীশ্বর সাংখ্যযোগ', আর পতঞ্জলির যোগকে 'সেশ্বর সাংখ্যযোগ' বলেন। কারণ, দার্শনিক প্রধান বিচার্যবিষয়সমূহে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই। সাংখ্য—প্রমাণমূলে ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন ; আর পতঞ্জলি বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন—এইমাত্র উভয়ের মধ্যে ভেদ। পতঞ্জলির এই ঈশ্বর-স্বীকৃতি সহজভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত নহে। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধরূপ সমাধি কি ভাবে হয়, এই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য উপায়ের মধ্যে 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা'[১] অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান (উপাসনা) হইতেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে।

যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর সাধনকালে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ হয়, তাহা বিভূতি বা সিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সমাধি-রহিত ব্যক্তি-গণের পক্ষে উহা বিভূতি বলিয়া গণ্য হইলেও সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে তাহা উপসর্গ।[২]

পতঞ্জলি ঋষির প্রপঞ্চিত যোগ—'রাজযোগ' নামে খ্যাত। হঠদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে হঠযোগের (হঠাৎ বা বলাৎকারের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বলিয়া ঐ নাম) কথা পাওয়া যায়। হঠযোগের ক্রিয়া অধিকাংশই দেহনিষ্ঠ। ধৌতি, বস্তি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্মের দ্বারা শরীরের শোধন, আসনের দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা-দ্বারা শরীরের স্থৈর্য, প্রত্যাহারের দ্বারা দেহের ধৈর্য, প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের লঘুতা, ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয়ের সাক্ষাৎকার ও সমাধির দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়—এই সপ্ত-সাধনসম্পন্ন হঠযোগী পরিণামে মুক্তি লাভ করেন।

রাজযোগের চরম লক্ষ্য হইল কৈবল্য বা কেবলাবস্থালাভ। যখন গুণসমূহ পুরুষার্থশূন্য হওয়ায় উহাদিগের গুণরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয়,

---

১। যোগসূত্র ১।২৩ ; ২। ঐ, ৩।৩৭

তখন সেই অবস্থাকে অথবা চিতিশক্তি বা চৈতন্যের স্বরূপে অবস্থানকে 'কৈবল্য' বলে। বুদ্ধিসত্ত্বার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল চিতিশক্তি-রূপে (চৈতন্যমাত্ররূপে) পুরুষের অবস্থানকেই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা ও সেই অবস্থার নিত্য অবস্থানকে কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যের ন্যায় যোগ-মতেও কৈবল্যে জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়। কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির পর পরমানন্দকন্দ পুরুষোত্তম ও তাঁহার নিত্য উপাসক ও উপাসনার অস্তিত্ব না থাকায় বাস্তব সুখপ্রাপ্তিরও কোনো প্রসঙ্গ নাই।

অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়দর্শন

অক্ষপাদ গৌতম বা গোতম * ঋষির ন্যায়দর্শনে একুশ প্রকার দুঃখের কথা আছে। শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয়টি বিষয়, ছয় প্রকার বুদ্ধি—এই উনিশ প্রকার দুঃখ-স্থান, 'দুঃখ' নামে কথিত। (২০)—সুখও দুঃখেরই পরিণাম বলিয়া দুঃখেরই সমান ; তাহা ছাড়া (২১)—দুঃখ নিজ-স্বরূপে ত' বিদ্যমান আছেই।

ন্যায়সূত্রে ষোলটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে,--(১) প্রমাণ [যথার্থ জ্ঞানের উপায়], (২) প্রমেয় [যথার্থ জ্ঞানের বিষয়], (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব [অনুমানের অঙ্গীভূত বাক্য (premises of an inference)], (৮) তর্ক [অজ্ঞাত বিষয় জানিবার জন্য হেতু প্রভৃতির অনুসন্ধান], (৯) নির্ণয় [মীমাংসা], (১০)

---

* স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকা-খণ্ড, ৫৫তম অ, ৫ম শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং) —অক্ষপাদকে অহল্যার পতি এবং মহাভারতে (শান্তি-প, মোক্ষ ২৭২।৯, কুম্ভকোণম্‌, মধ্ববিলাস-সং)—অহল্যার পতির নাম মেধাতিথি বলিয়া উল্লিখিত আছে। এজন্য মেধাতিথিই--অক্ষপাদ গোতম বলিয়া অনেকে মনে করেন। গৌতম ও গোতম, এই দুইটি নাম গোত্রানুসারী। গোতম কোন সময়ে বেদব্যাসকে দর্শন করিবার জন্য যোগবলে স্বীয় পদদেশে চক্ষুরিন্দ্রিয় সৃষ্টি করায় তখন হইতে তিনি অক্ষপাদ নামে খ্যাত হন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

বাদ [বিচার], (১১) জল্প [প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা], (১২) বিতণ্ডা [উদ্দেশ্যহীন তর্ক] (১৩) হেত্বাভাস [যাহা হেতু নয় অথচ দেখিতে আপাততঃ হেতুর মত (fallacy)], (১৪) ছল [অন্যের ব্যবহৃত বাক্যের কদর্থ করা বা নানাভাবে প্রতারণার চেষ্টা (quibble)], (১৫) জাতি [পরমত-খণ্ডন] ও (১৬) নিগ্রহস্থান [যে যে বিষয়ে প্রতিপক্ষ পরাজিত হইল, তাহার নির্দেশ]। এই ১৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তিদোষ ও মিথ্যা-জ্ঞানের মধ্যে শেষোক্তটির (মিথ্যা-জ্ঞানের) বিনাশ হইলে তৎপূর্ব-পূর্বগুলির ক্রমে নাশ হয়। সর্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হয়।[1]

ন্যায়মতে আত্মা—সর্বব্যাপী। ইহার কোন গুণ নাই। মনের সহিত এবং মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উৎপন্ন হয়। ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলে মিথ্যা-জ্ঞান দূর হয়। মিথ্যা-জ্ঞান ধ্বংস হইলে রাগ-দ্বেষাদি থাকে না এবং কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে আত্মার দেহ ও মনের সহিত সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় আত্মার কোনো জ্ঞান বা কোনো সুখ-দুঃখ থাকে না। ন্যায়দর্শনের মতে, ক্লেশের অভাবই হইল অপবর্গ। ইহাতে বাস্তব সুখের কোনো কথা নাই।

ন্যায়দর্শনে জগতের কর্তৃরূপে[2] ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। জগৎ—কার্য ; কার্যের একজন কর্তা থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর ব্যতীত উপযুক্ত কর্তা আর কেহ হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বর আছেন। কর্তা, উপকরণ ছাড়া কার্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির উপকরণ—পরমাণুসমূহ। বৈশেষিক দর্শনেরও এই মত। ন্যায়দর্শনের মতে জগৎকারণ ঈশ্বরকে না দেখিলেও তাঁহার অস্তিত্ব মানিতে হয়।

১। ন্যায়সূত্র ১।১।২, ২১,২২, ৪।১।৬৩, ৪।২।৩৭—৪৫ ; ২। ঐ, ৪।১।১৯—২১

বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অথচ এই অঙ্কুরটি যে নির্মাণ করিল, সেই কর্তাকে দেখিতে না পাইয়াও যেরূপ অঙ্কুরটির কোন কর্তা আছে (কার্য থাকিলেই কারণ আছে)—মানিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কারণ থাকিলেই যে সেই কারণটি কোনও শরীরী হইবে, এরূপ নহে। সুতরাং, ঈশ্বর—জগতের কর্তা হইলেও যে ঈশ্বরের দেহ থাকিবে, তাহা নহে। ঈশ্বর—কর্মফলের বিধাতা। তিনি পরমাণুদিগকে চালিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বেদও সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্রের আর একটি নাম—'আন্বীক্ষিকী বিদ্যা' অর্থাৎ যে শাস্ত্র অন্বীক্ষা বা পর্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। ন্যায়দর্শন—অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায়ই অনাদিসিদ্ধ। মহর্ষি গৌতম সূত্র-রচনার দ্বারা ঐ দর্শনকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, এই মাত্র।[১] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীকে 'সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ' বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—যুক্তিতর্কের নিরূপণ। নৈয়ায়িক-গণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। অনুমান-সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। অনুমানের ও উহার পঞ্চ অবয়বের বিচার ন্যায়-শাস্ত্রের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। মল্লযুদ্ধে (কুস্তিতে) জয়ী হইতে হইলে শারীরিক বল অপেক্ষা যেরূপ কৌশলের (প্যাঁচের) অধিক কার্যকারিতা দৃষ্ট হয়, সেরূপ প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের

১। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, বেদবিদ্যার ন্যায় আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা মানবসমাজের কল্যাণার্থ পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।—মহাভারতে শান্তিপর্ব, ৫৯তম অধ্যায়, ২৮—৩৩ শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং ১৮২১ শকাব্দা।

পরিভাষা ও যুক্তিতর্কের কৌশল বিশেষ কার্যকরী। বৌদ্ধ তার্কিক-গণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিবার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীশঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডনার্থ শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচ্য-দর্শনের ইতিহাসে মাধ্বন্যায়ের কূটতর্ক ও সূক্ষ্ম যুক্তি অদ্বিতীয়। শ্রীমধ্বা-চার্যের কথালক্ষণ ও ন্যায়বিবরণ, শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা, শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত, তর্কতাণ্ডব প্রভৃতি গ্রন্থ, শ্রীবাদিরাজের সুধাটিপ্পনী, যুক্তিমল্লিকা, শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থের সুধাপরিমল প্রভৃতি মাধ্বন্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীব্যাসতীর্থ তাঁহার তর্কতাণ্ডবে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির বিভিন্ন বিষয় সুতীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃতের অভূতপূর্ব তর্কবাণে কেবলাদ্বৈতবাদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছিল। মাধ্ব-মতানুসারী নারায়ন-ভট্টের[১] শিষ্য বঙ্গদেশীয় 'চক্রবর্তি'-উপাধি-ধৃক্ পূর্ণা-নন্দ-কবি তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ ও মীমাংসা দর্শনে জীব

১। সম্প্রতি ২০০৮ সম্বৎ শ্রীব্রজমণ্ডলের কুসুমসরোবর হইতে প্রকাশিত শ্রীনারা-য়ণ-ভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীব্রজভক্তিবিলাস-নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তৎসম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ-দাসজী শ্রীনারায়ণ-ভট্টের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন ;—শ্রীনারায়ণভট্ট দক্ষিণ মাদুরার অধিবাসী ভৈরব-নামক এক মাধ্বমতাবলম্বী কৃষ্ণভক্ত তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬০২ সংবতে ব্রজে আগমন করিয়া আনুমানিক ১৭০০ সংবতের পূর্বে ব্রজরজঃ লাভ করেন। শ্রীনারায়ণভট্ট শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীরাধা-কুণ্ডস্থ শ্রীমদনমোহন-সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য হইয়াছিলেন এবং পিতৃদেবের সম্বন্ধে আপনাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্যের পারম্পর্যে গৌড়ীয়বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেন। কথিত হয়, এই নারায়ণভট্টের নিকটই গৌড়পূর্ণানন্দ দ্বৈতমতের উপদেশ লাভ করেন।

ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল বেদান্তশাস্ত্রেই কি ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ—এই ত্রিবিধ বিচিত্র বিচার শ্রবণ করিব? অর্থাৎ তাঁহার মতে অন্যান্য পঞ্চ দর্শনের ন্যায় ষষ্ঠ বেদান্তদর্শনেও কেবল-ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শঙ্করের অভেদ বা ভট্টভাস্করের ভেদাভেদ—বেদান্তসিদ্ধান্ত নহে।[১] এই গৌড়পূর্ণানন্দ কবিকে কেহ কেহ মাধ্বমতানুসারী নৈয়ায়িক বলিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে মাধ্ব-ন্যায়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে মূল পদার্থ-তত্ত্বের আলোচনায়ই প্রধানভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিখণ্ডাত্মক তত্ত্বচিন্তামণি-নামক এক বিস্তৃত প্রমাণ-গ্রন্থ প্রচার করেন। পূর্বতন নৈয়ায়িকগণ ষোলটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গেশ কেবল প্রমাণ স্বীকার করিলেন। উক্ত চারিটি প্রমাণরূপ ভিত্তির উপরই নব্যন্যায়-শাস্ত্রের সৌধ নির্মিত হইয়াছে। নব্যন্যায়ের কোন কোন স্থানে মূল পদার্থতত্ত্বের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হইলেও উহা উল্লেখযোগ্য নহে। গঙ্গেশ মহর্ষি গৌতমের মতও স্থানবিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িকগণ বাক্য লইয়া বিচার, লক্ষণসমূহের ও বিশেষণপদের খণ্ডন ও ধীশক্তির ব্যায়ামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণের প্রধান চেষ্টাই হইয়াছিল, এরূপ শব্দ বা ভাষা আবিষ্কার করা, যাহাদ্বারা চুলচেরাভাবে, নিখুঁতরূপে যাহা বক্তব্য, তাহা প্রকাশ করা যায়। গঙ্গেশ নব্যন্যায়ের প্রবর্তক হইলেও উহার সংস্থাপক নহেন। তাঁহার পুত্র বর্ধমান, তৎপরে

১। বেনারস-কলেজ হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত 'পণ্ডিত'-পত্রে মুদ্রিত 'তত্ত্বমুক্তাবলী' ৭৯—৮১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পক্ষধর মিশ্র, রুচিদত্ত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি, জয়রাম তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য, দিনকর মিশ্র-প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ নব্যন্যায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

মিথিলা-নিবাসী উদয়নাচার্য প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ের সন্ধিস্থলে আবির্ভূত হন। ন্যায়শাস্ত্রের যে অভিনব সম্প্রদায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, উহার বীজ উদয়নাচার্যের কয়েকটি গ্রন্থ-মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ উদয়নাচার্যকেই নব্যন্যায়ের আদি-পুরুষ বলেন। উদয়নের অভ্যুদয়-কালের ঊর্ধ্বতন সীমা ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[১] সার্বভৌম ভট্টাচার্য বঙ্গদেশে নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সময়ে এবং পূর্বে নব্যন্যায়ের বহু গৌড়ীয়-গ্রন্থের অস্তিত্ব মিথিলার গ্রন্থকারগণই প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং রঘুনাথ নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য মিথিলায় যান নাই। শ্রীনিমাই পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এই প্রচলিত গল্পটি অমূলক। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার পিতৃদেব বিশারদের নিকটই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।[২]

সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের এবং ষড়্‌দর্শনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।[৩] তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ের পূর্বে নবদ্বীপে

১। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা'র অবতরণিকা ৫ম পৃষ্ঠা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ১৯৫২ খ্রীঃ; ২। ম ম ফণীভূষণ তর্কবাগীশ-কৃত ন্যায়পরিচয়ের ভূমিকা, ১৯ পৃষ্ঠা ও 'বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা, ৩৮—৪২ পৃষ্ঠা; ৩। জলেশ্বর বাহিনীপতি-কৃত শব্দালোকোদ্দ্যোতের ১ম শ্লোক।

অবস্থানকালে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকা[১] এবং বেদান্তের উপর অদ্বৈতমকরন্দ-টীকা[২] রচনা করিয়াছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পৌত্র (জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র) স্বপ্নেশ্বর শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর প্রভা-নাম্নী টীকা, ন্যায়শাস্ত্রে 'ন্যায়তত্ত্ব-নিকষ' ও বেদান্তশাস্ত্রে 'বেদান্ততত্ত্ব-নিকষ'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৩] সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতিও মহানৈয়ায়িক ও মীমাংসাশাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন।[৪] এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ তাঁহার পদ্যাবলী-গ্রন্থে বাহিনীপতির রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলাপর একটি শার্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দাত্মক শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন।[৫] এই বাহিনীপতি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি হইতে পারেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর আত্মজ শ্রীবলরামের বংশে রাধামোহন বিদ্যা-বাচস্পতি (সপ্তম-অধস্তন)[৬] নব্যন্যায়-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নবীনভাবে ন্যায়সূত্র-বিবরণ-গ্রন্থ এবং কুসুমাঞ্জলি-কারিকার 'হরিদাসী টীকা'র উপর 'ব্যাখ্যা-

---

১। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ৪২ পৃঃ; ২। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদ-সম্পাদিত বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি, ১ম সংখ্যা, ৩৮ পৃষ্ঠায় পুরীর গোবর্ধনমঠের পুঁথি-তালিকার ৪৮ সংখ্যায় উক্ত অদ্বৈতমকরন্দ-টীকার নাম পাওয়া যায়। প্রভুপাদ স্বচক্ষে সেই টীকা দর্শন করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীর মধ্যেও (L ২৮৫৪) উক্ত নাম দৃষ্ট হয়; বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ৪১ পৃঃ ও ফণীভূষণ তর্কবাগীশকৃত ন্যায়-পরিচয়-ভূমিকা ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ৩। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য, মহেশচন্দ্র পাল-সং, ১০৯ পৃঃ; ন্যায়-পরিচয়ের ভূমিকা ৫৫ পৃঃ ও বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ৪। বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা ৪৩ পৃঃ; ৫। শ্রীপদ্যাবলী ৩১৭তম শ্লোক; ৬। রাধামোহন—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সপ্তম অধস্তন; যথা—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, বলরাম, মধুসূদন, নরোত্তম, শ্রীরাম, রামানন্দ, রাধামোহন।—কুলশাস্ত্র-দীপিকা, ২৬৩,২৬৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি ও বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা ২৩১ পৃঃ।

প্রকাশ'-নামক উপটীকা রচনা করেন। তিনি নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করেন।[১]

ঔলূক্য কণাদের বৈশেষিক দর্শন

উলূকের পুত্র (ঔলূক্য) কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। তিনি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন ; এজন্য তাঁহার নাম কণাদ হইয়াছে। কণাদ—অভ্যুদয় (সমুন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স (আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি) যাহা হইতে লাভ হয়, তাহাকেই ধর্ম বলিয়াছেন। যে সকল দ্রব্যের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহাদের নাম পদার্থ। পদার্থ ছয়টি--দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য[২], বিশেষ ও সমবায়[৩]। ইহা ছাড়া কণাদ অভাবের চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যথা—(১) প্রাক্-অভাব, যেমন—ঘটনির্মিত হওয়ার পূর্বে উহার অভাব ; (২) ধ্বংস-অভাব —ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার যে অভাব হয়, তাহা ; (৩) অন্যোহন্য-অভাব – মনুষ্যত্বে প্রস্তরত্বের এবং প্রস্তরত্বে মনুষ্যত্বের যে পরস্পর অভাব, তাহা ; (৪) অত্যন্ত অভাব— যে জিনিষের অস্তিত্ব মোটেই নাই, কোন দিনই ছিল না বা থাকিতে পারে না বলিয়া বিবেচনা করা যায়। যেমন—ঘোড়ার ডিম, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি।[৪]

১। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, ২৪০,২৪১ পৃঃ ; কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-কৃত 'শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, ৬৫৬—৬৬৯ পৃঃ ; ২। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে একটা আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। সকল গাভীতেই গো-ত্ব সমান আছে, সুতরাং গাভীতে সেই গোত্ব সামান্য ; কিন্তু অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করিলে গাভীর উহা বিশেষ। কারণ, গোত্বের দ্বারাই অ-গো হইতে গাভীকে বিশিষ্ট বা পৃথক্ করা হয় ; ৩। দ্রব্যের মধ্যে গুণ ও কর্ম আছে, কিন্তু উহাদের দ্রব্যের বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার শক্তি নাই। গুণ ও কর্মের সহিত দ্রব্যের যে আধার ও আধেয়-সম্বন্ধ, তাহাই সমবায় ; ৪। বৈশেষিক দর্শন, ৯ম অধ্যায়, ১ম আহ্নিক দ্রষ্টব্য।

বৈশেষিকমতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্ব ও বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা তাহার কৃতকর্মের জন্য যাহা অর্জন করে, তাহার নাম অদৃষ্ট। সুতরাং অদৃষ্ট—কৃতকর্মের সঞ্চিত শক্তি। আত্মার দেহত্যাগ ও নূতন দেহে প্রবেশ প্রভৃতি কার্য উক্ত অদৃষ্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অদৃষ্টের বিনাশ হইলেই আত্মার গতি উর্ধ্ব হয় এবং আত্মা মুক্ত হইতে পারে। জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নাই। সৃষ্ট বা দৃশ্যমান জগতের পদার্থসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান-প্রদান করাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"[১], এই সূত্রে 'তৎ' এই সর্বনামের দ্বারা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া কোন কোন টীকাকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈশেষিক সূত্রের অন্যত্র[২], মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীব বেদকথিত অদৃশ্য দেবতা এবং বেদবক্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। যথা—"সংজ্ঞাকর্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্।"[৩] অর্থাৎ মনুষ্য-গণ হইতে শ্রেষ্ঠ জীব অদৃশ্য দেবতাগণ যে আছেন, তাহা বেদে কথিত তাঁহাদিগের নাম ও কর্ম হইতে জানা যায়। "প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্মণঃ"[৪] - বেদোক্ত দেবতাগণের নাম ও কর্ম অবশ্য বেদবক্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন

১। বৈশেষিক দর্শন ১।১।৩; টীকাকার এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"তদ্বচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ আম্নায়স্য বেদস্য প্রামাণ্যম্॥" অর্থাৎ জাগতিক সকল বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবয়বকে পরমাণু বলে। পরমাণুসমূহও বিভিন্ন জাতীয়। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি 'বিশেষ'—ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম আছে, যাহার দ্বারা এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুর পার্থক্য স্থাপিত হয়। এই দর্শনে এই বিশেষ পদার্থ উপদিষ্ট হওয়ায় ইহাকে 'বৈশেষিক দর্শন' বলে; ২। ঐ, ২।১।১৮,১৯; ৩। ঐ, ২।১।১৮; ৪। ঐ, ২।১।১৯

—এইটুকু মাত্র বৈশেষিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা। বৈশেষিক ক্রমশঃ ন্যায়ের সঙ্গে বা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

পরমাণু-কারণবাদ

কণাদের (বৈশেষিক) ও গৌতমের (ন্যায়) মতকে আরম্ভবাদ বা পরমাণু-কারণবাদ বলা হয়। পরমাণু (পরম + অণু = ক্ষুদ্রতম নিরংশ) হইতে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া এই বিরাট্ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। পরমাণু এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে তাহা মানুষের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে প্রত্যক্ষ দৃশ্য কোনও পদার্থই ছিল না। অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্যই ইহার নাম—অসৎ-কার্যবাদ; ইহাই আরম্ভবাদের মূল। সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি প্রকার পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা—এই কয় প্রকার চক্ষুর অগোচরীভূত নিত্য বস্তু বর্তমান ছিল। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবী উৎপাদন করিতে থাকে। ন্যায়সূত্রে[১] বলা হইয়াছে,—ব্যক্ত(অর্থাৎ যাহা অব্যক্ত বা প্রকৃতি নহে)-কারণ হইতেই ব্যক্ত-কার্যের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। এই সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে ও জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরীতে পরমাণুকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য[২] স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য[৩] তৎকৃত 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে আরম্ভবাদের বর্ণনায় আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতম, উভয়েই পরমাণুকেই জগৎ-

---

১। "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যাৎ"—ন্যায়সূত্র (৪।১।১১); ২। শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত বৃহদারণ্যকভাষ্য (৪।৩।২২)—"বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ"; ৩। "কালাকাশাদি-গাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে। চতুর্বিধাঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমানবঃ ॥" "ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি ॥"—মানসোল্লাস, ২য় অধ্যায়।

কারণ বলিয়াছেন, ইহা জানাইয়াছেন। এজন্য আরম্ভবাদের অপর নাম পরমাণু-কারণবাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[1] "ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়", এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তথায় বৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধে পৃথগ্‌ভাবে কোন কথা বলা হয় নাই ; ইহার কারণ, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক, উভয়েই পরমাণু-কারণবাদী অর্থাৎ উভয়েই পরমাণু হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—এই আরম্ভবাদ বা পরমাণু-কারণবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসা

মীমাংসা-শব্দের অর্থ—বিচার বা সিদ্ধান্ত। বেদের পূর্বভাগস্থ যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন-বিষয়ে যে সকল বিচার ও আলোচনা ধর্মসূত্রাদিতে দেখা যায়, তাহাকে 'পূর্বমীমাংসা' এবং বেদের উত্তরভাগস্থ উপনিষদ্ বা বেদান্তসম্বন্ধে যে বিচার ও সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'উত্তরমীমাংসা' বলে। এক সময় উক্ত উভয় মীমাংসাকে মিলিতভাবে এক শাস্ত্র মনে করা হইত। কোনো কোনো প্রাচীন ভাষ্যকার পূর্ব-মীমাংসার প্রথম সূত্র 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ সূত্র 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই পর্যন্ত একটি গ্রন্থ ধরিয়া তাহার উপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। পূর্ব-মীমাংসার মতে 'বেদ' বলিতে 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ' বুঝায় ; উপনিষদ্—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়ার যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, তাহাদের তাৎপর্য সুব্যক্ত এবং বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। মীমাংসা-সূত্রে বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; কিন্তু ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। জৈমিনি বলেন,—জগৎ অনাদি, সুতরাং তাহা সৃষ্টিকর্তার অপেক্ষা রাখে না। কর্ম—আপনার ফল আপনিই প্রদান

১। চৈ চ ম ২৫।৫০

করে। কাজেই, কর্মফলদাতৃরূপেও ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নাই। মীমাংসা দর্শনে পাপ-পুণ্যের ফল স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ধর্ম যেরূপ স্বয়ংই তাহার কার্য করিয়া যায়, সেইরূপ কর্মও নিজের ফল নিজেই প্রদান করে। আত্মা—বহু এবং তাহা অসৃষ্ট ও অমর। তাহারা কর্মানুসারে দেহ লাভ করে ও সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিয়া থাকে। সকল সময়েই কর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায় না। যজ্ঞাদি-ক্রিয়া যে শক্তি সৃষ্টি করে, মীমাংসার পরিভাষায় তাহার নাম 'অপূর্ব'। এই 'অপূর্ব' যাজ্ঞিকের আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা অন্য কোথাও অবস্থান করে এবং সময়মত ফল দান করে। যজ্ঞাদি-কর্মই পুরুষার্থ-লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহার ফল স্বর্গলাভই—পরমপুরুষার্থ। জগৎ—দ্রব্যময় ও দেবময়। ইহাতে বহু আত্মা বহুভাবে বিচরণ করিতেছে এবং বহুবিধ কর্মফল ভোগ করিতেছে। মীমাংসকেরা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তথায় যজ্ঞরূপ কর্মই প্রধান লক্ষ্য-বস্তু—ইন্দ্রাদি দেবতা নহে; কারণ, তাঁহারা প্রয়োজক নহেন। জৈমিনি-সূত্রে[১] পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে—অতিথি যেমন আতিথ্যকর্মে প্রধান বলিয়া ঐ কর্মের প্রয়োজক, দেবতাও সেইরূপ প্রধান বলিয়া যাগকর্মের প্রয়োজক হউক। কারণ, দেবতার পূজাই যাগ-পদবাচ্য—দেবতার ভোজনের জন্যই দ্রব্য ত্যাগ করা হয়। এই পূর্বপক্ষের মীমাংসা করিতে গিয়া জৈমিনি যে সূত্র করিয়াছেন, শবর স্বামী তাহার ভাষ্যে বলিলেন—না, দেবতাই যজ্ঞাদি-কর্মের প্রয়োজক নহে। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে জানা যায় যে, সাধ্যস্বরূপ যাগই ফলজনক বলিয়া বিধেয়; আর দ্রব্য-দেবতাদি সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া তাহার গুণভূত।[২]

১। জৈমিনিসূত্র ৯।১।৬ ও উহার শবর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য; ২। ঐ, ৯।১।৯—শবরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জৈমিনির মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক ; দেবতার যে মন্ত্র বেদে লিখিত আছে, সেই মন্ত্রই দেবতা, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। আর ঐ মন্ত্র—যজ্ঞ বা কর্মের অঙ্গবিশেষ। কারণ, মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ফললাভ হয় না। সোমাদি দ্রব্য যেমন যজ্ঞফলোৎপত্তির গৌণ কারণ, মন্ত্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্মের অঙ্গমাত্র।

পূর্বমীমাংসকগণের নিরীশ্বরতার অপবাদ মোচন করিবার জন্য আধুনিক কেহ কেহ বলিয়াছেন,—মীমাংসকগণ অনেকটা দায়ে ঠেকিয়াই নিরীশ্বর সাজিয়াছেন ; পাছে ঈশ্বরকে স্রষ্টৃরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাকে বেদকর্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এই আশঙ্কায় মীমাংসকগণ (ভাট্ট-প্রাভাকরগণ) তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, মীমাংসকগণ ঈশ্বরের বিগ্রহ মানিতে রাজি কি না ? মানবের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে এপর্যন্ত কোন নিত্য শরীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই কারণেই কুমারিল বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহের অস্তিত্ব কেবল অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ করা অসম্ভব। কোনো মীমাংসক বলেন, দেবশরীর—মন্ত্রময়, ইন্দ্র ও ইন্দ্রস্তুতিপর মন্ত্র অভিন্ন। অন্য মতে—ইন্দ্র-শব্দটি ব্যতীত ইন্দ্রের কোনো সত্তাই নাই। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য-খ্যাপনে বিশেষ উন্মুখ।[১]

ঐ সকল যুক্তির গোড়ায়ই গলদ রহিয়া গিয়াছে। নির্বিশেষবাদের অনুসরণে মায়াবচ্ছিন্ন, ঔপাধিক ও অনিত্য ঈশ্বরকেই আদর্শ করিয়া যে নিরীশ্বর ও সেশ্বর মতের নির্বাচন, তাহা শ্রুতিশাস্ত্র-বিচার-সহ নহে। কুমারিল ভট্ট পরমাণুকারণবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে ঈশ্বরের বিগ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে বলিয়া যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই যুক্তি

১। 'পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর' প্রবন্ধ—অশোকনাথ শাস্ত্রী, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ৩৩৬, ৩৩৭ পৃঃ।

হইতেই অধ্যাপক কীথ্ সাহেব[১] বলিয়াছেন যে, জড়সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার অস্তিত্ব কুমারিল হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন। অথচ শরীর না থাকিলে স্রষ্টার সৃষ্টির জন্য ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে? যদি সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার শরীর ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আর একটি কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভের পূর্বেও জড় পদার্থের সত্তা ছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রজাপতির সৃষ্টি-কার্যই ব্যাহত হইয়া যায়: অর্থাৎ মীমাংসক কুমারিলের মতে স্রষ্টা হইলেন প্রজাপতি এবং তাঁহার শরীর সৃষ্ট বস্তুরই অন্যতম।

বস্তুতঃ বেদান্তের সিদ্ধান্ত ইহা নহে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রে ও শ্রুতিতে পরব্রহ্মের ইচ্ছা ও ঈক্ষণ-প্রভাবে যে সৃষ্টির কথা আছে এবং শ্রুতি – সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্মের যে মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা সৃষ্ট-পদার্থ বা জড়ের অন্যতম নহে। পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়সমূহ সমস্তই অপ্রাকৃত। পরব্রহ্ম—সর্বশক্তিমান্, তাঁহাতে সকলই সম্ভব। প্রজাপতি বা প্রকৃতি, কেহই জগতের স্বয়ংসিদ্ধ মূলস্রষ্টা নহেন। পরব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহাদের সৃষ্টিসামর্থ্য। যাঁহারা পরব্রহ্মের এই সর্বকারণ-কারণত্ব, সর্বতন্ত্র-স্বাতন্ত্র্য, অচিন্ত্যশক্তিমত্তা ও সচ্চিদানন্দময়-শ্রীবিগ্রহত্ব স্বীকারে যতটা কুণ্ঠিত, তাঁহারা ততটা নিরীশ্বর। মীমাংসকগণ-কর্তৃক দেবতা অপেক্ষা দেবতার নামের নিত্যত্ব-স্বীকৃতি অর্থাৎ শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার, বৈষ্ণবদিগের নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য-স্বীকারের ন্যায়; এই যুক্তিটিও অত্যন্ত

১। "He (Kumarila) ridicules the idea of the existence of Praja-pati before the creation of matter; without a body how could he feel desire? If he possessed a body, then matter must have existed before his creative activity, and there is no reason to deny then the existence of other bodies"—Keith, Karmamimamsa, First Ed. P. 62.

ভ্রমসঙ্কুল ও হাস্যাস্পদ। বৈষ্ণবগণ নামীকে যেরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মনে করেন, নামকেও সেইরূপই চিন্তামণি-স্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন। বৈষ্ণবগণের নাম ও নামী ভিন্ন নহেন, উভয়েই—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও চৈতন্যরসবিগ্রহ। নাম ও নামী, উভয়েই সমভাবে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র—স্বরাট্। এতৎপ্রসঙ্গে "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥" প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের বাক্যই প্রমাণ। কিন্তু মীমাংসকগণের দেবতাগণ স্বাধীন নহেন, কর্মের অধীন।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ পূর্বমীমাংসাকে পূর্বপক্ষ এবং উত্তর-মীমাংসাকে নির্ণেয় উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়াছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শন পূর্বপক্ষ হওয়ায় তাহা নিরপেক্ষ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে, উত্তরমীমাংসার অপেক্ষাযুক্ত। সুতরাং উত্তরমীমাংসাই নিরপেক্ষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পূর্বমীমাংসার সার্থকতা ও উপযোগিতা এই মাত্র যে, উহার যে-সকল অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল অংশই বেদান্তের পোষক এবং কোন কোন বিষয় চিত্ত-শুদ্ধির সহায়ক। ভুক্ত-বৈরাগীর যেরূপ সহজেই ভোগের দুঃখজনকতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ কর্মকাণ্ডের সম্যগ্জ্ঞান লাভ হইলে বেদেরই ব্রহ্মকাণ্ডগত বাক্যের দ্বারা যখন কর্মপ্রাপ্য স্বর্গাদি সুখের নশ্বরতা, স্বর্গ প্রভৃতি-জাত সুখের স্বরূপ বিচারের ফলে উহার পরিণামে দুঃখদায়কত্ব ও ব্যভিচারিত্বের জ্ঞান স্বভাবতই উদিত হয়, তখনই ব্রহ্ম-বস্তুই যে সর্বশ্রেষ্ঠ অব্যভিচারী আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ—সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ হইতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য উত্তর-মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

পূর্বমীমাংসায়াঃ পূর্বপক্ষত্বেন উত্তরমীমাংসা-নির্ণেয়োত্তরপক্ষেঽস্মিন্নবশ্যা-পেক্ষ্যত্বাৎ অবিরুদ্ধাংশে সহায়ত্বাৎ কর্মণঃ শান্ত্যাদিলক্ষণ-সত্ত্বশুদ্ধিহেতু-

ম্বাচ্চ। * * * সম্যক্ কর্মকাণ্ড-জ্ঞানানন্তরং ব্রহ্মকাণ্ডগতেষু কেষুচিদ্বাক্যেষু স্বর্গাদ্যানন্দস্য বস্তুবিচারেণ দুঃখরূপত্ব-ব্যভিচারিসত্তাকত্ব-জ্ঞানপূর্বকং ব্রহ্মণস্ত্বব্যভিচারিপরতমানন্দত্বেন সত্যত্বজ্ঞানমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং হেতুঃ।[১]

বেদান্তদর্শনের বৈশিষ্ট্য

জৈমিনির পুরুষার্থের বিচার—স্বর্গ পর্যন্ত। তাঁহার মন্ত্রাত্মক দেবতাও কর্মের অঙ্গ ; আর সেই কর্ম দ্রব্যময়। সুতরাং দ্রব্যসম্পদ্ যাঁহার আছে, তিনিই যজ্ঞে অধিকারী। এইরূপ বিপুল কষ্টসাধ্য যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গরূপ ফল লাভ হয়, তাহাও চিরস্থায়ী নয়। বিশেষতঃ মূলবস্তু যে পরব্রহ্ম, তাঁহার সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না। ইহাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥[২]

ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও পত্নী—এই অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে নিকৃষ্ট (বিষ্ণুতোষণপর না হওয়ায়) কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যজ্ঞনির্বাহক সেই অষ্টাদশ জনই বিনাশী। তাহারা অনিত্য। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই কর্মকে মঙ্গললাভের উপায় বলিয়া আদর করে, তাহারা কিছুকাল স্বর্গ ভোগের পর পুনরায় জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥[৩]

নিত্যবস্তু কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, এইরূপে কর্মলভ্য ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ম হইতে বিরত হইবেন এবং ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যজ্ঞ-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অভিগমন করিবেন।

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১০৫ তম অনু ; ২। মুণ্ডক ১।২।৭ ; ৩। ঐ, ১,২।১২

উপনিষদের এই বিচার হইতেই কর্মের অনিত্যতা আলোচনা ও অনুভব করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট অভিগমনপূর্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবার জন্য বেদান্তসূত্রের সূচনা হইয়াছে। এই বেদান্তসূত্রের রচয়িতা—বাদরায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনিই বেদের বিভাগকর্তা এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমাধিস্থ চিত্তে প্রথমে সূক্ষ্মাকারে ও পরিশেষে বিস্তৃতরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ-ভাষ্য। ইহা শ্রীব্যাসদেবের প্রকটিত বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য-প্রমুখ আচার্যগণ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ঋষিকৃত দর্শন ও স্বয়ংভগবৎ-প্রণীত ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতী মহোদয়ও বলিয়াছিলেন,—

যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে॥

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥

'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'।
'মায়াবাদী' নির্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥

'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥

'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥*

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার॥[১]

ন্যায়াদি পঞ্চ দর্শনই লোকোত্তর ঋষিগণের মহামনীষার সাক্ষ্যস্বরূপ; তাহাতে ঈশ্বর-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা বাস্তব সত্য নির্ণীত হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সুসম্বন্ধভাবে যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্ত-দর্শন বেদের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য। সেই ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস-দেবই ভক্তি-সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধ-সূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকট করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব, তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং কাশীর মায়াবাদ-গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তের সার্বদেশিক তাৎপর্য ও রহস্য কৃপাপূর্বক বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু-গণকে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—অদ্বিতীয় মহাজন। তিনি

* মহাভারত বনপর্বান্তর্গত আরণেয়-পর্বে ৩১৩তম অ, ১১৭তম শ্লোক; বঙ্গবাসী-সং, ১৮২১ শকাব্দা।

১। চৈ চ ম ২৫।৪৮—৫৭

আংশিক ও আপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন ঋষি, মহর্ষি, মনীষী বা মহামানব নহেন ; তিনি ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত সর্ববেদারাধ্য ও সর্বদেবারাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। আর ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও সাক্ষাদ্-শ্রীভগবৎপ্রণীত। অতএব নানা মুনির নানা মত বা নানা মুনির ব্যাখ্যাত নানাপ্রকার দর্শনের নানাপ্রকার মতবাদ এবং নানা মতবাদী আচার্যগণের নানাপ্রকার মতবাদপূর্ণ ভাষ্যের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ না করিয়া সেই সর্বজ্ঞশিরোমণি অদ্বিতীয় মহাজনের (স্বয়ং ভগবানের) পদাঙ্কানুসরণ করিলেই সনাতনধর্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। তর্কবহুল, বিবদমান মতবাদসমূহকেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উহাদের উপযুক্ত স্থান প্রদান করিয়া শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বিত করিয়াছেন।

কোন মতবাদী যখন তাঁহার মত স্থাপন করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি শাস্ত্রের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় মনীষার প্রখরতা ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা লোকের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া দেন। বিভিন্ন দর্শনকারগণের বিভিন্ন মতবাদ-স্থাপন-চেষ্টার মধ্যে ইহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি জৈমিনি মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দেবতাকে কর্মের অঙ্গ বলিয়াছেন। কর্মই—সৃষ্টির কারণ। মীমাংসকের কর্ম—জড়-বস্তু। কর্মের সঞ্চিত শক্তি যে অপূর্ব, তাহার কোন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পূর্ণ-চেতন পরিচালক না থাকিলে, উহার শক্তিত্বই থাকিতে পারে না। জড়বস্তু—শক্তিহীন, গতিহীন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে স্বীকার না করিলে জড়কর্ম বা কর্মশক্তি হইতে সঞ্চিত 'অপূর্ব' কোন ফলদান করিতে পারে না ; আর জড়বস্তুতে আনন্দও নাই। এজন্য মীমাংসকের মত বেদান্তে খণ্ডিত হইয়াছে। অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল তাঁহার সাংখ্যদর্শনে জড় প্রকৃতিকেই জগতের মূল-কারণ বলিয়াছেন। মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম তাঁহার ন্যায়-দর্শনে--দৃশ্যমান জগতের আদি যে চতুর্বিধ পরমাণু

পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, উহাদের সংমিশ্রণে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। বৈশেষিক সূত্রকার ঔলূক্য কণাদের মতও তদ্রূপ। জড় বস্তুর স্বতন্ত্র সৃষ্টি-শক্তি বা তাহাতে আনন্দময়তা নাই, এজন্য ঐ সকল মত বেদান্তে খণ্ডিত হইয়াছে। যোগ-সূত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি মুনি, সাংখ্য দর্শনের ২৫টি তত্ত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া ঈশ্বর নামে অতিরিক্ত আর একটি তত্ত্ব অর্থাৎ মোট ২৬টি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই ঈশ্বর-স্বীকৃতি বিকল্পে বা গৌণভাবেই হইয়াছে। ঈশ্বর না মানিলেও কোনো ক্ষতি নাই। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের জন্য বিবিধ উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান (উপাসনা) অন্যতম উপায়। ঈশ্বরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াও জীব কৈবল্য লাভ করিতে পারে। কেবল সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরও একটি তত্ত্ব, এইমাত্র জানিলেই হইল। সুতরাং ঈশ্বর—তত্ত্ব-স্বরূপ মাত্র। কিন্তু শ্রুতির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর এইরূপ তত্ত্বস্বরূপ মাত্র নহেন, তিনি—সচ্চিদানন্দ বস্তু অর্থাৎ তিনি অখণ্ড, অব্যাহত-শক্তি, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—স্বরাট্। তিনি স্বীয় কর্তৃত্বশক্তি-পরিচালন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; তিনি—পূর্ণ চেতন ও মায়াগন্ধশূন্য এবং স্বয়ং আনন্দের খনি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া অপরকে তাঁহার আনন্দদায়িনী শক্তির দ্বারা আনন্দী (সুখী) করেন।

পতঞ্জলি মুনির মতে আসন-প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা যে চিত্ত-স্থৈর্যরূপ সমাধির ফলে মোক্ষলাভের কথা পাওয়া যায়, তাহা যদি ভগবৎ-সংশ্রবশূন্য হয়, তাহা হইলে ঐরূপ জড়েন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া বা কর্মের দ্বারা সচ্চিদানন্দ বস্তু লাভ হইতে পারে না। জড় চেষ্টার দ্বারা পূর্ণ চেতনের প্রাপ্তি ঘটে না ; ঈশ্বরকে কেবল স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া জানিলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এজন্য পরমেশ্বরের ধ্যান-রূপ ভক্তিবিশেষময় যে যোগ, তাহাই আবশ্যক।

মায়াবাদিগণের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, মায়ার আশ্রয়ে জীব ও জগদ্রূপে প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ ; আর নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন, অপরিণামী ব্রহ্ম পরিণামী উপাদান হইতে পারে না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মবিবর্ত জগতের আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মকে অপরিণামী উপাদানকারণ বলা যায়। এই অপরিণামী উপাদানকারণই বিবর্তকারণ। স্বীয় ব্রহ্মরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মিথ্যা জীব ও জগদ্রূপে প্রকাশকে বিবর্ত বলা হয়। দুই গাছি সূতা জড়িত হইয়া যেরূপ দড়ি পাকায়, সেইরূপ মায়া ও ব্রহ্ম এই দুইটি, দুই গাছি সূতার মত বিজড়িত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ মায়া-বিজড়িত ব্রহ্মই জগতের কারণ। জগৎ-কর্তৃত্বের মিথ্যা অভিমান এবং জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি ব্যাপার অবিদ্যারই পরিণাম। এই অবিদ্যা-পরিণামের যিনি আশ্রয় হন, সেই জগৎকর্তা মায়াময় ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ।[১] নির্বিশেষব্রহ্ম-কারণবাদ-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবদমান মতবাদ শঙ্করসম্প্রদায়ে প্রচারিত আছে। অপ্পয়দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ'-গ্রন্থে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা দেখিতে পারেন।[২]

মায়ার আশ্রয়ে এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম, বহু নামে ও বহু রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই যুক্তিটি জননীকে বন্ধ্যা বলিবার ন্যায় নিরর্থক। নির্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ হইবার ইচ্ছার উদয় হয় স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছাশক্তিযুক্ত ; সুতরাং তাঁহাকে নিঃশক্তিক ও নির্বিশেষ বলা যায় না। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলেন নাই। বিচিত্রশক্তিযুক্ত নিত্য সবিশেষ পরব্রহ্মই

১। ব্র সূ ১।৪।২৩, ২।১।১৪—শাঙ্করভাষ্য ; পঞ্চপাদিকা-বিবরণ ২১২ পৃঃ ; অদ্বৈত-সিদ্ধি, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং ৭৫৭ পৃঃ ; ২। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১০ পৃঃ—১২ পৃঃ, ম ম গঙ্গাধরশাস্ত্রি-সম্পাদিত (Vizianagram Sanskrit Series), Benares 1890.

জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণ এবং সূক্ষ্ম চিদ্‌বস্তুরূপ শুদ্ধজীবশক্তি ও সূক্ষ্ম অচিদ্‌বস্তুরূপ অব্যক্তশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাই মুখ্য উপাদানকারণ। এই শক্তিদ্বয়-বিশিষ্ট পরমাত্মার শক্তিই স্থূল জীব ও জগদ্রূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়;[১] পরমাত্মা স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন—এই সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসূত্রে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।[২]

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উক্ত ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ (শ্রুতি)—এই ছয়টির সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়া বেদান্তসূত্র রচনা করেন। সেই বেদান্তসূত্রে চিদ্বিলাস, সবিশেষ ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রহ্মের বর্ণন আছে। তাঁহার প্রাকৃত রূপ নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার', প্রাকৃত বিশেষ নাই বলিয়া 'নির্বিশেষ' ও প্রাকৃত গুণ নাই বলিয়া 'নির্গুণ' প্রভৃতি ব্যতিরেক বিশেষণ তাঁহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, তিনি অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ-বিগ্রহবান্‌, সচ্চিদানন্দাকার। তাঁহার শক্তির বৈচিত্রী আছে, তিনি লীলাময় ও অপ্রাকৃত-গুণসমুদ্র। বেদান্তদর্শনে শ্রীবেদব্যাস পরমেশ্বরকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া প্রথমসূত্রেই স্থাপন করিয়াছেন। নিরীশ্বর কপিল যে প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতি মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ ব্যতীত ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। লৌহ যেরূপ অগ্নির শক্তিতে অন্যবস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতিও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করে—ইহাও ব্রহ্মসূত্রের ৫ম সূত্রে উক্ত হইয়াছে।[৩] পরমেশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। সেই শ্রুতিশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৫০ অনু; ২। ব্র সূ ১।৪।২৪; ৩। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"—ব্র সূ (১।১।৫); "জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥"—চৈ চ আ ৫।৫৯,৬০

প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্ম প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তৎ-ফলেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টিকার্য হয়।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিতেছেন,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি॥"[১] অর্থাৎ হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন [অসৎ হইতে সৎ (জগৎ) জাত হয় নাই], উক্ত সৎ ঈক্ষণ করিলেন,—'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' যে কালে ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রকৃতিতে দৃষ্টি করেন, তখনও প্রাকৃত সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং তখন প্রাকৃত মন ও প্রাকৃত চক্ষুর জন্ম হয় নাই। অতএব প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে যে মনের দ্বারা ব্রহ্ম সংকল্প করিলেন এবং যে চক্ষুর দ্বারা প্রকৃতিতে দৃষ্টি করিলেন, ব্রহ্মের সেই মন ও চক্ষু অপ্রাকৃত। "সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন। অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥"[২] সুতরাং পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই নির্বিশেষ-ভাবমাত্র নহেন। যিনি নির্গুণ, নিঃশক্তিক, তাঁহার ঈক্ষণশক্তি নাই। অতএব নির্গুণ বলিতে গুণাতীত, নিঃশক্তিক বলিতে অপ্রাকৃত-স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত। তিনি—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান্। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দ-দ্বারাই ভূতসমূহ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে এবং পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।[৩] অতএব 'আনন্দ' ব্যতীত আর কিছু জগতের কারণ হইতে পারে না। বেদান্তের উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা সাংখ্যের জড়প্রকৃতিই সৃষ্টির মূলকারণ এবং মায়াবাদীর মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ[৪]—এই স্বকপোলকল্পিত মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

১। ছান্দোগ্য ৬।২।২,৩; ২। চৈ চ ম ৬।১৪৬; ৩। তৈত্তিরীয় ৩।৬; ৪। "প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ; ন কেবলং নিমিত্ত-কারণমেব।"—ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনি উপাদানকারণও।—ব্র সূ (১।৪.২৩) শাঙ্করভাষ্য।

শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লীলা

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ?"[১]—এই প্রশ্নটি করিয়া শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ সম্বন্ধি-তত্ত্ব ব্রহ্মের জিজ্ঞাসালীলা এবং তাহার মীমাংসা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতে প্রকট করিয়াছিলেন। উক্ত প্রশ্ন দেখিয়া মনে হইতে পারে, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদও যেন দুঃখের অনুভূতি হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করেন। পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীসনাতন দুঃখদৈন্যপীড়িত জীবের অনুভূতি হইতেই প্রশ্নটি আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জীবের নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ, তদুপাস্য রসিকব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা ও পরম প্রয়োজনের কথাই প্রকটিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকা উদাহৃত হইয়াছে। এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, কোন এক দুঃখী ব্যক্তির গৃহে আসিয়া দুঃখীকে তাহার গৃহেরই মাটির নীচে লুক্কায়িত প্রচুর পিতৃধনের সংবাদ প্রদান করিয়া ও তাহার দ্বারা ধন আবিষ্কার করাইয়া দুঃখী ব্যক্তিকে সুখী করিয়াছিলেন। সেইরূপ সংসারতাপানলে দগ্ধ জীবকেও সর্বজ্ঞ বেদপুরাণাদি-শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন যে, সর্বজীবের পিতা শ্রীকৃষ্ণ জীবের অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমধন লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। ঐ ধনের সন্ধান পাইলে অনায়াসে দুঃখ দূর হইয়া যাইবে, ত্রিতাপ-দুঃখ-মোচনের জন্য আর পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে না ;—

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥

১। চৈ চ ম ২০।১০২

দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥[১]

শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে অতি সুন্দরভাবে দুঃখের নাশরূপা মুক্তি এবং অসীম. অনন্ত, বাস্তব সুখবৈচিত্রী-তরঙ্গময় প্রেমানন্দ-সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত করিয়াছেন,—

আরোগ্যে রোগিত্বাভাবে কিং সুখমরোগিতেতি রোগদুঃখাভাব এব যথাসুখমিতি কল্প্যতে। যথা চ সুষুপ্তৌ তমোময্যাং সুষুপ্তিদশায়াং সুখানুভবাভাবেঽপি 'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যেবং নানা-মনোরথস্বপ্নাদি-মনোবৈকল্য-দুঃখাভাব এব সুখমিতি কল্প্যতে। তথা মোক্ষেঽপি সর্বশূন্যতারূপে জন্মমরণাদি-সংসারদুঃখাভাব এব সুখতয়া কল্প্যত ইত্যর্থঃ; বস্তুতঃ সুখত্বাভাবাৎ। * * * কেবলমনভিজ্ঞেভ্যঃ মোক্ষতত্ত্বাবিদ্ভ্যঃ প্ররোচত ইতি অনভিজ্ঞান্ প্ররোচয়তীতি তথা সঃ। যতঃ অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যস্য সঃ, ন তু তস্য বস্তুতঃ সত্যতাপ্যস্তীতি ভাবঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণৈব দশমস্কন্ধে (ভা ১০।১৪।২৬)—'অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ ভববন্ধ-মোক্ষৌ, দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।'[২]

আরোগ্যে রোগরূপ দুঃখের অভাবকেই যেরূপ সুখ, অথবা তমোময়ী সুষুপ্তিদশায় সুখের অনুভবের অভাবেও যেরূপ 'আমি সুখে ঘুমাইয়া-ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এইরূপ নানামনোরথ-স্বপ্নাদি-মনোবৈকল্যরূপ দুঃখাভাবকেই সুখ বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সর্বশূন্যতারূপ জন্মমরণাদি-সংসার-দুঃখের অভাবই—মোক্ষেও সুখ বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, তাহাতে বাস্তব সুখ নাই, কেবল অনভিজ্ঞ-গণকেই ঐরূপ মোক্ষে প্ররোচিত করা হয়। কারণ, মোক্ষকে অজ্ঞানই

১। চৈ চ ম ২০।১৪০—১৪২ ; ২। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-(২।২।১৭২), শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, মোক্ষের কোন সত্যতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সংসার-বন্ধন ও মোক্ষ—এই দুইটি অজ্ঞান-পদবাচ্য, সুতরাং সত্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন।

ভগবদ্ভক্তগণের অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের শ্রীনামের সেবা দূরে থাকুক, ভগবানের নামের আভাসেই প্রতিবিম্ববৎ আনুকরণিক শব্দের দ্বারা নামের সামান্যও কোনপ্রকারে একবারমাত্র জিহ্বাগ্রে উচ্চারণমাত্রেই অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয়। ইহার সাক্ষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅজামিল ও শ্রীবরাহপুরাণোক্ত নরখাদক ব্যাঘ্র। এক ব্রাহ্মণ জলমগ্ন হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে। দৈবযোগে সেই ব্যাঘ্র একটি ব্যাধের শরনিক্ষেপে মরণোন্মুখ হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠ-নিঃসৃত নামশ্রবণফলে সেই ব্যাঘ্র মুক্তি লাভ করিয়াছিল।[১]

শ্রীশ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ বিভিন্ন মতবাদিগণের দুঃখধ্বংসরূপ মোক্ষের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—

একবিংশতি প্রকার দুঃখের লোপই—মোক্ষ, ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। অতএব নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি ইত্যাদি। কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে অবিদ্যার ও কর্মের ক্ষয়ই হইল মোক্ষ। বৈশেষিক, মীমাংসা ও সাংখ্যাদিশাস্ত্রের মত উত্থাপিত হইল না। কারণ, তাঁহাদের দ্বারা মোক্ষের যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের কল্পিত মোক্ষের অতি তুচ্ছতা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে। মায়াকৃত অন্যথা রূপের—সংসার-দশার, অথবা ভেদজ্ঞানের ত্যাগ হইতেই আত্মরূপ ব্রহ্মের যে অনুভব, তাহাই—মোক্ষ; ইহাই বিবর্তবাদি-বৈদান্তিকগণের মুখ্য মত। তাঁহাদের মতের দ্বারাই

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭৩

জানা যায় যে, মোক্ষে দুঃখের অভাব ও দুঃখের কারণাভাবমাত্রই বিদ্যমান। ইহার দ্বারা বাস্তব সুখপ্রাপ্তি নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

নির্বিশেষবাদিগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুভূত সুখও অপরিচ্ছিন্ন হইবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এই,—তাঁহাদের ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি গুণহীন; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, সুতরাং ভক্তজনের সঙ্গাদি-রহিত; তাঁহাদের ব্রহ্ম নির্বিকার, সুতরাং তাঁহার চিত্তের আর্দ্রতারূপ বিক্রিয়া নাই অথবা তিনি বিচিত্র শ্রীমূর্তি-বৈভবাদি-পরিমাণ-রহিত; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিরীহিত অর্থাৎ বিচিত্র মধুর লীলাহীন। অতএব যে তত্ত্বে ভগবত্তার অভাব ও সচ্চিদানন্দঘনত্বের অভাব, সেই তত্ত্বের অনুভবের দ্বারা সুখও সেইরূপই হইবে। মুমুক্ষুগণ জন্মমরণাদি দুঃখের দ্বারা, সংসার-যাতনার দ্বারা এবং সর্বদাই নানাবিধ উদ্বেগের দ্বারা সতত ব্যাকুলান্তঃকরণ বলিয়া তাঁহাদের চিত্তের আর্দ্রতা ও কোমলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিহীনতা, শুষ্কতা ও কাঠিন্য-ভাবই প্রবল। সংসারের উগ্রতাপে তাঁহাদের চিত্ত দগ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যই ব্যাকুল। তাঁহাদের রস-গ্রহণের সামর্থ্য নাই। মুমুক্ষুগণ সংসার-যাতনা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য—সংসারজালা নিবারণ করিবার জন্য, মোক্ষের শরণাপন্ন এবং মোক্ষকেই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্তুতি করেন। বস্তুতঃ, সংসারদুঃখ-নিবারণরূপ মোক্ষে সেরূপ কোন বাস্তব সুখ নাই। যেমন স্বর্গকামিগণ পতন-ভয়, স্পর্দ্ধা, নশ্বরতাদি-দোষ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গকেই চরম সুখ বলিয়া থাকেন, তেমনি মুমুক্ষুগণও সুখবৈচিত্রীর একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও দুঃখমাত্র-নিবারক মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলেন। অপর দিকে, ভক্তিসুখ-- ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম মহৎ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেও নূতনরূপে, মধুর হইতেও সুমধুর-

রূপে এবং অধিক হইতেও অধিকতররূপে ভক্তের দ্বারা অনুভূত হয়। মুক্তিতে যে ব্রহ্মসুখ, তাহা এইরূপ নহে। কেন না, তাহা সীমাযুক্ত ; তাহাতে বিচিত্রতা নাই — বিলাস নাই—পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানবৈচিত্রী নাই।[১]

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল – সুখস্বরূপ ও সুখের আশ্রয়, উভয়ই ; যেরূপ মিছরির পিণ্ড একাধারে মিছরি (মিষ্টদ্রব্য) ও মিছরির (মিষ্ট বস্তুর) আধার। কিন্তু ব্রহ্ম—কেবল সুখস্বরূপ, সুখের আধার নহেন ; যদি আধার বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ভেদ-ভাব অর্থাৎ আধার-আধেয়ভাব উপস্থিত হয়, সুখের বৈচিত্রী, তরঙ্গাদিও থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম তাহা নহেন। অন্যদিকে, কোটি-সমুদ্রগম্ভীর, পরমাশ্চর্যমহিমান্বিত শ্রীভগবানে অচিন্ত্য ভেদাভেদাদিরূপ বিচিত্র বিরোধের প্রবাহ নিত্য বর্তমান। এজন্য শ্রীভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও পরমানন্দের আধার।[২]

গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদাদির বিনাশক দৈত্যগণকে মুক্তিকামিগণও নিন্দা করেন। সেই গো, বিপ্র, যজ্ঞাদি-ঘাতী কংসাসুর ও অঘাসুরাদি দৈত্যগণকেও যখন মুক্তি লাভ করিতে দেখা যায়, তখন দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি কিরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে? – দুষ্ট ব্যক্তিগণের প্রাপ্য বস্তু শিষ্ট ব্যক্তিগণের গ্রহণীয় হইতে পারে না।[৩]

ব্রহ্মানুভবকারী, আত্মারাম, জীবন্মুক্ত সিদ্ধগণেরও দুঃখাভাব-মাত্রই লাভ হয় ; আর শ্রীভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন না করিয়াও এই জগতে পাঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালেও শ্রীভগবানের কৃপায় সর্বক্ষণ সান্দ্র-সুখবিশেষ অনুভব করেন।[৪]

অন্নাদি রন্ধন করিবার নিমিত্ত যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, খাদ্য-রন্ধনকার্যই সেই অগ্নির প্রকৃত উদ্দেশ্য ; কিন্তু উহার দ্বারা আনুষঙ্গিক-

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭৫—১৭৭, ১৮০, ১৮৩ ; ২। ঐ, ২।২।১৮৭ ; ৩। ঐ, ২।২।২০০ ; ৪। ঐ, ২।২।২০৩

ভাবেই গৃহের অন্ধকার ও শীত নাশ হয়—এই দুইটিই অবান্তর ফল। তদ্রূপ, ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য - শ্রীভগবানের প্রীতি অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধান, মুক্তিরূপ দুঃখনিবৃত্তি নহে। ভক্তের নিকট মুক্তি, আত্মারামতা, যোগসিদ্ধি বা জ্ঞানাদি অবান্তর ফলসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্ত ঐ সকল গ্রহণ করেন না। কারণ ভক্তির মুখ্যফল যে ভগবৎ-প্রীতি, ঐগুলি তাহার বিরোধী।[1]

মুক্তি-সুখ সর্বদাই একরূপ, আর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যবিশেষের প্রভাবে ভক্তিসুখ সর্বদাই অদ্ভুত অর্থাৎ পরম অনির্বচনীয় ও বিচিত্রতাপূর্ণ। অতএব সাযুজ্যরূপা মুক্তি হইতে ভক্তি-সুখ সর্বতোভাবে বিপরীত। মুক্তিসুখ—শেষসীমাপ্রাপ্ত একরূপ, পরিপূর্ণ ও তৃপ্তিজনক। কিন্তু ভক্তিসুখ – অনেকরূপ, অপরিচ্ছিন্ন এবং তৃপ্তিনিবারক অর্থাৎ যতই অনুভব করা যায়, ততই পরমেশ্বরের সুখানুসন্ধানের জন্য—তাঁহাতে প্রীতি করিবার জন্য, সহজ লালসারই উদয় হয়। ভক্তিসুখ প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নূতন—মধুর হইতে মধুর বিচিত্ররূপে বর্ধমান। 'যিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি তাহা জানেন'—এই ন্যায়ে ভক্তিবিলাস-মাধুর্যাতিশয়াত্মক যে সুখ, তাহা অনুভবকারী ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। সুতরাং দুঃখানুভূতিহীনতারূপ ঋণাত্মক মুক্তি হইতে পরমমনোহর মহান্‌ভক্তিবিলাসবৈভব-মাধুর্যাতিশয়রূপ পরমধনাত্মক বাস্তব ভক্তিসুখবৈচিত্রী সর্বতোভাবে বিলক্ষণ।[2] মোক্ষ লম্পট ব্যক্তির ন্যায়। লম্পটকে যেমন বাধা দিলেও সে ধৃষ্টতা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চায়, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে জীবন্মুক্ত ভক্তগণ অতি তুচ্ছবোধে মুক্তিকে পরিত্যাগ করিলেও মুক্তি যেন বলপূর্বক ভক্তের অনুগমন করে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের অতি আনুষঙ্গিকভাবেই সমস্ত দুঃখ-নিবৃত্তি, আত্মারামতা প্রভৃতি লাভ হয়।

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।২০৯ ; ২। ঐ, ২।২।২১৭

তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমানন্দে সর্বদা তন্ময়।[১] ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতীয় দর্শনের প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত।

ষড়্দর্শনের পরমপণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যপাদ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরহরির কৃপায় ভাগবত-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন,—

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥[২]

আমি কণাদের মত (বৈশেষিক মত) জানিয়াছি, আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়-দর্শনের সহিত পরিচিত আছি, মীমাংসাশাস্ত্র (জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা) শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, পতঞ্জলির যোগদর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে, বেদান্তশাস্ত্রও আমি বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের কোন মুরলীমাধুর্য-প্রবাহ স্ফুরিত হইয়া সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীনৃসিংহপুরাণোক্ত বৈষ্ণবরাজ শ্রীযমের নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

বিষধর কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-,দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
মহদপি সুবিচার্য লোকতন্ত্রং, ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরস্তি ॥[৩]

ফণি (যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি), কণাদ (বৈশেষিক দর্শনকার), শঙ্কর-মত (পাশুপত বা রুদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদ-শাস্ত্রসমূহ),

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৫।১৯৮; ২। শ্রীপদ্যাবলী ৯৯ সংখ্যা; ৩। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ ৭১ অনু-ধৃত শ্রীনৃসিংহপুরাণবাক্য ৯।৭ (২য়-সং বোম্বাই, ১৯১১ খৃঃ) ৪১ পৃঃ।

দশবল[১] (বৌদ্ধমত), পঞ্চশিখ[২] (সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা পঞ্চশিখের মত অর্থাৎ সাংখ্যমত), অক্ষপাদ (ন্যায়দর্শনকার গোতম), শ্রেষ্ঠ-লোকতন্ত্র (লোকরঞ্জক স্বর্গাদি-কামনাপূরক পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র অথবা লোকায়ত চার্বাকমত, অথবা লৌকিকশাস্ত্রসমূহ) উত্তমরূপে বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে শ্রীভগবানের উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হয় না।

অষ্টম-মাধুরী

ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগণ

ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র বেদান্তদর্শনের মূল গ্রন্থ। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'ব্রহ্মসূত্র'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্ম-সূত্রাণি"[৩] অর্থাৎ ব্রহ্ম ইঁহাদের দ্বারা সূত্রিত অর্থাৎ সূচিত হন, এই অর্থে—ব্রহ্মসূত্রসমূহ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা দর্শন—প্রত্যেকটিই সূত্রাকারে গ্রথিত। দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্তদর্শনের সূত্র-সমূহ বিশেষভাবে সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসংখ্যা—৫৫৫, কোন কোন মতে—৫৫৮ বা কিছু কম বেশী। এই ব্রহ্মসূত্রসমূহ, (১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফল—এই চারিটি অধ্যায়ে

১। (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষমা, (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান, (৬) প্রজ্ঞা, (৭) বল, (৮) উপায়, (৯) প্রণিধি, ও (১০) জ্ঞান—বুদ্ধের এই দশটি বল ছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম—'দশবল' ; ২। "সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা মুনির নামই পঞ্চশিখ। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকার ৭০ শ্লোকে লিখিত আছে--কপিল আসুরিকে ও আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়।"—শ্রীবামনপুরাণ, ৩০শ অধ্যায় এবং শ্রীমহাভারত-শান্তিপর্ব ; ৩। শ্রীগীতার সুবোধিনী-টীকা ১৩।৪

বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় ৪টি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অধিকরণ-সংখ্যা দৃষ্ট হয়। এই অধিকরণ-সংখ্যাও বিভিন্ন আচার্যের সিদ্ধান্তানুসারে কম বেশী হইয়াছে।

প্রস্থান-ভেদ

কতিপয় দার্শনিক (শঙ্কর-সম্প্রদায় প্রভৃতি) শাস্ত্রের (বেদান্তের) ত্রিবিধ প্রস্থান, কেহ কেহ বা (শ্রীমধ্বাচার্য) চতুর্বিধ প্রস্থানের কথা বলিয়াছেন। প্রস্থান-শব্দের অর্থ—আকর-গ্রন্থ। যে-স্থানে প্রকৃষ্টভাবে দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু নিহিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল আকর-স্থানই – প্রস্থান। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতানুসারে উপনিষৎসমূহ – 'শ্রুতিপ্রস্থান', ব্রহ্মসূত্র—'ন্যায়প্রস্থান' ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাত প্রভৃতি—'স্মৃতিপ্রস্থান' নামে উক্ত হয়। ন্যায়দর্শনে যেরূপ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাবয়বের বিচার-পদ্ধতিক্রমে অনুমানের মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, সেইরূপ বেদান্তদর্শনেও বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি- এই পঞ্চ ন্যায়াঙ্গ-দ্বারা ব্রহ্ম-সূত্রের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য বেদান্তদর্শনকে ন্যায়প্রস্থান বলে।

শ্রীমধ্বাচার্যের মতে – (১) প্রমাণপ্রস্থান (দশপ্রকরণ), (২) শ্রুতি-প্রস্থান, (৩) গীতাপ্রস্থান ও (৪) সূত্রপ্রস্থান।

ব্রহ্মসূত্রকে কেহ কেহ শারীরক-সূত্রও বলেন। শরীরাধিষ্ঠিত জীব বা শরীরভব সুখ-দুঃখ—শারীরক (ভা ৩।৩১।১৯) নামে অভিহিত। তৎ-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত-সার সূত্রসমূহই শারীরক-সূত্র অর্থাৎ যে গ্রন্থে সংক্ষেপে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের বা তদুত্থিত সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-বিষয়ক মীমাংসা আছে। ইহা শারীরক-মীমাংসা-সূত্র নামেও খ্যাত।

প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ

বিভিন্ন বৈদান্তিক মত ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব হইতেই প্রচারিত ছিল। ইহার পরিচয় ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মীমাংসাসূত্রে[১] ও ব্রহ্মসূত্রে[২], উভয় স্থানেই চারি চারিবার বাদরির মত আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে জৈমিনির নাম ব্রহ্মসূত্রে এগারবার উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] এতদ্ব্যতীত আত্রেয়[৪], আশ্মরথ্য[৫], ঔড়ুলোমি[৬], কার্ষ্ণাজিনি[৭], কাশকৃৎস্ন[৮]-প্রমুখ আচার্যগণের নাম ব্রহ্মসূত্রে দৃষ্ট হয়। আশ্মরথ্যের নাম জৈমিনি তাঁহার পূর্বমীমাংসা-দর্শনেও[৯] উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য আশ্মরথ্যকে ভেদাভেদবাদী (মতান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)[১০], আচার্য ঔড়ুলোমি ও বাদরিকেও[১১] ভেদাভেদবাদী[১২], আত্রেয়কে মীমাংসক[১৩], কাশকৃৎস্ন ও কার্ষ্ণাজিনিকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলিয়া কেহ কেহ নির্ণয় করিয়াছেন। বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন। ইহা তাঁহার ব্রহ্মসূত্র এবং তাঁহারই রচিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।[১৪] বাদরায়ণ যেরূপ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম উল্লেখপূর্বক তাঁহার মত উদ্ধার করিয়াছেন, জৈমিনিও পূর্বমীমাংসায় সেইরূপ বহুস্থানে—কোন স্থলে পূর্বপক্ষরূপে, কোন স্থলে বা স্বীয় মত-পোষক প্রমাণরূপে বাদরায়ণের মত উদ্ধার করিয়াছেন। জৈমিনি

১। মীমাংসাসূত্র ৩।১।৩, ৬।১।২৭, ৮।৩।৬, ৯।২।৩৩; ২। ব্রহ্মসূত্র ১।২।৩০, ৩।১।১১, ৪।৩।৭, ৪।৪।১০; ৩। ঐ, ১।২।২৮, ৩১, ১।৩।৩১, ১।৪।১৮, ৩।২।৪০, ৩।৪।২, ১৮, ৪০, ৪।৩।১২, ৪।৪।৫, ১১; ৪। ঐ, ৩।৪।৪৪; ৫। ঐ, ১।২।২৯, ১।৪।২০; ৬। ঐ, ১।৪।২১, ৩।৪।৪৫, ৪।৪।৬; ৭। ঐ, ৩।১।৯; ৮। ঐ, ১।৪।২২; ৯। ঐ, ৬।৫।১৬; ১০। ঐ, (১।৪।২০)—শঙ্করভাষ্য ও ভামতী-টীকা দ্রষ্টব্য; ১১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, ৮০ পৃঃ; ১২। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২১—শঙ্করভাষ্য ও ভামতী দ্রষ্টব্য; ১৩। জৈমিনি-সূত্র ৬।১।২৬; ১৪। পরে এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীবেদব্যাসের শিষ্য বলিয়া কথিত।[১] শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতৃদেব শ্রীপরাশর ও শ্রীগুরুদেব শ্রীনারদ এবং মহর্ষি শ্রীশাণ্ডিল্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন।[২]

শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীপরাশরপাদ যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১—৩) তাঁহার উক্তি পাঠ করিলেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও ইহা আত্মপ্রকাশ-টীকায় সমর্থন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তরাজ শ্রীভগবৎপাদ শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই (ভা ১।৫।২০) "ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার হৃদ্গত ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। আচার্যপাদ শ্রীশাণ্ডিল্যের "উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্" (শাণ্ডিল্যসূত্র ৩১)-সূত্রে অতিস্পষ্টভাবে তিনি যে ভেদাভেদবাদী আচার্য ছিলেন, তাহা জানা যায়। শ্রীস্বপ্নেশ্বর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বহু শ্রুতিমন্ত্র ও শ্রীগীতার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শাণ্ডিল্যমুনির ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

শঙ্কর-পূর্ব ভাষ্যকারগণ

সূত্র-যুগের পর ভাষ্যকার-যুগে মহর্ষি বোধায়নই প্রাচীনতম বৈদান্তিক আচার্য[৩] বলিয়া কথিত হ'ন। বোধায়ন বেদান্তসূত্রের বিস্তীর্ণা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থসংগ্রহে সেই বৃত্তিরই অনুসরণ ও স্থানে স্থানে উহার অংশ উদ্ধার করিয়াছেন।[৪] শ্রীবোধায়নাচার্য জৈমিনির মীমাংসাসূত্রের 'কৃতকোটি' নামে এক বৃত্তি রচনা করেন। বোধায়নের পর উপবর্ষ মীমাংসাসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা

১। ভা ১।৪।২১, ১২।৬।৫৩ ; মহাভারত-আদিপর্ব ৬৪।৮১ ; ২। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মতে শ্রীনারদ দ্বৈতবাদী এবং শ্রীশাণ্ডিল্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন। Vide—'Comparative Studies in Vaisnavism & Christianity' by Dr. B. N. Seal, P. 23 & Pp 92, 93, Cal, 1899 ; ৩। Vide—'Agamasastra of Gaudapada' edited by Bidhusekhar Bhattacharya, Introduction P. C. VIII, C. U. 1943 ; ৪। শ্রীভাষ্য ১।১।১।১, ৫ অনু ; বেদার্থসংগ্রহ ১৪৬,২৪৯,২৫০ পৃঃ।

করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে উপবর্ষের বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্রীযামুনাচার্যের সিদ্ধিত্রয়[২], শ্রীরামানুজের বেদার্থসংগ্রহ[৩] ও শ্রীনিবাসের যতীন্দ্র-মতদীপিকা[৪] হইতে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দি, ভারুচি ও শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র-প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্যগণের নাম জানা যায়। শ্রীযামুনাচার্য সিদ্ধিত্রয়ে বলিয়াছেন, দ্রমিড়াচার্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহার উপর শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র বিস্তৃতা টীকা রচনা করেন।[৫] ভর্তৃপ্রপঞ্চ 'ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্য' নামক ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তমূলক বেদান্তভাষ্য রচনা করেন।[৬] সুন্দরপাণ্ড্য এবং আরও কয়েকজন বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদের (শঙ্করাচার্যের পরমগুরুর) পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৭]

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ

শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র-অবলম্বনে কেবলাদ্বৈতভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে সর্বাদিকাল হইতেই ব্রহ্মসূত্রের ভেদাভেদসিদ্ধান্তপর-ভাষ্য প্রচারিত ছিল বলিয়া আধুধিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন।[৮] ঋগ্বেদের

১। শঙ্করভাষ্য ১।৩।২৮, ৩।৩.৫৩ ; ২। সিদ্ধিত্রয়—কাশী চৌখাম্বা-সং, ১৯৫৭ সংবৎ, ৫ পৃঃ ; ৩। বেদার্থ-সংগ্রহ, ১১৬ পৃঃ, কলিকাতা-সং, ১৯৯৮ সংবৎ ; ৪। যতীন্দ্র-মত-দীপিকা, চৌখাম্বা, ১৯০৭ খ্রীঃ ; ৫। সিদ্ধিত্রয় ৫ম পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা-সং ১৯৫৭ সংবৎ ; ৬। সুরেশ্বরকৃত বার্তিকটীকা, আনন্দাশ্রম-সং ৬৬১, ৬৬৯ পৃঃ ; ৭। মাধবাচার্যকৃত সূত-সংহিতা-টীকা, আনন্দাশ্রম-সং, ২৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ৮। The *bhedabheda* interpretation of the Brahma-sutras is in all probability earlier than the monistic interpretation introduced by Sankara. The Bhagavad-Gita, which is regarded as the essence of the Upanisads, the older Puranas, and the Pancaratra, dealt with in this volume, are more or less on the lines of *bhedabheda*. In fact, the origin of this theory may be traced to the Purusa-sukta. * * * Anandagiri also refers to Dravida-bhasya as being a commentary on the Chandogy-Upanisad, written in a simple style (rigu-vivarana) previous to Sankara's attempt.—'A History of Indian Philosophy' by Dr. S. N. Dasgupta. Vol. III, Cambridge 1940, Pp 105, 106.

পুরুষসূক্তে এই ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের মূল পাওয়া যায়।[১] এতদ্ব্যতীত শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি-পুরাণসমূহ এবং সাত্বতপঞ্চরাত্রসমূহ ন্যূনাধিক অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যেরও বহুপূর্বে ব্যাখ্যাকার শ্রীদ্রমিড়াচার্য সরলভাষায় ছান্দোগ্যোপনিষদের ভেদাভেদসিদ্ধান্তপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মহর্ষি বোধায়নকে ভেদাভেদবাদী মনে করেন।

ব্রহ্মসূত্রের অনিবার্য স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত

এইরূপে দেখা যায়, কেবল অভেদ বা কেবল ভেদ, কোনটিই ব্রহ্মসূত্রের একান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া সুপ্রাচীনকাল হইতেই গৃহীত হয় নাই। অপরদিকে ইহাও দেখা যায়, ভেদাভেদসিদ্ধান্তটিই ব্রহ্মসূত্রের মধ্যমণির ন্যায় প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীনারদ, শ্রীপরাশর, শ্রীব্যাস, শ্রীশাণ্ডিল্য-প্রমুখ সূত্রকর্তা-মহাজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি, দ্রমিড়াচার্য-প্রমুখ অধিকাংশ শঙ্কর-পূর্ব বৈদান্তিক আচার্যগণ এবং প্রসিদ্ধ আলবরগণ, ভেদাভেদসিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বোধায়ন, টঙ্ক, গুহদেব, কপর্দি, ভারুচি-প্রমুখ শঙ্কর-পূর্ব ভাষ্যকারগণও কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবল দ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করোত্তর আচার্যগণও, যথা—শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু, শ্রীবল্লভাচার্য-প্রমুখ ভাষ্যকৃৎ আচার্যগণও কেহই কেবল অভেদ বা কেবল ভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য কেবল অভেদ-বাদ এবং একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য কেবল ভেদবাদের দ্বারা ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে যেমন কেবল অভেদবাদের দ্বারা বা কেবল ভেদবাদের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের মীমাংসা হইতে পারে না, অপরদিকে ব্রহ্ম-

---

১। ঋক্ ১০।৯০।১—৫

সূত্রের উপজীব্য (যুগপৎ ভেদ ও অভেদপর বিরুদ্ধ-তাৎপর্যময়) শ্রুতি-সমূহের মীমাংসা ও সমন্বয় শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই সাধিত হইতে পারে না। কেবল অভেদ ও কেবল ভেদবাদের যখন প্রতিষ্ঠা নাই, তখন উভয়পর সিদ্ধান্ত যে ভেদাভেদ, তাহা স্বীকার করাই অনিবার্য হয়। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য উপনিষৎসমূহের ভেদ ও অভেদ, উভয় সিদ্ধান্তপর মন্ত্র পাওয়া যায়। আর শ্রীশঙ্করাচার্যের বৌদ্ধমতানুকরণিক[১] মতানুসারে ভেদপর শ্রুতিগুলিকে সগুণ ব্রহ্মপর বা ব্যবহারিক, আর অভেদপর শ্রুতিগুলিকে নির্গুণ ব্রহ্মপর বা পারমার্থিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও কতকগুলি শ্রুতিকে কল্পনাবলে ঔপাধিক, মায়িক, তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট এবং কতকগুলিকে পারমার্থিক বা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থাপন করিতে হয়। বস্তুতঃ, সমস্ত শ্রুতিই সমানভাবেই পূজ্য। অতএব যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু অভেদ ও ভেদ—এই বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ অবস্থিতি এই জড় রাজ্যে জড়ের ধারণায় অসম্ভব। ইহা কল্পনামূলে সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও অবাস্তব বা কাল্পনিক বলিয়া গণ্য হয়। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণমূলে ব্রহ্মসূত্রের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"[২], এই ব্রহ্মসূত্রে যে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণের কথা উক্ত হইয়াছে, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্রসমূহ এবং শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-প্রমুখ জগদ্গুরু আচার্যগণ যে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণকে 'অচিন্ত্য'-শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীশঙ্করাচার্য নাগার্জুনের মাধ্যমিক-কারিকার সিদ্ধান্তের অনুকরণে অর্থাৎ বৌদ্ধমতানুকরণে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, এই দুই স্তরের সত্যের কথা বলিয়াছেন ;

২। ব্র সূ ২।১।২৭

ব্রহ্মসূত্রের ভেদাভেদসিদ্ধান্ত উক্ত অচিন্ত্য-শব্দ অর্থাৎ শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ-দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে তাহাতে শ্রুতিপ্রমাণে নানাপ্রকার অসঙ্গতি, জড়ীয় ভেদ স্বকপোল-কল্পনা প্রভৃতি দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

কেবলভেদবাদ-স্থাপনে কষ্ট-কল্পনা

কেবলভেদবাদাচার্য শ্রীমধ্বের মতানুসারী শ্রীনারায়ণভট্টের শিষ্য কবি গৌড়পূর্ণানন্দ লিখিয়াছেন,—

> জ্ঞাত্বা সাংখ্য-কণাদ-গৌতম-মতং পাতঞ্জলীয়ং মতং
> মীমাংসামত ভট্টভাস্করমতং ষড়্দর্শনাভ্যন্তরে।
> সিদ্ধান্তং কথয়ন্ত হন্ত সুধিয়ো জীবাত্মনোর্বস্তুতঃ
> কিং ভেদোঽস্তি কিমেকতা কিমথবা ভেদেঽপ্যভেদস্তয়োঃ॥
> শাস্ত্রেষু পঞ্চসু ময়া খলু তত্র তত্র
> জীবাত্মনোরতিতরাং শ্রুত এব ভেদঃ।
> বেদান্তশাস্ত্রভণিতং কিমিদং শৃণোমি
> ভেদং ততোঽপ্যনুভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রম্॥[১]

হে পণ্ডিতগণ! ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও ভট্টভাস্করের মত বিচারপূর্বক এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলুন—জীব ও পরমাত্মার মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ আছে কিনা, কিংবা ঐক্য, অথবা তাঁহাদের মধ্যে ভেদেও অভেদ বর্তমান? উক্ত পাঁচটি শাস্ত্রে আমি জীব ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদই শ্রবণ করিয়াছি। এখন কি বেদান্তশাস্ত্র-কথিত ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ—এই ত্রিবিধ বিচিত্র মত শ্রবণ করিব?

মাধ্বমতাবলম্বী শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, ষড়্দর্শনের মধ্যে যখন পাঁচটি দর্শনেই কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে,

---

১। কাশী, 'পণ্ডিত'পত্রিকায় (১৮৭১ খ্রী, ১লা সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত গৌড়পূর্ণানন্দ-কৃত তত্ত্বমুক্তাবলী ৭৯,৮০ শ্লোক।

তখন ষষ্ঠ ও অবশিষ্ট বেদান্তদর্শনও ঐ পঞ্চদর্শনেরই অনুগমন করিবে অর্থাৎ কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্ত বেদান্তদর্শনে স্থাপিত হইতে পারে না। কেবলভেদ-বাদীর উক্ত যুক্তি শাস্ত্রবিচারসহ নহে। কারণ, অন্য পঞ্চ দর্শনের মতানুসরণ করিবার জন্য শ্রুতির তাৎপর্যৈক-মীমাংসক বেদান্তদর্শন প্রকাশিত হন নাই। পঞ্চ দর্শন সর্বতোভাবে শ্রুতির অনুগমন করে নাই। এমন কি, কেহ কেহ মুখে বেদ মানিয়াও কার্যতঃ বেদের শিরোভাগ শ্রুতির সিদ্ধান্ত এবং বেদ ও শ্রুতির একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করে নাই। সুতরাং ঐ সকল নিরীশ্বর বা মৌখিকভাবে বেদ-স্বীকারকারী পঞ্চ দর্শনের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য প্রচার করিবার জন্যই বেদান্ত-দর্শনের আবির্ভাব। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টভাবেই ঐ সকল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং আপাত-বিরুদ্ধ শ্রুতিসমূহের মীমাংসা ও সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তের মূর্তিমান্ ভাষ্যস্বরূপ, সর্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও এই কথাই বলিয়াছেন।[১]

কেবলাভেদবাদ-স্থাপনে কষ্টকল্পনা ও শ্রুতিবিরোধ

গতানুগতিক ধারণায় শঙ্কর-শারীরকই 'বেদান্ত' বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য বা মায়াবাদ-ভাষ্যকেই অধিকাংশ ব্যক্তি বেদান্তমত বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, শ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যে কিছুটা স্বকপোলকল্পনার মৌলিকতা থাকিলেও তাহা শ্রৌত-সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার বৌদ্ধমতপ্রবণ পরমগুরু গৌড়-পাদের বৌদ্ধমতকে মূল করিয়াই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করা-

১। এই গ্রন্থের ১৯০—১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চার্যের পূর্বে ব্রহ্মসূত্রের কোনো ভাষ্যেই বিবর্তবাদ প্রপঞ্চিত হয় নাই। কেন না, উহা বেদ-বিরোধী বৌদ্ধমত। আধুনিক গবেষকগণও বলিয়াছেন,—

So great is the influence of the Philosophy propounded by Sankara and elaborated by his illustrious followers, that whenever we speak of the Vedanta philosophy we mean the philosophy that was propounded by Sankara. If other expositions are intended the names of the exponents have to be mentioned (e. g. Ramanuja-mata, Vallabha-mata, etc.).

There is reason to believe that the Brahma-sutras were first commented upon by some Vaisnava writers who held some form of modified dualism. * * * I am myself inclined to believe that the dualistic interpretations of the Brahma-sutras were probably more faithful to the sutras than the interpretations of Sankara.[১]

তাৎপর্য—যাঁহারা স্বনিয়মিত দ্বৈতবাদ (অর্থাৎ একান্ত ভেদবাদ নহে) স্বীকার করেন, এরূপ কোন কোন বৈষ্ণব-লেখকের দ্বারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্ম-সূত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। * * * আমার নিজের কথা বলিতে পারি, আমি এইরূপ বিশ্বাস করিবার পক্ষপাতী যে ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যাসমূহ সম্ভবতঃ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতমতপর ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সূত্রনিষ্ঠ।

The fact that we do not know of any Hindu writer who held such monistic views as Gaudapada or Sankara, and who interpreted the Brahma-sutras in accordance with those monistic ideas, when combined with the fact that the dualists had been writing commentaries on the

১। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, Pp 429, 420, 421.

Brahma-sutras, *goes to show that the Brahma-sutras were originally regarded as an authoritative work of the dualists.* This also explains the fact that the Bhagavadgita, the canonical work of the Ekanti Vaisnavas, should refer to it. I do not know of any Hindu writer previous to Gaudapada who attempted to give an exposition of the monistic doctrine (apart from the Upanisads), either by writing a commentary as did Sankara, or by writing an independent work as did Gaudapada.

It seems very significant that no other Karikas on the Upanisads were interpreted, except the Mandukya Karika by Gaudapada, *who did not himself make any reference to any other writer of the monistic school, not even Badarayana, Sankara himself makes the confession* that the absolutist (advaita) creed was recovered from the Vedas by Gaudapada.'[১]

তাৎপর্য এই যে, গৌড়পাদ বা শঙ্করের ন্যায় কেবলাদ্বৈতমতবাদী কোন হিন্দুধর্মাবলম্বী লেখক অথবা যিনি কেবলাদ্বৈত মতের অনুসরণে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন ব্যক্তির কথা যখন আমরা জানি না এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, দ্বৈতবাদিগণ প্রাচীন কাল হইতেই ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া আসিতেছেন, তখন ইহাতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসূত্র সর্বপ্রথমে দ্বৈতবাদিগণেরই একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাতেও পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে. এই কারণেই একান্তি-বৈষ্ণবগণের প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও মায়াবাদের উল্লেখ নাই। গৌড়পাদের পূর্বে কোন হিন্দুধর্মাবলম্বী লেখক শঙ্করের ন্যায় ভাষ্য বা টীকা রচনা করিয়া

১। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, p 422.

অথবা গৌড়পাদের ন্যায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতমতবাদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। কোন কোন উপনিষদে ঐমত আপাত প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র।

ইহা বিশেষ অর্থসূচক বলিয়া মনে হয় যে, গৌড়পাদ একমাত্র মাণ্ডূক্যকারিকা ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের উপর কেবলাদ্বৈতপর কোন ব্যাখ্যা লেখেন নাই। গৌড়পাদ নিজেও কেবলাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের অন্য কোন লেখকের, এমন কি, বাদরায়ণের কোনো উল্লেখ করেন নাই। শঙ্কর নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, গৌড়পাদই বেদ হইতে কেবলাদ্বৈত-মতবাদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

He (Sankaracharya) was interested in proving that this philosophy was preached in the Upanisads ; but *in the Upanisads there are many passages which are clearly of a theistic and dualistic purport, and no amount of linguistic trickery could convincingly show that these could yield a meaning which would support Sankara's thesis.* Sankara, therefore, introduces the distinction of a common-sense view (*Vyavaharika*) and a philosophic view (*Paramarthika*), and explains the Upanisads on the supposition that, while there are some passages in them which describe things from a purely philosophic point of view, there are many others which speak of things only from a common-sense dualistic view of a real world, real souls and a real God as Creator. Sankara has applied this method of interpretation not only in his commentary on the Upanisads, but also in his commentary on the Brahma-sutra. *Judging by the sutras alone, it does not seem to me that the Brahma-sutra supports the philosophical doctrine of Sankara, and there are some sutras which Sankara himself interpreted in a dualistic manner.* * * * *Nagarjuna*

says in his Madhyamika-sutras that the Buddhas preach their Philosophy on the basis of *two kinds of truth, truth as veiled by ignorance and depending on common-sense*, presuppositions and judgments (samvriti-satya) and truth as unqualified and ultimate (paramartha-satya).[১]

শঙ্করাচার্য তাঁহার দার্শনিকমত (বিবর্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ) উপনিষদের মধ্যে প্রচারিত ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ স্বার্থপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু উপনিষদের মধ্যে এরূপ বহু বহু বাক্য পাওয়া যায়, যাহা পরিষ্কারভাবে অস্তিক্যবাদ-জ্ঞাপক ও দ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক। ভাষার কোনো প্রকার চাতুরীই, এই সকল উপনিষদ্-মন্ত্রসমূহ যে শঙ্করের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনকারি-তাৎপর্য- প্রকাশক, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্যভাবে প্রদর্শন করিতে পারে না। এইজন্য শঙ্করকে, সাধারণ ধারণা (ব্যবহারিক) ও দার্শনিক ধারণা (পারমার্থিক), এইরূপ দুইটি ধারণার কথা উপস্থাপিত করিয়া কল্পনামূলে উপনিষদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে যে, উহাতে কতকগুলি বাক্য সম্পূর্ণ পারমার্থিক মতজ্ঞাপক, আর কতকগুলি বাক্য যাহাতে জগৎ, জীবাত্মসমূহ ও স্রষ্টা ঈশ্বরের বাস্তবতা ও সত্যতামূলক দ্বৈত ধারণা আছে—এইরূপ দ্বৈতপর বাক্যগুলি ব্যবহারিক। শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যার প্রণালী কেবল স্বকৃত উপনিষদ্-ভাষ্যের মধ্যে প্রয়োগ করেন নাই পরন্তু স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মসূত্রসমূহ লইয়া বিচার করিলেও ইহা আমার মনে হয় না যে, ব্রহ্মসূত্র শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করে। অধিক কি, স্বয়ং শঙ্করও কতকগুলি সূত্রের দ্বৈতপরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * * * নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিকাসূত্রসমূহে বলেন যে, বুদ্ধগণ দুই

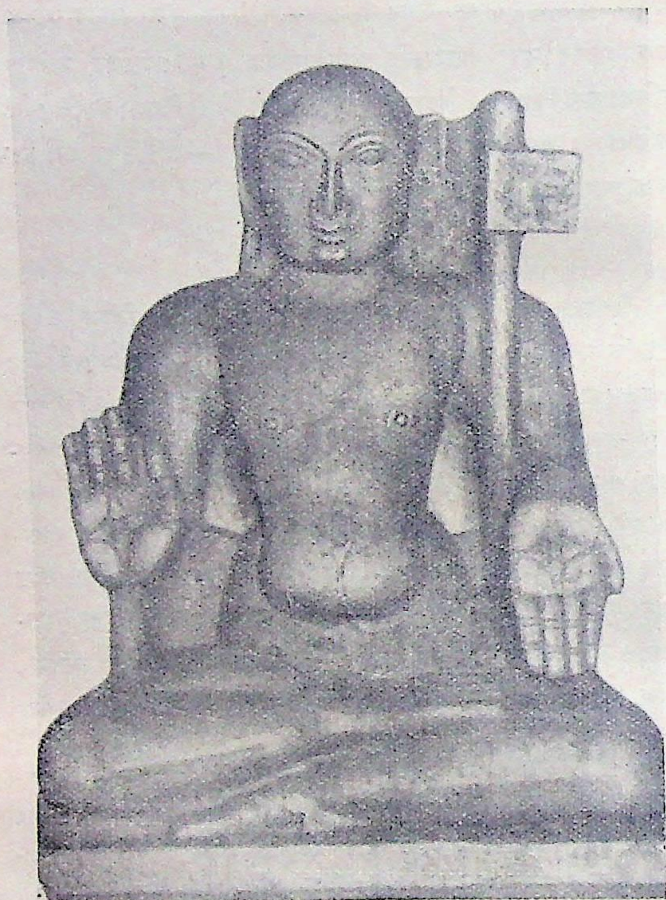
১। A Histoty of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. II, Cambridge 1932, Pp 2,3,

প্রকার সত্যের ভিত্তির উপর তাঁহাদের দার্শনিক মত প্রচার করেন। এক প্রকার সত্য—অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন এবং লোকের সাধারণ-বুদ্ধিজাত পূর্বকল্পনা ও বিচারের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ; ইহাই বৌদ্ধ-পরিভাষায় সংবৃতিসত্য। আর দ্বিতীয়টি হইল—অবিমিশ্র এবং চরম সত্য, যাহা পারমার্থিক সত্য নামে কথিত।

শ্রীশঙ্করাচার্য-চরিত

শ্রীশঙ্করাচার্য দক্ষিণভারতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-ষ্টেটের ত্রিচুর জেলার অন্তর্গত কালাডি[1]-নামক ক্ষুদ্র গ্রামে খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, মতান্তরে নবম শতাব্দীতে[2], বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নম্বুরী-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের পিতার নাম 'শিব-গুরু' ও মাতার নাম 'বিশিষ্টা'। কথিত হয়, ইনি অষ্টম বর্ষ বয়সে নিজে-নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নর্মদাতীরস্থ গোবিন্দযোগীকে গুরু-পদে বরণ করত বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। তৎপরে তিনি দ্বাদশোপনিষদ্, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম ও শ্রীসনৎসুজাতীয়, এই ষোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী' নামে খ্যাত ১৫১খানি গ্রন্থ পাওয়া

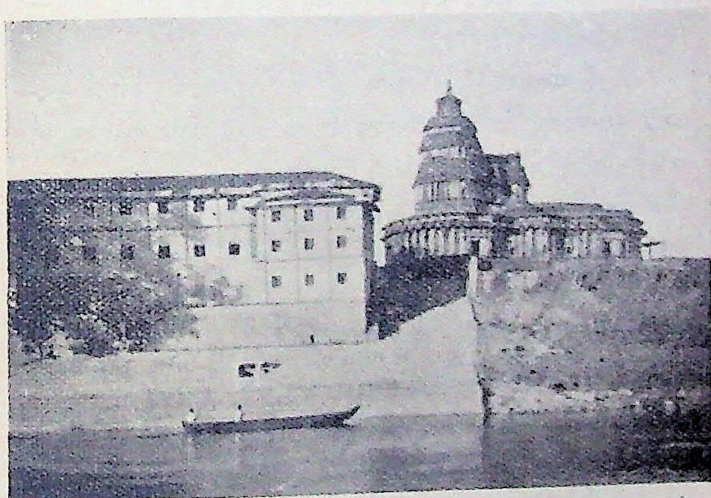
১। সাউদার্ন রেলওয়ের শোরানুর-কোচিনহারবার-টারমিনাস্-বিভাগের অঙ্গমলি (Angamali)-নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কালাডি গ্রামে যাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সঙ্কলিত "শ্রীগৌরপদাঙ্কিত দক্ষিণাপথ" গ্রন্থে 'কালাডি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; ২। শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মকাল লইয়া প্রায় বিংশ প্রকার মতভেদ আছে। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ'-গ্রন্থে ও বিশ্বকোষে ৬০৮ শকাব্দ=৬৮৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল লিখিত আছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মকাল—৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।



শ্রীশঙ্করাচার্য

[তিরুবোর্রিয়ুর (Tiruvorriyur, S. India)এর সুপ্রাচীন শৈলীমূর্ত্তি হইতে]

যায়।[1] তিনি সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটক ও হস্তামলক—এই চারিজন প্রধান শিষ্যের দ্বারা যথাক্রমে দ্বারকায় সারদামঠ, পুরীতে গোবর্ধন-মঠ, বদরিকায় জ্যোতির্মঠ এবং দক্ষিণভারতে মহীশূররাজ্যের কডুর-জেলায় তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী-মঠ স্থাপন করেন।[2] কাশীতে প্রচলিত গুরুপরম্পরা এইরূপ—(১) নারায়ণ, (২) ব্রহ্মা, (৩) বশিষ্ঠ, (৪) শক্তি, (৫) পরাশর, (৬) ব্যাস, (৭) শুক, (৮) গৌড়পাদ, (৯) গোবিন্দযোগী ও (১০) শঙ্করাচার্য।



তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে সুপ্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর-মন্দির ও শৃঙ্গেরীমঠ

১। (ক) রাজেন্দ্রনাথঘোষ কৃত 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' (২য় সং) ১৮৩ পৃঃ; মাসিক বসুমতীতে (ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) 'শঙ্করাচার্য-রচিত গ্রন্থনির্ণয়' প্রবন্ধ এবং (খ) বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি (৩য় সংখ্যা) ১৬—১৯ পৃঃ শঙ্কর-গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য;
২। মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩০৯) 'শৃঙ্গেরী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতবাদ

শ্রীশঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার নাম **কেবলাদ্বৈতবাদ**। ইহার নামান্তর—বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্বাচ্যবাদ, নির্বিশেষ-বস্তৈক্যবাদ ইত্যাদি। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; জীব ও জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র (কারণে মিথ্যাকার্য-প্রতীতি)। ভ্রম-সংঘটনকারিণী অনির্বাচ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ' ভ্রান্তি হইতেছে; জগৎ—মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র।[১]

ভ্রম দুই প্রকারের—(১) বস্তু-আশ্রয়ী ও (২) নির্বস্তুক। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমটি বস্তু-আশ্রয়ী অর্থাৎ এই স্থানে ভ্রমের একটি বাস্তব অবলম্বন বা অধিষ্ঠান আছে, যথা—রজ্জু। আর নির্বস্তুক ভ্রমে এক বস্তুর উপর অপর ভিন্ন বস্তুর ভ্রমাত্মক আরোপ হয়; ইহাকে বলে 'অধ্যাস'। যেরূপ রজ্জু ও সর্প ভিন্ন হইলেও উহাদের অভিন্ন প্রতীতি অর্থাৎ রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞানের পরিবর্তে সর্পজ্ঞানই অধ্যাস। আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানই অধ্যাসের কারণ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ও জীব মিথ্যা; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ সত্য-ব্রহ্মে—মিথ্যা জীব ও জগতের আরোপই অধ্যাস। জীবাশ্রিত অজ্ঞান আবরণশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া বিক্ষেপশক্তির দ্বারা তৎস্থলে মিথ্যা জগতের প্রতীতি করায়। মিথ্যা-শব্দের অর্থ—যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয় অথচ পরে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে তিন প্রকার স্তরের সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে—(১) পারমার্থিক সত্তা, (২) ব্যবহারিক সত্তা ও (৩) প্রাতিভাসিক সত্তা। যাহা কখনও অসত্যরূপে প্রতীত হয় না, তাহাই

১। ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্করভাষ্য ১।১।১, ২।১।১৫, ৩।২।২৫—৩০

পারমার্থিক সত্তা, যথা—ব্রহ্ম। আর যাহা ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের পূর্বপর্যন্ত সত্যরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই ব্যবহারিক সত্তা, যথা—জগৎ। আর যাহা কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ হয়, পরে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত হয়, তাহা প্রাতিভাসিক সত্তা ; যেমন—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে সর্প-প্রতীতি ইত্যাদি।[১]

প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের দ্বারা এবং ব্যবহারিক সত্তা পারমার্থিক প্রত্যক্ষের দ্বারা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রাতি-ভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্তা নহে ; উহারা উভয়েই মিথ্যা। পারমার্থিক সত্তাই সত্তা। পারমার্থিক সৎই হইলেন ব্রহ্ম। ব্যবহারিক সৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইল জগৎ। প্রাতিভাসিক সৎ বা মিথ্যা হইল স্বপ্ন বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান প্রভৃতি ; আর অসৎ হইল আকাশ-কুসুম প্রভৃতি। এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সৎ নহে, আবার আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বা অপ্রত্যক্ষও নহে, আর ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিক সৎও নহে। এজন্য জগতকে সদসদ-বিলক্ষণ, অনির্বচনীয় বলা হইয়াছে। এই কারণেই শ্রীশঙ্করাচার্যের মতবাদের অন্যতম নাম অনির্বাচ্যবাদ।

সগুণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—শ্রীশঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে সগুণব্রহ্ম বলিয়াছেন। মায়ারূপ শক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ইনি—জীব ও জগতের স্রষ্টা, জীবের উপাস্য, বহুগুণশালী ও সবিশেষ। ইনি জীব হইতে ভিন্ন। এই সগুণ-ব্রহ্ম বা জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর, সৃষ্ট জগতের ন্যায় মিথ্যা—মায়ামাত্র।

১। সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৭ পৃঃ, কাশী ১৮৯০ খ্রীঃ।

জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। ব্রহ্ম—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া জীবাখ্যা প্রাপ্ত হন।[১] ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত।

পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাব যেরূপ মায়িক, জীবভাবও সেইরূপ মায়িক। পার্থক্য এইমাত্র, ঈশ্বরের উপাধি—সমষ্টি-মায়া, আর জীবের উপাধি—ব্যষ্টি-অবিদ্যা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি-উপাধি বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বর, উভয়ই অখণ্ড, অনন্ত ভূমা ব্রহ্মে বিলীন হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে, জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে। জীব—ঘটাকাশ, আর ব্রহ্ম—মহাকাশ।

জগৎ—জগৎ ও জীব, উভয়েই ব্রহ্মের বিবর্ত। মায়াশক্তিমান্ ব্রহ্মই—জগৎ ও জীবরূপে অবভাসিত হন। মায়োপহিত ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা, পরব্রহ্ম নহেন। ঈশ্বর—কারণ; জীব ও জগৎ—কার্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য কৈবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের মত, তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের মত হইতে কিছুটা পৃথক্ হয়। গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকা-গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বৌদ্ধমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধগণের অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ, সর্বশূন্যতাবাদ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অনেকে শ্রীশঙ্করাচার্যের পরমগুরুকে বৌদ্ধ বলিবার পক্ষপাতী।[২] শ্রীশঙ্করাচার্যের গুরুদেব শ্রীগোবিন্দ-

---

১। ব্রসূ (২।৩।০,৫০)—শাঙ্করভাষ্য;

২। (ক) Gaudapada thus flourished after all the great Buddhist teachers Asvaghosa, Nagarjuna, Asanga and Vasubandhu ; and I believe that there is sufficient evidence in his Karikas for thinking that he was possibly himself a Buddhist.—(A History of Indian Philoso-

যোগীর কোনো বেদান্ত-গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং গোবিন্দপাদের যে কি মত ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে তাঁহার 'যোগী' উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। যাহা হউক, শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার পরমগুরুদেবের স্পষ্ট বৌদ্ধমতকে সংশোধিত করিয়া "যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ"[১] (শঙ্করাচার্যেরই) এই উক্তি অনুসারে বৌদ্ধগণের 'শূন্য' স্থানে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করিয়া 'ব্রহ্ম-সত্য-জগন্মিথ্যাত্ববাদ' প্রচার করেন। কেবলাদ্বৈতবাদে মায়ার স্বরূপ, অবিদ্যার স্বরূপ, জীবের ও জগতের স্বভাব, ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা প্রভৃতি বহু বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থাকায় তাহা নানাভাবে সমালোচিত হয়। তখন শ্রীশঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য (পূর্বনাম মণ্ডনমিশ্র) এবং তৎপরে বাচস্পতিমিশ্র ('ভামতী'-টীকাকার) ও প্রকাশাত্ম-যতি (পঞ্চপাদিকাবিবরণ'-টীকা-রচয়িতা)-প্রমুখ শঙ্করানুগ মনীষিগণ স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্যের মত হইতে কিছুটা পৃথক্ হইয়া শঙ্করমতের পরিস্ফূর্তি সাধন করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে আবার শঙ্করানুগ-গণের মধ্যে বিভিন্ন বিবদমান মতের সৃষ্টি হয়।

মণ্ডনমিশ্র জীব-সম্বন্ধে প্রতিবিম্ববাদী ছিলেন, বাচস্পতিমিশ্র ছিলেন—অবচ্ছেদবাদী, আর সুরেশ্বরাচার্য—আভাসবাদী।

সূর্য যেরূপ বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হন। এই প্রতিবিম্বই—

---

phy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, P 423.); (ঘ) Vide also the Agamasastra of Gaudapada, edited by M. M. Vidhusekhara Bhattacharya of Cal. University, PP 83—93 (1943);

১। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ ৯৮০ সংখ্যা।

জীব। যেরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, সেরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব-জীব বস্তুতঃ অভিন্ন। ইহাই প্রতিবিম্ববাদ।[১]

অপর কেবলাদ্বৈতীর মতে, জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে। জীব—অখণ্ড ব্রহ্মের সখণ্ড প্রকাশ; যেমন—ঘটাকাশ ও মহাকাশ। অখণ্ড মহাব্যোম যেরূপ ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ঘটাকাশ নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ অখণ্ড নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। জীব—ঘটাকাশ, আর ব্রহ্ম—মহাকাশ। ইহাই অবচ্ছেদবাদ বা পরিচ্ছেদবাদ।[২]

মণ্ডনমিশ্রের মতে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। অবিদ্যাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত দর্পণ। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন; সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। মিথ্যা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলেই জীব পারমার্থিক ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিভাত হয়।

মণ্ডনমিশ্রের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। জীবেরই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যার আশ্রয়; জীবের ব্রহ্ম-বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে। জীবের জীবভাবের মূলই যখন অজ্ঞান, তখন অজ্ঞান-ফলিত জীব আবার অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? জীব স্বীয় ভাবের জন্য অজ্ঞানের অপেক্ষা করে এবং অজ্ঞান নিজ আশ্রয়ের জন্য জীবের অপেক্ষা করে; জীব-ভাব অজ্ঞানের অধীন আবার অজ্ঞান জীবের অধীন—ইহাতে পরস্পর-আশ্রয়দোষ আসিয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন, অবিদ্যা ও জীব উভয়ই অনাদি ও পরস্পর আশ্রিত। ইহাদের এই সম্বন্ধ বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধের ন্যায় অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদের

১। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ৬৫ পৃঃ, কাশী-সং, ১৮৯২ খ্রীঃ; সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১ম পরিঃ ১৩,১৪,১৭ পৃঃ, কাশী, ১৮৯০ খ্রীঃ; ২। সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ১ম পরিঃ ১৮ পৃঃ।

পরস্পর-আশ্রয়দোষ হয় না।[১] সুরেশ্বরাচার্যের মতে অজ্ঞান-কল্পিত জীব কোন মতেই অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই বটে।[২]

সুরেশ্বরাচার্যের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও অভিন্ন নহে। কারণ, প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। তালগাছের ছায়া তাল গাছ হইতে ভিন্ন; সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা আভাস—জীব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ছায়া সত্য নহে, উহা মিথ্যা; অতএব প্রতিবিম্বও সত্য নহে, উহা মিথ্যা। সমষ্টি মায়ার আভাস—ঈশ্বর, আর ব্যষ্টি-অবিদ্যার আভাস—জীব। ঈশ্বরের উপাধি—শুদ্ধসত্ত্বগুণ; সুতরাং ঈশ্বর—সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। জীবের উপাধি মলিন সত্ত্বগুণ; অতএব জীব—অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি।

আভাসবাদে—আভাস বা প্রতিবিম্ব মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যা ভেদের ন্যায় মিথ্যা প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদসাধন করা কর্তব্য। প্রতিবিম্ববাদে—ভেদের উচ্ছেদসাধন করিলেই হয়, প্রতিবিম্বের উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজন হয় না; কেননা, উক্ত মতে প্রতিবিম্ব সত্য এবং বিম্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু আভাসবাদে ভেদের ন্যায় প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদসাধন করা প্রয়োজন হয়। ইহাই প্রতিবিম্ব-বাদ ও আভাসবাদের মধ্যে পার্থক্য।

স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যের ও তাঁহার শিষ্য-পরম্পরার এই সকল মতবাদই শ্রীজীবপাদ শ্রীষট্‌সন্দর্ভে ও শ্রীসর্বসম্বাদিনীতে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

১। মণ্ডনমিশ্রকৃত ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ২। সুরেশ্বরাচার্যকৃত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১০৭,১০৮ পৃঃ; বৃহদারণ্যক-বার্তিক, ১ম খণ্ড, ১৭৪—১৮২তম শ্লোক; ঐ ২য় খণ্ড ১২১৫—১২১৭তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীশঙ্করোত্তর বেদান্তসাহিত্য

শ্রীশঙ্করশিষ্য (১) পদ্মপাদ—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপর বেদান্তডিণ্ডিম-টীকা রচনা করেন। কথিত হয়, উক্ত টীকা পদ্মপাদের জীবদ্দশায় বিনষ্ট হয়। উহার মধ্যে চারিটি সূত্রের ভাষ্যের উপর 'পঞ্চপাদিকা' টীকাটি পাওয়া যায়। (২) সুরেশ্বরাচার্য (পূর্বনাম মীমাংসকাচার্য মণ্ডনমিশ্র)—বৃহদারণ্যক-ভাষ্যবার্তিক, তৈত্তিরীয়-ভাষ্যবার্তিক, পঞ্চীকরণ-বার্তিক, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, মানসোল্লাস, ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, স্বারাজ্য-সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) হস্তামলক—১৪শ শ্লোকাত্মক হস্তামলক-গ্রন্থ এবং (৪) তোটক—গুরুস্তব রচনা করেন।

সর্বজ্ঞাত্মমুনি (সুরেশ্বরাচার্য-শিষ্য) 'সংক্ষেপ-শারীরক' গ্রন্থের রচয়িতা। অবিমুক্তাত্ম আচার্য—'ইষ্টসিদ্ধি'-গ্রন্থের রচয়িতা। বোধঘনাচার্য—'তত্ত্বসিদ্ধি'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। বাচস্পতিমিশ্র—বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের উপর 'ভামতী' টীকা এবং সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর 'ব্রহ্মতত্ত্ব সমীক্ষা'টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশাত্মযতি (অনন্যানুভবের শিষ্য) —পদ্মপাদকৃত 'পঞ্চপাদিকা'র উপর 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণ'-নামক টীকা করেন এবং শ্রীহর্ষাচার্য 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অদ্বৈতানন্দ—ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর ব্রহ্মবিদ্যাভরণ-নামক টীকার রচয়িতা ; বাগীশ্বর (নৈয়ায়িক) 'মহাবিদ্যাবিড়ম্বন'-নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতমত-স্থাপনের চেষ্টা করেন। আনন্দবোধেন্দ্র-ভট্টারক ন্যায়মকরন্দ, ন্যায়দীপাবলী, প্রমাণমালা ও যোগ-বাশিষ্ঠের টীকা রচনা করেন। আনন্দপূর্ণ-বিদ্যাসাগর পদ্মপাদের পঞ্চ-পাদিকা ও প্রকাশাত্মযতি-কৃত 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণে'র উপর টীকা, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের উপর 'ফক্কিকাবিভঞ্জন' প্রভৃতি টীকা রচনা করেন। জ্ঞানোত্তমাচার্য (চিৎসুখাচার্যের গুরু বলিয়া কথিত)—সুরেশ্বরা-

চার্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উপর চন্দ্রিকা-টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধির উপর 'বেদান্তন্যায়-সুধা' টীকা, 'জ্ঞানসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

চিৎসুখাচার্য (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া কথিত)—দক্ষিণভারতের কামকোটিমঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। নব্যন্যায়ে ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর 'ভাবপ্রকাশিকা' টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা, 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধি-টীকা প্রভৃতি বহু টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ চিৎসুখাচার্যের বিষ্ণু-পুরাণের টীকা দেখিয়া আত্মপ্রকাশ-টীকা রচনা করিয়াছেন, ইহা মঙ্গলা-চরণে জানাইয়াছেন। চিৎসুখাচার্য নৈয়ায়িক প্রভৃতির দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া 'প্রত্যক্‌তত্ত্ব-প্রদীপিকা বা চিৎসুখী' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাশঙ্কর—ইনি ১৩ বৎসরকাল শৃঙ্গেরী-মঠের মঠাধীশ ছিলেন এবং লম্বিকাযোগ অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া শিলাময় শিবলিঙ্গে পরিণত হ'ন। এই শিবলিঙ্গের উপর বিদ্যাশঙ্করের উত্তরাধিকারি-শিষ্য শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ বিদ্যারণ্য, রাজা প্রথম হরিহরের অর্থানুকূল্যে (প্রায় ১৩৫৮ খ্রীঃ) বিদ্যাশঙ্করের সমাধি-মন্দির নির্মাণ করেন।[১]

অমলানন্দ-যতি (অপর নাম ব্যাসাশ্রম)—ভামতীর উপর কল্পতরু-টীকা, 'শাস্ত্রদর্পণ' নামে ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণমালা ও পঞ্চপাদিকার উপর দর্পণ-টীকা রচনা করেন। ভারতীতীর্থ—ইনি শৃঙ্গেরী-মঠের মঠাধীশ ছিলেন। ইনি বেদান্তদর্শনের সটীক-অধিকরণমালা রচনা করেন। সায়ণাচার্য (বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা)—ইনি বেদের ভাষ্য রচনা করেন।

বিদ্যারণ্য (নামান্তর মাধব, দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য নামে কথিত) পঞ্চদশী, সর্বদর্শনসংগ্রহ, উপনিষদের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শৃঙ্গেরী-

১। শ্রীকণ্ঠশর্ম্মা-রচিত 'শৃঙ্গেরীক্ষেত্রদীপিকা' ১ম-সং, ১৯৪৪ খৃষ্টাঃ, ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মঠের গুরুপরম্পরায় দ্বাদশ অধস্তন। ইনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২৯৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[১]

আনন্দগিরি—ইনি শঙ্করাচার্য ও সুরেশ্বর-প্রমুখ আচার্যগণ-কৃত গ্রন্থ ও ভাষ্যের উপর অনেকগুলি টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'শঙ্কর-বিজয়' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী--ইনি কাশীতে অবস্থান করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী-নামক কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের উপর নানাদীক্ষিতের সিদ্ধান্তদীপিকা-নামক টীকার কথা জানা যায়।

রঙ্গরাজ অধ্বরী—পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর দর্পণনামক টীকা রচনা করেন। নানাদীক্ষিত—সিদ্ধান্তদীপিকা-টীকার রচয়িতা। নৃসিংহাশ্রম—ভেদধিক্কার, বৈদিকসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, অদ্বৈতদীপিকা, বেদান্ততত্ত্ব-বিবেক প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কথিত হয়, ইনি শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অপ্পয়-দীক্ষিতকে কেবলাদ্বৈতমতে প্রবিষ্ট করান। নারায়ণাশ্রম—ইনি স্বীয় গুরু নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈতদীপিকার উপর বিবরণ-টীকা এবং ভেদধিক্কারের উপর সংক্রিয়া-টীকা রচনা করেন।

অপ্পয়দীক্ষিত (রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র)—কাঞ্চীর নিকট অডপ্পয়ন্ গ্রামে ইঁহার জন্ম (১৫২০-১৫৯৩ খ্রীঃ)। ইনি বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবলাদ্বৈতবাদ-বেদান্তে বেদান্তকল্পতরু-পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ন্যায়রক্ষামণি ও ন্যায়মঞ্জরী ; বৈষ্ণব-বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ন্যায়ময়ূখমালিকা ; শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শিবার্কমণি-দীপিকা প্রভৃতি ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র—ইঁহার গুরুর নাম অদ্বয়ানন্দ সরস্বতী। বেদান্ত-সার ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রামতীর্থস্বামী—মধুসূদন-সরস্বতীর অন্যতম

১। বিশেষ বিবরণ 'প্রবাসী' (আষাঢ়, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় 'শৃঙ্গেরী'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাগুরু। সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী-টীকা, সংক্ষেপ-শারীরকটীকা প্রভৃতি ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভট্টোজী দীক্ষিত—সিদ্ধান্তকৌমুদীকার। ইনি অপ্পয়দীক্ষিতের নিকট মায়াবাদবেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী হন এবং মহাভাষ্যের উপর শব্দকৌস্তুভ ও শঙ্কর-শারীরকের উপর তত্ত্বকৌস্তুভ টীকা রচনা করেন।

মধুসূদন-সরস্বতী—ইনি বঙ্গদেশের ফরিদপুর-জেলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনাসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষকগণের মতে ইঁহার সময়—১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যায়। কথিত হয়, কবি তুলসীদাসের সহিত মধুসূদনের আলাপ-আলোচনা হইত। শুনা যায়, মধুসূদন প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন এবং তথায় ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক-সিদ্ধান্তমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া কেবলাদ্বৈত-মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে কাশীতে গিয়া রামতীর্থের নিকট শঙ্কর-ভাষ্য অধ্যয়ন করেন। মায়াবাদ-গুরুর সঙ্গ ও মায়াবাদভাষ্য-শ্রবণফলে তাঁহার চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি কাশীতে বিশ্বেশ্বর-সরস্বতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীব্যাস-রায়ের ন্যায়ামৃত-গ্রন্থ খণ্ডন করিবার জন্য 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থ লিখিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত হয়, পুনরায় তাঁহার মত পরিবর্তিত হয়; তিনি তাঁহার পূর্বস্বভাবজ বৈষ্ণবধর্মানুরাগে অনুরাগী হ'ন। শঙ্করসম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন[১], পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী-কৃত—

১। (ক) উদ্বোধনকার্যালয় হইতে প্রকাশিত ছান্দোগ্যোপনিষদের ভূমিকা (মাঘ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ) ২৩ পৃঃ এবং (খ) রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি—ভূমিকা' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ), ১৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া-,স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] এইরূপই একটি শ্লোক সামান্য কিছু পাঠভেদসহ শ্রীবিল্বমঙ্গলের রচিত বলিয়া উক্ত ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমধুসূদনের রচিত আর একটি শ্লোক এই,—

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনোধাবতি॥

অর্থাৎ ধ্যানবশীকৃত-চিত্ত যোগিগণ সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরম-জ্যোতিঃ দেখেন, দেখুন; আমাদের মন কিন্তু কালিন্দীপুলিনে সেই লোচনচমৎকার নীলরূপের জন্যই ধাবিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর নিম্নলিখিত শ্লোকে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলা হইয়াছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্ব বলা হয় নাই;—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ, পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ, কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

অদ্বৈতসিদ্ধির লেখককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, দ্বৈত-ভাব অদ্বৈত-ভাব হইতেও সুন্দর—"দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্"[২]। কেহ কেহ "ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি"[৩]—এই শ্লোকোক্ত পদ উদ্ধার করিয়া শ্রীমধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও শ্লেষে উল্লেখ করিয়াছেন।

১। চৈ চ ম ১০।১৭৭, ১৭৮; ২। বোধসার, ভক্তিরসায়ন-প্রকরণ; ৩। আত্রেয়সংহিতা ৩৭৫তম শ্লোক।

শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ(প্রথম শ্লোক)-ব্যাখ্যা, বেদস্তুতি-টীকা, রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা, শ্রীভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকা, কৃষ্ণকুতূহল-নাটক, ভক্তিরসায়ন, শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ তাঁহার শ্রীগীতার টীকায় শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর অনেক বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।[1]

বেঙ্কটনাথ—ইনি গীতার উপর ব্রহ্মানন্দগিরি-টীকা লিখিয়া শঙ্করমত ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত মতেরই নিন্দা করিয়াছেন। অধ্বরীন্দ্র—ইনি বেদান্ত-পরিভাষা-নামক গ্রন্থ এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর বিদ্বন্মনোরমা-টীকা রচনা করেন। রাঘবেন্দ্র-সরস্বতী—সংক্ষেপশারীরকের উপর বিদ্যামৃতবর্ষিণী, ন্যায়াবলী-দীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতী—ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লঘুচন্দ্রিকা-টীকা রচনা করেন। সূত্রমুক্তাবলী, অদ্বৈতচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থও ইঁহার রচিত। অচ্যুত-কৃষ্ণানন্দতীর্থ—ইনি অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর কৃষ্ণালঙ্কার ও তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর বনমালা টীকা রচনা করেন। রামানন্দ-সরস্বতী—ইনি ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর রত্নপ্রভাটীকা রচনা করেন। ইঁহার গুরু—গোবিন্দানন্দ-সরস্বতী। কেহ কেহ গোবিন্দা-নন্দকে রত্নপ্রভার টীকাকার বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণানন্দ-সরস্বতী—ইনি সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন[2]-নামক গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে লেখেন। ধনপতিসূরি (১৭৯৬ খ্রীঃ)—ইনি কেবলাদ্বৈত মতের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ গীতার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা-টীকা ও মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা প্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

১। সারার্থবর্ষিণী-টীকা ৯।১৫, ১৩।১২, ১৪।২৭, ১৫।১৮ ইত্যাদি; ২। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের অনন্তার্য অপর সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন-গ্রন্থের রচয়িতা।

শঙ্করমতের সাধারণ আলোচনা

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্মই—একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব, জীব ও জগৎ—বিবর্ত বা মিথ্যা।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥[১]

ব্রহ্ম—নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত—এই ত্রিবিধ-ভেদ-রহিত। যাহা ত্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তাহা নির্গুণ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা গুণরহিত। কারণ, ব্রহ্ম যদি সর্ব-ভেদশূন্য হন, তাহা হইলে তাঁহাতে গুণজ-ভেদও থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, গুণের দ্বারা দ্রব্য সীমাবদ্ধ হয়; ব্রহ্মে গুণবিশেষের আরোপ করিলে তিনি সসীম হইয়া পড়েন। এইজন্য শঙ্করের মতে অনন্ত, অসীম ব্রহ্ম—নির্গুণ। তবে যে শ্রুতিতে অনেক স্থলে ব্রহ্ম সগুণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই বর্ণনা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী-মূলক অর্থাৎ শঙ্করের ধারণাপ্রসূত ঈশ্বরের বোধক—পরব্রহ্ম-বিষয়ক নহে।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রে কথিত জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের 'স্বরূপ-লক্ষণ' নহে, উহা 'তটস্থলক্ষণ'। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপত্বই ব্রহ্মের 'স্বরূপ-লক্ষণ'। ব্রহ্ম—সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত—সর্ববিধ বিকার-রহিত। ব্রহ্ম—চিৎ অর্থাৎ শুদ্ধ, জ্ঞানমাত্র—জ্ঞাতা নহেন। (১) জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞাতার গুণবিশেষ, নির্গুণব্রহ্মে কোনরূপ গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। (২) জ্ঞাতৃত্ব—কর্মবিশেষ, সুতরাং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কোন প্রকার ক্রিয়ার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। (৩) জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান, নির্বিশেষ বা ত্রিবিধ-ভেদরহিত ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদের প্রসঙ্গই সম্ভব

১। 'ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা' ২২ সংখ্যা, ১৪৪ পৃঃ (শঙ্কর-গ্রন্থরত্নাবলী, ১ম ভাগ)—অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ;

হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম—জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। ব্রহ্ম—আনন্দমাত্র অর্থাৎ যাবতীয় ক্লেশরহিত, কিন্তু আনন্দময়তাগুণযুক্ত হইয়াও আনন্দপ্রদানকারী নহেন। তাহাতে ব্রহ্মে দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। ব্রহ্ম অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াই পরিণাম বা পরিবর্তনের জননী; যেমন—বয়নক্রিয়ার দ্বারা কর্তা তন্তুবায় ও কর্ম তন্তুর পরিণাম ও পরিবর্তন হয়।

ব্রহ্ম—জীব ও জগতে পরিণত হ'ন না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জীব ও জগদ্‌ভ্রমরূপ বিবর্ত হয়,—ইহা মিথ্যা বা মায়া। মহামায়াবী ব্রহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা মিথ্যা জগতের ভ্রম উৎপাদন করাইয়া জীবদিগকে ভ্রান্ত করিতেছেন—ইহা মায়া-উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে জীবগণের কর্মানুসারিণী ক্রীড়া বা লীলা; ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা, পারমার্থিক দৃষ্টির কথা নহে।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

এ পর্যন্ত যত প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, উহাদিগকে সংক্ষেপে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,—(১) আরম্ভবাদ, (২) পরিণামবাদ ও (৩) বিবর্তবাদ। কার্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ-বিষয়ক আলোচনা হইতেই ঐ সকল দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে।

(১) আরম্ভবাদ—দ্রব্যসকল দ্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই জগৎকে আরম্ভ করে। অবয়ব দ্রব্য হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যথা—সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি; উৎপত্তির পূর্বে কার্য সম্পূর্ণ অসৎ অর্থাৎ তাহার কোনো সত্তাই থাকে না, উৎপন্ন হইয়া কার্য সৎ হয় এবং কার্য হইতে কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন—এইরূপ সিদ্ধান্তই আরম্ভবাদ। আরম্ভবাদে ব্রহ্ম—জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না। ন্যায় ও বৈশেষিক—আরম্ভবাদী। আরম্ভবাদের অপর নাম অসৎকার্যবাদ।

(২) পরিণামবাদ—এই মতে কার্য—কারণের রূপান্তর। উৎপত্তির পূর্বে কার্য—কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। পরিণামবাদ তিন প্রকার—(ক) প্রকৃতি-পরিণামবাদ, (খ) ব্রহ্ম-পরিণামবাদ বা বস্তু-পরিণামবাদ ও (গ) ব্রহ্মশক্তি-পরিণামবাদ বা শক্তি-পরিণামবাদ। পরিণামবাদের অপর নাম—সৎকার্যবাদ।

(ক) নিরীশ্বর সাংখ্যমতে এই জগৎ-প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি—পরিণামশীলা, যেমন—লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাবসম্পন্ন, ইচ্ছাদি-গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্রই পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহদেহে গতি ও চুম্বকদেহে আকর্ষণী শক্তি) উপস্থিত করে, সেইরূপ আত্মা-নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি—জড় ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিকর্ষ-বিশেষের প্রভাবে প্রকৃতিদেহে পরিণামশক্তির উদয় হয়। সাংখ্যকার—প্রকৃতি-পরিণামবাদী।

এক শ্রেণীর বৈদান্তিক ব্রহ্মপরিণামবাদ বা বস্তুপরিণামবাদ এবং আর এক শ্রেণীর বৈদান্তিক শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করেন।

(খ) ব্রহ্মপরিণামবাদে ব্রহ্মই স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণত হ'ন। অর্থাৎ সর্বকারণ-ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য সত্য।[১] শ্রীধরস্বামিপাদও, পরমার্থভূত বস্তুর কার্য—জগৎ[২], এইরূপ বস্তুপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কও ব্রহ্মকে কারণ ও জগৎকে কার্য্য বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বের মতে ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন। শ্রীরামানুজ, জগতকে শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর, বলিয়াছেন।

১। শ্রীবল্লভাচার্যকৃত তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ১।২৩; ২। ভাবার্থদীপিকা ১।১।২

(গ) ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলে দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের (বিকারের) ন্যায় ব্রহ্মে বিকার উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ-নিরসন এবং চিদ্‌বৈজ্ঞানিক দর্শনের পূর্ণতা শক্তি-পরিণামবাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম বা ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তারই হইল এই জগৎ'— ইহাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

(ঘ) বিবর্তবাদ—বস্তুতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর-কল্পনা, তাহারই নাম বিবর্ত। যে বস্তুতে সেই কল্পনা হয়, সেই বস্তুই উপাদান-কারণ। রজ্জুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তি না হইলেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমকল্পিত সর্পের উপাদান-কারণ হইল রজ্জু অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান-কারণ— নির্বিশেষ ব্রহ্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য বৌদ্ধমতের অনুকরণে কেবল 'শূন্য'স্থানে 'ব্রহ্ম' নাম দিয়া বিবর্তবাদ স্থাপন করেন। কারণে মিথ্যা কার্য-প্রতীতিই বিবর্ত। মায়াবাদিগণের মতে ইহার অপর নাম—সৎকারণবাদ। বস্তুতঃ 'সৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম-কারণ হইলে মিথ্যা কার্যের (জগতের) উৎপত্তি হইতে পারে না। এজন্যই বিবর্তবাদকে সৎকারণবাদ বা ব্রহ্মকারণবাদ না বলিয়া মায়াকারণবাদ বা মায়াবাদ বলা হয়। মায়াই ভ্রান্তি বা বিবর্ত উৎপাদন করে। আধুনিক মায়াবাদিগণ ইহাকে 'ব্রহ্মবাদ' নামে অভিহিত করিতে চাহিলেও বিচারে ইহা প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ (শূন্যরূপ কারণ হইতে শূন্যরূপ জগতের উৎপত্তি) বা মায়াবাদ [মায়ারূপ কারণ হইতে মিথ্যা কার্যের (জগতের) উৎপত্তি] বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

শঙ্কর-মায়াবাদ

শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—আমাদের নিকট যে একটা জগৎ প্রতীতি হইতেছে, ইহার কারণ—মায়া। যদি মায়াকে একটি সত্তা বলা

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৫৬—৭১, ৭৯ অনু।

হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটি সত্য মানিতে হয়—ব্রহ্ম আর অদ্বিতীয় থাকেন না। আর যদি উহা অসত্য হয়, তাহা হইলেও একটি অলীক বা অসৎ বস্তু হইতে জগৎপ্রতীতি হয় - এইরূপ বলিতে হয়; অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বই নাই—এরূপ একটা কিছু, কোন একটা ব্যাপার সংঘটন করে—এরূপ স্থাপন করিতে হয়। এজন্য শ্রীশঙ্করাচার্যকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে, মায়া—সৎও নহে, অসৎও নহে; জগৎ—ব্রহ্মের পরিণাম নহে, বিবর্তমাত্র অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তির ন্যায় একটা নশ্বর প্রতীতি মাত্র। অতএব জগৎ—মিথ্যা, মরীচিকা ও মায়াময়। বৌদ্ধগণের শূন্যবাদে সমস্তই শূন্য, স্থায়িসত্তা কিছুই নাই। মায়াবাদেও এক ব্রহ্ম ব্যতীত সবই অসত্য বা শূন্য এবং সেই ব্রহ্মকেও কোন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা যায় না বলিয়া ব্রহ্মও কার্যতঃ শূন্যস্থলীয়। একথা আচার্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন—"যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ।"[১] বৌদ্ধ মহাযানে মায়াবাদের প্রচুর প্রচার দেখা যায়।[২]

ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে[৩] বহুস্থানে পরিষ্কারভাবে পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার পরবর্তী মায়াবাদিগণকে জটিল সমস্যার মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল। এজন্য উহার সমাধানে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যেই মতভেদ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যকেও যেন সুবিধাবাদী হইয়া কখনও কিয়ৎপরিমাণ বাস্তবতা, কখনও মায়ার ইন্দ্রজাল বা বিবর্ত, যখন যেটি সুবিধাজনক, সেইটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'জগৎ'সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।[৪] যখন তিনি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী

১। সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ ৯৮৩ সংখ্যা; ২। ম ম প্রমথনাথ তর্কভূষণকৃত 'মায়াবাদ' ২৭, ২৮ পৃঃ, বিশ্বভারতী-সং. ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; ৩। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অ, ১ম পাদ দ্রষ্টব্য; ৪। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. II, Cambridge 1932, Pp. 2, 38.

বা শূন্যবাদিগণের মতের খণ্ডন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তিনি খানিকটা বাস্তববাদী সাজিয়াছেন। আবার যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে ব্রহ্মের শক্তি মায়া এবং মায়া-প্রসূত এই জগতের সত্যতা প্রমাণিত হইলে তাঁহার কেবলাদ্বৈতবাদের ভিত্তিই ধসিয়া যায়, তখন তাঁহাকে 'অনির্বাচ্য' মায়ার ইন্দ্রজালের অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ বিবর্তবাদের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত অনুগমগুলীও, যথা—অপ্পয়দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তলেশে'র মধ্যে ব্রহ্মকে বিবর্তকারণ এবং মায়াকে পরিণাম-কারণ, বাচস্পতিমিশ্র মায়াকে সহকারিকারণ ও ব্রহ্মকে প্রকৃত বিবর্ত-কারণ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ একমাত্র মায়াশক্তিকেই জগতের উপাদানকারণ—ব্রহ্ম উপাদান-কারণ নহেন, সর্বজ্ঞাত্মমুনি ব্রহ্মকেই একমাত্র বিবর্তকারণ এবং মায়া নিমিত্তমাত্র ইত্যাদি পরস্পর বিবদমান মত উদ্ভাবন করিয়া জগৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রকৃত হৃদগতভাব

শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্যভগবৎপাদ স্বয়ং বৈষ্ণবোত্তম, "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"[১]—শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি অনুসারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার শ্রীচরণানুচর গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর-কর্তৃক কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে মায়াবাদ-প্রচারকার্য তাহাতে আচার্যের কোন দোষ নাই। তিনি আজ্ঞাকারী দাস বলিয়াই শ্রীব্যাসদেবের বহু বাক্য হইতে জানা যায়।[২] তবে জীবের পক্ষে মায়াবাদভাষ্য-শ্রবণে সর্বনাশ উপস্থিত হয়[৩], অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতি সঞ্চারের পথ অবরুদ্ধ হয়।

১। ভা ১২।১৩।১৬ ; ২। শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩।৬৬,৬৯ ; শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৭০,৭১ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীপদ্মপুরাণ ও শিবপুরাণবাক্য ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; ৩। চৈ চ ম ৬।১৬৯

শ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং অন্তরে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য সেব্যসেবকভাব স্বীকার করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতির মহিমা বহু স্থানে কীর্তন করিয়াছেন।[১]

শ্রীশম্ভুর বৈষ্ণবতা

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখা যায় যে, শ্রীনারদ শিবলোকে গমন করিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের ভজনরত শ্রীশম্ভুকে যখন শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নভাবে স্তব করিতেছিলেন তখন শ্রীমহাদেব বলিলেন,—'আমি কখনই পরমেশ্বর নহি বা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্রও নহি, কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাঁহার দাসানুদাসগণের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে নানা-প্রকার অপরাধ করিলেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই।' ইহাতে শ্রীনারদ বলিলেন,—'আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়, আপনার তাঁহাতে অপরাধের কোন অবকাশই নাই। ঐরূপ কদাচিৎ লোকদৃষ্টিতে দেখা গেলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, আপনি তাঁহার পরমপ্রিয়। আপনি বৈষ্ণবদ্রোহী গর্গতনয় প্রভৃতিকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বর নিশ্ছিদ্র হয় নাই অর্থাৎ ভগবদ্‌বিদ্বেষি-গণকে বঞ্চনা করিয়া কৌশলে বরের ছলে অভিশাপই দিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাতে আপনার অপরাধ দেখা যায় না। শ্রীসঙ্কর্ষণের আশ্রিত অজ্ঞ শ্রীচিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাঁহার প্রতি কোপ প্রকাশ করেন নাই। আপনার কৃপায় দশজন প্রচেতা এবং আরও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপাত্র হইয়াছেন। শ্রীভগবতী-দেবীর কৃপায়ও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে আবিষ্ট হইয়াই মহান্ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দিগম্বর হইয়া রহিয়াছেন। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব আপনার কৃপা প্রার্থনা

১। শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপিনী ২।৫।১৬—শঙ্করভাষ্য ; ষট্‌পদীস্তোত্র ৩য় শ্লোক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

করিয়া থাকেন। অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার আরাধনা করিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া শ্রীমহেশ্বর আপনাকে অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া বলিলেন,—'হে নারদ! আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, ভক্ত, বিষ্ণুভক্তিপ্রদ ইত্যাদি অহঙ্কারে সমাবৃত। যদি আমাতে শ্রীহরির কৃপালেশও থাকিত, তাহা হইলে কি পারিজাত-হরণ বা উষাহরণাদিতে আমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইত, অথবা সেই সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর প্রভু, তাঁহার দাস আমাকে কোন ছলেই পূজা করিতেন? অথবা 'তুমি নিজ কল্পিত আগমসমূহের দ্বারা জনসমূহকে আমার প্রতি বিমুখ কর'—আমাকে এই প্রকার আদেশ করিতেন? আমি ও পার্বতী যে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় মুক্তিদাতা বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছি, সেই মুক্তি অতি নিদারুণ ব্যাপার, উহার নাম শুনিয়াও ভক্তগণের দুঃখ হয়।'[১]

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নিজকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি বহু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীব্রজগোপীগণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, তিনি শ্রীশঙ্করাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি তাঁহার হৃদয়সম্পুটের পরম-গোপ্য মহানিধি। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার প্রভুর (শ্রীবিষ্ণুর) আদেশানু-যায়ীই ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের অসম্মত বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ স্থাপন করিয়া মনে করিলেন,—'শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি এবং বৈষ্ণবগণের, সুতরাং বৈষ্ণবোত্তম শ্রীশঙ্করেরও, পরমপ্রিয়; বিশেষতঃ উহা ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য। যদি এই শ্রীমদ্ভাগবতের উপর কোনো প্রকার ভাষ্যাদি রচনা করিয়া বা তাঁহার

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ১।৩।১—৪১, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং (১ম সং)।

নামোল্লেখাদি করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন'—এই জন্যই তিনি সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকে তটস্থভাবে স্পর্শমাত্র করিয়া তৎপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা স্বকৃত বিভিন্ন শ্লোকে বর্ণন করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত কোনো কোনো পদ্যে শ্রীবার্ষভানবীর মহিমা পর্যন্ত ব্যক্ত দেখা যায়। ইহা পরে আলোচিত হইবে। শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদের অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কেবলাদ্বৈতসম্প্রদায়-শুদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন।[১]

মায়াবাদ-মত-শোধক শ্রীশ্রীধরস্বামী

কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক বিদ্যাশঙ্করের (১২২৮—১৩৩৩খ্রীঃ) পরে শ্রীশ্রীধরস্বামীর অভ্যুদয়কাল নিরূপণ করিয়া শ্রীস্বামিপাদকে মায়াবাদিসম্প্রদায়ের একজন আচার্য ও কেবলাদ্বৈত-মতের বিশেষ পুষ্টিসাধনকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর-স্বামিপাদের রচিত টীকা ও গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি পরমবৈষ্ণব ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার সর্বপ্রথমেই তিনি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের একমাত্র পরমপুরুষার্থ মোক্ষকে কৈতব (কাপট্য) বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তিনি কেবলাদ্বৈত মায়া-বাদ পোষণ করেন নাই—উহার শোধনই করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বহু বাক্য হইতে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। স্থানে স্থানে তাঁহার ভাবার্থ-দীপিকায় (১০।১৪।১৫ ; ১০।৮৭।১৭,২১,৪০ ইত্যাদি) যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-সমর্থনপর উক্তি দেখা যায় (শ্রীবল্লভাচার্যও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের নিকট স্বামিটীকার মধ্যে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন)

১। ভাবার্থদীপিকার ১০।৮৭ অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণের ৩য় শ্লোক এবং আত্মপ্রকাশ-টীকা, সুবোধিনীটীকা ও ভাবার্থদীপিকা-টীকার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ স্থানে স্থানে ভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্তন, আবার কোথাও বা অদ্বৈত-মত-সমর্থন—সেই আপাত-প্রতীয়মান অসঙ্গতির উদ্দেশ্য শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে বিচার করিয়া বলিয়াছেন,—'শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ – পরমবৈষ্ণব। তাঁহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ঐশ্বর্য, ধাম ও পার্ষদ-গণের নিত্যত্ব এবং মুক্তির পরেও ভক্তির অনুবৃত্তির সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রতিম বা মায়াবাদপ্রতিম সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল তদানীন্তন মধ্যদেশব্যাপ্ত অদ্বৈতমতবাদিগণকে 'বাড়শামিষার্পণ'-ন্যায় অবলম্বনে কোনো রূপে ভুলাইয়া শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ এবং তাঁহার মহিমায় অবগাহন করাইবার উদ্দেশ্যে। অদ্বৈতবাদিগণকে আকর্ষণ করিতে হইলে তাঁহাদের ভাব, ভাষা ও আকার-প্রকার গ্রহণ না করিলে তাঁহারা নিত্য-ভক্তির মহিমার কথায় কর্ণপাতই করিবেন না; এজন্যই অন্তরে পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিপাদ বাহ্য লোকব্যবহারে অদ্বৈত-বাদের মিশ্রণে তদীয় লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর মধ্যে যাহা শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তপর, তাহাই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের গ্রহণীয়।'[1] সুতরাং আমরা কেবলাদ্বৈতমতবাদশোধক ভক্ত্যেকসংরক্ষক শ্রীস্বামিপাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীধরস্বামি-চরিত

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঐতিহ্য ও কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে গুজরাটদেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা বিখ্যাত ভট্টিকাব্য-গ্রন্থের রচয়িতার জনক[2] ও পরে অদ্বৈতমতা-বলম্বী সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।[3] এই মত খণ্ডন করিয়া কেহ

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১১ পৃঃ; ২। শ্রীলালদাস-কৃত শ্রীভক্তমালগ্রন্থ, ১২শ মালা, ১৯৬, ১৯৭ পৃঃ; ৩। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

বলিয়াছেন,—ভট্টিকাব্য গুজরাটের অন্তর্গত বলভী-নামক নগরে ধরসেন রাজার সভায় রচিত হইয়াছিল। চারিজন ধরসেন রাজার অস্তিত্ব শাসনলিপিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। শেষ ধরসেনের রাজত্বকাল—প্রায় ৬৫০ খ্রীঃ। সুতরাং ভট্টিকবির পিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর-স্বামিপাদ কিছুতেই হইতে পারেন না। ভট্টিকাব্যের পুষ্পিকায় কবির পিতার নাম লিখিত আছে—'শ্রীস্বামী', তাহার পাঠান্তর 'শ্রীধর স্বামী' দুই-একস্থলে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের পিতাপুত্র-সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে।[১] সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কতিপয় কুলপঞ্জী হইতে শ্রীশ্রীধরস্বামীকে কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের স্বধামগত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২৪২—১৩১২ বঙ্গাব্দ) মহাশয়ের পূর্বপুরুষরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে।[২] সাঞ্চাডাঙ্গার জনমেজয় ঘটক সর্বপ্রথমে কুলপঞ্জীতে শ্রীধর-স্বামীর নাম আবিষ্কার করিয়া তদ্রচিত 'কুলতত্ত্বদর্শন' গ্রন্থে (যশোহর হইতে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) প্রকাশ করেন যে, শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী 'নান্দার বাড়ুরি' (নাঁদা বা নান্দা-গ্রামবাসী) সুরেশ্বরের (আদিশূর-আনীত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশের) বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। উক্ত মতানুসারে শ্রীধরস্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল—শ্রীধর আচার্য্য। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম—শ্রীকর বিদ্যার্ণব। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন শ্রীধরস্বামীর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ ছিলেন।

উক্ত মতে শ্রীধরস্বামী ও কবি কৃত্তিবাস (১৩৫২ খ্রীঃ) প্রায় সমকালীন, শ্রীধরস্বামী কৃত্তিবাসের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।[৩] সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যোগপরায়ণ শ্রীধর **ব্রহ্মসম্বোধিনী**-নাম্নী শ্রীগীতাসার

১। প্রবাসী পত্রিকা, মাঘ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত 'শ্রীধর-স্বামীর কুলপরিচয় ও কালনির্ণয়' প্রবন্ধ, ৪১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ২। ঐ ৪১১—৪১৪ পৃঃ; ৩। ঐ, ৪১৩ পৃঃ।

টীকা রচনা করেন।[১] ইহা শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের গীতার টীকা সুবোধিনী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীগীতার পরিশিষ্টরূপে গীতাসার পুষ্পিকাটিতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তন্ত্রসম্মত গূঢ় যোগরহস্য-ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে।[২]

ভাণ্ডারকার প্রাচ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের কিউরেটার পি, কে, গোডে এম্-এ, মহাশয় শ্রীধরস্বামিপাদের আবির্ভাবকাল—১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন।[৩]

শ্রীস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ হইতে যে-সকল সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের

১। পুণার 'ভাণ্ডারকার প্রাচ্য-গবেষণা'-প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত গীতাসার-টীকার পুঁথিটির নম্বর এই—No. 425 of 1875,1876—Paper MS, Fragmentary & worn out in Sarada characters.

২। উক্ত ব্রহ্মসম্বোধিনী-টীকার পুষ্পিকাটি এইরূপ,—

ইতি শ্রীগীতাসারটীকা **ব্রহ্মসম্বোধিনী** সমাপ্তা।

কৃতিঃ শ্রীনরসিংহ-পাদপদ্ম-পরাগপুঞ্জ পবিত্রিতানাং শ্রীশ্রীধরাচার্যাণাম্।

*　　*　　*

সংসারেস্মিন্ তত্ত্বতাৎপর্যবৃষ্ট্যৈ, **টীকাখ্যাতা ব্রহ্মসম্বোধিনীয়ম্।**

আচার্যেণ শ্রীধরেণ ত্রিবেণী-সঙ্গ-স্নানক্ষালিতান্তর্মলেন॥

"স্নাগাবিষ্টে" বিক্রমাদিত্যশাকে, মাঘে স্নিষ্টে সোমবারেণ দর্শে।

সিদ্ধে যোগে বিষ্ণুনক্ষত্রকুষ্টে, সিদ্ধক্ষেত্রে "মাধবাস্থা" বিশিষ্টে॥

টীকাটির রচনাকাল হইতেছে 'কটপয়াদি'ক্রমে লিখিত ১৪৩২ বিক্রমাব্দ—ঐ সনে মাঘের অমাবস্যা সোমবারে পড়িয়াছিল (=২১ জানুয়ারী, ১৩৭৬ খ্রীঃ)—প্রবাসী পত্রিকা (মাঘ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) ৪১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। Vide P.K. Gode's Date of Sridharasvamin, author of the Commentaries on the Bhagavata-Purana & other works" (Between C.A.D. 1350 and 1450) published in the Annals of B.O.R. Institute VoL. XXX, Parts III, IV, Pp 277—283 and reprinted in 1950 (Poona);

কাশীবাসী একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন।[১] তিনি অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের শোধনের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।[২] তিনি 'পরমানন্দ'-নামক গুরুর পদাশ্রয় করিয়াছিলেন।[৩] তাঁহার সন্ন্যাস-নাম—যতি শ্রীধরস্বামী এবং তিনি শ্রীনৃসিংহ-উপাসক ছিলেন।[৪] তিনি শ্রীশ্রীহরিহরকে একাত্মা জানিয়াও শ্রীমাধবকেই স্বয়ংরূপ ভগবান্[৫] বলিয়া জানিতেন। তিনি কাশীতে অবস্থানপূর্বক শ্রীবিন্দুমাধবের সন্তোষার্থ চিৎসুখাচার্যের[৬] ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা রচনা করিয়াছিলেন।[৭] শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকাও তিনি স্বসম্প্রদায়ের অনুরোধেই রচনা করেন।[৮]

পুরীর গোবর্ধন-মঠের আচার্য-পরম্পরার তালিকায় শ্রীশঙ্করাচার্য হইতে একাদশ অধস্তন এক শ্রীধরের নাম এবং তৎপরে তালিকার

১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকার ১।১ অধ্যায়ের 'মঙ্গলাচরণ' ১ম, ২য় শ্লোক; 'সুবোধিনী' (গীতার টীকা), মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক; ২। 'ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭, মঙ্গলাচরণ ৩য় শ্লোক; ৩। ঐ ১০।৮৭।৩৩, ১।১।১ মঙ্গলাচরণ, ১২।১৩ উপসংহার ১ম শ্লোক; সুবোধিনী (গীতার টীকা) মঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক; ৪। (বিষ্ণুপুরাণের) আত্মপ্রকাশ-টীকার ১ম অংশ, মঙ্গলাচরণ ২য় শ্লোক; উপসংহার শ্লোক; ২য় অংশ, মঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক; ৫। ভাবার্থদীপিকা ১।১।১ মঙ্গলাচরণ, ১ম—৩য় শ্লোক; ৬। ডক্টর এস্, এন, দাসগুপ্তের মতে বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার ও চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা চিৎসুখাচার্য (গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানোত্তমের শিষ্য) আনুমানিক **১২২০ খ্রীষ্টাব্দে** আবির্ভূত হন।---Vide, A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta VoL. II. pp 147,48 Cambridge 1932. ৭। 'শ্রীমচ্চিৎ-সুখ-যোগি-মুখ্য-রচিত-ব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটম্' —বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ-প্রথমাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশটীকার মঙ্গলাচরণ; অথাতঃ পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণলীলামহোদয়ঃ। বিন্দুমাধবতোষায় যথামতি বিতন্যতে॥ (—বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশের টীকাপ্রারম্ভে); ৮। ভাবার্থদীপিকা, মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন স্থানে আরও তিনজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়।[1] কেহ কেহ মনে করেন,[2] প্রথমোক্ত শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার প্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামী। প্রথমোক্ত শ্রীধরের অব্যবহিত পূর্বের আচার্যের নাম গোবিন্দ। গোবর্ধন-মঠের সাম্প্রদায়িক নিয়মানুযায়ী মঠাধীশগণের সন্ন্যাস-উপাধি 'অরণ্য'। গোবর্ধন-মঠাম্নায় হইতে জানা যায়, পদ্মপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানন্দ পর্যন্ত ঊনবিংশ পুরুষ পর্যন্ত মঠাধীশগণ সকলেই অরণ্য-উপাধিযুক্ত ছিলেন। জ্ঞানানন্দ শিষ্য করিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করায় কাশী হইতে 'বৃহদারণ্য'-তীর্থ নামক তীর্থ-উপাধিধারী একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গোবর্ধনমঠের মঠাধীশ হ'ন। তদবধি তদধস্তন গোবর্ধন-মঠাধীশগণের তীর্থ উপাধি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ গোবর্ধন-মঠাধীশ হইয়া থাকিলে তাঁহার নাম নিশ্চয়ই শ্রীধরারণ্য হইবে। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ নামের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত প্রামাণিক টীকাসমূহের মঙ্গলাচরণাদি আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, স্বামিপাদ কাশীবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের টীকায় শ্রীবিন্দুমাধব, শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীগঙ্গার বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীগীতার টীকায়ও বিশ্বেশ্বর ও উমাধবকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্-

---

১। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত এবং 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি' ৪র্থ সংখ্যার ৩৮-৪০ পৃষ্ঠায় 'শঙ্করমঠের গুরুপরম্পরা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে প্রকাশিত ; ২। ম ম পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র-রচিত 'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির' পুস্তিকা, ৬০-৬১ পৃঃ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। কিন্তু গোপাল চন্দ্র আচার্য চৌধুরী-প্রণীত (পুরী আনন্দ-ধাম হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোং হইতে মহেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" পুস্তকে গোবর্ধনমঠাম্নায় লিখিত ১১শ পুরুষ শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী নহেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; ২৬৩,২৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভাগবতের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশম্ভু ও শ্রীনৃসিংহদেবের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি পুরীর গোবর্ধন-মঠের মঠাধীশ বা আচার্য হইয়া থাকিলে উক্ত মঠের সাম্প্রদায়িক দেবতা ও শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীজগন্নাথের বন্দনা নিশ্চয়ই করিতেন এবং তিনি গোবর্ধন-মঠের মঠাধীশত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, গোবর্ধন-মঠের আম্নায়ে একাদশ পুরুষরূপে যে শ্রীধরের নামোল্লেখ আছে, তিনি গোবিন্দারণ্য নামক আচার্যের অধস্তন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকার সর্বত্র 'পরমানন্দ' নামক গুরুর বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ছিলেন শ্রীনৃসিংহের উপাসক। কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের লেখনীর কোথাও কোথাও আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি পূর্বাশ্রমে তৈলঙ্গ-দেশীয় ব্যক্তি ছিলেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থকার শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী;[১] শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ,[২] শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ,[৩] শ্রীজীব গোস্বামিপাদ,[৪] শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ,[৫] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি,[৬] স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য,[৭] নৈষধ-টীকাকার লক্ষ্মণ ভট্ট[৮] সুশ্রুতের টীকাকার

১। 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী', উপসংহার, ৪র্থ শ্লোক ; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত কলিকাতা বঙ্গবাসী সংস্করণ ; শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯ ; ২। শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক ; ৩। শ্রীপদ্যাবলী ১৫, ২৮, ৪৩ সংখ্যা ; ৪। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ২৭ অনু ও শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী (ভা ১০।৮৭।১) ; ৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২৪।৯৬ ; ঐ অ ৭।১২৯ ; ৬। মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ২৫শ অধ্যায়োক্ত শ্রীগীতার ভারত-ভাবদীপ নামক নীলকণ্ঠকৃত টীকার মঙ্গলাচরণে—"প্রণম্য ভগবৎপাদান্ **শ্রীধরাদীংশ্চ** সদ্‌গুরূন্। সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতা-ব্যাখ্যাং সমারভে ॥" ৭। তিথিতত্ত্বে একাদশী-ব্রতপ্রসঙ্গে "ইতি **শ্রীধরস্বামি**-ধৃত বচনাৎ" এবং একাদশীতত্ত্বে "অতএব নিত্যনৈমিত্তিকাধিকারিকাধিকারে **শ্রীধরস্বামি-ধৃতা** শ্রুতিঃ 'যথা শক্ত্যা তথা কুর্যাদিতি।'—(অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব—৪২ ও ৪৩৪ পৃঃ শ্রীশ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ; ৮। লক্ষ্মণভট্টকৃত নৈষধটীকায় যথা—"ভাগবতে **শ্রীধর**ব্যাখ্যানাৎ", Folio 9A of MS. No. 714 of 1886-92 (B. O. R. I.).

বৈষ্ণমহাদেব[১], নলোদয়কাব্যের টীকাকার রামর্ষি[২], গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য-পাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর[৩], প্রমুখ প্রাচীন আচার্য-লেখকগণ শ্রীস্বামিপাদের নাম ও টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগীতার (মঙ্গলাচরণ) টীকায় ও অন্যত্র (১৩।১৯) ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করের নাম, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (৩।২৩।৩২) 'বিশ্বপ্রকাশের' বাক্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্য (১।৭।৬) উদ্ধার এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকার প্রারম্ভে চিৎসুখাচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকাশের রচনাকাল ১০৩৩ শকাব্দ (=১১১১খ্রীঃ)[৪] এবং গবেষক-গণের মতে চিৎসুখাচার্যের অভ্যুদয়কাল ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।[৫]

শ্রীশ্রীধরস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা—সুবোধিনী, (২) শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকা—আত্মপ্রকাশ, (৩) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা—ভাবার্থদীপিকা। এই তিন গ্রন্থের টীকাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শ্রীধরস্বামিপাদ (৪) সনৎসুজাতীয়ের টীকা—বালবোধিনী (সম্ভবতঃ অদ্যাপি অমুদ্রিত), (৫) গীতাসারটীকা (?)—ব্রহ্মসম্বোধিনী[৬]

১। দশমো হরিঃ ইতি **শ্রীধরোক্তেঃ** (বৈষ্ণমহাদেব-কৃত সুকৃতটীকা Baroda Oriental Institute MS. No. 6041); ২। রামর্ষি-কৃত নলোদয়-কাব্য-টীকায় যথা—"শ্রীভাগবত-ভাবার্থব্যাখ্যানে শ্রীধরোপমবুদ্ধঃ ব্যাসো ভবৎ" (In verse 5 at the end of Ms. No. 411 of 1887-91 in the Govt. Mss. Library at B. O.R. Institute (P 374 of Catalogue of Kavya Mss. VoL. XIII,Part 1, 1940); ৩। শ্রীসারার্থদর্শিনী (ভা ১।১।১ ও ১০।১।১ ইত্যাদি); ৪। প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮, বঙ্গাব্দ, ৪১২ পৃঃ; ৫। The Annals of B. O. R. Institute, VoL XXX, Parts III—IV, P 279. ৬। Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, MS. No 425 of 1875, 1876 ;

(৬) শ্রীব্রজবিহারকাব্য[১] (সংস্কৃতছন্দে রচিত বিংশতি শ্লোকাত্মক ব্রজলীলাবিষয়ক কাব্য) এবং শ্রীরূপগোস্বামিপাদের 'পদ্যাবলী'[২] গ্রন্থে আহৃত শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণকথার সর্বশ্রেষ্ঠত্বসূচক (৭) শ্লোকাবলীর রচয়িতা বলিয়া কথিত হন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-কর্তৃক কেবলাদ্বৈত-বাদ-শোধন

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বীয় সম্প্রদায়ের (কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের) বিশুদ্ধির জন্য[৩] যে সকল সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে মায়াবাদের সহিত স্বামিপাদের অনেকাংশে মতভেদ হইয়াছে ; যথা—(১) মায়াবাদি-সম্প্রদায় নির্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'পরতত্ত্ব' বলেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মের আশ্রয় বা ঘনীভূত ব্রহ্ম, ইহা মায়াবাদিগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীস্বামিপাদ শ্রীগীতার (১৪।২৭) টীকায় বলেন[৪]—আমিই

১। (ক) Dr. John Hoeberlin, Cal. 1847, pp. 519—522, কাব্যসংগ্রহে শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয়যন্ত্রে মুদ্রিত ; (খ) Published by Haridas Hirachand, First Edition Bombay 1864 কাব্যকলাপে ১১০—১১২ পৃষ্ঠা, (গ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহে ৫৯—৬৩ পৃঃ, কলিকাতা, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ ; ২। শ্রীপদ্যাবলী-ধৃত ১৫, ২৮,৪৩ সংখ্যোক্ত শ্লোক।

৩। 'সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্বন্ধযন্ত্রিতঃ। শ্রুতিস্তুতি-মতব্যাখ্যাং করিষ্যামি যথামতি ॥' (ভাঃ ১০।৮৭ অধ্যায়ের 'ভাঃ দীঃ টীকা'র মঙ্গলাচরণ)—আমি সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্য নিজ আগ্রহদ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়া জ্ঞানানুসারে শ্রুতিস্তবের মত ব্যাখ্যা করিতেছি ; ৪। শ্রীগীতোক্ত (১৪।২৭) 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং' পদের শ্রীস্বামিপাদকৃতা প্রচলিত টীকায় 'প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং' বাক্যের মধ্যে যে 'প্রতিমা' শব্দটি, তাহা শ্রীস্বামিপাদকৃত অর্থ নহে ; উহা কোন মৎসর অর্থাৎ দুরভিসন্ধিযুক্ত নির্বিশেষবাদীর কল্পিত অর্থাৎ কোন মায়াবাদী ব্রহ্মকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিবার দুরাগ্রহবশতঃ 'প্রতিমা' শব্দটি শ্রীমৎ স্বামিপাদের টীকার মধ্যে কল্পনা অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎ-

(শ্রীকৃষ্ণই) ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) ঘনীভূত ব্রহ্ম ; সূর্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপই। আরও, নিত্যমুক্ত হওয়ায় অব্যয় —নিত্য, অমৃতের—মোক্ষের প্রতিষ্ঠা ; শুদ্ধসত্ত্বময় হওয়ায় তাহার সাধন, শাশ্বত ধর্মের এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় ঐকান্তিক—অখণ্ডিত সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। (২) মায়াবাদি-সম্প্রদায় শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, নাম, রূপ, গুণ, বিভূতি, ধাম ও পরিকরের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিগ্রহের সনাতনত্ব ও অপরিমেয়ত্ব স্বীকার করেন। তন্মূর্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বঞ্চোপপাদয়েতি—রূপ-মিতি। (ভা দী ৮।৬।৭-৯) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের জন্মাদি নাই। তাঁহার আবির্ভাব-মাত্রই জন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। গুণসম্পর্ক-পরিশূন্যতাই তাঁহার জন্মাদি-রাহিত্যের কারণ, তিনি নির্বাণসুখের অর্ণবস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি অপার মোক্ষসুখরূপ। তিনি অণু হইতেও অণুতর, অতি সূক্ষ্ম ; দুর্জ্ঞেয়ত্ব-নিবন্ধন তাঁহাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হয়। অতএব তাঁহার মূর্তি ইয়ত্তাতীত। শ্রীভগবানে ইহার অসম্ভাবনার আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, তিনি মহানুভাব অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য মহান্ বা অচিন্ত্য ; তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। (৩) মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগৎ-কর্তা ঈশ্বরের নিত্যমুক্ততা স্বীকার করেন না। তাঁহার সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরকেও মিথ্যা মায়ামাত্র বলেন। তাঁহাদের মতে ব্যবহারিক

সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন,—অত্রৈব 'প্রতিষ্ঠা প্রতিমা' ইতি টীকা মৎসরকল্পিতা, ন হি তৎকৃতা, অসম্বদ্ধত্বাৎ। ন হি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি, ন চ তৎ-প্রকাশস্য প্রতিমা সূর্যঃ, ন চ (গী. ১৪।২৭) 'অমৃতস্যাব্যয়স্য' ইত্যাদ্যনন্তরপাদ-ত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে ;—(শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত সং, ৯২ অনু, ৭৬ পৃঃ)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ স্বকৃত শ্রীগীতার টীকায় শ্রীস্বামিপাদের উক্ত ব্যাখ্যাটি উদ্ধার করিয়াছেন। তথায় 'প্রতিমা'-শব্দটির আদৌ উল্লেখ নাই।

স্তরে মায়িক উপাধিবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মই 'ঈশ্বর'। কিন্তু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ঈশ্বরের উপাধিবশ্যহীনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমেশ্বর—'সগুণ' অর্থে প্রাকৃত গুণের দ্বারা অনভিভূত। ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র নহেন; তিনি জ্ঞাতা, তিনি সমস্তকল্যাণগুণ-নিলয়। 'প্রভুরিতীশ্বরস্যোপাধি-বশ্যতা-ভাবেন নিত্যমুক্ততাং দর্শয়তি। অয়মভিপ্রায়ঃ—সগুণমেব গুণৈরনভি-ভূতং সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিং সর্বেশ্বরং সর্বনিয়ন্তারং সর্বোপাস্যং সর্বকর্মফল-প্রদাতারং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতি-পাদয়ন্তি—'যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, সর্বস্য বশী, সর্বস্যে-শানঃ': 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরঃ': সোহকাময়ত বহু স্যাম্'; 'স ঐক্ষত', 'তত্তেজো-ঽসৃজত'। (ভাঃ ১০।৮৭।২ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা'-টীকা)—প্রভু এই পদ-দ্বারা—তিনি উপাধিসমূহের বশ্য নহেন, পরন্তু নিত্যমুক্ত—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে—শ্রুতিসমূহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বোপাস্য, সর্বকর্মফল-দাতা, সকলমঙ্গলগুণাধার, সগুণ হইলেও গুণদ্বারা অনভিভূত, সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ ভগবানেরই প্রতিপাদক। যথা—'যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যাঁহার তপঃ অর্থাৎ সঙ্কল্প জ্ঞানাত্মক, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান'; 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত'; 'তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব'; 'তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'। (৪) মায়াবাদি-সম্প্রদায় মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামী মায়াকে পরমেশ্বরের 'শক্তি', সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা বলিয়া জানাইয়াছেন; শ্রীস্বামিপাদ ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী স্বভাবসিদ্ধা 'শক্তি' বা স্বরূপশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (৫) 'পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা।" (সুবোধিনী টীকা ৭।১৪); "সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব,

পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্‌বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ —'স বা অয়মাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ' (বৃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি।" (আত্মপ্রকাশ-টীকা—বি, পৃ, ১৩১-২)—অর্থাৎ মায়া পরমেশ্বরের সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা 'শক্তি'। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিমান্ সত্ত্বাদিপ্রাকৃত-গুনরহিত ব্রহ্মেরও স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসমূহ নিশ্চয়ই আছে, অগ্নির দাহিকাদি শক্তির ন্যায়। অগ্নির স্বাভাবিকী দাহিকাশক্তি যেরূপ মণিমন্ত্রমহৌষধাদিদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ দাহিকাশক্তি বা উত্তাপকে যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ শক্তি ও শক্তি-মানকে পৃথক্ করা যায় না। অতএব পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ। (৬) মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুক্ত পুরুষগণের সিদ্ধদেহে নিত্য ভক্তি-যাজন অর্থাৎ মুক্তির পরও ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বামিপাদ ভক্তির নিত্যত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির পরও ভক্তি-যাজনের কথা বলিয়াছেন। "ভক্তিরসিকা বিরলাঃ। * * * শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি ; যথাহ—'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি। 'ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥ (ভা, দী, ১০।৮৭।২১)—অর্থাৎ ভক্তি-রসিকগণ বিরল। শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য প্রদর্শন করিতেছেন ; যথা—'সকল দেবগণ, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে প্রণাম করেন।' সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ ধারন করিয়া ভগবানের ভজন করেন।' 'আপনার কথা-মৃতরূপ সমুদ্রে বিহারকারী পরমানন্দশালী কোন কোন কৃতিগণ চতুর্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন'। (৭) শ্রীস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনাম ও তাঁহার শ্রবণ-

কীর্তনের অসমোর্ধ্বতা এবং শ্রীহরিকথাশ্রবণকীর্তনের নিকট মুক্তির অতি তুচ্ছত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১]

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ও শ্রীস্বামিপাদ

শ্রীশ্রীধরস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অদ্বিতীয় সমর্থক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের স্বামিটীকায় ব্যাখ্যাত অর্থাপত্তিপ্রমাণমূলক অচিন্ত্যশব্দটি লইয়া শ্রীশ্রীজীবপাদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। ভাবার্থদীপিকায় (১১।২২।১০) শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—'জীব ও পরমেশ্বরের ভেদাভেদ' বলিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—জীব অল্পজ্ঞ এবং তাহার সেই অল্পজ্ঞতাও পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বর সর্বতন্ত্র-সর্বজ্ঞ; তাঁহার সেই সর্বজ্ঞতা নিত্যসিদ্ধ। জীব ও পরমেশ্বরে এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়ে বিসদৃশ নহে, চিদ্রূপত্বে উভয়ে অভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ভেদ নহে, পরন্তু ভেদাভেদ।[২] শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'সুবোধিনী'তে বলিয়াছেন,[৩]—ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সমূহে অবিভক্ত কারণরূপে অভিন্ন, কার্যরূপে বিভক্ত—ভিন্নভাবে অবিহিত। সমুদ্র হইতে জাত ফেনাদি সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তৎস্বরূপেই কথিত হয়, জানিতে হইবে।

১। শ্রীপদ্যাবলী ১৫, ২৮, ৪৩ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিপাদ রচিত শ্লোকাবলী।
২। "জীবেশ্বরয়োস্তু কথং ভেদাভেদবিবক্ষয়া * * অত আহ—অনাদিতি। স্বতো ন সম্ভবতি, অন্যতস্তু সম্ভবাৎ স্বতঃ সর্বজ্ঞপরমেশ্বরোঽন্যো ভবিতব্য ইতি। * * * পুরুষেতি। বৈলক্ষণ্যং বিসদৃশত্বং নাস্তি, দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাৎ; অতস্তয়োরত্যন্তমন্যত্বকল্পনা অপার্থা ব্যর্থা, * * * (ভাবার্থদীপিকা ১১।২২।১০,১১); ৩। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্যাত্মনা ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তম্, সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি, তৎ স্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম্।" (শ্রীগীতা ১৩।১৬ শ্লোকের 'সুবোধিনী' টীকা)

মায়াবাদের প্রতিবাদকারী মহাজন ও আচার্যগণ

মায়াবাদ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীশম্ভু, শ্রীচতুঃসন, শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিল, শ্রীমনু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীষ্ম, শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীযমরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্মবেত্তা মহাভাগবতগণ তথা শ্রীপরাশর, শ্রী-শাণ্ডিল্য প্রমুখ আচার্যগণ, দিব্যসূরি আলবরগণ, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি প্রমুখ প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ, শ্রীবোধায়নাদি প্রাচীনতম বেদান্ত-ভাষ্যকারগণ এবং বেদবিভাগকর্তা ও ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব কাহারো অনুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য প্রমুখ ভাগবতাচার্যগণ, এমন কি ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাচার্য অভিনব গুপ্ত, বাচস্পতি মিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈব নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্যগণ সকলেই শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগত শিষ্যানুশিষ্যগণ ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের আচার্যবৃন্দ এবং সর্বশেষে সর্বাচার্যশিরোমণি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার সমসাময়িক দুইজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদান্তিক আচার্যের নিকট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীব্যাস-কৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) ভাস্করাচার্য-চরিত

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের জন্মকাল, জন্মস্থান ও প্রকৃত পরিচয় এখনও অকাট্য প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক ভাস্করাচার্যের নাম পাওয়া যায়। কেহ বলেন, বাচস্পতি মিশ্র

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের মতের অনুবাদ করায় ভাস্করাচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৯৮সংবৎ=৮৪২খ্রীঃ ?) হইতে পূর্বতন। 'উদয়নাচার্য' (৯৮৪খ্রীঃ) তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'তে ভাস্করাচার্যের নামোল্লেখ ও মত উদ্ধার করিয়াছেন।[১] তাহা হইতে জানা যায় যে, ভাস্করাচার্য বৈদান্তিক ত্রিদণ্ডী ছিলেন। ভাস্করাচার্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ও পঞ্চরাত্রের মত স্বীকার করিলেও শ্রীযামুনাচার্য ও শ্রীরামানুজাচার্যের ন্যায় বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নহেন।

ভাস্করাচার্যের রচিত 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য'ই প্রসিদ্ধ। 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসার' নামক একটি গ্রন্থও তাঁহার নামে আরোপিত হয়।

ভাস্করাচার্যের মতবাদ

ভাস্করমতকে **ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ** বলে। [ব্রহ্ম—কারণরূপে 'অভিন্ন', কার্যরূপে 'ভিন্ন'; কার্যরূপটি—'ঔপাধিক' (আদি ও অন্তের মধ্যে অল্পকালস্থায়ী অবস্থা); জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদই—'স্বাভাবিক', ভেদ—'ঔপাধিক' (সাময়িক)]।[২]

ভাষ্য—শারীরক-মীমাংসাভাষ্য (পৃথক্ বিশেষ নাম নাই), 'ভাস্কর-ভাষ্য' নামে খ্যাত।

ব্রহ্ম—সগুণ, নিরাকার সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্; নিরাকাররূপই—ব্রহ্মের কারণরূপ; ব্রহ্ম—কার্যরূপে 'জীব ও 'প্রপঞ্চ'[৩]। ব্রহ্ম—সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ, সত্ত্বজ্ঞানানন্ত-লক্ষণ চৈতন্য মাত্র. রূপান্তর-রহিত অদ্বিতীয়।[৪]

জীব—ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত; জীব—সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার ভোক্তৃশক্তি, অণু; ইহা জীবের ঔপাধিক পরিমাণ; জীব

১। "ব্রহ্মপরিণতেরিতি **ভাস্কর**গোত্রে যুজ্যতে।"—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ২য় স্তবক ৮১ অনু ১৩৭ পৃঃ বীররাঘবাচার্যশিরোমণি কর্তৃক সম্পাদিত. তিরুপতি ১৯৪১ খৃীঃ; ২। সূত্রভাষ্য ১।১।৪ ; ২।১।১৮,২২ ; ৩।২।১১, ২৬—৩০ ; ৪।৪।৪ ; ৩। সূত্রভাষ্য ৩।২।১১ ; ৪। ঐ ১।১।১

স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু[1] ; জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক ; সংসারী, দেহী জীবই কেবল ভোক্তা, প্রলয়কালীন জীব অথবা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহেন।[2]

জগৎ—ব্রহ্ম কার্যরূপে জগতে পরিণত হইলেও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্তিত থাকেন ; 'সৃষ্টি' অর্থে—ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপমাত্র ; জগৎ—'সৎ', মিথ্যা নহে, কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য ; জগৎ—জীবেরই ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত ; ব্রহ্মই—নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।[3]

মায়া—মায়া-অনির্বচনীয়া হইলে আচার্য-কর্তৃক শিষ্যোপদেশ অসম্ভব; সুতরাং মায়া পরব্রহ্মের বস্তুভূতা 'প্রকৃতি'; ''মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি প্রজ্ঞা উচ্যতে''—বহ্নির ধূমশক্তিবৎ।[4]

শঙ্করমতের সহিত ভাস্করমতের পার্থক্য

(১) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', এই ব্রহ্মসূত্রের 'অথ'-শব্দে—(ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (খ) ইহলোক ও পরলোকের সকল প্রকার বিষয়ভোগে বিরাগ, (গ) শমদমাদি ছয় প্রকার জ্ঞান-লাভের উপায় ও (ঘ) মোক্ষলাভের ইচ্ছা। এই চারি প্রকার সাধন-সম্পত্তি-লাভের 'অনন্তর' ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়, বুঝাইতেছে।

(১) শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীশঙ্করাচার্যের কথিত চারি প্রকার সাধনের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়—ইহা স্বীকার করেন না। ইনি বলেন,—কর্মমীমাংসা (পূর্বমীমাংসা) পাঠের পরেই ব্রহ্মমীমাংসা (বেদান্ত) অধ্যয়ন করা কর্তব্য ; কর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও ফলবিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকিলে বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার লাভ হয় না—ইহা ব্রহ্মসূত্রেই (৩।৪।২৬)

১। সূত্রভাষ্য ২।৩।১৮, ২।৩।২৯ ; ২। ঐ, ২।৩।৪০ ; ৩। ঐ ১।৪।২৫, ৩।২।১৫ ; ৪। ঐ, ২।১।১৪

প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্মের যথাযথ সমুচ্চয়ই মোক্ষলাভের উপায়। অতএব কর্মজিজ্ঞাসার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করা কর্তব্য।[১]

(২) শঙ্করের মতে যাহা ঔপাধিক, তাহাই মিথ্যা; তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। শঙ্কর সত্যত্ব ও নিত্যত্বকে সম-পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

(২) ভাস্করাচার্য বলেন,—সত্যবস্তুও অনিত্য হইতে পারে, অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য সত্য থাকিয়া অন্য সময় অসত্য হইতে পারে। ভাস্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য ও নিত্য: উহা সৃষ্টি, লয় ও মুক্তি—সকল অবস্থাতেই সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ—ঔপাধিক অর্থাৎ সত্য অথচ অনিত্য; সৃষ্টিকালেই কেবল সত্য, প্রলয় ও মোক্ষকালে নহে। উপাধির বিনাশে জীব ও ব্রহ্মের পুনরায় অভেদত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, যেরূপ—ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থিত আকাশ মহাকাশের সহিত একীভূত হয়।

(৩) শঙ্করাচার্য বলেন,—ভেদ-শ্রুতির নিন্দা থাকায় 'অভেদই' শ্রুতির তাৎপর্য।

(৩) ভাস্কর বলেন,—'ভেদ' ও 'অভেদ', উভয়ই শ্রুতির তাৎপর্য; তাত্ত্বিক-বিচারে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তব জগতে প্রত্যেক বস্তু অপরাপর বস্তু হইতে শুদ্ধ ভিন্নও নহে, শুদ্ধ অভিন্নও নহে; কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। একই কারণসম্ভূত ও একই জাতিভুক্ত বলিয়া অপর বস্তুর সহিত অভেদ, যেমন—বৃষ ও গাভীর আকার-প্রকারে ভেদ; কিন্তু জাতিতে অভেদ। যেমন—মাটি ও ঘট কারণরূপে অভেদ, কিন্তু কার্যরূপে ভেদ। স্বর্ণকুণ্ডল ও স্বর্ণবলয়—কুণ্ডল ও বলয়রূপ ভেদবিশিষ্ট হইলেও স্বর্ণরূপে অভেদ। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে

১। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতঃ সর্বথা ধর্মজিজ্ঞাসায়াঃ পূর্বভাবিত্বং সিদ্ধম্। তস্মাৎ পূর্ববৃত্তাদ্ধর্মজ্ঞানাদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি যুক্তম্।"—ব্র সূ ১।১।১—ভাস্করভাষ্য, কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯১৫ খ্রীঃ, ৩ পৃঃ।

সত্য। ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। ভেদ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিকমাত্র অর্থাৎ যাবৎকাল স্থায়ী, তাবৎকাল সত্য ; আর অভেদই স্বাভাবিক অর্থাৎ শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও চিরসত্য।

ভাস্কর শঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। কিন্তু ভাস্কর পরিণামে নির্বিশেষকারণ স্বীকার করায় তাঁহার মত প্রচ্ছন্নশঙ্করমতই হইয়াছে।

(২) শ্রীরামানুজ-চরিত

মান্দ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে 'শ্রীপেরেম্বুদুর'[১] গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায়[২] (= ১০১৬ খ্রীঃ) চৈত্রী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক আবির্ভূত হ'ন। শ্রীলক্ষ্মণই পরবর্তিকালে 'শ্রীরামানুজাচার্য' নামে খ্যাত হ'ন। শ্রীলক্ষ্মণের পিতার নাম আসুরি কেশবাচার্য দীক্ষিত ও মাতার নাম শ্রীকান্তিমতী ; ইনি শ্রীশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ শ্রীসম্প্রদায়াচার্য শ্রীযামুনমুনির একজন প্রধান শিষ্য। শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত 'সারদাপীঠ' হইতে বোধায়ন-বৃত্তি আনয়নার্থ স্বীয় শিষ্য কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উহা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হ'ন ; কিন্তু শ্রীসারদাদেবীর কৃপায় শ্রীরামানুজ বোধায়ন-বৃত্তিটি প্রাপ্ত হইয়া উহা লইয়া পলায়ন করেন। একমাস দিবারাত্র দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীরামানুজের নিকট হইতে ঐ পুঁথিটি কাড়িয়া লইয়া আসেন। পূর্বেই অপূর্বশ্রুতিধর কুরেশ একমাস কাল প্রতিরাত্রিতে পাঠ করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া এবং কুরেশকে লেখক-

---

১। গ্রন্থকারলিখিত শ্রীগৌরপদাঙ্কিত দক্ষিণাপথ (সচিত্র)-গ্রন্থে শ্রীপেরেম্বুদুরের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ; ২। মতান্তরে ৯৩৯ শকাব্দ (=১০১৭ খৃষ্টাব্দ), অন্যমতে ৯৪০ শকাব্দ (= ১০১৮ খৃষ্টাব্দ)।

রূপে লইয়া শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শৈব-চোলরাজ্যাধিপতি প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (Kulottunga I, A. D. 1098) শ্রীরামানুজের চক্ষু উৎপাটিত করিবার সঙ্কল্প করিলে গুরুসেবাপ্রাণ শ্রীকূরেশ

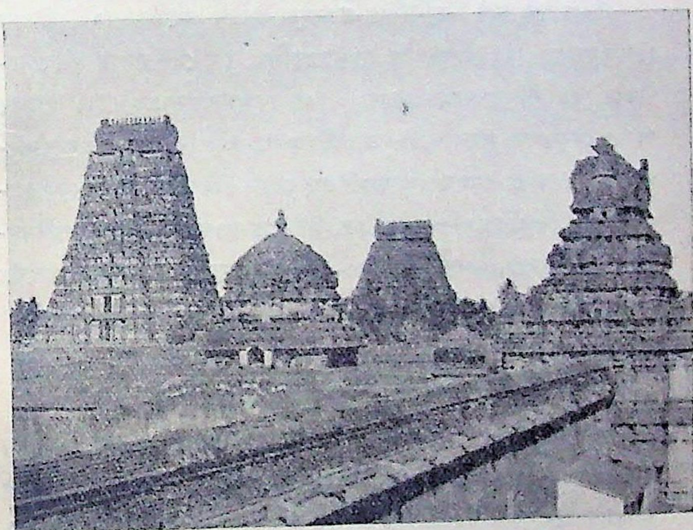


শ্রীরামানুজাচার্যপাদ

(শ্রীপেরেম্বুদুরে আচার্যের প্রকটকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তি)

শ্রীরামানুজাচার্যের বেশ গ্রহণ করিয়া উক্ত শৈবরাজার সভায় উপস্থিত হ'ন। কূরেশের চক্ষু উৎপাটিত হয়। পরে শ্রীবরদরাজের কৃপায় কূরেশের দিব্যচক্ষু লাভ হয়। উক্ত শৈবরাজের কণ্ঠে ক্ষতরোগ হয় ও উহাতে কৃমি

জন্মে। ভীষণ যন্ত্রণায় তাহার (কুলোত্তুঙ্গের) মৃত্যু হয়। ১১১৮—১১২০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্মাবলম্বী রাজা বল্ললরাও ও বহু বৌদ্ধ শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া শ্রীবৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্যের প্রকটকালেই তাঁহার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য



শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজীর শ্রীমন্দির ও গোপুরম্

শ্রীলক্ষ্মণের অবতার বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে পূজিত। ১০৫৯ শকাব্দায় (=১১৩৭ খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা দশমী শনিবারে তিনি বৈকুণ্ঠবিজয় করেন।

গুরুপরম্পরা— (১) শ্রীবিষ্ণু, (২) পোইহে, (৩) পূদত্ত, (৪) পে-আলোয়ার, (৫) তিরুমড়িশ, (৬) শ্রীশঠারি, (৭) শ্রীমধুর কবি, (৮) শ্রীকুল-শেখর, (৯) পেরিয়া আলোয়ার, (১০) শ্রীভক্তপদরেণু, (১১) তুরুপ্পান,

(১২) তিরুমঙ্গই, (১৩) শ্রীশ্রীনাথমুনি, (১৪) শ্রীঈশ্বরমুনি, (১৫) শ্রীযামুন-মুনি, (১৬) শ্রীমহাপূর্ণ (১৭) শ্রীরামানুজাচার্য।

মতান্তরে—(১) শ্রীবিষ্ণু, (২) শ্রীলক্ষ্মী, (৩) শ্রীসেনেশ, (৪) শ্রীশঠকোপ, (৫) শ্রীনাথযোগী, (৬) শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, (৭) শ্রীরাম মিশ্র, (৮) শ্রীযামুনাচার্য, (৯) শ্রীমহাপূর্ণ, (১০) শ্রীরামানুজাচার্য।

শ্রীরামানুজাচার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন—(১) শ্রীভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), (২) বেদান্তদীপ (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মসূত্র-টীকা), (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্য, (৫) বেদার্থসারসংগ্রহ, (৬) গদ্যত্রয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগদ্য, শরণাগতি-গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য, (৭) নিত্যগ্রন্থ (শ্রীনারায়ণ-পূজা)। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রন্থ যথা—বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসন-স্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি শ্রীরামানুজাচার্যের নামে আরোপিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামানুজপূর্ব-সাহিত্য ও ইতিহাস

'গুরুপরম্পরাই' ও 'দিব্যসূরিচরিতে'র বর্ণনানুসারে শ্রীনাথ-মুনি নম্মা আলবরের নিকট হইতে তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ ব্যতীত শ্রীনাথমুনি স্বয়ং তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন—(১) ন্যায়তত্ত্ব, (২) পুরুষনির্ণয় ও (৩) যোগরহস্য। ন্যায়তত্ত্বে গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের নিরীশ্বর মতবাদসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীনাথমুনি পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ ও বিবিধ নাস্তিক্যবাদ-সমূহ নিরাস করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথমুনির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণলক্ষ্মীনাথ প্রপত্তি-সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নাম-সংকীর্তনরত এবং বেদবেদান্তে পারদর্শী ছিলেন

বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামমিশ্র (শ্রীযামুনাচার্যের গুরু) শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতেন।

শ্রীযামুনাচার্য (নামান্তর আলবন্দার, শ্রীনাথমুনির পৌত্র) শ্রীরামমিশ্রের নিকট হইতে বেদবেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং অতি বাল্যকাল হইতেই পরমতখণ্ডনে অদ্বিতীয় শক্তি প্রদর্শন করেন।

শ্রীযামুনাচার্য (১) স্তোত্ররত্ন, (২) চতুঃশ্লোকী, (৩) আগমপ্রামাণ্য, (৪) সিদ্ধিত্রয়, (৫) গীতার্থ-সংগ্রহ ও (৬) 'মহাপুরুষনির্ণয়'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। স্তোত্ররত্ন, চতুঃশ্লোকী ও গীতার্থ-সংগ্রহের উপর বিভিন্ন আচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেঙ্কটনাথের টীকাসমূহ প্রসিদ্ধ।

শ্রীভাষ্য-রচনাকাল

শ্রীরামানুজাচার্য-দিব্য-চরিতাই (তামিল)-গ্রন্থের মতে শ্রীভাষ্য ১০৭৭ শকাব্দে (=১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়; কিন্তু গোপীনাথ রাও মনে করেন, ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীভাষ্য রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যুর পর শ্রীরামানুজ পুনরায় শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন এবং কুরেশের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের 'ছলারিস্মৃতি' গ্রন্থোক্ত একটি শ্লোকে পাওয়া যায় যে, ১০৪৯ শকাব্দায় (=১১২৭খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামানুজাচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত একটি অভিনব দার্শনিক মত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হইয়াছিল।[১]

শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্ত

শ্রীরামানুজের বেদান্তসিদ্ধান্ত **'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'** নামে খ্যাত। স্থূল (সৃষ্টিকালীন) চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ), সূক্ষ্ম (প্রলয়কালীন)

১। Vide, T. A. Gopinath Rao's Lecture (1917A. D.), published by University of Madras (1923), pp 34, 35.

চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ)-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব অথবা নানাত্ব (জীবজগৎ)-বিশিষ্ট অদ্বৈত (অদ্বয়ব্রহ্ম)[১]—"চিদচিদ্‌বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্ ।"[২]

ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য।

ব্রহ্ম—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয় বৃহত্ত্বই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ ; তিনি সর্বেশ্বর, স্বভাবতঃই সর্বদোষবিবর্জিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্তকল্যাণগুণগণযুক্ত 'পুরুষোত্তম'। উক্ত গুণসমূহের আংশিক সম্বন্ধবশতঃ অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দপ্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণার্থ-প্রকাশক।[৩]

জীব—'বিশেষ্য'-রূপ পরমাত্মার 'বিশেষণ'-রূপ অংশ[৪] ; জীব—ব্রহ্মের শরীর, এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-নির্দেশ[৫] ; জীব—নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মপরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা ; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত ; প্রকারে বদ্ধ ও মুক্ত ; মুক্ত আবার বদ্ধমুক্ত ও নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ।[৬]

জগৎ—শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর ; ব্রহ্মের শরীর, অংশ, বিশেষণ ও গুণস্থানীয় জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় 'সত্য', রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ 'অসত্য' নহে ; তবে ব্রহ্মই সর্বোচ্চ তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সমান সত্য হইলেও ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নিম্নস্তরে অবস্থিত ; জগৎ—জড়-ভোগ্যরূপে নিম্নতম ; জীব—চেতনভোক্তৃরূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম—সর্ব-নিয়ন্তৃপ্রভুরূপে উচ্চতম ; ব্রহ্মই জগতের 'নিমিত্ত' ও উপাদানকারণ।[৭]

মায়া—পরব্রহ্মের শক্তি, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী ; মায়া মিথ্যা বস্তু নহে ; মায়া জীবকে মোহগ্রস্ত করে, কিন্তু মায়াধীশ

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১ ; ২। যতীন্দ্রমতদীপিকা ১ম অ. শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং ; ৩। শ্রীভাষ্য ১।১।১ ; ৪। ঐ ২।৩।৪৫ ; ৫। ঐ ২।১।২৩ ; ৬। ঐ ২।৩।১৭—১৯ ; ৭। ঐ ১।৪।২৬—২৮, ২।১।১—১৫ ;

পরমেশ্বর মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন ; মায়া অনির্বচনীয়া বা 'মিথ্যা'পর্যায়ভুক্ত শব্দ নহে ; মায়া—পরমেশ্বরের প্রকৃতি।'

আচার্য শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ-মতের পার্থক্য

নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ে উভয় আচার্যের মতের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল—

(১) ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের অর্থ—অনন্তর। শঙ্করের মতে (ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (খ) ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য, (গ) শমদমাদি-জ্ঞানলাভের উপায় ও (ঘ) মুক্তির ইচ্ছা—এই চারিপ্রকার সাধনসম্পত্তির অনন্তর অর্থাৎ এই চারিপ্রকার সাধনের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়।

(১) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে উক্ত চারিপ্রকার—আনন্তর্য নহে। তিনি বলেন, অথ-শব্দের অর্থ—বেদপাঠ ও পূর্বমীমাংসা-দর্শন আলোচনার পর, অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলের নশ্বরতা-বিষয়ে জ্ঞানলাভের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয়।

(২) শঙ্করাচার্যের মতে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ও বেদব্যাসের উত্তর-মীমাংসা দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ শাস্ত্র।

(২) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটি শাস্ত্র, অর্থাৎ একই মীমাংসাশাস্ত্র—জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, বিষয়গত ভেদ অনুসারে কেবল নামভেদ দৃষ্ট হয়। বোধায়নাদি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ একই সম্মিলিত শাস্ত্ররূপে উভয় মীমাংসার ভাষ্য করিয়াছেন।

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০৬ অনু, ব সা প-সং।

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ; স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত।

(৩) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর-স্বরূপ জীব ও জগৎ তাঁহার স্বগতভেদ। পর-ব্রহ্মের দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না।

৪) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ।

(৪) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই সর্বদোষ-বিবর্জিত নিখিলগুণের আকর। তাঁহার সেই গুণ প্রাকৃত গুণ নহে, নির্গুণত্বাদি-জ্ঞাপক শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত গুণগ্রামের কথাই বলিয়াছেন। আর তিনি নির্বিশেষও নহেন, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি তাঁহার বিশেষধর্ম এবং চেতনাচেতন-সমন্বিত জগতও তাঁহার বিশেষণভূত শরীর।

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জীব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।

(৫) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে জীব কিছুতেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না ; জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত অণু-অংশ, আর ব্রহ্ম—বিভু ; জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি আর ব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও জগতের কর্তা।

(৬) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে বুদ্ধিরূপ উপাধির বিনাশে, ঘট ভগ্ন হইলে যেরূপ ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়।

(৬) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে বৃক্ষে লীন পক্ষীর ন্যায় জীব ব্রহ্মগত হইয়াও মুক্তিদশায়ও পৃথক্ অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং ব্রহ্মানন্দানুভব করে।

(৭) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে মায়া ও অবিদ্যা একই পদার্থ, কেবল উভয়ের ভিন্ন নাম। মায়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার বিবর্ত-কার্য উৎপন্ন করে।

(৭) শ্রীরামানুজের মতে মায়া শ্রীভগবানের শক্তি, তাঁহার অধীনা, আর অজ্ঞান হইল জ্ঞানের অভাব ; উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই মোহিত করে। অনন্তজ্ঞানাধার ব্রহ্মকে অজ্ঞান স্পর্শও করিতে পারে না। যে অজ্ঞানের দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, ভগবানে শরণাগত হইলে তাহা অনায়াসেই অন্তর্হিত হয়।

(৮) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ—মিথ্যা, মায়াময় ; জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত, মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও তাহা অনির্বচনীয়া অর্থাৎ তাহা সৎ কি অসৎ কিম্বা সদসৎ কিছুই বলা যায় না।

(৮) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে এই জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির ন্যায় বিবর্ত বা অসত্য নহে। এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়, সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না ; আর ব্রহ্মের শক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেরই আশ্রিতা, তখন তাহাও অনির্বচনীয়া হইতে পারে না।

(৯) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'তৎ ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের শ্রবণ-মননাদির ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং জীব, স্বরূপোপলব্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৯) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে 'ত্বম্'-পদে জীব-শরীরক (জীব যাঁহার শরীর-স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম ; জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বম্'-পদবাচ্য 'জীব' ও 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের অভেদ।[১] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যটি জীবের চিৎস্বরূপের জ্ঞাপক, শরীরী ব্রহ্মের চিচ্ছরীর বিজাতীয় বস্তু নহে,

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০৬ অনু ; ২।৩।৪৫ ব সা প-সং।

তাহা হইতে অভিন্ন। একমাত্র প্রপত্তি হইতে যে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। জীব উন্মত্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম-ভাবনা করিলে বিদ্রোহী প্রজার ন্যায় দণ্ডই লাভ করে, মুক্তি-লাভ ত দূরের কথা।

শ্রীরামানুজোত্তর বেদান্ত-সাহিত্য ও ইতিহাস

শ্রীকূরেশের পুত্র শ্রীপরাশর ভট্ট শ্রীরামানুজাচার্যের পরে আচার্যের গাদীর উত্তরাধিকারী হ'ন। শ্রীরামানুজের প্রধান ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিত ও বেদান্তবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা প্রবল শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা কেবলাদ্বৈতমতবাদ খণ্ডন করেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য শ্রীযজ্ঞমূর্তি তামিল ভাষায় জ্ঞানসার ও প্রমেয়সার-নামক দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীপরাশর ভট্টের পর বেদান্তী শ্রীমাধব দাস তৎপরে প্রথম লোকাচার্য (নামান্তর নম্বুরী বরদরাজ বা কলিবৈরী) আচার্যের গাদী প্রাপ্ত হন। শ্রীরামানুজের পূর্বাশ্রমের শ্যালক দেবরাজাচার্য একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা' রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতিগণের প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করেন। ইনি শ্রুত-প্রকাশিকা-টীকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্যের গুরু। ইঁহার পুত্র শ্রীবরদবিষ্ণু মিশ্র (নামান্তর বাৎস্যবরদ) একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য হ'ন। ইনি তত্ত্বনির্ণয়-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত মত খণ্ডন করেন।

শ্রীকূরেশের পুত্র শ্রীরামপিল্লাইর (নামান্তর বেদব্যাস ভট্টের) পুত্র বাগ্‌বিজয় ভট্ট 'ক্ষমাষোড়শীস্তব' রচনা করেন।[১] বাগ্‌বিজয়ের সুযোগ্য পুত্রই শ্রীভাষ্যের শ্রুতপ্রকাশিকা-টীকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্য শ্রীবেঙ্কটনাথ (বেদান্তদেশিক) এবং তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে কুমার বেদান্তদেশিক বহু বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১। প্রপন্নামৃত ১২০।২৪ শ্লোক, মুম্বই-বেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮২৯ শকাব্দ।

আলবরগণ ছিলেন অনেকটা ভজনানন্দী এবং সংকীর্তনমুখে ভজন-শিক্ষার প্রচারক। কিন্তু শ্রীযামুনাচার্যের সময় হইতে শ্রীসম্প্রদায়ে বেদান্ত-বিচারযুগের সূচনা হয় অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া স্বমতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীভাষ্য রচিত হইবার পর এই চেষ্টা পূর্ণতম আকার ধারণ করে। সুদর্শনাচার্য-রচিত শ্রুতপ্রকাশিকার পূর্বেও শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্য শ্রীরামমিশ্রদেশিক (শ্রীযামুনাচার্যের গুরু হইতে পৃথগ্ ব্যক্তি) শ্রীভাষ্যের উপর 'শ্রীভাষ্যবিবৃতি'-নামক একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীবীররাঘবদাসের ভাবপ্রকাশিকা, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীশঠকোপাচার্যের লিখিত ভাষ্যপ্রকাশিকাদূষণোদ্ধার, শ্রুতপ্রকাশিকার উপর বাধূল-গোত্রীয় শ্রীনিবাসের তুলিকা-টীকা, শ্রুতপ্রকাশিকার সংক্ষেপ-স্বরূপ শ্রুতপ্রকাশিকা-সারসংগ্রহ, বাৎস্ত বরদের তত্ত্বসার, শ্রীবীররাঘবদাসের রত্নসারিণী, শ্রীবেঙ্কটাচার্যের তাৎপর্য-দীপিকা (শ্রীভাষ্যের ভাষ্য), শ্রীবেঙ্কট-নাথের তত্ত্বটীকা, মেঘনাদারীকৃত ন্যায়-প্রকাশিকা, পরকাল যতির মিত-প্রকাশিকা, পরকালের শিষ্য রঙ্গরামানুজকৃত মূল-ভাব-প্রকাশিকা (শ্রীভাষ্যের তাৎপর্য), শ্রীনিবাসাচার্যের ব্রহ্মবিদ্যাকৌমুদী, শ্রীলক্ষ্মণাচার্যের গুরুভাব-প্রকাশিকা (শ্রুতপ্রকাশিকার ভাষ্য), তৎপরে গুরুভাব-প্রকাশিকাব্যাখ্যা, শ্রীসুদর্শনসূরির শ্রুতিদীপিকা (শ্রীভাষ্যের টীকা), অন্নয়ার্যের ছাত্র শ্রীশৈল শ্রীনিবাসের তত্ত্বমার্তণ্ড (শ্রীভাষ্যের সারসংক্ষেপ), জিজ্ঞাসাদর্পণ, ন্যায়-দ্যু-মণি-দীপিকা, ন্যায়-দ্যু-মণিসংগ্রহ, সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি (শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মকারণবাদ-খণ্ডনপর), দেশিকাচার্যের প্রয়োগ-রত্নমালা, নারায়ণমুনির ভাব-প্রদীপিকা, পুরুষোত্তমাচার্যের সুবোধিনী, বীররাঘবদাসের তাৎপর্যদীপিকা, শ্রীনিবাসতাতাচার্যের লঘু-প্রকাশিকা, শ্রীবৎসাঙ্ক শ্রীনিবাসের শ্রীভাষ্যসারার্থ-সংগ্রহ, শ্রীশঠকোপ-দাসের ব্রহ্মসূত্রার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধসমূহ, শ্রীভাষ্যের

ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও সংক্ষিপ্তসাররূপে রচিত হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গাচার্যের 'শ্রীবৎস-সিদ্ধান্তসার', অপ্পয়দীক্ষিতের (১৫৫৪—১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ন্যায়-মুখ-মালিকা (শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক), রঙ্গরামানুজের শারীরক-শাস্ত্রার্থ-দীপিকা (ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যা), বিষয়-ব্যাখ্যা-দীপিকা, উপনিষদ্-ভাষ্য, ন্যায়-সিদ্ধাঞ্জন-ব্যাখ্যা এবং মহাচার্যের পারাশর্য-বিজয় (রামানুজ-বেদান্তের উপর সন্দর্ভ), ব্রহ্মসূত্রভাষ্যোপন্যাস (শ্রীভাষ্যের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে), ব্রহ্মবিদ্যাবিজয়, বেদান্তবিজয়, রহস্যত্রয়মীমাংসা, রামানুজ-চরিত-চুলুক, অষ্টাদশরহস্যার্থ-নির্ণয়, চণ্ডমারুত (বেঙ্কটনাথের শতদূষণীর টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং মহাচার্যের ছাত্র শ্রীনিবাসের যতীন্দ্রমতদীপিকা, বিজয়েন্দ্র-ভিক্ষুর শারীরকমীমাংসাবৃত্তি, রঘুনাথার্যের শারীরক-শাস্ত্র-সঙ্গতিসার, সুন্দররাজদেশিকের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যা, বেঙ্কটাচার্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য-পূর্বপক্ষসংগ্রহ-কারিকা (সংস্কৃত পদ্যে), শ্রীভাষ্যসার প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদান্তিক বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। শ্রীভাষ্যের উপর আরও কতকগুলি টীকা ও ভাষ্য পাওয়া যায়, কিন্তু রচয়িতার নাম সঠিকভাবে পাওয়া যায় না ; যথা ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসংগ্রহবিবরণ, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যারম্ভপ্রয়োজন-সমর্থন, শ্রীভাষ্যবর্তিকা ইত্যাদি।

শ্রীবেঙ্কটনাথের অধিকরণসারাবলী ও মঙ্গাচার্য শ্রীনিবাসের অধিকরণসারার্থদীপিকা, বেঙ্কটনাথপুত্র বরদনাথের অধিকার-চিন্তামণি এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের অধিকরণযুক্তিবিলাস প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তের অধিকরণমূলক গ্রন্থসমূহ তৎসম্প্রদায়ের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীরামানুজাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণে শ্রীজগন্নাথ যতি ব্রহ্মসূত্রদীপিকা নামক ব্রহ্মসূত্রের একটি বৃত্তি রচনা করেন। শ্রীসুদর্শন সূরি (বাৎস্যবরদের ছাত্র) শ্রীরামানুজের বেদার্থ-সংগ্রহের তাৎপর্য-দীপিকা-নাম্নী একটি টীকা রচনা করেন। শ্রীরামানুজের বেদান্তদীপের উপর শ্রীঅহোবলরঘুনাথ

যতি একটী টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজের গদ্যত্রয়ের উপর শ্রীসুদর্শনাচার্য একটি টীকা রচনা করেন। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণপাদ আচার্যও উহার একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীবেঙ্কটনাথ শ্রীরামানুজের গীতাভাষ্যের উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীলোকাচার্য পিল্লাই (২য় লোকাচার্য)—ইনি শ্রীকৃষ্ণপাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রথম সৌম্যজামাতৃমুনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[১] ইনি তত্ত্বত্রয়, তত্ত্বশেখর, শ্রীবচনভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন ও স্বমতের পুষ্টি সাধন করেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্যও বিখ্যাত বেদান্ত-দেশিকের সমসাময়িক ছিলেন।[২]

প্রথম শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনি (নামান্তর বাদিকেশরী)—শ্রীকৃষ্ণ-পাদের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি দিব্যপ্রবন্ধের উপর দীপ-প্রকাশ-ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করেন।[৩]

দ্বিতীয় শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনি (নামান্তর বরবরমুনি, পূর্বাশ্রমের নাম যতীন্দ্রপ্রবণ) – পিল্লাই লোকাচার্যের শিষ্য শ্রীশৈলেশ, তাঁহার শিষ্য বরবরমুনি। বিরক্ত বেষ গ্রহণ করিবার পর সৌম্যজামাতৃমুনি নামে প্রসিদ্ধ হ'ন। ইঁহারই সময় শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তেঙ্গলই ও বড়গলই বিভাগ হয় এবং ইনিই তেঙ্গলই মতস্থ বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্থল হ'ন।[৪] তিনি দ্রবিড়-বেদান্তে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং মণিপ্রবাল (সংস্কৃত ও তামিলমিশ্র) ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীরামানুজদাস (২য়) এবং তৎপুত্র শ্রীবিষ্ণুচিত্ত। তাঁহার অগণিত শিষ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত আটজন বিশেষ বিখ্যাত বেদান্তাচার্য হইয়া-

---

১। প্রপন্নামৃত ১২০ অ, ২,৩ শ্লোক; ২। Vide, T. A. Gopinath Rao's Lecture, p 41; ৩। প্রপন্নামৃত ১২০।৬; ৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃঃ, 'লোকাচার্য'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন—(১) ভট্টনাথ, (২) শ্রীনিবাস যতি, (৩) দেবরাজ গুরু, (৪) বাধূলবরদনারায়ণ গুরু, (৫) প্রতিবাদিভয়ঙ্কর, (৬) রামানুজদাস গুরু, (৭) সুত ও (৮) শ্রীবানাচল যোগীন্দ্র।[1] দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সৌম্যজামাতৃমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যতিরাজ-বিংশতি, গীতাতাৎপর্য-দীপ (গীতার টীকা), শ্রীভাষ্যার্থ, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, পরতত্ত্বনির্ণয় এবং পিল্লাইলোকাচার্যকৃত তত্ত্বত্রয়, রহস্যত্রয়, শ্রীবচনভূষণ এবং প্রথম সৌম্যজামাতৃমুনিকৃত 'আচার্যহৃদয়'-নামক গ্রন্থের উপর তিনি টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ও তামিলভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় রামানুজাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরদাচার্যনড়াডুম্মল—ইনি তত্ত্বসার ও সারার্থচতুষ্টয় গ্রন্থ লিখিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

শ্রীসুদর্শনাচার্য (বরদাচার্যের শিষ্য)—কূরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট ও রামপিল্লাই। রামপিল্লাইর পুত্র বাগ্‌বিজয়। ইঁহার পুত্রই সুদর্শনাচার্য বা শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য। ইনি শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য ও বেদার্থ-সংগ্রহের উপর যথাক্রমে শ্রুতপ্রকাশিকা ও তাৎপর্য-দীপিকা টীকা রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করেন। ইনি বৃদ্ধকালে 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকা এবং বেদাচার্য ও পরাশর ভট্ট-নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে যবনদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষার্থ শ্রীবেদান্তদেশিকের হস্তে সমর্পণ করেন।[2]

শ্রীবীররাঘবাচার্য—ইনি সুদর্শনাচার্যের গুরুদেব বরদাচার্যের অন্যতম শিষ্য। ইনি 'তত্ত্বসার' গ্রন্থের উপর রত্নপ্রসারিণী-নাম্নী টীকা রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করেন।

শ্রীশৈলগুরুর পুত্র ও শিষ্য-পরিচয় প্রদানকারী এক শ্রীবীররাঘবাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমদ্ভাগবতচন্দ্র-চন্দ্রিকা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা

১। প্রপন্নামৃত ১।২২।২১—৪০; ২। ঐ ১২০।২৪—২৯, ১২১।৬—৮ শ্লোক।

মুদ্রিত হইয়াছে।[১] ইহা ছাড়া প্রয়োগ-চন্দ্রিকা, প্রয়োগদর্পণ, সচ্চরিত্র-সুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহও ইঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।[২]

বাদিহংসাম্বুবাচার্য বা ২য় রামানুজাচার্য[৩]—ইনি বেঙ্কটনাথের মাতুল ও গুরুদেব। আত্রেয় পদ্মনাভাচার্য ইঁহার পিতৃদেব। ইনি 'ন্যায়কুলিশ' গ্রন্থ লিখিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

বরদবিষ্ণু আচার্য—ইনি সুদর্শনাচার্যের রচিত শ্রুতপ্রকাশিকার উপর 'ভাবপ্রকাশিকা' টীকা রচনার দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টা-দ্বৈতমত পরিপুষ্ট করেন।

শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচার্য বা বেঙ্কটনাথাচার্য (কবিতার্কিকসিংহ)—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন যে, শ্রীবেঙ্কটাচার্যপাদ শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রুতি-স্মৃতিবিশারদ মুখ্যতম পণ্ডিত ছিলেন।[৪] ইনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চীর অন্তর্বর্তী কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিব্রাজকরূপে ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভজনময় আদর্শচরিত্র ও অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যপ্রতিভাপ্রসূতা মহিয়সী লেখনীর দ্বারা তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডবিখণ্ডিত এবং স্বসম্প্রদায়কে জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহকারও বেদান্তদেশিকের গ্রন্থ হইতে বিশিষ্টা-দ্বৈতমত উদ্ধার করিয়াছেন।[৫] বেদান্তদেশিক শ্রীভাষ্যের উপর তত্ত্বটীকা-নামক একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্তদেশিকের সময়েই আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর (১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে) দাক্ষিণাত্য

১। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস হইতে, ১৯৬৪ সংবৎ, দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, ১২শ স্কন্ধের শ্রীবীররাঘব-কৃত টীকার উপসংহার ও পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য ; ২। Vide, Aufrecht's Catalogus Catalogorum. VoL. I, p 595. ; ৩। প্রপন্নামৃত ১২০।১৭,১৮,২২,২৩ ; ৪। "বেঙ্কটাচার্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমাস্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্মৃত্যাভিজ্ঞৈঃ" ইত্যাদি—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫।১৮ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য ; ৫। সর্বদর্শনসংগ্রহে শ্রীরামানুজদর্শন, ১১৯ পৃঃ, মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সংবত।

আক্রমণ করেন। ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করিয়া উক্ত নগরী ও মন্দির লুণ্ঠন এবং লোকহত্যা করিতে থাকে। বেদান্ত-দেশিক শ্রীরঙ্গনাথকে লোকাচার্যের সহায়তায় বনপথে তিরুপতিতে



কবিতার্কিকসিংহ শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচার্য

স্থানান্তরিত করেন এবং শ্রীসুদর্শনাচার্যের শ্রুতপ্রকাশিকা-টীকা ও তাঁহার (শ্রীসুদর্শন সূরির) দুই পুত্রসহ যাদবাদ্রিতে গমন করেন। পরে গোপ্পন্নার্য[1]

১। (ক) দোড্ডাচার্যের 'বেদান্তদেশিকবৈভবপ্রকাশিকা' হইতে জানা যায়—বিজয়নগরাধিপতি কম্পন্ন উদৈয়র সেন্‌জি বা গিন্‌জি-নামক স্থানে গোপ্পন্নার্য-নামক শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণকে শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। —বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃত—১ম খণ্ড ৭০ পৃঃ, দোড্ডাচার্য-শব্দ দ্রষ্টব্য ৪৩৫ গৌরাব্দ।
(খ) Vide—T. A. Gopinath Rao's Lecture, P 41 ;

নামক এক পরাক্রমশালী শ্রীবৈষ্ণবব্রাহ্মণ শাসনকর্তার সহায়তায় যবনদিগকে দলন করিয়া শ্রীরঙ্গনাথকে পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আনয়নপূর্ব্বক ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] এই বৎসরই ইনি বৈকুণ্ঠবিজয় করেন। কথিত হয়, শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচার্যের আদর্শ বৈষ্ণবতা, পাণ্ডিত্য ও নিরপেক্ষতা দর্শন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের বিদ্যারণ্য ও দ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের অক্ষোভ্যতীর্থ তাঁহাদের শাস্ত্রবিচারের মধ্যস্থরূপে শ্রীবেদান্তদেশিককে বরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবেদান্তদেশিক-রচিত গ্রন্থাবলী—(১) স্তোত্রাবলী (১—৩২টি স্তোত্র), (২) শ্রীভাষ্যের 'অধিকরণ-সারাবলী', (৩) শতদূষণী, (৪) মীমাংসা-পাদুকা, (৫) সেশ্বরমীমাংসা, (৬) ন্যায়-পরিশুদ্ধি, (৭) ন্যায়-সিদ্ধাঞ্জন, (৮) তত্ত্বমুক্তাকলাপ (সর্বার্থসিদ্ধিটীকা), (৯) হংস-সন্দেশ, (১০) সুভাষিতনীবী, (১১) যাদবাভ্যুদয়, (১২) সঙ্কল্পসূর্যোদয়, (১৩) ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, (১৪) শ্রীযামুনরচিত চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য, (১৫) স্তোত্র-রত্নভাষ্য, (১৬) গদ্যভাষ্য, (১৭) গীতার্থ-সংগ্রহরক্ষা, (১৮) গীতাভাষ্যতাৎপর্য-চন্দ্রিকা, (১৯) তত্ত্বটীকা (২০) নিক্ষেপরক্ষা, (২১) সচ্চরিত্ররক্ষা, (২২) পাঞ্চরাত্র-রক্ষা। এতদ্ব্যতীত (১) যজ্ঞোপবীত-প্রতিষ্ঠা, (২) বৈশ্বদেব-কারিকা, (৩) ভূগোল-নির্ণয় (সব্যাখ্যা), (৪) ভগবদারাধন-প্রয়োগ-কারিকা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থও তাঁহার নামে আরোপিত হয়।[২]

বেদান্তদেশিক স্বকৃত শতদূষণী-গ্রন্থে শঙ্কর-মায়াবাদের বিরুদ্ধে শত-প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমানে মুদ্রিতাকারে যে শতদূষণী

১। প্রপন্নামৃত ১২১.১২২ অধ্যায়; শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের প্রথম প্রাকারের পূর্বভিত্তিতে বেদান্তদেশিক-প্রণীত দুইটি শ্লোক উৎকীর্ণ আছে—ইহা প্রপন্নামৃতে (১২২।১০) উল্লিখিত থাকিলেও আমরা অনুসন্ধান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে উহা দেখিতে পাই নাই, স্থানান্তরিত হইয়াছে। ২। অনন্তাচার্য-সম্পাদিত এবং কাঞ্চী হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা, ভূমিকা, ৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে শঙ্করমতের ৬৬ প্রকার দোষের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত শতদূষণী-গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১]

বেদান্তদেশিকের পরম্পরা—১। রামানুজ, ২। যতিশেখর ভারতী, ৩। বরদাচার্য, ৪। কিড়ম্বিরামানুজপিল্লান, ৫। বেদান্তদেশিক।

শ্রীকুমার বেদান্তাচার্য—বেদান্তদেশিকের পুত্রও একজন পরম বৈদান্তিক ছিলেন। তিনিই কুমার বেদান্তাচার্য, বরদগুরু আচার্য, বরদ রায়, বরদ-দেশিকাচার্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।[২] তিনি তাঁহার পিতৃদেবের তত্ত্বত্রয়-চুলুক(তামিল)-গ্রন্থের উপর সংস্কৃত গদ্যে তত্ত্বত্রয়চুলুক-সংগ্রহ-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত ব্যবহারিক-সত্যত্বখণ্ডন, রহস্য-ত্রয়চুলুক, ফলভেদ-খণ্ডন, রহস্যত্রয়-সারার্থসংগ্রহ, ন্যাসতিলকব্যাখ্যা, অধিকরণ-চিন্তামণি, আরাধন-সংগ্রহ, প্রপত্তিকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনিও প্রবলভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য—ইনি বাৎস্য অনন্তাচার্য, তাতাচার্য ও পরকাল যতির শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন। ইনি শ্রীভাষ্যের উপর মূলভাবপ্রকাশিকা এবং ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনের উপর ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন-ব্যাখ্যা রচনা করেন। এতদ্-ব্যতীত দ্রমিড়োপনিষদ্ভাষ্য, বিষয়ব্যাখ্যাদীপিকা, রামানুজসিদ্ধান্তসার এবং দশোপনিষদের ভাষ্য ইঁহার রচিত। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর শারীরক-শাস্ত্রার্থদীপিকা-নামক একটী ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারাও কেবলাদ্বৈত মতবাদ বিশেষভাবে নিরস্ত হয়।

শ্রীঅনন্তাচার্য—ইনি মেলুকোটে আবির্ভূত হন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তীব্রভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের ঔজ্জ্বল্যসাধন করেন। ইঁহার রচিত জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ব্রহ্মপদশক্তিবাদ,

---

১। শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।২; ২। প্রপন্নামৃত ১২২।১৩,১৬ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মলক্ষণ-নিরূপণ, বিষয়তাবাদ, মোক্ষকারণতাবাদ, শরীরবাদ, শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থন, শাস্ত্রৈক্যবাদ, সংবিদেকাত্ম্যানুমাননিরাস, বাদার্থ, সমাসবাদ, সামানাধিকরণবাদ, সিদ্ধাঞ্জনবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দোদ্দয় মহাচার্য শ্রীরামানুজদাস (নামান্তর তাতাচার্য)—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ইনি শ্রীভাষ্যের উপর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যোপন্যাস রচনা করেন। ইনি 'পারাশর্যবিজয়'-গ্রন্থে শ্রীশঙ্কর, শ্রীমধ্ব এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণের মত যে ব্রহ্মসূত্রনিষ্ঠ নহে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি বেদান্তদেশিকের শত-দূষণীর চণ্ডমারুত-টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন[১] এবং অদ্বৈতবিদ্যাবিজয়-গ্রন্থে শঙ্করের কেবলাভেদবাদ ও মধ্বের কেবল-ভেদবাদ কেবল শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেন। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—সদ্বিদ্যাবিজয়, বেদান্তবিজয়, ব্রহ্মবিদ্যাবিজয়, পরিকরবিজয়, রামানুজ-চরিত-চুলুক, রহস্যত্রয়-মীমাংসাভাষ্য, উপনিষদ্‌মঙ্গলদীপিকা ইত্যাদি।

শ্রীসুদর্শনগুরু—ইনি দোদ্দয় মহাচার্যের শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, উপ-নিষদ্‌মঙ্গলদীপিকা ইঁহারই রচিত। ইনিও কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

শ্রীবরদনায়ক সূরি—ইনি চিদচিদীশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণ-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত-বাদের খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য—শ্রীসম্প্রদায়ে কয়েকজন শ্রীনিবাসাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বহু বেদান্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়া খণ্ডন ও মণ্ডনকার্য করিয়াছেন। দেবরাজাচার্যের পুত্র ও বেঙ্কটনাথের ছাত্র শ্রীনিবাসদাস ন্যায়সার, শতদূষণীব্যাখ্যা-সহস্রকিরণী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই শ্রীনিবাসই বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, কৈবল্যশতদূষণী, দুরুপদেশধিক্কার, ন্যাসবিদ্যাবিজয়, মুক্তিশব্দবিচার, সিদ্ধি-উপায়-সুদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

১। প্রপন্নামৃত ১২৬।১৫,১৬ দ্রষ্টব্য।

অপর এক শ্রীনিবাস অধিকরণসারার্থ-দীপিকা রচনা করিয়াছেন। মহাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দাচার্যের পুত্র অন্য এক শ্রীনিবাস শ্রুত-প্রকাশিকার উপর টীকা এবং যতীন্দ্রমতদীপিকা-গ্রন্থের রচয়িতা। কেবলা-দ্বৈতবাদী ধর্মরাজের বেদান্ত-পরিভাষার খণ্ডন ও রামানুজমতের সারসংগ্রহ যতীন্দ্রমতদীপিকা-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থ-রচনাকালে তিনি নিম্ন-লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম করিয়াছেন[১],—(১) চণ্ডমারুত, (২) তত্ত্বত্রয়, (৩) তত্ত্বত্রয়চুলুক, (৪) তত্ত্বত্রয়নিরূপণ, (৫) তত্ত্বদীপন, (৬) তত্ত্বনির্ণয়, (৭) তত্ত্বরত্নাকর, (৮) দ্রবিড়ভাষ্য, (৯) ন্যায়কুলিশ, (১০) ন্যায়তত্ত্ব (১১) ন্যায়-পরিশুদ্ধি, (১২) ন্যায়সার, (১৩) ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, (১৪) ন্যায়সুদর্শন, (১৫) পরমতভঙ্গ, (১৬) পারাশর্যবিজয়, (১৭) প্রজ্ঞাপরিত্রাণ, (১৮) প্রমেয়-সংগ্রহ, (১৯) বেদান্তদীপ, (২০) বেদান্তবিজয়, (২১) বেদান্তসার, (২২) বেদার্থসংগ্রহ, (২৩) ভাষ্যবিবরণ, (২৪) মানযাথাত্ম্যনির্ণয়, (২৫) শ্রীভাষ্য, (২৬) শ্রুতপ্রকাশিকা, (২৭) ষড়র্থসংক্ষেপ, (২৮) সঙ্গতিমালা, (২৯) সর্বার্থ-সিদ্ধি (৩০) সিদ্ধিত্রয়।

আর একজন শ্রীনিবাস নত্ব-তত্ত্ব-পরিত্রাণ-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীনিবাসরাঘবদাস-নামক এক রামানুজ পণ্ডিত রামানুজসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীনিবাসতাতাচার্য—ইনি শ্রীশৈল বা শঠমর্ষণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মাধ্বমতের বিরুদ্ধে 'আনন্দতারতম্যবাদ-খণ্ডন' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি লঘুভাবপ্রকাশিকা, শ্রীশৈলযোগীন্দ্র, ত্যাগ-শব্দার্থ-টিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শৈল শ্রীনিবাস—শ্রীনিবাস তাতাচার্যের পুত্র এবং কৌণ্ডিণ্য শ্রীনিবাস দীক্ষিতের শিষ্য ও অন্নয়ার্য দীক্ষিতের ভ্রাতা। ইনি তত্ত্বমার্তণ্ড-গ্রন্থে

১। যতীন্দ্রমতদীপিকার উপসংহার ৪৬ পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯০৭ খ্রীঃ।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণীতে শঙ্করের আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি জ্ঞানরত্ন-প্রকাশিকা, অদ্বৈতবনকুঠার, বিরোধ-নিরোধভাষ্য-পাদুকা প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত-বাদ ও অন্যান্য মত খণ্ডন করেন এবং সিদ্ধান্তচিন্তামণি, ভেদ-দর্পণ, ভেদমণি, সারদর্পণ, মুক্তিদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরামানুজ-সিদ্ধান্ত ও জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিবৃত করেন।

বুচ্চি শ্রীবেঙ্কটাচার্য—তাতাচার্যের আত্মজ শ্রীনিবাসাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ইনি বেদান্তকারিকা-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

শ্রীঅনন্তাচার্য—ইনি চণ্ডমারুতকার মহাচার্য বা তাতাচার্যের চতুর্থ অধস্তন রঙ্গনাথার্যের শিষ্য এবং অন্ধ্রপূর্ণের বংশোদ্ভূত। ইনি সংস্কৃত পদ্যে ১২৬ অধ্যায়াত্মক প্রপন্নামৃত-নামক চরিত-গ্রন্থ রচনা করেন।[১] এই গ্রন্থ পিন্‌পল্‌গিয়জীয়র-কর্তৃক সংস্কৃত ও তামিল-মিশ্র ভাষায় রচিত গুরুপরম্পরাপ্রভাবম্-নামক গ্রন্থের আক্ষরিক সংস্কৃত পদ্যানুবাদ বলিয়া গোপীনাথ রাও[২] উল্লেখ করিয়াছেন। প্রপন্নামৃতে প্রাচীন আলবরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামানুজ ও তৎসম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণবের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যায়। শ্রীঅনন্তাচার্যের পঞ্চম ঊর্ধ্বতন গুরু চণ্ড-মারুতকার মহাচার্য বা তাতাচার্য প্রসিদ্ধ কেবলাদ্বৈতী অপ্পয়দীক্ষিতের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, ইহা প্রপন্নামৃতে উল্লিখিত আছে।[৩]

মহীশূর অনন্তাচার্য—শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও দার্শনিক বৈদান্তিক পণ্ডিত। ইঁহার রচিত ন্যায়ভাস্করে মধুসূদন সরস্বতীর রচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র যুক্তিসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। শৃঙ্গেরীমঠের ভূতপূর্ব মঠাধীশ সচ্চিদানন্দশিবাভিনব-বিদ্যানৃসিংহভারতীর পিতা শতকোটি

১। প্রপন্নামৃত ১২৬।১৮—৬৩তম শ্লোক ও গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোক দ্রষ্টব্য; ২। Vide—T. A. Gopinath Rao's Lecture, P 57.; ৩। প্রপন্নামৃত ১২৬।১৩—১৬তম শ্লোক।

রামশাস্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) অনন্তাচার্য কেবলাদ্বৈত মত খণ্ডন করেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়—নব-তত্ত্ব-বিভূষণ, শতকোটিখণ্ডন, ন্যায়ভাস্কর, আচারলোচন (বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ), শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থন, নির্বিশেষ-প্রমাণাভ্যুদাস, ব্রহ্মলক্ষণবাদ, জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ঈক্ষতে-অধিকরণ-বিচার, প্রতিজ্ঞাবাদ, আকাশাধিকরণ-বিচার, শ্রীভাষ্য-ভাবাঙ্কুর, লঘু-সামান্যাধিকরণবাদ, গুরুসামান্যাধিকরণবাদ, বিধিসুধাকর, সুদর্শনসুরদ্রুম, ভেদবাদ, তৎক্রতুন্যায়বিচার, দৃশ্যত্বানুমাননিরাস।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক কাশীবাসী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামানুজের বেদার্থসার-সংগ্রহের উপর স্নেহপূর্তি-নামক টীকা রচনা করিয়া অপ্পয়-দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ নামক গ্রন্থের খণ্ডন করেন।

কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর শ্রীঅনন্তাচার্য—ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কাশীর রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতী পণ্ডিত-গণের সহিত লিখিতভাবে বিচার করেন এবং বেদান্ত ও মীমাংসা-সম্বন্ধে শাস্ত্রৈক্য-মীমাংসা-নামক একটি বিচারপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর শাস্ত্রদীপিকার ভূমিকায় লিখিত বেদান্ত ও মীমাংসার এক শাস্ত্রোক্ত খণ্ডনের খণ্ডন করেন।

এখনও শ্রীকূর্মম্, শ্রীসিংহাচলম্, বেঙ্কটাচলম্, মহাবলীপুরম্, শ্রীবিষ্ণু-কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম্, শ্রীমুষ্ণম্, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, পেরেম্বুদুর, তোতাদ্রি, নবত্রিপদী প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণবতীর্থে দুই-একজন বিশিষ্টাদ্বৈতী বৈদান্তিক পণ্ডিত দেখা যায়। শ্রীমথুরার প্রয়াগঘাটের মঠাধীশ শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থের সম্পাদক ও রচয়িতা।

(৩) শ্রীমধ্বাচার্য-চরিত

দক্ষিণকানাড়া-জিলার ম্যাঙ্গালোর সহর হইতে প্রায় ৩৬ মাইল উত্তরে এবং আরবসাগরের তট হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্বদিকে উড়ুপী নগর।[১] উড়ুপী হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্বদক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী (উদীয়াবর নদীর সহিত মিলিত) নদীর তীরে বিমানগিরি-নামক পর্বত। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে পাজকাক্ষেত্রে[২] ১১৬০ শকাব্দায় (=১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হ'ন।

শিবাল্লী-ব্রাহ্মণবংশীয় মধ্যগেহ নারায়ণভট্টের ঔরসে ও বেদবতীর গর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) শ্রীবাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতাকে না জানাইয়াই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসনাম পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ ও পরে অভিষেকান্তে আনন্দতীর্থ এবং আচার্যত্ব প্রকাশ করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য নামে ভূষিত হ'ন।

শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীবদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার আদেশে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন—এইরূপ ঐতিহ্য শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে প্রচারিত আছে। শ্রীমধ্ব তিনটি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন,—(১) শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্—এই ভাষ্যটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই: কেবল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে; (২) অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্—ইহা শ্লোকাকারে রচিত, ইহাতে পূর্ববর্তী মতবাদাচার্যগণের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপিত হইয়াছে; (৩) অণুভাষ্যম্—ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য শ্লোকাকারে সংক্ষেপে গুম্ফিত।

১। ম্যাঙ্গালোর হইতে কারকল (Karkala) হইয়া সরাসরি ৫৭ মাইল পার্বত্য-পথে মোটরবাসে উড়ুপী যাওয়া যায়; ২। 'মাসিক প্রবাসী' পত্রে (ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) 'শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উড়ুপী হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে আরবসমুদ্রের উপকূলে মাল্‌পী বন্দরের নিকটে নৌকামধ্যে দ্বারকার গোপী-সরোবরের তট হইতে এক বণিক্ কর্ত্তৃক আনীত গোপীচন্দনপিণ্ডের অভ্যন্তরে শ্রীমধ্ব দধিমন্থনদণ্ডধৃক্



তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য

নর্তকগোপাল শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহকে উড়ুপীতে আনয়নপূর্বক প্রাচীন শ্রীঅনন্তেশ্বর-মন্দিরের পূর্বোত্তরভাগে এক বৃহৎ সরোবরের (পরে শ্রীমধ্বসরোবর নামে খ্যাত) পশ্চিমতীরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উড়ুপীর

অভিমুখে আসিতে আসিতেই সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্তির উদ্দেশ্যে তিনি 'শ্রীমদ্‌-দ্বাদশস্তোত্র'-নামক মধুর স্তবগুচ্ছ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রতিভূ অষ্টমঠ

শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার ৮জন শিষ্যকে একই সময় কন্বতীর্থে সন্ন্যাস প্রদান করেন। এই ৮ জন, সন্ন্যাসবেদীর চতুর্দিক্ হইতে দুই দুই জন



উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণমন্দির ও গোপুরম্

করিয়া বহির্গত হ'ন। প্রত্যেক সন্ন্যাসিযুগল দ্বন্দ্বমঠের অধিকারী বলিয়া পরিচিত হ'ন। এই ৮জন সন্ন্যাসীকে শ্রীমধ্বাচার্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রীবিগ্রহ এবং উড়ুপীর নর্তক-গোপালের সেবা প্রদান করেন। পরবর্তিকালে উক্ত অষ্ট-সন্ন্যাসীর অধস্তনগণ উড়ুপীনগরের বাহিরে গিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীমধ্বপ্রদত্ত শ্রীমূর্তিসহ বাস করিয়া ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে যে স্থানে দেবত্তর ভূসম্পত্তি লাভ করেন, সেই সকল স্থানের নামানুসারে উড়ুপীর প্রসিদ্ধ প্রতিভূ অষ্টমঠের নামকরণ হয়।[১] উড়ুপীতে শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বর মন্দিরের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উক্ত ৮টি প্রতিভূমঠ অবস্থিত। উহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	উড়ুপীতে প্রতিভূমঠ	শ্রীমধ্বশিষ্যের নাম	শ্রীমধ্বদত্ত শ্রীমূর্তি
দ্বন্দ্বমঠ	পলিমার	শ্রীহৃষীকেশতীর্থ	শ্রীরামচন্দ্র
	অদমার	শ্রীনরহরিতীর্থ	(শ্রীকালীয়মর্দন) শ্রীকৃষ্ণ
”	কৃষ্ণাপুর	শ্রীজনার্দনতীর্থ	” শ্রীকৃষ্ণ
	পুত্তিগে	শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ	শ্রীবিট্‌ঠল
”	শীরুরু	শ্রীবামনতীর্থ	শ্রীবিট্‌ঠল
	সোদে	শ্রীবিষ্ণুতীর্থ	শ্রীভূবরাহ
”	কাণূরু	শ্রীরামতীর্থ	শ্রীনরসিংহ
	পেজাবর	শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ	শ্রীবিট্‌ঠল

শ্রীমধ্বাচার্য মায়াবাদের (শূন্যবাদের = অতত্ত্ববাদের) বিরুদ্ধে তত্ত্ববাদ প্রচার করায় তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় নামে খ্যাত এবং তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার (প্রথম অবতার শ্রীহনূমান্, দ্বিতীয়—শ্রীভীমসেন, তৃতীয়—শ্রীমধ্ব) বলিয়া সেই সম্প্রদায়ে পূজিত হ'ন।

শ্রীমধ্বাচার্য ৭৯ বৎসর বয়সে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বধামগমন করেন।

১। গ্রন্থকার-সম্পাদিত শ্রীমধ্বাচার্য (২য়-সং)-গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বাচার্যের রচিত গ্রন্থাবলী—(১) গীতাভাষ্য, (২) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (৩) অণুভাষ্য, (৪) অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান, (৫) প্রমাণলক্ষণ, (৬) কথা-লক্ষণ, (৭) উপাধি-খণ্ডন, (৮) মায়াবাদ-খণ্ডন, (৯) প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, (১০) তত্ত্বসংখ্যান, (১১) তত্ত্ববিবেক, (১২) তত্ত্বোদ্যোত, (১৩) কর্ম-নির্ণয়, (১৪) শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, (১৫) ঋগ্‌ভাষ্য, (১৬) ঐতরেয়-ভাষ্য, (১৭) বৃহদারণ্যকভাষ্য, (১৮) ছান্দোগ্যভাষ্য, (১৯) তৈত্তিরীয়োপ-নিষদ্‌ভাষ্য, (২০) ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২১) কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২২) অথর্বণোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২৩) মাণ্ডূকোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২৪) ষট্‌প্রশ্নোপ-নিষদ্‌ভাষ্য, (২৫) তলবকারোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২৬) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-তাৎপর্যনির্ণয়, (২৭) শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ, (২৮) নরসিংহ-নখস্তোত্র, (২৯) যমক-ভারত, (৩০) দ্বাদশস্তোত্র, (৩১) শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব, (৩২) তন্ত্রসার-সংগ্রহ, (৩৩) সদাচার-স্মৃতি, (৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য, (৩৫) শ্রীমন্-মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়, (৩৬) যতি-প্রণবকল্প, (৩৭) জয়ন্তী-নির্ণয়, (৩৮) শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

গুরুপরম্পরা—(১) শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু, (২) চতুর্মুখ ব্রহ্মা, (৩) চতুঃসন, (৪) দুর্বাসা, (৫) জ্ঞাননিধিতীর্থ, (৬) সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, (৭) প্রাজ্ঞতীর্থ, (৮) অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ, (৯) আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য।

শ্রীমধ্বের মতবাদ

শ্রীমধ্বের মতবাদ **দ্বৈতবাদ** নামে খ্যাত। ইহার নামান্তর স্বতন্ত্রা-স্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক-ভেদবাদ, কেবলভেদবাদ, তত্ত্ববাদ। 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'-ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব—স্বতন্ত্রতত্ত্ব 'ঈশ্বর' হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্বসমূহের নিত্য 'ভেদ'; 'জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে, জড়ে জড়ে',—এই পঞ্চ 'ভেদ' বা 'দ্বৈত' নিত্য, সত্য ও অনাদি[১]।

১। তত্ত্ববিবেক ১ম শ্লোক, ম ভা তা নি ১।৭০,৭১ ; বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়ে পরমশ্রুতি।

ভাষ্য —(১) শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ), (২) অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান (শ্লোকাকারে রচিত), (৩) অণুভাষ্য (শ্লোকাকারে অধিকরণ-তাৎপর্য)।

শ্রীমধ্বমত-সংক্ষেপ

তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ে প্রচারিত নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটিতে শ্রীমধ্বাচার্যের মতসংক্ষেপ দৃষ্ট হয়—

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥[১]

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব ; জগৎ—সত্য ; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ ; জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর ; জীবগণের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্তমান ; স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি ; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন ; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটি প্রমাণ ; শ্রীহরি অখিল-আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের গম্য।

ব্রহ্ম—বিষ্ণুই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য[২] ; অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও উপচারমাত্র[৩] ; যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনি 'ব্রহ্ম'[৪] ; আনন্দপ্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময় ; তিনি—অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্যশালী, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-তত্ত্ব[৫] ; 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব।[৬] ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন।[৭]

১। ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি শর্মা ও শ্রীনাগরাজ রাও-প্রমুখ গবেষকগণের মতে এই শ্লোকটি ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসরায়ের রচিত ; ২। সূ ভা ১।১।১ ; ৩। ঐ ১।১।১২,১৭ ; ৪। ঐ ১।১।৩ ; ৫। ঐ ১।১।১৩—১৫ ; ৬। ঐ ১।১।২২ ; ৭। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৭—শ্রীমধ্বভাষ্য ও শ্রীজয়তীর্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে 'চেতন'স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণুপরিমাণ ; শ্রীহরির নিত্য অনুচর ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধজীব।[১] জীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ।[২]

জগৎ—সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র ; জগৎ—'সত্য' ও ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ 'ভিন্ন' ; জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্বিকা সৃষ্টি, সুতরাং 'সত্য' ; বিশ্ব—'সত্য', বিষ্ণুর বশবর্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্তমান।[৩]

মায়া—'মুখ্যা' মায়া শ্রীহরির 'শক্তি, আর 'অমুখ্যা' মায়া—'প্রকৃতি'[৪] ; মায়া—ত্রিগুণা।[৫]

কেবলভেদবাদে পঞ্চভেদ নিত্য

শ্রীমন্মধ্বাচার্য (১) 'জীবেশ্বরে' ভেদ, (২) 'জীবে জীবে' পরস্পর ভেদ, (৩) 'ঈশ্বরে জড়ে' ভেদ, (৪) 'জীবে জড়ে' ভেদ ও (৫) 'জড়ে জড়ে' পরস্পর ভেদ—এই 'পঞ্চভেদ' স্বীকার করেন।

জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা॥
পঞ্চ ভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্বদা॥[৬]

এই 'পঞ্চভেদ' সর্বাবস্থাতেই 'নিত্য'। মুক্তিতেও জীবেশ্বরে 'নিত্য ভেদ' থাকিবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য কোথাও কোথাও 'ভেদাভেদবাদ' ও পরতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তির প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

১। ম ভা তা নি ১।৭০,৭১, 'বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়' ১ প ; ২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।৪৭, 'অণুভাষ্য'—রাঘবেন্দ্রযতিকৃত টীকা ২।৩।৫ ; ৩। ম ভা তা নি ১।৬৯, 'তত্ত্বোদ্যোত' ও মাণ্ডূক্যভাষ্য ; ৪। ভাগবত-তাৎপর্য ২।৫।১২-১৩ ; ৫। ঐ ১১।৩।১৭ ; ৬। ম ভা তা নি ১।৭০,৭১

তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি।[১]

পরমেশ্বরের শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্-বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান ; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্‌বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ (ব্রহ্ম) ব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

বস্তুতঃ শ্রীমধ্বাচার্য ভেদাভেদকে মুখ্যতঃ স্বীকার করেন নাই। তিনি কেবলভেদই স্বীকার করিয়াছেন ; তবে যেখানে স্পষ্ট অভেদ-শ্রুতির অন্য কোনরূপ অর্থান্তর করা যায় না, তথায়ই ঐরূপ অভেদোক্তির দ্বারা জীবের অংশত্ব সূচিত হইয়াছে, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে। অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং **ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ**॥"[২] শ্রীজয়তীর্থ টীকায় যথা—"অতঃ শ্রুতিদ্বয়ান্যথানুপপত্ত্যা ভেদমঙ্গীকৃত্যাভেদস্থানেঽংশত্বং বক্তব্যমিতিভাবঃ।" দ্বিতীয় মধ্বাচার্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজস্বামী যুক্তিমল্লিকার ভেদসৌরভে বলিয়াছেন,—তত্ত্ববাদিসিদ্ধান্তমতে[৩] (১) অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ, (২) ভিন্নাংশ ও (৩) ভিন্নাভিন্নাংশ, এই তিন প্রকার অংশ কথিত হয়। (১) মৎস্যাদি অবতারগণ অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন ; আর (২) জীব—ব্রহ্মগত সর্বজ্ঞতাদি ধর্মের অভাবহেতু ভিন্নাংশ ; (৩) ভিন্নাভিন্নাংশত্ব কেবলমাত্র পটতন্তু প্রভৃতি জড়বস্তুতেই থাকে। তন্তুসত্ত্বেও পটনাশহেতু ভেদ এবং তন্তুনাশে পটনাশহেতু অভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্তু পটের সহিত অর্ধসমভাববিশিষ্ট বলিয়া

১। ভা ১১।৭।৫১তম শ্লোকের মাধ্বভাষ্য(শ্রীভাগবত-তাৎপর্য)-ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য ; ২। ব্র স্থ ২।৩।৪৩—পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য, ৩। ব্রহ্মসূত্র ২।৩ ৪৭—শ্রীমধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বর্তমান রহিয়াছে। এই ভেদাভেদ জড়বস্তুতেই হয়, চিদ্বস্তুতে হয় না।[১]

শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-মতের মধ্যে পার্থক্য

১। (ক) শ্রীশঙ্কর এক ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করেন না। শঙ্করের সগুণব্রহ্ম মিথ্যা, নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে ব্রহ্ম দ্বিরূপ—(১) কারণরূপ ও (২) কার্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম—এক অদ্বিতীয় ও কার্যরূপে (জীব ও জগদ্রূপে)—বহু।

(গ) শ্রীরামানুজ এক অদ্বয়তত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাহা চিদচিদ্-বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

(ঘ) শ্রীমধ্বাচার্য স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব স্বীকার করেন। স্বতন্ত্রতত্ত্ব-পরমেশ্বর হইতে পরতন্ত্রতত্ত্বসমূহের নিত্য ভেদ। দ্বৈত বা ভেদ—নিত্য, সত্য ও অনাদি।

২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে জীব—অবিদ্যোপাধিক, ভ্রান্ত ব্রহ্ম। বুদ্ধি-উপাধি-হেতু পরিকল্পিতস্বরূপ-ব্যতীত পরমার্থতঃ জীবের অস্তিত্ব নাই।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে জীব—স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু, আর সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ; তাহার ভোক্তৃশক্তি অণু, জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব—ঔপাধিক।

(গ) শ্রীরামানুজ-মতে জীব—বিশেষ্যস্বরূপ পরমাত্মার বিশেষণরূপ অংশ। জীব—শরীরী ব্রহ্মের শরীর; এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদনির্দেশ। জীব, পরিমাণে—অণু, সংখ্যায়—অসংখ্য ও অনন্ত, প্রকারে—বদ্ধ ও মুক্ত।

১। যুক্তিমল্লিকা, ভেদসৌরভ ৬২৩-৬২৬ শ্লোক।

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে চেতনস্বরূপ ; ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ। জীব—সত্য, অনন্ত ও অণু-পরিমাণ।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত, সুতরাং মিথ্যা ; জগতের ব্যবহারিক সত্তা মাত্র—পারমার্থিক সত্তা নাই।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে জগৎ—সৎ, মিথ্যা নহে ; কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য। জগৎ—জীবের ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়।

(গ) শ্রীরামানুজমতে শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর—জগৎ, সুতরাং সত্য ; রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ অসত্য নহে।

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে জগৎ—ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন। জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্বিকা সৃষ্টি ; সুতরাং সত্য। জগৎ—বিষ্ণুর বশবর্তী এবং ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্তমান।

৪। (ক) আচার্য শ্রীশঙ্করের মতে তত্ত্বমসি-বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদের সামানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধ—সুতরাং উহা জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ঐক্যবোধক।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য স্বরূপাববোধক।

(গ) শ্রীরামানুজমতে জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বং'-পদবাচ্য জীব ও 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের অভিন্নতা। 'ত্বং' শব্দের অর্থ জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা, এই পরমাত্মা ব্রহ্ম (তৎ) হইতে অভিন্ন।[১]

(ঘ) শ্রীমধ্বাচার্য 'তত্ত্বমসি' এই পাঠটিই স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—স আত্মাতত্ত্বমসি[২] = স আত্মা + অতত্ত্বমসি ; অতএব 'ভেদ'।

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১৩ ; ২। ছান্দোগ্য ৬।৮—১৬

"অতত্ত্বমসীতি ভেদস্য নবকৃত্বোঽভ্যাসাচ্চ ভেদব্যপদেশাৎ।"[১] শ্রীমধ্বাচার্য বলেন, ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুকে 'অতত্ত্বমসি', ইহা দৃষ্টান্তের সহিত নয়বার বলিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদোপদেশ করা হইয়াছে। সামসংহিতায়ও 'অতত্ত্বমসি'-পাঠ পাওয়া যায়। সেই প্রমাণ শ্রীমধ্বাচার্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। ন্যায়ামৃতে 'স আত্মা-তত্ত্বমসি'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।[২] শ্রীমধ্বমতাবলম্বী নারায়ণভট্টশিষ্য তত্ত্বমুক্তাবলীকার গৌড়পূর্ণানন্দ 'তস্য ত্বমসি' অর্থাৎ তাঁহার তুমি (তুমি পরমাত্মার দাস বা তদীয়) এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩] যুক্তিমল্লিকায় বাদিরাজ স্বামী বলেন,—উদ্দালক প্রথমে সদৃষ্টান্ত ভেদের প্রস্তাব করিয়া পুনরায় তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কিরূপে ঐক্য বলিতে পারেন? শ্রুতিমধ্যে অতত্ত্বমসি এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে লক্ষণার আবশ্যক হয় না এবং ঐক্যের শঙ্কাও থাকে না।[৪] তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য অপারমার্থিক ঐক্য এবং পারমার্থিক ভেদই বলিয়া থাকে। 'তৎ'-পদে ব্রহ্মই বাচ্য এবং 'ত্বং'-পদে তুমিই বাচ্য—এইরূপ ব্যবস্থাই আমাদের অভীষ্ট।[৫] 'তত্ত্ব-মসি'-বাক্যে যদ্যপি ঐক্যোক্তি কথঞ্চিৎ প্রতীত হয়, তথাপি 'অতত্ত্বমসি' এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে উক্ত শ্রুতি ঐক্যার্থে পদক্ষেপই করিতে পারে না। অতএব কেবলাদ্বৈতবাদীর কথিত মহাবাক্যসমূহে মিথ্যাত্ব এবং ঐক্যসিদ্ধি না হইয়া ভেদ-সত্যত্ব এবং জগৎসত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।[৬]

৫। (ক) শ্রীশঙ্করমতে ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কি করিয়া উপাদানকারণ[৭] হইতে পারে, ইহা লইয়া কেবলা-

---

১। শ্রীমধ্বকৃত ছান্দোগ্যভাষ্য ৬।১৬, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮৩৩ শকাব্দা; ২। ন্যায়ামৃত ২।২৮, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮২৯ শকাব্দা; ৩। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী, ৫—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য; ৪। যুক্তিমল্লিকা, ভেদসৌরভ, ১০০৩—১০০৫ শ্লোক; ৫। ঐ, ঐ, ৩২১ শ্লোক; ৬। ঐ, ঐ ৮৮২, ৮৮৩ এবং বিশ্বসৌরভ ১০৩৫, ১০৩৬ শ্লোক; ৭। ব্র সূ ১।৪।২৩—শাঙ্করভাষ্য।

দ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে—[১] ভ্রম-কল্পিত সর্পের উপাদানকারণ রজ্জুর ন্যায় ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম; [২] ব্রহ্মবিবর্ত জগতের আশ্রয় হওয়ায়, ব্রহ্ম অপরিণামী উপাদানকারণ; [৩] মায়াবিজড়িত ব্রহ্মই জগতের অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ ইত্যাদি।

(খ) ভাস্করের মতেও ব্রহ্ম—নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। পরমাত্মা—সূর্যরশ্মির ন্যায় স্বীয় অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি সৃষ্টিস্থিতি-কালে বিক্ষেপ এবং প্রলয়কালে উপসংহার করেন।[১]

(গ) শ্রীরামানুজের মতেও ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। সৃষ্টির পূর্বে—নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে; সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম সেই স্বীয় শরীর-স্থানীয় নাম-রূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথগ্‌রূপে পরিণত করেন এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন।[২]

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে ব্রহ্ম—নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন।[৩] কুম্ভকার ও কুম্ভের উপাদান মৃত্তিকা যেরূপ একই বস্তু হইতে পারে না, সেরূপ জগতের স্রষ্টা ও জগতের উপাদান একই তত্ত্ব হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম স্রষ্টা বলিয়া নিমিত্তকারণ, আর মায়া বা প্রকৃতি যাহা সূক্ষ্মরেণুময়ী বা তন্তুবায়ের তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মতমা, তাহাই জগতের উপাদানকারণ। সেই রেণু বা তন্তুবৎ সূক্ষ্মতম উপাদাম নৈয়ায়িকগণের পরমাণু হইতেও অসংখ্য গুণে ক্ষুদ্রতম চূর্ণবৎ পদার্থ। সেই উপাদান হইতেই ভগবান্ বিশ্ব নির্মাণ করেন।[৪]

১। ব্র সূ ১।৪।২৫—ভাস্করভাষ্য; ২। ঐ ১।৪।২৭; ৩। ঐ ১।৪।২৭—শ্রীমধ্ব-ভাষ্যের শ্রীজয়তীর্থ-টীকা; ৪। যুক্তিমল্লিকার ভাব-বিলাসিনী-টীকা, কুম্ভকোণম্-সং, ১৭৯—১৮৯ পৃঃ।

জগন্মিথ্যাত্ববাদী মায়াবাদী যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলেন, তাহাতে 'মাথা নাই তা'র মাথা ব্যথা', এইরূপই এক নীতি স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আর তত্ত্ববাদীর পক্ষে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সহিত জগতের অনাদি ও অত্যন্ত ভেদ থাকে না। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিলে অর্থাৎ চিন্তামণি ও অয়স্কান্তাদি মণির দ্বারা সর্বার্থপ্রসব ও লৌহচালনাদির ন্যায়, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রয় পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তির দ্বারাই জগৎ কার্যরূপে পরিণত হয়; স্বরূপ-ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য-শক্তির দ্বারা পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাতে স্বরূপের পরিণাম হয় না। মায়াখ্যপরিণামশক্তি দুই প্রকার—(১) নিমিত্তাংশ-মায়া ও (২) উপাদানাংশ-প্রধান, তন্মধ্যে কেবলা শক্তি—নিমিত্ত ও তদ্ব্যূহময়ী শক্তি—উপাদান ;—শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণত্বের সুবৈজ্ঞানিক সমন্বয় দৃষ্ট হয়।[১]

শ্রীমধ্বোত্তর তত্ত্ববাদি-সাহিত্য

শ্রীমধ্বাচার্য স্বয়ং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এবং বহু গ্রন্থ রচনা ও লুপ্ত প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ উদ্ধার করিয়া শঙ্করমায়াবাদ খণ্ডন করেন। কথিত হয়, দক্ষিণ-কানাড়া জেলার কট্টতল-নামক গ্রামে শ্রীমধ্বাচার্যের গ্রন্থাগার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্থাপিত রহিয়াছে। উড়ুপীর নর্তকগোপাল-প্রাপ্তির পূর্ব হইতে তথায় শ্রীমধ্ব-পূজিত শ্রীশ্রীরুক্মিণী-সত্যভামা ও গোবৃন্দের সহিত বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ অদমারমঠের অধীনস্থ মঠে পূজিত হইতেছেন।[২]

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৪৮—৫৫ অনু, বহরমপুর-সং, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। ২। Vide, B. N. Krishnamurti Sarma's article on 'Anent the Underground Library of Sri Madhvacarya at Kattatala'—The Annals of the B. O. R. I., Poona, Vol. XVI, Parts 1-11, 1935, P. 152.

শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (১২৫৪—১৩২০ খ্রীঃ)[১]—ইনি শ্রীমধ্বাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরে শ্রীমধ্বের দীক্ষা-শিষ্য, সন্ন্যাসী ও সোদেমঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যতিধর্ম-নামক চারি অধ্যায় ও ৬৬০ শ্লোকাত্মক একটি গ্রন্থে সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য ও সদাচারাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীহৃষীকেশতীর্থ (১২৮০—১৩৩০ খ্রীঃ)—ইনি 'সম্প্রদায়-পদ্ধতি'-গ্রন্থে শ্রীমধ্বের পূর্ব-চরিত এবং তৎপ্রবর্তিত পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য (১২৫৮—১৩২০ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীমধ্বের সাক্ষাৎ গৃহস্থ শিষ্য, পূর্বে কেবলাদ্বৈতী বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত তত্ত্বপ্রদীপ, সূত্রভাষ্য-টীকা, বায়ু-স্তুতি, বিষ্ণু-স্তুতি, উষাহরণকাব্য প্রভৃতি তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য—ত্রিবিক্রম পণ্ডিতের পুত্র, গৃহস্থ। ইঁহার রচিত শ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীমধ্ববিজয়টীকা—ভাবপ্রকাশিকা, অনুমধ্ববিজয়, মণি-মঞ্জরী, নৃসিংহস্তুতি, শিবস্তুতি, নয়চন্দ্রিকা, সংগ্রহ-রামায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীত্রৈবিক্রমার্য দাস—নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের পুত্র ও শিষ্য, ইনি মধ্বের অনুভাষ্যের উপর আনন্দমাতা-নামক টীকা রচনা করেন।

শ্রীকল্যাণীদেবী—শ্রীমধ্বাচার্যের পূর্বাশ্রমের ভগ্নী শ্রীকল্যাণীদেবী অষ্ট-শ্লোকাত্মক শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, অণুবায়ুস্তুতি ও লঘুতারতম্য-স্তোত্র-নামক তিনটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[২] কেহ কেহ ত্রিবিক্রম পণ্ডিতা-চার্যের কন্যা ও নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের (শ্রীমধ্ববিজয়ের লেখক) ভগ্নী

১। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের তারিখগুলি ডক্টর বি. এন. কৃষ্ণমূর্তি শর্মার লিখিত প্রবন্ধসমূহ হইতে (The Annals of B. O. R. I. Vol. XIX, Part IV, 1939) গৃহীত হইয়াছে; ২। Vide, B. N. Krishnamurti Sarma's article on 'The Post-Madhva Period' published in the Annals of B. O. R. I. Vol. XIX, Pt. IV, 1939, P 355.

আর এক কল্যাণীদেবী তারতম্য-স্তোত্রের রচয়িত্রী বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।[১] ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি শর্মার মতে ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের ভগিনী কল্যাণীদেবী ষট্-শ্লোকাত্মক 'লঘুবায়ুস্তুতি' লিখিয়াছিলেন। ইহা স্তোত্রমহোদধি-নামক মাধ্বস্তোত্র-সংগ্রহ গ্রন্থের প্রমাণ হইতে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য—ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি শ্রীমধ্বের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণাবলীর 'সম্বন্ধদীপিকা'-নাম্নী একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করেন।

শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ, পূর্বনাম শোভন ভট্ট (১৩১৮—১৩২৪ খ্রীঃ)—ইনি মধ্বসম্প্রদায়ের প্রাচীনতম টীকাকার বলিয়া কথিত। কারণ, ইনি শ্রী-মধ্বের দশপ্রকরণ, ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য (সূত্রপ্রস্থান) ও গীতাপ্রস্থানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত সূত্রপ্রস্থানের টীকার নাম—সত্তর্কদীপাবলী। মধ্বকৃত অনুভাষ্যের উপর আর একটি বৃহৎ টীকাও ইনি রচনা করেন, উহার নাম সন্ন্যায়রত্নাবলী। তদ্রচিত গীতাভাষ্য-ভাবদীপিকা, গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়-প্রকাশিকা প্রভৃতি হস্ত-লিখিত পুঁথি দৃষ্ট হয়।

শ্রীনরহরি তীর্থ (১৩২৪—১৩৩৩ খ্রীঃ)—ইঁহার নামে ১৫ খানি গ্রন্থ আরোপিত হয়, তন্মধ্যে মাত্র দুইখানি পুঁথি পাওয়া যায়। ইনি শ্রীমধ্বা-চার্যের দশপ্রকরণের টীকা, শ্রীগীতাভাষ্য-ভাবপ্রকাশিকার টীকা, যমক-ভারতটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধব তীর্থ (১৩৩৩—১৩৫০ খ্রীঃ)—শ্রীমধ্বাচার্য হইতে তৃতীয় অধস্তন ও শ্রীমধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য, ইঁহার পূর্বনাম বিষ্ণুশাস্ত্রী। ইনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

১। উড়ুপীর বর্তমান (১৯৫২ খ্রীঃ) কাণুরু-মঠের মঠাধীশ শ্রীবিদ্যাসমুদ্রতীর্থ স্বামীজী।

শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ (১৩৫০—১৩৬৫ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীমধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী মঠাধীশ-শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। ইঁহার পূর্ব-নাম গোবিন্দ শাস্ত্রী। ইনি 'মাধ্বতত্ত্বসারসংগ্রহ'-নামক একখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

প্রসিদ্ধি এই—উত্তরাদিমঠাধীশ শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ, শৃঙ্গেরীমঠাধীশ প্রসিদ্ধ বিদ্যারণ্যকে শাস্ত্র-যুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীবেদান্তদেশিক তাহাতে মধ্যস্থরূপে বৃত হন। দ্বৈতবেদান্ত ও মাধ্বন্যায়ে অসামান্য পারদর্শী শ্রীঅক্ষোভ্য মুনি একমাত্র 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের বিচার দ্বারাই বিদ্যারণ্যকে বিচার-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহা প্রবাদের মত একটি শ্লোকাকারে বিদ্বৎ-সমাজে প্রচারিত আছে, যথা—

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥[১]

অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীবের প্রভেদকারী তত্ত্বমসি-বাক্যরূপ তরবারির দ্বারা অক্ষোভ্যমুনি বিদ্যারণ্য-নামক বৃহদ্ অরণ্যকে ছেদন করিয়াছিলেন।

১। মহীশূরের বিখ্যাত কোলার স্বর্ণখনি হইতে কএক মাইল দক্ষিণপূর্ব-ভাগে মূলবাগল-নামক স্থানে এই বিচার হইয়াছিল। ইহা শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মহাচার্য(খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী)-কৃত বেদান্তদেশিকবৈভব-প্রকাশিকা এবং ব্রহ্মতন্ত্র-স্বতন্ত্রজীয়ড়(তৃতীয়)-কৃত গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী) তথা মধ্বসম্প্রদায়ের শ্রী-ব্যাসতীর্থ(শ্রীজয়তীর্থের শিষ্য)-কৃত 'জয়তীর্থ-বিজয়ে' (২।৫s—৬৮ শ্লোক), সঙ্কর্ষণা-চার্যকৃত (অপর) 'জয়তীর্থ-বিজয়ে' ও 'রাঘবেন্দ্রবিজয়'-নামক গ্রন্থে (১৭শ খৃঃ) উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত মূলবাগলে এতদুপলক্ষে যে জয়স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল, সেই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বি, এন্, কৃষ্ণমূর্তি শর্মার লিখিত প্রবন্ধ—Journal of the Annamalai University, Vol. V, No. 1, Pp 103—107 এবং The Annals of B. O. R. I. Vol. XIX, Pt. IV. 1939, Pp 384—385 দ্রষ্টব্য।

শ্রীজয়তীর্থ (অপর নাম টীকাচার্য)—উত্তরাদিমঠের মঠাধীশ ও শ্রীমধ্ব হইতে আচার্য-পরম্পরায় ৬ষ্ঠ অধস্তন (বস্তুতঃ চতুর্থ অধস্তন)। ইনি ন্যায়সুধা, তত্ত্বপ্রকাশিকা, দশ-প্রকরণ-টীকা, ষট্প্রশ্নটীকা, ঈশাবাস্য-টীকা, গীতাভাষ্য-টীকা, গীতাতাৎপর্যনির্ণয়-টীকা, ভাগবত-তাৎপর্য-টীকা, ঋগ্ভাষ্যটীকা, ন্যায়-বিবরণ-টীকা, প্রমাণ-পদ্ধতি, বাদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও তত্ত্ববাদের মণ্ডন করেন।

শ্রীবিদ্যাধিরাজ তীর্থ (১৩৮৮—১৪১২ খ্রীঃ)—জয়তীর্থের সাক্ষাৎ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী-মঠাধীশ। ইঁহার রচিত ছান্দোগ্যভাষ্য-টীকা, গীতাবিবৃতি, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ।

শ্রীব্যাসতীর্থ (১৩৭০—১৪০০ খ্রীঃ)—ইনি ন্যায়ামৃতকার হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং তাঁহার পূর্বে আবির্ভূত ও শ্রীজয়তীর্থের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইনি মঠাধীশত্ব লাভ করেন নাই। ঈশ ও প্রশ্নোপনিষৎ ব্যতীত দশোপ-নিষদের মধ্যে আটটি উপনিষদের টীকা, শ্রীমধ্বের মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ের উপর টীকা, জয়তীর্থবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য (১৩৯০—১৪৪০ খ্রীঃ)—ইনি রাজেন্দ্র তীর্থের (১৪১২—১৪৩০ খ্রীঃ) ছাত্র ছিলেন এবং 'ষড়্দর্শনীবল্লভ' (ষড়্দর্শনবেত্তা) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বাদরত্নাবলী গ্রন্থের কথাই শুনা যায়। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—

বিশ্বং সত্যং হরিঃ কর্তা জীবোঽন্যঃ পরমার্থতঃ।
বেদঃ সত্যং প্রমাণং চেত্যেবং ব্যাসমতস্থিতিঃ॥

শ্রীবিদ্যানিধি তীর্থ (১৪৩৫—১৪৪৪ খ্রীঃ)—রামচন্দ্র তীর্থের শিষ্য, ইনি শ্রীগীতার একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ (১৪৬০—১৪৭৭ খ্রীঃ)—ইঁহারই শিষ্য—ন্যায়ামৃতকার প্রসিদ্ধ ব্যাসরায়। ইনি শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকার উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীপাদরায়, নামান্তর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থ (১৪৬০—১৪৮৬ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ-প্রতিষ্ঠিত মূলবাগলমঠের মঠাধীশ হইয়াছিলেন এবং শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধার উপর ন্যায়সুধোপন্যাস-বাগ্‌বজ্র-নামক একটি ভাষ্য রচনা করেন।

শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থ (১৪৩৭—১৪৫৫ খ্রীঃ)—পেজাবর-মঠীয় যতি ও শ্রীমধ্ব হইতে সপ্তম অধস্তন। ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য-রচিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্যের ব্যাখ্যা (পদরত্নাবলী), যমকভারতটীকা, দশাবতারহরিগাথা-স্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শ্রীমহেন্দ্রতীর্থের শিষ্য।[১]

শ্রীব্যাসতীর্থ (১৪৬০—১৫৩৯ খ্রীঃ)—শ্রীমধ্ব হইতে ১৭শ অধস্তন এবং বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবাচার্যের গুরু ছিলেন বলিয়া কথিত। ইনি তর্কতাণ্ডব, তাৎপর্য-চন্দ্রিকা, ন্যায়ামৃত, ভেদোজ্জীবন, খণ্ডনত্রয়-মন্দার-মঞ্জরী, তত্ত্ববিবেক-মন্দার-মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সমসাময়িক তত্ত্ববাদাচার্য। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভে শ্রীবিজয়ধ্বজ ও শ্রীব্যাসতীর্থকে 'বেদবেদার্থবিৎ-শ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন এবং সর্বসম্বাদিনী ও বৈষ্ণবতোষণীতে ন্যায়ামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

শ্রীব্যাসরায় চারি খণ্ডাত্মক তর্কতাণ্ডবে গঙ্গেশোপাধ্যায়প্রমুখ নব্য-ন্যায়াচার্যগণের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপামান ও শব্দ—এই চারি প্রকার প্রমাণের লক্ষণেরই দোষ ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, শ্রীব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃত কেবলাদ্বৈতচিন্তাস্রোতে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিকই জয়তীর্থের ন্যায়সুধা ও বাদাবলীর বিচারশৈলীর অনুসরণ করিয়া ব্যাসতীর্থ যে পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়াত্মক ন্যায়ামৃত গ্রন্থ

১। পদরত্নাবলী টীকার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য ; ২। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১১ পৃঃ, পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৮৩ পৃঃ ও শ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।২, ৫০৮ পৃঃ।

রচনা করিয়াছেন[১], তাহাতে স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য এবং তদনুগত পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, আনন্দবোধ, চিৎসুখাচার্য-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদাচার্যগণের সমস্ত যুক্তিজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চপাদিকা, পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ন্যায়মকরন্দ, তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি



ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসতীর্থ বা শ্রীব্যাসরায়

১। ন্যায়ামৃত—(টি, আর, কৃষ্ণাচার্য-কর্তৃক কুম্ভকোণম্ হইতে প্রকাশিত ও মুম্বই নির্ণয়-সাগর প্রেসে মুদ্রিত, ১৮২৯ শকাব্দ) দ্রষ্টব্য।

কেবলাদ্বৈত-সাহিত্য-সাগর আলোড়নপূর্বক ব্যাসরায় সকলপ্রকার কেবলা-দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া মধ্বাচার্যের মতকে বিজয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

কেবলাদ্বৈতমতে পাঁচ প্রকার মিথ্যার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—(১) পদ্মপাদ বলেন, যাহা সদসদ্‌বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা; (২) প্রকাশাত্মযতি বলেন, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত হয় তাহাই মিথ্যা; তাঁহারই মতান্তরে (৩) যে বস্তুর যাহা আশ্রয় সেই আশ্রয়েই যদি সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু মিথ্যা; (৪) চিৎসুখাচার্য বলেন, বস্তুর অত্যন্তা-ভাবের অধিকরণে যে বস্তুর প্রতীতি হয়, উহা মিথ্যা; (৫) আনন্দবোধ বলেন, যাহা সদ্‌ভিন্ন (সদ্‌বিবিক্ত) তাহাই মিথ্যা। ব্যাসরায় এই পাঁচ-প্রকার মিথ্যাত্ববাদ সূক্ষ্ম ন্যায়যুক্তিদ্বারা, উহাদের বহু দোষ প্রদর্শন পূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি কেবলাদ্বৈতিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন— তোমাদের জগৎ-মিথ্যাত্বটি কি মিথ্যা, না সত্য? তোমরা মিথ্যাত্বকে সত্যও বলিতে পার না, মিথ্যাও বলিতে পার না।[১] মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে তোমাদের অদ্বৈতবাদ টিকে না। কারণ, অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্মের পার্শ্বেই জগতের মিথ্যাত্ব বলিয়া আর একটি সত্য উপস্থিত হয়; আর যদি জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হয়, তবে জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।[২] শ্রীমধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 'গলে গৃহীত' ন্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগতকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কেবলাদ্বৈত মতবাদ অসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জগতের মিথ্যাত্বের যদি মিথ্যাত্বই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জগতের সত্যত্বই স্বীকৃত হইল। নৈয়ায়িক পরিভাষার চাতুরীতে সহজ সত্য

১। ন্যায়ামৃত ১।১—মিথ্যাত্ব-নিরুক্তিভঙ্গ-প্রকরণ, কুম্ভকোণম্‌-সং; ২। ঐ ১।২ —সামান্যতো মিথ্যাত্ব-ভঙ্গপ্রকরণ, ঐ-সং।

আচ্ছাদন করা যায় না। জগন্মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হইলেও জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, ইহা অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়-কল্পিকার বাগ্‌বৈখরীর মধ্যে প্রদর্শিত হইলেও শ্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণ তাহা নিঃশেষে খণ্ডন করিয়াছেন।

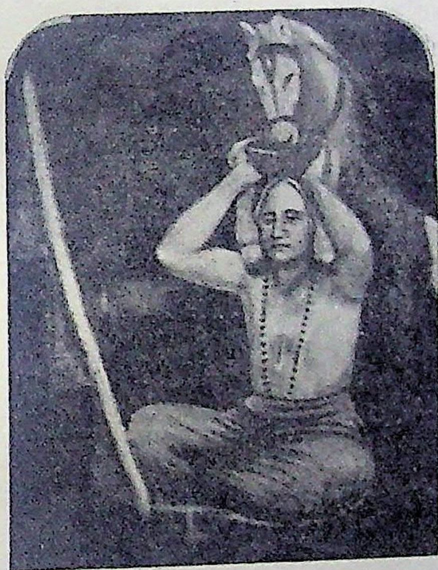
দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ

১। জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্থাপন করিতে গিয়া আরও অনেক প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীব্যাসরায় বলিয়াছেন,—জগতের সত্যতা-বিষয়ে মানবমাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। 'এই সেই বস্তু, যাহা আমি ও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যাহা আমার ও আমাদের বাস্তব জীবনের শত শত প্রয়োজন সাধন করিয়াছে'—এইরূপ জাগতিক বস্তুসম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। অতএব এই প্রপঞ্চ-সৃষ্টিকে মিথ্যা বা দৃষ্টিকালেই উদ্ভূত ভ্রমমাত্র কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, জীব যাহা দেখিতেছে, তাহা জীব নিজেই নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ সাময়িকভাবে সৃষ্ট করে। ইহারই নাম 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' অর্থাৎ দৃষ্টিই বা জ্ঞানবিশেষই সৃষ্টি; দৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি নাই। মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিতে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে, অমলানন্দের বেদান্তকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের স্বীকার দৃষ্ট হয়। ইহার অপর নাম—'একজীববাদ'। অহং-অভিমানী দ্রষ্টা জীবই একমাত্র প্রাণবান্ ও সক্রিয়, আর পরিদৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জগতই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। এক দ্রষ্টা জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই—এইজন্যই ইহার নাম 'একজীববাদ। জীবই নিজ অজ্ঞানবশে জগতের—উপাদান ও নিমিত্ত; দেহভেদে জীবভেদের ভ্রান্তি হয়। গুরু, শাস্ত্র, সাধন সবই—স্বকল্পিত। এই মতানুসারে এখনও কাহারো মোক্ষ হয় নাই।

২। চিৎসুখাচার্য-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্যগণ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ সমর্থন করেন নাই। তাঁহরা সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শেষোক্ত মতে দৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি থাকে, সৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলে জ্ঞান হয়। এই মতবাদিগণ বলেন, যদি দৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট না থাকে, তাহা হইলে বেদোক্ত যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা এবং উপাসনালভ্য জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম বা প্রয়োজন মোক্ষ—সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর বেদ—মিথ্যা বিষয় প্রতিপাদন করায় তাহাও অপ্রমাণ ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিলে জগতের মিথ্যাত্ব রক্ষা করা যায় না এবং ন্যায়ামৃতকারের প্রবল যুক্তিও এড়াইবার উপায় থাকে না; এজন্য মধুসূদন সরস্বতীকেও দৃষ্টিসৃষ্টি-বাদই স্বীকার করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে কোন সত্যতা নাই। বিশ্বের সত্যতা প্রতীতিকালেই মাত্র সাময়িকভাবে সত্য-রূপে প্রতিভাত। এইরূপে দ্বৈতবাদিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেবলাদ্বৈতিগণের মধ্যে পরস্পর বহু বিবদমান মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবাদিরাজ তীর্থ (১৪৮০—১৬০০ খ্রীঃ)—ইনিও প্রবলভাবে শঙ্কর-মায়াবাদ খণ্ডন করায় দ্বিতীয় মধ্বাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইনি সোদে-মঠীয় আচার্য-পরম্পরায় শ্রীমধ্বাচার্য হইতে ১৬শ অধস্তন। যুক্তিমল্লিকা, সুধাটিপ্পনী, তত্ত্বপ্রকাশিকা-টিপ্পনী, সমগ্র মহাভারত-টীকা (লক্ষালঙ্কার), সরসভারতীবিলাস, পাষণ্ডমতখণ্ডন, অধিকরণনামাবলি, মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়-টীকা, রুক্মিণীশবিজয়কাব্য, তীর্থপ্রবন্ধ, জৈনমত-খণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া ইনি নাস্তিক্য-মতবাদসমূহ খণ্ডবিখণ্ডিত ও স্বসম্প্রদায়কে শ্রীমণ্ডিত করেন এবং তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অনেক সাম্প্রদায়িক আচার-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন ও পরি-বর্ধনাদি করেন। ইনি প্রাকৃত কর্ণাটক পদ্যে ভগবানের মাহাত্ম্য ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত প্রচার এবং শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন-সম্প্রদায় গঠন করেন। শ্রীহয়-

গ্রীব-বিষ্ণু বাদিরাজের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগ হইতে স্কন্ধদ্বয়ে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচার্যের মস্তকস্থ পাত্র হইতে পক্ক চণক (সিদ্ধ ছোলা) ভোজন করিতেন। শ্রীবাদিরাজ পূর্বাশ্রমে উডুপীর নিকটেই এক গ্রামে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অপূর্ব পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে দিগ্বিজয় করিয়া এত অধিক পরিমাণ স্বর্ণ-



শ্রীবাদিরাজ তীর্থ (দ্বিতীয় শ্রীমধ্বাচার্য নামে খ্যাত)

ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণমন্দিরকে স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত করিতে উদ্যোগী হ'ন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নাদেশ-দ্বারা কলিকালে স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করিতে নিষেধ করেন। উড়ুপীর অষ্টমঠের মধ্যে বাদিরাজস্বামীর পর সোদেমঠ সর্বাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছে।

শ্রীসোমনাথ কবি (১৪৮০—১৫৪০ খ্রীঃ)—ইনি চম্পূর আকারে সংস্কৃত ভাষায় ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরায়ের চরিত লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

শ্রীবিজয়ীন্দ্র তীর্থ (১৫১৪—১৫৯৫ খ্রীঃ)—ইনি ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাস তীর্থের শিষ্য বলিয়া কথিত। ইঁহার পূর্বনাম বিট্‌ঠলাচার্য। ইনি দশ-প্রকরণের টীকা, সূত্রপ্রস্থানের টীকা, মধ্বতন্ত্রনবমঞ্জরী, শ্রীমধ্বকৃত দশোপ-নিষদ্‌ভাষ্যের উপর টীকা এবং ব্যাসত্রয়ের উপর টীকা, ব্যাসরায়ের চন্দ্রিকার উপর ন্যায়মৌক্তিকমালা, তর্কতাণ্ডবের উপর যুক্তিরত্নাকর, জয়তীর্থের প্রমাণপদ্ধতির উপর প্রমাণপদ্ধতিব্যাখ্যা, অধিকরণমালা, চন্দ্রিকোদাহৃত-ন্যায়বিবরণ, অপ্পয়দীক্ষিতের মধ্বতন্ত্রমুখমর্দনের প্রতিবাদ-মূলক অপ্পয়কপোলচপেটিকা বা মধ্বতন্ত্রমুখভূষণ, চক্রমীমাংসা, ভেদবিদ্যা-বিলাস, ন্যায়মুকুর, পরতত্ত্বপ্রকাশিকা, ন্যায়সংগ্রহ, সিদ্ধান্তসারাসারবিবেক, আনন্দতারতম্যবাদার্থ (শ্রীসম্প্রদায়ের শঠমর্ষণকুলোদ্ভূত শ্রীনিবাসের আনন্দ-তারতম্যখণ্ডনের খণ্ডন), ন্যায়াধ্বদীপিকা, শ্রুতি-তাৎপর্যকৌমুদী, উপ-সংহার-বিজয়, ন্যায়পঙ্কমালা, বাগ্‌বৈখরী, নারায়ণ-সর্বার্থনির্বচনম্, প্রণবদর্পণখণ্ডনম্ পিষ্টপশু-মীমাংসা, সুভদ্রা-ধনঞ্জয় (নাটক), উভয়গ্রাস-রাহুদয় (প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রতিবাদমূলক রূপক-নাটক), অদ্বৈত-শিক্ষা, শ্রুতার্থসার প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতমত খণ্ডন ও দ্বৈতমতের মণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীরঘূত্তম তীর্থ (১৫৫৭—১৫৯৬ খ্রীঃ)—উত্তরাদি-মঠীয় যতি, বাদি-রাজের সমসাময়িক। তদ্রচিত বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়টীকা-ভাববোধ, তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাববোধ, ন্যায়বিবরণটীকা, ন্যায়রত্নসম্বন্ধদীপিকা, বিবরণোদ্ধার, বৃহদা-রণ্যক-ভাষ্যটীকা ও গীতাভাষ্য-প্রমেয়দীপিকা-ভাববোধ প্রসিদ্ধ।

শ্রীবেদেশ ভিক্ষু (১৫৭০—১৬২০ খ্রীঃ)—ইনি রঘূত্তম তীর্থের শিষ্য এবং বেদব্যাসতীর্থের উত্তরাধিকারী। ইঁহার রচিত তত্ত্বোদ্যোতপঞ্জিকা,

শ্রীমধ্বকৃত আত্রেয়, ছান্দোগ্য, কঠ ও কেনোপনিষদ্ভাষ্যের উপর টীকা, প্রমাণপদ্ধতিব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে বিশেষ আদৃত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর তীর্থ (১৬০০ খ্রীঃ)—শ্রীমধ্বের আত্রেয়োপনিষদ্ভাষ্যের উপর ইনি টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীসুধীন্দ্রতীর্থ (১৫৯৬—১৬২৩ খ্রীঃ)—বিজয়ীন্দ্র তীর্থের শিষ্য। ইনি অলঙ্কারমঞ্জরী, অলঙ্কারনিকষ, সাহিত্যসাম্রাজ্য, সুভদ্রাপরিণয় প্রভৃতি অলঙ্কার ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকম্বালু রামচন্দ্রতীর্থ (১৬২৭—১৬৩০ খ্রীঃ)—শ্রীব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ। ইনি শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা ও ঋগ্বেদ-ভাষ্যের টীকা এবং আত্রেয়োপনিষদ্ভাষ্য ও তত্ত্ববিবেক-টীকার উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীবিদ্যাধীশ তীর্থ (১৬১৯—১৬৩১ খ্রীঃ)—উত্তরাদিমঠীয় মঠাধীশ। শ্রীজয়তীর্থের প্রমাণলক্ষণটীকার উপর ভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়টীকা ও কথা-লক্ষণটীকার উপর ভাষ্য, তলবকারভাষ্যের টীকা, দ্বৈতবাদার্থ, জন্মাষ্টমী-নির্ণয়, বিষ্ণুপঞ্চকব্রতনির্ণয়, তিথিত্রয়নির্ণয় প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

শ্রীকেশবাচার্য (১৬০৫—১৬৬০ খ্রীঃ)—কেহ কেহ ইঁহাকে বিদ্যাধীশ তীর্থের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনে করেন। কেশবাচার্যের নামে ১৬ খানি গ্রন্থ আরোপিত হয়। তত্ত্বোদ্যোতটীকার ভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়টীকা, তত্ত্ব-সংখ্যানের টীকা, ব্যাখ্যার্থমঞ্জরী, প্রমেয়দীপিকার উপর টীকা, শ্রীজয়-তীর্থের ঋগ্‌ভাষ্যের উপর টীকা, শ্রীব্যাসরায়ের তাৎপর্যচন্দ্রিকার উপর টীকা, শেষ-ব্যাখ্যার্থচন্দ্রিকা প্রভৃতি ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীবিদর-বল্লী শ্রীনিবাসতীর্থ (১৫৯০—১৬৪০ খ্রীঃ)—কোন কোন মতে ইনি যদুপতি আচার্যের শিষ্য ও আত্মীয় ছিলেন এবং গৃহস্থ হইলেও শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামী ইঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তীর্থ উপাধি দান

করেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দশপ্রকরণপ্রস্থান, সূত্রপ্রস্থান, উপনিষদ্‌প্রস্থান ও গীতাপ্রস্থান—শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের এই চারি প্রস্থানের উপরই তাঁহার গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

শ্রীলক্ষ্মীনাথ তীর্থ (১৬৪৩—১৬৬৩ খ্রীঃ)—ব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ, ইনি ন্যায়ামৃতের উপর একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকুণ্ডলগিরি সূরি—শ্রীলক্ষ্মীনাথের শিষ্য। ইনি শ্রীভট্টোজী দীক্ষিতের অদ্বৈতকৌস্তুভের খণ্ডন, শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকা ও ন্যায়সুধার টীকা, মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়-টীকা, তত্ত্বোদ্যোত-টীকার টীকা, ভাষ্যার্থদীপিকা (মধ্বের ব্রহ্ম-সূত্র ভাষ্যের টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীছলারি নৃসিংহাচার্য—উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীসত্যনাথ তীর্থের (১৬৪৮—১৬৭৪ খ্রীঃ) সমসাময়িক এবং ছলারি নারায়ণাচার্যের পুত্র ও গৃহস্থ। ইনি মধ্বাচার্যের তত্ত্বসংখ্যান, সদাচারস্মৃতি, ঈশোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতির উপর টীকা রচনা করেন এবং প্রমাণপদ্ধতি, সংগ্রহ-রামায়ণ, শিবস্তুতি, দ্বাদশস্তোত্র, যমকভারতের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভাগবত-তাৎপর্য ও ঋগ্‌ভাষ্যের টীকার টীকা ইনি লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহার রচিত স্মৃত্যর্থসাগর মাধ্বস্মৃতিবিষয়ক এবং শাব্দিকা-কণ্ঠমণি বৈদিক ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থ।

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ (১৬২৩—১৬৭১ খ্রীঃ)—ইনি মন্ত্রালয়মঠের মঠাধীশাচার্য ছিলেন। দক্ষিণভারতের বেলারী-জেলায় আদনি-তালুকে মন্ত্রালয়নামক স্থানে মূল মঠ অবস্থিত। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ পূর্বে গৃহস্থ ছিলেন। ইনি শ্রীমধ্বাচার্যকৃত অণুভাষ্যের উপর তত্ত্বমঞ্জরীটীকা রচনা করিয়া মূল অণুভাষ্যের প্রত্যেক শব্দকে ভাষ্যরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সুধাপরিমল, তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপ, তন্ত্রদীপিকা, মন্ত্রার্থমঞ্জরী, পুরুষসূক্তটীকা, দশোপনিষৎখণ্ডার্থ, গীতাবিবৃতি, দশপ্রকরণ-টীকা-

টিপ্পনী, পদ্ধতিটিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত হইলে মায়াবাদের প্রভাব আরও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

শ্রীবিশ্বপতি তীর্থ—মধ্ববিজয়টীকা, মণিমঞ্জরীটীকা, তীর্থপ্রবন্ধটীকা, রুক্মিণীশবিজয়টীকা, পঞ্চস্তুতিটীকা, সংগ্রহ-রামায়ণটীকা, রামসন্দেশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।



মন্ত্রালয়-মঠাধীশ শ্রীরাঘবেন্দ্র তীর্থস্বামী

শ্রীযদুপত্যাচার্য (১৫৮০—১৬৩০ খ্রীঃ)—ইনি ন্যায়সুধাটিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস করেন। ইঁহার রচিত শ্রীমধ্বকৃত তত্ত্ব-সংখ্যান, তত্ত্বোদ্যোত, যমকভারত ও শ্রীভাগবত-তাৎপর্যের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীবেদেশ ভিক্ষুর বিখ্যাত শিষ্য।

শ্রীরামাচার্য (১৫৬৬—১৬১৬ খ্রীঃ)—গৃহস্থ ও উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীরঘূত্তম তীর্থের শিষ্য। ইনি ন্যায়ামৃত-টীকাতরঙ্গিণী রচনা করিয়া মধুসূদন-সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করেন।

শ্রীসত্যনাথ যতি (১৬৪৮—১৬৭৪ খ্রীঃ)—উত্তরাদি-মঠীয় মঠাধীশ, ইনি আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক ও বিধর্মিগণের দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ইনি কর্মনির্ণয়ের টীকা, কর্মপ্রকাশিকা, পরশু (মায়াবাদ-খণ্ডন), অভিনব-চন্দ্রিকা, ঋগ্‌ভাষ্য-টিপ্পনী, অভিনবামৃত, অপ্পয়-দীক্ষিতের মধ্বমতমুখমর্দনের খণ্ডনপর 'অভিনব-গদা', অভিনবতর্কতাণ্ডব, বিজয়মালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদখণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের মতপুষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীবনমালী মিশ্র (১৬৫০—১৭০০ খ্রীঃ)—উত্তর প্রদেশের কোন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির সমর্থক মায়াবাদী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরুচন্দ্রিকার খণ্ডনপর তরঙ্গিণীসৌরভ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ইঁহার রচিত গ্রন্থ—গীতা-নিগূঢ়ার্থচন্দ্রিকা (শ্রীগীতার টীকা), মধ্বমুখালঙ্কার, চণ্ডমারুত, ন্যায়ামৃতসৌগন্ধ (অদ্বৈতসিদ্ধি ও ব্রহ্মা-নন্দীয় মতের খণ্ডন), বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, শ্রুতিসিদ্ধান্তপ্রকাশ, বিষ্ণু-তত্ত্বপ্রকাশ, ভাক্তরত্নাকর, মারুতমণ্ডন, জীবেশ্বরাভেদধিক্কার (কেবলা-দ্বৈতী নৃসিংহাশ্রমের ভেদধিক্কারের প্রতিবাদ), প্রমাণসংগ্রহ, অভিনব-পরিমল, বেদান্তদীপিকা ইত্যাদি।

শ্রীছলারি শেষাচার্য—ইঁহার রচিত অণুভাষ্য-টীকা এবং তত্ত্বসংখ্যান, কর্মনির্ণয়, প্রশ্নোপনিষৎ, তন্ত্রসার-সংগ্রহ, বায়ুস্তুতি, মধ্ববিজয়, নখস্তোত্র, প্রমাণচন্দ্রিকা প্রভৃতির উপর টীকা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীছলারি সঙ্কর্ষণাচার্য—শ্রীছলারি শেষাচার্যের পুত্র। ইনি জয়তীর্থ-বিজয় ও সত্যনাথাভ্যুদয়-গ্রন্থ লিখিয়া তত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়ে বিশেষ

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসত্যাভিনব তীর্থ (১৬৭৫—১৭০৬ খ্রীঃ)—শ্রীসত্যনাথ তীর্থের পরে মঠাধীশ হন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের দুর্ঘটভাবদীপিকা নামক টীকা ও মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ের একটি টীকা রচনা করেন।

শ্রীসুমতীন্দ্র তীর্থ (১৬৯২—১৭২৫ খ্রীঃ)—রাঘবেন্দ্র-মঠীয় যতি ও রাঘবেন্দ্র হইতে তৃতীয় অধস্তন। ইনি তন্ত্রসারের টীকা, শ্রীজয়তীর্থের গ্রন্থের উপর বিভিন্ন টীকা রচনা করিয়াছেন এবং কাব্য ও অলঙ্কার-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সুধীন্দ্র তীর্থের অলঙ্কার-মঞ্জরীর উপর মধুধারা-টীকা, ত্রিবিক্রম পণ্ডিতের উষাহরণকাব্যের উপর রসিকরঞ্জিনী ও জয়ঘোষণা প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরঘুনাথ তীর্থ (১৬৯৫—১৭৪২ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্ব-প্রকাশিকার উপর 'শেষচন্দ্রিকা'-টীকা (ব্যাসরায়ের তাৎপর্যচন্দ্রিকার পূর্তিরূপে) রচনা করিয়া শেষচন্দ্রিকাচার্য নামে খ্যাত হন। এতদ্ব্যতীত পদার্থবিবেক, তত্ত্বকণিকা প্রভৃতি তাঁহার আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে।

শ্রীবাদীন্দ্র তীর্থ (১৭২৮—১৭৪৩ খ্রীঃ)—ইঁহার রচিত গুরুগুণস্তব (রাঘবেন্দ্র স্বামীর স্তুতিমূলক), তত্ত্বোস্তোতের টীকা, বিষ্ণুসৌভাগ্যশিখরিণী প্রভৃতি তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীজগন্নাথ তীর্থ (১৭৭০—১৭৬০ খ্রীঃ)—ব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ। ইনি ঋগ্‌ভাষ্যের টীকার টীকা ব্যতীত সূত্রদীপিকা ও ভাষ্যদীপিকা-নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী (খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী ?)—ইনি বঙ্গদেশীয় দ্বৈতমতাবলম্বী নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন এবং নারায়ণ ভট্টের শিষ্য

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[১] ইঁহার তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী (১২০ শ্লোকাত্মক)-নামক গ্রন্থ কাশীর পণ্ডিত-পত্রিকায় ও তৎপরে সজ্জনতোষণী-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস সূরি তাঁহার শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় (১০।৮৭।৩১) তত্ত্বমুক্তাবলীর ৮২—৮৪তম শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ইহা ইংরাজী অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।[২] তত্ত্বমুক্তাবলীতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্য উপাসনার্থ বা ভূতশুদ্ধিপর-বাক্য এবং 'তত্ত্বমসি' = তস্য + ত্বম্ + অসি, অর্থাৎ তদীয়ত্ব-বাচক বলিয়া তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। অফ্রেৎ সাহেব গৌড়পূর্ণানন্দের আরও দুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন—(১) যোগবাশিষ্টসারটীকা ও (২) শতদূষণীযামুন।

শ্রীসত্যধর্ম তীর্থ (১৭৯৮—১৮৩০ খ্রীঃ)—দ্বিতীয় পেশোয়া বাজিরাও-এর (১৭৯৫—১৮১৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। ইনি প্রায় দশখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত তত্ত্বসংখ্যানের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেরও টিপ্পনী ইনি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনিবাস তীর্থ (গৃহস্থ)—দশপ্রকরণটিপ্পনী, ন্যায়ামৃতটিপ্পনী, সুধা-টিপ্পনী, তৈত্তিরীয়টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করেন।

পূর্বোক্ত আচার্যগণ ব্যাসকূটের (বিচারক-শ্রেণীর) অন্তর্ভুক্ত বৈদান্তিক আচার্য। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীহরিভক্তিসার প্রভৃতি গ্রন্থলেখক শ্রীকনকদাস

১। কেহ কেহ বলেন, এই নারায়ণ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের প্রশিষ্য ছিলেন এবং ইনি ১৬শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রকট ছিলেন। কিন্তু মধ্ব-সম্প্রদায়ের গবেষক ডক্টর বি, এন, কৃষ্ণমূর্তিশর্মা গৌড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্তীকে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন—Vide, The Proceedings and Transactions of the Ninth Oriental Conference held at Trivandrum, 1937, pp 593—94; ২। J. R. A. S. (New Series) XV, pp. 137—173 of 1883.

এবং শ্রীব্যাসরায়-শিষ্য শ্রীপুরন্দর দাস-প্রমুখ (মাতৃভাষায়) ভজন-গীতি-লেখকগণ দাসকূটের (ভজনানন্দি-শ্রেণীর) অন্তর্গত বলিয়া খ্যাত।

বর্তমানে উড়ুপীতে অদমারমঠের মঠাধীশ শ্রীবিবুধপ্রিয় তীর্থ ও কাণ্রুমঠের মঠাধীশ শ্রীবিদ্যাসমুদ্র তীর্থ মধ্বশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি। কন্যাকুমারিকা, তিরুবত্তুর, ত্রিবাঙ্কুর, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থানেও মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বাস করেন দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়াবাদ-খণ্ডন ও কেবলভেদবাদ-স্থাপন

শ্রীমধ্বাচার্য ও তদনুগত সম্প্রদায় বেদান্তশাস্ত্রবিচার, ন্যায়ের সূক্ষ্ম যুক্তি ও সাধারণ যুক্তির দ্বারা শঙ্কর-মায়াবাদের অসংখ্যপ্রকার দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি খণ্ডন প্রকাশিত হইল—

(১) ন্যায়ামৃতে শ্রীব্যাসতীর্থ বলেন,—ব্রহ্ম-শব্দটি বৃহত্বধর্মের সূচক। বেদে ও শ্রুতিতে সর্বত্রই ব্রহ্মের বিশেষধর্মের কথা শ্রুত হয়। যদি ব্রহ্ম সমস্ত গুণশূন্যই হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম একটী শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ বাস্তব বস্তুমাত্রেই গুণবিশিষ্ট।

(২) ব্রহ্ম—বেদকর্তা ও জগৎস্রষ্টা ; সুতরাং তিনি নিরাকার ও নির্বিশেষ হইতে পারেন না। সর্বশক্তিমান্ পরতত্ত্বের দেহ বা স্থান প্রাকৃত নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য—ইহা শব্দপ্রমাণেই জানা যায়।

(৩) গুণ—পরমেশ্বরের অধীন, কিন্তু পরমেশ্বর গুণের অধীন নহেন ; সুতরাং গুণ—পরমেশ্বরের বন্ধনকারক হইতে পারে না।

(৪) ভার্যা যেরূপ নিজের পতিকে প্রসব করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানকল্পিত জীবও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না এবং জীবাশ্রিত অজ্ঞান জীবকে সৃষ্টি করিতে পারে না। মায়াবাদীর মতে জীবসিদ্ধি

হইলে তদীয় আধাররূপে অজ্ঞানসিদ্ধি এবং অজ্ঞানসিদ্ধি হইলে তাহার কল্পনীয় জীবসিদ্ধি সম্ভবপর বলিয়া অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে।[১]

(৫) মায়া—প্রকৃতিরই অংশভূতা, সত্যা এবং জীবাশ্রিতা। কারাগৃহে আবদ্ধ রাজা যেরূপ কারাবদ্ধ অন্য পুরুষের মুক্তিদানে অসমর্থ, সেইরূপ ঈশ্বর মায়াবদ্ধ হইলে মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তিদানে সমর্থ হইতে পারেন না; অতএব উভয়বিধ মায়ার অতীত ভগবানই জীবের মুক্তিদাতা।[২]

(৬) অন্ধ—অন্য ব্যক্তি বা বস্তুকে না জানিলেও নিজেকে জানিয়া থাকে। মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম—নিজেকেও জানেন না বলিয়া মায়াবাদীর ব্রহ্ম অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ এবং স্বরূপ-জ্ঞানাভাবহেতু ঘটপট-সদৃশ।[৩]

(৭) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯) অর্থাৎ এই ব্রহ্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই। এই বাক্য, ব্রহ্মের সহিত তদীয়জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ গুণ ও বিগ্রহের অভেদ বর্তমান—ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মের অভিন্ন সুগুণসমূহের নিষেধ করেন নাই; যদি তাঁহার সর্বধর্ম এই শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যরূপ (মায়াবাদীর অভিমত) ধর্মও নিষিদ্ধ হয়।[৪]

(৮) প্রকৃত সিংহ ও চিত্রিত সিংহের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, বিম্ব-প্রতিবিম্বের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবধান বর্তমান। বিম্ব-প্রতিবিম্বের যদি ঐক্য হয়, তাহা হইলে তপ্ত জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত মুখও দগ্ধ হইতে পারে—এইরূপ কাংস্যনিবদ্ধদর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইলে মুখেও তজ্জন্য ক্ষত হইতে পারে।[৫]

(৯) ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস প্রথমসূত্রে অধিকারী প্রভৃতির সদ্ভাব, গুরু ও শিষ্যের সম্ভাবনা, বক্তা ও শ্রোতার মন, দেহ, গৃহাদির উপদ্রবাভাব,

---

১। যুক্তিমল্লিকা, শুদ্ধিসৌরভ ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক; ২। ঐ, ঐ ১৮৯—১৯২ শ্লোক; ৩। ঐ, ঐ ২৩৮ শ্লোক; ৪। ঐ, গুণসৌরভ ৫৮১ ও ৫৮২ শ্লোক; ৫। ঐ, ভেদসৌরভ, ১৫৫২ ও ১৫৫৩ শ্লোক।

নিজের উপযুক্ত দেশ, কাল, অন্নের বিদ্যমানতা, ফলের উদ্ভব, মীমাংসা করিবার যোগ্য শ্রুতিবচনের অস্তিত্ব এবং মীমাংসাদর্শনরূপ শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রভৃতি হেতুমূলে 'সদেব সৌম্য' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মমীমাংসা কর্তব্য—এইরূপ সূত্র করিলেন। যিনি এইরূপ সূত্র করিলেন, তিনি কখনও জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন না। যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের হেতুরূপ প্রদীপকে প্রজ্বলিত করিলেন, তিনি কিরূপে স্বপ্রদত্ত দীপে তৈলের অভাব কল্পনা করিতে পারেন ?[১]

(১০) ব্রহ্মসূত্রকার "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ"[২]—স্থিতি (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬-শ্রুতি অনুযায়ী পরমাত্মার সাক্ষিরূপে অবস্থিতি) এবং অদন (জীবের কর্মফল-ভোগহেতুও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ)—এই সূত্রে জীবের কর্মফলের ভোগ এবং পরমাত্মার সাক্ষিরূপে স্থিতিরূপ যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে"[৩]—শারীরশ্চ (জীবও অন্তর্যামিশব্দবাচ্য হইতে পারে না) উভয়ে (যজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই) এনং (জীবকে) ভেদেন (পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপেই নির্দেশ করিয়াছে)—এই সূত্রে কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন শাখীয় সংবাদানুসারে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। "ভেদব্যপদেশাচ্চ"[৪]—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের নির্দেশহেতু) চ (ও) [ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন]; "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ"[৫]—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখবশতঃ) চ (ও) অন্যঃ (জীব হইতে পৃথক্)—এই সূত্রদ্বয়েও ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ কথিত হইয়াছে। "বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ"[৬]—বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ (বিশেষণ ও ভেদের নির্দেশহেতুও)—নেতরৌ (প্রকৃতি ও বিরিঞ্চিকে [মুক্তাত্মাকে] পরব্রহ্ম বলা যায় না)—

১। যুক্তিমল্লিকা, বিশ্বসোরভ ২৯৮—৩০২ শ্লোক; ২। ব্রসূ ১।৩।৭; ৩। ঐ ১।২।২০; ৪। ঐ ১।১।১৭; ৫। ঐ ১।১।২১; ৬। ঐ ১।২।২২

এই সূত্রে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণদ্বারা এবং চতুর্মুখাদিরও সৃষ্টিকর্তৃত্ব-নিবন্ধন চতুর্মুখ এবং প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে। "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ"[১]—অনুপপত্তেঃ (পরমেশ্বর-বিষয়ে উক্ত গুণসমূহ জীবে সঙ্গত হয় না বলিয়াও) শারীরঃ (জীব) ন (পরব্রহ্ম নহে), "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"[২]—ইতর (অপর—ব্রহ্মা প্রভৃতি মুক্তাত্মা) ন (শ্রুতিকথিত আনন্দময় নহে) অনুপপত্তেঃ (যুক্তিসঙ্গত হয় না বলিয়া)—এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সাধিত হইয়াছে। "ন প্রতীকেন হি সঃ"[৩]—প্রতীকেন (প্রতীকরূপে) সঃ (পরমেশ্বর) হি (নিশ্চিতই) ন (উপাস্য নহে) ; কিন্তু প্রতীকে অবস্থিতরূপে পরমাত্মা উপাস্য—এই সূত্রে প্রতীক-সকল হইতে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মের ভেদ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত ষোড়শ দেবতা প্রতীকরূপে প্রসিদ্ধ ; যদি এইরূপ দেবগণের সহিতই ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যাদির সহিত অভেদ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? "মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাৎ"[৪]—মুক্তোপসৃপ্যং (ব্রহ্ম মুক্তপুরুষের প্রাপ্য) ব্যপদেশাৎ (যেহেতু ইহা শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে), "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন"[৫]—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ (সুষুপ্তি ও উৎক্রমণ [দেহত্যাগ]-অবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পরমাত্মার ভেদ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে বলিয়া জীব ও পরমাত্মা এক নহে)—এই সূত্রদ্বয়েও মুক্তজন-প্রাপ্যত্ব এবং সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তির নিয়ামকত্বরূপ লক্ষণদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "পৃথগুপদেশাৎ"[৬]—পৃথগুপদেশাৎ (জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য শ্রুতিতে উপদিষ্ট হওয়ায়) উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, "সম্পদ্যাবিহায় স্বেন শব্দাৎ"[৭]—সম্পদ্য (ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া) অবিহায় (অতিক্রম না করিয়া) [মুক্তপুরুষ আনন্দ

১। ব্র সূ ১।২।৩ ; ২।- ঐ ১।১।১৬ ; ৩। ঐ ৪।১।৪ ; ৪। ঐ ১।৩।২ ; ৫। ঐ, ১।৩।৪২ ; ৬। ঐ ২।৩।২৭ ; ৭। ঐ, ৪।৪।১

উপভোগ করেন] স্বেন শব্দাৎ (শ্রুতিতে স্বরূপে অবস্থানের সহিত—এই শব্দ-প্রয়োগহেতু)—এই সূত্রদ্বয়ে ভেদ নির্দেশ এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রতিপাদনপূর্বক ভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। "জগদ্ব্যাপার-বর্জম্"[১]—জগদ্ব্যাপার (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নিয়মনাদি কার্য) বর্জম্ (ব্যতীত) [মুক্তপুরুষের অন্যান্য ঐশ্বর্য লাভ হয়]—এই সূত্রেও জীবের ব্রহ্মতুল্য নিরবধিক ঐশ্বর্যের নিষেধ করিয়া একমাত্র বিষ্ণুরই জগৎকর্তৃত্ব সাধিত হইয়াছে, অতএব জগৎকর্তা বিষ্ণু জীব হইতে ভিন্নই—বেদব্যাস বহুসূত্রে এইরূপে ভেদের উচ্চকীর্তন করিয়াছেন।[২]

(৪) শ্রীকণ্ঠাচার্য-চরিত

শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। শ্রীকণ্ঠাচার্য তাঁহার ভাষ্যের মঙ্গলাচরণের পঞ্চমশ্লোকে লিখিয়াছেন,—

ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্বাচার্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে ॥[৩]

অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন-বিষয়ে বিদ্বদ্‌গণের চক্ষুস্বরূপ এই ব্যাসসূত্র পূর্বাচার্য-গণের দ্বারা কলুষিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকণ্ঠ ইঁহার নির্মলতা-সম্পাদন করিতেছেন। এইস্থানে 'পূর্বাচার্যৈঃ'-পদে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের ব্যাখ্যাকার অপ্পয়দীক্ষিত শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য হইতে বিভিন্ন বাক্য উদ্ধার করিয়া উহাদের অসঙ্গতি ও কষ্টকল্পনাদি-দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আধুনিক ভাষ্যাদির প্রণয়নকারিগণের পূর্বপূর্ব উপদেশক-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

১। ব্র সূ ৪।৪।১৭; ২। যুক্তিমল্লিকা, ভেদসৌরভ, ২১২—২২১ শ্লোক; ৩। উক্ত 'পূর্বাচার্য'-স্থানে অপ্পয়দীক্ষিত 'বৃদ্ধবৈষ্ণ'-পাঠান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন—শ্রীকণ্ঠভাষ্যের অপ্পয়দীক্ষিতকৃত 'শিবার্কমণিদীপিকা'-ব্যাখ্যা ১২ পৃঃ (হালাস্যনাথ শাস্ত্রি-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ভারতীমন্দির সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কুম্ভকোণম্, ১৯০৮ খ্রীঃ)।

শ্রীকণ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত্যধিকরণে[১] 'ব্রহ্ম উপাদানকারণ হইতে পারেন না'—ইহা শ্রীমধ্ব ও তদনুগত শ্রীজয়তীর্থ-প্রমুখ আচার্যগণের দৃষ্টান্ত ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। "ন হি ঘটং নির্মিমাণঃ কুলালঃ স্বয়মেব মৃৎপিণ্ডীভূয় ঘটং করোতি পটং বা কুবিন্দঃ"[২] অর্থাৎ ঘটনির্মাণরত কুম্ভকার স্বয়ংই মৃৎপিণ্ডে পরিণত হইয়া ঘট প্রস্তুত করে না, অথবা তন্তুবায়ও সূত্রে পরিণত হইয়া বস্ত্র বয়ন করে না—ইত্যাদি দৃষ্টান্ত ও যুক্তিগুলি তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের বিভিন্ন দার্শনিক আচার্যের গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ শ্রীমধ্ব ও শ্রীমধ্বানুগ-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব অস্বীকার করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, শ্রীকণ্ঠ শ্রীমধ্বের পরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরামানুজের মতের অনুকরণে স্বমত কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের সম্পাদক শৈব হালাস্যনাথ শাস্ত্রী[৩], এই সকল প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সম্ভবতঃ স্বসম্প্রদায়ের প্রাচীনতমতা প্রদর্শনকল্পে শ্রীকণ্ঠকে শ্রীশঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী বেদান্তাচার্যরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য পাঠ করিলে, যে কেহ, উহাতে শঙ্করভাষ্যের বহু বাক্য ও মতের খণ্ডন এবং শ্রীরামানুজাচার্যের হুবহু অনুকরণ দেখিতে পারেন।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের বি, এন, কৃষ্ণমুর্তিশর্মা 'On the Date of Srikantha'-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়কাল শ্রীমধ্বাচার্যের পূর্বে নির্দেশকল্পে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছেন.—(১) শ্রীমধ্ব ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণে শিবের আনন্দময়ত্ব ও পরতমত্ব নিরাস করিয়া বিষ্ণুর আনন্দময়ত্ব ও পরতমত্ব স্থাপন করিয়াছেন। (২) শ্রীজয়তীর্থ ন্যায়-সুধায় শ্রীকণ্ঠের ব্যবহৃত 'অভিযুক্ত' পরিভাষাটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং

১। ব্র সূ ১।৪।২৩—২৮; ২। ঐ ১।৪।২৩—শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৫৫৭ পৃঃ; ৩। হালাস্যনাথ শাস্ত্রিকৃত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্রীব্যাসতীর্থ কৃত তাৎপর্যচন্দ্রিকার উপর শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থের চন্দ্রিকা-প্রকাশ হইতে জানা যায় যে, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মধ্বমতে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তিশর্মার উক্ত মত নিম্নলিখিতকারণে সমর্থনযোগ্য হইবে কিনা বিচার্য—(১) শ্রীমধ্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।১ ও ১।১।৪) এবং উহাদের তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকায় তথা আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যায় পাশুপত-শাস্ত্রোক্ত মতেরই খণ্ডন দৃষ্ট হয়, তথায় সুস্পষ্টভাবে শৈবাদি-পুরাণ ও পাশুপতশাস্ত্রোক্ত মত বলিয়া উল্লেখ আছে। (২) 'অভিযুক্ত' পরিভাষাটি শ্রীকণ্ঠের নির্মিত পরিভাষা নহে। শ্রীকণ্ঠের বহু পূর্বে ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ে (১।৩৪ শ্লোকে) এবং কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বহুগ্রন্থে 'অভিযুক্ত' পরিভাষাটি দৃষ্ট হয় (শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। (৩) শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি (১৬২৩—১৬৭১ খ্রীঃ) শ্রীমধ্বের বহু পরের আচার্য ; সুতরাং তিনি প্রসঙ্গক্রমে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাহা শ্রীমধ্বাচার্যকর্তৃক শৈবাদিপুরাণোক্ত মতবাদ খণ্ডনের সহিত একাকার করিতে হইবে, ইহাও সঙ্গত মনে হয় না।

শ্রীকণ্ঠ শৈব-যোগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[১] তিনি স্বকৃত ভাষ্যের প্রারম্ভে শৈবসম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য শ্বেতাচার্যের বন্দনা করিয়াছেন।[২]

শ্রীকণ্ঠের মতবাদ

শ্রীকণ্ঠাচার্যের মতবাদ শ্রীরামানুজাচার্যের সিদ্ধান্তেরই অনেকটা অনুকরণ। ইহার নাম **বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ**।

শ্রীকণ্ঠ শ্রীরামানুজের কথিত পরমতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের স্থানে শিবকে পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। শিবই—পরব্রহ্ম। তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধক ও কলঙ্করহিত, নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদি-শক্তিবিশিষ্ট।[৩] সেই সর্বজ্ঞ ও

১। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত শিবার্কমণিদীপিকার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য ; ২। ব্র সূ শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য, মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; ৩। "নিরস্তসমস্তোপপ্লব-কলঙ্ক-নিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদি-শক্তি-মহিমাতিশয়বত্বং হি ব্রহ্মত্বম্।"—ব্র সূ ১।১।১,—শ্রীকণ্ঠভাষ্য ৮৯ পৃঃ।

শক্তিমান্ ব্রহ্মের চিদচিৎশক্তিবিশিষ্টতাই স্বাভাবিক। তিনি কখনও নির্বিশেষ নহেন।[১] তিনি যুগপৎ ভীষণ ও মধুর। চিৎ ও অচিৎ—শিবের শক্তিবিশেষ। চিচ্ছক্তি—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এবং অচিৎ শক্তি—পঞ্চমহাভূতের সমাহার; এই অষ্টরূপী চিৎ ও অচিৎ—ব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। অথবা চিৎ ও অচিৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা গুণও বলা যাইতে পারে। এইরূপ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থাদ্বয়বিশিষ্ট। কারণাবস্থায় বা প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ—অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মশক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং কার্যাবস্থায় নামরূপযুক্ত প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হয়। শিব—জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। তিনি নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্যবান্ বলিয়া—ঈশান। তিনি পশু (জীব) ও পাশের (মায়ার) ঈশ্বর বলিয়া—'পশুপতি'। জীবের পাশপটল বিধ্বস্ত হইলে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীকণ্ঠের মতে জীব—ব্রহ্মের কার্য; কার্য ও কারণের অভিন্নতা-বিষয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদরহিত হইলেও স্বগত-ভেদ বিদ্যমান। শ্রীকণ্ঠের মতে আত্মা—বিভু অর্থাৎ ব্যাপক, কিন্তু প্রতি শরীরে ভিন্ন।

শ্রীকণ্ঠের মতে শিবের পরমা শক্তিতেই জগতের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সেই পরমা শক্তিই চিচ্ছক্তি। সূক্ষ্ম চিদাচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই কারণ এবং স্থূল চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই তাহার কার্য।[২]

তত্ত্বমসি-বাক্য উপাসনাপর। বেদ শিববাক্য বলিয়া অভ্রান্ত, শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতির অনুকূল অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয়েই একযোগে এক শাস্ত্র।

শ্রীকণ্ঠের মতে শিবত্ব-প্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তিই সাধ্য বা উপাসনার ফল।[৩]

১। "চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ কদাচিদপি ন নির্বিশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম্।"—ব্র সূ ১।১।২, শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ১২৪ পৃঃ; ২। "সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং তৎকার্যম্"—ঐ, ১।১।২, ১৩৫ পৃঃ; ৩। ঐ, ১।১।১, ৯১—৯৫ পৃঃ।

শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীকণ্ঠের মতের পরস্পর পার্থক্য

শ্রীকণ্ঠাচার্য শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ছায়া গ্রহণ করিয়া স্বীয় মত গঠন করিলেও এবং নির্বিশেষভাব অস্বীকার করিয়া শঙ্কর-মতের কতকটা প্রতিযোগী মত প্রচার করিলেও শ্রীরামানুজাচার্যের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে শঙ্কর-মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠ—আত্মাকে বিভু বলেন; কিন্তু শ্রীরামানুজমতে আত্মা অণু। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তাত্মা—উপাস্যবস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শ্রীরামানুজমতে মুক্তাত্মাও শ্রীনারায়ণ-সেবক। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মসম ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন আর শিবের দাস্য থাকে না। শ্রীরামানুজ সর্বাবস্থায় জীবের নিত্য দাস্য স্বীকার করেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকণ্ঠ - পরিণামবাদী আর শঙ্কর—বিবর্তবাদী। শ্রীকণ্ঠের মতে জগৎ—সত্য; শঙ্করের মতে জগৎ—মিথ্যা। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব পারমার্থিক; শঙ্করের মতে সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব মায়িক। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম—সক্রিয়, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয়।

শ্রীকণ্ঠ—ব্রহ্মে নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ নহে এবং সবিশেষত্বই স্বাভাবিক বলিলেও অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ উপাসকের উপাস্যবস্তুরূপে পরিণতি স্বীকার এবং নিত্য ভগবদ্দাস্য অস্বীকার করায় এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শঙ্করমতেরই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ সবিশেষ উপাসনার দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন[১]—(১) সৎ-সবিশেষ ও (২) অসৎ-সবিশেষ। সৎ-সবিশেষ

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬তম অনু, ১৪৬ পৃঃ।

আবার দুইভাগে বিভক্ত—(ক) পরমাত্মনিষ্ঠোপাসনা বা ভক্তিবিশেষ-যোগ (যোগমিশ্রা ভক্তি) এবং (খ) ভগবন্নিষ্ঠোপাসনা বা শুদ্ধা ভক্তি। পরমাত্মনিষ্ঠোপাসনা দুই প্রকার—(ক) ব্যষ্টি-অন্তর্যামী বা পরমাত্মার (অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর) উপাসনা ও (খ) সমষ্টি-জীবান্তর্যামীর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর) উপাসনা। **অসৎ-সবিশেষ** তিন প্রকার—[ক] **শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যাকারে ঈশ্বরজ্ঞান** (শ্রীকণ্ঠাদির বা বীরশৈবগণের মত), [খ] নিরাকারে ঈশ্বরজ্ঞান (হিরণ্যকশিপুর মত), ও [গ] অহং-গ্রহোপাসনা। এই শেষোক্ত অহংগ্রহোপাসনা আবার দুই প্রকার—[ক] বিষয়বিগ্রহাভিমান (পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ইত্যাদি), [খ] আশ্রয়-বিগ্রহাভিমান (নিজেকে নন্দ-যশোদাদি মনে করা-রূপ চরম পাষণ্ডতা)।

শ্রীকণ্ঠের রচিত গ্রন্থ

শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং মৃগেন্দ্রসংহিতার বৃত্তি রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। অপ্পয়দীক্ষিত (১৫৫৪—১৬২৬ খ্রীঃ)[১] শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের উপর শিবার্কমণিদীপিকা-নামক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যায় অপ্পয়দীক্ষিত শঙ্করমতও খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠ ও তদনুগ-গণ

মহীশূরের দক্ষিণে কেদারেশ্বর-শিবমন্দিরের গুরুপ্রণালী হইতে জানা যায় যে, ইঁহাদের প্রথম গুরুর নাম—কেদারশক্তি। ইঁহার শিষ্যের নাম—শ্রীকণ্ঠ। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই শ্রীকণ্ঠই শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈত-মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠের শিষ্যের নাম—সোমেশ্বর, তাঁহার শিষ্য গৌতম, তাঁহার শিষ্য বামাশক্তি ও তাঁহার শিষ্য জ্ঞানশক্তি।

১। Vide—A History of Classical Sanskrit Literature, Poona (1937) by Krishnamacari, Pp. 225, 226.

(৫) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-চরিত

শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ-প্রবর্তক আচার্য ছিলেন, এইরূপ ঐতিহ্য প্রচারিত আছে। আরও একটি প্রচলিত মত এই যে, সেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ পরে শ্রীবল্লভাচার্য পুনরুজ্জীবিত করেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত[১] ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায়[২] এবং মাধবাচার্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে[৩] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত সকলাচার্যমত-সংগ্রহ[৪]-নামক পুস্তকে যথাক্রমে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীমধ্বাচার্যের মত-সংক্ষেপ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামিমতের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীবল্লভাচার্যের প্রপঞ্চিত মতবাদেরই অনুবাদমাত্র। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়-গ্রন্থের দ্বিতীয় অবচ্ছেদে শ্রীবল্লভাচার্যকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্যরূপে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাচীন দ্রাবিড়দেশান্তর্গত পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবস্বামীর পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার—আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামি। শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে সাতশত আচার্যের পরে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী-নামক দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি দ্বারকাতে দ্বারকাধীশ স্থাপন করেন। শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে গমন করিয়া দ্রাবিড়-যতিরাজ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যের পদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীবিল্ব-মঙ্গল শ্রীদেবমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে

১। ভাবার্থ-দীপিকা ১।৭।৬; ৩।১২।১,২; ১০।৮৭।২১; ২। আত্মপ্রকাশটীকা ১।১২।৭০; ৩। রসেশ্বর-দর্শন ২৫ ও ২৬ অঙ্ক; ৪। শ্রীবল্লভাচার্যসম্প্রদায়ের রত্নগোপাল ভট্ট-কর্তৃক কাশী (চৌখাম্বা) হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

গমন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে একটি মহা-বৃক্ষে যোগবলে সাত শত বৎসর বাস করেন। এই সাত শত বৎসরের মধ্যে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামীর আম্নায়ে শ্রীপ্রভুবিষ্ণুস্বামি-নামক তৃতীয় বিষ্ণু-স্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি শ্রীভর্গশ্রীকান্তমিশ্র, শ্রীগর্ভশ্রীকান্তমিশ্র, শ্রীসত্ত্ববোধি পণ্ডিত, শ্রীসোমগিরি-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে শ্রীনৃসিংহ উপাসনায় রত করেন। শ্রীপ্রভু-বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর গৃহস্থশিষ্য-পারম্পর্যে শ্রীলক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র শ্রীবল্লভভট্ট (প্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভাচার্য) আবির্ভূত হন।

শ্রীবল্লভাচার্য স্বরচিত কোন গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই বরং তিনি স্বকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায়[১] শ্রীবিষ্ণু স্বামীর মতাবলম্বিগণকে নিম্নস্তরে (তামস ভক্তরূপে) স্থাপন করিয়া নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব (নির্গুণতা) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

'রামপটল'[২] নামক একখানি পুস্তকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ধর্মশালা—বিষ্ণু-কাঞ্চী, ক্ষেত্র—মার্কণ্ড, মুক্তি—সাযুজ্য, উপাস্য—কমলা সহ শ্রীজগন্নাথ, মন্ত্র—শ্রীতুলসী, আচার্য—শ্রীবামদেব, ধাম—শ্রীপুরুষোত্তম, বেদ—যজুঃ, গোত্র—অচ্যুত ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-গণের পঞ্চসংস্কারের কথাও উহাতে উক্ত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে[৩] উক্ত হইয়াছে যে কলিঞ্জর নগরে শিবদত্তের পুত্র শ্রীবিষ্ণুশর্মা ভাদ্রী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর, বিশ্বকারণ

১। "সাম্প্রতং বিষ্ণুস্বাম্যনুসারিণঃ, তত্ত্ববাদিনঃ, রামানুজাশ্চেতি তমোরজঃসত্ত্বৈর্ভিন্নাঃ। অস্মৎপ্রতিপাদিতশ্চ :নৈর্গুণ্যঃ।"—ভা ৩।৩২।৩৭-ধৃত শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনীটীকা দ্রষ্টব্য ; ২। রামপটলের প্রণেতার নাম পাওয়া যায় না। 'রামায়েৎ'-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ইহাকে প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি বলিয়া মনে করেন।—'শ্রীরামপটল' (ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য কর্তৃক-সম্পাদিত, বরদা, ১৯৩৩ খ্রীঃ) ৬৫—৬৭ পৃঃ ; ৩। ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্বের ৪র্থ খণ্ডে ৮ম অধ্যায়, ৫১—৫৬তম শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ।

ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে আরাধনা ও প্রচার করিয়াছিলেন ; এই জন্য তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আধুনিক কোন কোন গবেষক শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহের মঙ্গলাচরণে মাধবাচার্য 'সর্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমন্বহমাশ্রয়েঽহম্' এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। শৃঙ্গেরীমঠাধিপতি হইবার পূর্বে ইঁহার নাম শ্রীবিষ্ণুস্বামী ছিল। ইনি ১২২৮—১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ ছিলেন।[১]

কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুস্বামী মৎস্যেন্দ্রনাথের নামান্তর। গোরখ-সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথকে 'মহাবিষ্ণু সাঁঈ' বলা হইয়াছে। ক্ষীরসমুদ্র-সমীপে পার্বতীকে শঙ্কর যে জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া শ্রবণ করেন। ঐ জ্ঞানধারা জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত চলিয়া আসে। এই স্থলে বিষ্ণুস্বামী বলিতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে বুঝায়।[২]

ডক্টর ফর্কুহার অনুমান করেন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে আবির্ভূত হ'ন এবং তিনি শ্রীমধ্বেরই ন্যায় দ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক। শ্রীমধ্ব শ্রীরাধার উপাসনা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু-স্বামী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন।[৩] সাম্প্রদায়িক কিংবদন্তী—শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তসূত্রভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য, শ্রীমদ্-ভাগবতভাষ্য, বিষ্ণুরহস্য ও তত্ত্বত্রয়-নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪]

১। Vide—'The Vishnuswami Riddle' by Rai Bahadur Amarnath Ray, B.A.—The Annals of the B. O. R. I., Poona, Vol. XIV, Pts. III & IV, Pp. 174—177, April—July 1933 ; ২। শ্রীকাশীবাসী ম ম ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়-কর্তৃক ১৯।৭।৫২ তারিখে গ্রন্থকারের নিকট লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত ; ৩। Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, 1920, P 238 ; ৪। Ibid, Bibliography, Vishnusvami Literature, P 375.

অনেকেই শ্রীবল্লভাচার্য বা তৎসম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়-প্রবর্তক আদি-বিষ্ণুস্বামীকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। ফর্কুহার সাহেব যে উদয়পুরের নিকট কাঁকরৌলীতে ও ভরতপুরের নিকট কাম্যবনে বিষ্ণুস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্য বিদ্যমান্ আছে বলিয়া লিখিয়াছেন,[১] উহাও ঐরূপ ভ্রমোত্থিত উক্তি। আমরা শ্রীবল্লভাচার্যের অধস্তনগণের গাদী নাথদ্বারে ও তৎসংলগ্ন কাঁক্‌রৌলী এবং কাম্যবনে গমন করিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে অবগত হইয়াছি যে, ঐ সকল স্থানের শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানস্থ শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনী-টীকাকেই সম্প্রদায়-প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামিকৃত টীকা বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে। কিষণগড়-রাজ্যের অন্তর্গত সলিমাবাদে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদীর পুঁথি-শালায় ১২৫-সংখ্যক পুঁথি 'তত্ত্বপ্রদীপ' শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত বলিয়া লিখিত আছে। বস্তুতঃ উহাও শ্রীবল্লভাচার্যেরই রচিত গ্রন্থ।[২]

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বকৃত-টীকায়[৩] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিবার কালে "তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ"—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'সর্বজ্ঞসূক্তি'-নামক শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বা বৃত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'সূক্তি'-শব্দের অর্থ—সু + উক্তি = সূক্তি = সদুক্তি = সুসিদ্ধান্তপর বা গম্ভীরার্থ ব্যঞ্জক বাক্য। ভাষ্যের সংজ্ঞা পৃথক্। শ্রীধরস্বামিপাদ তৎকৃত ভাবার্থদীপিকায় (৪।১।২৫) সূক্ত-শব্দে গম্ভীরার্থ বলিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে[৪] (২।১০৯।১) 'সূক্তি'-শব্দে বেদলক্ষণ সুবচনকে বুঝাইয়াছে। অতএব মনে হয়, 'সর্বজ্ঞসূক্তি' বলিতে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর গম্ভীরার্থবাক্য বা বেদলক্ষণ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যই হইবে।

১। Ibid, Pp. 304, 305 ; ২। 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৪র্থ পৃঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ খ্রীঃ ; ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকা (১।১২।৭০) ; ৪। আর, নারায়ণস্বামী আয়ার-প্রকাশিত, মান্দ্রাজ, ১৯৩৩ খৃীঃ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত

শুদ্ধাদ্বৈতবাদই[১] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

ভাষ্যের নাম—সর্বজ্ঞসূক্তি (?)

ব্রহ্ম—সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ।[২]

জীব—পরমাত্মার মায়ার দ্বারা সম্যক্ আবৃত, সংক্লেশ-নিকরাকর, মায়ালাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার[৩]; জীব—বদ্ধ ও মুক্তভেদে দ্বিবিধ; মুক্ত জীব ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণ-পূর্বক নিত্যতনু ভগবানের সেবা করেন; মুক্তজীব সংখ্যায় বহু।[৪]

মায়া—ঈশ্বরাধীনা, জীব-পীড়নকারিণী ও 'অবিদ্যা'পদবাচ্যা।[৫]

শ্রীবিদ্যাশঙ্কর ও শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু শৃঙ্গেরীমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কি শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রোক্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামী? শ্রীবিদ্যাশঙ্করের মত যে শঙ্কর-মায়াবাদ বা নির্বিশেষবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা শৃঙ্গেরীতে বিদ্যাশঙ্করের সমাধিমন্দির-দর্শনকালে স্থানীয় মঠাধীশ ও অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে জানিয়াছি যে, বিদ্যাশঙ্কর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্যের প্রতীকরূপে শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছিলেন; তিনি শঙ্করমত-

---

১। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মত দ্রষ্টব্য; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২২তম অনু-ধৃত 'সাকারসিদ্ধি'; ৩। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬ সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য; ৪। ঐ, ১০।৮৭।২১-সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য (?)। ৫। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও আত্ম-প্রকাশটীকা ১।১২।৭০-ধৃত সর্বজ্ঞসূক্তি।

অবলম্বী 'অহংগ্রহোপাসক' ছিলেন। অপরদিকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার বলিয়াছেন,—"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্য শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি॥"[১] —শ্রীবিষ্ণুস্বামিমতাবলম্বিগণ নৃপঞ্চাস্যের (পঞ্চাস্য = সিংহ) অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের সাকারসিদ্ধি-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ, সেই শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত শ্রীনৃসিংহকে বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের উদ্ধৃতির মধ্যেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর যে মত পাওয়া যায়, তাহা হইতেও জানা যায় যে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।[২] শ্রীধর শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের একা, স্বরূপভূতা শক্তিই হ্লাদিনী বা আহ্লাদকরী, সন্ধিনী বা সন্ততা ও সম্বিৎ বা বিদ্যাশক্তি। সেই স্বরূপশক্তি একমাত্র সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ পরমেশ্বরেই বর্তমান, জীবে স্বরূপশক্তি নাই, আর গুণময়ী শক্তিও পরমেশ্বরে নাই।[৩]

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলে তাঁহাকে শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ মায়াবাদী বিদ্যাশঙ্কর বলিয়া কিছুতেই নির্ধারণ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজ্ঞ-শ্রীবিষ্ণুস্বামী যদি সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের গুরুই হইবেন, তাহা হইলে সেই বিখ্যাত গুরুর মত রসেশ্বর-দর্শনের[৪] বিবৃতি-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য প্রদান করিবেন কেন? সর্বদর্শনসংগ্রহের সবশেষে

১। সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন, ২৫ অনু; ২। শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৭০ সংখ্যার) আত্মপ্রকাশটীকা ও ভাবার্থ-দীপিকা (ভা ১।৭।৬)-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য দ্রষ্টব্য। ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, আত্মপ্রকাশ টীকা—১।১২।৬৯ দ্রষ্টব্য; ৪। সর্বদর্শন-সংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন, মহেশ পাল-সং, ২৫ অনু ১৯৫০ সংবৎ।

পাতঞ্জল-দর্শনের উপসংহারে মাধবাচার্য লিখিয়াছেন,—"ইতঃপরং সর্ব-দর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি।"[১] অর্থাৎ ইহার পর সর্বদর্শনের শিরোমণিস্বরূপ শাঙ্করদর্শন অন্যত্র লিখিত হওয়ায় এস্থানে (সর্বদর্শনসংগ্রহে) তাহা পরিত্যক্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, মাধবাচার্য শঙ্করমতাবলম্বী। যদি তাঁহার শঙ্করমতা-বলম্বী গুরুর মত রসেশ্বরদর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতই হইবে, তবে তিনি বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তৎসহিত নিজের গুরুর পরিচয় দিতেন; অথবা বিষ্ণুস্বামীর মতানুসরণ করিয়া মঙ্গলাচরণে নৃপঞ্চাস্যের (শ্রীনৃসিংহের) বন্দনাদি করিতেন, কিংবা শ্রীশ্রীধরস্বামীর ন্যায় পূর্বগুরু শ্রীশঙ্করের সম্প্রদায়-বিশুদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণু-স্বামী যদি কোনো মতবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেন।

কেহ কেহ সর্বদর্শন-সংগ্রহকারকে পঞ্চদশীর রচয়িতা বলিয়াছেন।[২] ঐমত স্বীকার করিলেও সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবের গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত রসেশ্বরদর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতের সহিত এক হইতে পারে না। পঞ্চদশীর মায়াবাদ এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রপঞ্চিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পৃথক্।

মনুসংহিতার মেধাতিথিকৃত ভাষ্যে[৩] (কোবর)-বিষ্ণুস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার ছিলেন। কেহ কেহ 'কোবর'-শব্দ হইতে ইনি কাবেরীর তটবাসী ছিলেন, মনে করেন।[৪]

১। রসেশ্বরদর্শন, ৪০৬ পৃঃ; ও The Sarva-Darsana-Samgraha (Eng. Translation) by E. B. Cowell & A. E Gough, P. 273, footnote, London, 1914; ২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, ৬১৭ পৃঃ বরিশাল, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ; ৩। "অথো যাবতী কাচিৎ ফলশ্রুতিঃ সা সর্বার্থবাদ ইতি কোবর-বিষ্ণুস্বামী"—মনুসংহিতা ২।২৩—মেধাতিথিকৃত ভাষ্য, বসুমতী ৪র্থ-সং, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ; ৪। Vide, P. V. Kane's History of Dharma-Sastra, B. O. R I, Vol. I, p 271, Poona 1930.

বিজ্ঞানেশ্বরের (১০৭০—১১০০ খ্রীঃ) মিতাক্ষরায় মেধাতিথির ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] অতএব মেধাতিথিভাষ্যোক্ত বিষ্ণুস্বামী নিশ্চয়ই তৎপূর্বের ব্যক্তি। বরদরাজের (খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী ?) তার্কিক-রক্ষা'র উপর লঘুদীপিকাটীকাকার জ্ঞানপূর্ণ উপসংহারে শ্রীযজ্ঞেশ্বর-হরির পুত্র স্ব-গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে নমস্কার করিয়াছেন।[২] মুকুন্দবনের শিষ্য যোগী আনন্দবন তৎসঙ্কলিত শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় গুরুপরম্পরা-বন্দনার মধ্যে গৌড়পাদ, গোবিন্দ, শঙ্করাচার্য ও তদনুগ সুরেশ্বরাদির বন্দনার পর শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে শঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্নমার্গ-প্রদর্শক এবং বিষ্ণুভক্তির প্রবর্তক মহাসিদ্ধপুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।[৩] হিন্দীভক্তমাল-গ্রন্থকার নাভাজী[৪] (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত জ্ঞানদেবকে (১২৭৫ খ্রীঃ ?) 'বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজ্ঞানদেব কোথাও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই, বরং শ্রীজ্ঞানদেব একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ গুরুপরম্পরা প্রদান করিয়াছেন।[৫]

মনুসংহিতার মেধাতিথি-ভাষ্যোক্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বের ব্যক্তি—ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। শৃঙ্গেরীমঠাম্নায় হইতে জানা যায়, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর

১। Ibid, p 290 ; ২। "শ্রীযজ্ঞেশ্বরহরেঃ সূনুং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-গুরুং নুমঃ"—লঘুদীপিকাটীকার উপসংহার-শ্লোক, পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ-কর্তৃক সম্পাদিত ('পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত) ৩৬৪ পৃঃ, ১৯০৩ খ্রীঃ ; ৩। "নিত্যাদিত্যান্ মহাসিদ্ধান্ **মার্গান্তরদৃশঃ প্রভূন্। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুস্বামি**রাজান্ **বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তকান্।** বন্দেঽহং প্রভুরাজাংশ্চ বিষ্ণুস্বামিকুমারকান্ ॥"—শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকা, ২য় পটল, ৯৬ পৃঃ, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সম্পাদিত-সং, কলিকাতা এবং মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ৫২ পৃঃ ১৯২৫ খ্রীঃ, ; ৪। নাভাজীকৃত শ্রীভক্তমাল, ৪৩ সংখ্যা, ৩৬৩ পৃঃ, নবলকিশোর প্রেস্ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৩ খ্রীঃ ; ৫। Vide, Prof. Ranade's Mysticism, in Maharastra, pp 47, 48.

খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর (১২২৮খ্রীঃ সন্ন্যাসকাল) ব্যক্তি ; সুতরাং শ্রীবিদ্যাশঙ্কর ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। শঙ্কর-সম্প্রদায়ী আনন্দবন শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, শঙ্করসম্প্রদায় হইতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ভিন্নপথপ্রদর্শক ও বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক ; কিন্তু শৃঙ্গেরীমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে মার্গান্তর-প্রদর্শক বা বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক নহেন। লঘুদীপিকা-টীকাকার জ্ঞানপূর্ণের সহিত কোনোরূপে জ্ঞানদেবের নামের একাকার হইয়া পড়িয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। যেভাবেই হউক, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কোনোরূপেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী নহেন।

শঙ্কর-কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য

১। (ক) শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয়তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরমেশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব ; সবিশেষ, সাকার ও গুণশালী হইলেই তাহা মায়িক, অনিত্য, ব্যবহারিক ও মিথ্যা—তাহা চরমতত্ত্ব নহে।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে সৎ-চিৎ-নিত্য-নিজাচিন্ত্য-পূর্ণানন্দৈক-বিগ্রহ নৃপঞ্চাস্য—চরমতত্ত্ব ; তাঁহার তনু নিত্য সচ্চিদানন্দ ; তাহা কখনও মায়িক, ঔপাধিক বা অনিত্য নহে ; তাহা পারমার্থিক বাস্তবসত্য। পরতত্ত্ব—নিত্য সাকার। ইহাই 'সাকারসিদ্ধি'র সিদ্ধান্ত।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে মায়া—অনির্বাচ্যা ; মায়া—শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া ও লৌকিকদৃষ্টিতে বাস্তব।[১]

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে মায়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীনা ; মায়া জীবকে পীড়ন করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্পর্শও করিতে পারে না। পরমেশ্বরের মধ্যে মায়া নাই, জীবের মধ্যেও পরমেশ্বরের মুখ্যা স্বরূপশক্তি নাই।

৪। (ক) শ্রীশঙ্কর-মতে অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্তব্রহ্মই জীব ; পরমার্থতঃ জীব-নামক কোনো বস্তুরই সত্তা নাই।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে জীব—পরমাত্মার মায়াদ্বারা আবৃত, মায়া-লাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার। মুক্ত জীবগণ ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ-ধারণপূর্বক নিত্য-তনু সবিশেষ শ্রীভগবানের সেবা করেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যবর্গ ও সাহিত্য

সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের রসেশ্বরদর্শনে[২] উক্ত হইয়াছে যে, গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন। সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্মত শ্রীনৃপঞ্চাস্যের তত্ত্ব বর্ণিত আছে। ইহাদ্বারা মনে হয়, সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থটি শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন এবং কতিপয় বাক্য সর্বজ্ঞসূক্তির অন্তর্গত বলিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র যদুনাথজীর নামে আরোপিত বল্লভদিগ্বিজয়ে প্রভুবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে বিল্বমঙ্গল, ভর্গশ্রীকান্তমিশ্র, গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র, সত্ত্বোধি-পণ্ডিত, সোমগিরি-যতি, নরহরি-প্রমুখ নৃসিংহভক্তের নাম দৃষ্ট হয়।[৩]

১। পঞ্চদশী ৬।১২৮—১৩০, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর-দর্শন, ২৫,২৬ অনু, ২২৪, ২২৫ পৃঃ (মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সংবৎ) ; ৩। সংস্কৃত শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়, ২য় অবচ্ছেদ, নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৭৫ সংবৎ।

ডক্টর ফর্কুহার[১] খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়-কাল অনুমান করিয়া বিষ্ণুস্বামি-সাহিত্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহের নাম করিয়াছেন—(১) শ্রীগীতাভাষ্য, (২) বেদান্তসূত্রভাষ্য, (৩) শ্রীমদ্-ভাগবতভাষ্য, (৪) বিষ্ণুরহস্য, (৫) তত্ত্বত্রয়, শ্রীকান্তমিশ্রের (৬) সাকার-সিদ্ধি, শ্রীবিল্বমঙ্গলের (৭) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীবরদরাজের (৮) ভাগবত-লঘুটীকা (কাশী সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি)।

(৬) শ্রীনিম্বার্কাচার্য-চরিত

কথিত হয়, তৈলঙ্গদেশের মুঙ্গেরপত্তন বা মঙ্গীপাটন[২] নগরে তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীআরুণি মুনি[৩] ও মাতার নাম শ্রীজয়ন্তী দেবী[৪]। কার্তিকী পূর্ণিমা-তিথির[৫] সন্ধ্যাকালে শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অবতাররূপে তিনি আবির্ভূত হন। নিম্ববৃক্ষারূঢ় হইয়া ইনি যোগবলে সূর্যকে অস্তাচল-গমন হইতে প্রতিরোধ করিয়া সূর্যাস্তের পূর্বে অতিথি যতিগণের সৎকার করায় নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে খ্যাত হ'ন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

১। An outline of the Religious Litetature of India by Dr. J. N. Farquhar, P. 375, Bombay 1920; ২। মতান্তরে তৈলঙ্গদেশে দেব-নদীর তীরস্থ সুদর্শন আশ্রমে, অন্য মতে শ্রীগোবর্ধনে নিম্বগ্রামে, অন্য আর এক মতে যমুনার তীরে শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাব। ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকার বেলারী জেলার নিম্বপুরকে 'নিম্বগ্রাম' মনে করেন—Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, P 88, Poona, 1928; ৩। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়িগণের মতে (ভা ১।১৯।১১ শ্লোকে) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত অরুণ মুনির বংশধরই এই আরুণি; ৪। শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত দশশ্লোকীর শ্রীহরিব্যাসদেবকৃত 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি'-টীকায় শ্রীনিম্বার্কের পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ ও মাতার নাম শ্রীসরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে —মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫খ্রীঃ; ৫। মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া।

শিলালিপিতে নিম্বার্কের উল্লেখ

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) অন্তর্গত আদিলাবাদ হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্থানে আবিষ্কৃত জয়নাদ বা জয়নাথ-শিলালিপিতে দেখা যায় যে, উদয়াদিত্যের (বিক্রম সম্বৎ ১১১৬—১১৪৩= খ্রীঃ ১০৬০—১০৮৭) বিশেষ প্রিয় কর্মচারী লোলার্কের (নামান্তর অর্জুনের) পত্নী পদ্মাবতী ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে 'নিম্বাদিত্যপ্রাসাদ' নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] ইহা হইতে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবকাল নির্ধারিত হইতে পারে।

আমরা উক্ত শিলালিপির[২] মূল পাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ শিলালিপির প্রারম্ভেই নিম্নলিখিত বাক্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

ওঁ নমঃ **সূর্যায়** ॥

অকালেঽপি রবেৰ্ব্বারে **নিম্বপুণ্যোদ্গমৈৰ্ব্বয়ম্।**
প্রত্যয়ং পূরয়ন্ **ভানু**র্নিরত্যয়মুপাস্যতাম্ ॥

অর্থাৎ যিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন, সেই এই সূর্যকে অকালেও অর্থাৎ নিষিদ্ধকালেও রবিবারে নিম্ববৃক্ষের পবিত্র পত্রপুষ্পাদি-দ্বারা অপতিতভাবে উপাসনা কর।

শিলালেখের সর্বশেষ শ্লোকটি এই,—

তৎপত্নী পদ্মপত্রায়তনয়নযুগা পদ্মসঙ্কাশবক্ত্রা।
নাম্না **পদ্মাবতী**তি ত্রিজগতীবিদিতা রাগতঃ শ্বেতপদ্মা।

১। 'The Dynastic History of Northern India' (Early Mediaeval Period) by Dr. H. C. Roy, Vol. II, Pp 876—878, C. U. Press 1936;
২। Vide, The Annual Report of the Archaeological Department of H. E. H the Nizam's Dominions for 1927—28 A.D. pp 23, 24 (published in 1930) and Plate G.

এতস্মিন্নগ্রহারে হঠহৃতকলুষে কারয়ামাস নিম্বা-
দিত্যপ্রাসাদ * * *[1] চন্দ্রার্কা ॥

ইনি কোন্ নিম্বার্ক ?

উক্ত শিলালেখে প্রথমেই সূর্যের প্রণাম এবং সূর্যের প্রশস্তিমুখে তাঁহার উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে। উদয়াদিত্য, লোলার্ক প্রভৃতি নামগুলি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা সূর্যোপাসক ছিলেন। প্রাচীনকালে হিন্দুমহিলাগণ ধর্ম (পুণ্য) ও পতির পরমায়ু কামনা করিয়া সূর্যের উপাসনা করিতেন। এই জন্যই হয়ত লোলার্কের সহধর্মিণী অগ্রহারে (ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে) নিম্বাদিত্য-নামক সূর্যবিশেষের প্রাসাদ (মন্দির) নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, নিম্ব-বৃক্ষ ও তজ্জাত পত্রপুষ্পাদি সূর্যের বিশেষ প্রিয়। তজ্জন্য নিম্বও সূর্যের প্রতীকরূপে নমস্য—"নিম্বঞ্চ সূর্যদেবস্য বল্লভং দুর্লভং তথা।"[2]

হেমাদ্রি (১২৬০—১৩০৯ খ্রীঃ) স্বকৃত চতুর্বর্গচিন্তামণি-গ্রন্থের ব্রত-খণ্ডে সূর্যব্রত-প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সূর্য-বিশেষের নামই নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য এইরূপ জানাইয়াছেন। সেই শ্লোকটি এইরূপ—

> উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণৈঃ।
> নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥
> ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ।[3]

১। তারকাচিহ্নিত অংশের অক্ষরসমূহ শিলালিপিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এজন্য পাঠোদ্ধার করা যায় নাই ; ২। ভবিষ্যপুরাণ—উত্তরপর্ব ৮৮ অধ্যায়, ৫—৭ শ্লোক, বেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ ; ৩। চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১শ অ, ৭৮৪ পৃঃ, Published by A. S. B., 1878.

নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থের নিম্বাদিত্য

পরবর্তিকালে কমলাকর ভট্টের নির্ণয়সিন্ধুগ্রন্থে (১৬৬৮ সংবতে= ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত)[১] হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণির ব্রতখণ্ডধৃত ভবিষ্য-পুরাণের বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[২] সেই স্থানে নির্ণয়সিন্ধুকার "নিম্বা-দিত্যোপাসকাঃ"—নিম্বাদিত্যের উপাসকগণ বলিতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অনুগত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেন নাই। নিম্বার্ক-নামক সূর্যবিশেষের উপাসকগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ এই নিম্বার্কোপাসকগণ সৌর—বৈষ্ণব নহেন। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে মৎস্যপুরাণোক্ত মুক্তিসপ্তমী-ব্রতপ্রসঙ্গে সূর্যের ভক্তগণের পালনীয় ব্রতোপবাসের ব্যবস্থাপ্রদান-উদ্দেশে ভবিষ্য-পুরাণের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। চতুর্বর্গচিন্তামণি ও নির্ণয়সিন্ধু, উভয় গ্রন্থেই—"পূর্বে প্রকুর্যাদ্দিবসে দ্বিতীয়ে **দিনেশভক্তোঽথ** তদা ব্রতার্থী।"[৩] এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কমলাকর ভট্ট এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন—**"ইদানীং ক্বাপি নিম্বার্কো-পাসনাভাবাচ্চে**তি সংক্ষেপঃ।" অর্থাৎ সম্প্রতি কোথাও নিম্বার্কের উপাসনা প্রচলিত নাই বলিয়া ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থের সময়ে কোথাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রী-

---

১। (ক) "বসু-ঋতু-ঋতু-ভূ-মিতে (১৬৬৮) গতেঽব্দে, নরপতিবিক্রমতোঽথ যতি রৌদ্রে। তপতি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং"—নির্ণয়সিন্ধু, উপসংহার ৬ষ্ঠ শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৪৯ শকাব্দ ; (খ) History of Classical Sanskrit Literature-গ্রন্থের সম্পাদক Dr. M. Krishnamachariar তাঁহার গ্রন্থের Indexএ (940) লিখিয়াছেন—কমলাকর 'wrote Nirnayasindhu in 1616, not 1612;

২। নির্ণয়সিন্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ৯৩ পৃষ্ঠায় 'ভাদ্রে জন্মাষ্টমী জয়ন্তী-নিরূপণ-প্রসঙ্গ' ;

৩। (ক) চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১ অ, ৭৮৪ পৃঃ, A. S. B-সং, ১৮৭৮ খ্রীঃ ; (খ) নির্ণয়সিন্ধু. ২য় পরিচ্ছেদে ভাদ্র-জন্মাষ্টমীপ্রসঙ্গ ৯৩ পৃঃ—মুম্বই, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৪৯ শকাব্দ।

নিম্বার্কের উপাসনার অস্তিত্ব ছিল না, ইহা কিরূপে বলা যায়? **হেমাদ্রিও সুস্পষ্টভাবে দিনেশভক্ত-শব্দের অর্থ—'সূর্যভক্ত' করিয়াছেন।** অতএব হেমাদ্রি বা কমলাকর ভট্ট যে নিম্বাদিত্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্য নহেন, ইহা প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং জয়নাদ-শিলালিপি বা নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থে যে নিম্বার্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্যের আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পারে না।

নিম্বার্কের নামে আরোপিত স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথিতে নিম্বার্ক-নামাঙ্কিত ভবিষ্যপুরাণ-শ্লোক

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় (পুঁথি নং III G 136, ২য় পত্র) বঙ্গাক্ষরে (১১৯৬ শকাব্দায়[১]) লিখিত (১—১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) 'স্বধর্মাধ্ব-বোধ' (শ্রীনিম্বার্কাচার্যের রচিত বলিয়া উপক্রম-শ্লোকে ও পুষ্পিকায় উল্লিখিত) নামক হস্তলিখিত-পুঁথিতেও ভবিষ্যপুরাণের উক্ত শ্লোকটি সামান্য পাঠান্তর-সহ উদ্ধৃত হইয়াছে: যথা—"সর্বাপ্যৌদয়িকী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে। নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ॥ ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ।

স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির পরবর্তী বাক্যসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়াছে। কারণ, উহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে শ্রীসুদর্শনাবতার, চতুর্ব্যূহ-পরম্পরা-প্রবর্তক প্রভৃতি বহু বাক্যে বন্দনা করা হইয়াছে। স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির (A. S. B. পুঁথি নং I B 24) দ্বিতীয় পঞ্চক (নাগরাক্ষরে ১৮৬৪ সংবতে লিখিত ও ১—৯৭ পত্রে সম্পূর্ণ) স্বভূবংশ্য রামচন্দ্র-বিরচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১। Notices of Sanskrit Mss. by Rajendralal Mitra, Vol. III, pp 183—187, Calcutta 1876, No. 1216. যে স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির বিবরণ আছে, উহার লিপিকাল ১৭১৫ শক (=১৭৯৩ খৃঃ)।

উক্ত সংখ্যার নাগরাক্ষরে লিখিত ঔদুম্বরী-সংহিতা বা ব্রতপঞ্চকনির্ণয়-নামক আর একটি পুঁথি শ্রীনিম্বার্ক-শিষ্য উদুম্বর ঋষি-কর্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই যথেষ্ট প্রমাণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকোক্ত নিম্বার্ক—সূর্যদেব; তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীনিম্বার্ক নহেন। স্বধর্মাধ্ববোধ-গ্রন্থটি আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বারা প্রণীত হইয়া থাকিলে তিনি কখনো সূর্যের প্রশস্তি বা পূজার বিধিসূচক শ্লোকের দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেন না। এজন্য এ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আর যদি শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে নিম্বার্ক-নামক সূর্যের অবতার বলিয়াই কেহ স্থাপন করেন, তাহা হইলেও ভবিষ্যপুরাণের বাক্যের ব্যাখ্যায় শ্রীকমলাকর ভট্ট (১৬১২ খ্রীঃ) যে ১৭শ শতাব্দীতেও কোথাও নিম্বার্কের উপাসনা প্রচলিত ছিল না বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য ১৭শ শতাব্দীর পরের ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

'আচার্যচরিত-গ্রন্থে' আরোপিত মতের বিচার

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী তৎসম্পাদিত শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা'র[১] এবং কাশী হইতে প্রকাশিত শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী' (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি) ও তদুপরি শ্রীসুন্দরভট্টকৃত 'সিদ্ধান্তসেতুকা'-টীকা[২] গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, যুগরুদ্রেন্দু (অর্থাৎ ১১১২) বিক্রমসংবতে (=১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) দেবাচার্যের আবির্ভাব-কাল বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের বেদান্তকেশরী শ্রীঅনন্তরামকৃত গদ্যাত্মক আচার্যচরিত-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

১। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—কাশী, চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, ১৯০৮ খ্রীঃ; ২ সসেতুকা সিদ্ধান্তজাহ্নবীর ভূমিকা, ২য় পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা ১৯০৬ খ্রীঃ।

শ্রীদেবাচার্য তৎকৃত সিদ্ধান্তজাহ্নবীতে শঙ্করমত,[১] ভাস্করমত[২], রামানুজমত[৩] ও মধ্বমতের[৪] খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীদেবাচার্য শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনমুখে মধ্বানুগ-সম্প্রদায়ের কেবল-ভেদবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদত্রয়শূন্যঃ সর্ববিশেষবিনির্মুক্তমনুভূতিমাত্রং ব্রহ্ম সর্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যম্, ইতি প্রাপ্তে প্রাহুরন্যে—অযুক্তং চৈতদ্, ভেদবিষয়কবাক্যসহস্রবিরোধাৎ।"[৫]

শ্রীদেবাচার্যের উক্ত বৃত্তির উপর তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্ট সেতুকা-টীকায় বলিতেছেন,—"ইত্যুক্তপ্রকারেণ মায়াবাদিনির্ণয়ে প্রাপ্তে সতি এতদযুক্তং চেত্যন্যে ভেদবাদিনো **মাধ্বাঃ** প্রাহুরিত্যন্বয়ঃ।"[৬]

তাৎপর্য এই যে, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদত্রয়শূন্য সর্ববিশেষ-বিনির্মুক্ত চিন্মাত্র ব্রহ্মই সর্ববেদান্তের প্রতিপাদ্য—এইরূপ মায়াবাদিগণ নির্ণয় করিলে অন্য ভেদবাদী বৈদান্তিকগণ অর্থাৎ **মাধ্বগণ** বলিয়াছেন যে ইহা অযুক্ত ; কারণ কেবলাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে ভেদবিষয়ক সহস্র সহস্র শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই স্থানে স্বয়ং শ্রীসুন্দর-ভট্ট ভেদবাদী বলিতে 'মাধ্ব'গণকেই টীকায় নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীসুন্দরভট্ট শ্রীদেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য ও সমসাময়িক। শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবকাল—১২৩৮ খ্রীঃ এবং তাঁহার অপ্রকটকাল—১৩১৭ খ্রীঃ।[৭]

১। শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী'—পণ্ডিত কিশোরদাসকৃত ভূমিকাসহ, ২৯,৩০, ৩৩ ইত্যাদি পৃঃ ; কাশী, চৌখাম্বা, ১৯০৬ খৃীঃ ; ২। ঐ, ৩৩, ৩৭ ইত্যাদি পৃঃ ; ৩। ঐ ৪২—৪৪ ইত্যাদি পৃঃ ; ৪। ঐ, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪২ ইত্যাদি পৃঃ ; ৫। ঐ, ৩৩ পৃঃ ; ৬। ঐ, ৩৪ পৃঃ ; ৭। ১৯৫৩ খৃীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উড়ুপীতে Madhva Philosophical Conferenceএর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অখিলভারত মাধ্ব-মহামণ্ডল শ্রীমধ্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল ঐরূপই স্থির করিয়াছেন।

শ্রীসুন্দরভট্ট **'মাধ্ব'**-শব্দ ব্যবহার করিয়া শ্রীমধ্বাচার্যের পরবর্তী আচার্যগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বাচার্যের অব্যবহিত পরবর্তি-বৈদান্তিক-টীকাচার্য শ্রীজয়তীর্থপ্রমুখ আচার্যগণকেও যদি 'মাধ্ব'-শব্দের লক্ষ্যীভূত আচার্যরূপে ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রায় ১৫শ শতাব্দীতে দেবাচার্যের সময় ধরিতে হয়। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক ডক্টর বি, এন, কৃষ্ণমূর্তিশর্মা শ্রীজয়তীর্থের অপ্রকটকাল **১৩৮৮ খ্রীঃ** বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর সেই যুগে মাধ্বগণের গ্রন্থাদির প্রচার হইতেও উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত কিশোরদাসজী শ্রীঅনন্তরামের আচার্যচরিতে লিখিত **১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ** শ্রীদেবাচার্যের আবির্ভাবকাল বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কতটা নির্ভরযোগ্য সুধী পাঠকগণেরই বিচার্য। শ্রীসুন্দরভট্টের টীকানুসারে শ্রীদেবাচার্য শ্রীমধ্বের শিষ্যগণেরও পরবর্তী—ইহা নিশ্চিত; এখন তিনি কত পরবর্তী তাহাই নির্ণেয়।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বেদান্তপারিজাতসৌরভ-ভাষ্যের উপর তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য (সুতরাং সমসাময়িক) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের বেদান্তকৌস্তভ-ভাষ্যেও কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল মতবাদাচার্যের অনুরূপ বাক্য ও পরিভাষাসমূহও বেদান্তকৌস্তভ-ভাষ্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।"—(মাধ্বভাষ্য ২।১।২৮) শ্রুতিটি বর্তমানে উপলভ্যমান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পাঠে পাওয়া যায় না এবং "জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ"—(মাধ্বভাষ্য ১।২।১২) অন্য কোনো প্রচলিত শ্রুতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমধ্বাচার্য ও তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের গ্রন্থেই বিশেষভাবে ঐ দুইটি বাক্য যথাক্রমে শ্বেতাশ্বতর

ও ভাল্লবেয় শ্রুতির মন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এজন্য শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ ঐরূপ শ্রুতিমন্ত্রকে 'শ্রীমধ্বাচার্যধৃতা শ্রুতি' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহার কৌস্তুভ-ভাষ্যে[২] উক্ত মন্ত্রদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রুতির নামোল্লেখ করেন নাই।

স্বয়ং শ্রীনিম্বার্কের ভাষ্যেও শ্রীরামানুজীয় ও মাধ্ব দর্শনের ভাব ও ভাষাদির অনুকরণ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে বলিয়া আধুনিক গবেষকগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—'Even the style of Nimbarka's *bhasya* in many places shows that it was modelled upon the style of approach adopted by Ramanuja in his bhasya. This is an additional corroboration of the fact that Nimbarka must have lived after Ramanuja."[৩]

শ্রীঅনন্তরাম খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের জগাধরী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কি প্রমাণবলে তাঁহার বহুপুরুষ-পূর্বের দেবাচার্যের সময় নির্ণয় করিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু প্রকাশ নাই। শ্রীঅনন্তরামের উক্তি অপেক্ষা শ্রীদেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রীসুন্দর-ভট্টের বাক্য নিশ্চয়ই অধিক প্রামাণিক।

ধ্রুবঘাটের শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের মত

অপরদিকে শ্রীবৃন্দাবনস্থ ধ্রুবঘাটের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য আবির্ভূত হ'ন। আবার শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনেকে এরূপও মনে করেন যে, 'শ্রীনিম্বার্কাচার্য

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ৭৭ ও ৭০ পৃঃ; ২। ব্র সূ ১।৪।২৬ ও ১।১।১
—বেদান্তকৌস্তুভভাষ্য, ৩৫৭ ও ১৩ পৃঃ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, শ্রীবৃন্দাবন, দ্রষ্টব্য;
৩। (ক) A Hist. of Indian Phil., Vol. III, by Dr. S. N. Dasgupta,
P. 400; (খ) উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে নিম্বার্ক মধ্বের ন্যায় শক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

যখন শ্রীনারদের সাক্ষাৎ-শিষ্য ছিলেন, তখন শ্রীনিম্বার্কের সময় গৌতম-বুদ্ধাদিরও আবির্ভাবের (প্রায় ৫৬৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) বহু পূর্বে। বর্তমানে ৫০৪৭—৪৮ নিম্বার্ক-সংবৎ চলিতেছে।[১] কিন্তু শুনা যায়, শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীমধ্বাচার্য (যদিও উভয়ের আবির্ভাবকালের মধ্যে কএক শতাব্দী ব্যবধান, তথাপি), উভয়েই শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাস-প্রমুখ মহাভাগবতগণ ত্রিকালসিদ্ধ ও নিত্য অমর। শ্রীমধ্বাচার্য বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মাধ্বগণ ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকে উল্লেখ

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-যতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদকে রূপকভাবে সাজাইয়া প্রবোধচন্দ্রোদয়-নামক একটি নাটকে (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে)[২] অন্যান্য মতবাদের সহিত দ্বৈতাদ্বৈত-মতেরও নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ উক্ত দ্বৈতাদ্বৈতমতের দ্বারা নিম্বার্কাচার্যের মতবাদই লক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক-মত অন্ততঃ পক্ষে আরও ২।১ শতাব্দী-পূর্বে প্রচলিত ছিল, ইহা বলিতে চাহেন।[৩] বস্তুতঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে মীমাংসকগণের প্রতীক অহঙ্কার বলিতেছে.—"এতে **ত্রিদণ্ড**ব্যপদেশ-জীবিনো দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্টা এব।"[৪] অর্থাৎ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের ছলনার

১। মাসিক প্রবাসী-পত্রে, (বৈশাখ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ-লিখিত 'বাংলার মন্দির' (৪) শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৩ পৃঃ; ২। Vide, A History of Sans. Literature, Vol. 1, p. 481, by Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De, C. U. 1947; ৩। 'শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য'-প্রবন্ধ—'শ্রীসুদর্শন' (ত্রৈমাসিক-পত্র) বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ৩০, ৩১ পৃঃ, পাদটীকা; ৪। কৃষ্ণমিশ্র যতি-প্রণীত প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-নাটক, গোবিন্দামৃত-কৃত নাটকাভরণটীকা-সহ ২।৫ (৪৬ পৃঃ)—কে, সাম্ব-শিব শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ত্রিবাঙ্কুর ১৯৩৬ খৃীঃ।

দ্বারা উদরভরণকারী এই সকল দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ব্যক্তি ভেদ ও অভেদ, উভয়বাদী হওয়ায় কোনমতেই স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছেন না।[১] এইস্থানে ত্রিদণ্ডব্যপদেশজীবী দ্বৈতাদ্বৈতপন্থী বলিতে ভাস্করাচার্য ও তদনুগত সম্প্রদায়কে বুঝাইতেছে। উদয়নাচার্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি হইতে জানা যায়, ভাস্করাচার্য বৈদান্তিক ত্রিদণ্ডী ছিলেন।[২] ভাস্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও ত্রিদণ্ডের প্রশংসা দৃষ্ট হয়।[৩] শ্রীরামানুজ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের ও পূর্ববর্তী। শ্রীরামানুজও ভাস্করের ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।[৪]

ভাষ্যকারগণের মধ্যে প্রাচীনতমতার বিচার

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনেকেই সমস্ত ভাষ্যকার আচার্যের পূর্বে শ্রীনিম্বার্কের সময় স্থাপন করিবার জন্য দুইটি প্রধান যুক্তি দিয়া থাকেন—(১) শ্রীনিম্বার্ককৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অন্য কোন মতের খণ্ডন নাই, সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক সর্বপ্রাচীনতম আচার্য; (২) শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীনিম্বার্কের প্রায় অবিকল ভাষা উদ্ধার করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন।[৫] এই দুইটি যুক্তির প্রথমটির প্রতিপক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছেন,—শ্রীনিম্বার্কের রচিত 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-স্তবরাজ'-গ্রন্থের মধ্যে শঙ্কর ও তৎপরবর্তী কেবলাদ্বৈতী আচার্যগণের কতিপয় মতবাদের (যথা নির্গুণবাদ, দৃষ্টি-

---

১। "দ্বৈতাদ্বৈত-মার্গপরিভ্রষ্টা ইতি। ভেদাভেদবাদিত্বান্নৈকত্রাপি স্থিতিং লভন্ত ইত্যর্থঃ।"—গোবিন্দামৃতকৃত নাটকাভরণটীকা, ব্র-সং ৪৬ পৃঃ; ২। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক, ৮১ অনু ১৩৭ পৃঃ, বীররাঘবাচার্য শিরোমণি-সম্পাদিত, তিরুপতি ১৯৪১ খ্রীঃ; ৩। ভাস্করভাষ্য ৩।৪।২৬; ৪। শ্রীভাষ্য ১।১।৪,২০,২৪ অনু, ৩১৮—৩২২ পৃঃ, ব সা প-সং, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ৫। (ক) এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 'সুদর্শন-পত্রে' (বৈশাখ, ১৩৪৫ ও বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) শ্রীসতীন্দ্র-নাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল-লিখিত 'শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য' ও শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যের সময় প্রবন্ধদ্বয় এবং (খ) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত শ্রীসুদর্শন-পত্রে (ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) 'শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যের সময়'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টিবাদ, ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়-বিষয়ত্ব ইত্যাদি) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রী-নিম্বার্কের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসও 'বেদান্তকারিকাবলী'[১] গ্রন্থে প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় যুক্তিটির প্রতিপক্ষে অনেকে বলিয়াছেন যে ভেদাভেদ-দার্শনিক-মতবাদ ব্রহ্মসূত্র গুম্ফিত হইবার পূর্বেও প্রচারিত ছিল। শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বপ্রমুখ আচার্য-গণের ভাষা, পরিভাষা ও ভাবের যথেষ্ট উল্লেখ শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সম-সাময়িক শ্রীনিবাসের ভাষ্যে দৃষ্ট হয়।

অনেক গবেষক ইহাও বলিয়াছেন,—বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে অনেকেই, এমন কি ব্রহ্মসূত্রকার পর্যন্ত স্বমতের সমর্থক বা প্রতিপক্ষরূপে পূর্বাচার্য বা সমসাময়িক আচার্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যসম্প্রদায়ের কোনো প্রাচীন ভাষ্যকারাচার্যই, এমন কি শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিগণও স্বমত-পোষক বা প্রতিপক্ষরূপে শ্রীনিম্বার্কের বা তাঁহার বেদান্তভাষ্যের নাম উল্লেখ করেন নাই।[২] শ্রীভাস্করাচার্য[৩] যদি শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত হ'ন, তবে তিনিই বা মূলসম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীনিম্ব-ভাস্করের নাম কোথাও উল্লেখ করিলেন না কেন? আর শ্রীনিম্বার্কভাষ্য বোধায়নবৃত্তির ন্যায়ই যদি ব্রহ্মসূত্রের একটি স্বতন্ত্রা বৃত্তই[৪] হয়, তাহা

১। Vide, Dr. Roma Bose's Eng. Translation of Nimbarka & of Srinivasa's Commentaries on the Brahmasutras, Vol. III, p. 15 (A. S. B., Cal. 1943); ২। (a) Vide, Dr. Farquhar's 'An Outline of the Religious Literature of India', p. 305 (1920); (b) Dr. Dasgupta's His. of Ind. Phil. Vol. III, P. 400 (1940); ৩। কেহ কেহ বলিয়াছেন,—ভাস্করাচার্য ও নিম্বার্কাচার্য নাম দুইটি একার্থবোধক এবং উভয়ে একমত প্রচারক, অতএব ভাস্করাচার্য ও নিম্বাকাচার্য একই ব্যক্তি; ৪। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী-মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ ('শ্রীসুদর্শন', ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ও ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা এবং ঐ, ১৪২ পৃঃ, ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) দ্রষ্টব্য।

হইলেও ত' পরবর্তী কালের বৈদান্তিক আচার্যগণ (শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজ-প্রমুখ আচার্যগণের ন্যায় অন্ততঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্যগণ) শ্রীনিম্বার্কের উক্ত বৃত্তির নামোল্লেখ অবশ্যই করিতেন। আর শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দকার শ্রীজয়দেব (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) যদি নিম্বার্কাচার্য হইতে ৪৬ তম অধস্তন[১] হ'ন, তবে তিনিও মঙ্গলাচরণে বা কোথাও পূর্বাচার্য শ্রীনিম্বার্কের নামোল্লেখ বা বন্দনাদি করিতেন।

নিম্বার্কসম্প্রদায়-সম্বন্ধে মনিয়র্ উইলিয়মস্ সাহেব "the least important of the six Vaishnava Sects, but the first in chronological order"[২]—অর্থাৎ শ্রীনিম্বার্কনন্দিগণ ৬টি[৩] বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বল্পতম গুরুত্ববিশিষ্ট হইলেও কালনির্দেশক ক্রমবিচারে প্রথম—এইরূপ যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া অথবা ঐ মতের প্রতিপক্ষে ডক্টর ফর্কুহার, ডক্টর হল্, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ গবেষকগণের কথিত শ্রীবল্লভাচার্যেরও পরবর্তী[৪] বলিয়া শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়কে স্বীকার করা সমীচীন কি না, তাহাও ভাবিবার কথা। মনিয়র্ উইলিয়মস্ সাহেব বৈষ্ণবাচার্যগণসম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই কিংবদন্তী হইতে লিখিয়াছেন,

---

১। (ক) নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'নিজমতসিদ্ধান্ত'-নামক হিন্দী পুস্তকে লিখিত ; (খ) 'শ্রীসুদর্শন', ১৪৪ পৃঃ ফাল্গুন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ; ২। 'Hinduism' by Monier Williams, pp. 138,139. London (1877) ; ৩। শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানন্দী, শ্রীবল্লভ ও শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় ; ৪। (ক) Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, p. 305, 1920 ; (খ) Notices of Sanskrit Mss. by Dr. R. L. Mittra, VoL. III, published under orders of the Govt. of Bengal, Calcutta 1876 ; (গ) রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব, এম-এ-প্রণীত 'হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি' —২য় খণ্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠায় (কলিকাতা ১৯৪৪ খৃীঃ) উক্ত হইয়াছে যে, '**নিম্বার্কাচার্য** দ্বৈতাদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার **জন্ম ১৪২৭ খীষ্টাব্দে।**

দেখা যায়।[১] তিনি কখনো শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্যের সহিত অভিন্ন, কখনো সূর্যের অবতার প্রভৃতি বিভিন্ন মতানুসারে উল্লেখ করিয়া পরে শ্রীনিম্বার্কের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'যদিও কথিত হয় যে, নিম্বার্ক বেদের (?) ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সম্প্রদায়ের কোনো নিজস্ব সাহিত্য নাই।[২] যে গবেষক শ্রীনিম্বার্কাচার্যের প্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্য বা তৎসম্প্রদায়ের কোনো সাহিত্যেরই সংবাদ রাখেন না, তাঁহার একটিমাত্র কিংবদন্তীমূলক মন্তব্য কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা নিরপেক্ষ সুধীগণের বিচার্য।

কোনো আচার্যের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের প্রাচীনতা বা অর্বাচীনতার উপর তাঁহার মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে না। অতএব যে পর্যন্ত শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া না যায়, সে পর্যন্ত মস্তিষ্কের বিবদমান যুক্তি-তর্কের বিস্তার না করিয়া আচার্যের অন্যান্য অবদান-সম্বন্ধে আলোচনা করাই মঙ্গলজনক।

গুরুপরম্পরা—(১) শ্রীহংস, (২) শ্রীচতুঃসন, (৩) শ্রীনারদ, (৪) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়—চতুঃসন-সম্প্রদায়, হংস-সম্প্রদায় বা প্রচলিত আখ্যায় 'নিমায়েৎ' বা নিম্বানন্দী নামে কথিত হ'ন।

শ্রীনিম্বার্ক-রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'-নামক একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত আছে। উক্ত

১। মনিয়র্ উইলিয়মস্ শ্রীবল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গের অর্থ লিখিয়াছেন (১৪৪ পৃঃ),—**Pustimarga**—'The way of eating, drinking and enjoying one-self' অর্থাৎ যথেচ্ছ আহার, পান ও ভোগের দ্বারা আত্মপোষণের পথই পুষ্টিমার্গ;

২। Although **Nimbarka** is said to have written a Commentary on **the Veda, this sect is not possessed of any literature of their own**—'Hindusim' by Monier Williams, p. 139 (1877 Ed).

ভাষ্যে সাংখ্যাদি মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দৃষ্ট হইলেও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের ন্যায় পরমত-খণ্ডনের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। ভাষ্যের ভাষাও সরল। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিম্বার্ক দশশ্লোকী(নামান্তর সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তকামধেনু)-নামক নিজমত-সংক্ষিপ্তসারাত্মক দশটি সরল শ্লোকও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজে (পঞ্চবিংশতি-শ্লোকাত্মক শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে) নির্গুণবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ববাদাদি কেবলাদ্বৈতমতের বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিম্বার্কের নামে রহস্য-মীমাংসা, প্রাতঃস্মরণস্তোত্র, ঐতিহ্যতত্ত্বরাদ্ধান্ত, পঞ্চসংস্কারপ্রমাণবিধি, সদাচারপ্রকাশ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য, প্রপত্তিচিন্তামণি, শ্রুতিসিদ্ধান্ত, স্বধর্মাধ্ববোধ প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ আরোপিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকেরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে স্বধর্মাধ্ববোধের দুইটি পুঁথি (No. I. B. 24 এবং III G. 136—যথাক্রমে নাগর ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং নিম্বার্কের রচিত বলিয়া উল্লিখিত) রক্ষিত আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের আদিতে শ্রীনিম্বার্ককে অবতাররূপে বর্ণন এবং উপসংহারে শ্রীনিম্বাদিত্যের বন্দনাদি থাকায় উহা তাঁহার অনুগ-সম্প্রদায়েরই রচনা বলিয়া মনে হয়। 'মধ্ব-মুখ-মর্দন'-নামক পুস্তকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য মধ্বমত খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গবেষক উল্লেখ করিয়াছেন।[২] কিন্তু উক্ত পুঁথির অস্তিত্ব বর্তমানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে।[৩] অপ্পয়দীক্ষিত

১। বেদান্তপারিজাতসৌরভ, তর্কপাদ ২।২; ২। The North West Provinces' Catalogue, Vedanta 21—Notices of Sanskrit Mss. by Dr. R. L Mittra, Vol. III, P 187, Calcutta 1876; ৩। গ্রন্থকার-কর্তৃক লিখিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থের ভূমিকা ৸৵০ ও ১৲ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১৫৫০—১৬২২ খ্রীঃ) 'মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনিম্বার্কের রচিত মধ্বমুখমর্দন-নামক কোন পুস্তকের অস্তিত্ব ও প্রচার থাকিলে তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় হইতে নিশ্চয়ই উহার প্রতিবাদ হইত। আমরা পূর্বে বলিয়াছি শ্রীব্যাসরায়ের শিষ্য শ্রীবিজয়ীন্দ্রতীর্থ (১৫১৪—১৫৯৫ খ্রীঃ) তদ্রচিত মধ্বতন্ত্রমুখভূষণ (নামান্তর মাধ্বাধ্বকণ্টকোদ্ধার) এবং উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীসত্যনাথ-যতি (১৬৪৮—১৬৭৪ খ্রীঃ) তৎকৃত 'অভিনবগদা'-গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিতের মধ্বতন্ত্রমুখমর্দনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি-সম্প্রদায় মধ্বমতের বিরুদ্ধে যখনই যাহা কিছু বলিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রকুশল তত্ত্ববাদিসম্প্রদায় তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। শ্রীনিম্বার্ক বেদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। বস্তুতঃ এরূপ কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতবাদ

শ্রীনিম্বার্কের মত **বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ** নামে পরিচিত। ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্নাভিন্ন: এই 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমভাবে সত্য (বাস্তব), নিত্য, অবিরুদ্ধ ও স্বাভাবিক[1]—ইহাই উক্ত মতের সার।

ভাষ্যের নাম—বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ।

ব্রহ্ম—অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক, স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম। স্বভাবতঃ নিরস্তসমস্তদোষ, অশেষকল্যাণগুণৈকরাশি-ব্যূহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।[3] জীব—পরমাত্মার

১। ব্র সূ ১।১।৪, ২।৩।৪২, ৩।২।২৭, ২৮—নিম্বার্ক-ভাষ্য; ব্র সূ ২।৩।৪২—শ্রীনিবাসাচার্যকৃত ভাষ্য; ২। ঐ, ১।১।১—নিম্বার্কভাষ্য; ৩। বেদান্তকামধেনু, ৪র্থ শ্লোক।

অংশ ; জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অংশ-অংশি-ভাব—'ভেদাভেদ' সম্বন্ধ[১] ; জীব-পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ[২] ; জীব – জ্ঞানস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন : জীব—জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্, কর্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, অণু, বহু ও অনন্ত ;[৩] বদ্ধ ও মুক্ত'-ভেদে জীব দুই শ্রেণীর।[৪]

জগৎ—কার্য, ব্রহ্ম—'কারণ' ; ব্রহ্ম—'শক্তিমান্', 'জীব' ও 'জগৎ' তাঁহার শক্তিদ্বয় : ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাব ও ধর্মগত ভেদ বর্তমান ; ব্রহ্ম—চেতন, অস্থূল অজড়, নিত্যশুদ্ধ : জগৎ—অচেতন, স্থূল, জড় ও অশুদ্ধ ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক 'ভেদ', আবার উভয়ে স্বাভাবিক 'অভেদ'ও সমভাবে সত্য। কার্য—কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী বলিয়া কার্য-'জগৎ' কারণ-'ব্রহ্ম' হইতে অভিন্ন ; 'জগৎ'—প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি—ব্রহ্মের 'অংশ' ও 'শক্তি'; জগৎ—সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের বাস্তব-পরিণামরূপে নিত্য সত্য।[৫]

মায়া—প্রধানাদি-পদবাচ্যা ও ত্রিগুণময়ী।[৬]

শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর ও শ্রীনিম্বার্কের পরস্পর মত-বৈশিষ্ট্য

শ্রীশঙ্করাচার্য—কেবলাদ্বৈতবাদী, ভাস্করাচার্য—ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী এবং শ্রীনিম্বার্ক—বাস্তব বা স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী। শ্রীশঙ্কর নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার শুদ্ধজ্ঞানমাত্রকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীভাস্কর নিরাকারকে শুদ্ধকারণরূপ বলিলেও ব্রহ্মের কার্যরূপ জীব ও প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন।

১। ব্র সূ ২।৩।৪২—নিম্বার্ক-ভাষ্য ; ২। ঐ ঐ ; ৩। ঐ ২।৩।৪৩,৪৪ ঐ ; ঐ ২।৩।১৮, ১৯ ঐ ; ৪। বেদান্ত-কামধেনু ১,২ ; ৫। সূত্রভাষ্য ১।৪।৮,১০, ২।১।১৪—১৯,২৩,২৬, ২৭ ; ৬। বেদান্ত-কামধেনু, ৩য় শ্লোক।

কিন্তু নিম্বার্ক অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি-দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ভাস্কর ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন—শ্রীনিম্বার্কের ন্যায় কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম বা তাঁহার স্বরূপশক্তির (শ্রীরাধার) নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীভাস্করাচার্য শ্রীনিম্বার্কের ন্যায় ব্রহ্মের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, পুরুষোত্তমতা, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহত্ব প্রভৃতির কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করের ব্রহ্ম-বিচারে কোন নিত্য অপ্রাকৃত, সবিশেষ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত নাই; তাহা শঙ্করের নির্বিশেষবাদেরই আর একটি রূপ। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য শ্রীদেবাচার্য ও শ্রীসুন্দরভট্ট, উভয়েই স্ব-স্ব-ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ও টীকায় ভাস্কর-মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাস্কর জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব, উভয়কেই ঔপাধিক বলিয়াছেন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় বিভু, দেহেতে আবদ্ধ হইয়া সাময়িকভাবে অণুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বদ্ধ-দশায়ই জীবের বহুত্ব ও পার্থক্য লক্ষিত হয়; মুক্তাত্মা—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আর বহুত্ব থাকে না। কিন্তু নিম্বার্কের মত ইহার বিপরীত—জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব স্বাভাবিক ও নিত্য; প্রলয়কালেও ব্রহ্মে লীন জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, মুক্তিদশায়ও মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অণু ও বহু। জীব সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, এবং কোন কালেই ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না। নিম্বার্কের মতে জগৎও জীবেরই ন্যায় সর্বাবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন; কিন্তু ভাস্করের মতে জগৎ—জীবের ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন। নিম্বার্কের মতে ভেদ ও অভেদ সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় সমানভাবে বর্তমান; কিন্তু ভাস্করের মতে ভেদ—আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী এবং অল্পকালস্থায়ী, আর অভেদই চিরস্থায়ী ও নিত্য।

এতদ্ব্যতীত নিম্বার্ক ও ভাস্করের সাধন ও সাধ্যগত-বিচারে সম্পূর্ণ ভেদ দৃষ্ট হয়। নিরাকার কারণ-ব্রহ্মের উপাসনাই ভাস্করের মতে শ্রেষ্ঠ

উপাসনা। ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ বা অহংগ্রহোপাসনাকেই ভাস্কর সদ্যোমুক্তি-লাভের কারণ বলিয়াছেন। ইহা শঙ্করের নির্বিশেষ-বাদের একটি প্রচ্ছন্নরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাস্করাচার্যকে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিতে গেলে শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীকে বিসর্জন দিতে হয়। পরন্তু বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিম্বার্ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রপত্তি ও অনন্যা ভক্তির উত্তম-সাধনত্ব এবং ভক্তি-রসকেই প্রাপ্য ফল বলিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য—বেদান্তকৌস্তুভ (বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভের ভাবার্থপ্রকাশ), লঘুস্তবরাজস্তোত্র, স্তবপঞ্চকমাহাত্ম্য ও বেদান্তকারিকাবলী(শ্রীনিম্বার্কের মতবিবৃতি ও পরমতখণ্ডনযুক্ত)-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদাদি খণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের মতের পুষ্টি-সাধন করেন। তাঁহার নামে আরও কতিপয় গ্রন্থ আরোপিত হয়, কিন্তু উহাদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

শ্রীবিশ্বাচার্য—ইনি শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য। পঞ্চধাতী-স্তোত্র (সপ্ত-স্তোত্র-সমন্বিত গুরুপ্রশস্তি)-গ্রন্থ মাত্র রচনা করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য (বিশ্বাচার্যের শিষ্য)—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা (নিম্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য) ও সিদ্ধান্তক্ষীরার্ণব (আরোপিত মাত্র)-গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বসম্প্রদায়ের মত বিবৃত করেন। বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, একজীববাদ, সর্বজ্ঞতাবাদ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীদেবাচার্য—ইনি বেদান্তসিদ্ধান্ত-জাহ্নবী-নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। ইহা কাশী, চৌখাম্বা হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসুন্দরভট্টকৃত সেতুকাটীকার সহিত চতুঃসূত্রী পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মসূত্রের ৫ম সূত্র হইতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদপর্যন্ত কেবল সিদ্ধান্ত-

জাহ্নবী মুদ্রিত হয়। অনেকে মনে করেন, হয়ত মাত্র চতুঃসূত্রীর উপরই সিদ্ধান্তজাহ্নবী রচিত হইয়াছিল ; কারণ চতুঃসূত্রী পর্যন্তই সেতুকা-টীকা পাওয়া যায়। শ্রীদেবাচার্য শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও তত্ত্ববাদিগণের মত-খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীসুন্দরভট্ট—ইনি দেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য এবং ব্রহ্মসূত্রের চতুঃ-সূত্রীর দেবাচার্যকৃত সিদ্ধান্তজাহ্নবী-ভাষ্যের উপর 'সিদ্ধান্ত-সেতুকা'-টীকা রচনা করেন। নিম্বার্কের নামে আরোপিত 'মন্ত্রার্থরহস্যষোড়শী'র উপর মন্ত্রার্থরহস্য-নামক একটি টীকাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট—ইনি শ্রীনিম্বার্কের পর ষোড়শ অধস্তন। ইহার রচিত সদ্ধর্মাববোধ-পুঁথি সলিমাবাদ-গাদীতে রক্ষিত আছে।[১]

শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট—ইনি সলিমাবাদগাদীর আচার্য-পরম্পরামতে শ্রীনিম্বার্কের পরে উনত্রিংশৎ আচার্য হইয়াছিলেন। কথিত হয়, ইনি তৎকালীন পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া 'দিগ্বিজয়ী' উপাধি লাভ করেন এবং কাশ্মীরদেশের শৈবাচার্যগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া কেশবকাশ্মীরী নামে খ্যাত হন। ইনি বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা (শ্রীনিবাসের বেদান্তকৌস্তুভের বিবৃতি), তত্ত্বপ্রকাশিকা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা), শ্রীগোবিন্দশরণাগতি-স্তোত্র, যমুনাস্তোত্র (একবিংশতি শ্লোকাত্মক যমুনা-স্তব) রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ তাঁহার নামে আরোপিত হয়। সলিমাবাদগাদীতে ভূচক্রদিগ্বিজয়ী নামক একটি পুঁথি আছে। উহার রচয়িতা শ্রীকেশবকাশ্মীরী অথবা তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ অন্য কেহ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। কৌস্তুভ-প্রভা ও তত্ত্বপ্রকাশিকায় ইনি সুতীব্রভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন

১। গৌড়ীয়, সাপ্তাহিক-পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৪,৫ পৃঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ খৃীঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকেশবভট্ট কৌস্তুভপ্রভার মঙ্গলাচরণে শ্রীমুকুন্দকে গুরু এবং শ্রীগীতার টীকার মঙ্গলাচরণে গাঙ্গলভট্টকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

ক্রমদীপিকা-নামক একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টের নামে আরোপিত দেখা যায়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' শ্রীকেশবাচার্যবিরচিত' শ্রীক্রমদীপিকাকে গোপালোপাসনা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] উক্ত ক্রমদীপিকার বহু শ্লোক শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উক্ত ক্রমদীপিকা-অনুসারে দীক্ষাবিধি (২য় বিলাস), গোপালদেবের অর্চ্চন-প্রণালী (৫ম বিলাস), পুরশ্চরণ-বিধি (১৭শ বিলাস) প্রভৃতি গুম্ফিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ক্রমদীপিকার (৩।২৭) শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।[৩] শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায়[৪] শ্রীক্রমদীপিকা-কার শ্রীকেশবাচার্যের কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয় প্রদান করেন নাই, অথচ শ্রীল সনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় ও শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ সকলেই তাঁহাদের বিবিধ-গ্রন্থে শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীবিজয়ধ্বজ, শ্রীব্যাসতীর্থ প্রভৃতি আচার্যগণের নামের সহিত তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পরিচয়, এমন কি, সমসাময়িক শ্রীবল্লভাচার্য ও তৎপুত্র শ্রীবিট্ঠলাচার্যের পুষ্টিমার্গ ও তাঁহাদের নাম একাধিক স্থানে উল্লেখ করিতে ক্রুটি করেন নাই। এসিয়াটিক্ সোসাইটির হস্তলিখিত সংস্কৃত-পুঁথির বিবরণের[৫] মধ্যে ক্রমদীপিকার ৬ খানি পুঁথির পরিচয় আছে। তন্মধ্যে

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৫ম বিলাস—২য় শ্লোক ; ২। ঐ ১৭।১৬ ; ৩। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণ, ৮০ সংখ্যা ; ৪। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২—দিগ্‌দর্শিনী-টীকা ; ৫। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. of R. A. S. B. Vol. VIII, Pt. II, (Tantra Manuscripts) Pp. 642—646, Calcutta 1940.

১০৭৭৭ নং পুঁথিটি ১৫৪০ শকাব্দায় (=১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গাক্ষরে লিখিত তালপত্রের জীর্ণ পুঁথি ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাতে প্রথম ও অষ্টম পটলের পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রীকেশবাচার্যবিরচিতায়াং ক্রমদীপিকায়াং প্রথমঃ (অষ্টমঃ) পটলঃ ॥" ক্রমদীপিকার ৮ম পটলের উপসংহারে চক্রবন্ধে "ক্রমদীপিকেয়ং কেশবেন কৃতা"—এইরূপ গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তার নামের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রাচ্য গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সংস্কৃত মুদ্রিত-পুস্তক ও হস্তলিখিত-পুঁথির তালিকায়[১] পাঁচটী ক্রমদীপিকার পুঁথি এবং ক্রম-দীপিকার একটি টীকার উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত পাঁচটীর মধ্যে দুইটি সটীক—একটি গোবিন্দ-বিদ্যাবিনোদের টীকা, আর একটি স্বরূপাচার্যের[২] ছাত্র মাধবাচার্যের টীকা সহিত। ষষ্ঠ পুঁথিটি ক্রমদীপিকার লঘুদীপিকা-নাম্নী টীকা; কিন্তু মূল সমস্ত গ্রন্থগুলিই শ্রীকেশবাচার্যের রচিত বলিয়া কথিত এবং অষ্টমপটলের উপসংহারে চক্রবন্ধে গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকর্তার নাম 'কেশব' মাত্র পাওয়া যায়।

বহুদিবস পূর্বে কলিকাতা হইতে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় তৎ-সম্পাদিত 'বিবিধ তন্ত্রসংগ্রহ'-গ্রন্থমালার মধ্যে বঙ্গাক্ষরে যে ক্রমদীপিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতেও কেবল চক্রবন্ধে 'কেশব' নাম ব্যতীত মঙ্গলাচরণে বা পুষ্পিকায় শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টের নামোল্লেখ নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশী, চৌখাম্বা—সংস্কৃত গ্রন্থমালার[৩] মধ্যে গোবিন্দ ভট্টাচার্য-কৃত টীকার সহিত যে সংস্করণটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেই সর্বপ্রথমে নামপত্রে (Title-page), গ্রন্থারম্ভের শিরোদেশে ও

১। 'Catalogue of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of A. S. B. Calcutta 1899; ২। ঐ, Index of Authors, p. 15; ৩। শ্রীক্রমদীপিকা, কাশী, চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯১৭ খ্রীঃ।

গ্রন্থের শেষে পুষ্পিকায় "শ্রীমন্ মহামহোপাধ্যায় কেশবকাশ্মীরীভট্ট গোস্বামিবিরচিতা ক্রমদীপিকা" এবং বিষয়সূচীর প্রথমে "শ্রীভগবন্নিম্বার্ক-মহামুনীন্দ্রপাদপীঠাধি-কৃত জগদ্‌বিজয়ি-শ্রীকেশবভট্টাচার্যপ্রণীতা" প্রভৃতি কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কোন্ পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই।

জম্মু ও কাশ্মীর-গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা-বিভাগ হইতে রামচন্দ্র কাক ও হরভট্ট শাস্ত্রীর সম্পাদকতায় যে ক্রমদীপিকাগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে,[১] তাহাতেও চক্রবন্ধে গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তা শ্রীকেশবের নাম-মাত্র আছে। কাশ্মীরদেশীয় সম্পাদক-সঙ্ঘের দিক্ হইতেও শ্রীকেশবকাশ্মীরী-ভট্ট-কৃত বলিয়া কোন প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

ক্রমদীপিকা—শ্রীগোপালোপাসনা-বিষয়ক অষ্টপটল(অধ্যায়)-যুক্ত একটি বৈষ্ণবতন্ত্র-গ্রন্থ। 'সারদাতিলকে'র টীকাকার গোবিন্দবিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য, জগন্নাথসুত গোবিন্দশর্মা (ইঁহার টীকার নাম কর্পূরবর্তি), ভৈরব ত্রিপাঠী, স্বরূপাচার্যের ছাত্র শ্রীমাধবাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ক্রমদীপিকার টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামীপাদ তৎকৃত পদ্যাবলীতে শ্রীকেশব-ভট্টাচার্যের একটি শ্লোক চয়ন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনিই ক্রমদীপিকাকার শ্রীকেশবাচার্য, যাঁহার আর একটি শ্লোক শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে আহৃত হইয়াছে।[২] ডক্টর এম, কৃষ্ণমাচারী শ্রীবিল্ব-মঙ্গলের রচিত ক্রমদীপিকা-নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ক্রমদীপিকার বহু হস্তলিখিত পুঁথি বিভিন্নস্থানে রক্ষিত আছে।

১। Vide—Kramadipika (A Tantric Text) Edited with Introduction by Ramachandra Kak, Director of Archaeological & Research Dept, Jammu & Kashmir Govt, and Harabhatta Shastri, Srinagar . 1929 ; ২। শ্রীপদ্যাবলী ৩৪২ সংখ্যা ; ৩। History of Classical Sanskrit Literature—Dr. M. Krishnamachariar, P. 336, Madras 1937, Sec 291.

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে রক্ষিত পুঁথি ব্যতীত প্যারিসে একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। অফ্রেক্তের তালিকায়ও গ্রন্থকারের নাম কেশবাচার্য দেখা যায়।

P. V. Kane ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থের তালিকার মধ্যে কেশবাচার্য-রচিত অষ্টপটলাত্মক কৃষ্ণোপাসনাবিষয়ক ক্রমদীপিকাগ্রন্থের কেশবভট্ট গোস্বামী ও গোবিন্দভট্ট-কৃত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তথায় নিত্যানন্দ-কৃত এক ক্রমদীপিকারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১]

শ্রীকেশবকাশ্মীরী তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের মঙ্গলাচরণে আচার্য শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীসুন্দরভট্ট ও স্বীয় গুরু শ্রীমুকুন্দকে এবং উপসংহারেও শ্রীমুকুন্দকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীগীতার টীকায়ও মঙ্গলাচরণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ও শ্রীগাঙ্গলভট্টকে বন্দনাদি করিয়াছেন এবং উপসংহারেও শ্রীনিম্বার্কের বন্দনা করিয়া শ্রীকেশবভট্ট-কর্তৃক গীতা-ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমদীপিকার কোন পুঁথিতেই বা মুদ্রিত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ বা উপসংহারে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বা শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোনো আচার্যের বা শ্রীকেশবভট্টের গুরুদেবের কোনপ্রকার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবকীনন্দন-প্রেস হইতে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সম্পাদকত্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীকেশবকাশ্মীরী-রচিত শ্রীগীতাভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীকেশবভারতী-কৃত ক্রমদীপিকার 'তিলক'-নামক টীকা ১৪৫০ শকাব্দায় কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত বিদ্যাধরাচার্য (শ্রীকেশবকাশ্মীরীর দ্বারা পরাজিত ও তাঁহার শিষ্য হইবার পর,-কর্তৃক রচিত হইয়াছে। শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট আন্ধ্রদেশীয় মুকুন্দভট্টের পুত্র ছিলেন। তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে

১। Vide—History of Dharmasastra by P. V. Kane, Vol. 1, p. 537, B. O. R. I., Poona, 1930.

সমগ্র ভারত বিজয় করিয়া 'কেশবভারতী'-আখ্যা লাভ করেন এবং ইহার পরে কাশ্মীরে বাস করায় কেশবকাশ্মীরী নামে খ্যাত হ'ন। উক্ত কেশবভারতীই শ্রীচৈতন্যদেবকে অষ্টাদশাক্ষরীয় গোপালমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার আলাটী হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাস' পুস্তকেও ঐ মতের কতকটা ভ্রমাত্মক অনুকরণ দৃষ্ট হয়।[১] বর্তমান গ্রন্থ লিখিবার সময়ও এই জাতীয় কথা একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ হইতেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগয়াধামে দীক্ষাগ্রহণ-লীলা এবং তৎপরে কাটোয়ায় (১৪৩২ শকাব্দায়) শ্রীকেশবভারতীপাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছেন—ইহা সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ও ইতিহাসের দ্বারা চিরসমর্থিত। সেই শ্রীকেশবভারতী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন—ইহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও ভারতী-সম্প্রদায়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নীলাচলে শ্রীগোপীনাথাচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যও এই পরিচয় দিয়াছিলেন।[৩] বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন খাটুন্দি গ্রামে শ্রীকেশবভারতীর পূর্বাশ্রম ছিল ; ইনি আন্ধ্রদেশীয় বা কাশ্মীরবাসী নহেন। শ্রীকেশবভারতীর ভ্রাতা শ্রীবলভদ্রের বংশধরগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশে বর্তমান আছেন। সেই খাটুন্দি-পাটবাড়ীর অধিকারিসূত্রে যাঁহারা বর্তমান আছেন, এখনও তাঁহারা তথায় দেবসেবা নির্বাহ

১। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাস, ২য় সং—মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি-সম্পাদিত, ১৫২ পৃঃ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ; ২। "নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম আচার্য কেশবভারতী চৈতন্যদেবের গুরু ছিলেন"—'প্রবাসী'(বৈশাখ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ)-পত্রে শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ-লিখিত বাংলার মন্দির (৪), ৩৩ পৃঃ ; ৩। চৈ চ আ ৭।৬৪—৬৭ ; ঐ, ম ৬।৭০—৭৩

করিতেছেন।[১] পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজীর কথিত শ্রীকেশবভারতী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরুর লীলাকারী শ্রীকেশবভারতীর মধ্যে সর্ব-বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে।

পার্থক্য-নির্দেশ

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'শ্রীকেশবভারতী'	শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরুলীলাকারী 'শ্রীকেশবভারতী'
১। দিগ্‌বিজয়ের উপাধি	১। সন্ন্যাসের নাম
২। ভট্ট-উপাধিধ্বিক্ গৃহস্থ (?)	২। ভারতী-উপাধিধ্বিক্ সন্ন্যাসী
৩। আন্ধ্রদেশীয়	৩। বঙ্গদেশীয়
৪। শৌক্রবংশাদির পরিচয় নাই	৪। পূর্ব-পরিচয় ও ভ্রাতৃ-বংশ-পরম্পরা বর্তমান
৫। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ২৯শৎ অধস্তন আচার্য	৫। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উদাসীন সন্ন্যাসী এবং ভক্তিকল্প-তরুর নয়টি মূলের অন্যতম
৬। মঠাধীশ	৬। যাযাবর
৭। ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্যকার	৭। সেরূপ কোন পরিচয় নাই
৮। 'ভারতী-নামটি উপযুক্ত প্রমাণহীন ও অপ্রসিদ্ধ	৮। অসংখ্য প্রমাণ-সমর্থিত সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ববাদিসম্মত

সংস্কৃত-সাহিত্যে বহুসংখ্যক কেশবভট্টের নাম পাওয়া যায়। বিশ্ব-কোষ অভিধানে এগার জন কেশব-ভট্টের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ক্রম-দীপিকাকার শ্রীকেশবভট্ট হইতে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকেশব-কাশ্মীরীর এবং শ্রীকেশবভারতীর পার্থক্য সম্প্রকাশিত রহিয়াছে।[২]

১। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি, ২য় সংখ্যা, ৪৩৬ গৌরাব্দ, ১৭—২৬ পৃঃ 'কেশবভারতী' অঙ্ক দ্রষ্টব্য; ২। বিশ্বকোষ অভিধানে কেশবভট্ট-শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত সংস্কৃত-পুঁথির বিবরণে ক্রমদীপিকার বহু টীকার নাম ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজীর কথিত কাশ্মীরী বিদ্যাধরাচার্যের কৃত তিলকটীকার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীভট্ট—শ্রীকেশবকাশ্মীরীর সাক্ষাৎ-শিষ্য। ইঁহার শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-স্তোত্র-নামক পঞ্চবিংশতিশ্লোকাত্মক একটি স্তব মাত্র পাওয়া যায়।

শ্রীহরিব্যাসদেবজী—শ্রীশ্রীভট্টের শিষ্য, ইনি সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি (শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য), প্রেমভক্তি-বিবর্ধিনী (শ্রীসুন্দরভট্টের শ্রীনিম্বার্ক-শতনাম-স্তোত্রের টীকা), অর্থপঞ্চক (শ্রীনিম্বার্ক-দশশ্লোকীর দশম শ্লোকোক্ত জ্ঞেয় পঞ্চার্থের ব্যাখ্যা), সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি (দশশ্লোকীর টীকা), মহাবাণী-পঞ্চরত্ন[১] (হিন্দীভাষায়) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমতখণ্ডন ও স্বমতমণ্ডন—উভয় কার্যই করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মহাবাণীপঞ্চরত্ন প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর কথিত ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ পদার্থ[২], স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব[৩], ষড়্‌বিধ তাৎপর্যের দ্বারা পারমার্থিক ভেদস্থাপন[৪], পরতত্ত্বে অভেদ-সত্ত্বেও ভেদপ্রতিনিধি-বিশেষের স্বীকার[৫] ইত্যাদি এবং শ্রীনিম্বার্ক-প্রপঞ্চিত

১। Vide—'The Twelfth Report on the Search of the Hindi Manuscripts' for the years 1923—1925 by Rai Bahadur Dr. Hira-lal, Vol. I, Allahabad 1944; ২। "ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাণি পঞ্চৈবার্থাঃ শাস্ত্রেষু মন্তব্যাঃ"—সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, ৪র্থ শ্লোকের ভাষ্য, ২২পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খৃীঃ; ৩। "তত্ত্বং দ্বিবিধং—স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রং চ, স্বতন্ত্রে হরিঃ অন্যদস্বতন্ত্রম্"—সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি, ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক-ব্যাখ্যা, ২১ পৃঃ, ব্রজেন্দ্র প্রেস, বৃন্দাবন ১৯৮৩ সংবৎ; ৪। "ষড়্‌বিধতাৎপর্যলিঙ্গোপেতশ্রুতিগম্যো ভেদঃ পরমার্থসন্নেব ভবতি"—ঐ, ২৭ পৃঃ; ৫। "বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্যং প্রত্যাপয়ন্ দৃষ্টঃ।"—সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, ১ম শ্লোকের ভাষ্য, ৯ পৃঃ।

মতকে শুদ্ধদ্বৈত মত বলিয়া স্থাপনের প্রয়াসে[১] শ্রীবলদেবের অনুকরণ ও পূর্ণপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্যগণ অপ্রাকৃতকে পঞ্চম পদার্থের অন্তর্গতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীহরিব্যাসদেব শ্রীবলদেবের অনুকরণে কর্মকে পঞ্চম পদার্থরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্তরত্ন[২] ও শ্রীহরিব্যাসের সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলির[৩] মধ্যে সিদ্ধান্ত, শব্দ ও পরিভাষাগত যথেষ্ট ঐক্য দৃষ্ট হয়।

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্কের অধস্তনাচার্য শ্রীহরিব্যাসদেব কেবলভেদবাদী শ্রীমধ্বের আনুগত্যকারী শ্রীবলদেবের সহিত সুর মিশাইয়া বলিয়াছেন,—"পরমিতি জীবাদিতত্ত্বেভ্যো ভিন্নমিতি **নিম্বার্কস্য শুদ্ধং দ্বৈতমেবাভিমতম্।**[৪] * * এবং (ভেদাভেদৌ) জীবেশয়োশ্চেতি নিখিলানি বচাংসি সমঞ্জসানীতি কল্পয়ন্তি তদিদমতিতুচ্ছম্। **চিজ্জড়য়োর্ভেদস্য চাভেদস্য চ স্বাভাবিকত্বে ব্যাঘাতাৎ।** জড়াভেদং সাধয়তাং পুংসাং জাড্যাপত্ত্যা স্বব্যাঘাতাচ্চ। জীবেশয়োঃ স্বরূপাভেদে জীবস্য জগৎকর্তৃত্বাদিকমীশস্য দুঃখভাবত্বং চাংশেন স্যাৎ। * * **তস্মাৎ তুচ্ছমেতদ্ভেদাভেদসমর্থনমিতি।** * * **তস্মাদুক্তং দ্বৈতমেব সাধীয়ঃ॥**[৫]

সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলির উপসংহারে শ্রীহরিব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে শ্রীনিম্বার্কমতের সিদ্ধান্তসার জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং **সত্যং ভেদম**পি ব্রুবন্।
নিম্বার্কো ভগবান্ বিড়িঃ সত্যবাদী নিগদ্যতে॥[৬]

১। "জীবাদিতত্ত্বেভ্যো ভিন্নমিতি **নিম্বার্কস্য শুদ্ধং দ্বৈতমেবাভিমতম্**" —ঐ ২২ পৃঃ ; ২। সটীক-সিদ্ধান্তরত্ন, অষ্টমপাদ, ২৭,২৮ অনু—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, কাশী ১৯২৭ খ্রীঃ ; ৩। শ্রীহরিব্যাসকৃত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, চতুর্থ-শ্লোক-ব্যাখ্যা, ২৭—২৯ পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ দ্রষ্টব্য ; ৪। সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলি, চতুর্থ শ্লোক-ব্যাখ্যা, ২২ পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ ; ৫। ঐ ২৭—২৯ পৃঃ ; ৬। ঐ, ৩৯ পৃঃ।

শ্রীদেবাচার্য, শ্রীসুন্দরভট্ট-প্রমুখ আচার্যগণ শ্রীমধ্বাচার্যের শুদ্ধদ্বৈত-বাদকে সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহরিব্যাস শুদ্ধদ্বৈতই শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অভিপ্রেত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ববিষয়ে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীপুরুষোত্তম-প্রমুখ আচার্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া শ্রীহরিব্যাসদেব হুবহু গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অনুকরণ করিয়াছেন—ইহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। এজন্য ডক্টর রমা বসুও বিশেষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন,—"Harivyasadeva's doctrine has much in common with that of Baladeva. It is probable that he was influenced by the school of Baladeva.[১] * * * Harivyasadeva was deeply influenced by the Madhva and Caitanya schools of thought.[২] * * * We conclude, therefore, Harivyasadeva was deeply influenced by the Caitanya movement."[৩]

পরশুরাম, নামান্তর পরশুদেব (স্বভূদেবাচার্য, পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বৈষ্ণব প্রথম ?)—হরিব্যাসদেবের সাক্ষাৎশিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হ'ন। ইনি শ্রীনিম্বার্কের সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের উপর শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী-নামক টীকা রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদের অধিকাংশ মতবাদগুলি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি পরমতবাদসমূহের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

হরিবংশ (পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বৈষ্ণব দ্বিতীয় ?)—শ্রুত্যন্তসুর-দ্রুম (সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের বিস্তৃত ভাষ্য), অধ্যাত্মশুদ্ধা-

---

১। Doctrines Of Nimbarka and his followers by Dr. Roma Bose, M. A., D. Phil. (Oxon.), Vol. III, P. 133, Calcutta 1943 ; ২। Ibid, p. 138 ; ৩। Ibid, p. 140.

তরঙ্গিণী (লঘু-স্তবরাজ-স্তোত্রের ভাষ্য বা টীকা), মুকুন্দ-মহিমা-স্তব, পরতত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমাধব-মুকুন্দ—পরপক্ষগিরিবজ্র-নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মাধব-মুকুন্দের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল বা চরিত-সম্বন্ধে কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। পরপক্ষগিরিবজ্রে কেবলাদ্বৈতবাদই হইল প্রতিপক্ষরূপ পর্বত ; উহার ভেদকারি-বজ্ররূপে মাধব-মুকুন্দের ন্যায়যুক্তি ও সূক্ষ্মবিচার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

শ্রীবনমালী মিশ্র—শ্রীবৃন্দাবনের নিকট কোন এক গণ্ডগ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'বেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ'-নামক সপ্ত-অধ্যায়াত্মক-গ্রন্থে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশুকদেব—ইনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তপ্রদীপ-নামক দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তানুযায়ী টীকা রচনা করিয়াছেন ; টীকার প্রারম্ভে ও উপসংহারে শ্রীনিম্বভাস্কর ও পূর্বাচার্যগণের বন্দনা আছে।

শ্রীঅনন্তরাম—বেদান্ততত্ত্ববোধ (গদ্যাংশ), বেদান্তরত্নমালা, তত্ত্ব-সিদ্ধান্তবিন্দু (২০টি শ্লোক), শ্রুতিসিদ্ধান্তরত্নমালা, বেদন্তসার-পদ্মমালা (২০টি শ্লোক), শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভূষণ-স্তোত্র (১২টি শ্লোক), শ্রীমুকুন্দ-শরণাপত্তি-স্তোত্র (১৭টি শ্লোক), আচার্য-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কশরণজী—সংক্ষেপ-পদ্ধতি-গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীগোপেশ্বরশরণজী—চৌষট্টি-প্রশ্ন (গ্রন্থ) রচনা করেন।

(৭) শ্রীরামানন্দ-স্বামিচরিত

প্রয়াগবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় এক কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণের গৃহে ১৩৫৬ বিক্রমসংবতে (= ১৩০০ খ্রীঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীর বৃহস্পতিবারে

শ্রীরামানন্দ প্রয়াগধামে আবির্ভূত হন।[১] কোন কোন গবেষকগণের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীরামানন্দের আবির্ভাবকাল।[২] কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামানন্দের পূর্বনাম ছিল শ্রীরামদত্ত। তিনি প্রয়াগ হইতে কাশীতে গমন করিয়া শঙ্কর-বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শঙ্করসম্প্রদায় হইতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'রামভারতী' নামে পরিচিত হ'ন।[৩] তৎপরে শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীরাঘবানন্দস্বামীর সঙ্গফলে শ্রীবৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীরাঘবানন্দের নিকট হইতে ষড়ক্ষর রাম-মন্ত্র ও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া 'রামানন্দদাস' নাম প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীরামানন্দ যোগসাধনার দ্বারা অনেকপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গারোণগড়ের রাজা পীপাজী (১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম)[৪] শ্রীরামানন্দের আশ্রিত হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক শ্রীরামানন্দের অনুগমন করেন। শ্রীরামানন্দ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া জৈনাদি অবৈদিক মতসমূহ খণ্ডন করেন এবং পরে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করেন। বার্তিকপ্রকাশ ও রামানন্দ-দিগ্‌বিজয়ের মতে শ্রীরামানন্দ ১৪৮ বৎসর জগতে প্রকট ছিলেন। ১৫০৫ বিক্রম-সংবতে (= ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় অযোধ্যায় তাঁহার

১। ইহা নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমালের বার্তিকপ্রকাশ-টীকাকার (২৭০ পৃঃ) ও শ্রীরামানন্দদিগ্বিজয়ের (১৫ পৃঃ) রচয়িতা ত্রিবেদী ভগবদ্দাস ব্রহ্মচারীর মত, কিন্তু শ্রীরামানন্দের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে ; ২। ডক্টর ফর্কুহার ১৪০০—১৪৭০ খ্রীঃ নিরূপণ করিয়াছেন—Vide, An Outline of Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, 1920, p. 381 ; ৩। শ্রীগোপালদাসজীকৃত 'বৈষ্ণবধর্মরত্নাকর'(সংস্কৃত ও হিন্দী)—মুম্বই লক্ষ্মী-বেঙ্কটেশ্বর-সং, ৮৪ ও ৯৮ পৃঃ, ১৮৫৪ শকাব্দা দ্রষ্টব্য ; ৪। Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr J. N. Farquhar 1920, p. 381.

তিরোভাব হয়। শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসবলেখকের[১] মতে ১৪৬৭ বিক্রম-সংবতে (=১৪১০ খ্রীঃ) চৈত্রী শুক্লা তৃতীয়ায় রামানন্দের নির্যাণ হয়।

গুরুপরম্পরা—বার্তিকপ্রকাশ-টীকায়[২] শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিতক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে,—(১) শ্রীরামানুজাচার্য, (২) গোবিন্দ, (৩) কুরেশ, (৪) পরাশর, (৫) নিগমান্ত-যোগী, (৬) লোকাচার্য, (৭) দেবাধিপাচার্য, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরমুনি, (১০) পুরুষোত্তম, (১১) গঙ্গাধর, (১২) সদাচার্য, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) দ্বারানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) শ্যামানন্দ, (১৭) শ্রুতানন্দ, (১৮) নিত্যানন্দ, (১৯) পূর্ণানন্দ, (২০) শ্রিয়ানন্দ, (২১) হরিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ।

গুজরাটী ভাষায় লিখিত রামানন্দ-ধর্মপ্রকাশ-নামক শ্রীরামানন্দ-চরিত-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরামানন্দ কাশীতে গিরিজাশঙ্কর-নামক এক শৈবসন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-সংস্কার লাভ করিয়া 'রাম-ভারতী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন শ্রীরামানন্দ শিষ্যবর্গসহ দক্ষিণদেশে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় দাক্ষিণাত্য-বাসী শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্যগণ শ্রীরামানন্দকে পতিতোপদেষ্টা অর্থাৎ শ্রীরামানুজাচার্যের মত হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া স্ব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহাতে শ্রীরাঘবানন্দজী, শিষ্য শ্রীরামানন্দকে তাঁহার নিজনামেই স্বতন্ত্র-সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে বলেন। কিন্তু

১। শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসব (অগস্ত্য-সংহিতান্তর্গত) পণ্ডিত রামনারায়ণদাসজীকৃত ভাষাটীকাসহ, ৪৯ পৃঃ, রণহর পুস্তকালয়, ডাকোর ১৮২৮ শকাব্দা; ২। সীতারাম-শরণভগবান্‌প্রসাদকৃত বার্তিকপ্রকাশ (নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমালের উপর প্রিয়াদাস-জীর 'ভক্তিরসবোধিনী' বা কবিত্তটীকার টীকা)—সটীক-শ্রীভক্তমাল, ২৬৬ পৃঃ, লক্ষ্ণৌ নবলকিশোর প্রেস, ১৯১৩ খৃীঃ।

আর এক শ্রেণীর শ্রীরামানন্দিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামানন্দ—শ্রীরামাবতার, সুতরাং তিনি উর্দ্ধতন আচার্যের অধীনতা স্বীকার না করিয়াই স্বতন্ত্র-সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে পারেন।

শ্রীরামানন্দকৃত গ্রন্থাবলী

রামানন্দিগণ বলেন, শ্রীরামানন্দস্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রতিপাদক 'আনন্দভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য এবং বৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর-নামক আর একটি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উভয় গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছিল। রামানন্দিগণের মতে শ্রীরামানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। 'রামরক্ষা'-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থও শ্রীরামানন্দস্বামীর নামে আরোপিত হয়। রামকবীর হিন্দীতে উক্ত গ্রন্থের ভাষানুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রামতাপিন্যুপনিষদ্, বাল্মীকি-রামায়ণ, অগস্ত্য-সংহিতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, রামপটল, রামপদ্ধতি, রাম-সহস্রনাম, রামস্তবরাজ প্রভৃতি গ্রন্থ রামানন্দিসম্প্রদায়ের মতপোষক প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বত-পঞ্চরাত্রকেও শ্রীরামানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দের নামে আরোপিত মতবাদ

শ্রীরামানন্দস্বামী বলেন,—ব্রহ্মমীমাংসাবিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তই সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি-শাস্ত্রে সমন্বিত হয়; কেবলা-দ্বৈতমতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় হয় না। "এবঞ্চাখিলশ্রুতিস্মৃতীতিহাস-পুরাণ-সামঞ্জস্যাদুপপত্তিবলাচ্চ বিশিষ্টাদ্বৈতমেবাস্য ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রস্য বিষয়ো ন তু কেবলাদ্বৈতম্।"[১]

১। (ক) ব্র সূ ১।১।১—আনন্দভাষ্য; (খ) রামদাসগৌড়সম্পাদিত 'হিন্দুত্ব' (১ম সং, কাশী ১৯৯৫ বিক্রমসংবৎ) নামক-গ্রন্থে 'স্বামী রামানন্দজী'-প্রবন্ধ (৬৮৪—৬৮৭ পৃঃ) এবং পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণবদাস ত্রিবেদী, ন্যায়রত্ন, বেদান্ততীর্থ-লিখিত 'কল্যাণ'-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি-অবলম্বনে।

ব্রহ্ম—শ্রীরামচন্দ্রই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ; তিনি মহাপুরুষাদি-শব্দের দ্বারা বিদিত, নিখিল দোষ হইতে নিত্য নির্মুক্ত এবং অসমোর্ধ্ব, অশেষ, অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর শ্রীভগবান্। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, জগতের কারণ এবং একাধারে নির্গুণ ও সগুণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে সেই শ্রীরামই জগৎকারণ-ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। 'সগুণ' বলিতে তিনি দিব্য বা অতিমর্ত্যগুণশালী, আর 'নির্গুণ' বলিতে তাঁহা হইতে সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণসমূহ নিত্য নির্গত, ইহাই বুঝায়। নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের রাহিত্যই তাঁহার নির্গুণতা আর দিব্য-গুণশালিতাই তাঁহার সগুণতা। নির্গুণতা—প্রাকৃতগুণনিষেধক এবং সগুণতা—অপ্রাকৃতগুণব্যঞ্জক। এইরূপে সমগ্র বেদান্তদর্শনে সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মশব্দশ্চ মহাপুরুষাদিপদবেদনীয়-নিরস্তনিখিলদোষমনবধিকাতি-শয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণগণং ভগবন্তং শ্রীরামমাহ।[১]

এবঞ্চ সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমজ্জগৎকারণনির্গুণসগুণাদিপদবাচ্যং শ্রীরামতত্ত্বং তদেব জগৎকারণং ব্রহ্মেত্যুচ্যতেঽনেন সূত্রেণ।[২]

নির্গতা নিকৃষ্টাঃ সত্ত্বাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা যস্মাত্তন্নির্গুণমিতি ব্যুৎপত্তে-র্নিকৃষ্টগুণরাহিত্যমেব নির্গুণত্বম্।[৩]

দিব্যগুণবত্ত্বেন চ সগুণত্বমিত্যুভয়থৈকস্যৈব ব্রহ্মণো নির্দেশ ইতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্।[৪]

এবঞ্চাস্যাঃ শারীরকব্রহ্মমীমাংসায়া উপক্রমোপসংহারয়োর্ব্রহ্মণঃ শেষিত্ব-সগুণত্বাদিপ্রতিপাদকতয়া তন্মধ্যভূতানামপি সূত্রাণাং সন্দংশপতিত-ন্যায়েন তৎপ্রতিপাদকত্বমেবেতি মন্তব্যম্।[৫]

১। ব্র সূ ১।১।১—আনন্দভাষ্য ; ২। ঐ, ১।১।২ ঐ ; ৩। ঐ ; ৪। ঐ ; ৫। ঐ, রামদাসগৌড়-সম্পাদিত হিন্দুত্ব-নামক হিন্দী-গ্রন্থে 'স্বামী রামানন্দজী'-প্রবন্ধধৃত আনন্দভাষ্যের উদ্ধৃতি, ৬৮৫, ৬৮৬ পৃঃ, কাশী ১৯৯৫ সম্বৎ।

শ্রীরামানন্দস্বামীর মতে শ্রীরামচন্দ্রই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। জীবগণের বহুত্ব ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ বর্তমান। জীবের স্বরূপতঃ অণুত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত। শ্রীরামানন্দস্বামী বিবর্তবাদ অর্থাৎ জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও অনির্বাচ্য-বাদকে খণ্ডন এবং সংখ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কর্মকে ভক্তির অঙ্গ এবং ভক্তি ও প্রপত্তিকে মোক্ষের অব্যবহিত উপায় বলেন। তিনি সদ্যোমুক্তি স্বীকার করেন নাই এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।[১] শ্রীরামানন্দ ভক্তিকে উপায় বা সাধন এবং মোক্ষকে উপেয় বা সাধ্য বলায় তাঁহার মতকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বলা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধিরহিত ভক্তিরই সাধ্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ বহুশিষ্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য দ্বাদশ জন। এই দ্বাদশজন শিষ্য শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের লেখকগণের মতে বিভিন্ন দেবতা ও দিব্যসূরির অবতার—(১) অনন্তানন্দ, (২) 'সুরানন্দ', (৩) সুখানন্দ, (৪) নরহরি, (৫) যোগানন্দ, (৬) পীপা, (৭) কবীর, (৮) ভবানন্দ, (৯) সেনভক্ত, (১০) ধনা, (১১) গালব ও (১২) রমাদাস বা রৌদাস।

শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ে শ্রীরামচন্দ্র মুক্তিদাতৃরূপেই পূজিত হ'ন। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীরের মতে নির্বিশেষোপলব্ধিই চরম লক্ষ্য। এইজন্য আধুনিক রামানন্দিগণ দুইজন কবীরের কল্পনা করিয়া নির্বিশেষ-বাদী কবীরকে কবীরপন্থিদলের প্রবর্তক এবং পূর্ববর্তী মূল-কবীর বা শ্রীরামকবীরকে রামানন্দী বৈষ্ণব বলিয়াছেন।

১। রামদাসগৌড়-সম্পাদিত 'হিন্দুত্ব', ৬৮৪—৬৮৭ পৃঃ।

শ্রীরামানন্দের মত যে শ্রীরামানুজাচর্যের সিদ্ধান্ত, উপাসনা-প্রণালী ও আচার-বিচার হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিকরূপে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনাই প্রচলিত। কিন্তু শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ে শ্রীসীতা-রামের উপাসনাই মুখ্যভাবে প্রবর্তিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামানন্দি-সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তির পরিবর্তে নির্বিশেষ মত প্রবিষ্ট হইয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামদাস বিশ্বাসের বৃত্তান্ত আলোচ্য।[১]

শ্রীরামানন্দোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা হিন্দীভাষায়ই অধিকতরভাবে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের সাহিত্য দৃষ্ট হয়। শ্রীরামানন্দের শিষ্য পীপা, রৌদাস, সেন-প্রমুখ ভক্তগণের লিখিত স্তোত্র ও দোঁহাদি এবং পরবর্তিকালে তৎ-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কবি শ্রীতুলসীদাস(১৫৩২—১৬২৩ খ্রীঃ)[২]-লিখিত দোঁহা, গীতাবলী, রামচরিতমানস (তুলসী-রামায়ণ), বিনয়-পত্রিকা প্রভৃতি হিন্দীগ্রন্থ, নাভাজী(১৬০০ খ্রীঃ)-লিখিত হিন্দীভক্তমাল, মুলুকদাস (১৫৭৪—১৬৮২ খ্রীঃ)-লিখিত কবিতাবলী, প্রিয়াদাস (১৭১২ খ্রীঃ)-লিখিত নাভাজীর হিন্দীভক্তমালের উপর ভক্তিরসবোধিনী-টীকা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

১। চৈ চ অ ১৩।১০৯,১১০;

২। শ্রীতুলসীদাস—শ্রীরামানন্দস্বামীর পর সপ্তম অধস্তন বলিয়া কথিত। শ্রীরামানন্দের শিষ্য—(১) সুরসুরানন্দ, (২) মাধবানন্দ, (৩) গরীবানন্দ, (৪) লক্ষ্মীদাস, (৫) গোস্বামিদাস, (৬) নরহরিদাস ও (৭) তুলসীদাস। মতান্তরে ইনি ১৫৫৪ সংবৎ= ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের নিকটবর্তী বাঁদা জিলার রাজাপুর (?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীতে বিদ্যাধ্যয়ন ও তৎপরে বিবাহ করেন। অত্যন্ত স্ত্রৈণ বলিয়া স্ত্রী ভর্ৎসনা করায় সংসার ত্যাগ এবং তীর্থভ্রমণ করিবার পর অযোধ্যায় আসিয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামচরিতমানস রচনা আরম্ভ করেন। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাসের কাশীলাভ হয়।

(৮) শ্রীবল্লভাচার্য-চরিত

১৫২৯ বিক্রমাব্দে (=১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে), মতান্তরে[১] ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে (=১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মধ্যপ্রদেশের রায়-পুরের নিকট চম্পারণ্য-নামক বনে শ্রীবল্লভভট্ট আবির্ভূত হ'ন। শ্রীবল্লভের পিতার নাম—লক্ষ্মণভট্ট ও মাতার নাম—যল্লমাগারু। লক্ষ্মণভট্ট যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ভরদ্বাজ-গোত্রীয় আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন।

লক্ষ্মণভট্ট আদি-বাসস্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীকাশীধামে হনুমানঘাটে আসিয়া বাস করেন। মুসলমানগণের দ্বারা কাশী আক্রমণের জনরব শুনিয়া সাত মাসের গর্ভবতী পত্নীসহ স্বদেশাভিমুখে পলায়নকালে পথে চম্পারণ্যে শ্রীবল্লভের আবির্ভাব হয়। বল্লভ শৈশবকালে শ্রীকাশীধামে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দ-যতির নিকট বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণদেশে বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ বিজয়নগরে মাতুলের গৃহে উপস্থিত হ'ন এবং বিজয়নগরের রাজসভায় সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীব্যাসতীর্থের সহিত শ্রীবল্লভের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীবল্লভ তথায় মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন এবং রাজা কৃষ্ণদেব শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে শ্রীবল্লভভট্টের 'কনকাভিষেক' সম্পাদন ও আচার্য-পদবী প্রদান করেন। শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয় করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ তিনবার পর্যটন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পর্যটনের পর ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কাশীতে বিবাহ করেন। কাশীর ন্যায় তীর্থ-স্থানে গৃহস্থাশ্রমী হইয়া বাস করা সঙ্গত নহে বিচার করিয়া তিনি প্রয়াগে ত্রিবেণীর অপর পারে আড়াইল-গ্রামে গিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন।

১। See the 'Birth-date of Vallabhacarya' by G. H. Bhatt, M. A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth A. I. O, C., Trivandrum 1937' pp. 595—599.

নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবর্ধনে আগমন করেন এবং পূর্ণমল্ল-নামক এক বণিককে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া



শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রচারক শ্রীবল্লভাচার্য

তাঁহার দ্বারা গোবর্ধন-পর্বতের উপর এক মন্দির নির্মাণ করান। তথা হইতে পুনরায় কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পঞ্চগঙ্গাঘাটে কাশীর মায়াবাদী

সন্ন্যাসিগণকে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহার পর বল্লভ গোকুলে বাসস্থান স্থাপন করিয়া শ্রীগোবর্ধনপর্বতস্থ নূতন মন্দিরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের পূর্বাবিষ্কৃত শ্রীগোপালকে পুনঃসংস্থাপন করেন এবং পুরীপাদের গৌড়ীয় শিষ্যগণকে শ্রীগোবর্ধনজীর সেবায় পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত রাখেন। ইহার পর তিনি সপত্নীক আড়াইলগ্রামে আসিয়া বাসকালে ১৪৩২ শকাব্দায় (=১৫১০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ব্রজমণ্ডল, বারাণসী, পুরী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া সকুটুম্ব চরণাদ্রিতে গমন করেন। তথায় ১৪৩৭ শকাব্দায় (=১৫১৫ খ্রীঃ) শ্রীবল্লভাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ আবির্ভূত হ'ন। শ্রীবল্লভ আড়াইলে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের 'সুবোধিনী'-টীকা সম্পূর্ণ করেন এবং একাদশের টীকা আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্যের গৃহে পদার্পণপূর্বক সপুত্রক শ্রীবল্লভকে কৃপা ও মহাভাগবত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া-ছিলেন।[১] ইহার পর পুনরায় শ্রীবল্লভ পুরীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব 'শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ একমাত্র শ্রীশ্যামসুন্দর-শ্রীযশোদানন্দন এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণই পরমধর্ম তথা শ্রীধরস্বামিপাদকে লঙ্ঘন না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন করাই কর্তব্য' প্রভৃতি বিষয়ে কৃপোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বৎসল-রসে শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরের নিকট হইতে কিশোরগোপাল-মন্ত্র গ্রহণপূর্বক মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন।[২]

১। (ক) চৈ চ ম ১৯।৮৪ ; (খ) আমেদাবাদ বীরবিজয় প্রেস হইতে লল্লুভাই ছগনমল দেশাই-কর্তৃক ১৯৯০ সম্বতে মুদ্রিত 'শ্রীবল্লভাচার্যজীকী নিজবার্তা'-নামক পুস্তকে এবং কাঁকরোলী বিদ্যাবিভাগ হইতে প্রকাশিত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে' (৮০ পৃঃ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের আড়াইল-গ্রামে পদার্পণের কথা লিপিবদ্ধ আছে ; ২। চৈ চ অ ৭।১৬৭

সংস্কৃত 'বল্লভদিগ্বিজয়ে'র মতে শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীমাধবেন্দ্র-যতির নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া 'পূর্ণানন্দ' সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হ'ন এবং কাশীর হনূমানঘাটে সন্ন্যাসগ্রহণ-দিবস হইতে চত্বারিংশত্তম দিবসে গঙ্গায় নাভি-মাত্র জলে অবস্থানপূর্বক শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ১৫৮৭ সংবতে (=১৫৩১ খ্রীঃ) আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির মধ্যাহ্নকালে অন্তর্হিত হ'ন। সেই সময় শ্রীগোপীনাথজী নিকটে ছিলেন। শ্রীগোপী-নাথ শ্রীগোবর্ধনস্থ শ্রীনাথজীর সেবা করেন এবং পরে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তথায় অন্তর্হিত হ'ন।

গুরুপরম্পরা[১]—শ্রীনারায়ণ, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, আদি-শ্রীবিষ্ণুস্বামী (ত্রিদণ্ডিহংস) ও তৎপরে ৭০০ আচার্য, শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী (২য়, ইনিও আন্ধ্র ত্রিদণ্ডি), শ্রীবিল্বমঙ্গল[২], শ্রীদেবমঙ্গল, শ্রীপ্রভু-বিষ্ণুস্বামী (৩য়), শ্রীগোবিন্দাচার্য, শ্রীবল্লভদীক্ষিত, শ্রীযজ্ঞনারায়ণ-ভট্ট, শ্রীগদাধর সোম-যাজী, শ্রীগণপতিভট্ট, শ্রীবালংভট্ট, শ্রীলক্ষ্মণভট্ট ও শ্রীবল্লভাচার্য।

শ্রীবল্লভাচার্য বেদান্তের অর্থনির্ণয়বিষয়ে শ্রীব্যাসদেবকেই গুরু বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন,—"ব্যাসোঽস্মাকং গুরুঃ"[৩] এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট হইতে শ্রাবণী শুক্লা একাদশীতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন,—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যা মহানিশি।
সাক্ষাদ্ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥[৪]

১। শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়, ১ম ও ২য় অবচ্ছেদ, শ্রীনাথদ্বার ১৯৭৫ সংবৎ; ২। শ্রীবল্লভাচার্য তৎকৃত তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধের ১।১০০ শ্লোকের স্বকৃত প্রকাশাখ্য-ব্যাখ্যায় শ্রীবিল্বমঙ্গলকে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিল্বমঙ্গল হইতে স্বমতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন—'তত্ত্বার্থদীপ', হরিশঙ্কর ওঙ্কারজী শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ১৬৫,১৬৬ পৃঃ, মুম্বই ১৯৪৩ খ্রীঃ; ৩। তত্ত্বদীপনিবন্ধ, শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ৮৩ শ্লোকের প্রকাশটীকা; ৪। শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সিদ্ধান্তরহস্য, ১ম শ্লোক।

শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীবল্লভকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগ বলিয়াছেন, অপর এক শ্রেণী শ্রীবল্লভের গ্রন্থধৃত-মত হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপেই মনে করেন।[১]

শ্রীবল্লভ-গ্রন্থাবলী

শ্রীবল্লভাচার্য ৮৪ খানি[২] গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি বর্তমানে পাওয়া যায়। শ্রীবল্লভাচার্যের সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত-ভাষায় রচিত। শ্রীব্রহ্মসূত্রানুভাষ্য, জৈমিনি-সূত্রভাষ্য বা পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্য (ইহার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি বোম্বাই-স্থিত পণ্ডিত গট্টুলালজীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে), শ্রীসুবোধিনী (শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা—প্রথম তিন স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা, চতুর্থ স্কন্ধের ছয়টি অধ্যায়ের টীকা, দশম স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা এবং একাদশ স্কন্ধের চারিটি অধ্যায়ের টীকা মাত্র পাওয়া যায়), শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সূক্ষ্মটীকা', তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ('শাস্ত্রার্থ', 'সর্বনির্ণয়' ও 'ভাগবতার্থ'-নামক তিনটি প্রকরণে বিভক্ত), স্বকৃত তত্ত্বার্থ-দীপ-নিবন্ধের 'প্রকাশ'-নামক ব্যাখ্যা, ষোড়শগ্রন্থ (—শ্রীযমুনাষ্টক, বালবোধ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদা-ভেদ, বিবেক-ধৈর্যাশ্রয়, সিদ্ধান্ত-রহস্য, নবরত্ন, অন্তঃকরণ-প্রবোধ, শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকী, ভক্তিবর্ধিনী, পঞ্চপদ্য, সন্ন্যাস-নির্ণয়, নিরোধ-লক্ষণ, সেবাফল, জলভেদ), পত্রাবলম্বন, শ্রুতি-গীতা, শিক্ষা-শ্লোক, শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য, শ্রীমধুরাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণজন্মপত্রিকা, পুরুষোত্তম-নামসহস্র, সেবাফল-বিবরণ, পরিবৃঢ়াষ্টক, শ্রীনন্দকুমারাষ্টক,

১। Vide, the article 'Visnusvami and Vallabhacarya' by Prof. G. H. Bhatt, M.A., pp. 449—465, published in the Proceedings and Transactions of the Seventh A. I. C. C., Baroda, Dec. 1933 (Oriental Institute, Baroda 1935); ২। ৮৪ সংখ্যাটি বল্লভ-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষত্ব বা বিশিষ্টভাবজ্ঞাপক সংখ্যা, সুতরাং ৮৪ সংখ্যক গ্রন্থ বলিতে বহু গ্রন্থ—এই অর্থও হইতে পারে।

শ্রীগিরিরাজধার্যাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণাষ্টক, শ্রীগোপীজনবল্লভাষ্টক, পঞ্চশ্লোকী, গায়ত্রীভাষ্য. ত্রিবিধলীলানামাবলী, শ্রীভগবৎপীঠিকা ইত্যাদি।

শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনিসূত্র-ভাষ্য ও সুবোধিনী—এই তিনখানি গ্রন্থই বর্তমানে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য 'অণুভাষ্য' গ্রন্থ সম্পূর্ণ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী অণুভাষ্যের অসম্পূর্ণ পুঁথি (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সূত্র পর্যন্ত) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট অংশের ভাষ্য তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া 'অণুভাষ্য'-গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। শ্রীমূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা-প্রমুখ কাহারও কাহারও মতে শ্রীবল্লভাচার্য প্রথমে 'বৃহদ্‌ভাষ্য' নামে শ্রীব্রহ্মসূত্রের একটি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথজীর বিধবা পত্নী শ্রীবল্লভকৃত গ্রন্থ-রাজির পুঁথিসমূহ সংগোপন করিয়া ফেলেন বলিয়া শ্রীবিট্ঠলনাথজী উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং ঐ গ্রন্থসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবল্লভাচার্যের সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম—বেদান্তে যিনি 'ব্রহ্ম', স্মৃতিতে তিনি 'পরমাত্মা', শ্রীভাগবতে তিনিই 'ভগবান্'[১]; জ্ঞানমার্গীয় সাধনে—ব্রহ্ম'-স্ফূর্তি, মর্যাদামার্গীয় ভক্তিতে—'পরমাত্ম'-স্ফূর্তি এবং শুদ্ধপ্রেমে —'ভগবৎ'-স্ফূর্তি। মূলপুরুষ ভগবানের চারিটি স্বরূপ—প্রথম ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমস্বরূপ', দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'অক্ষর-ব্রহ্ম', তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানিগণের জ্ঞানমার্গে—নির্বিশেষতুল্য স্ফূর্তি, ভক্তগণের—ব্যাপি-বৈকুণ্ঠরূপস্ফূর্তি এবং চতুর্থ—অন্তর্যামিস্বরূপ।[২]

১। তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধ ১৬; ২। শ্রীবালকৃষ্ণভট্টকৃত প্রমেয়রত্নার্ণবে মূলস্বরূপ-নিরূপণ ১১—১৫ পৃঃ, কাশী-সং ১৯০৬ খৃীঃ।

মায়া—পরব্রহ্মের 'শক্তি', তাহার 'ব্যামোহিকা' (জীব-মোহন-কারিণী) ও 'আচ্ছাদিকা' (সত্যপ্রতিম অসত্যরচনার দ্বারা সত্য-আচ্ছাদনকারিণী)-ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি; স্বপ্নসৃষ্টি, ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্টি, বিবর্ত-সৃষ্টি—এই তিনটি মায়াজন্য সৃষ্টি; কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মজন্য সৃষ্টি।[১]

জীব—বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তিরোভূত-আনন্দাংশরূপ 'চিদংশ'[২], নিত্য সত্য; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আনন্দাংশের তিরোভাবহেতু মায়ার বশীভূত; অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহের দাহকত্বহেতু অগ্নিসংজ্ঞাবৎ জীবে প্রমাতৃত্বজ্ঞাতৃত্বাদি ভগবদ্ধর্ম-নিবন্ধন জীবের 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা। ভগবৎকৃপায় জীবে তিরোভূত-আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে ব্যাপকতাধর্ম লাভ হয় অর্থাৎ কাষ্ঠে অনল-প্রবেশের ন্যায় জীব ব্রহ্মাত্মক হয়, জীবের প্রতি লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু আত্ম-স্বরূপ নষ্ট হয় না।[৩]

জগৎ—ভগবৎকার্য, ভগবদ্রূপ, ভগবানের মায়াশক্তিদ্বারা রচিত; জগদ্রূপ-কার্যের উপাদান ও নিমিত্তকারণ—ব্রহ্ম; মায়া—জগৎকারণ নহে; ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত-পরিণামপ্রাপ্ত; জগৎ—ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য সত্য[৪]; সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রূপ-কার্য সর্বকারণ-ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে, সৃষ্টির পরে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[৫]

মর্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ

শ্রীবল্লভাচার্য বলিয়াছেন, 'ভক্তিপথ—মর্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসন-অনুযায়ী যে বৈধীভক্তি, তাহাই মর্যাদা-মার্গ; আর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহমাত্র-লাভৈকহেতুকা যে ভক্তি তাহাই

১। সুবোধিনী ২।৯।৩৩; ২। ত দী নি ১।২৭—৩০; ৩। অণুভাষ্য ২।৩।২০,৪৩—৪৫,৪৮,৫০; ত দী নি ১।৫৩,৫৪; ৪। ত দী নি ১।২৩; ৫। অণুভাষ্য ১।১।৩; ত দী নি ১।২৩,২৪

পুষ্টিমার্গ।' শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীবল্লভাচার্যের কথিত উক্ত 'মর্যাদামার্গ' ও 'পুষ্টিমার্গ'কে যথাক্রমে স্বসম্প্রদায়ের 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভক্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১] শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "পোষণং তদনুগ্রহঃ"[২]—এই বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহরূপা ভক্তিই শ্রীবল্লভ-প্রপঞ্চিত পুষ্টি-ভক্তি। শ্রীগৌড়ীয়রসিকগণের সিদ্ধান্তসম্মত শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত পুষ্টি-পরাকাষ্ঠার অধিকতর উৎকর্ষ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে,—"পোষণেঽপি তদেব মুখ্যং প্রয়োজনম্। পোষণ-শব্দেন হ্যনুগ্রহ উচ্যতে, তস্য চ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স্বপ্রীতিদান এব।"[৩]

শ্রীবল্লভাচার্যের মতের কএকটি বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীবল্লভ বেদের পূর্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড, উভয়কেই সংযুক্তভাবে স্বীকার করেন। শ্রীজৈমিনি বেদের কেবল পূর্বকাণ্ডকে স্বীকার করিয়া উত্তরকাণ্ডকে ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য পূর্বকাণ্ডকে বর্জন করিয়া উত্তরকাণ্ডকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য বলেন, ইহাতে পূর্ণাঙ্গ-বেদের অঙ্গকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার মতে বেদের উভয় কাণ্ডই পরস্পর সহযোগী এবং উত্তরোত্তর পূর্বপূর্বের মীমাংসক, যেমন—শ্রুতির "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা"[৪]-মন্ত্র পাঠ করিয়া যদি কেহ পরব্রহ্মকে হস্তপদাদিহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে তাঁহাকে শ্রীগীতার "সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ"[৫]-বাক্যের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আবার যদি শ্রীগীতার কোন বাক্যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবলম্বনে উহা নিরাকরণ করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মসূত্রের কোন সিদ্ধান্তে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সমাধিভাষাদ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। একই পরব্রহ্ম বেদের

১। ভ র সি ১।২।২৬৯,৩০৯; ২। ভা ২।১০।৪; ৩। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৭ অনু, ১৮ পৃঃ; ৪। শ্বেতাশ্ব ৩।১৯; ৫। শ্রীগীতা ১৩।১৩

পূর্বকাণ্ডে যজ্ঞরূপে, উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে ও স্মৃতিতে পরমাত্মরূপে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্বকাণ্ডে যজ্ঞরূপী ভগবান্ যেরূপ পরব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ, উত্তরকাণ্ডে তাঁহার কেবলজ্ঞানস্বরূপটিও তদ্রূপ আংশিক প্রতীতিমাত্র, আর শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের পূর্ণপ্রতীতি প্রকটিত হইয়াছে।[১]

২। চিত্তপ্রসন্নতাদ্বারা কর্মনিষ্ঠা, সর্বজ্ঞতাদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নতাদ্বারা ভক্তিনিষ্ঠা পরীক্ষিত হয়।[২]

৩। জগৎ ও সংসার—এক নহে। জগৎ (পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ)—ব্রহ্মের কার্য, আর সংসার (জন্মমরণ-প্রবাহ)—জীবগত অবিদ্যারচিত। সংসারের উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব-মাত্র হয়। সংসারের শেষ আছে, কিন্তু জগতের শেষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন আত্মরতীচ্ছু হইয়া জড়-জীবাত্মক প্রপঞ্চে তিরোহিত-চিদানন্দাংশ প্রকট করান, তখন প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়।[৩]

৪। পরব্রহ্ম—স্বরূপলক্ষণে সচ্চিদানন্দময়, সাকার, সর্বব্যাপী, সর্ব-শক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ত্রিবিধভেদরহিত, সর্বাধার, মায়াধীশ, জগতের সমবায়ী ও নিমিত্তকারণ, সর্ববিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়, যুক্তির অগোচর, আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিশালী, স্বেচ্ছায় প্রকাশশীল, পরমকাষ্ঠাপন্ন, পুরুষোত্তম-শব্দবাচ্য নিত্যলীল শ্রীকৃষ্ণ।[৪] এই পরব্রহ্মই বহুভবনেচ্ছায় সকল-কারণ-কারণভূত অক্ষরব্রহ্মরূপে এবং সর্বনিয়মনাদি-কার্যসিদ্ধির জন্য সূর্যমণ্ডলে, পৃথিবীতে ও অধিদেবতাদিতে মুখ্য অন্তর্যামিরূপে আবির্ভূত হ'ন।[৫] অক্ষর ব্রহ্মের সদংশ হইতে জগৎ, চিদংশ হইতে অনন্ত জীব ও

১। শ্রীবল্লভাচার্য-বিরচিত সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধ, শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ৬—১২ শ্লোক ; ২। ঐ ১৭ শ্লোক ; ৩। ঐ ২৩,২৪ শ্লোক ; ৪। সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ —১।৪৪,৬৫—৭৭, ২।১, ৩।১১৭ ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—৩ শ্লোক ; অণুভাষ্য—৩।২।২৪ ; ৫। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ—২।১২১

আনন্দাংশ হইতে অন্তর্যামিস্বরূপ এবং স্বভাব, কাল ও কর্ম প্রকাশিত হয়। অক্ষর-ব্রহ্মই আনন্দময়ের পুচ্ছ, পরমাত্মা ইত্যাদি রূপে কথিত হ'ন। ইনিই জ্ঞানিগণের উপাস্য এবং জ্ঞানমার্গীয় মুক্তজীব এই অক্ষর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হ'ন।[১]

৫। জ্ঞানমার্গের সাধ্য—অক্ষর-ব্রহ্মে লয়; ইহাকে মায়াবাদিগণ ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বলে। ভক্তির সাধ্য—স্বরূপানন্দ বা সাযুজ্য; ইহাতে জীবের জীবত্বের লয় হয় না। জীবে যে আনন্দ-ভাবটি গুপ্ত থাকে, তাহাই ব্যক্ত হয়; ইহাকেই ব্রহ্মভাব বা সাযুজ্য বলে। বল্লভাচার্যের মতে ভক্তিই—সাধন, সাযুজ্য বা ব্রহ্মভাব—সাধ্য।[২]

৬। 'তত্ত্বমসি'-মন্ত্র জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের ঐক্য বা প্রতিবিম্ব-বাদ স্থাপন করে না। শঙ্করাচার্য তৎ (ব্রহ্ম)+ত্বম্ (জীব)+অসি এবং মধ্বাচার্য অতং+ত্বম্+অসি—এইরূপভাবে তত্ত্বমসি ও অতত্ত্বমসি পাঠ নির্ণয় করেন। কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য তত্ত্বম্+অসি=তস্য ভাবস্তং ভবসি—এইরূপ অর্থ করেন।[৩] অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবৎ প্রজ্ঞা-দ্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মগুণসারসম্পন্ন জীবে জড়বৈলক্ষণ্যকারী 'তত্ত্বমসি'[৪]-বাক্য শ্রুতির খণ্ডিতাংশমাত্র—মহাবাক্য নহে, পরন্তু "ঐতদাত্ম্যমিদং * * * তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—এই সম্পূর্ণ বাক্যই 'মহাবাক্য', তদ্দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, সত্যত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (সাম্যত্ব নহে) জ্ঞাপিত হইতেছে। 'তত্ত্বমসি'-শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের গুণসাম্যজ্ঞাপক অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বপ্রধান গুণই আনন্দ—জীবে সেই আনন্দময়তা সুপ্ত আছে, যখন তাহা জীবে ব্যক্ত হয়, তখনই তাহাতে ব্রহ্মসাম্যতা প্রকাশিত হয়। জাগতিক

১। সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ—১।২৫,২৬, ২।৯৮—১০৩,১২১; সুবোধিনী—১২।৪।২:,২।৭,৪৭; ২। সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ১।৪২,৪৬,৫০,৫১ শ্লোক; ৩। ঐ, ৬১ শ্লোক; ৪। অণুভাষ্য ২।৩।২৯

অবস্থানে জীবে সেই আনন্দ-গুণটি তিরোহিত, কিন্তু জীব আনন্দহীন নহে, আনন্দ তাহাতে অনুস্যূত আছে, যেরূপ—বালকে পুংস্ব শিশুকালে অনুস্যূত থাকে বলিয়াই যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়।

৭। যিনি বৈদিক গৌণমুখ্য-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের সহিত শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা হরির সেবা করেন, তিনি ভক্তিমার্গে উত্তম। যাঁহার জ্ঞানের সহিত ভক্তি আছে, কিন্তু প্রেম নাই—তিনি মধ্যম। যাঁহার শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানাভাব অথচ যিনি প্রেমের সহিত ভজন করেন, তিনি অধম এবং যাঁহার প্রেম ও জ্ঞান, উভয়ই নাই অথচ সেবা করেন, তাঁহার সেই ভক্তি-প্রয়াস পাপঘ্ন ও ধর্মজনক হইলেও তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। অতএব ভক্তির সহিত জ্ঞান ও প্রীতি অবস্থান করিবে। সুতরাং বল্লভাচার্যের মতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও প্রেম উত্তমা ভক্তির অঙ্গ।[১]

৮। প্রথমে বৈরাগ্য (বিষয়বিতৃষ্ণা), তৎপরে সাংখ্যজ্ঞান (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক-পূর্বক সর্বপরিত্যাগ), তদনন্তর একান্তে অষ্টাঙ্গযোগ, তদনন্তর তপ (বিচারপূর্বক আলোচনা বা একাগ্র ভাবে স্থিতি), অনন্তর ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনাদ্বারা পরমপ্রেম। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পঞ্চপর্বা বিদ্যাদ্বারা হরির সাক্ষাৎকার ও তাঁহাতে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাই মর্যাদা-মার্গীয় সাধনসম্পত্তি এবং এই সাধনের মোক্ষই সাধ্য। যিনি মুক্ত হন, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লয় অথবা ব্রহ্মভাব (জীব-স্বরূপে তিরোহিত-আনন্দাংশের আবির্ভাব) প্রাপ্ত হ'ন। একমাত্র হরিসেবাতেই উক্ত সাযুজ্য বা ব্রহ্মভাব লাভ হয়। মুক্ত জীব একমাত্র আত্মাতেই আনন্দানুভব করেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভক্ত অর্থাৎ পুষ্টি-মার্গীয় ভক্তগণের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা সর্বেন্দ্রিয়ে, অন্তঃকরণে ও স্বরূপে

১। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ১০১—১০৩ শ্লোক।

আনন্দানুভব করেন। এজন্য এইপ্রকার ভক্তগণের পক্ষে জীবন্মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎকৃপার সহিত গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।[১]

৯। যদি তপ ও বৈরাগ্যের সহিত শ্রবণাদি-ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার ফলস্বরূপ জন্মান্তরে জ্ঞানলাভ হয় এবং যদি তপ, বৈরাগ্য ও যোগযুক্ত শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রেমফল লাভ হয়। আর উক্ত পঞ্চাঙ্গ ব্যতীত কেবল শ্রবণকীর্তনাদির যে পরমপুরুষার্থসাধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্যই নিরূপিত হয়।[২]

১০। সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের গুণালাপ, তাঁহার নামোচ্চারণ, আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাধন। শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ, তিলকের দ্বারা ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধারণ, কণ্ঠে শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-মালাধারণ, অবিদ্ধা একাদশীব্রত, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন গৃহস্থগণের পক্ষেও বিশেষ কর্তব্য। সমস্ত বর্ণিগণের পক্ষেই তীর্থপর্যটন শ্রেষ্ঠ। পাঁচটি অবস্থায় তীর্থপর্যটনের উপকারিতা আছে—(১) মানসিক অশান্তি, (২) শ্রীহরির অর্চনে অযোগ্যতা, (৩) বিঘ্ন বা প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনা, (৪) সাংসারিক কর্তব্যের বাহুল্য, (৫) অপরের দ্বারা নির্যাতিত হইবার

১। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধে শাস্ত্রার্থ-প্রকরণ—৪৫,৪৬,৫০,৫১, সর্বনির্ণয়প্রকরণ—২১৮—২৪৬ শ্লোক ;

২। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থপ্রকরণ ১০৩ শ্লোক—

তপোবৈরাগ্যযোগে তু জ্ঞানং তস্য ফলিষ্যতি।
যোগযোগে তথা প্রেম স্তুতিমাত্রং ততোঽন্যথা॥

তপো বৈরাগ্যসহিতং চেৎ শ্রবণাদিকং ভবেৎ, তদা জন্মান্তরে জ্ঞানং ভবিষ্যতীতি জ্ঞাতব্যম্। যোগসহিতভজনে প্রেম। প্রথমস্য মধ্যমত্বং, মধ্যমস্যোত্তমত্বমিতি ক্রমঃ। মার্গাঙ্গাভাবে কেবলশ্রবণাদীনাং যৎ পরমপুরুষার্থসাধকত্বং নিরূপ্যতে তৎ ভগবৎ-স্তোত্র-নিরূপণম্।

আশঙ্কা। এই সকল ব্যাপারে সাধক স্থিরচিত্তে হরিসেবা করিতে পারেন না, সুতরাং তীর্থপর্যটনে চিত্তশুদ্ধি ও হরিসেবার সুযোগ হইতে পারে।[১]

সর্বাত্মদ্বারা গৃহ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রভাবে হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ। যদি তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহা-দিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। অহৈতুকভাবে সর্বপ্রযত্নে সর্বদা আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃত্তির জন্য ভাগবতপাঠ করিবে না। কোন ক্রমেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠনকে জীবিকায় পরিণত করিবে না।[২]

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবল্লভের মতের তুলনা

১। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্য 'জীব' ও 'জগতে'র মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপন করেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (কারণ) মায়িক উপাধিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ(প্রতীয়মান)-সত্য জীব ও জগদ্রূপ (কার্য)-দ্বৈতভাব সৃষ্টি করে।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্য ব্রহ্মের (কারণের) ন্যায় জীব ও জগতের (কার্যের) নিত্যসত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া মায়িক উপাধিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করেন। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের (কারণের) অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপনের জন্য জীব ও জগতের (কার্যের) মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের মায়িক উপাধিগ্রহণের (অশুদ্ধতার) কোনই প্রয়োজন নাই। মায়িক উপাধি-রহিত শুদ্ধব্রহ্মই তাঁহারই ন্যায় নিত্যসত্য জীব ও জগতে পরিণত

১। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে সর্বনির্ণয়প্রকরণ—২৪৬,২৪৭ শ্লোক; ২। ঐ, ২৫১—২৫৪ শ্লোক:

"অথবা সর্বদা শাস্ত্রং শ্রীভাগবতমাদরাৎ। পঠনীয়ং প্রযত্নেন সর্বহেতুবিবর্জিতম্॥ বৃত্ত্যর্থং নৈব যুঞ্জীত প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। তদভাবে যথৈব স্যাৎ তথা নির্বাহমাচরেৎ॥ ত্রয়ানাং যেন কেনাপি ভজন্ কৃষ্ণমবাপ্নুয়াৎ॥"—ঐ, ২৫৩,২৫৪ শ্লোক।

হইয়া এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে অবস্থান করেন। জীব ও জগৎ—ব্রহ্মই, তাহা দ্বিতীয় বস্তু নহে, সুতরাং অদ্বয়ত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না।

২। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সৎ বা সত্তা, কেবল চিৎ বা জ্ঞান এবং কেবল আনন্দ।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যমতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—ব্রহ্মের 'স্বরূপ' ও 'গুণ'। ব্রহ্ম—কেবল সত্তা নহেন, তিনি—সত্তাবান্; কেবল জ্ঞান নহেন, তিনি—সর্বজ্ঞ; কেবল আনন্দ নহেন, তিনি—আনন্দময়।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সমস্ত ভেদ-প্রতীতিই মিথ্যা, জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য পারমার্থিক 'সত্য' —জগৎ ও জীব 'মিথ্যা'।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের ইচ্ছাসঞ্জাত ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা নহে। ঘট-পটাদি বা জগৎ ও জীব—ব্রহ্মের বহুভবনেচ্ছা হইতে ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। সুতরাং তাহাদের সত্তা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ বিবর্ত বা মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ নিত্যসত্য, সংসার ('আমি', 'আমার'-অভিমান)—যাহা অবিদ্যাকৃত, তাহা মিথ্যা।

৪। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে আত্মা—এক অদ্বিতীয়।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে আত্মা—বহু ও অনন্ত।

৫। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে আত্মাই 'ব্রহ্ম' বলিয়া 'বিভু'।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে আত্মা কখনও ব্রহ্ম নহে, ইহা অণু; তবে আত্মা যখন ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা ব্রহ্মের বিভুত্বগুণ লাভ করে।

৬। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম—নির্গুণ; সগুণ-ব্রহ্ম, শবল-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—মায়াকৃত, তাহা ব্যবহারিক সত্যমাত্র; উপাসনার জন্য সগুণ-ব্রহ্মের কল্পনা, সুতরাং তাহা নির্গুণ-ব্রহ্মের গৌণপ্রতীতি।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে নির্গুণ ও সগুণ-ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। প্রাকৃতগুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম—'নির্গুণ' নামে অভিহিত এবং অপ্রাকৃত কল্যাণগুণগ্রামবিশিষ্ট বলিয়া তিনি 'সগুণ' নামে কথিত। ব্রহ্ম—সমস্ত বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়। সুতরাং একাধারে সগুণতা ও নির্গুণতা ব্রহ্মে সম্ভব। 'অপাণিপাদঃ'শ্রুতি তাঁহার প্রাকৃত পাণিপাদ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত হস্তপদ ও গুণের বিষয় কীর্তন করেন।

৭। (ক) শ্রীশঙ্কর-মতে ব্রহ্ম—'কেবলজ্ঞান', জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নহেন।

(খ) শ্রীবল্লভ-মতে ব্রহ্ম—চিন্মাত্র নহেন, তিনি সমস্তই ; আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, রসাত্মক, সদানন্দ।

৮। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জগতের সৃষ্টি ও লয়—মায়াকৃত।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'সৃষ্টি' এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'লয়'। আবির্ভাব-শক্তি ব্রহ্ম হইতে নিত্যসত্য জগৎকে প্রকাশিত করেন এবং তিরোভাব-শক্তি নিত্যসত্য জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া অপ্রকাশিত রাখে।

৯। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'মোক্ষ'-অর্থে চিন্মাত্রোপলব্ধি অর্থাৎ নাম-রূপবিহীন কেবল-বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাত্বজ্ঞানরূপ দ্বৈতভাব বা মায়িক উপাধি বিনষ্ট হয়, তাহাই মোক্ষের সাধক।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বা সাযুজ্যই মোক্ষ ; তদ্দ্বারা নামরূপবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া যাইতে হয় না, তাহা পরব্রহ্মে 'গুণাতীত প্রবেশ', সাক্ষাদ্ভগবদ্ভজনোপযোগী ভগবদ্বিভূত্যাত্মক-দেহেন্দ্রিয়-প্রাণান্তঃকরণ-জীবাত্মকস্বরূপ-প্রাপ্তি এবং পূর্ণানন্দাত্মক পুরুষো-ত্তমের সহিত মনোবাক্যের অবিষয় আনন্দের উপলব্ধি ও তদ্রূপ আনন্দময়তা প্রাপ্তি। জীবের ব্রহ্মে লয়ের দ্বারা জীবত্বের নাশ হয় না।

জীবে আনন্দময় পুরুষোত্তমের প্রবেশ হইলে পুরুষোত্তম রসাত্মক বলিয়া জীবও আনন্দাত্মক হ'ন এবং অন্তঃ ও বহিঃসাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হ'ন।

১০। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সাধন।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে 'ভক্তিই' শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তি—সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যরূপা ভক্তিই প্রেমলক্ষণা বা নির্গুণা ভক্তি। ভক্তিপথে ভগবানের কৃপাই মুখ্য। কৃপা বা অনুগ্রহকেই পোষণ বা 'পুষ্টি' বলে। ভক্তি বা কৃপার পথই 'পুষ্টিমার্গ'। যেখানে প্রীতি, সেখানে পুষ্টি অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ।

১১। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্য শব্দপ্রমাণরূপে বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে স্বীকার করেন।

(খ) শ্রীবল্লভ বেদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সমাধি-ভাষা[১] এবং এই চারি প্রমাণের অবিরোধী পুরাণাদিকে স্বীকার করেন।

১২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব; সবিশেষ পরমাত্মা, ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণ নিম্নস্তরের ঔপাধিক তত্ত্ব।

(খ) শ্রীবল্লভের মতে ব্রহ্ম এক অদ্বয়তত্ত্ব; তিনি বেদের পূর্বকাণ্ডে 'যজ্ঞ', উত্তরকাণ্ডে 'ব্রহ্ম', স্মৃতিতে 'পরমাত্মা' ও শ্রীভাগবতে 'শ্রীভগবান্' নামে কথিত। ইঁহারা একাধিক বা পৃথক্ তত্ত্ব অথবা ঔপাধিক বা ব্রহ্ম হইতে নিম্নস্তরের নহেন। সকলেই পারমার্থিক অদ্বয়তত্ত্ব।

১। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিবিধভাষা—(১) লোকভাষা, (২) পরমতভাষা, (৩) সমাধিভাষা। লোকভাষায় যুদ্ধ-বিগ্রহ-স্থান-কাল-পাত্রাদির বিষয় বর্ণিত, পরমতভাষায় অপরের মত বিবৃত হইয়াছে, আর সমাধিভাষায় ("সমাধৌ স্বয়মনুভূয় নিরূপিতং সা সমাধিভাষা") স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের উপলব্ধি বা সাক্ষাদ্দর্শন বর্ণিত, ইহা অভ্রান্ত।

শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরাচার্য

শ্রীবল্লভাচার্যের প্রথম আত্মজ শ্রীগোপীনাথজী শ্রীপুরীধামে অপ্রকট হইলে শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর (শ্রীবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র) আচার্যগাদীতে উপবেশন করেন। গোপীনাথের বিধবা পত্নী ঈর্ষাযুক্তা হইয়া শ্রীবিট্‌ঠলনাথকে নানা-ভাবে উদ্বেগ দিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রীবল্লভাচার্যের হস্তলিখিত পুঁথি-



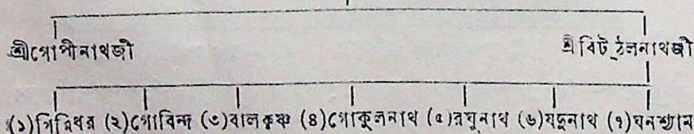
শ্রীবল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ তনয় শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরজী

সমূহ ও ধনাদি গোপন ও নষ্ট করিয়া ফেলেন। পারিবারিক অশান্তিতে শ্রীবিট্‌ঠল ১৬২২ সংবতে আড়াইল-গ্রাম চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রী-গোকুলে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ১৬২২—১৬৪২ সংবতের (=১৫৫৬—১৫৮৬ খ্রীঃ) মধ্যে বাদ্‌শাহ আকবর, বীরবল, টোডরমল প্রভৃতির

সহিত শ্রীবিট্ঠলনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আকবর শ্রীবিট্ঠলনাথকে গোকুল ও যতিপুরার গ্রামসমূহ দান করেন। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের দুই পত্নীর গর্ভে সাতটি পুত্র ও চারিটী কন্যা হয়। শ্রীবিট্ঠলনাথ ১৬৪২ সংবতে (=১৫৮৬ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

শ্রীবিট্ঠলেশ্বর পরমভাগবত ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'সাক্ষাদ্ ভগবান্' বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর শ্রীব্রজবাসী শ্রীরূপগোস্বামিপ্রমুখ আচার্যবৃন্দ শ্রীমথুরায় শ্রীবিট্ঠলেশ্বর-গৃহে গমন করিয়া প্রায় একমাসকাল শ্রীবিট্ঠলের পূজিত (শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের) শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন।[১] শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীস্তবাবলীতে শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রে (১৩, ১৪ শ্লোকে) শ্রীগোপালকে 'শ্রীবিট্ঠলপ্রেমপুষ্টঃ' ও 'শ্রীবিট্ঠলস্তোরুসখ্যোঃ' ইত্যাদি পদে স্তব করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও 'শ্রীগোপাল-দেবাষ্টকে' শ্রীগোপালদেবের প্রতি শ্রীবল্লভাচার্যের ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।[২] শ্রীনরহরি চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীবিট্ঠলদেবের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহের সেবার কথা বর্ণন করিয়াছেন।[৩] শ্রীবিট্ঠলে শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিগণের সঙ্গপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি শ্রীরাধিকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে স্তোত্রাদি রচনা করেন।

শ্রীবল্লভোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও ইতিহাস



১। চৈ চ ম ১৮।৪৬—৫৪ ; ২। শ্রীস্তবামৃতলহরী ১০।৭ ; ৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৮০৪—৮১৭

মথুরার হোলীদরজা (Hardinge-gate) হইতে বিশ্রামঘাটের দিকে যাইতে উত্তর দিকে তুলসী-চবুতারা নামক মহল্লার সংলগ্ন সাতঘরা-পল্লীতে শ্রীবিট্‌ঠলনাথের সাতপুত্র বাস করিতেন। সপ্তভ্রাতার গৃহের পল্লী বলিয়া উহার নাম সাতঘরা হইয়াছে। অদ্যাপি সেই নাম প্রচলিত আছে। এই সাতঘরা-মহল্লায় শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে ম্লেচ্ছ-ভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রকটিত শ্রীগোপালদেব শ্রীগোবর্ধন হইতে আসিয়া কিছুকাল (কিংবদন্তী—ফাল্গুনী কৃষ্ণসপ্তমী হইতে নৃসিংহচতুর্দশী পর্যন্ত) অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ গোস্বামি-বৃন্দ প্রত্যহ এক মাসকাল শ্রীগোপালদেবের দর্শন করিয়াছিলেন।[১]

শ্রীগোপালদেব পুনরায় শ্রীগোবর্ধনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার পর যখন ঔরঙ্গজেব মাৎসর্যপর ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা উৎখাত করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রায় (১৬৬৯খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৭১খ্রীঃ) উদয়পুরের রাণা বীরকেশরী রাজসিংহ শ্রীগোবর্ধনস্থ শ্রীগোপালদেবকে মেবারে আনিবার যত্ন করেন। কোটা ও রামপুরার পথ দিয়া শ্রীগোবর্ধন-নাথজীকে রথে করিয়া মেবারে আনা হইতেছিল। পথে 'সিহাড়'নামক গ্রামে রথচক্র বসিয়া যায়। স্থানীয় জায়গীরদারের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীনাথজীকে রথ হইতে নামাইয়া উক্ত গ্রামেই স্থাপন করা হয় এবং উপযুক্ত সময়ে শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া শ্রীনাথজীর যথাবিহিত সেবার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীনাথজীর নাম হইতে সিহাড়-গ্রামের নাম শ্রীনাথদ্বার হইয়াছে।[২]

১। গৌড়ীয়, সাপ্তাহিকপত্র, ১৩শ বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য ; ২। (ক) Vide, Tod's Annals of Rajasthan, 2nd Ed Vol. 1, p. 451, Madras 1873 ; (খ) W. W. Hunter's Imperial Gazetteer of India, Vol. X, 2nd Ed. P. 240, London 1886. দিল্লী-আমেদাবাদ লাইনে মাড়োয়ার-জংশনে ট্রেন বদল করিয়া মাড়োয়ার-মৌলী লাইনে নাথদ্বাররোড্ ষ্টেশন, তথা হইতে নাথদ্বার-নগরী বা মন্দির প্রায় ৬ মাইল।

শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের ৫ম অধস্তন বড়দাউজী মহারাজের সময় শ্রীনাথজী শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে মেবারে বিজয়-লীলা করেন।

শ্রীগোপীনাথজী—'সাধনদীপিকা', 'সেবা-পদ্ধতি' এবং আরও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী—(২য় পুত্র) নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী রচনা করেন,—শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যপূর্তি (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের চতুস্ত্রিংশৎ-সূত্র হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত), বিবৃতি-প্রকাশ (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত 'সুবোধিনী'র টিপ্পনী), নিবন্ধ-প্রকাশ-পূর্তি (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত 'তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধের' 'শ্রীভাগবতার্থ'-প্রকরণের 'প্রকাশ' ব্যাখ্যার সম্পূর্তি), বিদ্বন্মণ্ডন, সর্বোত্তম-স্তোত্র, শ্রীবল্লভাষ্টক, ললিতত্রিভঙ্গী-স্তোত্র, শ্রীযমুনাষ্টপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টক, শ্রীগোকুলেশ-স্তোত্র, শ্রীস্বামিনীস্তোত্র, শ্রীস্বামিন্যষ্টক, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃত-স্তোত্র-টীকা, ভক্তিহংস, ভক্তিহেতুনির্ণয়, বিজ্ঞপ্তি (শ্রীনাথ-জীর উদ্দেশে লিখিত প্রার্থনা), শৃঙ্গার-রসমণ্ডন, স্বপ্নদর্শন, প্রবোধ, রসসর্বস্ব, গীতগোবিন্দ-প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি (শ্রীগীতগোবিন্দ-টীকা), পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদার টীকা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা, শ্রীযমুনাষ্টক-বিবৃতি, শ্রীমধুরাষ্টক-টীকা, ন্যাসাদেশবিবরণ (ন্যাসাদেশের-টীকা), শ্রীগোকুলাষ্টক, গুপ্তরস, রীতি-বৃত্তি-লক্ষণ, শ্রীরাধাপ্রার্থনাচতুঃশ্লোকী, অষ্টাক্ষর-নিরূপণ, পত্রাবলী (স্বাত্মজগণের প্রতি পত্র), ব্রজচর্যাষ্টপদী, শ্রীস্বামিনীপ্রার্থনা, দানলীলাষ্টক, রক্ষাস্মরণ, বৃত্তচতুঃশ্লোকী, দ্বিতীয়া চতুঃশ্লোকী ইত্যাদি।

শ্রীদ্বারকেশজী—শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের ছাত্র, ইনি শ্রীবল্লভের সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমুরলীধর (শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের ছাত্র ও শিষ্য)—ইনি শ্রীবল্লভাচার্যের বেদান্তভাষ্যের উপর ভাষ্য-টীকা এবং ভক্তিচিন্তামণি, ভগবন্নাম-দর্পণ, ভগবন্নাম-বৈভব, পরতত্ত্বাঞ্জন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীব্রজনাথ ভট্ট—ইনি শ্রীব্রহ্মসূত্রের মরীচিকা-টীকা এবং শ্রীবল্লভাচার্যের সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীব্রজনাথের পুত্র ও শ্রীবল্লভাচার্যের ছাত্র ছিলেন। ইনিও পিতার মরীচিকাটীকার অনুসরণে ভাবপ্রকাশিকা-নামক একটি সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজের গুরু (ব্রহ্মসম্বন্ধদাতা) ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীগোকুলনাথজী, নামান্তর শ্রীবল্লভ—শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের চতুর্থ পুত্র (১৫৫০ খ্রীঃ জন্ম), ইনি প্রপঞ্চসারভেদ-গ্রন্থ এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, নিরোধলক্ষণ, মধুরাষ্টক, সর্বোত্তমস্তোত্র, বল্লভাষ্টক, গায়ত্রী-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন। শ্রীবল্লভাচার্যের 'ষোড়শ' গ্রন্থের উপরও ইনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার রচিত বচনামৃতে পুষ্টিমার্গের নানাপ্রকার বিচার ও আচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীগোকুলনাথজীই শ্রীবল্লভাচার্য ও শ্রীবিট্‌ঠলের পর বর্তমান পুষ্টিমার্গীয় ভাবধারা ও আচারাদির প্রবর্তক।

শ্রীবিট্‌ঠল রায়—শ্রীগোকুলনাথের তনয়, ইনি জীবস্বরূপ-নির্ণয়, ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয়, জীব-ব্রহ্মৈক্য নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনাথজী (১৫৫৫ খ্রীঃ, শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের পঞ্চম পুত্র)—ইনি শ্রীবল্লভাচার্যের ভক্তিহংসের উপর নামচন্দ্রিকা-টীকা, শ্রীপুরুষোত্তম-স্তোত্র ও শ্রীবল্লভাষ্টক প্রভৃতির উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীদেবকীনন্দন (১৫৭০ খ্রীঃ)—শ্রীরঘুনাথজীর পুত্র, ইনি শ্রীবল্লভাচার্যের বালবোধের 'প্রকাশ' টীকা ও রসাব্ধি-কাব্য রচনা করেন।

শ্রীপীতাম্বর (শ্রীবিট্‌ঠলের [৩য় পুত্রের ধারায়] প্রপৌত্র ও শ্রীবিট্‌ঠলের শিষ্য)—ইনি অবতারবাদাবলী, ভক্তিরসত্ববাদ, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী-

প্রকাশ ও দ্রব্যশুদ্ধি-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। দ্রব্যশুদ্ধি ও পুষ্টি-প্রবাহমর্যাদা-নামক গ্রন্থদ্বয়ের টীকাও ইনি লিখিয়াছিলেন।

বিদ্বৎকেশরী শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ (১৬৬৮ খ্রীঃ আবির্ভাব)—শ্রীবিট্‌ঠলের তৃতীয় পুত্র শ্রীবালকৃষ্ণের পঞ্চমাধস্তন ও শ্রীপীতাম্বর-তনয়।



বিদ্বৎকেশরী শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ

ইনি সুবোধিনীপ্রকাশ (শ্রীবল্লভাচার্যকৃত শ্রীভাগবতের সুবোধিনীটীকার উপর টীকা), উপনিষদ্-দীপিকা, বল্লভাচার্যের তত্ত্বার্থ-দীপনিবন্ধের 'প্রকাশ'-নামক ভাষ্যের উপর আবরণ-ভঙ্গ-নামক টীকা, প্রার্থনা-রত্নাকর, ভক্তিহংস-বিবেক, উৎসব-প্রতান, সুবর্ণ-সূত্র ('বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থের টীকা) এবং ষোড়শ-

গ্রন্থ-বিবৃতি-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ২৪টি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন-বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল—মূর্তিপূজাবাদ, মালাধারণবাদ, ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রধারণবাদ, শঙ্খচক্রধারণবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, জীব-প্রতিবিম্বত্বখণ্ডনবাদ, সৃষ্টি-ভেদবাদ, খ্যাতিবাদ, ভেদাভেদস্বরূপনির্ণয়, অন্ধকারবাদ, বেদান্তাধি-করণমালা ইত্যাদি। ইনি শ্রীবল্লভকৃত সেবাফল, সন্ন্যাস-নির্ণয়, নিরোধ-লক্ষণ, ফলভেদ প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা এবং শ্রীবিট্ঠলের ভক্তিহংস-নামক গ্রন্থের উপরও তীর্থভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বিট্ঠলের গায়ত্রী-ভাষ্যের অনুভাষ্য এবং গীতার ভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত হয়, ইনি নয় লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া অপ্পয়-দীক্ষিতাদি কেবলাদ্বৈতী পণ্ডিতগণের 'বজেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বল্লভ-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।

শ্রীকল্যাণরায় (১৫৭১ খ্রীঃ)—শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দের পুত্র। ইনি শ্রীবল্লভাচার্যকৃত ফলভেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীগোকুলোৎসব (১৫৮০ খ্রীঃ)—শ্রীকল্যাণরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি ত্রিবিধনামাবলীবৃত্তি-নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীজয়গোপাল ভট্ট—শ্রীবিট্ঠলের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগোবিন্দাত্মজ শ্রীকল্যাণরায়ের শিষ্য। ইনি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ও শ্রীবল্লভের সেবাফলের উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীহরিরায়—ইনি শ্রীবিট্ঠলনাথের দ্বিতীয় তনয় গোবিন্দের আত্মজ শ্রীকল্যাণরায়ের পুত্র অর্থাৎ শ্রীবিট্ঠলের প্রপৌত্র এবং শ্রীগোকুলনাথের (শ্রীবিট্ঠলের ৪র্থ পুত্রের) শিষ্য। শ্রীহরিরায় ১৫৯১ খ্রীঃ হইতে ১৭১১ খ্রীঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১২০ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া স্বসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ

রচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীবল্লভাচার্যের পরেই গ্রন্থকাররূপে তৎসম্প্রদায়ে শ্রীহরিরায়ের স্থান। তাঁহার রচিত শিক্ষাপত্র (তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপেশ্বরের নিকট পুষ্টি-মার্গের বিভিন্ন বিষয়ে



পুষ্টিমার্গীয় শ্রীহরিরায়াচার্য

লিখিত ৪১খানি পত্র) বল্লভ-সম্প্রদায়ে বিশেষ আদৃত। এই শিক্ষাপত্রে বল্লভ-সম্প্রদায়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুকরণে সর্বপ্রথম পারকীয়-ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়।[১]

১। Vide, Sri Vallabhacharya by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot 1943, Pp. 308, 309.

শ্রীগোপেশ্বরজী (১৫৯২ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীহরিরায়ের শিক্ষাপত্রের উপর হিন্দীভাষায় টীকা ও সুবোধিনী-বুভুত্রবোধিনী টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীঘনশ্যাম (১৫৭৪ খ্রীঃ)—শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইনি শ্রীবিট্‌ঠলকৃত মধুরাষ্টক-বিবৃতির উপর টীকা করিয়াছেন।

শ্রীগোপেশ (১৫৯৮ খ্রীঃ)—শ্রীঘনশ্যামজীর পুত্র, ইনি শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত নিরোধলক্ষণ, সেবাফল ও সন্ন্যাসনির্ণয়ের টীকা করিয়াছেন।

যোগী শ্রীগোপেশ্বরজী (১৭৮০ খ্রীঃ)—শ্রীবিট্‌ঠলের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগোবিন্দরায়ের পৌত্র। শ্রীগোবিন্দরায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীগোকুলোৎসব, তাঁহারই পুত্র যোগী শ্রীগোপেশ্বর। ইনি শ্রীবল্লভ-কৃত অণুভাষ্যের উপর শ্রীপুরুষোত্তমজী-কৃত 'প্রকাশ'টীকার 'রশ্মি'-নামক টীকা রচনা করেন এবং পূর্বমীমাংসাসূত্রের টীকা, তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাও (নবার্থী) রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত বাদকথা, আত্মবাদ, ভক্তিমার্তণ্ড, চতুর্থাধিকরণমালা এবং পুরুষোত্তমাচার্যের বেদান্তাধিকরণমালার উপর টীকা রচনার কথাও শুনা যায়।

শ্রীগিরিধর (১৭৯০ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের 'বিদ্বন্মণ্ডন'গ্রন্থের অনুসরণে শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড ও প্রপঞ্চবাদ গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীগিরিধরের ছাত্র, ইনি সিদ্ধান্ত-মার্তণ্ডের প্রকাশাখ্য-ভাষ্য এবং 'শুদ্ধাদ্বৈত-পরিষ্কার'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীব্রজরাজ—ইনি নিরোধলক্ষণের টীকা লিখিয়াছেন।

শ্রীবল্লভ-কৃত অণুভাষ্যের বিস্তার

শ্রীবল্লভাচার্যের অণুভাষ্যের উপর অনেকগুলি ভাষ্য, টীকা ও বৃত্তি রচিত হইয়াছিল। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরও পিতার অণুভাষ্যের পূর্তি করিতে গিয়া একরূপ ভাষ্যকার ও টীকাকারেরই কার্য করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজই অণুভাষ্যের প্রথম ভাষ্যকাররূপে 'ভাষ্যপ্রকাশ'-

নামক ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজের ভাষ্যে শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু ও শৈব মতবাদের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রীপুরুষোত্তমের পূর্বে তাঁহার গুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজী অণুভাষ্যের উপর ভাবপ্রকাশিক-নামক একটি টীকার খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ উহার রূপ দান করেন। শ্রীমথুরানাথজী ও শ্রীমুরলীধরজী (উভয়েই শ্রীবল্লভাচার্যের অধস্তন) অণুভাষ্যের উপর যথাক্রমে প্রকাশ ও সিদ্ধান্তপ্রদীপ-নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শ্রীবল্লভজীর পুত্র বালকৃষ্ণজী (১৬৮৯ খ্রীঃ, কোটায় অভ্যুদয়) অণুভাষ্যের উপর 'বাগীশপ্রসাদ'-টীকা রচনা করেন। শ্রীব্রজনাথজী ও শ্রীগিরিধরজী অণুভাষ্যের উপর যথাক্রমে 'বেদান্তসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' (নামান্তর প্রভা) ও 'প্রদীপ'-নামক দুইটি অসম্পূর্ণ টীকা করিয়াছিলেন। শ্রীলালুভট্টজীও অণুভাষ্যের উপর 'যোজনা' বা 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা' নামে অসম্পূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'প্রভা' ও 'যোজনা'-টীকায় শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজেরই টীকার অনেকটা অনুকরণ দৃষ্ট হয়। ইহার পর যোগী শ্রীগোপেশ্বরজী শ্রীপুরুষোত্তমজীর ভাষ্যপ্রকাশের উপর 'রশ্মি'-নামক একটি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া শ্রীবল্লভকৃত অণুভাষ্য বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যোগী শ্রীগোপেশ্বরের সমসাময়িক শ্রীইচ্ছারাম ভট্টজী অণুভাষ্যের উপর 'প্রদীপ'-নামক আর একটি সম্পূর্ণ টীকা রচনা করেন। অণুভাষ্যের উপর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীর 'ভাবপ্রকাশিকা' বৃত্তি ব্যতীত শ্রীব্রজনাথ ভট্টজী-লিখিত 'মরীচিকা'-নামক আর একটি ক্ষুদ্র বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃত্তিটি জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের ইচ্ছানুসারে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অনুকরণ ও যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অণুভাষ্যের কয়েকটি অধিকরণ-মালাও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীলালুভট্টের শিক্ষাশিষ্য শ্রীনির্ভয়রামভট্ট

অণুভাষ্যের অধিকরণের একটি তাৎপর্যসার লিখিয়াছেন। কোটাহ শ্রী-মথুরেশজীর গ্রন্থাগারে 'অণুভাষ্যতত্ত্ব'-নামক একখানি বেদান্ত-গ্রন্থের কথা মূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্রীবল্লভদেব-নামক এক ব্যক্তি অণুভাষ্যের অনুসরণে বেদান্তকৌমুদী, রঘুনাথজীর পুত্র শ্রীব্রজ-নাথজী কারিকার মধ্যে অধিকরণের অর্থ এবং শ্রীদেবকীনন্দনজী (শ্রীবিট্ঠলনাথের পৌত্র) অণুভাষ্যের উপর কারিকা রচনা করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্বে মুম্বই বড় মন্দিরের শ্রীগোকুলনাথজী মহারাজ সংস্কৃত ও গুজরাটী ভাষায় পুষ্টিমার্গীয় কএকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বল্লভসম্প্রদায়ে দার্শনিক সাহিত্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। শুনা যায়, এখনও কিছু গ্রন্থ অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ব্রজভাষা ও গুজ্রাটীভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের ভজন-বিষয়ক গীতি ও কএকখানি জীবনচরিত-গ্রন্থ পাওয়া যায়। পুষ্টিমার্গীয় দোসোবাবন বৈষ্ণবনকী বার্তা, চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্তা, শ্রীনাথজীকী-প্রাকট্যবার্তা, বল্লভাখ্যান-মূলপুরুষ, হিন্দী বল্লভ-দিগ্বিজয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক বিপর্যয়, অসঙ্গতি ও বিচিত্র কল্পনার অবতারণা থাকিলেও তৎসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মতবাদ পাওয়া যায়। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরজীর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বল্লভ-দিগ্বিজয় আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] গদাধরদাস দ্বিবেদীকৃত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে'ও ঐতিহাসিক অসঙ্গতি ও কাল্পনিক মত দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, শ্রীবল্লভা-চার্যের পরেও পুষ্টিমার্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছিল।

১। Vide, Introduction of Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri Vallabhacharya by M. T. Telivala, P. 11, Bombay 1926; ২। Vide—'The Birth-date of Vallabhacharya' by G. H. Bhatt, M.A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth All India Oriental Conference', Trivandrum 1937, p. 600.

(৯) শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু-চরিত

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে[১] বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন,—'গৃহস্থ হইতে ত্রিদণ্ডী পর্যন্ত – নিকৃষ্ট অধিকারী এবং পরমহংস – উত্তমাধিকারী। বিষ্ণুধর্মসংহিতার প্রমাণানুসারে 'ভিক্ষু' চারি প্রকার—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে কুটীচক ও বহূদক হইলেন বিবিদিষু সন্ন্যাসী এবং হংস (জীবাত্মনিষ্ঠ) ও পরমহংস (পরমাত্মনিষ্ঠ) হইলেন বিদ্বৎসন্ন্যাসী। সংবর্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্বাসা, ঋভু, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়-প্রমুখ মুনিগণ—পরমহংস-পদবাচ্য।' ইহা হইতে জানা যায়, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ কোনো ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর অভিমানকারী।

কথিত হয়, বিজ্ঞানভিক্ষু যোগসূত্র-বৃত্তিকার ভাবা-গণেশ দীক্ষিতের গুরু ছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে সাংখ্যসূত্র-বৃত্তি-কার অনিরুদ্ধের মত উদ্ধার করিয়াছেন। মহাদেবের সাংখ্যসূত্রবৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত গ্রন্থাবলী

ইনি ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ব্যতীত কঠ, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, কৈবল্য, মৈত্রেয় ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি কএকখানি উপনিষদের 'আলোক'-নামক ভাষ্য এবং উপদেশরত্নমালা, শ্রীগীতাভাষ্য, সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, সাংখ্যসারবিবেক (সাংখ্যের প্রকরণগ্রন্থ, গদ্য ও পদ্যে রচিত), ব্রহ্মাদর্শ, যোগবার্তিক (পাতঞ্জল-যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

১। বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ১.১.১ (২৮,২৯ পৃঃ) কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃতগ্রন্থমালা-সং।

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর মত

বিজ্ঞানভিক্ষুর মত একপ্রকার **ভেদাভেদবাদ**। অবিভাগ বা অভেদই আদি ও অন্তে বিদ্যমান, স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য ; আর বিভাগ বা ভেদ মধ্যবর্তিকালে পরিচ্ছিন্নরূপে বর্তমান বলিয়া নৈমিত্তিক।[১]

বেদান্তভাষ্যের নাম—বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য।

ব্রহ্ম—চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্মাত্ররূপ, পরমেশ্বর, অন্তর্লীন-প্রকৃতিপুরুষাদি অখিল-শক্তিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়া-উপাধি-বিশিষ্ট, ক্লেশকর্ম-বিপাকাশয়ের দ্বারা অনভিভূত চেতনবিশেষ। ব্রহ্ম—জগৎকর্তা, জগতের অধিষ্ঠানকারণ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মে জীব ও জগৎ অবিভক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং সেই আধার হইতেই প্রকৃতিপুরুষরূপ উপাদানকারণ কার্যাকারে পরিণত হয়।[২] ব্রহ্ম—অবিকারী চিন্মাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিয়াও জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদানকারণরূপে উপলব্ধ হ'ন। ব্রহ্ম সর্বশক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই সেই সেই উপাধিদ্বারা জগতের সর্বপ্রকার কারণত্বও ব্রহ্মে সম্ভব হয়। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অবিরুদ্ধভাবে বৈশেষিক ও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত। অন্যোন্যাভাব-লক্ষণ ভেদের দ্বারা জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বরই ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য।[৩]

জীব—সূর্য ও তাহার কিরণের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ। জীব ও ঈশ্বরের এই অংশাংশিভাবে বিভাগ ও অবিভাগরূপ ভেদাভেদ—শ্রুতি-সিদ্ধ। তবে এইমাত্র বিশেষ যে—অবিভাগই (অভেদই) আদি ও অন্তে অনুগমন করে এবং স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য। আর বিভাগ (ভেদ) মাধ্যমিক অবস্থায় স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী বলিয়া নৈমিত্তিক।[৪]

১। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য ১।১।২, ৬১ পৃঃ ; ২। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ১।১।২ (৫২ পৃঃ), কাশী চৌখাম্বা-সং ; ৩। ঐ ৬১ পৃঃ ; ৪। ঐ ৬১ পৃঃ।

জগৎ—নাম ও রূপের সহিত প্রকাশিত, চেতনাচেতনরূপ, অচিন্ত্য-রচনাত্মক ও জন্মাদি ষড়্বিকারাত্মক। জগৎ—অব্যক্তরূপে নিত্য, ব্যক্ত-রূপে অনিত্য কিন্তু সত্য—ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-পরিণাম কিংবা বিবর্ত নহে।[১]

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—বেদান্তশাস্ত্রে (২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে) সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের ন্যায় মহদাদি-ক্রমেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সাংখ্য ও যোগিগণ বলেন—পুরুষার্থ-প্রযুক্তা প্রকৃতি স্বয়ংই চুম্বকের সহিত লৌহের ন্যায় পুরুষের সহিত অর্থাৎ আত্মজীবের সহিত সংযুক্ত হয়; আর আমরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ঈশ্বর-কর্তৃক সাধিত হয়, ইহা স্বীকার করি।[২]

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু

১। বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্কর-কথিত সাধন-সম্পত্তিচতুষ্টয় লাভের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারের কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম-ব্রহ্মসূত্রের 'অথ'-শব্দ উচ্চারণমাত্রই মঙ্গলবাচক ও প্রকরণ-নিরূপণ-বাচক এবং 'অতঃ'-শব্দ ব্রহ্মবিচারের আনুষঙ্গিকরূপেই জীব ও জগতের নিরূপণবাচক—ইহা বলিয়াছেন।

২। শ্রীশঙ্করাচার্যের কথিত প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্যরূপে স্বীকার না করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র ব্রহ্ম-সূত্রকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন।[৩] তাঁহার মতে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসমূহ—নির্ণয়-গ্রন্থ বা সিদ্ধান্তস্বরূপ, কোনটিই শিষ্যের পূর্বপক্ষস্বরূপ নহে।[৪]

৩। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নির্গুণ, কিন্তু শ্রীশঙ্করের মতে সশক্তিক হইলে ব্রহ্মের আর নির্গুণতা থাকে না—ব্রহ্ম সগুণ ও মায়িক হইয়া পড়েন।

১। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ১।১।২ (৩১, ৩৩ পৃঃ); ২। ঐ ১।১।২ (৩৪ পৃঃ); ৩। ঐ, ১।১।১; ৪। ব্র সূ ১।১।১—বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ৪, ২৭ পৃঃ।

৪। শ্রীশঙ্করের মতবাদের সুতীব্রভাবে নিন্দা করিয়া ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্কর যেরূপ চরমে শঙ্করের আদর্শে বিলীন হইয়াছেন, তদ্রূপ বিজ্ঞানভিক্ষুও শঙ্কর-মতবাদকে যথেষ্ট নিন্দা[১] করিয়া চরমে শঙ্করের আদর্শেরই গ্রাহক হইয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মকে চরমতত্ত্বরূপে নির্ধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণাদি ভগবদবতারগণকে 'লৌকিক ব্রহ্ম' বা 'উপাধিমাত্রপর'রূপে বর্ণন এবং ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ কল্পনা করিয়াছেন।[২]

বিজ্ঞানভিক্ষু ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করের মতের ও শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতের কিছু কিছু অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের প্রথমসূত্রেই শঙ্কর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ বিজ্ঞানভিক্ষুকে সমন্বয়বাদী (Syncretist) বা চয়নবাদী (Eclectic) মনে করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে দ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবমতাবলম্বীও বলেন, আবার কেহ কেহ প্রচ্ছন্নসাংখ্যবাদীও বলিয়া থাকেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কর্মবিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন এবং সমুদ্রের সহিত নদনদীমিলনের ন্যায় অনন্যত্বরূপে আত্যন্তিক লয়ই মুক্তি।[৩]

(১০) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-চরিত

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বরজেলার রেমুণার নিকটে কোন গ্রামে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন। তাঁহার আবির্ভাবের ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৮৬ শকাব্দায়

১। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের প্রারম্ভেই (মঙ্গলাচরণের পরই) শ্রীপদ্মপুরাণের শ্লোকোদ্ধার করিয়া মায়াবাদ-মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। —বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য (পণ্ডিত ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রি-সম্পাদিত ৪,৫ পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা বিদ্যাবিলাস প্রেস, ১৯২৮ খ্রীঃ); ২। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ১।১।৫, ১৩৫ পৃঃ; ৩। ব্র সূ ৪।৪।৪ —বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য।

(=১৭৬৪ খ্রীঃ) শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন[১] অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পরেও তিনি প্রকট ছিলেন।

শ্রীবলদেব চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোনো বিদ্বদ্বসতি-স্থলে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদ অধ্যয়নের পর মহীশূরে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি তত্ত্ববাদি(মাধ্ব)-সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তৎসম্প্রদায়ভুক্ত হ'ন। শ্রীবলদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তত্ত্ববাদিমঠে অবস্থান করেন। কিছুকাল পরে শ্রীরসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকটে শ্রীষট্-সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীবলদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২]

শ্রীবলদেব বিরক্ত শ্রীপীতাম্বরদাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ (শ্রীরসিকানন্দের পৌত্র), শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যই শ্রী-বলদেব বিদ্যাভূষণ। তিনি পরে বিরক্ত বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করিয়া 'একান্তি-গোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দর-

---

১। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালার 'উৎকলিকাবল্লরী'-নামক স্তবের 'স্তবমালা-বিভূষণ'-টীকার উপসংহারে শ্রীবলদেব, "ষড়শীত্যুত্তর ষোড়শশতীগণিতে তস্য (১৬৮৬) শাকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ।"—এইরূপ লিখিয়াছেন। —শ্রীস্তবমালা, শ্রীবলদেব-বিরচিত-ভাষ্যসহ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯০৩ খৃঃ; ২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায়' সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক'-প্রবন্ধ, ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য।

বিগ্রহ শ্রীবলদেব-প্রভুর স্থাপিত। শ্রীবলদেবের দুইজন প্রধান শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস[১] বা উদ্ধরদাস ও শ্রীনন্দনমিশ্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবলদেব-গ্রন্থাবলী

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন-- শ্রীগোবিন্দভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক), বেদান্তস্যমন্তক[২], প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্তদর্পণ, সাহিত্যকৌমুদী, কাব্যকৌস্তুভ, ব্যাকরণ-কৌমুদী[৩], পদকৌস্তুভ বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), গোপাল-তাপিনী-ভাষ্য, ঈশাদিদশোপনিষদ্-ভাষ্য[৪], গীতাভূষণভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতটিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা', তত্ত্বসন্দর্ভটীকা, স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য (শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার উপর), নাটকচন্দ্রিকা-টীকা (দুষ্প্রাপ্য), ছন্দঃকৌস্তুভ-ভাষ্য, শ্রীশ্যামানন্দ-শতক-টীকা, চন্দ্রালোক-টীকা (দুষ্প্রাপ্য)[৫], সাহিত্যকৌমুদী-টীকা—কৃষ্ণা-নন্দিনী, শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকা—'সূক্ষ্মা', সিদ্ধান্তরত্নটীকা—'সূক্ষ্মা'।

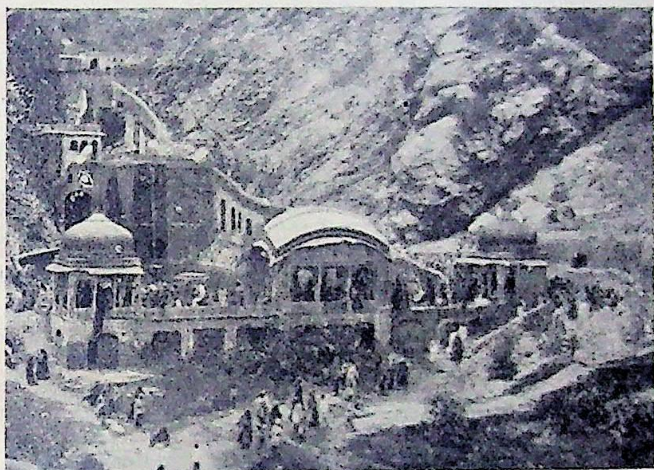
১। শ্রীউদ্ধবদাসকৃত উপাসনা-পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পরম্পরাটি পাওয়া যায়—"ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি। শ্রীমদ্‌গৌরদাসসংজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ খ্যাত-ভূতলঃ॥ হৃদয়ানন্দচৈতন্যঃ শ্রীশ্যামানন্দ বিগ্রহঃ। রসিকানন্দ গোস্বামী নয়নানন্দদেবকঃ॥ রাধাদামোদরো দেবো শ্রীবিদ্যাভূষণাত্মকঃ। এবাং পাদসরোজানি ধ্যায়ত্যুদ্ধবদাসকঃ॥"—১৮৯৭ খ্রীঃ মুম্বই নির্ণয়সাগর-যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত 'সাহিত্যকৌমুদী' গ্রন্থের ভূমিকাধৃত ; ২। বেদান্তস্যমন্তক —কেহ কেহ শ্রীরাধাদামোদরের রচিত বলেন ; ৩। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ; ৪। ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য এখনও অনাবিষ্কৃত ; ৫। পীযূষবর্ষ-উপাধিধৃক শ্রীজয়দেবকৃত-চন্দ্রালোকের (অলঙ্কারগ্রন্থ) টীকা। শ্রীভোজদেববামাত্মজ (শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য—শ্রীগীতগোবিন্দ ১২।৩০), দ্বাদশ-সর্গাত্মক মহাকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামী হইতে মহাদেব-সুমিত্রাত্মজ (মহাদেবঃ সত্রপ্রমুখমখ-বিদ্যৈকচতুরঃ সুমিত্রা তদ্ভক্তিপ্রণিহিতমতির্যস্য পিতরৌ—চন্দ্রালোক ১।১৬) দশ-ময়ূখাত্মক চন্দ্রালোক-রচয়িতা পীযূষবর্ষোপাধি-ধৃক্ জয়দেব ভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-রচনা

শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-প্রকটিত শ্রী-গোবিন্দজীর তদানীন্তন অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র জয়পুরের অনতিদূরে গল্‌তা-পর্বতে[১] শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের (মতান্তরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের) পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া তাঁহাদের কুতর্ক ('গৌড়ীয়গণের নিজস্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নাই') খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবলদেব গোবিন্দভাষ্য-নামক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তখন শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি আপনাদিগকে লুপ্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে ছিলেন।[২] শ্রীনিম্বার্কাচার্যের দার্শনিক সাহিত্যের স্বল্পপ্রচার এবং তাহাও অনেকটা গৌড়ীয়সিদ্ধান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল।[৩] শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায় বা তদন্তর্গত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা স্বীকৃত ছিল না এবং তাঁহারাই বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রচলিত চারি

১। রাজস্থানের জয়পুর নগর হইতে প্রায় একক্রোশ পূর্বাভিমুখে 'গল্‌তা' পর্বত। শ্রীনারদ-শিষ্য গালব মুনির আশ্রম এই পর্বতের উপরে বিরাজমান ছিল বলিয়া ইহার নাম 'গল্‌তা'। উত্তরে রাজস্থানে গল্‌তা ও দক্ষিণে তোতাদ্রি (নেঙ্গুনেড়ি, —তিনেভেলি হইতে দশক্রোশ)—শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের দুইটি প্রধান গাদী। হিন্দীভক্তমালের বার্তিকপ্রকাশটীকা (২৮৯ পৃঃ) হইতে জানা যায়, অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজ শ্রীরামানন্দস্বামীর প্রশিষ্য পৈহারীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে উক্ত রাজা গল্‌তাপর্বতকে রামানন্দি বৈরাগি-সম্প্রদায়ের গাদীরূপে পরিণত করেন। কথিত হয়, গল্‌তাপর্বতের নীচে যে শ্রীবিজয়গোপাল-মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর স্থাপিত। বর্তমানে এই শ্রীমূর্তির সেবা শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে ; ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ [R. No. 2939 Govt. Oriental Mss. Library, Madras] ও কাশী সংস্কৃতকলেজ-সং ৮।২৯,৩০, সূক্ষ্মাটীকা ৩৪৬—৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; ৩। এই গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'শ্রীহরিব্যাস' শীর্ষক অনু দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীমধ্বের অনুগ-সম্প্রদায়, যাহাতে স্বয়ং শ্রীবলদেবও পূর্বে প্রবিষ্ট ছিলেন, সেই মধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন মনে করিয়া এবং মধ্বমতকে



জয়পুরে গল্‌তাপর্বত—এইস্থানে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু অন্য সম্প্রদায়ীর কুতর্ক নিরাস করেন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদনুগ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শ্রীবলদেব গোবিন্দভাষ্যে স্বগুরুপরম্পরা প্রদর্শন করেন।[১]

১। স্বধামগত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 'বৈষ্ণব-সাহিত্য'-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য সার্বভৌমের অলঙ্কারকৌস্তুভটীকায় জানা যায় যে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ উৎকলদেশীয় * * * ছিলেন। ইনি মাধ্বমতের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করার জন্য 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নিজে রচনা করিয়া শ্রীকর্ণপূরের নামে প্রচার করেন।"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণী, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, কাশীমবাজার, 'বৈষ্ণব-সাহিত্য'-প্রবন্ধ-১২।০ পৃঃ।

শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম—বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, সার্বজ্ঞ্যাদিগুণযুক্ত, পুরুষোত্তম, অচিন্ত্য অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার, সর্বেশ্বরেশ্বর[১] ; ব্রহ্ম—'সগুণ' ও 'নির্গুণ' ; সগুণ—অপ্রাকৃত গুণবান্ ও নির্গুণ শব্দে প্রাকৃত গুণহীন ; ব্রহ্ম—স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণরত্নাকর[২] ; ব্রহ্মের 'গুণ' ও 'শক্তি' ব্রহ্ম হইতে 'অভিন্ন' ; ব্রহ্ম—যুগপৎ 'সৎ' ও 'সত্ত্বাবান্', 'জ্ঞান ও জ্ঞাতা', 'আনন্দ ও আনন্দময়' ; ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে ভেদ নাই, বিশেষ আছে মাত্র ; 'বিশেষ'—আপাতভেদের প্রতীতিকারক।[৩]

মায়া—বিচিত্রসৃষ্টিকরী পারমেশ্বরী 'শক্তি' ; ঐ শক্তি—'সত্য'। মায়া অনির্বাচ্যা নহে ; অনির্বাচ্যত্বের অর্থ 'সদসদ্বিলক্ষণ' নহে ; মায়ার সদসদ্বিলক্ষণ-অর্থ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। 'মায়া'-শব্দের সূক্ষ্ম-অর্থেও অনির্বাচ্যতা যুক্ত নহে, যেহেতু মায়াশব্দ দম্ভাদি নানা অর্থেরও বাচক ; বাচ্যবস্তু-মাত্রই মিথ্যা হইলে বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি হয়।[৪]

জীব—অণু-চৈতন্য, নিত্য, বহু ও অনন্ত, পরমাত্মার 'অংশ', 'ভগবদ্দাস'। জীবসমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন বা সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা ও অণু হইলেও কর্ম ও সাধনানুসারে ভিন্ন ; মুক্তজীবগণও

সাংখ্যতীর্থের এই উক্তিটির সত্যতা ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসুগণ নির্ণয় করিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীকৃষ্ণদেবসার্বভৌমকৃত উক্ত টীকার একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। উহার সংখ্যা—২৩৯৪ (অলঙ্কার Vol. III, pp. 99—102)। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি অসম্পূর্ণ টীকার পুঁথি আছে, সংখ্যা—২৩৬১ ও ৩৪১১। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে উক্ত পুঁথি লইয়া গবেষণা করিবার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক থাকায় আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

১। বেদান্তস্যমন্তক, ২য় কিরণ, ২—৮ অনু ; ২। সিদ্ধান্তরত্ন ৪।৫—১১ অনু ; ৩। ঐ, ১।১৭—১৯ ; ৪। ঐ, ৬।৫৪

ভক্তির তারতম্যানুসারে পরস্পর ভিন্ন। নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধ-ভেদে জীব—ত্রিবিধ[১] ; জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাহার ব্রহ্মাত্মকতা ; বস্তুতঃ জীব স্বয়ং 'ব্রহ্ম' নহে[২], ব্রহ্মের শক্তিরূপে তদংশ[৩]।

জগৎ—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তির কার্যনিবন্ধন সত্য। জগতের জন্মাদি ইহার অনিত্যত্বজ্ঞাপক ; 'সত্যত্ব'—নিত্যানিত্যসাধারণ অর্থাৎ সত্য বস্তুও অনিত্য হইতে পারে। অতএব জগৎ সত্য হইয়াও অনিত্য[৪] ; জগৎ ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মস্বরূপ'[৫]।

ব্রহ্মসাম্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের উদ্দেশ্য, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভেদরাহিত্য নহে[৬] ; ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-দ্বারা ভেদেই অভেদজ্ঞান-বোধক ; ব্রহ্মাধীন বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন—এই অভেদবাদ ভক্তিরই প্রকার-বিশেষ, ভূতশুদ্ধিবৎ ভক্তিযোগেরই প্রকাশবিশেষ—'সচ্চিদানন্দা-কারোঽসি'[৭] অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যসেবক বলিয়া অণু-সচ্চিদানন্দাকার।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যের অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত মর্ম

দ্বাপরযুগে বেদসমূহ সংগুপ্ত হইলে, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্রহ্মাদি-দেবতাগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হ'ন। তিনি বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করিয়া বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্র আবিষ্কার করেন—এইরূপ কথা স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন—(১) কর্মই নিখিল-পুরুষার্থের কারণ, বিষ্ণু কর্মেরই অঙ্গ, স্বর্গাদি-কর্মফল নিত্য, (২) জীব ও প্রকৃতিই স্বয়ং কর্তা, (৩) পরিচ্ছিন্ন, প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব এবং 'স্বয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই প্রকার জ্ঞানেই জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মুক্তি ইত্যাদি আপাত-

১। বেদান্তস্যমন্তক, ৩য় কিরণ ; ২। সিদ্ধান্তরত্ন ৬।২৮, ৮।৫—১৫ ; ৩। ঐ ৮।১৪ ; ৪। ঐ, ৬।৪৩ ; ৫। ঐ, ৬।২৭ ; ৬। ঐ, ৬।২২ ; ৭। গোবিন্দভাষ্য ৩।৩।৪৯, তত্ত্ব-সন্দর্ভ-টীকা ৪৩ অঙ্ক।

প্রতীয়মান অর্থই বেদবাক্যের তাৎপর্য। পরন্তু বেদান্তসূত্রে এই সকল মতকে পূর্বপক্ষ করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্য, সর্বকর্তৃত্ব, সর্বজ্ঞতা, মুক্তিদাতৃত্ব ও বিজ্ঞানস্বরূপত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি তত্ত্ব বা পদার্থের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বর—বিভুচৈতন্য (পূর্ণচৈতন্য) এবং জীব—অণুচৈতন্য (বিভিন্নাংশ), উভয়ই নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও অস্মংশব্দবাচ্য। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান। তিনি প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও উহাদিগকে নিয়মিত করিয়া জগতের সৃষ্টিদ্বারা জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতির বিষয় হ'ন। ঈশ্বর ব্যাপক হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য। তিনি একরস হইয়াও স্বরূপ-ভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। জীব—বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বরের প্রতি বিমুখতাই জীবের বন্ধনের কারণ। সাধুশাস্ত্রকৃপায় পরমেশ্বরের প্রতি উন্মুখ হইলে জীব আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎ-কার লাভ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই—প্রকৃতি ; উহা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্য। প্রকৃতি ঈশ্বরের ঈক্ষণে ক্ষুব্ধা হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্ধ পর্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ-পরিবর্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম—কাল। ঈশ্বরাদি পদার্থচতুষ্টয়—নিত্য। 'নিত্যেরও নিত্য', 'চেতনেরও চেতন', 'সৃষ্টির পূর্বে সৎ ছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বারা ঈশ্বরের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়। জীবাদি সমস্তই ঈশ্বরবশ্য। 'এই ঈশ্বর—বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা ও জীবাত্মারও উপাদান ; তিনি সর্ববেত্তা ; তিনি কালকর্তা ; তিনি প্রশস্তগুণাবলী-সমন্বিত ; তিনি নিখিলকলাকুশল ; তিনি প্রকৃতি

ও জীবের পতি; তিনি সত্ত্বাদি-গুণেরও ঈশ্বর এবং সংসারের বন্ধ, স্থিতি ও মুক্তির হেতুভূত' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কর্ম—জড়-পদার্থ, অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। জীবাদি পদার্থচতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি; অতএব সশক্তিক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু। এই সমস্ত বিষয়ই এই চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্রে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—'শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগে সমাধিলব্ধ নির্মল মনে পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ও দূরে অপাশ্রিতরূপে অবস্থিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। জীব চেতনস্বরূপা পরা প্রকৃতি হইয়াও ঐ মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণা-ত্মক বোধ করেন এবং তজ্জন্যই অনর্থগ্রস্ত হ'ন। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগই অনর্থের একমাত্র নিবারক। দ্রব্য, কাল, কর্ম, স্বভাব ও জীব—যাঁহার অনুগ্রহে কার্যক্ষম হয় এবং যিনি উপেক্ষা করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমপুরুষ। এই সকল বিষয় অজ্ঞান জীবগণকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার করেন।' শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, তাহা গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, মহাভারতের অর্থনির্ণয়কারী, গায়ত্রীভাষ্যরূপ, বেদের তাৎপর্যের দ্বারা পরিপুষ্ট, পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক প্রকাশিত।'

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যসম্মত অধিকরণ ও সূত্র-সংখ্যা

শ্রীব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতিসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়। ইহাতে সর্বসমেত (৩১+৩৩+৪৩+২৮=) ১৩৫টি সূত্র আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১১টি অধিকরণে ৩১টি সূত্র, ২য় পাদে ৭টি অধিকরণে ৩৩টি সূত্র, ৩য় পাদে ১১টি অধিকরণে ৪৩টি সূত্র এবং ৪র্থ পাদে ৮টি অধিকরণে ২৮টি সূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪টি অধিকরণে (৩৭+৪৫+৫১+২২=) ১৫৫টি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে ৩৭টি সূত্রে স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কাদি-বিরোধের পরিহার, দ্বিতীয় পাদে ৪৫টি সূত্রে পরপক্ষে দোষারোপ, ৩য় পাদে ৫১টি সূত্রে সর্বেশ্বর হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি এবং ৪র্থ পাদে ২২টি সূত্রে ভূতবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ২য় অধ্যায়ে ১৫৬টি সূত্র ; টীকার সিদ্ধান্তও ঐরূপই।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৭১টি অধিকরণে (২৮+৪২+৬৮+৫২=) ১৯০টি সূত্র আছে। তন্মধ্যে ১ম পাদে ৫টি অধিকরণে ২৮টি সূত্রে এবং ২য় পাদে ১৭টি অধিকরণে ৪২টি সূত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত প্রাপ্যেতরবিতৃষ্ণা এবং প্রাপ্যতৃষ্ণা প্রদর্শন, ৩য় পাদে ৩৩টি অধিকরণে ৬৮টি সূত্রে ভগবদ্‌গুণ-নিরূপণ এবং ৪র্থ পাদে ১৬টি অধিকরণে ৫২টি সূত্রে বিদ্যার নিখিলপুরুষার্থ-হেতুত্বের বর্ণন রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে সাধনতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে ১৩টি অধিকরণে ১৯টি সূত্র, ২য় পাদে ১০টি অধিকরণে ২১টি সূত্র, ৩য় পাদে ৯টি অধিকরণে ১৬টি সূত্র এবং ৪র্থ পাদে ১১টি অধিকরণে ২২টি সূত্র—এইরূপে ইহাতে সর্বসমেত (১৯+২১+১৬+২২=) ৭৮টি সূত্র এবং ৪৩টি অধিকরণ আছে। ঐ সকল সূত্রে জীবের সাধনফল বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়। চারিটি অধ্যায়ের মোট সূত্রসংখ্যা—(১৩৫+১৫৬+১৯০+৭৮=) ৫৫৯

শ্রীশ্রীজীবপাদ ও শ্রীমদ্ বলদেবের সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ একই অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব হইতেই তাঁহার শক্তি-বৈচিত্রীক্রমে জীব ও প্রকৃতি প্রভৃতির প্রাকট্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবলদেব ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ

করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীবলদেব 'গোবিন্দভাষ্যের' প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্‌ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি।" অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম, এই চারিটি পদার্থ ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া 'শক্তিমদ্‌ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই', এই সিদ্ধান্তেরও সঙ্গতি হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষানুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, তদনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ, শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর—সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত ও প্রমাণাবলম্বনে[1] জীবকে 'তটস্থা শক্তি' বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীবলদেব শ্রীমধ্বাচার্যের বা তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে স্বাংশ শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে জীবকে ভিন্নরূপে প্রদর্শনার্থ বিভিন্নাংশ[2] বলিয়া উল্লেখ করিলেও জীবকে 'তটস্থা শক্তি' বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। গৌড়ীয়-গোস্বামিবর্গের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির বিশ্লেষণও শ্রীবলদেবের সাহিত্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী ও শ্রীগীতাভূষণভাষ্যে[3] সর্বত্রই শ্রীবলদেব তত্ত্ববাদিগণের অনুবর্তনে যে ভেদপ্রতিনিধি 'বিশেষ' পরিভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত শ্রীভগবৎস্বরূপেই সীমাবদ্ধ। ইহা শ্রীভগবচ্ছক্তি জীব বা শক্তিপরিণত জগতের সহিত পরতত্ত্বের সম্বন্ধ-জ্ঞাপক কোনও বিচার নহে।[4] শ্রীবলদেব শ্রীশ্রীজীবপাদের ন্যায় শক্তি-সিদ্ধান্তের

১। পরমাত্মসন্দর্ভ ৩৭,৩৯ অনু; ২। "স্মরন্তি চ"—(ব্র সূ ২।৩।৪৭) ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্য ও তৎসম্প্রদায়ের অনুগত হইয়া শ্রীবলদেব জীবকে বিভিন্নাংশ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন; ৩। শ্রীগীতাভূষণভাষ্য—১।১, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং; ৪। সিদ্ধান্তরত্ন

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার বিচারে ভেদ-সিদ্ধান্তই অধিকতর স্পষ্ট।[১]

পরব্রহ্মের পরা শক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—(১) সন্ধিনী, (২) সম্বিৎ ও (৩) হ্লাদিনী। পরা শক্তির সম্বিৎপ্রধানা বৃত্তিই—বাগ্‌দেবী এবং হ্লাদ-প্রধানা বৃত্তি—লক্ষ্মী। এই সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীবলদেব শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী নিজশক্তি শ্রীলক্ষ্মীর জীবকোটিত্ব নিরাস করিয়াছেন।[২]

শ্রীবলদেব শ্রীভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ' তথা শ্রী-নিম্বার্কের 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ' পূর্বাচার্যগণের যুক্তি-অবলম্বনে খণ্ডন করিয়াছেন।[৩] তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়িগণের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'ও নিরাস করিয়া তত্ত্ববাদিগণের দ্বৈত-বাদে'রই নির্দোষত্ব স্থাপন ও আদর করিয়াছেন ; যথা—সিদ্ধান্তরত্নের ৮৷২৯,৩০ অনুচ্ছেদের 'সূক্ষ্মা'-টীকায়—"কেচিৎ স্বকল্পনায়া নির্মূলত্বং দূষণ-মপনিনীষবো বিষ্ণুস্বাম্যনুযায়িনম্মন্যা নবীনা এবেত্যর্থঃ। * * উভয়ে হেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ, কেবলে দ্বৈতে চ নির্দোষেঽপি তদ্বাদি-শিষ্যতাপত্তিলাঞ্ছনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেচ্ছবঃ কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চেৎ-তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়াঃ।"[৪]

অর্থাৎ কেহ কেহ আপনাদিগের কল্পনার অমূলকতা-দোষ দূর করিবার জন্য নিজদিগকে বিষ্ণুস্বামীর অনুগত মনে করেন—বস্তুতঃ ইঁহারা নবীন। * * * এই উভয় পক্ষই (ভেদাভেদবাদী ও

১। সিদ্ধান্তরত্ন ৮৷২৪ (শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সং, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা); বেদান্তস্যমন্তক—৩৷১৫ (ঐ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ); ২। বেদান্তস্যমন্তক ২৷২১ ; ৩। সিদ্ধান্তরত্ন ৮৷২৭,২৮ ; ৪। ঐ, (R. No. 2989, Govt. Oriental Mss. Library, Madras ও সংস্কৃতকলেজ-সং, ১৯২৪, ১৯২৭ খৃীঃ, কাশী) ৮৷২৯,৩০ ; সূক্ষ্মাটীকা ৩৪৬—৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী) কেবলাদ্বৈতবাদে দোষযুক্ততা-হেতু এবং কেবলদ্বৈতবাদ নির্দোষ হইলেও সেই মতস্থ উপদেশকের শিষ্যত্বগ্রহণরূপ লাঞ্ছনার ভয়ে উভয়ই অরুচিকর-হেতু, স্বাধীনমতবাদে অভিলাষী হইয়া পাষণ্ড হইয়া পড়েন এবং তত্ত্ববাদিগণের সমীপস্থ হইলে তাড়নযোগ্য হ'ন।

(১১) শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রের 'সূক্ষ্মতমা' বৃত্তি

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার শিষ্যবংশে শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র ব্রহ্মসূত্রের সূক্ষ্মতমা-নাম্নী একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের সন্নিকটস্থ সাহারাণপুর জেলার দেববন বা দেববন্দ্য-গ্রামনিবাসী গৌড়-ব্রাহ্মণকুমার শ্রীগোপীনাথকে শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া স্বপূজিত শ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহের সেবার ভার সমর্পণ করায় ইনি শ্রীগোপীনাথ পূজারি-গোস্বামী নামে খ্যাত হ'ন। শ্রীগোপীনাথ পূজারী দারপরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীগোপীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদরদাস সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীগোপীনাথের কৃপাভিষিক্ত হ'ন। শ্রীগোপী-নাথ স্বীয় অপ্রকটকালে শ্রীদামোদরদাসকে শ্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীদামোদরের তিনপুত্র—শ্রীহরিনাথ, শ্রী-মথুরানাথ ও শ্রীহরিরাম। এই শ্রীহরিনাথের শিষ্যই সূক্ষ্মতমানাম্নী ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তির রচয়িতা—শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র। উক্ত বৃত্তির উপসংহারে, তৎকৃত রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকার মঙ্গলাচরণে ও বায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়-নামক অধ্যায়ের প্রভা-টীকায় শ্রীরামনারায়ণ তাঁহার জনকের নাম—সুচেত রামরাজ, উপনয়ন-গুরুর নাম—ভবানীদাস শর্ম্মা, শাস্ত্রগুরুর নাম—রামসিংহ ও দীক্ষাগুরুর নাম—হরিনাথ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১]

১। (ক) "সদ্গুরুর্দর্শিতো যেন হরিনাথপ্রদর্শকঃ। সুচেতরামরাজাখ্যং ভবন্ন ভবদং ভজে॥"—রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকা 'ভাবভাববিভাবিকা'র মঙ্গলাচরণে ৩য় শ্লোক, শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, ৪২৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ, কলিকাতা;

শ্রীরামনারায়ণমিশ্র-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের ভাবভাব-বিভাবিকা-নাম্নী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা এবং বায়ুপুরাণোক্ত শতানন্দ-গৌতম-সংবাদের শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়-নামক অধ্যায়ের উপর 'প্রভা'নাম্নী টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। উঁহাদের পুষ্পিকায় শ্রীরামনারায়ণ শ্রীসুচেতরাম-রাজ-তনুজা, চন্দ্রভাগা-নাম্নী বিষ্ণুসখী বলিয়া স্বীয় স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন।[১] শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকায় তিনি শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, এমন কি, নানকের পর্যন্ত বন্দনা করিয়াছেন। উক্ত টীকারই মঙ্গলাচরণের শেষ দিকে তদ্রচিত একটি শ্রীরাধাষ্টক সংযুক্ত হইয়াছে। তিনি যমক ও অনু-প্রাস-প্রিয় ছিলেন। 'প্রভা'টীকায় তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারিত্ব এবং তৎপার্ষদগণের বিভিন্নস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী স্বধামগত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রকৃত সূক্ষ্মতমাবৃত্তির হস্তলিখিত পুঁথির একটি নকল ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে মূল হস্তলিখিত পুঁথিটি রক্ষিত আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। আমাদের নিকট ঐ বৃত্তির একটি নকল আছে। বৃত্তিটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ। অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া উহার নাম সূক্ষ্মতমা। বৃত্তির প্রারম্ভে কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়।

খ) "হরিনাথমহং বন্দে হরিনামপ্রদং গুরুম্। ভবানীদাসশর্মাণং গায়ত্রীব্রতদং ভজে ॥ বোধদং রামসিংহাখ্যং বিজ্ঞানন্দ-প্রদায়কং। সদাসুখমহং বন্দে সদাসুখকরং গুরুম্ ॥ সুচেতরামরাজানং প্রেমপাত্রৈক জন্মদং। তাতং নত্বা যথাপ্রজ্ঞং ব্যাখ্যেয়ং ক্রিয়তে ময়া ॥"—বায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের 'প্রভা'টীকার মঙ্গলাচরণের ৮—১০ শ্লোক—শ্রীহরিদাসদাস-সম্পাদিত, ৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দ, শ্রীনবদ্বীপ; ১। "শ্রীমদ্-রাজসুচেতরামতনুজা শ্রীচন্দ্রভাগাভিধা, যাহং বিষ্ণুসখী শুভাং কৃতবতী ব্যাখ্যাং সদানন্দদাম্ ॥"—শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের প্রভাটীকার উপসংহারে প্রথমশ্লোক—শ্রীহরিদাসদাস-সম্পাদিত, ৪৫৮ গৌরাব্দ, শ্রীনবদ্বীপ।

উক্ত বৃত্তিকার 'ব্রহ্ম'শব্দ সর্বত্র বিষ্ণুবাচকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে শ্রীকৃষ্ণবাচকও করিয়াছেন। বৃত্তিতে জীবের সহিত বিষ্ণুর ভেদাভেদ-সম্বন্ধ[১] আশঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বিষ্ণুর অংশবৎ অংশই জীব ; মুখ্য অংশ অসম্ভব—এই কারণে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ঔপাধিক ভেদহেতু অংশই জীব। "অতঃ স্বরূপেনাভেদেপ্যৌপাধিকভেদাদংশো জীবঃ।"[২]

উক্ত বৃত্তিকারের মতে জীব অণু নহে—বিভু, জ্ঞানস্বরূপ ও বিষ্ণ্বাত্মক। "তস্মাদাত্মা বিভুর্জ্ঞানস্বরূপো বিষ্ণ্বাত্মক এব, নাণুঃ।"[৩] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, জীব—বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ভেদ—ঔপাধিক। "জীবেশ্বরাদ্যৌপাধিকভেদে ন তদ্দোষানুপপত্তিঃ।"[৪] জগৎ—কারণরূপ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, কার্য—বাচারম্ভনমাত্র (নামমাত্র বিকার অতথ্য), কারণেরই সত্যত্ব :—"প্রপঞ্চস্তু তস্মাৎ কারণাদ্বিষ্ণোরনন্যত্বমেব, কার্যস্য বাচারম্ভনমাত্রত্ব-শব্দাদাদি-পদাৎ কারণস্যৈব সত্যত্বশব্দাৎ।"[৫] শ্রীরামনারায়ণের প্রপঞ্চিত এইরূপ কতিপয় মতবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়।

(১২) অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণির সমঞ্জসাবৃত্তি

লক্ষ্মীনারায়ণাত্মজরূপে পরিচয় প্রদানকারী অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি ভট্টাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'সমঞ্জসা'-নামক একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তি একান্তী বৈষ্ণবগণের আনন্দ-সম্পাদনে সমর্থা বলিয়া বৃত্তিকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃত্তির উপসংহারে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের প্রতি কৃপাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্বকৃত বৃত্তিটি শ্রদ্ধোপহাররূপে

১। ব্র সূ ৩।২।২৭—৩০ বৃত্তি দ্রষ্টব্য ; ২। ঐ, ২।৩।৪৪ বৃত্তি ; ৩। ঐ, ২।৩।৩৩ ; ৪। ঐ, ২।১।২৩ ; ৫। ঐ, ২।১।১৪

প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনূপনারায়ণের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার সমসাময়িক ব্যক্তি[১], কেহ বা অনূপনারায়ণকে শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারী ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি-লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

সমঞ্জসাবৃত্তির উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

কৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো রূপস্বরূপাদয়ো
জাতা যৎকৃপয়ৈব সংপ্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ।
এষা বৃত্তিরনন্যবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী
শ্রীচৈতন্যহরের্দয়াময়তনোস্তস্যোপহারায়তাম্॥

অর্থাৎ যাঁহার কৃপাবলে শ্রীরূপ ও শ্রীস্বরূপপ্রমুখ ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম-সুধাসমুদ্রে চিত্ত নিমগ্ন করিতে পারিয়াছেন এবং এইক্ষণে আমরা সকলেও যাঁহা হইতে কৃতার্থ হইতেছি, একান্তী বৈষ্ণবগণের চিত্তে আনন্দসম্পাদনে সমর্থা এই বৃত্তিটি সেই দয়াময়-শ্রীবিগ্রহধারী শ্রীগৌরহরিকে উপহার-রূপে প্রদত্ত হউক।

সম্পূর্ণ বৃত্তির শেষে এই পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়,—"শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমদনূপনারায়ণ-তর্কশিরোমণি-ভট্টাচার্য-বিরচিতায়াং সমঞ্জসায়াং বৃত্তৌ চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ॥"

কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদে ১ হইতে ৬৯ পত্রে বঙ্গাক্ষরে লিখিত সমঞ্জসাবৃত্তির একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। উক্ত পুঁথির নম্বর—স ৮৫৫। পুঁথির শেষে নিম্নোক্ত একটি শ্লোকে লিপিকার, লিপিকাল ও স্থানের এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

১। "Anupanarayana Tarkasiromoni, son of Lakshminarayan, a later contemporary of Chaitanya"—New Catalogus Catalogorum, Vol. I, p. 163, Madras University 1949; ২। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধি-ভূমিকা, ৫১ পৃঃ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ, কলিকাতা।

এক-নেত্র-সপ্ত-চন্দ্র-শাকমান-সংখ্যকে
শঙ্করাদ্যশেষ-নন্দ-দণ্ডিনৈব লিখ্যতে।
ভাদ্রমাস-নেত্র-সংখ্য-বাসরে স্ম জীবকে
পঞ্চক্রোশ-মধ্যদেশ-গারুড়েশ-মাঠকে॥

অর্থাৎ ১৭৩১ শকাব্দে, ৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবারে পঞ্চক্রোশের মধ্যস্থিত গারুড়েশ-মঠে শঙ্করানন্দদণ্ডি-কর্তৃক ইহা লিখিত হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় আর একটি অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়। ঐ পুঁথির নং —১৩৬৭। বৃত্তিটি দ্বৈতসিদ্ধান্তপর ; কোনও কোনও সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণ দৃষ্ট হয়। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কোনো কথা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। "অভাবং বাদরিঃ আহ হি এবম্"—এই ব্রহ্মসূত্রের[1] ব্যাখ্যায় সমঞ্জসা-বৃত্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,—"মুক্তস্য দেহাদ্যভাবং বাদরিরাহ। এবং 'দেহে-ন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্' ইতি স্মৃতৌ, বৈকুণ্ঠপুরবাসস্বপ্রাকৃতা-চিন্ত্যশক্তেঃ।" এই বৃত্তিতে জীব ও পরমেশ্বরের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ, ভক্তির নিত্য অভিধেয়ত্ব ও প্রয়োজনরূপে বৈকুণ্ঠধামে গতি প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

অনূপনারায়ণ ব্রহ্মসূত্রের সমঞ্জসাবৃত্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের বিদ্বদ্বিনোদিনী-সূচিকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাপর পঞ্চদশ-স্বর্গাত্মক আমোদকাব্য ও শ্রীসীতাশতক-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[2]

১। ব্র সূ ৪।৪।১০ ; ২। (ক) Vide, New Catalogus Catalogorum, Vol. 1 (1949) published by Madras University, p. 163 ; (খ) Amoda —R. A. S. B. Descriptive Catalogue H. P. Sastri Vol. VII, Kavya No. 5198. Also see Introduction of Vol. VII, p. XII ; (গ) Samanjasa Britti on Brahma Sutra—Proceedings R. A. S. B. 1865, p. 687; See also Annals B. O. R. I., X. p. 119 ; (ঘ) Sita-Sataka-Stotra—Sanskrit Collections, Benares 1897—1901, p. 9

বঙ্গীয়-এসিয়াটিক-সোসাইটির পুঁথিশালায় অনূপনারায়ণের রচিত বিদ্বদ্বিনোদিনীর (শ্রীমদ্ভাগবত-সূচিকার) একটি পুঁথি রক্ষিত আছে।[১] পুঁথিটি সংক্ষিপ্ত, ৫টি পত্রেই সম্পূর্ণ। ইহাতে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থ-দীপিকার প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে অধ্যায়-কথাসারব্যঞ্জক শ্লোকের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অধ্যায়ের সার কেবল শ্লোকমধ্যে গুম্ফিত হইয়াছে। অনূপনারায়ণকৃত অন্যান্য গ্রন্থে, যথা—সমঞ্জসাবৃত্তি বা আমোদ-কাব্যের উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু বিদ্বদ্বিনোদিনীতে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীতুলসীদাস, শ্রীপ্রয়াগদাস-প্রমুখ সাধুগণের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই তুলসীদাস শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের শ্রীরামচরিতমানসরচয়িতা কবিশ্রীতুলসীদাস। নাভাজী-কৃত হিন্দীভক্তমালে[২] রামানন্দিসম্প্রদায়ের শ্রীসীতারামোপাসক যোগী শ্রীপ্রয়াগদাসজীর (পৈহারী কৃষ্ণদাসজীর শিষ্য অগ্রদাস, তচ্ছিষ্য প্রয়াগ-দাস) কথা পাওয়া যায়। বিদ্বদ্বিনোদিনীর উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোক ও পুষ্পিকাটি দৃষ্ট হয়,—"শ্রীমান্ সমকৃতানূপ-নারায়ণ-শিরোমণিঃ। বিদ্বদ্বিনোদিনী-নাম-শ্রীভাগবত-সূচনীম্॥ শ্রীসনাতনরূপাদ্যাস্তুলসীদাস-মুখ্যকাঃ। শ্রীপ্রয়াগদাসমুখ্যাঃ সন্তঃ সন্তু সদা হৃদি॥ ইতি শ্রীঅনূপ-নারায়ণ-তর্কশিরোমণি-বিরচিতা বিদ্বদ্বিনোদিনী-নাম-শ্রীভাগবতস্য সূচিকা সমাপ্তা॥" অর্থাৎ শ্রীমান্ অনূপনারায়ণ শিরোমণি বিদ্বদ্বিনোদিনী-নামক শ্রীমদ্ভাগবতার্থ-সূচিকা সম্পাদন করিলেন। শ্রীশ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীরূপ যাঁহাদের মধ্যে মুখ্য, শ্রীতুলসীদাস যাঁহাদের মুখ্য ও শ্রীপ্রয়াগদাস যাঁহাদের মুখ্য—সেইসকল সাধুগণ সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।

১। A. S. B. নং ১১৩১ (প্রাচীন সংখ্যা), বর্তমান সংখ্যা—A. S. B. MSS, III E, 209; ২। শ্রীভক্তমাল (সটিক ও বার্তিকপ্রকাশসহ) ৬২৯, ৮১৯, ৮৪৭ পৃঃ, নবলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ-সং, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য।

অনূপনারায়ণকৃত পঞ্চদশসর্গাত্মক 'আমোদ'কাব্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের নামোল্লেখসহ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো-রূপস্বরূপাদয়ো
জাতা যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ।
শ্রীচৈতন্যহরের্দয়াময়তনোস্তস্যোপহারো গুরোঃ
গ্রন্থঃ স্যাৎ মিহিরস্য দীপবদসাবামোদ-নামা লঘুঃ ॥১

উক্ত আমোদ-কাব্যের ১ম সর্গের শেষে অনূপনারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীলা কৃষ্ণকথামৃতং করুণয়া লক্ষ্ম্যগ্রনারায়ণা-
পত্যং পায়য়তি স্ম চম্পকলতা যানূপনারায়ণম্।
গ্রন্থে তৎকরুণা-কণেন জনিতে ধীমন্মনোমন্দরং
সর্গোঽয়ং প্রথমো হরিপ্রণয়িতা দুগ্ধাব্ধিমগ্নং ক্রিয়াৎ ॥

অর্থাৎ যে শ্রীযুক্তা চম্পকলতা কৃপাপূর্বক লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র অনূপনারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণকথাসুধা পান করাইতেন, তাঁহার করুণার লেশজাত এই গ্রন্থের শ্রীহরিপ্রীতিসম্পাদক প্রথমসর্গ বিজ্ঞজনের চিত্তরূপ মন্দর-শৈলকে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে মগ্ন করুক।

অনূপনারায়ণকৃত সীতাশতক-পুঁথিটি কাশীর গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত-কলেজের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। ঐ পুঁথিটি দশ পাতায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তন্মধ্যে ৮ম ও ৯ম পত্রদ্বয় নাই। বর্তমানে ঐ পুঁথির নূতন সংখ্যা —প্রাঃ (৩৩)। সীতাশতক-কাব্যটি শ্রীজানকীর সম্বন্ধে লিখিত। পুঁথিটির উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোক ও পুষ্পিকাটি পাওয়া যায়—

তর্কালঙ্কৃতি-পণ্ডিতেন্দ্রপদবীমাসাদিতো দৈবতো
যো বর্ষান্তরনায়কৈরপি গতো বিদ্যাবহাদুর্গিরা।

১। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং ৫১২৮ 'আমোদ', ৪৫ পত্রের ২য় পৃঃ।

কাশীনাথবিচক্ষণস্য সদসি স্থিত্বাকরোচ্ছ্রীমতঃ
শ্রীসীতাশতকাভিধামৃতকৃৎত্বয়ানূপনারায়ণঃ ॥১

শ্রীমদনূপনারায়ণশর্মাখ্য তর্কশিরোমণিনেদং রচিতং সীতাশতকং সম্পূর্ণম্। সতাং মোদেহস্ত ওমিতি। শ্রীঅনূপনারায়ণ-দেবশর্মতর্কশিরোমণিভট্টাচার্য-বিরচিতং সীতাশতকাখ্যং কাব্যং সম্পূর্ণম্। ১৮৬২ সম্বৎ।

উপসংহার-শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ—'যিনি দেবপ্রসাদে অন্যবর্ষীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা তর্কালঙ্কার-পণ্ডিতেন্দ্র-উপাধি এবং বাক্যদ্বারা বিদ্যাবাহাদুর-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহাকে বিলাতের রাজকীয় পুরুষগণ তর্কালঙ্কার-পণ্ডিতেন্দ্র-উপাধি দিয়াছিলেন এবং মুখে যাঁহাকে বিদ্যাবাহাদুর বলা হইত), সেই বিচক্ষণ শ্রীমান্ কাশীনাথের সভায় থাকিয়া অনূপ-নারায়ণ সীতাশতক-নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কাশী গভর্ণমেন্ট-সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে উক্ত শ্লোকের 'বর্ষান্তরনায়ক' পদটি Duncan সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি Lord Cornwallisর সময় (১৭৮৬—১৭৯৩ খ্রীঃ) Political Resident ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে কাশীর সংস্কৃতকলেজ স্থাপিত হয়। George Nicholls-প্রণীত 'History of the Sanskrit College, Benares' (১৮৪৮ খ্রীঃ)-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 'সর্বশাস্ত্রগুরু তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেন্দ্র-বিদ্যাবাহাদুর'-উপাধিযুক্ত কাশীনাথ ১৭৯১—১৮০১ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কৃত-কলেজের সর্বপ্রথম Principal, Director বা Rector ছিলেন।২

১। শেষোক্ত চরণটিতে লিপিকর-প্রমাদ আছে বলিয়া মনে হয়। ২। 'History of the Sanskrit College, Benares' (Printed by the Supdt. Govt. Press, U. P., Allahabad 1907)-গ্রন্থের ভূমিকায় George Nicholls, Hd. master Benares College লিখিয়াছেন—(1848) "The first Principal

শ্রীঅনূপনারায়ণ কাশীনাথের সভাসদ্ বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কাশীনাথের সমসাময়িক; শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বা শ্রীজীবগোস্বামিপাদের পূর্ববর্তী নহেন। সিদ্ধান্তের দিক হইতেও অনূপনারায়ণ শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বী নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার দুইএকজন পার্ষদের প্রতি অনূপনারায়ণের ব্যক্তিগত সাধারণ শ্রদ্ধা থাকিলেও রামানন্দী সাধুগণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সীতাশতকাদি-কাব্য লিখিয়া শ্রীসীতারাম-উপাসনার প্রতিও নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার 'সমঞ্জসাবৃত্তি' দ্বৈতসিদ্ধান্ত-পর, অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তপর নহে।

শক্তিভাষ্য

কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে ব্রহ্মসূত্রের 'শক্তিভাষ্য'-নামক একটি ভাষ্যে একপ্রকার শাক্তবাদ 'সরূপাদ্বৈতবাদ' নামে প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত মতে শক্তিই হইলেন—চিৎ ও অচিৎ (নিত্যসম্মিলিত), পুরুষ ও প্রকৃতিস্বরূপ ব্রহ্ম। শক্তিই—ব্রহ্ম, চিন্মাত্র শিব—নিরুপাধিক চৈতন্য বা পুরুষ আর প্রকৃতি হইল—অচিন্মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ—দুই হইলেও উভয়স্থিত কার্যজননীসত্তা এক, যেমন—তুষ ও তণ্ডুল উভয় মিশ্রণেই ধান্য। শক্তিরূপ ব্রহ্মের প্রথম পরিণামই বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বস্থিত বীজভূত-

---

or Director of the College was Sero Shastri Guru Tarkalankar Cashinath Pandit Inder Bedea Behadar" (সাহেবের উচ্চারণবশতঃই ঐরূপ বানানগুলি দৃষ্ট হয়)। পণ্ডিত শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বি-এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় কাশী-সংস্কৃতকলেজের বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থের মূল পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া কৃপাপূর্বক আমাদিগকে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, অনূপনারায়ণ বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর সান্যালবংশের ব্যক্তি। তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে, তিনি কাশীতে বাস করিয়াছিলেন।

রূপাদি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত সাকারব্রহ্মই নারায়ণ ইত্যাদি। অসংখ্য জীবও ব্যষ্টিবুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইয়াই উৎপন্ন। এই মত বিবর্তবাদ বা মায়াবাদকে শ্রুতিবিরোধী মত বলিয়া খণ্ডন করিলেও চরমে প্রচ্ছন্নভাবে নির্বিশেষবাদের প্রভাবেই পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে শ্রীমধ্ব-শ্রীনিম্বার্ক-প্রমুখ আচার্যগণ শক্তিকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উক্ত শক্তিভাষ্যে শাক্তসম্প্রদায়েরও পরম্পরাগত কোনো প্রাচীন মতই প্রকৃতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য ইহা একটি স্বতন্ত্র ও স্বকপোলকল্পিত অর্বাচীন মত বলিয়া শাক্তদর্শনের গবেষকগণও মন্তব্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীকাশীধামবাসী পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্ মহাশয় 'Sakta Philosophy' শীর্ষক প্রবন্ধের টীকায় উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"P. Panchanan Tarkaratna attempted to bring into prominence what he regarded as the Sakta point of view in the history of Indian Philosophy * * * but it does not truly represent any of the traditional view-point of the Sakta-school."[১]



১। History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. 1—Sakta Philosophy Notes, P. 425.—The Ministry of Education, Govt. of India, 1952.

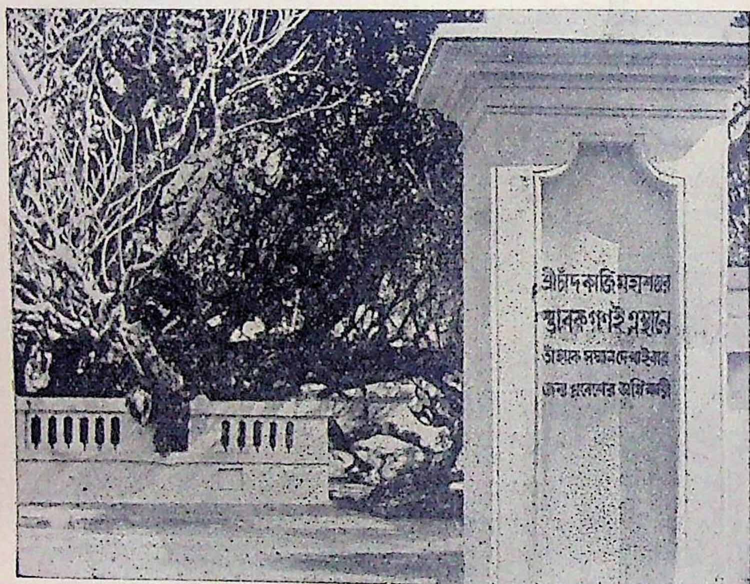
নবম-মাধুরী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও বেদান্তভাষ্য

শ্রীচৈতন্য-চরিত

১৪০৭ শকাব্দার (=১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ=৮৯২ বঙ্গাব্দের) ২৩শে ফাল্গুন শনিবার, দোলপূর্ণিমার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আংশিক চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে উপচ্ছায়া-স্পর্শের সময় চতুর্দিকে শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়। শ্রীনবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌর-সুন্দর, মহাপ্রভু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হ'ন। শ্রীনিমাই শ্রীগঙ্গা-দাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন এবং শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। নিমাইর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে বিঘোষিত হইলে, একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া শ্রী-নিমাইর সহিত বিচার আরম্ভ করেন এবং পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হ'ন। শ্রীনিমাই 'বাদিসিংহ'খ্যাতি লাভ করেন। কিছুকাল পরে শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর অন্তর্ধান হয় এবং পরে শ্রীনিমাই শ্রীসনাতনমিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীনিমাই পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার ছলে গয়া-ধামে গমন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ ও অদ্ভুত ভাবান্তরলীলা প্রকাশ করেন। আহার-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিতে বিভাবিত শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য কিছুই পড়াইতে না পারিয়া অধ্যাপন-লীলার পর্ব সমাপ্ত করেন এবং সকলকেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রী-গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রী-নিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর-প্রমুখ ভক্তগণের

সহিত মিলিত হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন ; শ্রীহরিদাস-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তের দ্বারা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণনামপ্রচার ; জগাই-মাধাই-প্রমুখ মহাপাপীর উদ্ধার ; শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয় ; শ্রীবাসগৃহে প্রতিরাত্রে সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান-দ্বারা মহাপ্রভু সর্বক্ষণ শ্রীহরিভজনের আদর্শ প্রকট করেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন কাজী উচ্চ হরিনাম-কীর্তনে



শ্রীগৌরকৃপালব্ধ কাজীর সমাধি (শ্রীনবদ্বীপ)

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বাধা প্রদান করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া একটি বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রা গঠন করিয়া কাজীর গৃহে উপস্থিত হ'ন। ভবিষ্যতে হরিনাম-সংকীর্তনে কোন প্রকার বাধা প্রদান করিবেন না—কাজী স্বয়ং এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতিও সেইরূপ স্থায়ী আদেশ প্রদান করেন। কাজী

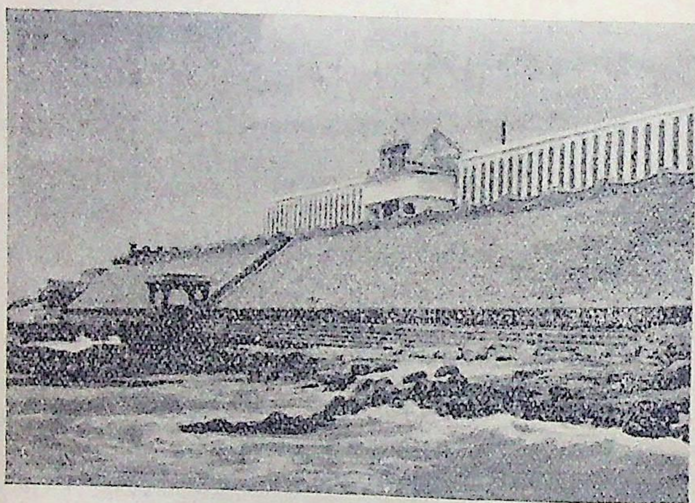
মহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামের অনুকীর্তন করিয়া প্রভুর কৃপায় অভিষিক্ত হ'ন। নবদ্বীপের তাৎকালিক বিমুখব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রভুর করুণা বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার নিন্দাবাদ আরম্ভ করায় তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য শ্রীনিমাই ১৪৩১ শকে (=১৫১০ খ্রীঃ=৯১৬ বঙ্গাব্দে) ২৯শে মাঘ, পূর্ণিমা তিথিতে কাটোয়ায় শ্রীকেশব-ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রকট করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে খ্যাত হ'ন। পরে



শ্রীপুরীধামে এই স্থানস্থ শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব
বেদান্তের মায়াবাদভাষ্য খণ্ডন করিয়াছিলেন

তিনি পুরীতে গমন ও তথায় শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্যের সহিত মিলিত হ'ন। শ্রীসার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট শঙ্কর-শারীরকভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে শ্রীমহাপ্রভু সাত দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মৌন থাকেন। শ্রীসার্বভৌম উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অষ্টম দিবসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন যে,

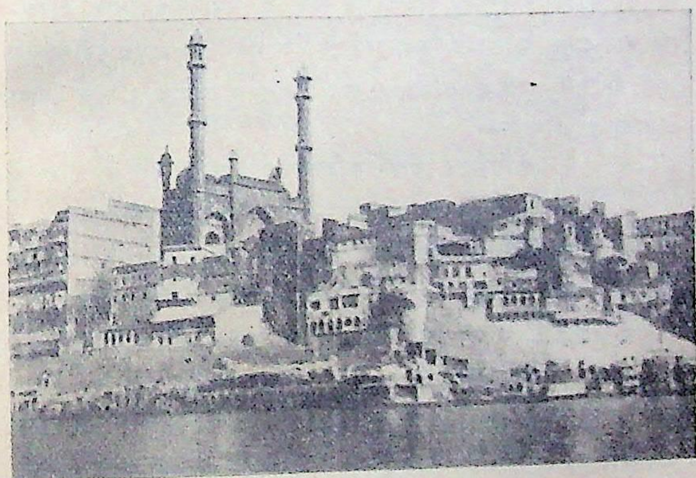
শ্রীব্যাসসূত্রের অর্থ সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে সেই নির্মল ও সহজ অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীসার্বভৌমের নিকট শাস্ত্রবিচার-যুক্তিদ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন ও সার্বভৌমকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী হইতে আলালনাথের পথে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীগোদাবরীতটে শ্রীরায়রামানন্দের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ববিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও নিজস্বরূপ প্রকট



ভারতের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে ভারতমহাসাগর, আরবসাগর ও বঙ্গসাগরের সঙ্গমস্থলে শ্রীগৌরপদাঙ্কিত কন্যাকুমারিকাতীর্থ ও মন্দির

করেন এবং বৌদ্ধ, মায়াবাদী, রামানন্দী, তত্ত্ববাদী, শ্রীবৈষ্ণবাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকেই কৃপাভিষিক্ত করিয়া শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত এবং ভজন-বিষয়ক শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক দুইখানি পুঁথি আবিষ্কারপূর্বক তৎপ্রতিলিপিসহ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পুরীতে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ সেবার আদর্শ

প্রকট করেন। ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশে গমনপূর্বক শ্রী-শ্রীরূপ-সনাতনকে রামকেলি হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন এবং শ্রীরঘুনাথকেও কৃপা করেন। পুরীতে ফিরিয়া একমাত্র শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া ঝারিখণ্ড-বনপথে হিংস্র জন্তুগণকে কৃষ্ণনামে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তিনি কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ এবং পুনরায় শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগ আসিবার পথে কয়েকজন পাঠানকে



শ্রীকাশীধামে পঞ্চগঙ্গার তটে শ্রীবিন্দুমাধবের ধ্বজা—এই স্থানে
শ্রীচৈতন্যদেব সশিষ্য শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতীর নিকট
ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন

ভাগবতধর্মে আকৃষ্ট ও মহাভাগবত করিয়াছিলেন। প্রয়াগে আগমনপূর্বক তথায় শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীকাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রকট এবং শ্রী-প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত বিস্তার করেন। পুনরায় তিনি নীলাচলে আগমন-

পূর্বক ছোট শ্রীহরিদাসের প্রতি শিক্ষাদান-লীলা এবং শ্রীবল্লভাচার্যের ও শ্রীরামচন্দ্রপুরীর সহিত যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারা জগজ্জীবকে বিবিধ মঙ্গলময় শিক্ষা প্রদান করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহারই অগ্রদূতস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ভক্তিকল্পতরুর প্রথমাঙ্কুররূপে জগতে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধিপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীপরমানন্দপুরীপাদ, শ্রীরঙ্গ-পুরীপাদ-প্রমুখ অতিমর্ত্য মহাপুরুষগণ সকলেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদের ভাষায় বলিতে গেলে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ—

পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥[১]

শ্রীপুরীধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে নির্যাণ লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রী-কৃষ্ণের বিরহোন্মাদে নানাপ্রকার অতিমর্ত্য অদ্ভুত ভাব প্রকট করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ৪৮ বৎসরকাল জগতে প্রকট থাকিয়া আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবকে তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণকে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমরসে অবগাহন করাইয়া মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'শিক্ষাষ্টক'-নামক স্বরচিত আটটি শ্লোকে সমস্ত বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সার এবং জীবমাত্রেরই চরম ও পরম প্রয়োজনের কথা গ্রথিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক শ্রীপদ্যাবলী, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থে সমাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত'-নামক একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে বলেন। শ্রী-

---

১। চৈ চ অ ৮।৩৪

চৈতন্যদেবের শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াই শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-প্রমুখ গোস্বামি-পাদগণ সার্বভৌম শ্রীভাগবত-গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক মায়াবাদভাষ্য খণ্ডন ও শ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত-স্থাপন

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য-সম্বন্ধে যে সকল বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইল :—

১। বেদান্তসূত্র—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে সেই বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্"[১]—আমি বেদান্তকর্তা ও বেদার্থ-জ্ঞাতা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্"[২]—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া জানিবে। ভ্রম, অনবধানতা, অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাসের সূত্রে সেইরূপ কোন দোষই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য হইলেন—শ্রুতিসমূহ; ব্রহ্মসূত্র—উপনিষদের প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ—শব্দের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই সহজে অবগত হওয়া যায়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য গৌণ বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।[৩] শ্রীশঙ্করের দোষ নাই; তিনি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিবার জন্যই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থের আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ করিয়াছেন।[৪] বস্তুতঃ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"[৫]—

১। গীতা ১৫।১৫; ২। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।৫, বঙ্গবাসী-সং; ৩। চৈ চ ম ৬।১৩৮; ৪। ঐ আ ৭।১১০; ৫। ব্র সূ ২।১।২৭

এই ব্রহ্মসূত্রেই উক্ত হইয়াছে, শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ মানবযুক্তি বা মনীষার অতীত হইলেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর কিরূপভাবে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থসমূহ আবরণ করিয়া গৌণার্থসমূহ সাধন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইতেছেন—

২। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মসূত্রের এই প্রথম সূত্রটির মধ্যেই যে ব্রহ্ম-শব্দ, সেই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থে—শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে শক্তিমান্ পরমেশ্বরই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—"(অথর্বশির উ ৩।৭) 'অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম * * বৃংহতি বৃংহয়তি চ' ইতি শ্রুতেঃ, 'বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ[১]; অত্রাপি শক্তিমত্ত্বেন ব্রহ্ম-শব্দস্য পরমেশ্বর-বাচকত্বাৎ।"[২] শ্রুতিতে ব্রহ্ম-শব্দের যে প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ (বৃন্হ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে মন্-প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন, বৃন্হ্-ধাতুর অর্থ—বৃহত্তা) কথিত হইয়াছে, তাহাই হইল মুখ্যার্থ। বৃংহতি অর্থাৎ যিনি নিজে বড় হ'ন এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। এইস্থানে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতে 'ব্রহ্ম যে শক্তিমান' তাহা জানা যায়। যিনি অপরকে বড় করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই বড় করিবার শক্তি আছে—ইহা কল্পনামূলক মন্তব্য নহে। ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য যে-শ্রুতি, তাহাও এই দুইটি অর্থই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"[৩]—তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বড় কিছু দেখা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম অসমোর্দ্ধ্ব বা বৃহত্তম তত্ত্ব। আবার এই মন্ত্রই পরের চরণে বলিতেছেন—"**পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব** শ্রূয়তে **স্বাভাবিকী** জ্ঞানবলক্রিয়া চ."[৪] অর্থাৎ এই পরব্রহ্মের যে পরা শক্তির বৈচিত্রীর কথা শুনা যায়, তাহা স্বাভাবিকী ও জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপা। শ্রুতিমন্ত্রের এই অংশটি 'বৃংহয়তি' অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অপরকেও বড় করিবার শক্তি আছে, তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন।

১। বি পু ১।১২।৫৭, ৩।৩।২১ ; ২। শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১।১।১ ; ৩। শ্বেতাশ্ব ৬।৮ ; ৪। ঐ, ঐ।

'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য করি' নাহি যাঁর সম ॥[১]

'ব্রহ্ম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মুখ্যার্থ আচার্য শঙ্করও তাঁহার ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি-সমন্বিত তত্ত্ব, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন—"অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং **সর্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম**। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ।"[২] অর্থাৎ বৃন্হ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্ম—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-যুক্ত। ব্রহ্মের যে বৃহত্তমতা, তাহাই হইল ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণ। সুতরাং ব্রহ্ম—সবিশেষতত্ত্ব, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি"[৩], "রসো বৈ সঃ",[৪] "আনন্দং ব্রহ্ম",[৫] "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"[৬] ব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, রসস্বরূপ, আনন্দ, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। যিনি ব্রহ্মকে পরব্যোমে (তাঁহার ধামে) ও হৃদয়-গুহার মধ্যে অন্তর্যামিস্বরূপে নিহিত জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামসমূহকে ভোগ করেন। —এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষরূপেই স্থাপন করিয়াছেন। কারণ—সর্বজ্ঞতা, সত্যতা ও আনন্দ-ধর্ম নির্বিশেষ বস্তুর নাই। সর্বজ্ঞাদি-শব্দ বিশেষত্ব-বাচক। ব্রহ্ম যে চিদ্বিলাস বা লীলাময়, তাহাও বেদান্তসূত্রে উক্ত হইয়াছে, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"[৭]—লোকবৎ (অর্থাৎ লোকের ন্যায়) তু (কিন্তু) লীলাকৈবল্যম্ (লীলাই কেবল প্রয়োজন)। —এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের লীলাময়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লীলা দুই প্রকারের

১। চৈ চ ম ২৪।৬৬; ২। ব্র সূ ১।১।১—শঙ্কর-শারীরকভাষ্য; ৩। মুণ্ডক ২।২।৭; ৪। তৈত্তিরীয় ২।৭; ৫। বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮।৭; ৬। তৈত্তিরীয় ২।১।৩; ৭। ব্র সূ ২।১।৩৩

—একটি মায়াদ্বারা প্রদর্শিতা সৃষ্টিস্থিতিসংহার-ক্রিয়া—মায়িকী লীলা এবং অন্যটি তাঁহার শ্রীবিগ্রহচেষ্টা—হাস্য, বিলাস, খেলা, নৃত্য, যুদ্ধাদি স্বরূপশক্তিময়ী লীলা।[১] "স ঈক্ষত"[২] অর্থাৎ ব্রহ্ম—দর্শন করিলেন। "স ঐক্ষত"[৩]—তিনি পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। "সোঽকাময়ত"[৪]—তিনি কামনা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ—অসমোর্দ্ধ্ব অর্থাৎ বৃহত্তম ও চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ ভগবান্, যথা—

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ্ব সমান ॥[৫]

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কোন কোন শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্ম—নির্বিশেষ, নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে যে নির্বিশেষ ও নির্গুণ বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতিরই অনুগত সিদ্ধান্ত। এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রুতি যে-স্থানে ব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্গুণ বলিয়াছেন, সে-স্থানে ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর বা প্রাকৃত গুণ নাই; বস্তুতঃ অপ্রাকৃত তনু ও অপ্রাকৃত গুণ আছে'—ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রুতি প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়াছেন। "নির্গুণস্য—মধ্যপদলোপেন নির্গতা গুণেভ্যো গুণা যস্য তস্য, প্রাকৃতগুণাতীত-নিত্য-গুণস্য"[৬] অর্থাৎ নির্গুণপদটি মধ্যপদলোপে সমাসবদ্ধ—নির্গত [অর্থাৎ অতীত হইয়াছে প্রাকৃত] গুণসমূহ হইতে গুণ যাঁহার, তিনি নির্গুণ—প্রাকৃতগুণাতীত—নিত্যগুণবান্; অতএব নির্গুণ অর্থে—প্রাকৃতগুণ-সম্পর্করহিত, নিখিল-কল্যাণগুণাধার।[৭] শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে যথা—

১। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৫০ অনু; ২। ঐতরেয় ১।১।১; ৩। বৃহদারণ্যক ১।২।৫; ৪। ঐ ১।২।৪; ৫। চৈ চ আ ৭।১১১; ৬। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ—১৪৯ অনু; ৭। শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।১

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥[১]

যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশেষরহিত বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সেই
শ্রুতি আবার সবিশেষই বলিয়া নির্ধারণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই,
উভয়বিধ শ্রুতির বিচার করিলে সবিশেষই বলবান্ হয়—

'নির্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।

প্রাকৃত নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥[২]

ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভু শ্রুতির মন্ত্র হইতে দেখাইতেছেন,—
"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্য-
ভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"[৩]—যাঁহা হইতেই (অপাদান)
এই সমুদয় প্রাণী (ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত), জাত হইয়া যাঁহার দ্বারা
(করণ) জীবনধারণ করে, প্রলয়ে যাঁহাতে (অধিকরণ) প্রবেশ করে,
তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হও। তিনি ব্রহ্ম।

'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।

ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥[৪]

৩। যিনি ঐশ্বর্যবান্, তিনি ভগবান্। শক্তি-বিচিত্রতাই—ঐশ্বর্য।
ব্রহ্মের ঐশ্বর্যের কথা শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের মুখ্যার্থ—
'ভগবান্'। ব্রহ্মের ঐশ্বর্য বা ভগবত্তা না থাকিলে শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশ্বের
অপাদান-কারক, করণ-কারক ও অধিকরণ-কারক বলিয়া বর্ণন করিতেন
না। ব্রহ্ম—অপ্রাকৃত মন ও নয়নাদিবিশিষ্ট, ইহাও শ্রুতিমন্ত্রে পাওয়া
যায়। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিতেছেন, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"[৫]
—সেই সংস্বরূপ ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন এবং মনে করিলেন, 'আমি প্রজার
(জীবের) নিমিত্ত তাহাদের অন্তর্যামিরূপে বহু হইব।'—এই শ্রুতি

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৬।৬৭ সংখ্যাধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচন ; ২। চৈ চ ম ৬।১৪১ ; ৩। তৈত্তিরীয় ৩।১ ; ৪। চৈ চ ম ৬।১৪৪ ; ৫। ছান্দোগ্য ৬।২।৩

হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম—দৃষ্টির দ্বারা মায়াতে সৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের দৃষ্টিপ্রভাবে মায়া বা প্রকৃতি সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করে। আর তিনি বহু ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম যে-নয়নের দ্বারা দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যে-মনের দ্বারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই নয়ন ও সেই মন নিশ্চয়ই প্রাকৃত নহে। কারণ তখন প্রাকৃত সৃষ্টিই হয় নাই।[১]

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"[২] —সেই পরব্রহ্ম হস্তপদাদিশূন্য হইয়াও দ্রুত গমন করেন ও সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, চক্ষুহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করেন এবং কর্ণহীন হইয়াও সকল বিষয় শ্রবণ করেন।—এই শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের যে প্রাকৃত হস্তপদ ও চক্ষুকর্ণ নাই, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায়—তিনি দ্রুত গমন করেন, সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, দর্শন করেন ও শ্রবণ করেন, ইহা জানাইয়া শ্রুতি পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণাদির অস্তিত্বের কথা অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সবিশেষবস্তু তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ —ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং পরমানন্দস্বরূপ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ একবাক্যে পরব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি-বৈচিত্রীর কথা স্বীকার করিয়াছেন। মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরাদি[৩]শ্রুতি, শ্রীগীতা[৪], শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি[৫]র বাক্য তাহার প্রমাণ।

ব্রহ্মের অনন্তশক্তির কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—স্বরূপশক্তি, তটস্থাখ্যা জীবশক্তি ও অবিদ্যা বা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি —মূর্তস্বরূপে ভগবৎপরিকর, ধাম ও লীলাপোষক চিদ্দ্রব্য-সম্ভাররূপে প্রকাশিত থাকিয়া ভগবানের সেবা করেন এবং অমূর্ত-শক্তিরূপে ভগবৎ-

১। চৈ চ ম ৬।১৪৫, ১৪৬ ; ২। শ্বেতাশ্ব ৩।১৯ ; ৩। মুণ্ডক ২।২।৭, শ্বেতাশ্ব ৬।৮, কেন ৩।১২ ; ৪। গীতা ৭।৫ ; ৫। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১, ১।১২।৬৯

স্বরূপে ও পরিকরাদির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী লীলাদি নির্বাহ করাইয়া থাকেন। তটস্থা জীব-শক্তি—জীবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া (১) নিত্যসিদ্ধ গরুড়াদি ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবানের সেবা করেন,[১] (২) সাধনসিদ্ধ ভক্তরূপেও ভগবানের সেবা করেন। আর (৩) যাঁহারা নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ অনাদিবহির্মুখ, তাঁহারাও স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া ও সৃষ্ট-বিশ্বে বদ্ধজীবসমূহকে নিজ নিজ কর্মফলানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করাইয়া ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবা করেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাসই তাঁহার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যরূপে প্রকাশিত।

৪। অতএব ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ ; সুতরাং ব্রহ্ম—অনন্তশক্তিসম্পন্ন। ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত আকার আছে—এই সকল সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার উপজীব্য শ্রুতি-সমূহ হইতে স্বাভাবিক শব্দ-শক্তিদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কোন স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিতে হয় না। বেদের নিগূঢ় অর্থ মনীষা-দ্বারা বুঝা যায় না। পুরাণের বাক্যে বেদের অর্থ নিশ্চিত হয়। বেদের অর্থ যে শাস্ত্র পূরণ করেন, তাঁহার নাম—পুরাণ। ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণ ভাষ্যে[২] শ্রীশঙ্করাচার্য এবং বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য ঋগ্বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায়[৩] ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণশ্রেষ্ঠ বেদান্তভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরতত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥[৪]

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৪৭ অনু ; ২। ব্র সূ ১।৩।২৯,৩৩—শঙ্করভাষ্য ; ৩। ঋগ্-ভাষ্যোপক্রমণিকা—৩৮ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৫ শকাব্দা, কলিকাতা ; ৪। ভা ১০।১৪।৩২

অহো ! নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের কি আশ্চর্য ভাগ্য ! কি আশ্চর্য
ভাগ্য !! পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র—কাহারও সখা,
কাহারও পুত্র, কাহারও বাৎসল্যের পাত্র, কাহারও কান্ত—সকলেরই বন্ধু।

শ্রীশঙ্করাচার্য "অরূপবৎ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ"[1]—অরূপবৎ (ব্রহ্ম—
রূপহীন) এব হি (ইহাই নিশ্চয়) তৎপ্রধানত্বাৎ (ব্রহ্মের অরূপবোধক
বাক্যসমূহের তৎস্বরূপ-প্রতিপাদনই প্রধান উদ্দেশ্য) অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য
বলেন, 'শ্রুতির যে সকল মন্ত্রে ব্রহ্মকে অমূর্ত, অরূপ, অশব্দ প্রভৃতি বলা
হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য—ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন
করা ; আর যে সকল মন্ত্রে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্রের
প্রধান উদ্দেশ্য—ব্রহ্মকে কিরূপে উপাসনা করা উচিত তাহা প্রতিপাদন
করা ; ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা—সে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে।'

এই সূত্রের অর্থ শ্রীরামানুজপ্রমুখ আচার্যগণ এইরূপ করিয়াছেন—
'অরূপবৎ' (রূপহীনের ন্যায়, অথবা ন-রূপবৎ, রূপবান্ বা বিগ্রহবিশিষ্ট
নহেন, স্বয়ং বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ—"দেহদেহিভিদা চাত্র
নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"[2]), (বিগ্রহই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিগ্রহ, এই নিশ্চয়করণের
জন্য) 'এব' (শব্দের প্রয়োগ), 'তৎপ্রধানত্বাৎ' (—সেই বিগ্রহই প্রধান স্বরূপ
বলিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মকই বিগ্রহ এবং বিগ্রহাত্মকই ব্রহ্ম) ; কারণ শ্রুতি
বলিয়াছেন, "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং
বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব"[3]—যেরূপ লবণ-
পিণ্ডের সর্বত্রই লবণ, অন্তর ও বাহির সর্বত্রই লবণ, সমগ্রতাই রসঘন,
হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি ! এইরূপই এই পরমাত্মা, অন্তর-বাহির সমগ্রই
বিজ্ঞানস্বরূপ। 'সোনার তাল' বলিলে যেরূপ তাহার সমগ্রতাই স্বর্ণ
বুঝায়, সেরূপ পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীতে কোনও ভেদ নাই।

১। ব্র সূ ৩।২।১৪ ; ২। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত ৩৩ পৃঃ, ১।৬১৯ সংখ্যাধৃত কৌর্ম-
বচন ; ৩। বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল শ্রুতির মুখ্যার্থানুসারে এবং তৎসমর্থক বহু শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে পরতত্ত্বকে সচ্চিদানন্দতনু এবং তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর ও লীলাকে তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়াছেন।

৫। জীব চেতন বলিয়া গীতাশাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে জীবকে পরা প্রকৃতি (উৎকৃষ্টা শক্তি) এবং মায়া জড়া বলিয়া উহাকে অপরা (নিকৃষ্টা) শক্তি বলা হইয়াছে।[১] শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়াকে ত্রিগুণময়ী ও জীবের পক্ষে 'দুরত্যয়া' বলিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই জীব মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, জানাইয়াছেন। সুতরাং মায়াবশ-যোগ্য জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা—গীতোপনিষদের বিরুদ্ধ মতবাদ। পরমেশ্বর—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ একবাক্যে নির্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদভাষ্যে সেই পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে মায়াময়রূপ বলা হইয়াছে।[২]

৬। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২।৭) "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—তৎ (সেই ব্রহ্ম) স্বয়ং (নিজেই) আত্মানম্ (আপনাকে) অকুরুত (জগদ্রূপে পরিণত করিয়াছিলেন)—এই শ্রুতিমন্ত্রানুসারে শ্রীব্যাসদেবও ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"[৩]—আত্মকৃতেঃ (আপনাকেই জগদ্রূপে পরিণত করায়), পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু) ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, উপাদানকারণও। মূলবস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যে অন্যরূপ ধারণ করে, সেই অন্যরূপকে তাহার 'পরিণাম' বলে। চিন্তামণি যেরূপ তাহার স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্মবশতঃ স্বর্ণ প্রসব করে, অথচ স্বয়ং অবিকৃতই থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিবশতঃই পরিণামাদি

১। গীতা ৭।৫; ২। "পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ **মায়াময়ং রূপং** সাধকানুগ্রহার্থম্"—ব্র সূ ১।১।২০—শঙ্করভাষ্য; পঞ্চদশী—চিত্রদীপ ২০৬, ১৩৩ সংখ্যা; ৩। ব্র সূ ১।৪।২৬

সত্ত্বেও বিকারহীনই থাকেন ; কারণ নির্বিকারত্বই তাঁহার স্বভাব। আচার্য শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মসূত্রানুসারে প্রথমে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া পরে বলিয়াছেন, পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হ'ন—'ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাঽয়ং পরিণামঃ"[১] অর্থাৎ ব্রহ্মের বিকারাত্মতাবশতঃই এই পরিণাম। উপরি উক্ত শ্রুতিতে (তৈ ২।৭) এবং সেই শ্রুতির মীমাংসক ব্যাসসূত্রে (১।৪।২৬) সুস্পষ্টভাষায় যখন পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বিবর্তবাদ-কল্পনার কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু মহামনীষী আচার্য শ্রীশঙ্কর—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"[২]—এই ব্রহ্মসূত্রটির বিস্তৃত ভাষ্য করিয়া বলিলেন,—মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা উচিত নহে যে, জগৎ—ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম—নির্বিকার, তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। রজ্জুতে যেরূপ সর্পপ্রতীতি, ব্রহ্মে সেইরূপ জগৎপ্রতীতি হইতেছে। জগৎ—ব্রহ্মের পরিণতি নহে, ব্রহ্মে—জগদ্রূপ ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র। বস্তুতঃ স্বয়ং **শ্রীব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট-ভাষায় পরিণামবাদই স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য (২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে) তাহা শাস্ত্র-সম্মত নহে অর্থাৎ প্রকারান্তরে শ্রীব্যাসদেবকেই ভ্রান্ত বলিয়া স্বকপোলকল্পনাবলে বিবর্তবাদ** (যদ্রূপ সৎ রজ্জুর ভ্রান্ত প্রতীতি সর্প, তদ্রূপ সৎ ব্রহ্মের ভ্রান্ত প্রতীতি জগৎ—অসৎ ও মায়াময়) **স্থাপন-চেষ্টা করিলেন।** বিচিত্রশক্তি ব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার করিলে এরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। ইহা ব্রহ্মসূত্রেরই পরবর্তী সূত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"[৩], "আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি।"[৪] —ব্রহ্মসূত্রদ্বয় বলিতেছেন, শ্রুতিবাক্য হইতেই ব্রহ্মের অলৌকিক স্বভাবের কথা জানা যায়।

১। ব্র সূ ১।৪।২৬—শঙ্করভাষ্য ; ২। ঐ, ২।১।১৪ ; ৩। ঐ, ২।১।২৭ ; ৪। ঐ, ২।১।২৮

ব্রহ্মেই এইরূপ স্বরূপানুবন্ধিনী বিচিত্রশক্তি আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সেই অলৌকিক, অচিন্ত্য, বিচিত্রশক্তির প্রভাবে স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হ'ন। বস্তুতঃ অনাত্মদেহে যে আত্মপ্রতীতি—তাহাই বিবর্ত। ব্রহ্মের মায়াশক্তিপ্রসূত জগৎ—সত্য হইয়াও নশ্বর।

৭। আচার্য শ্রীশঙ্কর 'তত্ত্বমসি'-মন্ত্রকেই মহাবাক্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'তত্ত্বমসি'শ্রুতি বেদের একটি একদেশবাচিকা উক্তি। বস্তুতঃ 'প্রণব'ই বেদের মূল। বেদ—সূক্ষ্মরূপে প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রণব—সাক্ষাৎ 'পরব্রহ্মস্বরূপ' বলিয়া শ্রুতিতে কথিত।[১] ব্রহ্ম যেইরূপ 'বিভু', প্রণবও সেইরূপ 'বিভু' বা বৃহত্তম বাক্য অর্থাৎ 'মহাবাক্য'। 'তত্ত্বমসি'র বাচক প্রণব—'ব্যাপক', 'তত্ত্বমসি' বাক্য—'ব্যাপ্য'; অতএব প্রণবই—যথার্থ 'মহাবাক্য'।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ

৮। বেদান্তদর্শনের অনেক সুপ্রাচীন বৃত্তিকার ও ভাষ্যকার থাকিলেও ভগবদিচ্ছায় শ্রীরুদ্রদেব (শ্রীশঙ্কর) শ্রীশঙ্করাচার্যরূপে অবতারগ্রহণপূর্বক যোগমায়াসমাবৃত পরমেশ্বরকে গোপন রাখিবার জন্য ভগবদাদিষ্ট হইয়া বৌদ্ধমতবাদ নিরাস করিবার ছলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদ প্রচার করেন। ইহাতে সুদুর্লভ পরমেশ্বরতত্ত্ব আরও সমাবৃত হইয়া পড়েন।

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥[২]

বৌদ্ধসম্প্রদায় বেদ না মানায় তাঁহাদিগকে মায়াবাদিসম্প্রদায় নাস্তিক বলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও বেদবিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। বেদে সচ্চিদানন্দতনু, অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তি, অপ্রাকৃতগুণশালী পরতত্ত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে থাকিলেও মায়াবাদ-ভাষ্যে

১। কঠ ১।২।১৫—১৭; ২। চৈ চ ম ৬।১৬৮

পরতত্ত্বের সেই স্বরূপকে ঔপাধিক, মায়াবচ্ছিন্ন বা প্রাকৃত বলা হইয়াছে। বেদে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব, জীবসমূহের চেতনত্ব ও নিত্যত্ব, আচার্য, শিষ্য, ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যত্ব প্রভৃতি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। অবৈদিক মহাযান বৌদ্ধ মতেই জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও পরমেশ্বরের অনিত্যত্ব প্রভৃতি শূন্যবাদ প্রচারিত আছে। অতএব স্পষ্ট শূন্যবাদী, নিরীশ্বর, বেদনিন্দক বৌদ্ধ অপেক্ষা নির্বিশেষবাদীর প্রচ্ছন্ন বেদবিরোধী মায়াবাদ অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ।

কেবল যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রচারিত মায়াবাদকে বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বাদ বলিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীরামানুজাচার্যেরও বহু পূর্বে আবির্ভূত ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য[1] যিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে অভেদবাদকেই বাস্তব এবং ভেদকে ঔপাধিক (সাময়িক) বলিয়াছেন ; তিনিও তাঁহার ভাষ্যে মায়াবাদকে ব্রহ্মসূত্রার্থের আচ্ছাদক[2] বৌদ্ধমত বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন—

"তথা চ বাক্যং—পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং **মাহাযানিক-বৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং** ব্যাবর্ণয়ন্তো **লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।**" "যে তু **বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তে**ঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ"।[3]

অর্থাৎ বাক্যটি এইরূপ—'পরিণতি—দুগ্ধের দধিতে পরিবর্তিত হইবার অবস্থার তুল্য।' এই নিন্দিত অপ্রামাণিক 'মহাযান'নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পালিভাষায় কীর্তিত মায়াবাদ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহারা (শাঙ্করগণ) সকল লোককে বিমোহিত করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা

১। ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাচস্পতিমিশ্র ব্র সূ ৩৷৩৷২৯—ভামতীটীকায় ভাস্করাচার্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা ভামতীটীকাকার অমলানন্দও উল্লেখ করিয়াছেন ; ২। ব্র সূ—ভাস্করভাষ্য-উপক্রম, ২য় শ্লোক ; ৩। ঐ, ১৷৪৷২৫,২৷২৷২৯—ভাস্করভাষ্য।

বৌদ্ধমতাশ্রিত মায়াবাদী, তাঁহারা এই (২।২।২৯ বৈধর্ম্যাচ্চ ইত্যাদি) সূত্রের বিচারদ্বারা বেদব্যাস-কর্তৃক খণ্ডিত হইলেন, বুঝিতে হইবে।

'লঙ্কাবতারসূত্র'—বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা মায়াবাদিগণও স্বীকার করেন। সায়ণমাধব 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' বৌদ্ধ-দর্শনের বিবরণ উদ্ধার-প্রসঙ্গে লঙ্কাবতারের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।[১] লঙ্কাবতারসূত্রে মায়াসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়—"মায়া চ মহামতে বৈচিত্র্যাৎ ন অন্যা ন অনন্যা। যদি অন্যা স্যাৎ বৈচিত্র্যং মায়াহেতুকং ন স্যাৎ, অথ অনন্যা স্যাদ্ বৈচিত্র্যান্ মায়াবৈচিত্র্যয়োঃ ন স্যাৎ স চ দৃষ্টো বিভাগঃ তস্মান্ ন অন্যা ন অনন্যা।" অর্থাৎ হে মহামতে! বৈচিত্র্যহেতু মায়া ভিন্নাও নহে, অভিন্নাও নহে। যদি ভিন্না হইতেন, তবে মায়া-হেতুক বৈচিত্র্য থাকিত না। আর যদি অভিন্না হইতেন, তবে বৈচিত্র্য-হেতু মায়াবৈচিত্র্য থাকিত না। সেই বিভাগ দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি অন্যাও নহেন, অনন্যাও নহেন। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার 'বিবেকচূড়া-মণি'তে মায়াসম্বন্ধে এই বৌদ্ধমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো, মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা ॥[২]

সেই মায়া 'সৎ' বা 'অসৎ'—এই উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন, 'ভিন্ন' বা 'অভিন্ন'—এই উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন, 'সঙ্গ' বা 'অসঙ্গ'—এই দুইয়ের স্বরূপ নহেন; তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়রূপা।

বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্যমান জগৎ—স্বরূপতঃ মিথ্যা। যথা ধম্মপদে—

"সব্বে ধম্মা অনত্তা" তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতী দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া ॥[৩]

১। সর্বদর্শন-সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন—৩১ পৃঃ, মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সম্বৎ; ২। বিবেকচূড়ামণি ১১১ শ্লোক; ৩। ধম্মপদং ২৭৯ শ্লোক।

দৃশ্যবস্তুসকল—মিথ্যা। যিনি ইহা জানেন এবং দর্শন করেন, তিনি দুঃখে বিচলিত হ'ন না। ইহাই বিশুদ্ধি লাভের উপায়।

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং।[১]

এই জগৎকে বুদ্‌বুদ্ বা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দর্শন কর।

'মহাযান'-বৌদ্ধগণ অর্থাৎ মাধ্যমিক ও যোগাচার-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ—সর্বশূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতি-মতবাদ সমর্থন করেন। অসৎখ্যাতিবাদের মতে জগতের বাহ্য ও আন্তর—সমস্ত পদার্থই মিথ্যা। অসৎ বা শূন্যই—একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি বলিয়া ইহাকে 'অসৎখ্যাতি'-মত বলে। মায়াবাদের মধ্যে যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও জগতের প্রাতিভাসিক সত্যত্ব বিচার দৃষ্ট হয়, তাহা মাধ্যমিক বৌদ্ধের 'অসৎখ্যাতি'-মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। যোগাচার-বৌদ্ধগণের—আত্মখ্যাতিমতবাদ। তাহাতে বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই আত্মা। তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। বিজ্ঞানই বাহিরে বিষয়াকারে প্রতীত হয়। মায়াবাদ এই মতেরই প্রতিচ্ছায়া।

শ্রীশঙ্করাচার্যের পরমগুরু[২] গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-কারিকার 'অলাতশান্তি'-নামক ৪র্থ প্রকরণে অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা সর্বশূন্যতাবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমতসমূহই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং বুদ্ধের প্রতি বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বদ্রষ্টা বলিয়াছেন। 'বুদ্ধৈঃ প্রকীর্তিতম্' (৪।৮৮), 'বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা' (৪।১৯) প্রভৃতি বাক্যে বুদ্ধের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ এবং বুদ্ধের প্রতি নমস্কার-শ্লোক রচনা করিয়া উহাতে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

১। ধম্মপদং ১৭০ শ্লোক; ২। "যন্তং পূজ্যাভিপূজ্যং **পরমগুরুমমুং** পাদপাতৈ নতোঽস্মি"—শঙ্করকৃত মাণ্ডূক্যকারিকা-ভাষ্যের উপসংহার, ২য় শ্লোকের শেষ চরণ; পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯১১ খ্রীঃ।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্ ॥[১]

যিনি জ্ঞেয়াভিন্ন আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা শূন্যোপম ধর্মবিষয়ে সংবুদ্ধ, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে (মানব-শ্রেষ্ঠকে) বন্দনা করি।

এই স্থানে সংবুদ্ধ, গগনোপম, আকাশকল্প, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতা প্রভৃতি শব্দের ও তত্ত্বের উল্লেখ থাকায় 'দ্বিপদাং বরম্' অর্থাৎ দ্বিপদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এইবাক্যে গৌড়পাদ বুদ্ধকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ এইরূপই অভিমত প্রকাশ করেন। অবশ্য, শ্রীশঙ্করাচার্য নিজ পরমগুরু-দেবের ঐ স্তবোক্ত 'দ্বিপদাং বরম্' বাক্যকে "পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তমমিত্যভিপ্রায়ঃ"—এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় পরমগুরু গৌড়পাদ বুদ্ধকে নমস্কার করেন নাই, পুরুষোত্তমকে নমস্কার করিয়াছেন —এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য-প্রমুখ নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে দেখাইয়াছেন যে. 'দ্বিপদোত্তম' প্রভৃতি শব্দ বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াই বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। আকাশকল্প জ্ঞান, গগনোপম ধর্ম প্রভৃতি শব্দ লইয়াও মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে বহু বিচার প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে গৌড়পাদ বুদ্ধকেই স্তুতি করিয়াছেন; শুধু স্তুতি নহে, ঐ স্তবে স্বল্পাক্ষরে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হুবহু বৌদ্ধ-মতেরই প্রতিধ্বনি।[২]

১। গৌড়পাদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-কারিকা, ৪র্থ প্রকরণ, ১ম কারিকা, ঐ-সং;
২। Vide, The Agama Sastra of Gaudapda—edited, translated and annotated by Sri Vidhusekhara Bhattacharya, Asutosh Prof. of Sanskrit, University of Calcutta 1943, Pp 83—93

'অলাতশান্তি'—এই শব্দটিই বৌদ্ধ পরিভাষা, বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ পারিভাবিক-শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উপসংহারে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"Not only what we have seen above with regard to the first Karika, but also the whole chapter, as can be shown, is in favour of the Buddha."[১] অর্থাৎ কেবল যে গৌড়পাদের 'অলাতশান্তি'-প্রকরণের প্রথম কারিকাটিই বৌদ্ধমত-প্রতিপাদক তাহা নহে, সমগ্র প্রকরণটিই (৪র্থ অধ্যায়টি) বৌদ্ধমতের অনুকূল।

ধর্মকীর্তি, বসুবন্ধু-প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণ যে সকল বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়পাদের সিদ্ধান্তে সেই সকল মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অনেকে গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন।[২] কেবলাদ্বৈতবাদের সমর্থক আধুনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে, বুদ্ধ-প্রদর্শিত সর্বশূন্যতাবাদের সহিত তাঁহাদের কোন বিরোধ নাই।[৩]

শ্রীমধ্বাচার্য স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া শঙ্কর-মায়াবাদকে মোহশাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৪] শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদও শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীশিবপুরাণ ও শ্রীবরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া সেই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন।[৫] বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীয় সাংখ্য-

---

১। Ibid P. 93; ২। এই গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠার ২ (ক) পাদটীকায় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের উক্তি দ্রষ্টব্য; ৩। (ক) শ্রুতির **অসৎ-শব্দে শূন্যবাদী বৌদ্ধগন শূন্যকে** বুঝিয়া থাকেন। **অদ্বৈত-বেদান্তিগন** নির্গুণ নিরাকার **ব্রহ্মকেই অসৎ** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ', ১ম খণ্ড, ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২ খ্রীঃ, ৮৮ পৃঃ; (খ) **বৌদ্ধ-প্রদর্শিত** অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা **সর্বশূন্যতাবাদ** (নাস্তিত্ববাদ) প্রভৃতির সহিত **(শঙ্কর) বেদান্ত-সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই**।—ঐ, ১৯৬ পৃঃ; ৪। মধ্বভাষ্য ১।১।১; ৫। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১৭ অনুচ্ছেদধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড ৪২।১০৫,১০৬ ও বরাহপুরাণ ৭০।৩২, ৩৬ শ্লোক।

প্রবচনভাষ্যের প্রারম্ভে মায়াবাদ যে আদৌ বেদান্ত-মত নহে, তাহা প্রদর্শনকল্পে প্রথমেই শ্রীবিষ্ণুপুরাণের[১] বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—'ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য আস্তিকশাস্ত্রের মধ্যেও কোথাও কোথাও মোহজনক বাক্য ভগবানই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাংখ্য, ন্যায়াদি পঞ্চদর্শনের মধ্যেও যাহা ভগবদ্‌বিশ্বাসের বিরুদ্ধাংশ, তাহা পরিবর্জন করিয়া শ্রীভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে মায়াবাদের কোন অবকাশই নাই। ভগবানের আদেশেই শঙ্করাবতার বিমুখবঞ্চনের জন্য অসৎশাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন।'[২]

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য শ্রীব্যাস-সম্মত ?

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য শ্রীব্যাস-সম্মত ? ইহা লইয়া বিবদমান মানবমনীষার মধ্যে আন্দোলন বহুদিন হইতেই চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এক মাসিকপত্রে[৩] এইরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে মধ্বভাষ্যে দোষসমষ্টি ১১০, বল্লভভাষ্যে ১০৪, নিম্বার্কভাষ্যে ৯১, রামানুজভাষ্যে ৮৬, বলদেবভাষ্যে ৪৪, বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্যে ৩১ ও শঙ্করভাষ্যে ২৪টি—এইরূপ গণনা করিয়া যে আচার্যের ভাষ্যে সর্বাপেক্ষা কম দোষ, সেই আচার্যের ভাষ্যই অর্থাৎ শঙ্কর-শারীরকই শাঙ্কর মতাবলম্বী লেখকের দ্বারা ব্যাসসম্মত-ভাষ্য বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা হইয়াছে।

সকল সম্প্রদায়েরই আচার্যগণ সমস্বরে মায়াবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং মায়াবাদ সম্পূর্ণ অবৈদিক মত এবং শ্রীব্যাসের অনভিপ্রেত

১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৮৩, বঙ্গবাসী-সং ; ২। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ১ম অ ৪,৫ পৃঃ—পণ্ডিত ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা-সং. ১৯২৮ খৃীঃ ; ৩। 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-লিখিত 'ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত ?'

সিদ্ধান্ত—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই সর্ববাদিসম্মত বিচারের বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতবাদী অয্যান্নদীক্ষিত[১] স্বকৃত 'ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়'-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ, যাদবপ্রকাশ, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভপ্রমুখ সকল ভাষ্যকারই অন্যমতে দোষারোপ করিয়া স্ব-স্ব-মতকে ব্যাসতাৎপর্যপর বলিয়াছেন ; অথচ তাঁহাদের পরস্পরের মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। অপরদিকে দেখা যায়,—কপিল, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, জৈমিনি, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, বৌদ্ধ, অর্হৎ ও চার্বাকমতাবলম্বিগণ সকলেই কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা হইলে, সেই কেবলাদ্বৈতবাদটি কাহার মত? অয্যান্নদীক্ষিতের মতে—তাহা ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস ব্যতীত আর কাহারো মত হইতে পারে না। দীক্ষিত বলেন, সাংখ্যসূত্রকার কপিলই এ বিষয়ে প্রধান মধ্যস্থ। সাংখ্যসূত্রে কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। শ্রীব্যাসদেব ব্যতীত অন্য কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত মহর্ষি কপিল খণ্ডন করিবার প্রয়াস করেন নাই। কপিল যখন কেবলাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন, তখন শ্রীব্যাসের মতই যে কেবলাদ্বৈত সিদ্ধান্ত—ইহাই প্রমাণিত হয়। অতএব ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যই একমাত্র ব্যাস-সম্মত ভাষ্য।

উক্ত অদ্ভুত যুক্তির নানাভাবে প্রতিবাদ হইয়াছে—কেহ বলিয়াছেন, সুপ্রাচীন পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে সাংখ্যসূত্রের কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যের বহু পরে তৎসম্প্রদায়ের বিদ্যারণ্য সূতসংহিতার ব্যাখ্যা—'তাৎপর্যদীপিকা'য় ও তৎপরে অপ্পয়দীক্ষিত—'পরিমলে' সাংখ্যসূত্রের

১। ইনি যোগী সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর সমসাময়িক শ্রীধরবেঙ্কটেশ্বরার্যের শিষ্য। অয্যান্নদীক্ষিত স্বকৃত ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়ে (১৬ পৃঃ) বিদ্যারণ্য-প্রমুখ শঙ্কর-মতাবলম্বিগণকে 'গুরুচরণাঃ' প্রভৃতি বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। —জে. কে. বালসুব্রহ্মণ্যম্-সম্পাদিত ও শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস মুদ্রালয়ে (১৯১০ খ্রীঃ) মুদ্রিত অয্যান্নদীক্ষিতকৃত ব্যাসতাৎপর্য-নির্ণয় দ্রষ্টব্য।

উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তিকালে রচিত সাংখ্যসূত্রেই অদ্বৈত-মত খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা 'আদি বিদ্বান্' কপিল বহু প্রাচীন। তিনি পরবর্তিকালীয় ব্যাসের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীব্যাসদেবই অসমোর্দ্ধ্ব বেদপ্রমাণের দ্বারা মহর্ষি কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, কেবলাদ্বৈতিগণের উদাহৃত কপিল-সূত্রে 'ব্যাস'শব্দের কোন প্রয়োগই নাই। কপিল যে সকল অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল মতও বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায় না। ব্যাস-সম্মত সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করাই যদি কপিলের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে স্পষ্টভাবেই কপিলসূত্রে ব্যাসের সিদ্ধান্তসমূহের খণ্ডন থাকিত। মহর্ষি কপিল স্বীয় দ্বৈত-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যে-সকল পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাই পূর্ব হইতে মনে কল্পনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কপিলের সময় যে-সকল অদ্বৈতবাদীর মত প্রচারিত ছিল, তাঁহাদেরই মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন ; তখন ব্যাসসূত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সূতসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণাদি-গ্রন্থে সূত ও জড়ভরতের যে কেবলাদ্বৈতমত প্রকাশিত ছিল, সেই মতই কপিল খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রে যে কাশকৃৎস্ন-প্রমুখ বিভিন্ন প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্যগণের নাম ও তাঁহাদের মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মতই কপিলসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে।

অপ্যয়দীক্ষিত স্বয়ংই কুমারিলভট্টের 'বার্তিক' হইতে প্রমাণ[১] উদ্ধার করিয়া তৎকর্তৃক যে কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্টভাবেই শূন্যবাদকেই কেবলাদ্বৈতবাদ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কপিলাদি সূত্রকারগণ যে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন,

১। অপ্যয়দীক্ষিতকৃত ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়, ২৯ পৃঃ।

তাহা অধিকাংশই গৌতমবুদ্ধ-পূর্ব বা কোন কোন স্থলে গৌতমবুদ্ধোত্তর অবৈদিক শূন্যবাদ। উহার সহিত শাঙ্কর মায়াবাদের যথেষ্ট সাম্য আছে বলিয়াই অনেকে বৌদ্ধ-শূন্যবাদ-খণ্ডনকে শাঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের সহিত একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব কার্যতঃ অয্যপ্পদীক্ষিত বৌদ্ধমতকেই ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া নির্ণয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন বা তাহাতে প্রশ্রয় দিয়াছেন।

অয্যপ্পদীক্ষিত আবার অন্যত্র বলিয়াছেন যে, কপিল ও জৈমিনি-প্রমুখ দর্শনাচার্যগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলাদ্বৈতবাদীই ছিলেন।[১] কারণ শ্রীমদ্-ভাগবতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে[২] যে কপিলের মত এবং একাদশরুদ্র-সংহিতায় ব্যাস-জৈমিনি-সংবাদে যে জৈমিনির মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়; কেবল অন্য অভিনিবেশবশতঃ দ্বৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

সুধীসম্প্রদায়ের বিচার্য বিষয় এই যে—বিভিন্ন ভাষ্যকারাচার্য তথা কপিল, গৌতম-প্রমুখ পৃথক্ পৃথক্ দর্শনাচার্যগণের মধ্যেই যে কেবল পরস্পর মতভেদ আছে, তাহা নহে; এক কেবলাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরস্পর যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ অবচ্ছেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ উহার দোষ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিবিম্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়েরই আবার কেহ প্রতিবিম্ববাদে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ তাহা খণ্ডন করিয়া সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ স্থাপন করিয়াছেন ইত্যাদি। ইহাও বহুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শাঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ—বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই আর একটি রূপ। সুতরাং কপিল, জৈমিনি-প্রমুখ দর্শনাচার্যগণ-কর্তৃক অবৈদিক প্রাচীন বৌদ্ধবাদ বা

১। অয্যপ্পদীক্ষিতকৃত ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়, ৪৪—৪৬ পৃঃ; ২। ভা ৩।৩২।২৬,২৮

শূন্যবাদরূপ কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের দ্বারা ব্যাসের মত খণ্ডিত হইয়াছে বলিলে বেদবিভাগকর্তা ও বেদের সিদ্ধান্ত সমন্বয়কারী ব্যাসদেবকেই বেদবিরোধী প্রতিপন্ন করিতে হয়। আর কপিল শ্রীব্যাসের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা কোন প্রামাণিক শাস্ত্রেও উক্ত হয় নাই। অদ্বৈতবাদের সহিত মায়াবাদকে একাকার করিয়া মায়াবাদই ব্যাস-সিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া স্থাপন করাও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। অদ্বৈত-বাদ আর কেবলাদ্বৈতবাদ (নামান্তর—মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, অনির্বাচ্য-বাদ) এক নহে। শ্রীরামানুজাচার্য-প্রমুখ প্রত্যেক আচার্যই (একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য ব্যতীত)—অদ্বৈতবাদী বা অদ্বয়তত্ত্ববাদী। শ্রীরামানুজ—বিশিষ্ট+অদ্বৈতবাদ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধ+অদ্বৈতবাদ, শ্রীনিম্বার্ক—স্বাভাবিক দ্বৈত+অদ্বৈতবাদ, শ্রীবল্লভাচার্য—শুদ্ধ+অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর শ্রীগোস্বামিপাদগণও—অচিন্ত্য দ্বৈত+অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রকাশিত আছে, তাহা মায়াবাদ নহে। শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মের সত্যতা স্থাপন করিতে গিয়া কোথাও জগৎ ও জীবকে মিথ্যা বলেন নাই। এই মায়া-বাদ—অবৈদিক বৌদ্ধমতবাদের আদর্শে একমাত্র আচার্যশঙ্করের নিছক স্বকপোলকল্পিত মতবাদ। একমাত্র শঙ্করসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই উপরি-উক্ত অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্যগণকে বা সমস্ত সম্প্রদায়াচার্যকে দ্বৈতবাদী বলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণাপ্রসূত বা অভিসন্ধিমূলক মনে হয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ, শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ আচার্যগণ যদ্রূপ কেবলাদ্বৈত-বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্রূপ কেবলদ্বৈতবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বের ন্যায় জীব ও জগৎকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে প্রতিপাদন করেন নাই। তিনি জীব ও জগৎকে শ্রুতি-

কথিত বিচিত্রশক্তি অদ্বয়তত্ত্ব পরব্রহ্মের শক্তির পরিণামরূপেই স্বীকার করিয়া অদ্বয়সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রুতির প্রতি মর্যাদা প্রদান করিতে বাধ্য হওয়ায় কেবলাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীপাদ শঙ্করও সর্বত্র কেবলাদ্বৈতবাদ রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিতে হইয়াছে।[১] শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামিপাদও ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন।[২] ঔড়ুলোমিপ্রমুখ প্রাগ্‌ব্যাসসূত্রযুগীয় বৈদান্তিকগণ ও শাণ্ডিল্যাদি[৩] সুপ্রাচীন ঋষিগণ ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে[৪] এবং 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'-শ্রুতির দ্বারা যুগপৎ ভেদ ও অভেদসিদ্ধান্ত সমন্বিত হইয়াছে। এজন্য ঐ ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তকেই শ্রীব্যাসসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যায়। ভেদ ও অভেদ, উভয়পর-শ্রুতিই সমভাবে ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক। কিন্তু একমাত্র শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যই শ্রুতি ও ব্যাসসূত্রের প্রমাণের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পনাদ্বারা অভেদপর-শ্রুতিই —ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক এবং ভেদপর-শ্রুতি—নিম্নস্তরীয় বলিয়া বেদান্তবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অভেদশ্রুতিই—ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক, ভেদপর শ্রুতি—ব্যবহারিক বা ঔপাধিক মতস্থাপক, ইহা শ্রুতির বা ব্রহ্মসূত্রের কোথাও উক্ত হয় নাই।

অপ্যয়দীক্ষিত কেবলাদ্বৈতবাদের 'চশমা' লাগাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে যে সকল শ্লোক বিক্ষিপ্তভাবে চয়ন করিয়া উহাদিগকে কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর বলিয়াছেন, তাহা কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের শোধক শ্রীধরস্বামিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণ অন্যচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত ও শ্রীব্যাসতাৎপর্য

১। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ষট্‌পদীস্তোত্রের ৩য় শ্লোক; ২। শ্রীভাবার্থদীপিকা ১৷২২৷১০,১১, সুবোধিনীটীকা ১০৷১৬; ৩। শাণ্ডিল্যসূত্র ৩১ সংখ্যা; ৪। এই গ্রন্থের ২০৮,২০৯, ২১১—২১৭ পৃঃ এতৎসহ আলোচ্য।

নির্ণীত হইয়াছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের দ্বারাই কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়াছেন। শ্রীভগবৎকৃপাশক্তিতে অভিষিক্ত শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামিপাদগণ একনিষ্ঠভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন-পূর্বক ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের যে তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকৃত ব্যাস-তাৎপর্য নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণায়ক অদ্বিতীয় প্রমাণ বলিয়াই শ্রীশঙ্করাচার্য তৎকৃত 'গোবিন্দাষ্টক', 'যমুনাষ্টক' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতকে তটস্থভাবে স্পর্শ করিয়াছেন ; তাহা লইয়া অধিক আলোড়ন করেন নাই।

তর্কপথে শ্রীব্যাস-তাৎপর্য নির্ণেয় নহে ; শ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত স্বয়ং শ্রীব্যাসকর্তৃকই নির্ণীত

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীমধ্ব-প্রমুখ ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের ভাষ্য রচনার পূর্বে শ্রী-ব্যাসের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার আশয় অবগত হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা তত্তৎ আচার্যের অনুগসম্প্রদায় স্বস্বসম্প্রদায়ের মতবাদ ব্যাস-সম্মত বলিয়া স্থাপনার্থ প্রচার করিয়াছেন এবং স্ব-স্ব-আচার্য-মনীষা, প্রতিভা ও যুক্তিতর্কজাত-মতকেই ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণই স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের সিদ্ধান্তানুসরণে এক-নিষ্ঠভাবে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তকেই অকৃত্রিম-ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে অদ্বিতীয় মহাজন সর্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ংভগবান্ (১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সর্ব-প্রমাণচক্রবর্তী শ্রীমুখবাণী', অন্যদিকে (২) স্বয়ং শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশ-

১। চৈ চ ম ২৫।৯৫, ৯৮

অবতার শ্রীব্যাসদেবের প্রকটিত শাস্ত্রবাণী[১] এবং (৩) শ্রুতির মীমাংসা-রূপ ব্রহ্মসূত্রের সহজ ও সরল তাৎপর্য—স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তের সহিত সমন্বিত হইয়া ত্রিবেণীর ন্যায় শ্রীব্যাস-তাৎপর্যরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাতীর্থের আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীব্যাসতাৎপর্য প্রকটিত

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেও শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রীব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণায়ক গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন,—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতম্"[২]—এই শ্রীগীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহস্বরূপ। যখন শ্রীগীতা, শ্রীমদ্-ভাগবত প্রভৃতি শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্রের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারাই ব্রহ্ম-সূত্রের তাৎপর্য নির্ণীত হয়, তখন স্বকপোলকল্পনা ও কুতর্কের কোনই প্রয়োজন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীব্যাসশিষ্য শ্রীবোধায়নের প্রাচীনতম বৃত্তিকে স্বেচ্ছানুসারে কোথাও গ্রহণ এবং কোথাও বর্জন করিয়াছেন[৩], শ্রুতির বহু সুস্পষ্ট মন্ত্রসমূহকে এবং শ্রীব্যাসপ্রকটিত পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাসাদির আলোকে পরিদৃষ্ট উপনিষদের তাৎপর্যসমূহকে স্বমতবিরোধী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন; এমন কি, স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত সূত্রসিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ, অধিক কি, তাহাতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক[৪] স্বকপোল-কল্পিত ও বৌদ্ধ মতপোষক নিরীশ্বর মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় প্রাচীন মহাজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিরপেক্ষ গবেষকগণ পর্যন্ত সকলেই একমত। এতৎসম্বন্ধে ভারতীয়

১। (ক) "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" ইত্যাদি গরুড়পুরাণবাক্য, (খ) "সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে"—ভাঃ১২।১৩।১৫; ২। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত শ্রীগীতাভাষ্যের উপক্রম; ৩। ব্র সূ ১।১।১৯—শাঙ্করভাষ্য এবং ঐ সূত্রের ভামতী ও রত্নপ্রভা-টীকা দ্রষ্টব্য; ৪। ব্র সূ ১।১।১৯—শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন মহাজন ও আচার্যগণের মতসমূহ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় আধুনিক পণ্ডিতের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

মায়াবাদ-সম্বন্ধে আধুনিক মনীষিগণের মন্তব্য

বরোদায় নিখিল-ভারত প্রাচ্য সম্মেলনে (১৯৩৫ খ্রীঃ) প্রচারিত 'হিন্দুধর্মে শঙ্করের স্থান'-শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ এইরূপ[১]—

"A critical study of Sankara's commentary on the Brahmasutras gives the impression that, for some reason or other, **Sankara has no mind to follow the lead of Vyasa, the founder of the Vedanta Darsanam.** * * There were two classes of interpreters of Upanisads, one class interpreting in the light of the writings of *Maharsis* such as *Smritis*, *Puranas*, *Itihasas* and *Agamas* and the other interpreting independently. Sankara makes no secret that he belongs to the latter class and makes it a grievance that the other class does not follow his lead on account of their high regard for the Maharsis.[২] * * In the interpretation of the Vedanta Sutras he accepted Bodhayana's Vritti where it suited him and rejected it[৩] where it did not suit him though, traditionally speaking, Bodhayana was a direct disciple of Vyasa and wrote the Vritti under his direction. Now we find that he has not only discarded Vrittikara but also Sutrakara Vyasa.

১। 'The place of Sankara in Hinduism' in Proceedings and Transactions of the Seventh All India Oriental Conference, Baroda, December 1935, pp 367—371 ; ২। "পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্, তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্, অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু।" —ব্র সূ ২।১।১ শঙ্করভাষ্য ; ৩। ঐ, ১।১।১৯—শঙ্করভাষ্য।

Suresvaracarya, in a hymn of praise to Sankara openly **declared,** of course as a point of merit in him, that he **(Sankara) gave us a correct interpretation of the Upanisads where Vyasa had failed.** It will be interesting to note here that **Dr. Thibaut** who translated Sankara's Sutrabhasya into English **held the view,** as a result of his study of the Sutras, **that the Sutras did not advocate the distinction of higher (Nirguna) and lower (Saguna) Brahma and that they did not support the theories of the falsity of the world, nor the identity of God and the soul as understood and preached by Sankara in the name of the eternal Upanisads.** * * A profound Sanskrit scholar of the traditional Advaita school, one Advaitananda Tirtha by name held the same views and wrote a commentary on the Vedanta-Sutras embodying them.

Why Sankara should play the double role of first accepting the Bhagavadgita and Vedanta-Sutras as his guide in the interpretation of the Upanisads and then try to evade their real and plain import wherever he found it inconvenient to follow them is a highly interesting question and has got to be faced.

He accordingly **entered into a sort of compromise with the Buddhists etc.** and developed a system of philosophy, which was intended to placate the intellectual Buddhists on the one hand and the Vedantins who believed in God on the other. **The attributeless God (Nirgunic Brahma) of Sankara is no better than the No-God of Buddha.** * * Such a God (Nirgunic Brahma) must easily be acceptable to Buddhists."

শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীগীতার পুরুষোত্তমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই—পরাৎপরতত্ত্ব। তিনি—সবিশেষ। তিনি নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় অক্ষর ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।—"The highest secret of all, *uttamam rahasyam*, is the Purushottama. This is the 'supreme Divine, God, * * the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahman.' * * The Supreme is the Purushottama, eternal beyond all manifestation, infinite beyond all limitation by Time or Space or Causality or any of his numberless qualities and features. * * He is the supreme Soul and all souls are tireless flames of this one Soul."[২]

রবীন্দ্রনাথ 'নেতি নেতি'বাদের প্রতীক—'নির্বিশেষ নির্ব্যক্তিক শূন্যোপম ব্রহ্মই উপনিষদের প্রতিপাদ্য', এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন[৩]—"We often hear the complaint that the Brahma of the Upanisads is described to us mostly as a bundle of negations. * * It has been said by some that the element of personality has altogether been ignored in the Brahma of the Upanisads. * * But then, what is the meaning of the exclamation : "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ?[৪] I have known Him Who is the Supreme Person. Did not the sage who pronounced it at the same time proclaim that we are all 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'[৫], the sons of the Immortal ? Therefore, if we realise the Person as the ultimate reality which we know in everything that we know, we find our

১। Vide—Essays on the Gita, First Series by Sri Aurobindo, pp 173, 127, Calcutta 1944 ; ২। Ibid, Second Series, p 419, Cal. 1942 ; ৩। Foreword of Rabindranath Tagore in 'The Philosophy of the Upanisads' by S. Radhakrishnan, 2nd ed., pp XI—XIII, London 1935 ; ৪। শ্বেতাশ্ব ৩৮ ; ৫। ঐ, ২।৫

own personality in the bosom of the eternal. There are numerous verses in the Upanisads which speak of immortality."[১]

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণও শঙ্কর-মায়াবাদ যে বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,[২]—"Gaudapada's work bears traces of **Buddhist influence**, especially of the Vijnana-vada and the Madhyamika Schools. **Gaudapada uses the very same arguments as the Vijnana-vadins do to prove the unreality of the external objects of perception.** * * **Both Samkara and Nagarjuna admit the unreality of the empirical world** based on distinctions (dvaita-mithyatva). But Samkara as a follower of the Vedanta tradition admits the reality of Brahman as the basis of the empirical world about which Nagarjuna is reticent".

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ আরও বলেন[৩] যে, শুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ উপনিষদের প্রতিপাদ্য নহে—"The Upanisads imply that the Isvara is practically one with Brahman. * * The Isa-Upanisad asks us to worship Brahman both in its manifested and unmanifested conditions. **It is not an abstract monism that the Upanisads offer us. There is difference but also identity.** Brahman is infinite not in the sense that it excludes the finite, but in the sense that it is the ground of all finites."

১। শ্বেতাশ্ব ৪।১৭ ; ২। Vedanta—the Advaita School, Samkara—History of Philosophy: Eastern and Western, Vol. 1, by His Excellency Prof. S. Radhakrishnan, Indian Ambassador, Moscow 1952, pp 273,274, 277 ; ৩। The Philosophy of the Upanisads—by S. Radhakrishnan, 2nd ed., pp 44,49, London 1935.

পূর্বাচার্যগণ শঙ্করমতকে যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়াছেন, তাহা সমর্থন করিয়া দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন[১]—"Sankara and his followers borrowed much of their dialectic form of criticism from the Buddhists. His Brahman was very much like the *Sunya of Nagarjuna*. It is difficult indeed to distinguish between pure being and pure non-being as a category. The debts of Sankara to the self-luminosity of the Vijnanavada Buddhism can hardly be overestimated. **There seems to be much truth in the accusations against Sankara by Vijnana Bhiksu and others that he was a hidden Buddhist himself.** I am led to think that Sankara's philosophy is largely a compound of Vijnanavada and Sunyavada Buddhism with the Upanisad notion of the permanence of self superadded."

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শঙ্কর-মায়াবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন[২]—"মায়াবাদে জগৎকে বিবর্তস্বরূপ বলিতে হয়, শ্রুতিতে আছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—যাঁহা হইতে এইসকল প্রাণীর উৎপত্তি, পাণিনিসূত্রানুসারে 'যতঃ' এই যে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি, তাহা বিবর্তস্থলে হয় না, প্রকৃতি-বিকৃতি-স্থলেই হয়। সূত্র—'জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ' (পা ১।৪।৩০)। যদি বিবর্তস্থলেও পঞ্চমী হইত, তাহা হইলে 'রজ্জোঃ সর্প উৎপদ্যতে' (রজ্জু হইতে সর্প উৎপন্ন হয়) ইত্যাদি-রূপ প্রয়োগ থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। অতএব মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ শ্রুতিসম্মত নহে।"

১। A History of Indian Philosophy, Vol. I, by Dr. S. N. Dasgupta, pp 493,494, Cambridge 1932; ২। শাঙ্করবাদ-সার ভাবানুবাদসহ ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য—ম ম পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ-প্রকাশিত, ভাটপাড়া।

পণ্ডিত শ্রীচারুকৃষ্ণদর্শনাচার্য মহাশয় স্বকৃত শ্রীগীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় ও ভাষ্যে লিখিয়াছেন[১]—"জগৎ মিথ্যা এরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতায় দেখিতে পাই না, প্রত্যুত জগৎ সত্য এ কথা বেদান্তে বহু-স্থানে দেখা যায়, যথা—(মু ১।১।৮) "অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্" অর্থাৎ অন্ন হইতে মন, প্রাণ ও সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মিয়াছিল। (তৈ ২।৭।১) "ততো বৈ সদজায়ত", (ছা ৬।২।২) "কথমসতঃ সজ্জায়েত" অর্থাৎ তাঁহা হইতে সত্য বস্তু জন্মিয়াছিল, জগতের কারণ যদি অসৎ হয়, তা হ'লে তাহা হইতে সত্য জগৎ কি করিয়া হইবে ? যে নাম ও রূপকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করা হইয়াছে ; বেদান্ত কিন্তু সেই নাম ও রূপকে সত্যই বলিয়াছেন, "নাম-রূপে সত্যম্" অর্থাৎ নাম ও রূপ সত্য। 'ব্যবহারিক সত্য' ও 'প্রাতিভাসিক সত্য', এইরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতাতে পাওয়া যায় না, একমাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ সকল কথা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।[২] আমি জগতের সমগ্র লোককে আহ্বান করিতেছি তাঁহারা ঐ শব্দগুলি প্রামাণিক উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন হইতে দেখাইয়া দিন।"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 'গীতায় অদ্বৈতবাদ'-প্রবন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,[৩]—"সমগ্র গীতাতে ইংরেজীতে যাকে বলে

১। শ্রীচারুকৃষ্ণদর্শনাচার্য-সম্পাদিত শ্রীগীতাভাষ্য ৯১ পৃঃ ও ভূমিকা ৷৷৴০ পৃঃ ; ২। (ক) "সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্। বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতি-রুচ্যতে ॥" "সংবৃতিশ্চ দ্বেধা তথ্যসংবৃতির্মিথ্যা সংবৃতিশ্চ"—বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা ; (খ) "প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থসত্যম্"—চন্দ্রকীর্তি। "ক্লেশাঃ কর্মাণি দেহাশ্চ কর্তারশ্চ ফলানি চ। গন্ধর্বনগরাকারা মরীচিজ্জলসন্নিভাঃ ॥"—নাগার্জুন। "দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা ॥ লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ"—বৌদ্ধদর্শন ; ৩। ভারতবর্ষ মাসিকপত্র (পৌষ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) ৪—৬ পৃঃ।

'Personal God'—সেই ভক্তের—ভগবানেরই জয়গাথা গীত হ'য়েছে। * * শাঙ্করীয় মায়াবাদের কোনো প্রমাণ শ্রীভগবদ্‌গীতায় নাই। গীতায় 'মায়া'-শব্দের অর্থ প্রকৃতি। শঙ্করও অবশ্য "মায়া" শব্দকে 'প্রকৃতি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতানুসারে, এই প্রকৃতি মিথ্যামাত্র এবং জগৎসৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্ম জীবকে ছলনাই করেছেন মাত্র। কিন্তু গীতায় প্রকৃতিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হ'য়েছে, মিথ্যা বা ছলনা অর্থে নয়। * * সাধনাবলীর দিক্ থেকেও শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের কোনো প্রমাণ গীতায় নেই। * * শুদ্ধজ্ঞানবাদী শঙ্করকে সেজন্য তাঁর গীতাভাষ্যে বহু স্থলেই কষ্টকল্পনা, অহৈতুকী শব্দ-সংযোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'য়েছে। * * গীতার কর্মযোগ-সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির মত ভক্তিযোগ-মূলক শ্লোকগুলির অর্থ ব্যাখ্যাকালেও শঙ্করকে সমান অসুবিধায় পড়তে হ'য়েছে। এ সব ক্ষেত্রে, তিনি হয় নিরুপায় হয়ে, অতি স্বল্প কথায় 'ভজনম্ ভক্তিঃ' (৮।১০) বলে কোনো ব্যাখ্যা না করে (৯।১৪, ২৬।২৯ ইত্যাদি) সেরেছেন ; নয় 'ভক্তি'-শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'য়েছেন। * * স্বীয় শুদ্ধজ্ঞানবাদ রক্ষা করতে শঙ্করকে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'য়েছে এবং অকারণ শব্দসংযোজন, এক শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্ আর এক শব্দের একীকরণ, মুখ্যার্থকে গৌণার্থে গ্রহণ প্রভৃতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। রামানুজের ব্যাখ্যা এ সব ক্ষেত্রে অনেক অধিক মূলানুসারী ও গ্রহণযোগ্য।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এতে (গীতায়) শাঙ্করীয় অদ্বৈতবাদের স্থান নেই। গীতার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অদ্বৈতবাদিগণের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম একেবারেই ন'ন। তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর থেকেও উত্তম পুরুষোত্তম (১৬।১৮), তিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা (১৪।২৭)। এই পুরুষোত্তম নির্গুণ হয়েও সগুণ (১৩।১৪), বিশ্ববহির্ভূত হয়েও বিশ্বলীন (১০।৪৩),

অনন্ত অসীম হয়েও হৃদিস্থিত (১৩,১৭, ১৫।১৫), অজ অব্যয় হয়েও অবতাররূপে অবতীর্ণ (৪।৬)। সমগ্র জীবজগৎ তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়েও অংশরূপে ভিন্ন (১৫।১১)। এরূপে গীতার 'পুরুষোত্তম' অদ্বৈত-বেদান্ত মতানুসারী, শুদ্ধজ্ঞান-লভ্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা Absolute ন'ন ; বৈষ্ণব-বেদান্ত-মতানুসারী কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, সবিশেষ ঈশ্বর, **ভগবান্ বা Personal God—যাঁর স্থান কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মেরও উপরে।** শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সুবিখ্যাত "Essays on the Gita"তে সত্যই বলেছেন—

"But the **Gita is going to represent Ishwara, the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahman,** and the loss of ego in the impersonal comes in at the beginning as only a great initial and necessary step towards union with the Purushottama.[1] * * This is the supreme, Divine, God, Who possesses both the infinite and the finite, and in Whom the personal and the impersonal, the one Self and the many existences are united."[2]

এই মত সম্পূর্ণরূপে শঙ্করমত-বিরোধী ব'লে, শঙ্কর তাঁর অতুলনীয় ধীশক্তি ও তর্ককুশলতার সাহায্যেও তাঁ'র গীতাভাষ্যে অদ্বৈতমতবাদ-স্থাপনে সমর্থ হ'ন নি।"



১। Essays on the Gita, First Series—by Sri Aurobindo, p. 127, Calcutta 1944 ; ২। Ibid, p. 173.

দশম-মাধুরী

ব্রহ্মসূত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ

শ্রীচৈতন্যানুশাসনগর্ভে অবস্থিত নিত্যসিদ্ধ আচার্য-গোস্বামিপ্রভুপাদগণ শ্রুতিশিরোভাগের নির্যাসস্বরূপ ব্রহ্ম-সূত্রের প্রণেতা শ্রীনারায়ণ-শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের শ্রীপাদপদ্মেই অদ্বিতীয় অভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ বেদান্তভাষ্যকারের প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রের শ্রীব্যাসপ্রকটিত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্যান্য স্বকপোলকল্পিত অর্বাচীন ভাষ্যসমূহ শ্রীমদ্-ভাগবতের অনুগত হইলেই আদরণীয়।[1] ইহাতে শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বপ্রমুখ ঈশ্বরশক্ত্যাবিষ্ট লোকোত্তর আচার্যগণের প্রপঞ্চিত ভাষ্য পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই। যদ্রূপ শ্রীব্যাসদেব 'আদি বিদ্বান্', সর্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলের মতেরও যে যে অংশ শ্রুতির অনুগত নহে, সেই সকল অংশকে ব্যক্তি-বিশেষের কল্পিত মতবাদ বলিয়াই বর্জন করিয়াছেন[2] এবং ব্রহ্মসূত্রে একমাত্র শ্রুতিরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন; তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামি-পাদগণও লোকোত্তর ভাষ্যকারাচার্যগণের মতসমূহের যে যে অংশ শ্রুতির অদ্বিতীয় সমন্বয়কারী শ্রীব্যাসসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত নহে; সেই সকল মত স্বকপোলকল্পনাবলে যতই বলিষ্ঠ ও দিগ্বিজয়ী হউক না কেন, উহাদিগকে অর্বাচীন ব্যক্তিগত মতবাদ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীব্রহ্মসূত্র-মধ্যে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবও যেস্থানে তাঁহার নিজমত প্রকাশ করা অথবা অন্যান্য আচার্যগণের মতের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে যথাক্রমে নিজ-

---

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৭ পৃঃ; ২। ব্র সূ ২।১।১

নাম ও অপরাপর আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তত্তৎ মতসমূহের প্রচার করিয়াছেন। আর যে স্থানে একমাত্র শ্রুতিসমূহেরই মীমাংসা করিয়াছেন, তথায় স্থত্রসমূহের দ্বারাই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য হইতে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ ভাষ্যকারগণের মতবাদ কল্পনা-জগতে এক একটি পরস্পর প্রতিযোগী প্রতিভাময়ী চিন্তাধারারূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শনে সেরূপ কল্পনাবিলাস বা শেমুষী-প্রতিভার প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হয় নাই ; উহাতে আছে সনাতন শ্রৌত-সিদ্ধান্তের অব্যভিচারী অনুসরণ। এই অনুসরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই ইহার মৌলিকতা। ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন সেই শ্রৌত-মৌলিকতা-সম্পদ্ লইয়াই সমস্ত মতবাদাচার্যগণের মতকে সুসমন্বিত করিয়া শ্রীব্যাসের হৃদ্গত-তাৎপর্যের পথে অভিগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণকে এজন্য গতানুগতিক ভাষ্যকারগণের পর্যায়ে গণনা না করিয়া ব্যাসকৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্যের ব্যাখ্যাতৃরূপে গ্রহণ করাই উচিত। তাঁহাদের আবিষ্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতামৃত, শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, শ্রীমদ্-ভাগবতসন্দর্ভ, শ্রীক্রমসন্দর্ভ, শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ স্বকপোলকল্পিত স্বতন্ত্র ভাষ্য নহে। তাহা ব্রহ্মস্থত্রকারের প্রকটিত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্-ভাগবতের সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তেরই অব্যভিচারী অনুসরণ ও অনুসন্ধানমূলক শ্রৌত ভাষ্য। তাহাতে যে অন্যান্য মতবাদাচার্যগণের মতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হইয়াছে, তাহাও নহে। এমন কি, শ্রীশঙ্করের ভাষ্যেও যে যে অংশ শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তের অনুকূল, তাহাও গৃহীত হইয়াছে।

একটি প্রধান সত্য কথা এই যে, শ্রীশঙ্কর-শ্রীরামানুজ-ভাষ্যাদি গ্রন্থের ন্যায় শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গৌড়ীয়াচার্যগ্রন্থমালা বিদ্বৎসমাজে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। স্বল্পসংখ্যক আধুনিক গবেষক যে প্রণালীতে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনা

করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, গ্রন্থকার শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রারম্ভেই সেই প্রণালীকে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত উপলব্ধির পক্ষে অর্গলস্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন এবং ঐ জাতীয় পাঠকের প্রতি গ্রন্থকর্তা শপথপ্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই শপথকে অমান্য করিয়া যে সকল পণ্ডিতন্মন্য গবেষক সন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনার অভিনয় বা সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হইয়াছেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক ষড়্‌গোস্বামীর সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ কর্ণাটাধিপতি 'সর্বজ্ঞ'-নামক ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ-বংশে শ্রীকুমারদেবের আত্মজরূপে ১৪১০ শকাব্দায় (=১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে[১]) আবির্ভূত হন। শ্রীসনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের সভায় যথাক্রমে 'সাকর-মল্লিক' (Chief Secretary) ও 'দবীরখাস' (Private Secretary)-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গৌড়ের রামকেলি গ্রামে শ্রীগৌরহরির দর্শন-লাভ করিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ বিষয়ত্যাগের জন্য অতি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। রামকেলিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার সাকর-মল্লিক ও দবীরখাস নাম মোচন করাইয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নাম রাখেন। শ্রীসনাতন অসুস্থতার ছল করিয়া রামকেলিতে স্বগৃহে পণ্ডিতগণের সহিত প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময়ে অকস্মাৎ একদিন বাদ্‌শাহ্‌ হোসেনশাহ শ্রীসনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পা'ন এবং শ্রীসনাতনের আর রাজ-কার্য করিবার ইচ্ছা নাই জানিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীরূপ

১। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিকপত্রে (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) তদ্রচিত 'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু' প্রবন্ধ, ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পূর্বেই রামকেলি হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীসনাতনকে গুপ্তচরের দ্বারা একপত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজবন্দী শ্রীসনাতন কারাগার-রক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া ছদ্মবেশে কাশীতে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীকাশীধামের দশাশ্বমেধ-ঘাটে 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' শিক্ষা দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া অতিমর্ত্য দৈন্য, আর্তি ও কৃষ্ণবিরহ-ময় বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণভজন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত একত্র বাস এবং প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপালভট্ট-প্রমুখ নিজ-জনগণের সহিত ঐকান্তিক শ্রীহরিভজন-লীলার আদর্শ প্রকট করেন। শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনার তীরে 'আদিত্য-টিলা'-নামক স্থানে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের সেবা প্রকট করেন। শ্রীসনাতনের রচিত গ্রন্থের মধ্যে—(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকা, (২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের দ্বারা সংক্ষেপে সমাহৃত ও শ্রীসনাতন-কর্তৃক সম্পূরিত, গুম্ফিত) ও তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকা, (৩) শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব এবং (৪) শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধের টীকা শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীরূপ ১৪১১ শকাব্দায় (=১৪৮৯ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৪১৫ শকাব্দা= ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভূত হ'ন। গৌড়ের রামকেলি গ্রামে দবির্‌খাস্‌ (শ্রীরূপ) শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া রামকেলি হইতে ফতেয়া-বাদে স্বগৃহে আগমন করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের সহিত

প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'ন। তথায় শ্রীরূপ শ্রীবল্লভাচার্যের সহিত পরিচিত হ'ন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রয়াগের দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন যাবৎ কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই সকল শিক্ষাই শ্রীরূপপাদ স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া অতিমর্ত্য ভজনলীলা প্রকট করেন। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চারিত "যঃ কৌমারহরঃ"[১]-শ্লোকে প্রভুর হৃদ্‌গতভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপ তদনুরূপ একটি শ্লোক ("প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ"[২] ইত্যাদি) রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব-নাটক প্রণয়ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দরায়-প্রমুখ অতিমর্ত্য রসিকগণের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকেশি-তীর্থোপকণ্ঠে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীরূপের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রচারিত আছে—(১) শ্রীহংসদূত, (২) শ্রীউদ্ধবসন্দেশ, (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি, (৪,৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (বৃহৎ ও লঘু), (৬) শ্রীস্তবমালা, (৭) শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, (৮) শ্রীললিতমাধব-নাটক, (৯) শ্রীদানকেলিকৌমুদী (ভাণিকা), (১০) শ্রীনাটকচন্দ্রিকা, (১১) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১২) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, (১৩) প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা, (১৪) শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য, (১৫) শ্রীপদ্যাবলী (সংগৃহীত কোষ-কাব্য), (১৬) সংক্ষিপ্ত(লঘু)-শ্রীভাগবতামৃত, (১৭) সামান্তবিরুদাবলী-লক্ষণ ও (১৮) শ্রীউপদেশামৃত।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১।৭৮-ধৃত কাব্যপ্রকাশ (১।৪), সাহিত্যদর্পণ (১।১০), শ্রীপদ্যাবলী (৩৮২) সংখ্যোক্ত শ্লোক; ২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১।৭৯-ধৃত শ্রীপদ্যাবলী (৩৮৩) সংখ্যোক্ত শ্লোক।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন—শ্রীবল্লভ (নামান্তর—শ্রীঅনুপম)। শ্রীবল্লভের একমাত্র আত্মজ শ্রীশ্রীজীবপাদ বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে[১] আনুমানিক ১৪৩৫—১৪৪৫ শকাব্দার (=১৫১৩—১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের) মধ্যে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে[২] উল্লিখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়-মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গত হ'ন। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্বক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছাত্র শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে,—'নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যে সকল বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্বভৌম শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।' শ্রীল জীবপাদ কাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের

১। পূর্বকালে পাবনা, ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ—চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাক্‌লা বহুদিন পূর্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে। আকবরের সময় বাক্‌লা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল—ইস্‌মাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদপুর ও ইদিলপুর—এই চারি মহালে বিভক্ত ছিল। এই স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের পিতৃদেব আসিয়া বাস করেন।—শ্রীহরিদাসদাসকৃত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবতীর্থ, ১ম-সং, শ্রীধাম-নবদ্বীপ, ৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ, ১১ পৃঃ; ২। শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৬৩৮, ৭৭১, ৭৭২ পদ্য।

একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্য, স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন গুরুদ্বয় নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন।[১] শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ১৪৭৬ শকাব্দায় 'শ্রী-বৈষ্ণবতোষণী' রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীবপাদ ১৫০০ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন।[২] শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীশ্রীজীবপাদ 'শ্রীমাধবমহোৎসব'-গ্রন্থ রচনা করেন।[৩] শ্রীরূপগোস্বামিপাদই শ্রীজীবগোস্বামিপাদের দীক্ষাগুরু। শ্রীজীব শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসনগর্ভে অবস্থিত হইয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের কারিকা অবলম্বনে শ্রীভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধি আছে—১। শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ, ২। গণধাতু-সংগ্রহ, ৩। শ্রীগোপাল-বিরুদাবলী ৪। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ, ৫। শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব, ৬। শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা-(পঞ্চমাধ্যায়)-টীকা—দিগ্‌দর্শিনী ৭। দুর্গমসঙ্গমনী (শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-টীকা), ৮। শ্রীলোচনরোচনী (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-টীকা), ৯। শ্রীগোপাল-চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর চম্পূ), ১০। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ১১—১৬। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ—[(১) শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, (২) শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, (৩) শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ও (৬)

১। সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর উপসংহার দ্রষ্টব্য ; ২। "শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ (১৪৭৬) পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈক (১৫০০) গণিতে তথা ॥" —সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, উপসংহার ; ৩। শ্রীশ্রীমাধব মহোৎসব (মহাকাব্য), ১ম উল্লাস, ৪র্থ শ্লোক।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ], ১৭। শ্রীক্রমসন্দর্ভ, ১৮। সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, ১৯। শ্রীসর্বসংবাদিনী (তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা), ২০। শ্রীসুখবোধিনী (শ্রীগোপালতাপিনী-টীকা), ২১। শ্রীপদ্মপুরাণস্থ শ্রীযোগসারস্তোত্র-টীকা, ২২। অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীব্যাখ্যা-বিবৃতি, ২৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, ২৪। সূত্রমালিকা, ২৫। শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন-সমাহার, ২৬। শ্রীরাধিকা-করপদ-চিহ্ন-সমাহৃতি, ২৭। শ্রীজাহ্নবাষ্টক[1], ২৮। শ্রীশ্রীস্তবমালা (শ্রীরূপপাদের রচিত ও শ্রীজীবপাদ কর্তৃক সংগৃহীত)।

ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী ও শ্রীমদ্ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন

ব্রহ্মসূত্রের যাহা প্রধান বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা প্রথম চারি-সূত্রেই মুখবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিটি সূত্র অবলম্বনে বিভিন্ন মতবাদাচার্যগণ যে সকল বিভিন্ন মত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রপঞ্চিত শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তসম্মত ভাষ্য বা শ্রীমদ্ভাগবত-গৌড়ীয় দার্শনিক বিচার সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে :—

১। **অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**[2]—অথ (অনন্তর—পূর্বমীমাংসা-কথিত কর্মকাণ্ড আলোচনার পর), অতঃ (এই হেতু—কর্মকাণ্ডের ফল অনিত্য, অস্থির ইত্যাদি জ্ঞানহেতু), ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (বৃহত্তমের জিজ্ঞাসা ; 'বৃহি'-ধাতু মন্ প্রত্যয়ে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন, 'বৃহি'-ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। নিরতিশয় বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব একমাত্র পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত

১। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত Madras Government Oriental Manuscripts' Library-র পুঁথি-তালিকার ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৭১, ৪৪৭২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীজাহ্নবাষ্টক' নামে একটি স্তোত্র (3053xনং পুঁথি) শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের রচিত বলিয়া উল্লিখিত ; ২। ব্র সূ ১।১।১

আর কাহারও নাই। [গীতা ৭।৭] যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও অপরকে বৃহৎ করিবার শক্তি ধারণ করেন, তাঁহাকেই অথর্বশিরঃ উপনিষৎ[১] ও বিষ্ণু-পুরাণাদি[২]-শাস্ত্র 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। তিনিই পুরুষোত্তম। অসমোর্দ্ধ ও অসংখ্য কল্যাণগুণশালী ভগবানের [ব্রহ্মের] জিজ্ঞাসা [=ধ্যান—নিদি-ধ্যাসন] করা কর্তব্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথম 'জন্মাদ্যস্য'শ্লোকের দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসূত্রের উক্ত প্রথম সূত্রটি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[৩],—

"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ"—গরুড়পুরাণের এই উক্তি-অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া উক্ত মহাপুরাণই সূত্রতাৎপর্যময় প্রথম অবতার। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ তেজ, বারি ও মৃত্তিকাদির পরস্পর বিনিময়হেতু তাহাদের নিত্য-সত্যতার অভাবে দৃশ্যবিশ্বের নশ্বরতা এবং পশ্চাৎ ব্রহ্মবস্তুর নিত্য পরমানন্দ সত্যস্বরূপতানিবন্ধন আমরা 'ভগবান্‌কে ধ্যান করি'—এইরূপ কথিত হইয়াছে। 'যুক্তপ্রগ্রহ' যোগবৃত্ত্যনুসারে বৃহত্ত্ববশতঃ ব্রহ্ম সর্বাত্মক ও তদতিরিক্ত তদ্বহির্ভূতরূপেও তিনিই বিরাজমান। শ্রীরামানুজাচার্যপাদ শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন—'সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণের যোগবশতঃই ব্রহ্ম-শব্দ প্রযুক্ত হয়। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ভগবান্‌ই লক্ষিতব্য। বৃহত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে গুণের অবধি নাই এবং যাঁহার গুণ অপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দেখা যায় না, ব্রহ্মশব্দের তাহাই মুখ্যার্থ; তিনি সর্বেশ্বর।' প্রচেতোগণ বলিয়াছেন—যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই, তিনিই অনন্ত।[৪] অতএব বিবিধ, মনোহর, অনন্ত আকারবিশিষ্ট হইলেও সেই সেই আকার-সমূহের আশ্রয় ভগবানের পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারই অভিব্যক্ত হইতেছেন।

১। অথর্বশিরঃ ৪।৯; ২। বিষ্ণু পু ১।১২।৫৭,৩।৩।২১; ৩। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১০৫ অনু; ৪। ভা ৪।৩০।৩১

এই প্রকারে মূর্তিমত্তা সিদ্ধ হইলে তাঁহার বিষ্ণু প্রভৃতি নিত্যরূপ-বিশিষ্ট ভগবত্তাই "সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যের পর-শব্দে সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মা ও শিবাদির পরবস্তু বলিয়া পর-শব্দে বিষ্ণুই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এখানে 'ধীমহি'-পদে জিজ্ঞাসাই ব্যাখ্যাত হইতেছে, যেহেতু 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'-পদের তাৎপর্যরূপে তদীয় ধ্যানই উপলব্ধ হয়।

২। **জন্মাদ্যস্য যতঃ**'—জন্মাদি (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়), অস্য (এই জগতের), যতঃ (যাঁহা হইতে) [তিনিই ব্রহ্ম]। জগতের মূল-কারণস্বরূপ সেই বস্তুকে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারাও পরম সত্যরূপে প্রকাশ করিয়া, এই পরমহংস-সংহিতাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম বিস্তৃত অর্থরূপে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রকেই প্রথম অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন। 'জন্মাদি' বলিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত অনেক কর্তা ও ভোক্তার দ্বারা সংযুক্ত সকল দেশকাল-নিমিত্ত-ক্রিয়াফলের আশ্রয়, মনের দ্বারা অচিন্ত্য বিবিধ বিচিত্র-রচনারূপ এই বিশ্বের জন্মাদি অচিন্ত্যশক্তিশালী উপাদানরূপ ও নিমিত্তস্বরূপ যাঁহা হইতে সঙ্ঘটিত হয়, সেই পরম বস্তুকে আমরা ধ্যান করি। এস্থলে জন্মাদি—উপলক্ষণ, বিশেষণ নহে। সেজন্য তাঁহার ধ্যানকালে জগৎকর্তৃত্বরূপ ভাবের গ্রহণ হইবে না। শুদ্ধবস্তুরই ধ্যান অভিপ্রেত। আরও, এস্থলে পূর্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট বিশ্বের জন্মাদির তাদৃশ হেতু বলিয়া তাঁহার সর্বশক্তিত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, এবং সর্বেশ্বরত্ব সূচিত হইতেছে। এবিষয়ে 'যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা[২], যিনি সকলের বশকারক'[৩] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও প্রমাণ রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন যে, নির্বিশেষ-বস্তু-বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের

১। ব্র সূ ১।১।২ ; ২। মুণ্ডক ১।১।৯ ; ৩। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২

অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয়। কারণ—জগৎকর্তৃত্বাদি দ্বারা তদীয় সবিশেষত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ 'ব্রহ্ম'-শব্দের নিরতিশয় বৃহত্ব ও বৃংহণস্বরূপ অর্থদ্বারাও তাঁহার তাদৃশ গুণ বা ধর্মেরই উপলব্ধি হয়। এই প্রকার পরপর সূত্র এবং সূত্রোদাহৃত শ্রুতিবাক্য-সমূহে ঈক্ষণাদির (দর্শন কর্তৃত্বাদির) সম্বন্ধ দর্শনহেতু কথিত সূত্রমালা ও তৎসম্পর্কে উদ্দিষ্ট শ্রুতিবচনসমূহ নির্বিশেষমত-নিরসনে প্রমাণ।

৩। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**[১]—(ক) শাস্ত্র (বেদাদি শাস্ত্র) যোনিত্বাৎ (ব্রহ্মের প্রতিপাদক বা প্রমাণ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানের কারণ—এই হেতু [যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ]) ; (খ) শাস্ত্রের যোনি (কারণ)—এই অর্থে শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল বলিয়া।

(ক) জগতের জন্মাদি-বিষয়ে ব্রহ্মের কারণতা কোথা হইতে প্রমাণিত ? তদুত্তরে বলিলেন,—শাস্ত্রই যোনি অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ যাঁহার, তাঁহার ভাব—শাস্ত্রযোনিত্ব ; সেই হেতু। 'যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়'[২] ইত্যাদি শ্রুতি-শাস্ত্রের প্রামাণ্যহেতু। অন্য দর্শনের ন্যায় এই বিষয়ে তর্কের প্রমাণতা নাই ; কারণ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই এবং ব্রহ্ম সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর। তর্কপন্থী দার্শনিকগণের (সাংখ্যাদির) মতে ঈশ্বর কর্তা হইতে পারেন না। কারণ, মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় ঈশ্বরের কোন বিষয়ের প্রয়োজন নাই। অতএব, ঈশ্বরের জগৎ-নির্মাণ করিবার কোনো হেতুও নাই। আরও, যে কোন দর্শনের অনুকূলভাবে ঈশ্বরানুমান অন্য দর্শনের প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত হয় ; এজন্য পুরুষোত্তম একমাত্র শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা নির্দিষ্ট। তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপ, সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম। শাস্ত্রও যখন অপর সর্বপ্রমাণে পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়রূপে, সর্বজ্ঞতা ও

১। ব্র সূ ১।১।৩ ; ২। তৈত্তিরীয় ৩।১।১

সত্যসঙ্কল্পতাদিসমন্বিত, সীমা ও তারতম্যরহিত, নিরতিশয়, অপরিমিত, উদার, বিচিত্র গুণের আধাররূপে এবং সর্ববিধ হেয়ভাব-বর্জিতরূপে তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন প্রমাণান্তরদ্বারা নির্ণীত অপর বস্তুর সাধর্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোনো দোষের গন্ধ পর্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

(খ) ব্রহ্মই সকল শাস্ত্রের যোনি (কারণ বা উৎপত্তিস্থল)—এই প্রকার অর্থটি শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" বাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান—জগতের কারণ নহে। এই বিষয় বিশদভাবে বলিবার জন্য "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" প্রভৃতির অবতারণা। অন্তঃকরণদ্বারাই আদি কবি ব্রহ্মার নিকট বেদ আবির্ভূত হইয়াছিল, বাক্যদ্বারা হয় নাই। এস্থলে বৃহদ্বাচক ব্রহ্ম-শব্দদ্বারা তাঁহার সর্বজ্ঞানময়ত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'হৃদা' এই পদদ্বারা অন্তর্যামিত্ব ও সর্বজ্ঞানময়ত্ব সূচিত হইয়াছে। 'আদিকবয়ে' এই পদদ্বারা তাঁহারই শিক্ষানিদানত্ব-মূলে শাস্ত্রযোনিত্ব সিদ্ধ হয়। এস্থলে শ্রুতিবাক্য যথা—'যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদসমূহকে প্রেরণ করেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেবতার শরণ গ্রহণ করি।'[১] মুক্তজীব বিশ্বের কারণ নহে, তজ্জন্য 'মুহ্যন্তি'-শব্দের প্রয়োগ। 'যে বেদে শেষাদি সূরিগণ পর্যন্তও মুহ্যমান হ'ন।' এতদ্দ্বারা শয়ন-লীলায় প্রকাশিত নিশ্বসিতময় বেদ[২] এবং ব্রহ্মাদির বিধানবিষয়ে দক্ষতম যে পদ্মনাভ, তাঁহার আদিমূর্তি ভগবান্‌ই অভিহিত হ'ন। "প্রচোদিতা যেন"[৩] ইত্যাদি পদ্যেও ইহাই বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে চতুর্থ-সূত্রে ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—

১। শ্বেতাশ্ব ৬।১৮; ২। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০; ৩। ভা ২।৪।২২

৪। তৎ তু সমন্বয়াৎ[১]—(ক) তৎ তু (সেই শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব ব্রহ্মেরই সম্ভব হয়, অন্যের নহে) [—কোথা হইতে?] সমন্বয়াৎ (শাস্ত্রীয় অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রমাণের দ্বারা উপপাদনই—সমন্বয়, সেই শাস্ত্রীয় সমন্বয় হইতে)। (খ) সমন্বয়াৎ (সম্যক্=সর্বতোমুখ, অন্বয়= ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ বেদার্থের সম্যক্‌জ্ঞান যাঁহা হইতে) তৎ তু (সেই ব্রহ্মই শাস্ত্রযোনিরূপে নিশ্চিত হন, অন্যে নহে); [কারণ, জীবে সম্যক্ জ্ঞানই নাই এবং প্রধানও অচেতন বস্তু]।

(ক) ব্রহ্মই শ্রুতিসমূহের প্রতিপাদ্য বস্তু, যেহেতু তাঁহাতেই সকল বেদাদি বাক্যের সমন্বয় সম্ভবপর হয়—এই ন্যায়ানুসারে বেদবাক্য-সমূহের সমন্বয় অপেক্ষিতরূপে উপলব্ধ হইতেছে। আর, "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বন্" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১)-বাক্যবর্ণিত পরতত্ত্বেই সমন্বয়ের পরাকাষ্ঠা গ্রাহ্য হয়। সেই তত্ত্বকে কেহ কেহ বস্তুর নির্বিশেষ ভাবমাত্ররূপেই কেহ কেহ বা সৃষ্ট্যাদি শক্তিবিশিষ্টরূপেই মনে করিয়া 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন। পরন্তু শ্রীভাগবতগণ তাঁহাকে স্বাভাবিক শক্তিযোগে অনন্ত বিশেষভাবযুক্ত অনুভব করিয়া 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া কীর্তন করেন। তন্মধ্যে কেবলমাত্র অন্তর্যামিস্বরূপ স্বশক্তিবিশিষ্টরূপে ভগবান্‌ই 'পরমাত্মা'; আর যাহা শুদ্ধ, পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যাদি স্বরূপা, পরমধাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বয়ংবিলাসশীলা এবং মায়া-শক্তির বশীকরণসমর্থা, সেই পরম স্বরূপশক্তির সহযোগেই সেই পরতত্ত্ব 'ভগবান্'-শব্দের বাচ্য হ'ন। এস্থলে শক্তি-স্বীকারহেতু কিরূপে অদ্বয়ত্ব সম্ভবপর হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেহেতু শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে পৃথগ্‌ভাবে শক্তির সত্তা নাই এবং শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কোন কার্যকারিতা নাই, সেইহেতুই অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয়। আর, শক্তি ও শক্তি-

---

১। ব্র সূ ১।১ ৪

মান ব্যতীত অন্য বস্তুর একান্ত অভাবহেতুও অন্বয়ত্ব অব্যাহত হইতেছে। এইরূপেই 'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়ই হ'ন।' যে ব্রহ্মবস্তুতে বেদসমূহের তাৎপর্য, সমন্বয় বা সঙ্গতি সর্ববাদিসম্মত, তিনি নির্বিশেষ তত্ত্ব হইলে বৈদিক শব্দসমূহ মুখ্যা, লক্ষণা বা গৌণী ইহাদের মধ্যে কোন্ বৃত্তির সাহায্যে কিরূপে তাঁহাকে প্রতিপাদন করিবে? যেহেতু তাদৃশ বস্তুকে কোন বৃত্তিই অধিকার করিতে পারে না।'[১]

(থ) শ্রুতি বলেন,—'তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে জানিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।'[২] তদীয় সম্যগ্‌জ্ঞান ব্যতিরেকমুখে বুঝাইবার জন্য সকল জীবেরই তদীয় সম্যগ্‌জ্ঞানের অভাব "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ শেষাদি সূরিগণ যে শব্দব্রহ্মে মোহপ্রাপ্ত হন—এই বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌ও ইহা বিবৃত করিয়াছেন,—"কিং বিধত্তে"[৩] ইত্যাদি শ্লোকে 'আমা হইতে উৎপন্ন বেদশাস্ত্রের আমিই তাৎপর্যজ্ঞাতা, আমাতেই সর্ববেদসমন্বয় এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমিই পরম-প্রতিপাদ্য।'

ব্রহ্মসূত্রের পঞ্চম সূত্রটিও ভাগবত-গৌড়ীয়দার্শনিক সিদ্ধান্তের একটি মূল সূত্র। নিম্নে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল—

৫। **ঈক্ষতের্নাশব্দম্**[৪]—ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষণরূপ ক্রিয়ার উল্লেখহেতু) অশব্দম্ (যদ্বিষয়ে শব্দ[বেদ]-প্রমাণের অভাব, তাহাই অশব্দ [আনুমানিক 'প্রধান']), ন (তাহা জগৎকারণরূপে প্রতিপাদ্য নহে)।[৫]

(ক) 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্র শ্রীমদ্ভাগবতের "অভিজ্ঞঃ স্বরাট্" এই বাক্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে (৬।২।১,৩) এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—'হে সৌম্য! এই দৃশ্যমান্ জগতের পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন', 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন,—আমি বহু হইব,

---

১। সংক্ষিপ্ত শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।১; ২। শ্বেতাশ্ব ৩।১৯; ৩। ভা ১১।২১।৪২, ৪৩; ৪। ব্র সূ ১।১।৫; ৫। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১০৫ অনু।

প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব' এবং 'তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন'—এই বাক্যে জগতের কারণরূপে সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'ও নির্দিষ্ট হউক ? না, তাহা নহে ; যাহার সম্বন্ধে বৈদিক শব্দ প্রমাণ নাই, তাহাই অশব্দ বা অনুমান-সিদ্ধ 'প্রধান'। এস্থলে এই বাক্যের 'প্রধান' প্রতিপাদনে যোগ্যতা নাই। কি প্রকারে প্রধানের অশব্দত্ব ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রুতিতে যে সচ্ছব্দবাচ্য—সৎপদার্থসম্বন্ধে ব্যাপার বা কার্যবিশেষবোধক ঈক্ষণ ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, তাহাই ইহার হেতু। কারণ 'ঈক্ষণ' অচেতন প্রধানে সম্ভব হয় না। অন্যত্রও (ঐতরেয় ১।১।১,২) সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ঈক্ষাপূর্বক সৃষ্টির কথা জানা যায়—'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি লোকসকল সৃষ্টি করিব ; তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। এখানে সৃষ্টির পূর্বে নিখিল সৃজ্য বস্তুবিষয়ে ব্রহ্মের যে বিচার, আলোচনা বা সঙ্কল্প তাহারই নাম ঈক্ষণ, আর ঈদৃশ ঈক্ষণহেতুই 'তিনি সর্বজ্ঞ' —ইহাই তাৎপর্য। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত 'অভিজ্ঞ' পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। পুনরায় পূর্বপক্ষ হইতে পারে, তৎকালে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্"[১] এই উক্তি থাকায় ব্রহ্মের ঈক্ষণ-সাধন সম্ভব হয় না ; তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, 'স্বরাট্—তিনি নিজ স্বরূপের দ্বারাই সেই প্রকারে বিরাজমান। শ্রুতিতেও (শ্বেতাশ্ব ৬।৮) উক্ত হইয়াছে—'তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা' ; আর শ্রুতিবাক্যে (বৃ ২।৪।১০) —'ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি এই ভগবানেরই নিশ্বাসস্বরূপ'—এইরূপ উক্তি হেতু ঈক্ষণের ন্যায় তাঁহার মূর্তিমত্ত্বও স্বাভাবিক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

(খ) শ্রুতি বলেন,—'তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়।' তাহা হইলে তাঁহার শব্দযোনিত্ব কিরূপে সম্ভব ? তদুত্তরে বলিতেছেন,— ঈক্ষতেঃ (শব্দাত্মক ঈক্ষণক্রিয়ার উল্লেখহেতু) ন অশব্দম্ (বস্তুতঃ ব্রহ্ম—

১। ছান্দোগ্য ৬।২।১

অশব্দ নহেন)। শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য ৬।২।১) উক্ত হইয়াছে,—'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব', সুতরাং এস্থলে 'বহু হইব'—এইরূপ শব্দাত্মক ঈক্ষণক্রিয়ার উল্লেখহেতু ব্রহ্ম অশব্দ নহেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—'অভিজ্ঞ' অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত 'বহু হইব' ইত্যাদি শব্দাত্মক বিচারে বিদগ্ধ। সেই ব্রহ্মের শব্দাদি শক্তিসমুদয় প্রাকৃত নহে, যেহেতু প্রকৃতিক্ষোভের পূর্বেও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল, জানা যায়। তাহা হইলে ঐ শব্দাদি বিষয়ক শক্তিসমূহ তাঁহার স্বরূপভূতই—ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—'স্বরাট্'। এখানে পূর্বের ন্যায় তাদৃশ সগুণত্ব এবং তাঁহার মূর্তিমত্তাও সিদ্ধ হইল। ইহা সূত্রকার "অন্তস্তদ্ধর্মো-পদেশাৎ"[১] সূত্রেও জানাইয়াছেন। অতএব অশব্দত্ব প্রভৃতি বলিতে প্রাকৃত শব্দহীনত্বাদিকেই বুঝিতে হইবে।

মায়াবাদের প্রধান মতত্রয়-খণ্ডন

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শাঙ্কর-মায়াবাদোত্থ তিনটি প্রধান মত এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আবার যে সকল মতভেদ আছে, তাহার সারসংগ্রহ ও উহার বিচার করিয়া ঐসমস্ত মতবাদ খণ্ডনপূর্বক শ্রীমদ্-ভাগবত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন[২]:—

১। মায়াবাদিগণের **প্রথম মতে**, অবিদ্যা—জীবাশ্রয়া এবং জীব বহুপ্রকার বলিয়া অবিদ্যাও বহুপ্রকার। অতএব অবিদ্যা, অবিদ্যা ও জীবের সম্বন্ধ, জীব ও জীবের বিভাগ—এই সকলই অনাদি। এই কারণে জীবের অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম শুক্তি-রজতের ন্যায় জগদ্রূপে বিবর্তিত হ'ন অর্থাৎ শুক্তিতে যেরূপ রৌপ্য-প্রতীতি হয়, তদ্রূপ জীবের অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে জগৎ-প্রতীতি হয়।

১। ব্রসূ ১।১।২০ ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৪—৬৬ পৃঃ।

এ বিষয়ে (কেবলাদ্বৈতবাদিগণের) অপর দুই পক্ষ বলেন—উক্ত মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, (ক) 'জীবের অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর'—ইহা স্বীকার করিলে অন্তর্যামি-শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩।৭) সহিত বিরোধ হয় অর্থাৎ জীবের অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ঈশ্বর আবার কিরূপে জীবের নিয়ামক (অন্তর্যামী) হইতে পারেন ?

(খ) আর যদি অবিদ্যা-সম্বন্ধ জীব বহু এবং জীবের অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ কল্পিত হয়[১]—ইহা স্বীকার করা যায়, তবে যাহার অজ্ঞানদ্বারা যে মিথ্যাবস্তু কল্পিত হয়, তাহা একমাত্র তাহারই বুদ্ধিগোচর হয় বলিয়া প্রতি জীবের সম্বন্ধে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ জগৎকল্পনার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

(গ) মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ঈশ্বরসত্তা এবং অন্তর্যামি-শ্রুতিকথিত সর্বগতত্ব, সর্বনিয়ন্তৃস্বরূপসত্তা—এই উভয়বিধ সত্তা (অর্থাৎ একই বস্তুর দুইভাবে সত্তা) অসম্ভব ;[২] অর্থাৎ অন্তর্যামি-শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৩।৭) 'ঈশ্বর—পৃথিবী ও সমস্ত জীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও সকলের নিয়ন্তা', এইরূপ উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যদি মায়াবচ্ছিন্ন ও মায়াধীন হন, তবে তিনি কিরূপে সর্বগত ও সর্বনিয়ন্তা হইবেন ?

(ঘ) উক্ত মতে 'জীব-ভাবও অবিদ্যাকৃত এবং অবিদ্যা প্রভৃতি অনাদি'—ইহা স্বীকার করিলে 'জীব অবিদ্যার আশ্রয়' ইহাও সঙ্গত হয় না অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত (পরবর্তি-) জীব কখনও পূর্ববর্তি-অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না।

১। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ৭ম অনু, ২২ পৃঃ—Vizianagram Sans Series, Vol. I. Pt. 1, Banaras 1890. ; ২। (ক) প্রকাশাত্মযতি-কৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণ, প্রথম বর্ণক, ৬৫ পৃঃ—The Vizianagram Sans Series, Vol. III, pt. II, Banaras 1892 A. D. ; (খ) সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) আরও যে বলা হইয়াছে—'অজ্ঞানের দ্বারা শুক্তিতে রৌপ্য বা রজ্জুতে সর্পপ্রতীতির ন্যায় ব্রহ্মে জগৎপ্রতীতি হইয়াছে'—ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, দৃষ্টান্তে যেমন শুক্তি ও রৌপ্য বা রজ্জু ও সর্প—ইহাদের কোনটিই অজ্ঞানের আশ্রয় নহে, পরন্তু দ্রষ্টৃরূপ তৃতীয় পদার্থের আশ্রিত অজ্ঞানের দ্বারা ঐ রৌপ্য বা সর্পরূপ মিথ্যাবস্তু কল্পিত হইতেছে, তেমনই ব্রহ্ম বা জগৎ—কোনটিই অজ্ঞানের আশ্রয় নহে এবং তৎকালে (জীব ও জগৎ কল্পিত হইবার পূর্বে) ব্রহ্মের দ্রষ্টা কেহ না থাকায় অজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব ও জগৎ কল্পনা করিবে ?

(চ) আর যদি 'জীব-ভাব অবিদ্যাকৃত এবং অবিদ্যা জীবাশ্রয়া'—ইহা স্বীকৃত হয়, তবে যেমন বীজ-পরম্পরা হইতে বৃক্ষ-পরম্পরা সৃষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞান-পরম্পরা হইতে জীব-পরম্পরার জন্ম স্বীকৃত হইয়া পড়ে। তদ্দ্বারা বীজবৃক্ষাদির ন্যায় জীবেরও আদি ও অন্ত অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ এবং প্রতিজন্মে জীবের পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বেদান্তে জীবের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

২। মায়াবাদীর **দ্বিতীয় মতে**—অবিদ্যার মধ্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং অবিদ্যার মধ্যে চৈতন্যের আভাসই জীব। প্রতিবিম্বরূপ ঈশ্বর ও আভাসরূপ জীব উভয়ই মিথ্যা। অতএব 'রজ্জুই সর্প', এস্থলে সর্পত্ব মিথ্যা হইলেও যেরূপ ব্যাবহারিকভাবে রজ্জু ও সর্পের সামানাধিকরণ্য (অর্থাৎ বাস্তবতা ও অবাস্তবতা একই আধারে) স্বীকৃত হয়, সেরূপ এস্থলেও জানিতে হইবে। নিষেধপ্রধানা শ্রুতিসমূহই ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধ ব্রহ্ম-বস্তু উপপাদন করেন, এইজন্য ঐ সব শ্রুতি—মহাবাক্য। প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে জীব প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যায় লয়প্রাপ্ত হয়, আবার জাগ্রৎ জীব পুনরায় সমস্তই অবগত হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞাতবস্তুর সত্তা অস্বীকারহেতু (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জগতের অস্তিত্বের

অভাব-বৎ) ঈশ্বর (অবিদ্যার মধ্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ)-প্রতিপাদনেও এইরূপ বিচারের কোন বিরোধ হয় না ; কারণ ঈশ্বর পূর্বজ্ঞাত বস্তু-বিষয়ক সংস্কারসমূহেরই অনুবর্তন করিয়া থাকেন।

এবিষয়েও (কেবলাদ্বৈতবাদীরই) অপর দুই পক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলেন—(ক) উক্ত মতে সুষুপ্তিতেই যদি জীবের বিনাশ হয়, তাহা হইলে ঐ নাশই জীবের মুক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব পূর্বোক্ত মতবাদ স্বীকার্য হইতে পারে না।

(খ) আরও, ঐ মতে জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা অবিদ্যার আশ্রয়-নিরূপণ অসম্ভবহেতু অবিদ্যার নিতান্ত তদবস্থায়ই থাকিয়া যায়। আর 'ঈশ্বর জগৎস্রষ্টিকর্তা, তিনি সর্বজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্য বেদান্তশাস্ত্রে প্রলাপ বাক্যের ন্যায় হইয়া পড়ে।

৩। মায়াবাদীর **তৃতীয় মতে**, অবিদ্যা—সত্ত্বরজস্তম, এই ত্রিগুণাত্মিকা ও ব্রহ্মাশ্রয়া। ঐ অবিদ্যাই আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া 'মায়া' নামেও কীর্তিত হয়। অবিদ্যার আবরণশক্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই হইল জীব এবং বিক্ষেপশক্তিতে চৈতন্যের প্রতি-বিম্বই হইল ঈশ্বর। উপাধিগতরূপে এবং বিম্ব হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান প্রতিবিম্ব—বিম্বই। উপাধি প্রতিবিম্ব-পক্ষপাতী বলিয়া ঈশ্বর—'আমি জগৎ সৃষ্টি করিতেছি' এবং জীব—'ইহা আমি জানি না' —এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন।[১] পূর্বপক্ষ হইতে পারে—'শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুতে অবিদ্যার সম্বন্ধ একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার ; আর যদি বল বিরোধ হয় না, তাহা হইলে অবিদ্যা নিজাশ্রিতা হইয়াই চিরকাল অবস্থান করে, যেহেতু তাহার আর বিনাশকারী কেহ নাই'—ইহাও বলা অসঙ্গত। কারণ, যেমন মাধ্যাহ্নিক সূর্যে পেচক অন্ধকার কল্পনা

১। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ১৪ পৃষ্ঠাধৃত তত্ত্ববিবেক।

করিয়া নিজেও উহাকে অন্ধকার এবং অপরের পক্ষেও উহাকে অন্ধকার মনে করে, অবিদ্যাকেও সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিলে আমি (অবিদ্যাগ্রস্ত জীব) ও আমার ন্যায় সকলেই অবিদ্যারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন (বস্তুতঃ অন্ধকার সত্য নহে) আছে, এইরূপ কল্পনায়ও কোন দোষ হয় না। আরও, সাক্ষী ঈশ্বর অবিদ্যার বিনাশক না হইয়া বরং উদ্ভাসক অর্থাৎ অবিদ্যার বৃত্তিসমূহের দ্যোতক হওয়ায় অবিদ্যা ঈশ্বরের অধীনেই বর্তমান থাকিয়া জীবসমূহের অনাদি অদৃষ্টবশতঃ যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের আধিক্যের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্তৃক ষোলটি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা মায়াবাদ-খণ্ডন*

খণ্ডন—(ক) প্রথমতঃ উক্তমতে অনাদিকাল হইতেই অনন্যাশ্রয়া (অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষাহীনা) অবিদ্যা এবং অবিদ্যাদ্বারাই ব্রহ্মের জীবাদি দ্বৈতভাব কল্পিত হয় ; অথচ (অবিদ্যা দ্বারা কে কল্পনা করিবে) কল্পনাকারী দ্বিতীয় কেহ নাই—ইহা স্বীকৃত হওয়ায়, জীবাদি দ্বৈতভাবকল্পনা অবিদ্যার স্বাভাবিক ধর্মরূপে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হয় তবে অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম, তাহা সে কখনই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া ইহাতে উক্ত মতবাদিগণের নিজেদেরই কেবলাদ্বৈত-স্থাপনরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

(খ) উক্তমতে মায়া ব্রহ্মাশ্রয়া অথচ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিমত্তা নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুও নাই ; যদি তাহাই হয়, তবে শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তির পৃথক্ সত্তা না থাকায় অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বাভাবিকী, আরোপিতা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তির কোনটিই না হওয়ায়, অবিদ্যা ষষ্ঠজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় (অলীকবস্তুর ন্যায়) আত্যন্তিক সত্তাহীন হইয়া পড়ে।

* শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৫ পৃষ্ঠা

(গ) তৃতীয়তঃ, উক্ত মতানুযায়ী অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যই প্রতিবিম্ব-ভাব[১] প্রাপ্ত হ'ন—ইহা স্বীকার করিলে সেই প্রতিবিম্বের কল্পনাকারী না থাকায় কে কল্পনা করিবে ? আর যদিই বা কল্পনাকারী ব্যতীতই কল্পনা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যখন সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত অব্যবহিত ছটার বা দীপ্তির সম্বন্ধ নাই, তখন প্রতিবিম্বভাবও সম্ভবপর হয় না। যেমন—সূর্য দূরস্থ হইলেও পৃথিবীস্থ জলাদির নিকট পর্যন্ত সূর্যের কিরণাদির সম্বন্ধ বা সত্তা বর্তমান থাকাহেতুই জলাদিতে প্রতিবিম্ব সম্ভবপর, নতুবা সম্ভবপর হইত না ; সেইরূপ অবিদ্যার সন্নিহিতরূপে [মায়াবাদীর মতে] ব্রহ্মের কোনোরূপ ছটা-সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব।

(ঘ) সুতরাং উক্তমতে ব্রহ্মে যদি অবিদ্যার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই 'ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব' ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে ; পক্ষান্তরে ঐরূপ জীব-ভাবের সিদ্ধি হইলেই ব্রহ্মে উক্ত জীবকর্তৃক কল্পিত অবিদ্যার সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব উহাতে পরস্পরাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ ঘটিতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্পর্ক কল্পিত না হইলে জীব হয় না ; আর জীব না হইলেও ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনার সম্ভব হয় না। সুতরাং পরস্পরাশ্রয়-দোষ হইয়াছে।

(ঙ) উলূক (পেঁচা) যখন সূর্যে অন্ধকার কল্পনা করে, তখন সেই সূর্য ও অন্ধকার হইতে পৃথক্ তাহার (উলূকের) দৃষ্টিই (তৃতীয় পদার্থ) তাহার সহায়ক হয়। সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ যে জীব ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনা করে, তাহার পক্ষেও পূর্ব হইতেই একটা পৃথক্ অবিদ্যার সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। যখন সেই অবিদ্যার দ্বারাই জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি বিবর্তের সিদ্ধি সম্ভবপর হয়, তখন প্রতিবিম্ববাদি-

১। সর্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্মযতি ও বিদ্যারণ্যের মত আলোচ্য।

গণের কথিত জীবাদিরূপ প্রতিবিম্বের উপস্থাপক অপর একটি উপাধিরূপ অবিদ্যার কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

(চ) মায়াবাদীর মতে 'ব্রহ্ম—জ্ঞানমাত্র, তিনি জ্ঞানবান্ নহেন'। যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ-কল্পনা সম্ভবপর নহে। কারণ, জ্ঞানবানেই সাময়িকভাবে অজ্ঞান দৃষ্ট হয় এবং তাহা সম্ভবপরও বটে; কিন্তু কেবল-জ্ঞানমাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দৃষ্টও হয় না, তাহা সম্ভব-পরও নহে। কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

(ছ) মায়াবাদী বলেন—'জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ মিথ্যা কল্পনা-মাত্র'—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও উক্ত মত সঙ্গত নহে; কারণ, মরুমরীচিকাতে কল্পিত জল যেরূপ কোন প্রয়োজন-সাধক হয় না, সেরূপ কাল্পনিক উপাধির সম্বন্ধদ্বারাও কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মে কাল্পনিক অবিদ্যাসম্বন্ধদ্বারা জীব বা ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(জ) এখানে দৃষ্টান্তে (সূর্য ও জলগত তদীয় প্রতিবিম্বস্থলে) লোকব্যবহারে যেরূপ একহাত পরিমিত কাঠির দ্বারা পরিমাপ করিয়া আকাশের একদেশকে একহাত আকাশ বলা হয়, সেরূপ আকাশের একদেশরূপ অবয়ব স্বীকার করা হয় এবং সূর্যরশ্মির সহিত উহার তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিহেতু ঐ আকাশের সহিত অব্যবহিত রশ্মির সম্বন্ধদ্বারা জলাদিতে যে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রকাশ হয়, তাহা অতিশয় অসম্ভব নহে। কারণ, সূর্যরশ্মির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত আকাশের অবয়ববিশেষ রূপধারণ করিয়াছে এবং উহাতে রশ্মির অব্যবহিত-সম্বন্ধও রহিয়াছে, আর এখানে প্রতিবিম্বাধার জলও রূপবান্। পরন্তু এই দৃষ্টান্তদ্বারা রূপহীন নিরবয়ব অদৃশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আর উপাধি (অবিদ্যা) যেহেতু রূপহীন, সেইহেতু তাহাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব একান্তই অসম্ভব।

(ঝ) আর দর্পণাদিতে মুখাদির যে প্রতিবিম্ব, উহা দৃশ্য হওয়ায় উহার দ্রষ্টা উহা হইতে ভিন্ন হয়। পরন্তু উক্ত প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্বরূপ জীব ও ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্বভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা অন্য কে হইবেন? আর যদি ইঁহারা ঐপ্রকারে দৃশ্য হন, তবে জগতের দৃশ্য পদার্থমাত্রই জড় বলিয়া ইঁহারাও জড় না হইবেন কেন?—ইত্যাদি অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। (সাধারণতঃ দার্শনিকমতে দৃশ্য পদার্থ মাত্রই জড়)।

(ঞ) যখন প্রতিবিম্ববস্তুতে নিজ উপাধির কল্পনা করা বা বিনাশ করার উপযোগী সামর্থ্য দেখা যায় না, তখন উক্ত মতে প্রতিবিম্বরূপ জীবও যে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ নিজের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিজের উপাধিস্বরূপ অবিদ্যাকে নষ্ট করিবে, ইহা অসঙ্গত। যখন জীবের পক্ষে নিজের উপাধিরূপ অবিদ্যাকেই বিনাশ করা সম্ভবপর নহে, তখন জীবের দ্বারা তৎপদার্থের (ব্রহ্মের) উপাধির (অবিদ্যার) নাশের কথা আর কি বলা যাইবে? (উক্ত মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত অজ্ঞানের নাশই মোক্ষ)[১]।

(ট) যখন বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের অধিষ্ঠান (বিম্বের অধিষ্ঠান আকাশ ও প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান জল) পৃথক্, তখন উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয়; প্রতিবিম্বের ক্ষোভকালে (অর্থাৎ জলাদির আলোড়নে জলমধ্যগত সূর্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুব্ধ হইলেও সূর্যস্বরূপ) বিম্বের ক্ষোভ দৃষ্ট হয় না; আর বিম্ব অপেক্ষা সর্বদাই প্রতিবিম্বের বিপরীতভাবে উদয় দেখা যায়। আর কেবল দর্শনকারীর দৃষ্টি দর্পণাদি স্বচ্ছ বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া বিপরীতদিকে গমন করিলে ঐ বিপরীত দিকস্থ মুখাদিরূপ যে বিম্ববস্তু দেখা যায়, ঐ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক নহে—ইত্যাদি কারণে প্রতিবিম্ব বিম্ব না হওয়ায় প্রতিবিম্বের (অর্থাৎ জীবের স্বরূপ) বিনাশই এখানে মোক্ষ হইয়া পড়ে।

১। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ৭ম অনু, ২১ পৃঃ, কাশী ১৮৯০ খ্রীঃ।

(ঠ) আর যেহেতু ঈশ্বর নিত্য বিদ্যাময় এবং জীব অনাদিকাল হইতেই 'আমি জানি না'—এইরূপ (নিত্য অবিদ্যাগ্রস্ত) অভিমান-বিশিষ্ট, সেইহেতু ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাংশের সম্বন্ধ কল্পনা করা জীবের পক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্বই সম্ভবপর হয় না।

(ড) উক্ত মতে অবিদ্যার আবরণশক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব ও বিক্ষেপশক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ উপাধিতে অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে 'ঈশ্বর সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন'—এই শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩।৭) সহিত বিরোধ হয়।

(ঢ) আর পক্ষান্তরে, উপাধিদ্বয়কে দুগ্ধ ও জলের ন্যায় পরস্পর মিশ্রিতরূপে স্বীকার করিলে উহাতে একটি প্রতিবিম্বই সম্ভবপর হয়, তখন আর জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি প্রতিবিম্ব থাকে না।

(ণ) ঈশ্বরকে মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপে স্বীকার করিলে এবং তাঁহার পৃথক্ শক্তি স্বীকার না করিলে নিঃশক্তিক প্রতিবিম্বের ন্যায় ঈশ্বর-কর্তৃক মায়ার বশীকরণের শক্তির অভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যই অসিদ্ধ হয়।

(ত) বরং উক্ত মত স্বীকার করিলে জলগত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেমন জলের অধীন-হেতু জলের আলোড়নে প্রতিবিম্বও ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ উপাধির চেষ্টার আনুগত্য-হেতু ঈশ্বরও মায়ার বশীভূতই হ'ন।

আর অধিক বিচারে প্রয়োজন কি? শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপৈশ্বর্যকে মায়িকমাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে পরমেশ্বর-নিন্দা-জনিত দুর্বার অনির্বচনীয় অগণিত মহাপাতকেরই প্রসঙ্গ ঘটে।

শ্রীশঙ্করাচার্যপাদও তাঁহার ভাষ্যে (ব্র সূ ৩।২। ১৯) "অম্বুবদগ্রহণাত্ত্ন তথাত্বম্" এই সূত্রের দ্বারা প্রতিবিম্বভাব নিরাস করিয়া তৎপরবর্তী সূত্রের (৩।২।২০) দ্বারাই প্রতিবিম্বের সাদৃশ্যমাত্র স্থাপন করিয়াছেন।

সুতরাং (২।৩।৫০) "আভাস এব চ"-সূত্রেও সেই প্রকার প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 'প্রতিবিম্বাভাস'শব্দের অর্থ—প্রতিবিম্বের তুল্য, বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে।

ব্রহ্মসূত্রে বাস্তব-ভেদসিদ্ধান্ত

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রসমূহে ব্রহ্ম হইতে জীব-চৈতন্যসমূহের সুস্পষ্ট বাস্তব ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] ব্রহ্মসূত্রে জীবের মিথ্যাত্ব বা ব্রহ্মে জীবরূপ প্রতীতি (বিবর্ত) স্থাপিত হয় নাই।

১। **নেতরোঽনুপপত্তেঃ** (১।১।১৬)—ন (না) ইতরঃ (অপর মুক্তাত্মা) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি-হেতু)। পরমাত্মা ব্যতীত জীবপদ-বাচ্য মুক্তাত্মাও মন্ত্রবর্ণে (মন্ত্রোক্তিতে)[২] কথিত আনন্দময় হইতে পারেন না। এই সূত্রে আনন্দময়ের জীবত্ব নিষেধপূর্বক পরব্রহ্মেরই আনন্দময়ত্ব সাধিত হইয়াছে।

২। **ভেদব্যপদেশাচ্চ** (১।১।১৭)—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ-হেতু) চ (ও)। (তৈ ২।৭।১) "রসো বৈ সঃ" (তিনি রসস্বরূপ) "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে রসস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম ও তদীয় সেবাসুখের আস্বাদকর্তা জীবের পৃথক্ উল্লেখহেতু জীবাত্মা আনন্দময় হইতে পৃথক্। কল্পনাময় (ঔপচারিক) ভেদকে অবলম্বন করিলে উক্ত দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গতি হয় না ; পরন্তু জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদ-স্বীকারেই এই সকল শ্রুতিতে (তৈ ২।৬।২, ২।৭।১ ইত্যাদি) কোনরূপ কষ্টকল্পনা করিতে হয় না।

৩। **বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ** (১।২।২)—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতিহেতু) চ (ও)—শ্রুতি-কথিত[৩] সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহও পরব্রহ্মেই সুসঙ্গত হয়।

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৬—৭০ পৃঃ ; ২। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তিরীয় ২।১।৩ ; ৩। ছান্দোগ্য ৩।১৪।২

৪। **অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ** (১।২।৩)—অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি-হেতু) তু (ও) ন (না) শারীরঃ (জীবাত্মা)—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ জীবে সঙ্গত হয় না। সুতরাং এই প্রকরণের অর্থ জীব হইতে পারে না।

এই উভয় সূত্রে জীবের গুণ হইতে অতিরিক্ত ও পারমার্থিক গুণ-সমূহ একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রতিপন্ন হইতেছে ; কিন্তু জীবে তাহা সঙ্গত হয় না—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পরন্তু জীবই নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজের আত্মাতে জগৎকল্পনা করে—ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত, আর সেই জগৎকল্পনার উপযোগিরূপে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ জগৎকর্তা ব্যতীত অন্যে সম্ভব হয় না বলিয়া জীবেই স্বীকৃত হইয়াছে। অনন্তর ঐ গুণসমূহ জীবেই সঙ্গত হয়, পরন্তু জীবকল্পিত অন্য পদার্থ অথবা নির্গুণ ব্রহ্মে উহা সঙ্গত হয় না—এইরূপ বলিলে পূর্বোক্ত সূত্র-দুইটির অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে না।

৫। **সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ** (১।২।৮)—সম্ভোগ-প্রাপ্তিঃ (জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সুখদুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না), বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু বিশেষত্ব আছে)। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মারও যদি শরীরমধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত' জীবের সহিত তাঁহারও নিশ্চয়ই সুখদুঃখ ভোগ হইতে পারে, ইহা যদি বল ; না—তাহা বলিতে পার না। কারণ, পরমাত্মার বিশেষত্ব বা পার্থক্য আছে। আরও বলি, সংবাদ (সংলাপ বা কথোপকথন) যেরূপ আর একজনের সহিতই হয়, সেই-রূপ সম্ভোগ-শব্দের অর্থও 'সহভোগ' ; ইহার অপর অর্থ হয় না। সূত্রোক্ত 'বৈশেষ্যাৎ' এই পদ-দ্বারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়াই উহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে, পরন্তু একই আত্মার অবস্থাভেদে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয় নাই।

৬। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ (১।২।১১)—গুহাং (হৃদয়ে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট দুইটি) হি (নিশ্চয়) আত্মানৌ (দুইটি আত্মা) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপই দৃষ্ট হয়)। কঠোপনিষদে (১।৩।১) "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি মন্ত্রের "গুহাং প্রবিষ্টৌ" এই বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়েরই গুহা-প্রবেশের নির্দেশ পাওয়া যায়। সুতরাং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈ ২।৬।২) এবং "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি" (ছা ৬।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে—'পরমাত্মাই উপাধিতে প্রবিষ্ট হইয়া জীব-ভাব ধারণ করিয়াছেন'—কেবলাদ্বৈত-বাদিগণের এইরূপ ব্যাখ্যা, এই সূত্র-দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু সূত্রে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়রূপেই প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। আর 'অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য' শ্রুতিতে 'সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি' প্রয়োগহেতু 'আমি এই জীবাত্মার সহিত অনুপ্রবেশ করিয়া'—এইরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা এস্থলে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গেলে নিম্নলিখিত সূত্রের সহিত বিরোধ ও অসঙ্গতি উপস্থিত হয়।

৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ (১।৩।৬)—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—ঔদাসীন্য ও অদন—কর্মফলভোগ, এই উভয়ের দ্বারা) চ (ও)। যেহেতু 'দ্বা সুপর্ণা' (মু ৩।১।১, শ্বে ৪।৬) শ্রুতিতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটি (পরমাত্মা) উদাসীন সাক্ষিরূপে অবস্থিত এবং অপরটি (জীবাত্মা) কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সেইহেতু জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন। সুতরাং পূর্বসূত্রোক্ত শ্রুতির অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিলে জীব ও পরমাত্মগত অদন (কর্মফলভোগ) ও স্থিতি (সাক্ষিরূপে অবস্থান)—একত্র এই উভয় প্রকার নির্দেশ বিরোধপ্রাপ্ত হয়।[১]

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী—৬৭ পৃঃ।

৮। প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫)—প্রকাশাদিবৎ [জীবাত্মা] (প্রভা প্রভৃতির ন্যায়) এবং (এইরূপ) পরঃ (পরমাত্মা) ন (না); অর্থাৎ প্রভারূপ প্রকাশধর্মটি যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ সূর্য বা অগ্নি প্রভৃতির অংশ, সেইরূপ জীবও—ব্রহ্মের অংশ। জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ নহে; এজন্য পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার ভেদ।

৯। শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে (১।২।২০)—শারীরঃ (জীবাত্মা) চ (ও) [অন্তর্যামী নহে] হি (যেহেতু) উভয়েঽপি (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন—উভয়শাখিগণই) [অন্তর্যামী হইতে] ভেদেন (পৃথগ্‌রূপে) এনং (এই জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়াছেন)।

১০। বিশেষণভেদ-ব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ (১।২।২২)—বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদের উল্লেখ-হেতু) চ (ও) ইতরৌ (জীব ও প্রধান) ন (ভূতযোনি নহে), [পরমেশ্বরই ভূতযোনি]।

১১। জগদ্বাচিত্বাৎ (১।৪।১৭)—[কৌষীতকি উপনিষদে (৪।১৮) 'যিনি পুরুষসকলের কর্তা, এই জগৎ যাঁহার কর্ম, তিনিই জ্ঞেয়' ইত্যাদি] জগদ্বাচিত্বাৎ (জগদ্বাচক শব্দের উল্লেখহেতু) [পরমেশ্বরই উপাস্য, জীব বা মুখ্যপ্রাণ নহে]।

১২। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্যয়ৌ (৩।২।৫)—তু [জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও] পরাভিধ্যানাৎ (পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ) তিরোহিতং (জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্যশক্তি তিরোহিত হইয়াছে), ততো হি (পরমেশ্বর হইতেই) অস্য বন্ধবিপর্যয়ৌ (এই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে বন্ধ এবং উপাসনা করিলে মোক্ষ।

১৩। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ (১।১।৩০)—[কৌষীতকি উপনিষদে (৩.২) ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা] শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু ('তত্ত্বমসি' প্রভৃতি জীব ও পরমেশ্বরের চিৎস্বরূপে অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারাই) উপদেশঃ (ঐ উপদেশ সম্ভব হয়) বামদেববৎ (যেমন বামদেব বলিয়াছেন [বৃ ১।৪।১০], আমি—মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম)।

১৪। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু (১।৩।১৯)—[পূর্বে 'দহর' (ছা ৮।১।১) শ্রুতিবাক্যে 'দহর'-শব্দদ্বারা পরমেশ্বরই নির্ণীত হইয়াছেন, আর 'অপহত-পাপ্মত্ব' প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা 'দহর' জীব নহেন, ইহাও বলা হইয়াছে] উত্তরাৎ (পরবর্তি-বাক্যে জীবেও ঐ সকল [পরমেশ্বরের] ধর্ম শুনা যায়) চেৎ (যদি বল) আবির্ভূতস্বরূপস্তু (তথায় স্বরূপদশা-প্রাপ্ত মুক্ত জীবকে বলা হইয়াছে) [কারণ, মুক্তজীবে পরমেশ্বরের প্রসাদে সাধারণ ধর্মসকল আংশিকভাবে আবির্ভূত হয়]।

১৫। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ (১।৩।২০)—অন্যার্থশ্চ (অন্য প্রয়োজনেই) পরামর্শঃ (অনুসন্ধান করা হইয়াছে)। পরমেশ্বরের স্বরূপ-প্রদর্শনার্থই তটস্থলক্ষণের দ্বারা জীবের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সেখানেও (ছা ৮.১২।৩) জীব ও পরমাত্মার ভেদই দৃষ্ট হয়।

পূর্বপক্ষ হইতে পারে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে—"যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ" (২।৩।৭)—যাবদ্বিকারন্তু (যত কিছু বিকার বস্তু আছে, সেই সকলের) বিভাগঃ (ভেদ বা উৎপত্তি) লোকবৎ (লোক-ব্যবহারের ন্যায়) অর্থাৎ লোকব্যবহারে যাহা কিছু বিকারপ্রাপ্ত তাহাই বিভক্ত দেখা যায়—এই সূত্রের দ্বারা আত্মাকে বিকারী স্বীকার করিতে হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, যেহেতু বিকারশীল লৌকিক বস্তু হইতে বিরুদ্ধ পৃথক্‌ধর্মসম্পন্ন—জীবাত্মা, আর

সেই বিরুদ্ধধর্মসম্পন্নতা স্বতঃসিদ্ধ—প্রমাণের অপেক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ হয়। সেইহেতু 'ভেদ হইলেই বিকারী হইবে'—এই ন্যায় এখানে প্রযোজ্য নহে। এ বিষয়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিপ্রমাণও[১] আছে, এমন কি ঐ শ্রুতি দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি বস্তু সকলেরও নিত্যত্ব উপদিষ্ট হয়।

১৬। **নাত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ** (২।৩।১৭)—ন (উৎপন্ন হয় না) আত্মা (জীবাত্মা) শ্রুতেঃ (শ্রুতিপ্রমাণহেতু) নিত্যত্বাচ্চ (যেহেতু নিত্যত্বও) তাভ্যঃ (সেই শ্রুতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রদ্বারাই পূর্বসূত্রের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে।

সুতরাং শ্রুতির মীমাংসক ব্রহ্মসূত্রানুসারে সর্বতোভাবে সিদ্ধান্তিত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; আর জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিলে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞারও কোন হানি হয় না। কারণ, সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার্য। শ্রুতিতে (শ্বে ১।১২, ১।৬) ভেদজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মুক্তিতেও ভেদ উপলব্ধ হয় (মু ৩।১।২)।[২]

১৭। **মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ** (১।৩।২)—মুক্তোপসৃপ্যং [ব্রহ্ম] (মুক্ত সাধুগণেরই প্রাপ্য) ব্যপদেশাৎ (নির্দেশহেতু)। ব্রহ্ম মুক্ত সাধুগণেরই প্রাপ্য—এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। 'মুক্তগণের পরমগতি' ইত্যাদি বাক্যও ঐপ্রকার অর্থ প্রকাশ করে। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদে মুক্তিকালেও ভেদ স্বীকার করিয়াই উক্ত হইয়াছে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"[৩] অর্থাৎ তিনি রস-স্বরূপ, এই রসকেই লাভ করিয়া জীব আনন্দী হ'ন। সুতরাং জীব ও পরমাত্মার ভেদই সর্বথা স্বীকার্য।

১। কঠোপনিষৎ ১।২।১৮, ২।২।১৩ ; শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩, ১৯ ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৮ পৃঃ ; ৩। তৈত্তিরীয় ২।৭।১

অভেদ-শ্রুতির তাৎপর্য

এই প্রকার অভেদবাক্যেও জীব ও পরমাত্মা চিৎ-সম্বন্ধে একরূপ— ইহাই উপাসনা-বিশেষের জন্য বুঝাইতেছে; কিন্তু ইহাদ্বারা বস্তুর একত্ব বুঝায় না—"তদেবমভেদবাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈবৈকাকারত্বং বোধয়ত্যুপাসনাবিশেষার্থম্; ন তু বস্ত্বৈক্যম্।"[১]

শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার নির্দেশের তাৎপর্য

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ, চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদ-নির্দেশঃ; একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্য-দর্শনাদ্ভেদ-নির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ।"[২] অর্থাৎ এই প্রকারে 'জীব—শক্তিমান্ ব্রহ্মের শক্তি', এই সিদ্ধান্তিত হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশহেতু, শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব-প্রযুক্ত এবং জীব ও পরমাত্মার চিদ্ধর্মের অবৈশিষ্ট্যহেতু কোথাও অভেদ-নির্দেশ; আর একই বস্তুতে শক্তির বিচিত্রতা নিবন্ধন ভেদ-নির্দেশও অসঙ্গত হয় না। যেমন, যমুনার জলপ্রবাহকে বলা হয়,—'তুমি কৃষ্ণ-পত্নী', আবার সূর্যমণ্ডলকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়,—'হে সূর্য! তুমি ছায়ার পতি।' যমুনা—কৃষ্ণপত্নী ও সূর্য—ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধি আছে। এইপ্রকার অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভেদসূচক সহস্র সহস্র প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ 'যমুনা' বলিলে যেরূপ যমুনার অধিষ্ঠাত্রীদেবীকেই বুঝায়, সেই প্রকার 'তত্ত্বমসি' (ছা ৬।৮।৭) প্রভৃতি বাক্যের অর্থও বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে 'পৃথিবী ও জীব প্রভৃতি—ব্রহ্মের অধিষ্ঠান' (বৃ ৩।৭।৩,

---

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭০ পৃঃ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে ৩৭ অনু।

শতপথ-ব্রা ১৪।৬।৭।৩০) বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলেও অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় একবস্তু নহে—ইহাই সুসিদ্ধান্ত।[১]

শ্রীব্যাসসূত্রে পরিণামবাদই স্বীকৃত

ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব অতি স্পষ্ট ভাষায় পরিণামবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ শ্রীব্যাসতাৎপর্য নহে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রদর্শন করিতেছেন[২]—

১। **উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি** (২।১।২৪)—উপসংহারদর্শনাৎ (উপকরণ-সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের ন্যায়) হি (নিশ্চয়)। এই জগতে শক্তিমান্ ব্যক্তিকেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কার্য করিতে দেখা যায়; অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত উপকরণ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, এই আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—না, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে উক্ত দোষ আশ্রয় করে না। যেমন, দুগ্ধ দধিরূপে এবং জল হিমানীরূপে পরিণত হয়, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের অপেক্ষা নাই, তেমনি ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হয়। কারণ, ব্রহ্ম পরিপূর্ণশক্তিমান্, সেইহেতু তাঁহার শক্তি-পূরণের জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। শ্রুতিও (শ্বে ৬।৮) বলেন—ব্রহ্মের স্বাভাবিক বিচিত্র শক্তিমত্তাহেতু তাঁহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় বিচিত্র পরিণাম উপপন্ন হয়।

২। **দেবাদিবদপি লোকে** (২।১।২৫)—দেবাদিবৎ (দেবতা প্রভৃতির ন্যায়) অপি (ও) লোকে (জগতে) [ব্রহ্ম—সংকল্পমাত্র সৃষ্টি করেন]। ব্রহ্ম হইতেই জগদুৎপন্ন হয়—এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি-প্রমাণ আছে, বিকার ব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি-প্রমাণ (শুক্ল-যজুঃ-

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭০ পৃঃ; ২। ঐ, ৭৫—৭৭ পৃঃ।

সং ৩।১।১৯, মুণ্ডক ৩।১) আছে—'তিনি অজ হইয়াও বহুবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করেন' ইত্যাদি। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদিতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। দেব-পিতৃ-ঋষি-গন্ধর্ব—ইঁহারা স্বয়ং বিকৃত হন না, অথচ তাঁহাদিগ হইতে উপকরণ ব্যতীত ঐশ্বর্যবিশেষের যোগে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদির সৃষ্টি হয়। ইহাতে তাঁহারা কোন উপাদান সংগ্রহ করেন না। এই সকল শব্দপ্রমাণে দৃষ্ট ও সন্নিহিত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট ও অসন্নিহিত কল্পনায় কল্পনাবাহুল্য দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত সূত্রকার এই বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাই বলিয়া দেবতাদের সৃষ্ট দ্রব্যাদি মায়িক নহে, দেবতারা স্বকীয় বিহারার্থই প্রাসাদাদি দ্রব্যসকল নির্মাণ করেন। ঐন্দ্রজালিকগণ ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবলে যাহা রচনা করেন, তাহা মিথ্যাই স্ফূর্তিমাত্র হয়, কিন্তু পরমাত্ম-বিষয়ে ঐ প্রকার ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি অযুক্ত। সুতরাং দেবাদির ন্যায় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিকারহীন ব্রহ্মেরই পরিণাম-রূপে জগৎ সিদ্ধ হইতেছে। এই জগতে এবং শাস্ত্রেও প্রসিদ্ধি আছে—চিন্তামণি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যসকল প্রসব করে।'[১]

৩। **কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দ-ব্যাকোপো বা (২।১।২৬)**—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) বা (অথবা) নিরবয়বত্ব-শব্দ-ব্যাকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব—এই শব্দের ব্যাঘাত) [হয়]। পূর্বপক্ষ বলিতেছেন,—(ক) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিরবয়বরূপে ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ব্রহ্মের একদেশ (অবয়ব) অসম্ভব। তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্মেরই জগদ্রূপে পরিণামের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় মূলেরই (কারণ-ব্রহ্মেরই) উচ্ছেদ ঘটে। ইহাতে দ্রষ্টব্যরূপে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশও ব্যর্থ হইয়া

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭৬ পৃঃ।

পড়ে। আর ব্রহ্ম যে অজ, নির্বিকার ইত্যাদি তাহারও ব্যাঘাত হয়। (খ) পক্ষান্তরে, এই সকল দোষ পরিহার করিবার জন্য ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করিলে 'ব্রহ্ম নিরবয়ব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। আর এই জগতের সাবয়ব পদার্থমাত্রেরই বিনাশ হয় বলিয়া ব্রহ্মেরও অনিত্যত্ব হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্রই বলিতেছেন,---

৪। **শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ** (২।১।২৭)—শ্রুতেঃ (শ্রুতির) তু (পূর্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই মূল অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ)। পূর্ব সূত্রে যে যে পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে, উহাদের পরিহারের জন্য এই সূত্রে 'তু'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। কারণ, আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী। আবার শ্রুতিসমূহ নিজ নিজ শব্দে যাহা বলিবেন—তাহাই মূল অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ। তদ্ব্যতীত তর্কের দ্বারা যাহা উপস্থাপিত করা হইবে, তাহা শ্রৌত-তাৎপর্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। শ্রুতি—অপৌরুষেয়, সুতরাং তাঁহার স্বতঃপ্রামাণ্য এবং শ্রুতি পরম অলৌকিক বস্তুর প্রতিপাদনপরায়ণ বলিয়া তথায় লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার সর্বাংশে পরিণামের প্রসঙ্গ হয় না।' শ্রুতিতে যেরূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির কথা শুনা যায়, সেইরূপ অবিকারিরূপে ব্রহ্মের অবস্থানের কথাও শ্রুত হয়—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" (শুক্ল-যজুঃ ৩১।১৯)। এইরূপ অবিচিন্ত্যবিরুদ্ধধর্ম ও বিচিত্রশক্তি পরব্রহ্মে সম্ভব। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন,—

৫। **আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি** (২।১।২৮)—আত্মনি (পরমাত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ) বিচিত্রাঃ (নানাপ্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়)। যেহেতু, ব্রহ্ম—পরম অলৌকিক বস্তু, সেইহেতু অচিন্ত্যশক্তি-

মত্তাও তাঁহাতে সম্ভবপর। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতিতেও যখন ঐরূপ অতর্ক্যশক্তি দেখা যায় এবং প্রসিদ্ধিও আছে, তখন পরব্রহ্মে অবিচিন্ত্য-শক্তি থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব নহে। ত্রিদোষঘ্ন ওষধিবৎ পরস্পরবিরোধিগুণ-সকলের আধার-রূপিণী সেই অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরবয়বত্বাদি লক্ষণ বিদ্যমানেও সাবয়বত্বাদি লক্ষণও মীমাংসিত হয়। ব্রহ্মের সেই অচিন্ত্যশক্তিবিষয়ে শব্দপ্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে। মাধ্বভাষ্যধৃত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎশ্রুতি-মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'পরমপুরুষ—বিচিত্র-শক্তিমান্, সেই প্রকার শক্তি অন্য কাহারও নাই।' স্বতঃসিদ্ধভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতও (৩।৩৩।৩) বলেন, 'তিনি—আত্মা (পরমসাক্ষী) ঈশ্বর (স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়), অতর্ক্য অনন্তশক্তিমান্।' তথায় অন্য প্রকারে দ্বৈত-ভাব সম্ভবপর হয় না বলিয়া সেই দ্বৈতসিদ্ধির জন্যই ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির কল্পনা করিতে হইবে—তাহা বলা যায় না; কারণ তাহা অসম্ভব। ব্রহ্মে অচিন্ত্যশক্তির বিদ্যমানতা যুক্তিলব্ধ ও শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া দ্বৈতের অন্যপ্রকারে অসিদ্ধির আশঙ্কাও দূরে অপসারিত হইল। সেইহেতু অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতাপত্তির কারণরূপে পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব নির্বিকারাদি স্বভাবে বিদ্যমান পরমাত্মারই অচিন্ত্যশক্তিবলে বিশ্বাকারে পরিণামাদি ঘটিয়া থাকে। যেরূপ চিন্তামণি উহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ সর্বপ্রয়োজন প্রসব করে এবং চুম্বক উহার স্বভাববশতঃই লৌহকে চালিত করে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপগত কোন বিকার দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিবলে নিরবয়ব ও সাবয়ব উভয়রূপেই অবস্থিত হইয়া উক্ত শক্তিবলেই জগদ্রূপে পরিণত হইলেও নির্বিকারস্বভাবেই অবস্থান করেন—ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত। সেইহেতু তত্ত্বের অবিকৃতিসত্ত্বে তাহা হইতে অন্য পদার্থের যে উৎপত্তি—উহাই পরিণাম, তত্ত্বেরই অন্যরূপে উৎপত্তি পরিণাম নহে। যখন এই জগতে মণি-মন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতিতেও

তর্কের অগম্য, অথচ একমাত্র শাস্ত্রসিদ্ধ অচিন্ত্য-শক্তি দেখা যায়, তখন জাগতিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সকল বস্তুরই মূলকারণ ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। তথায় শ্রুতিগত যুগপৎ বিরুদ্ধধর্মের সমাধানের জন্য তাদৃশ শক্তিহীন শুক্তি-রজতাদির ন্যায় বিবর্তকে আশ্রয় করা নিতান্ত অযুক্ত।[১]

কেবল-পরমাত্মার নিমিত্তকারণত্ব ও শক্তিবিশিষ্ট-পরমাত্মার উপাদানকারণত্ব

৬। **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ** (১।৪।২৪)—প্রকৃতিঃ (উপাদানকারণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু)। এই প্রকারে সূক্ষ্মচিদ্‌বস্তুরূপ শুদ্ধজীবশক্তি ও সূক্ষ্ম-অচিদ্‌বস্তুরূপ অব্যক্তশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে স্থূলচেতনরূপ আধ্যাত্মিক জীবসকল এবং স্থূল অচেতনরূপ পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অনন্তর এই সূত্রে কেবল-পরমাত্মার নিমিত্ত-কারণত্ব ও শক্তিবিশিষ্ট-পরমাত্মার উপাদানকারণত্ব, এই উভয়রূপই প্রতিপাদিত হইতেছে এবং এই সিদ্ধান্তেই পরমাত্মার সার্বকালিক শুদ্ধত্বও সিদ্ধ হয়।[২]

কারণ হইতে কার্য অভিন্ন

সুতরাং স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুশক্তি-বিশিষ্টরূপে এক পরমপুরুষই কার্যাবস্থ ও কারণাবস্থ হইয়া থাকেন; সেহেতু কারণ হইতে কার্য অভিন্ন। তাহাই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার দৃষ্টান্তের অপেক্ষায় বলিতেছেন (ছা ৬।১।৪)—'হে সৌম্য! এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান-দ্বারাই সর্বমৃণ্ময় দ্রব্য জ্ঞাত হওয়া যায়।' একই বস্তুর সঙ্কোচ-অবস্থায়

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ১৭ পৃঃ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে ৬০ অনু, ৩৩ পৃঃ।

কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কার্যত্ব। মৃত্তিকার বিকার ঘট, শরা প্রভৃতিও মৃত্তিকাই, তদ্ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং কার্যবিজ্ঞান কারণ-বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। পরমকারণ পরমাত্মাসম্বন্ধেও এইরূপ।[১]

৭। **তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ** (২।১।১৪)—তদনন্যত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নত্ব) আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণ-শব্দ প্রভৃতি হইতে) [জানা যায়]। এই সূত্রে শক্তিমান ও শক্তির অভিন্নত্ব উক্ত। 'বাচারম্ভণঃ' (ছা ৬।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা 'কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব এবং কার্য হইতে কারণের ভিন্নত্ব' সিদ্ধ হয়। অতএব জগৎকারণ-শক্তি-বিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে কার্যরূপ জগৎ অভিন্নই এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্নই। এইহেতু তটস্থশক্তি জীবও পূর্ববৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছা ৬।৮।৭) অর্থাৎ এই সব 'এতদাত্মক', "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা ৩।১৪।১)—পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ।

এইপ্রকারে ব্রহ্মসূত্রকার পরিণামবাদ স্বীকারপূর্বক বিশ্বের সত্যত্ব স্থাপন এবং কার্য ও কারণের অভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আর এই পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় বিবর্তবাদ নিষেধের দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদও পরিত্যক্ত হইয়াছে।[২]

ব্রহ্মসূত্রে ভেদ ও অভেদ—উভয়ের সমন্বয়

১। **উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ** (৩।২।২৭)—উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দেশ-হেতু) তু (শ্রুতিপ্রমাণে নির্ধারিত) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প ও সর্পের কুণ্ডলের ন্যায়) [ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা]। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ ২।১।২), "যঃ সর্বজ্ঞঃ" (মু ১।১।৯,২।২।৭),

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী, ৭৮ পৃঃ; ২। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৮০ পৃঃ।

"এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ" (৩।২।২৭ মাধ্বভাষ্যধৃত), "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈ ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, তিনি আনন্দ-স্বরূপ ও আনন্দবান্—এই উভয় প্রকার নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মের জ্ঞানাদি-স্বরূপ ও জ্ঞানাদিমৎ-স্বরূপ, উভয়ই সঙ্গত। সূত্রে 'তু' শব্দে 'শ্রুতিই এস্থলে প্রমাণ' ইহাই নির্ধারিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপেই অভেদ ও ভেদ-নির্দেশরূপ উভয়লক্ষণ থাকায় সর্প ও তাহার কুণ্ডলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন—সর্প বলিলে এক অভিন্ন বস্তুকে বুঝায়, আবার কুণ্ডলীকৃত-অবস্থাদিভেদে একই সর্পের মধ্যে ভেদভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহেও একই ব্রহ্মবস্তুতে অভেদ ও ভেদ, উভয়ই অনুসন্ধেয়।[1]

২। প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ (৩।২।২৮)—বা (অথবা) প্রকাশাশ্রয়বৎ (সূর্যের প্রকাশ ও প্রকাশের আশ্রয় সূর্যের ন্যায়) তেজস্ত্বাৎ (উভয়েই তেজঃস্বরূপহেতু অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন)। তাৎপর্য এই যে—সূর্যের তেজঃ ও সেই তেজের আশ্রয় সূর্যের ন্যায়ই ব্রহ্মকে জানিবে। যেমন সূর্যের আলোক ও তাহার আশ্রয় সূর্য, ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ নাই—উভয়েই তেজঃস্বরূপে অভিন্ন, অথচ ভেদনির্দেশ-যোগ্য অর্থাৎ যাহা আলোক, তাহা সূর্য নহে; তেমনি ব্রহ্ম ও তাহার শক্তির মধ্যে অভেদ ও ভেদ—এই উভয় সম্বন্ধই বিদ্যমান, ইহা শ্রুতিই নির্ধারণ করিতেছেন।[2]

ব্রহ্ম একাধারে—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়

৩। **পূর্ববদ্বা** (৩।২।২৯)—পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) বা (অথবা)। অথবা ["স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" (ব্র সূ ২।৩।২০)—এই সূত্রে উল্লিখিত

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২০ পৃঃ; ২। ঐ, ঐ।

'উহর' শব্দের ন্যায়] পূর্বোক্ত সূত্রে (৩।২।২৮) কথিত 'প্রকাশ' ও 'আশ্রয়' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বকথিত যে 'প্রকাশ'—ব্রহ্মকে সেই প্রকাশের মতই জানিবে। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যেরূপ সূর্যাদির প্রকাশ একরূপ হইলেও তাহাতে নিজকে ও অপরকে প্রকাশ করিবার শক্তিও উপলব্ধ হয় ; সেইরূপ ব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে নিজ ও পরবিষয়ক জ্ঞান এবং নিজ ও পরের সম্বন্ধী আনন্দের হেতুভূত শক্তিও রহিয়াছে। তবে এখানে প্রকাশ অপেক্ষা বিশেষ এই যে, তিনি যখন 'নিজেই নিজকে জানেন', তখন তাঁহার স্বার্থস্ফূর্তিও রহিয়াছে, কিন্তু প্রকাশের ন্যায় কেবল পরের জন্য স্ফূর্তি নহে—ইহাই বিবেচ্য।[১]

ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে

৪। প্রতিষেধাচ্চ (৩।২।৩০)—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ-হেতু) চ (ও)। পূর্বোক্ত সূত্র-তিনটি দ্বারা 'উভয়ব্যপদেশাৎ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া এই সূত্রে অন্যান্য শ্রুতি হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন করা হইতেছে—এখানে ইহাও বলিতে হইবে না যে, ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তু। যেহেতু শ্রুতি বলেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ ৪।৪।১৯)—ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই। শ্বেতাশ্বতরেও (৬।৮) উক্ত হইয়াছে—'তাঁহার কার্য বা কারণ নাই, তাঁহার সমান বা অধিকও কিছু দেখা যায় না, অথচ এই পরব্রহ্মের জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা স্বাভাবিকী বিচিত্রা পরাশক্তিও শ্রুত হয়।' সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দদ্বারাও ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিমত্তাই স্থাপিত হইয়াছে।[২] এই-জন্য একই তত্ত্বের স্বরূপত্ব এবং স্বরূপ অপরিত্যাগের দ্বারাই শক্তিত্বও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২১ পৃঃ; ২। ঐ ২১ পৃঃ।

ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি এবং শক্তিমান্ ও শক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদ

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (৬।৭।৫৩,৬:) টীকায় বলিয়াছেন —'যে স্বরূপে তত্ত্ববস্তু সর্ব প্রকার ভেদ অস্তমিত করিয়া সত্তামাত্রে অবস্থান করেন, যিনি বাক্যের অগোচর, আত্মাতে অনুভবগম্য, সেই স্বরূপই 'ব্রহ্ম'নামে অভিহিত হ'ন। আবার এই স্বরূপই কার্যোন্মুখ অবস্থায় 'শক্তি'-নামেও অভিহিত হন; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে।' তাহা হইলে বিশেষ্যরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং শক্তিমান্. বিশেষণরূপ যে কার্যোন্মুখতা—উহাই তাঁহার শক্তি, আর কার্যক্ষমত্বই জগতের মূল এবং ক্ষমতারূপ এই শক্তিও নিত্যা—ইহাই অবগত হওয়া যায়।[১]

তথাপি শক্তিকে বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে নিরূপণ করা যায় না বলিয়া বস্তু হইতে শক্তির ভিন্নতা নাই—এই অভিপ্রায়েই ঐপ্রকার উক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে। যদি কেহ বলেন—বস্তুই স্বীকৃত হউক তাঁহার শক্তি আবার কি? এইরূপ মত কিন্তু বেদান্তিগণের সম্মত নহে। আর যখন বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও মন্ত্রমহৌষধি-দ্বারা বস্তুর শক্তির স্তব্ধতা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, সেইহেতুও ঐরূপ মত যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং শক্তিকে শক্তিমানের স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উভয়ের ভেদ এবং অত্যন্ত ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উভয়ের অভেদও প্রতীত হইতেছে—এই প্রকারে শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।[২]

শক্তির স্বাভাবিক অচিন্ত্যত্ব "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা (অপৌরুষেয় শব্দমূলা শ্রুতিদ্বারা) সমর্থিত। সুতরাং ব্রহ্মের ঐ শক্তিকে অজ্ঞানকল্পিতরূপে স্বীকার করা যায় না। যেস্থলে

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২১ পৃঃ; ২। ঐ. ২২ পৃঃ।

তর্কের অগম্যা অসম্ভবসম্ভবকারিণী স্বাভাবিকী শক্তি নাই, সেই স্থলেই অজ্ঞানকল্পিত শক্তির স্বীকার করা যায় এবং তাহা গৌরবের বিষয়ও হয়। পারিশেষ্য প্রমাণের দ্বারা তর্কের অগোচর শক্তিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মেই পর্যবসিত হয়—ইহাই সাধু-সম্মত। যেহেতু ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু, সেইহেতু ঐপ্রকার শক্তিমত্তাও তাঁহাতেই সম্ভব এবং তাহা শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং তর্কাতীত শক্তিবিলাসী অদ্বিতীয়ব্রহ্মে অদ্বৈতখণ্ডন-বিদ্যাও প্রয়োগ করা উচিত নহে।[১]

এইভাবে শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসূত্রের দ্বারাই মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীগীতায়ও[২] প্রতিষ্ঠিত আছে। এজন্য ইহাই শ্রীব্যাসের হৃদ্গত সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সার্বভৌমসিদ্ধান্ত।

চতুঃসূত্রীর গৌড়ীয়রস-সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা

১। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।[৩]—অথ (= অনন্তর = সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা-দর্শনে পরতত্ত্বের ও পরম-পুরুষার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মায়াবাদ-মতান্ধকারেও পরতত্ত্বের অসংখ্য-কল্যাণগুণগণমণ্ডিত পুরুষোত্তম-স্বরূপের সন্ধান ও বাস্তব বৈকুণ্ঠ-সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না—ইহা আলোচনা করিবার পর, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরব্যোমাধিপ নারায়ণ-স্বরূপও এবং দ্বারকেশ, মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপও পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাব নহেন এবং তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মেও ভগবৎ-প্রীতির পূর্ণতমপ্রাকট্য (পর্যাপ্তি) নাই—অপ্রাকৃত গৌড়ীয়রসিক মহতের স্বতন্ত্রা কৃপায় ইহা অনুভব করিবার পর) অতঃ (=সেই গৌড়ীয়মহতের কৃপাহেতু) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (=ব্রহ্মের অর্থাৎ

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৩৩, ৩৪ পৃঃ; ২। এই গ্রন্থে 'শ্রীগীতা ও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য; ৩। ব্র সূ ১।১।১

নন্দগোপকুল-মিত্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের বা গোপবধূবিট-ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ পরম লোভময়ী ও আনুগত্যময়ী ভজন-পিপাসা বা আবেশ [নিদিধ্যাসন] উদিত হয়)।

সেই রসিকব্রহ্ম কিরূপ ?—

২। **জন্মাদ্যস্য যতঃ**[১]—আদ্যস্য (=শৃঙ্গার-রসস্য [শ্রীজীবপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিঠাকুর] অর্থাৎ আদিরসের বা পরমচমৎকারকারী উন্নত, উজ্জ্বল রসের) জন্ম (প্রাদুর্ভাব, প্রাকট্য) যতঃ (যে শ্রীরসিকব্রহ্ম হইতে অথবা "যাভ্যাং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং" [শ্রীজীবপাদ ও শ্রীচক্রবর্তী]—যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ হইতে অর্থাৎ যে রসিকব্রহ্ম বা যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল [রসরাজ-মহাভাব-মিলিত] স্বরূপ হইতে অপ্রাকৃত আদিরস বা উন্নত, উজ্জ্বল রসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে) [তিনিই পরম বিদ্বদ্রূঢ়িতে ব্রহ্মপদবাচ্য]।

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ[২]—(ক) [রসিকব্রহ্ম-সম্বন্ধে] যেহেতু বেদাদি শাস্ত্রই যোনি অর্থাৎ প্রমাণ—"রসো বৈ সঃ"[৩], "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"[৪], "রাধয়া মাধবো দেবঃ"[৫], "যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ"[৬], "অহোভাগ্যমহো * * পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্"[৭] ; (খ) অথবা শাস্ত্রের যোনি (কারণ, উদ্ভব-স্থান)—'কৃতে গ্রন্থে' (পা ৪।৩।১১৬) এই সূত্রানুসারে [ভগবতা কৃষ্ণেন কৃতঃ প্রণীতঃ ভাগবতঃ গ্রন্থঃ] শ্রীমদ্ভাগবতাদি রসময়ী শ্রুতির যোনি বা উদ্ভবস্থল—রসিকব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; (গ) অথবা শ্রীরসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু হইতে যে অপ্রাকৃত আদিরসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রেই ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্যা স্বরূপশক্তির প্রতিপাদন হইতে জানা যায় ; (ঘ) অথবা 'তস্যেদম্' (পা ৪.৩.১২০) এই সূত্রানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র

১। ব্র সূ ১।১।২ ; ২। ব্র সূ ১।১।৩ ; ৩। তৈত্তিরীয় ২।৭ ; ৪। ছান্দোগ্য ৮।১৩।১ ; ৫। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতি ; ৬। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩ ; ৭। ভা ১০।১৪।৩২

তাঁহার [শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের] প্রিয়তম কলত্র বা শক্তিরূপহেতু রসিক-ব্রহ্মের সহিত স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সংযোগে উন্নতোজ্জল-রসের উৎপত্তির কথা তাঁহাতেই [শ্রীমদ্ভাগবতেই] জানা যায়।

৪। তত্তু সমন্বয়াৎ—তৎ (তাহা) তু (কিন্তু) সমন্বয়াৎ (সম্যক্ রূপ অন্বয় অর্থাৎ অনুগমন হইতে) [জানা যায়] অর্থাৎ রসিক-ব্রহ্ম সর্বদা নিজ পরানন্দ-স্বরূপা শ্রীরাধার অনুগমন করেন বা তাঁহাতে আসক্ত হন [শ্রীজীবপাদ], ইহা হইতেই কিন্তু রসিকব্রহ্মের কথা সর্বতোভাবে জানা যায়। যথা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্-ভাগবতে—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ"[১] ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত চতুঃসূত্রীর গূঢ়ব্যাখ্যাসমূহ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মহদ্‌গণের বিশেষ কৃপায় তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে অকপট সেবোন্মুখচিত্তে জ্ঞাতব্য।

আনন্দময়াধিকরণ ও শ্রীশ্রীজীবপাদ

১। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ[২]—[ব্রহ্মই] আনন্দময়ঃ (আনন্দময়-পদবাচ্য) অভ্যাসাৎ (যেহেতু পুনঃ পুনঃ তাঁহারই উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ"[৩] অর্থাৎ সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ অন্নরসময়—এই বাক্যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অন্নরসের দ্বারা গঠিত দেহকে যে পুরুষ বলিয়া মনে করে, ইহাই তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলিয়াছেন। ইহার পর শ্রুতি বলিয়াছেন—এই অন্নরসময় পুরুষের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—প্রাণময়। প্রাণময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—মনোময়। মনোময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—আনন্দময়। সেই

১। ভা ১০।৩০।২৮ ; ২। ব্র সূ ১।১।১৩ (শ্রীরামানুজ), ১।১।১২ (শ্রীমধ্ব) ; ৩। তৈত্তিরীয় ২।১।৩

আনন্দময়—পুরুষাকৃতি। তাঁহার শির হইতেছেন প্রিয়, দক্ষিণপক্ষ মোদ, উত্তরপক্ষ প্রমোদ, আত্মা আনন্দ, আর পুচ্ছ হইতেছেন ব্রহ্ম।[১]

এখানে সন্দেহ হইতেছে, শ্রুতিতে যে এই আনন্দময় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কি জীব অথবা ব্রহ্মকে বুঝায়? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, পরব্রহ্মই এখানে 'আনন্দময়'-শব্দের বাচ্য—জীব নহে। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ আনন্দের উল্লেখই ইহার কারণ অর্থাৎ মনুষ্যের আনন্দ হইতে প্রজাপতির আনন্দ পর্যন্ত দশটি ভাগ করিয়া ক্রমশঃ শত-গুণিতরূপে তৎসমূহের উৎকর্ষ-পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর প্রাজাপত্যানন্দ হইতে পরম-ব্রহ্মানন্দ শতগুণ; ইহা প্রকাশ করিয়া অপরিতোষহেতু পরে বলিলেন—'যাহা হইতে বেদলক্ষণবাক্য নিবৃত্ত হয়।' অর্থাৎ পরম-ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করিতে শ্রুতিও সমর্থ নহে।[২] উক্ত নিরতিশয় আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব। জীবের আনন্দ নাতিশয় অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। অতএব আনন্দময়-শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন কখনই জীবকে নির্দেশ করা যাইতে পারে না।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম—সন্মাত্র বা অনাদি-অনন্ত, ব্রহ্ম—চিন্মাত্র বা জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম—আনন্দমাত্র বা সর্বদুঃখাদির অতীত। শ্রীরামানুজপ্রমুখ আচার্যগণের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ উভয়ই। ব্রহ্ম যুগপৎ—সৎ ও সত্তাবান্; ব্রহ্ম যুগপৎ—জ্ঞান ও জ্ঞাতা বা সর্বজ্ঞ[৩]; ব্রহ্ম যুগপৎ—আনন্দ ও

১। আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ-বিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।—তৈত্তিরীয় ২।৫ ; ২। ঐ ২।৯।১;

৩। "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্"—মুণ্ডক ২।২।৭

আনন্দময় অর্থাৎ ব্রহ্মের অনাদি ও অনন্ত সত্তা—তাঁহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব গুণের বাচক ; ব্রহ্মের জ্ঞানময়তা—তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞতা গুণের বাচক এবং ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতা—তাঁহার আনন্দময়ত্ব গুণের বাচক। অধিক কি, স্বয়ং ব্রহ্ম-শব্দটিও তাঁহার ব্যুৎপত্তিগত (বৃহি+মন্) অর্থে বৃহত্ত্বগুণবাচক অর্থাৎ যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য বলিয়াই ব্রহ্মকে সংক্ষেপে সচ্চিদানন্দ বলা হয়।

শ্রীশঙ্করাচার্যের আশঙ্কা

শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রতিজ্ঞা—তিনি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ ও নির্গুণ করিবেনই ; ব্রহ্ম—নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ অথবা সকল ভেদ(সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত)-রহিত ; আর ব্রহ্ম—নির্গুণ অর্থাৎ সকল বিশেষণ বা গুণরহিত। জাগতিক বস্তুর উৎকর্ষাদিগত আপেক্ষিকতা জগতের অতীত ব্রহ্মেও আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর বিচার করিয়াছেন—জগতে দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন পরস্পর ভিন্ন এবং প্রত্যেক গুণ যখন দ্রব্যকে সীমাবদ্ধ করে, তখন জগদতীত ব্রহ্মেও গুণবিশেষের আরোপ করিলে ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়িবেন। শ্রীশঙ্কর বলেন,—ব্রহ্মকে যদি আনন্দময় বলা যায়, তাহা হইলে আনন্দ ব্যতীত অন্যান্য গুণসমূহ ব্রহ্মে নাই—ইহা সূচিত হইয়া পড়ে। তাহাতে অনন্ত, অসীম, নির্গুণ ব্রহ্ম—সান্ত, সসীম, সগুণ হইয়া পড়েন, নির্বিশেষ বিশেষণযুক্ত হইয়া সবিশেষ হইয়া পড়েন—এই শঙ্কান্বিত হইয়াই শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিলে যদি বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন। আর যদি প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণপ্রচুর গ্রাম বলিলে যেরূপ তথায়

অন্য জাতিরও কিছু বাস বুঝা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে আনন্দপ্রচুর বলিলেও ব্রহ্মে অল্প দুঃখের সম্ভাবনা থাকে—এইরূপ প্রতিপাদন করিতে হয়।[১]

সুস্পষ্ট শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণের প্রতি শ্রীশঙ্করের অনাদর

শ্রুতিতে সুস্পষ্টভাবে "আত্মা আনন্দময়ঃ"[২], "প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ"[৩], "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি"[৪], "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"[৫] ইত্যাদি এবং শ্রীব্রহ্মসূত্রে "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"[৬] অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দময়-পদবাচ্য—যেহেতু শ্রুতিসমূহে পুনঃ পুনঃ তাঁহারই উল্লেখ আছে; অতএব পরমাত্মা আনন্দময়, জীব আনন্দময় হইতে পারে না—ইত্যাদি উক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য অনেক স্বকপোল-কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীব্যাসদেব যেন শ্রুতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কোন কোন সূত্র (যে যে সূত্র শঙ্করের মনঃপূত হয় নাই) রচনা করিয়াছেন—ভঙ্গী ও চাতুরীর দ্বারা এইরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখা যায়—পরমাত্মাকে পুরুষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার মস্তক, দক্ষিণ ও বাম বাহু, আত্মা, পুচ্ছ (নাভির অধোভাগ[৭]) ও প্রতিষ্ঠার (আশ্রয়ের) বর্ণন করা হইয়াছে এবং সর্বশেষে এই মন্ত্রটি আছে—"আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। * * * আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"[৮] এইস্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই স্বপ্রধানরূপে প্রতি-

---

১। ব্র সূ ১।১।১১,১৯ ; ২।১।১৪—শাঙ্করভাষ্য ; ২। তৈত্তিরীয় ২।৫ ; ৩। মাণ্ডূক্য ৫ ; ৪। তৈত্তিরীয় ২।৭।১ ; ৫। ঐ ২।৮।৫ ; ৬। ব্র সূ ১।১।১২ ; ৭। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্য তৈত্তিরীয় ২।১।৪ মন্ত্রের ভাষ্যে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ; (খ) শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীসর্বসংবাদিনী ৪৮ পৃ ; ৮। তৈত্তিরীয় ২।৫

পাদন করা হইয়াছে, আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই।[১] শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রের এই অধিকরণে সর্বত্রই পুচ্ছকে অবয়বীর (পরব্রহ্মের) অবয়ব বা আনন্দময় পরব্রহ্মের নিম্নাঙ্গরূপেই বর্ণিত দেখা যায়। যদি আত্মা অর্থাৎ অবয়বী প্রধান না হইয়া পুচ্ছই (নিম্নাঙ্গই) প্রধান—এইরূপ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সঙ্গতি হয় না; কারণ, উক্ত অধিকরণের প্রত্যেক মন্ত্রে কোথাও পৃথিবীকে, কোথাও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিকে পুচ্ছ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই সকল মন্ত্র যেরূপ তত্তৎপুচ্ছমাত্রপর নহে, কিন্তু অন্নময়াদিপর, তদ্রূপ শেষোক্ত আনন্দময় প্রকরণও পুচ্ছমাত্রপর হইতে পারে না, আনন্দময়পরই হইবে।[২]

আচার্য শ্রীশঙ্কর এক যুক্তি দিয়াছেন যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এইরূপ ক্রমে পঠিত শ্রুতিতে অন্নময় প্রভৃতি শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কেবল আনন্দময় শব্দের বেলা ময়ট্ প্রত্যয়টি প্রাচুর্যার্থে প্রযুক্ত—ইহা বলিলে 'অর্ধজরতী ন্যায়'ই স্বীকার করিতে হয়।[৩] অতএব অন্যান্য ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্যায় আনন্দময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয়টিও বিকারার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্তৃক শ্রীশঙ্করমত-খণ্ডন

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—পূর্বে উদাহৃত আনন্দময়-পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতেই বুঝা যায় যে, অন্নময়াদির প্রবাহ ব্যতীতও ময়ট্-প্রত্যয়যুক্ত আনন্দময়পদ শ্রুতিতে বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইহেতু প্রাচুর্যার্থেই ময়ট্প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, বিকারার্থে

১। শাঙ্কর-শারীরক ১৷১৷১৯; ১৮৭, ১৮৮ পৃ, কালীবর বেদান্তবাগীশ-সং; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৮ পৃ; ৩। ব্র সূ ১৷১৷১৯, শাঙ্কর শারীরক ১৮৬ পৃ।

নহে। আর আনন্দময়কে অন্নময়াদির প্রবাহে পতিতরূপে গ্রহণ করিলে শ্রীশঙ্করাচার্যপাদের গৃহীত "ব্রহ্ম পুচ্ছং" শ্রুতির 'পুচ্ছ'শব্দটিকেও পুচ্ছপ্রবাহে পতিতরূপে গ্রহণ করিতে হয়। 'ব্রহ্ম পুচ্ছং' শ্রুতির বেলায় দোষ না হইলে আনন্দময়ের বেলায় দোষ হয় কিরূপে? অর্থাৎ বিকারার্থদ্যোতক প্রবাহে আনন্দময়পদকে ফেলিতে গেলে (নির্বিশেষব্রহ্ম প্রতিপাদিকা) 'ব্রহ্ম পুচ্ছং' শ্রুতি তদন্তর্গত হওয়ায় সেই ব্রহ্মও বিকারী হইয়া পড়েন। এতদ্ব্যতীত অন্নময়াদি শব্দেও সর্বত্র বিকারার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্করাচার্যের মতেও প্রাণময়-পদে ময়ট্‌প্রত্যয়ে বিকারার্থ পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণ, অপান প্রভৃতির প্রাণ-বৃত্তির প্রাচুর্যহেতু প্রাচুর্যার্থে ময়ট্‌প্রত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে।[১] প্রাণময় আত্মার "পৃথিবী পুচ্ছং"[২]—এই বাক্যেও পৃথিবী-অভিমানী দেবতায় প্রাণবিকারের অভাব আছে।[৩] আমাদের মতে কিন্তু অন্নরসময়পদের ময়ট্‌প্রত্যয়ও প্রাচুর্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ, পাণিনিতে 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি'[৪] সূত্রদ্বারা বৈদিক প্রয়োগে বহুস্বরযুক্ত শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয় নিষেধ করা হইয়াছে। আর আনন্দ শব্দের দ্বারা শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীশঙ্করাচার্যও যখন শুদ্ধ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করেন, তখন আনন্দময়-শব্দে শুদ্ধ ব্রহ্মের বিকার—এইরূপ অর্থ করিলে নির্বিকার ব্রহ্মে বিকার কল্পনা করা হয়।[৫] উক্ত শ্রুতিকথিত আনন্দকে (শ্রীশঙ্করমতানুযায়ী) লোকপ্রসিদ্ধ প্রাকৃত আনন্দ বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইতঃপূর্বে মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ব্যাখ্যায় শব্দার্থ-বিচারে শাস্ত্রীয় পারমার্থিক প্রণালীরই অনুসরণ করা হইয়াছে, ব্যবহারিক প্রণালীর অনুসরণ করা হয় নাই। সেইহেতু

১। "প্রাণো বায়ুস্তন্ময়স্তৎপ্রায়স্তেন প্রাণময়ঃ"—তৈত্তিরীয় ২।২।১—শাঙ্করভাষ্য; ২। তৈত্তিরীয় ২।২।৩; ৩। পৃথিবীদেবতাঽধ্যাত্মকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ—ঐ, শাঙ্করভাষ্য; ৪। পাণিনি ৪।৩।১৫০; ৫। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৭, ২৮, ৪৮ পৃঃ।

তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এই আনন্দময়ের ব্যাখ্যায় 'আনন্দ'শব্দকে লৌকিক আনন্দরূপে ব্যাখ্যা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।[১] উক্ত অলৌকিক আনন্দরূপ ব্রহ্মই প্রিয়, মোদ, প্রমোদরূপ আনন্দবৈচিত্রীর সহিত অবয়বিরূপে প্রকাশিত আনন্দময় আত্মা বা পরব্রহ্ম এবং তিনিই প্রিয়মোদাদির ও 'ব্রহ্ম পুচ্ছং' মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পুচ্ছরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের (অবয়বের) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত; কিন্তু আচার্য শ্রীশঙ্কর যে-ভাবে সূত্রভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দ্বারা যে অপ্রাকৃত সবিশেষ পরব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন, তাহাতে নানাভাবে দোষ কল্পনা করিয়া শ্রুতি ও সূত্র উভয়ের পাঠ বর্জনপূর্বক আনন্দময়-স্থানে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই পাঠ এবং আনন্দময়াধিকরণ-স্থানে ব্রহ্মপুচ্ছাধিকরণ পাঠ করাই উচিত—এইরূপ জানাইয়াছেন।[২] শ্রীশঙ্করাচার্যের যুক্তি এই,—"ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্বত্রাভ্যস্যতে। * * * যদি চানন্দময়শব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ, তত উত্তরেষ্বানন্দমাত্রপ্রয়োগেষ্বপ্যানন্দময়াভ্যাসঃ কল্প্যেত, ন ত্বানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমস্তি, প্রিয়শিরস্ত্বাদিভির্হেতুভিরিত্যবোচাম। * * * যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ইত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ, ন ত্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যম্।" অর্থাৎ "আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস করিয়াছেন। * * * যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইত, তাহা হইলে না হয়, আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে) আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন। কিন্তু 'প্রিয়ই তাহার মস্তক' ইত্যাদি প্রকারে অবয়ব-সম্বন্ধ থাকায় আনন্দময়ের

১। ঐ, ২৫ পৃ; ২। ব্র সূ ১।১।১৯ ভামতী-টীকাসহ শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে। * * * এই সকল হেতুতে এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মবিষয়ে আনন্দশব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও আনন্দ ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছেন, আনন্দময় অভ্যস্ত হয় নাই।"[১]

"ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ"

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের এই স্বকপোলকল্পনার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শাঙ্করভাষ্য-পাঠে বোধ হয়, ব্রহ্ম-সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস শ্রুতির অর্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন—ইহাই যেন শ্রীশঙ্করাচার্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়। তাই আচার্য শ্রীশঙ্কর শ্রীব্যাসের প্রমাদ ক্ষালন করিবার জন্য ভাষ্যকাররূপে স্বীয় চাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা আনন্দময়াধিকরণের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'আনন্দময়ঃ' এই পদে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই মন্ত্রোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই স্ব-প্রধানরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আর পরবর্তী "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ"[২]—এই সূত্রের বিকার-শব্দের অর্থ 'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য-শব্দের অর্থ 'অবয়ব-সদৃশ' বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।[৩] শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবের শব্দজ্ঞান ছিল না; কারণ, শ্রীব্যাস যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ শ্রুতিসম্মত নহে। পরন্তু বিকারার্থ ও প্রাচুর্যার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়। বিকার ও প্রাচুর্যকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য অর্থের (অবয়ব বা অবয়বসদৃশ রূপ অর্থের) কল্পনা হইতে পারে না—এই কথা বালকেও বুঝিতে পারে। অতএব স্বয়ং শ্রীনারায়ণের

১। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ; ২। ব্র সূ ১।১।১৩: ৩। "বিকারশব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ। * * প্রাচুর্যাদপাবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্যং প্রায়াপত্তিঃ—অবয়বপ্রায়ে বচনমিত্যর্থঃ।"—ব্র সূ ১।১।১৯ শাঙ্করভাষ্য, ১৯৫ পৃ, কালীবর বেদান্তবাগীশ-সং, কলিকাতা।

শক্ত্যাবেশাবতার বেদবিভাগকর্তা শ্রীব্যাসের শব্দবিন্যাসে শ্রীশঙ্করাচার্য যে ভ্রম আশঙ্কা করিয়া উহার মার্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা! আরও এক কথা, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'—এই সূত্রের ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য "প্রিয়শিরঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মের অবয়ব নহে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] আবার বিকার ও প্রাচুর্য-শব্দের অর্থও অবয়ব করিয়াছেন।[২] ইহাতে শ্রীশঙ্করের নিজ ব্যাখ্যাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আরও "প্রিয়মেব শিরঃ" প্রভৃতি স্থলে 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহকে শ্রীশঙ্কর লৌকিক আনন্দ-বিশেষ বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন,[৩] বিজ্ঞানাদির ন্যায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্ধারণ করেন নাই। বস্তুতঃ আনন্দময়ই পরব্রহ্ম, 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ-প্রকাশবৈশিষ্ট্যরূপ অপ্রাকৃত আনন্দবৈচিত্র্য এবং 'পুচ্ছ'-শব্দের দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম আনন্দময়ের নির্বিশেষ প্রকাশবিশেষ—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্যরূপে ব্রহ্মসূত্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। পরমতত্ত্বের স্বাংশবৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার্য ; নতুবা তত্ত্ববস্তুর স্বগত একদেশ অস্বীকার করিয়া অপর আর এক দেশের অঙ্গীকারে শ্রুতিবিরোধ হয়। অপ্রাকৃত অবয়ব স্বীকার করায় নিরবয়ব-শ্রুতির সহিতও বিরোধ হয় না, বরং সমন্বয়ই হয়।[৪]

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "আত্মা আনন্দময়ঃ * * ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"—এই শ্রুতিবাক্যোক্ত পুচ্ছকে আনন্দময় পুরুষবিধ পরমাত্মার অসম্যক্ প্রকাশ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা একটি স্বকপোল-কল্পনা। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-ভাষ্যে অন্নরসময় আত্মাকে শ্রুতির সিদ্ধান্তানুযায়ী পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্বাভিমুখস্য

১। ব্র সূ ১।১।১৯ শাঙ্কর-ভাষ্য, ১৮৮ পৃঃ ২। ঐ ১।১।১৯, ঐ ১৯৫ পৃঃ ৩। ঐ, ১।১।১৯, ১৯০ পৃঃ ৪। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৮ ও ২৯ পৃ।

দক্ষিণঃ পক্ষোঽয়ং সব্যো বাহুরুত্তরঃ পক্ষোঽয়ং মধ্যমো দেহভাগ আত্মা অঙ্গানাং মধ্যং হ্যেষামাত্মেতি শ্রুতেঃ। ইদমিতি **নাভেরধস্তাদ্‌যদঙ্গং তৎ পুচ্ছং** প্রতিষ্ঠা প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা, পুচ্ছমিব **পুচ্ছমধোলম্বন**-সামান্যাদ্‌ যথা গোঃ পুচ্ছম্‌।”[১] শ্রুতির উক্তিকে অস্বীকার করা যায় না বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেও উপসংহারে একটি স্বকপোল-কল্পনার প্রশ্রয় দিয়াছেন—“প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ।” অর্থাৎ প্রাণময়াদির বেলায় ‘রূপক’ভাবে বলা হইয়াছে। এইরূপ কথা কিন্তু শ্রুতিতে নাই। পুরুষ-শব্দটিকে শ্রুতির ভাষায় যথাযথ রক্ষা করিতে গেলে আনন্দময়ের বেলায় পাছে সবিশেষ পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শ্রীমৎশঙ্কর শ্রুতি যে কথা বলেন নাই, সেইরূপ অনেক কথার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নিজেই বলিয়াছেন,—‘নাভির অধঃস্থিত যে অঙ্গ, উহাই পুচ্ছ। আবার গোপুচ্ছের উদাহরণ দিয়া গো-রূপ অবয়বীর অধোভাগে লম্বমান যে অবয়ববিশেষ তাহাই পুচ্ছ—এইরূপও বলিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য যে তাৎপর্য স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণ সেই অর্থই গ্রহণ করিয়া “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মকে তদধিকরণস্থ আনন্দময় অবয়বী পুরুষের পুচ্ছ অর্থাৎ অসম্যক্‌ প্রকাশরূপ নির্বিশেষ স্বরূপ বা অবয়ব-বিশেষ বলিয়াছেন। সবিগ্রহ সূর্যের কিরণমণ্ডল যেরূপ নির্বিশেষ জ্যোতির্মাত্ররূপে, অথবা বহুদূর হইতে দৃষ্ট ধূমকেতু যেরূপ পুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ ঐরূপ প্রতীতি সবিশেষ বস্তুর বাহ্য-প্রতীতি, তদ্রূপ আনন্দময় কর-চরণাত্মা পরমপুরুষ পরমাত্মার নির্বিশেষ প্রতীতিই হইল —ব্রহ্ম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা,[২] শ্রীমদ্‌ভাগবত,[৩] শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি[৪] শাস্ত্রও এই

১। তৈত্তিরীয় ২।১।৪—শাঙ্করভাষ্য, মহেশ পাল-সং, কলিকাতা, ১৮০৫ শকাব্দ ; ২। গীতা ১৪।২৭ ; ৩। ভা ২।৭।৪৭ ; ৪।৯।১০ ; ৮।২৪।৩৮ ; ১১।১৬।৩৭ ; ৪। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৫১

সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।[১] এজন্য সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস তাঁহার স্বতঃ-সিদ্ধ-ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে[২] আনন্দময় পরব্রহ্মকে "কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহো নিরুপাধিকঃ"—এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বগত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্য 'কেবল'-পদ, স্বরূপশক্তিবৈচিত্রী প্রদর্শন করিবার জন্য 'অনুভবানন্দ-সন্দোহ' ও মায়াতীত শুদ্ধত্ব প্রকাশ করিবার জন্য 'নিরুপাধিক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আনন্দময় ঔপাধিক তত্ত্ব নহেন, তিনি অপ্রাকৃত অবয়বী, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।[৩]

আনন্দময়াধিকরণের গৌড়ীয়সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।১৭) শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উক্ত 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

'অন্নময়াদিষু'—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যাহা চরম, সেই আনন্দময় আত্মা আপনিই হ'ন। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে আত্মার অধ্যাসহেতুই (অর্থাৎ আত্মত্বের আরোপ হয় বলিয়াই) ইহাদিগকে এস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। সেই আনন্দময় আপনি কিরূপ ? তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—'অত্র' অর্থাৎ এই অন্নময় প্রভৃতির মধ্যে জীবগণের উপকারের জন্য অন্বয় (অনুপ্রবিষ্ট) ; কারণ, পরমানন্দস্বরূপ আপনা হইতেই জীবগণের প্রাণাদি ব্যাপার উদ্ভূত হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এইরূপে আপনি জীবগণের উপকারী। তন্মধ্যে 'অন্নময়' আত্মা এই স্থূল দেহই। 'প্রাণময়' আত্মা—পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ, যাহা অন্নময় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং যাহার নির্গমনে জীবের মৃত্যু বলা যায়। এই প্রাণরূপী জড় আত্মা অপেক্ষাও 'মনোময়' আত্মা অন্তরঙ্গ ; কারণ, চিৎসম্বন্ধহেতু ইহার

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৯৫—৯৭ অনু ; ২। ভা ১১।৯।১৮ ; ৩। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৯ পৃঃ।

জ্ঞানসামর্থ্য বিদ্যমান। এই মনোময় আত্মা ইন্দ্রিয়রূপী। ইহা অপেক্ষা 'বিজ্ঞানময়' আত্মা অর্থাৎ 'জীব' অন্তরঙ্গ; যেহেতু বাহ্য ভোগাদি-বিষয়ে কর্তৃত্বহেতু পূর্ববর্তিগণের অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। পুনরায় বলিতেছেন—আপনি 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষগণের ন্যায় আপনারও শিরঃ, পক্ষ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অথবা, যাহা হইতে অন্নময়াদি চতুর্বিধ পুরুষের 'বিধা' অর্থাৎ রচনা হইয়াছে, সেই আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনিই হ'ন। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্র সূ ১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে এইরূপই নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে সর্বতো-ভাবে প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত ও পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দবস্তুই বিবক্ষিত হ'ন। 'আনন্দময়'—আনন্দপ্রচুর; প্রাচুর্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সূর্য—প্রকাশ-প্রচুর' এইরূপ বলিলে যেরূপ সূর্যে প্রকাশ-বিরোধী অপ্রকাশ-ভাবের সম্পর্ক প্রতীত হয় না, সেইরূপ 'আনন্দময়' অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর—এইরূপ বলিলেও তাহাতে আনন্দবিরোধী দুঃখভাবের যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কও আশঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আনন্দৈকস্বরূপত্বের কোন হানি হয় না। অথবা, এ স্থলে শ্রুতিতে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদি-রূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আনন্দরূপ প্রকাশেরই প্রাচুর্যহেতু 'আনন্দময়'পদে প্রাচুর্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় সুসঙ্গতই হয়। অথবা, 'আনন্দময়'পদে স্বরূপার্থে 'ময়ট্' (অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ)। তিনি জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য ও প্রেয়সীরূপ পঞ্চবিধ উপাসকগণের সম্বন্ধে যথাক্রমে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দস্বরূপে প্রকাশমান; আর, ঐ পঞ্চবিধ স্বরূপ যথাক্রমে তাঁহার পুচ্ছ, দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ, শিরঃ ও আত্মরূপে নিরূপিত হন। এ স্থলে অন্নময় প্রভৃতি পূর্ব পদার্থচতুষ্টয়ের উক্তি 'শাখাচন্দ্র-ন্যায়' অনুসারে (অর্থাৎ প্রথমতঃ স্থূলকে

অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বে শিষ্যের বুদ্ধিকে উপনীত করিবার অভিপ্রায়েই) উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞানে আধিক ক্রমানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা হয়—জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর জীবন্মুক্তগণ ভক্তিশূন্য, নিজস্বরূপৈকনিষ্ঠ ও আত্মারাম। অপর জীবন্মুক্তগণ 'শান্ত ভক্ত'; তাঁহারা আত্মারামতা-সুখভাগী এবং ভগবৎকৃপায় শান্তরতির অধিকারী বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ আদৃত নহেন। উক্ত দ্বিবিধ উপাসকগণের মধ্যে প্রায়শঃ তাঁহাদিগের আত্মার অভিন্নরূপে (অদ্বৈতভাবে) ভগবানের যে প্রাকট্য, তাদৃশ প্রকাশই **'ব্রহ্ম'**। তন্মধ্যে অদ্বৈতৈকনিষ্ঠ প্রথম উপাসকগণের সম্বন্ধে নিজ স্বরূপের নির্বিশেষভাবে চিদ্‌রূপ ব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন; পরন্তু দ্বিতীয় উপাসকগণের সম্বন্ধে চিদ্‌ঘনস্বরূপ মূর্তিমান পরব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন, কিন্তু ঘন বা অঘন-ভাবের বিশেষ বিবেক অর্থাৎ নির্ধারণ থাকে না। এই দ্বিবিধ স্বরূপই চিদ্রূপে এক বলিয়াই এস্থলে অভিন্নরূপে এক 'ব্রহ্ম' পদেই উল্লিখিত হইয়াছেন; আর, নির্বিশেষত্ব-নিবন্ধন স্বাদবিশেষের অভাবহেতু অনুত্তম অঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে 'পুচ্ছ' বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মই পুচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মোদ প্রভৃতির আধার। যদিও আনন্দময়ই সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, তথাপি সেই নির্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বের বস্তুগত ঐক্যাভি-প্রায়েই ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। অনন্তর ন্যূন, অধিক ও সাধারণরূপে ত্রিবিধ ভাব বলা হইতেছে। তন্মধ্যে যাঁহারা নিজেকে অতি নিকৃষ্ট এবং ভগবান্‌কে সর্বোৎকর্ষভাগী সর্বাধিকরূপে অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, ভয় ও গৌরব জ্ঞানাদিবশতঃ নম্রভাবাপন্ন সেই উপাসকগণ উত্তরোত্তর রুচিজনক ও স্ফূর্তিশীল এবং প্রীতিরতির সম্বন্ধীয় পরমাভীষ্ট প্রকৃষ্ট প্রেমের আস্বাদনরত হইলে তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশ চমৎকারকারী আনন্দরূপে শ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষই **'মোদ'**

নামে অভিহিত। পুচ্ছরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহাকে দক্ষিণপক্ষ বলা হইল। যাঁহারা নিজেকে লালক ও পালক প্রভৃতিরূপে ভগবান্ অপেক্ষা অধিক এবং ভগবান্‌কে নিজের লাল্য ও অনুগ্রাহ্য প্রভৃতিরূপে নিজ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, পুত্রাদিভাবের উপাসক সেই শ্রীযশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তগণ বাৎসল্যরসের প্রকর্ষভূত প্রেমবিশেষ অনুভব করেন; আর তাঁহাদিগের নিকটে তাদৃশ পরমানন্দরূপে ভগবানের যে প্রকাশ-বিশেষ, উহাই—**'প্রমোদ'**। পূর্বাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতাহেতুই 'প্র'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাঁহারা একত্র উপবেশন, শয়ন, ক্রীড়া, জয় ও পরাজয় প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবানের সহিত অবিশেষভাবেই নিজের সাম্য এবং নিজের সহিত শ্রীভগবান্‌কে অন্যূন ও অনধিক জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্যগণই তাদৃশ ভক্ত। তাঁহারা ভয়, গৌরব বা অনুগ্রহাদি বুদ্ধিরহিত। তাঁহারা পরম স্বাদুতম মৈত্রী-ভাবাদি-পূর্ণ পরমপ্রণয়হেতু প্রাদুর্ভূত সখ্যরতির প্রকর্ষস্বরূপ উত্তম প্রেম অনুভব করিলে তাদৃশ ভাবানুসারে পরম প্রেমাস্পদরূপে ভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই **'প্রিয়'** শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু ইহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। এইরূপে চতুর্বিধ উপাসকের নিরূপণ হইয়াছে। সম্প্রতি পঞ্চম শ্রেণীর উপাসকগণের নিরূপণ হইতেছে। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে পরমকান্ত, কন্দর্পকোটিরমণীয় এবং নিজ কোটি আত্মার ন্যায় প্রিয়-জ্ঞানে উপাসনা করেন, শ্রীব্রজদেবী-প্রমুখ প্রেয়সীগণই সেই পঞ্চম শ্রেণীর উপাসক। তাঁহারা নিরন্তর অসমোর্ধ্ব মাধুরীপরিপূর্ণ অনুরাগরাশি সর্বদা আস্বাদন করিলে তাদৃশ মহাভাবের অনুকূল পরমপ্রেষ্ঠরূপে শ্রীভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই **'আনন্দ'**-নামে উক্ত হইয়াছে। 'মোদ' প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বহেতু এই আনন্দ

এস্থলে 'আত্মা' বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রথমতঃ 'সৎ' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'এষ'—এই পঞ্চ প্রকাশের মধ্যেও সেইরূপ আপনি সৎ ও অসৎ অপেক্ষা 'পর'। 'সৎ'—অন্নময়াদি স্থূলত্রয়। 'অসৎ'—বিজ্ঞানময় জীবরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব। (আপনি) এই উভয়ের 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্ম। এইরূপে পঞ্চবিধ তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মত্ব নির্ধারিত হইলে যাহা 'অবশেষ' অর্থাৎ অবশিষ্ট মোদ প্রভৃতি চারিটি তত্ত্ব, তাহাও আপনিই হ'ন। তন্মধ্যে সূর্যস্থানীয় ঘনানন্দমূর্তির রশ্মি-স্থানীয় ব্রহ্ম অমূর্ত, আর উক্ত ঘনানন্দ-মূর্তির প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং মোদ প্রভৃতি চতুষ্টয়—মূর্ত পদার্থ। এইরূপে শান্ত, প্রীত, বৎসল, প্রিয় ও উজ্জ্বল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিষয়ীভূত শ্রীভগবান্ এক হইয়াও উপাসকগণের বৈচিত্র হেতু ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দ—এই পঞ্চ প্রকারে উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু অতুলনীয় পরমঘন আনন্দরূপে অনুভবহেতু উক্তস্বরূপ এই 'রস'ই ভগবান্। আনন্দময়াধিকরণে শ্রুতিও (তৈ ২।৭।১) এইরূপ—'তিনি রসস্বরূপই হ'ন, আর তাঁহাকে রসরূপে অনুভব করিয়াই এই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন।' উক্ত বিষয়টিকে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ অর্থযুক্তরূপে অনুকীর্তন করিয়াই উপসংহারে বলিতেছেন—'ঋতম্' ইত্যাদি। শ্রুত্যুক্ত প্রতিষ্ঠাস্থানীয় এই যে আনন্দময়, তিনিই 'ঋত' অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত সর্ববিধ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। শ্রীগীতাশাস্ত্রেও (১৪।২৬)—"স গুণান্" ইত্যাদি বাক্যের পর বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্" (গীতা ১৪।২৭) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞগণ-কর্তৃক নিজ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে ও শান্তভক্তগণ-কর্তৃক ঘনীভূত ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য এবং শ্রুতি-কর্তৃক পুচ্ছরূপে বর্ণিত, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপক বস্তুর প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)-রূপে শ্যামোজ্জ্বল নিখিলানন্দমূর্তি আমিই বিরাজমান। ব্রহ্মসংহিতায়

(৫।৫১) আদিপুরুষ-রহস্যস্তবেও বলিয়াছেন—"যস্য প্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি। এইরূপ, ভক্তগণ কর্তৃক পরমাভীষ্ট দৈবতরূপে পরম আরাধ্য যে শাশ্বত ধর্ম—যাহা প্রীতিভক্তিরূপে খ্যাত, আমি তাহারও প্রতিষ্ঠা। এইরূপ 'মোদ' অর্থাৎ মদীয় প্রকাশ বিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ এই মোদ-রূপে আমি সেবকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। এইরূপ, গুরুজন কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যের বিষয়রূপে অনুশীলিত 'অমৃত অব্যয়' বস্তুর অর্থাৎ সর্বদা একরূপে বর্তমান মাধুর্যের সারস্বরূপ 'প্রমোদ' নামক মদীয় প্রকাশবিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য সর্ববিধ ঐশ্বর্যাতিশয় দ্বারা পরিপূর্ণতা হেতু জগতের অনুগ্রাহক হইয়াও পূজ্য-গণের নিকটে পরম অনুগ্রাহ্য প্রমোদ-রূপেই প্রতিষ্ঠিত হই। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাক্রমানুসারে সেবকগণের অনন্তর এই বৎসল ভক্তগণের নির্দেশ উচিত হইলেও গীতা-শাস্ত্রে শান্তভক্তগণের পশ্চাতে ইঁহাদের নির্দেশের কারণ এই যে—শান্ত ও বৎসল এই উভয় রসের আশ্রয়গণই পূজ্যরূপে সমান। আর, পরমপ্রিয়গণ ও পরম প্রেয়সীগণ যাহার অনুশীলন করেন, সেই ঐকান্তিক সুখের অর্থাৎ শ্রুতিকর্তৃক প্রিয় ও আনন্দ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য পরম আত্যন্তিক সুখস্বরূপ মদীয় সর্বোত্তম প্রকাশ বিশেষেরও আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরমপ্রেষ্ঠবর্গ ও পরমপ্রেয়সীবর্গের মধ্যে আমি সর্বোৎকৃষ্ট প্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। এই পঞ্চম তত্ত্ব অতি রহস্য বলিয়া এবং এস্থলে অর্জুন উপদেশের পাত্র বলিয়া উভয় তত্ত্বকেই অপৃথগ্‌রূপে যুগপৎ সূচনা করা হইয়াছে। কাহারও মতে মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীপুরুষোত্তমই 'আনন্দময়' শব্দবাচ্য এবং তাঁহারই চতুর্ব্যূহ প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য হ'ন। তাঁহার অমূর্ত স্বরূপই 'ব্রহ্ম'।[১]

১। শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুপাদকৃত শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর (১০।৮৭।১৭) অনুবাদ।

ব্রহ্মসূত্রে অভিধেয়-বিচার

ব্রহ্মসূত্রের সাধনাধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসনার প্রতিকূল বিষয়ে বৈরাগ্য, দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য বিষয়ের জন্য তৃষ্ণা, তৃতীয় পাদে উপাসনার প্রকার আলোচনা এবং চতুর্থ পাদে পরা বিদ্যা বা ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষার্থ-লাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়রূপে নির্ণীত

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্[১] —অপি (পূর্বসূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, তথাপি) সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রে 'সংরাধন'-শব্দে সম্যক্ আরাধন বা সাক্ষাদ্ ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ।[২] কঠোপনিষৎ (২।১।১,১।২।২৩), মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।৩), মাধ্বভাষ্য (৩।৩।৫৩)-ধৃতা মাঠরশ্রুতি প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে এবং শ্রীগীতায় (১১।৫৪, ১৮।৫৫ ইত্যাদি শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিসাধকের নিকটই ভগবত্তনু প্রকাশিত হন, ভক্তিই সাধককে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন ; ভগবান্ ভক্তিবশ। অনন্যা বা পরা ভক্তিদ্বারাই ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অতএব ভক্তিই সর্বোত্তম অভিধেয় (সাধন) বা সম্যক্ আরাধন। সেই ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীভূত আনন্দরূপাই। ইহার দ্বারাই ভগবান্ স্বরূপানন্দের অনুভব করেন এবং সেই আনন্দদ্বারাই বিশেষ আনন্দযুক্ত হন। আবার সেই ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ ভক্তগণকেও সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন।[৩]

১। ব্র সূ ৩।২।২৪ ; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮,১০১ অনু ; শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩ অনু ; ৩। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনুচ্ছেদে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

'সংরাধন'-শব্দের অর্থ যে ভক্তি, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রমুখ সকল আচার্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ বলেন,—"সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্"[১] ; শ্রীভাস্করাচার্য বলেন,—"সংরাধনং ভক্তি-ধ্যানাদিনা পরিচর্যা"[২] ; শ্রীরামানুজাচার্যপাদ বলেন,—"সংরাধনে—সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এব অস্য সাক্ষাৎকারঃ"[৩] অর্থাৎ সংরাধন-শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের সম্যক্ প্রীতিসাধক ভক্তিরূপে পরিণত নিরবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি বা আবেশের দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীরামানুজাচার্যপাদ পুনরায় বলিয়াছেন,—"ভক্তিরূপাপন্নমেবো-পাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি"[৪] অর্থাৎ ভক্তিরূপে পরিণত উপাসনাই সংরাধন—তাঁহার (ভগবানের) প্রীতিসম্পাদন। শ্রীনিম্বার্ক বলেন,—"সংরাধনে ভক্তিযোগে ধ্যানে"[৫] ; শ্রীবল্লভাচার্য বলেন,—"সংরাধনে সম্যক্ সেবায়াং ভগবত্তোষে জাতে দৃশ্যতে"[৬] অর্থাৎ সম্যক্ সেবাদ্বারা শ্রীভগবৎসন্তোষের আবির্ভাব হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ সংরাধন বা সম্যক্ আরাধনরূপা ভক্তিকে 'হ্লাদিনী' নাম্নী শ্রীভগবৎস্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা বা ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপা বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচরিতামৃতের পদ্যে[৭] উক্ত সিদ্ধান্ত এইরূপে গ্রথিত করিয়াছেন,—"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥ হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা'

১। ব্র সূ ৩।২।২৪ শাঙ্কর-ভাষ্য ; ২। ভাস্কর-ভাষ্য ঐ ; ৩—৪। শ্রীভাষ্য ঐ ; ৫। বেদান্তপারিজাতসৌরভ ঐ ; ৬। অণুভাষ্য ঐ , ৭। চৈ চ আ ৪।৫৯,৬০,৬৮,৬৯,৮৭

নাম পুরাণে বাখানে ॥ অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥"[১] সুতরাং ব্রহ্মসূত্র 'সংরাধন' এবং তাঁহার অকৃত্রিমভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত 'আরাধন'-শব্দে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কৃপাকটাক্ষস্নাত নিজ-জনের সেবাসঙ্গ-ফলে প্রত্যক্ষীকৃত হ'ন; ইহা ঋক্‌পরিশিষ্ট, শ্রীগোপালতাপিনী প্রভৃতি শ্রুতি এবং বৃহদ্‌গৌতমীয়, মৎস্যপুরাণ, শ্রী-সনৎকুমার-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে জানা যায়। ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার পরমনিগূঢ়-রহস্যময় নাম ঐরূপ ইঙ্গিতেই উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রে ভক্তির নিত্যত্ব

আ প্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্[২]—আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পর্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগবদুপাসনা দেখা যায়)। "সর্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি, মুক্তা হ্যেনমুপাসতে"[৩]—মুক্তি পর্যন্ত সর্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে; যেহেতু মুক্তগণও তাঁহার উপাসনা করেন। "মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী"[৪] অর্থাৎ মুক্তগণেরও নিত্যানন্দরূপিণী ভক্তি বিরাজমানা। "যং সর্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ"[৫]—এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন,—মুক্ত (সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত) পুরুষগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ" অর্থাৎ মোহবিমুক্ত মুক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন।

১। ভা ১০।৩০।২৮; ২। ব্র সূ ৪।১।১২; ৩। মাধ্বভাষ্য (৪।১।১২) ধৃত সৌপর্ণ-শ্রুতিমন্ত্র; ৪। শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য (১।১০৬) ধৃত শ্রুতি; ৫। নৃ পূ তা ২।৪।১৬

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা * * * মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"[১] এই গীতাবাক্যেও ব্রহ্মভূত অর্থাৎ মুক্ত পুরুষকেই পরা ভক্তির অধিকারী বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও[২] দৃষ্ট হয়,—পাতাললোক শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলি-প্রমুখ মহাভাগবতগণের নিবাসস্থান বলিয়া বিমুক্ত পুরুষ মাত্রেরই প্রিয়।[৩]

শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব

তস্য চ নিত্যত্বাৎ[৪]—তস্য (বেদসারবর্ণাত্মক নামের) চ (ও) [নিত্যতা] নিত্যত্বাৎ (বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া)—বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া বেদের সারস্বরূপ বর্ণাত্মক শ্রীকৃষ্ণাদি নামেরও নিত্যতা সিদ্ধ হয়। বেদে (ঋক্‌সংহিতা ১।১৫৬।৩) ও শ্রুতিতে (ছা ২।২৩।৩ ; মাণ্ডূক্য ১।১ ; গোপালতাপিনী পূ ৩০) শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাদি প্রসিদ্ধ নামসমূহ নিখিল প্রমাণের অগোচর এবং বেদসমূহেরই আত্মরূপে স্বতঃসিদ্ধ।

পরমেশ্বরের অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই শ্রীনামও তাঁহারই বর্ণরূপী অবতার—এই বিষয়টি সেই শ্রুতিবলেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে ; আর শ্রীভগবানের সহিত অভেদ-হেতু সেইরূপ উক্তি সম্ভবপরই হয়। তাদৃশ ভগবন্নামাদি কিরূপে পুরুষের ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে ? তদুত্তরে—যেমন শ্রীভগবানের কৃপায়ই নিখিল বেদ পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূত হ'ন ; পরন্তু উহা পুরুষের ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপাদনের যোগ্য নহেন, সেইরূপ শ্রীভগবৎকৃপায়ই সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন।[৫]

ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রয়োজন

১। **আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ**[৬]—আবৃত্তিঃ (কীর্তন বা অনুশীলন) অসকৃৎ (বারংবার) [কর্তব্য], উপদেশাৎ (শাস্ত্রের উপদেশপর বাক্য

১। গীতা ১৮।৫৪ ; ২। বি পু ২।৫।৭ ; ৩। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮ অনু ; ৪। ব্র সূ ২।৪।১৭ ; ৫। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, ৪৬ অনু ; ৬। ব্র সূ ৪।১।১

হইতে) [জানা যায়]। এই সূত্রটি শ্রীব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম সূত্র। শ্রীনামের আবৃত্তি বা অনুশীলনই 'সাধন' ও 'সাধ্য'। নামাপরাধ থাকাকালে শ্রীনামব্রহ্মের আবৃত্তির বিধান শাস্ত্রে যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়। সিদ্ধপুরুষগণও শ্রীনামব্রহ্মের আবৃত্তি করেন। ঐ আবৃত্তি প্রতিপদে সুখবিশেষেরই উদয় করায়। আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তির নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত ; অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে নামের আবৃত্তি করিতে করিতে যখন শ্রীনামের কৃপায় তাহাদের অপরাধ দূর হয়, তখনই তাহাদের প্রয়োজন লাভ সম্ভব ; আবৃত্তির অভাব হইলে ফলপ্রাপ্তির বাধক অপরাধ থাকিতে পারে।—"সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা। অসিদ্ধানামাবৃত্তি-নিয়মঃ ফলপর্যাপ্তিপর্যন্তঃ ; তদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতি-বিতর্কাৎ।"[১]

বেদান্তদর্শনের ফলাধ্যায়ের সর্বশেষ সূত্র—

২। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ[২]—অনাবৃত্তিঃ (অপ্রত্যা-বর্তন) শব্দাৎ (শ্রুতি প্রমাণানুসারে) [দৃঢ়তার জন্য পুনরাবৃত্তি বা সমাপ্তিসূচক পুনরাবৃত্তি]। "ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে" (ছা ৮।১৫।১), "যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ" (ভা ৭।৪।২২), "যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে মুক্তপুরুষগণের কর্মাধীন জন্মের নিবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষগণের যে পুনরাবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি অপেক্ষায় বা ভগবল্লীলা-কৌতুকের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা, শ্রীঅযোধ্যাদি যে সকল ভগবদ্ধাম এই জগতে বিরাজমান আছেন, সেই সকল ধামে বিচরণ করিবার জন্য মুক্ত ভগবৎ-

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ অনু ; ২। ব্র সূ ৪।৪।২২

পরিকরগণও কখনো কখনো পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে অবতরণ এবং জয়-বিজয়ের ন্যায় কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক-সম্পাদনের জন্য জগতে আগমন করেন। তাহা হইলেও তাঁহারা চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন না ; পরে নিত্যসালোক্য প্রাপ্ত হন।[১]

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে[২] বহু শাস্ত্র বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।২৫।২) মুক্তপুরুষের সকল লোকেই স্বচ্ছন্দগতি এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৪।৬,২২) মুক্ত-পুরুষের যে পরমাত্মভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ লইয়াই ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য, এতদ্ব্যতীত সকল কার্যে মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব। এই ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩।৪১) "অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্।"—শ্লোকের প্রমাণ হইতে জানা যায়, সার্ষ্টি মুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্যের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ সার্ষ্টি মুক্তিতে অণিমাদি ঐশ্বর্যের আংশিক প্রাপ্তি হয়। সারূপ্যমুক্তিতেও কোন মুক্ত পুরুষই ভগবানের সমুদয় রূপ, চিহ্ন ও লক্ষণযুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও শ্রীভগবানের শ্রীকরচরণের অসাধারণ চিহ্নসকল একমাত্র শ্রীভগবানেরই নিজস্ব। সাযুজ্যমুক্তিতে ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দে নিমগ্নতার স্ফূর্তিই প্রধান। কেহ বলেন,—শ্রীভগবানের শক্তিলেশ-প্রাপ্তিদ্বারা মুক্তপুরুষ অপ্রাকৃত ভোগলেশানুভব করেন ; কিন্তু সর্বতোভাবে ভগবানের ন্যায় ভোগ অনুভব করিতে পারেন না। সাযুজ্যমুক্তিতে সেবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে ; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উহার স্পষ্ট উদাহরণ নাই। শিশুপাল ও দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি পাইয়া-

১। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ, ১০ অনু ; ২। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ, ১৩—১৬ অনু।

ছিলেন। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও স্বেচ্ছায় শ্রীভগবান্ লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরে আনিয়া পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করেন (ভা ৭।১।৪৬)। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সামীপ্য-মুক্তিই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাহা বহিঃসাক্ষাৎকারময়। আর সেব্য-সেবক-ভাবের অভাবহেতু সাযুজ্যমুক্তি নিকৃষ্ট, তথাপি ব্রহ্মকৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণ—'নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়'। শ্রীকর্দমের সামীপ্যমুক্তি[১], শ্রীগজেন্দ্রের সারূপ্যমুক্তি[২], জয়-বিজয়ের সালোক্যমুক্তি[৩], শ্রীদেবহূতির সার্ষ্টিমুক্তি[৪] ও শিশুপাল-দন্তবক্রাদির সাযুজ্যমুক্তি[৫]র কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। শ্রীপরীক্ষিতের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল (ভা ১২।৬।৫-৭) ; শ্রীঅজামিলের (ভা ৬।২।৪০-৪৪) এবং শ্রীভীষ্মের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ক্রমভগবৎপ্রাপ্তির রীতি-অনুসারে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল (ভা ১।৯।৪৪, ৭।৭।৩৭)।



একাদশ-মাধুরী

শ্রীগীতা ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কি ?

'গীতা'-শব্দের তাৎপর্য যাহা গীত বা কীর্তিত হইয়াছে। অনেক প্রকার গীতার নাম শুনা যায় ; কিন্তু "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" বলিতে দ্বাপরযুগের শেষে শ্রীঅর্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গান অর্থাৎ বাণীকেই বুঝায়। যেমন, "শ্রীমদ্ভাগবত" নামটি একমাত্র শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদময় দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত

১। ভা ৩।২৪।৪৩—৪৭ ; ২। ঐ ৮।৪।৬ ; ৩। ঐ ৩।১৫।১৪ ; ৪। ঐ ৩।২৩।৬,৭ ; ৫। ঐ ৭।১।৪৬।

পরমহংস-সংহিতাকেই লক্ষ্য করে, তদ্রূপ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামটিও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদরূপা উপনিষৎকেই বুঝায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপৌরুষেয়ত্ব

শ্রুতি যেরূপ স্বয়ং ভগবৎকর্তৃক প্রকাশিত ও অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানব-রচিত নহে, গীতাও তদ্রূপ স্বয়ং ভগবৎপ্রচারিত ও অপৌরুষেয়। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে "শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে"—এইরূপ পুষ্পিকা দেখিতে পাওয়া যায়। গান বা কীর্তনই হইল শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সংযোগের সাক্ষাৎ উপায়। তাহাই—শ্রুতি, ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীগীতা-মাহাত্ম্যে—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষৎসমূহ—গাভীরূপা, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—সেই গাভীর দোহনকারী, শ্রীঅর্জুন (পরিপ্রশ্নকারী) বৎসরূপে গাভীর বাঁট চুষিয়া গাভী হইতে দুগ্ধ নির্গত করিয়া দিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দোহন করা সেই গীতামৃত দুগ্ধ সুধীগণ পান করিয়া অমর হইতেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২শ অধ্যায়ের অন্তর্গত (অষ্টাদশাধ্যায়ী) 'শ্রীকৃষ্ণোপদেশ'।

শ্রীগীতা-সম্বন্ধে কুতর্ক-খণ্ডন

কতিপয় তার্কিক ব্যক্তি অনুমান করেন যে, শ্রীগীতা পরবর্তিকালে শ্রীমহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে শ্রীমন্মহা-ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শ্রীমহাভারতেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই। মহাভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম—'পর্বসংগ্রহাধ্যায়'। উহাতে কোন্ পর্বে কয়টি অধ্যায়, কতগুলি শ্লোক, কতগুলি উপপর্ব ও কি কি বৃত্তান্ত আছে, তাহা শ্রীবেদব্যাস স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উহাতে দৃষ্ট হয়,—"পর্বোক্তং ভগবদ্‌গীতা-পর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ"[১]; ইহার পর দৃষ্ট হয়,—"কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ। মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ॥"[২]; পুনরায় ইহার পর আশ্বমেধিক-পর্বে অনুগীতাপ্রকরণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন,—"পূর্বমপ্যেতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে। ময়া তব মহাবাহো! তস্মাদত্র মনঃ কুরু॥"[৩] শ্রীবেদব্যাস আদিপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে একটি 'উপপর্ব' বলিয়াছেন এবং উহার বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বমেধিকপর্বে অনুগীতা-প্রকরণে শ্রীঅর্জুনকে সেই গীতার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমহাভারতের আরও বহু স্থানে গীতার সুস্পষ্ট উল্লেখ ও বর্ণন আছে।

শ্রীগীতার বিভিন্ন উপদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।"[৪], "ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।"[৫] অর্থাৎ উত্তরায়ণকালে দেহ-ত্যাগকারী ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ ব্রহ্ম লাভ করেন, আর দক্ষিণায়নে দেহ-ত্যাগকারী পুনরাবর্তন করেন। শ্রীগীতোক্ত এই দুই প্রকার গতিকে লক্ষ্য করিয়াই এই ব্রহ্মসূত্রটি রচিত হইয়াছে,—"যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্তে চৈতে॥"[৬] অর্থাৎ এই দুইটি গতি যোগীর প্রতিও গীতাশাস্ত্রে স্মরণ করা হয় এবং এই দুইটি গতি যোগস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে।

শ্রীগীতার ভাষ্যাদি

সকল সম্প্রদায়ের আচার্য ও ভাষ্যকারগণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য, টীকা ও তৎসম্বন্ধে নিবন্ধ, অনুবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের

১। শ্রীমহাভারত আদিপর্ব ২।৬৮, বঙ্গবাসী সং; ২। ঐ আদিপর্ব ২।২৪৬, ঐ; ৩। মহাভারত আশ্বমেধিকপর্বে অনুগীতাপ্রকরণে ৫১।৪৯, বঙ্গবাসী সং; ৪। গীতা ৮।২৪; ৫। ঐ ৮।২৫; ৬। ব্র সূ ৪।২।২১

প্রাচীনতম বৃত্তিকার বোধায়ন গীতারও একটি বিস্তৃতা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত হনুমদ্‌রচিত সুপ্রাচীন গীতাভাষ্যের কথা জানা যায়।[১] বর্তমানে উপলভ্যমান গীতাভাষ্যের মধ্যে শঙ্করভাষ্যই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। শ্রীরামানুজাচার্যের পূর্বে শ্রীযামুনাচার্য 'গীতার্থসংগ্রহ' রচনা করেন; তৎপরে শ্রীরামানুজ শ্রীগীতা ভাষ্য, শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর 'গীতাভাষ্য' ও 'গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়', শঙ্কর-সম্প্রদায়-শোধক শ্রীধরস্বামিপাদ গীতার 'সুবোধিনী' টীকা এবং শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীকেশবকাশ্মীরী গীতার 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রচারক শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর যথাক্রমে শ্রীগীতাভাষ্য ও গীতাতাৎপর্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তৎসম্প্রদায়ের শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজকৃত 'অমৃত-তরঙ্গিণী' টীকা দৃষ্ট হয়। ভেদাভেদবাদী শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু ও কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীমধুসূদন সরস্বতী গীতাভাষ্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ গীতার 'সারার্থবর্ষিণী' টীকা ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'গীতাভূষণ-ভাষ্য' রচনা করেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবচরণদাসের পদ্যানুবাদই গীতার সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ বলিয়া কথিত হয়। গীতা পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান ভাষায়ই অনূদিত হইয়াছে। আধুনিক রাজনৈতিক নায়কগণও তাঁহাদের স্ব স্ব মনোধর্ম গীতাভাষ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের সর্বগুহ্যতম উপদেশ—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণের যজন, শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিক্ষেপ; ইহার ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

১। শ্রীহনুমৎকৃত পৈশাচভাষ্য, কাশীনাথ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯০১ খ্রীঃ।

গীতায় মায়াবাদের কোনই স্থান নাই; কারণ, মায়া পরমাত্মার নিত্যা শক্তি, জীবাত্মা নিত্য শক্ত্যংশ, জগৎ সত্য এবং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। শ্রীগীতা পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যাশ্রিতা চিচ্ছক্তি ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। একই চিচ্ছক্তির 'পরা' ও 'অপরা' দুইটি বৃত্তি। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (গীতা ৭।৫) ও অংশ (ঐ ১৫।৭) এবং নিত্যতত্ত্ব (ঐ ১৫।৭ ও ২য় অধ্যায়) বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায় 'জীবভূত' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় তাহা জীব নহে—কেহ কেহ এরূপ কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামিপাদ 'জীবভূত'-শব্দের টীকায় "জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিম্" অর্থাৎ জীবস্বরূপা মদীয়া প্রকৃতি—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

শ্রীগীতায় শক্তিমান্ পুরুষোত্তম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে ভেদাভেদ ও অচিন্ত্যত্ব কথিত হইয়াছে (গীতা ৯।৪,৫)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শক্তিমান্ ও শক্তির মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে। এক শ্রেণীর তার্কিক বলিয়াছেন যে, 'অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে অভেদ অপেক্ষা ভেদের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু গীতা প্রেম ও ভক্তিকে যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, তাহার প্রতিষ্ঠা অদ্বয়তত্ত্বের উপর।'

শ্রীষট্সন্দর্ভে প্রপঞ্চিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে প্রবেশ লাভ না হওয়ায় ঐরূপ মন্তব্যের অবকাশ হইয়াছে। যেস্থানে অভেদ ও ভেদ—দুইটিরই সামঞ্জস্য আছে, তথায় স্বভাবতঃ ভেদেরই প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের পক্ষেও তাহাই। শ্রুতি যখনই ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, তখন আর কেবলাদ্বৈতবাদ টিকে নাই: কিন্তু তদ্দ্বারা দুইটি স্বতন্ত্রতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যদি জীব পুরুষোত্তমের শক্ত্যংশ ব্যতীত আর একটি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব হইত, তাহা হইলে কেবল ভেদই সিদ্ধান্ত হইত। জীব যখন জীবশক্তি-সমন্বিত পুরুষোত্তম তত্ত্বেরই অংশ,

তখন তথায় অদ্বয়তত্ত্বের উপরই ভক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদশূন্য ও স্বয়ংসিদ্ধ স্বগত ভেদশূন্য বলিয়াই ব্রহ্ম অদ্বয়তত্ত্ব। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা শক্তি আছে বলিয়া তিনি খণ্ডিত-তত্ত্ব হন নাই, তিনি নিত্যসিদ্ধ অদ্বয়তত্ত্ব।[১]

শ্রীগীতা কি রাজনৈতিক গ্রন্থ ?

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, যখন শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচনা দান করিয়া তাঁহার দ্বারা যুদ্ধ করাইয়াছিলেন, তখন গীতা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যুদ্ধে প্রেরণা-দান অর্থাৎ গীতা একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ-বিশেষ। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ এই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং"[২] অর্থাৎ যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, হে অর্জুন, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ! পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত কি জীবিত, কাহারও জন্য শোক করেন না :—এই শ্লোক হইতে আরব্ধ শ্রীগীতাগ্রন্থ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার জন্য কথিত হয় নাই।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় ! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥[৩]

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয় ! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্মের দ্বারা চালিত ও অবশপ্রায় হইয়া তুমি তাহা করিবেই। এই বাক্যের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার জন্য ঐরূপ রাশি রাশি পারমার্থিক ও দার্শনিক

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৩৩ অনু; ২। শ্রীগীতা ২।১১; ৩। ঐ ১৮।৬০

তত্ত্ব বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্যামি-পুরুষ-প্রেরিত হইয়াই অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করা অনিবার্য। বিশেষতঃ শ্রীঅর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরমার্থ-উপদেশের মধ্যেও গুহ্য, গুহ্যতর ও সর্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ করিবার প্ররোচনা থাকায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয়। অতএব শ্রীগীতা-গ্রন্থ যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে, উহা একমাত্র পরমার্থ-বিধায়ক গ্রন্থ।

শ্রীগীতার উপদেশ

শাস্ত্রের তাৎপর্য বা প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ণয় করিবার জন্য যে ছয়টি লক্ষণের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণের দ্বারা বিচার করিলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগই চরম উপদেশ বলিয়া জানা যায়। গীতার কোন স্থানে কুলধর্ম, কোনও স্থানে কর্মযোগ, কোনও স্থানে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ, কোনও স্থানে রাজযোগ, কোন স্থানে ভক্তিযোগের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কুলধর্মের যে প্রশংসা[১], তাহা আপেক্ষিক ও পূর্বপক্ষ মাত্র। ইহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ দেহের অনিত্যতা ও জীবাত্মার নিত্যতা এবং আত্মধর্মের উৎকর্ষ-প্রতিপাদনপর বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"[২]; "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ"[৩]; "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন"[৪]; "যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে"[৫] ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য আলোচনা করিলেই কৌলিক বা লৌকিক ধর্ম যে সনাতন ধর্ম নহে, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। অনেকেই মনে করেন, শ্রীগীতার উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মে প্রেরণাদান; শরীর-যাত্রা কর্ম ব্যতীত নির্বাহই হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীগীতায় সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে,

১। গীতা ১।৩৮—৪৩; ২। ঐ ২।৪০; ৩। ঐ ২।৪২; ৪। ঐ ২।৪৫; ৫। ঐ ২।৪৬

পরমেশ্বরের সম্বন্ধহীন জীবের দেহ ও মনের সুখ-সুবিধার জন্য যে কর্ম, তাহা সকলই বন্ধনের কারণ। এজন্য একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর জন্যই কর্মের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।[১] শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম, তাহাই 'বিধি-ভক্তি'। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি ভগবানের অবশেষ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি চোর: কারণ, সমস্ত বস্তুর মালিক একমাত্র শ্রীবিষ্ণু।[২] শ্রীভগবান্ পুনরায় নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—হে অর্জুন! তুমি যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু দ্রব্য আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সকলই আমাকে সমর্পণ করিও।[৩] ইহাই কর্মার্পণরূপা 'আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি'। সুতরাং তথাকথিত অনাসক্তিযোগ গীতার প্রতিপাদ্য নহে, শ্রীকৃষ্ণাসক্তিযোগই শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য।

শ্রীগীতার সর্বগুহ্যতম উপদেশ

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় প্রত্যেক অধ্যায়েই কি কর্মের উপদেশে, কি সাংখ্যযোগের উপদেশে, কি রাজযোগের উপদেশে প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণাসক্তিরূপা ভক্তিরই উদ্দেশ করিয়াছেন; কোথাও কেবলা ভক্তির উপদেশ, কোথাও প্রধানীভূতা অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। কেবলা ভক্তি স্বতন্ত্রা ও কর্ম-জ্ঞানাদিগন্ধশূন্যা। তাহারই অপর নাম—অব্যভিচারিণী বা অনন্যা ভক্তি।[৪] প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার—কর্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম-জ্ঞানপ্রধানীভূতা। শ্রী-ভগবান্ শ্রীঅর্জুনকে শ্রীগীতার শেষ অধ্যায়ে তাঁহার সর্বস্বরূপের সর্ব-প্রকার ভজন অতিক্রম করিয়া সর্বগুহ্যতম স্বচরণারবিন্দ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন,—"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া"[৫]—এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে আমি

১। গীতা ৩।৯; ২। ঐ ৩।১২,১৩; ৩। ঐ ৯।২৭; ৪। ঐ ১৩।১০, ৫। ঐ ১৮।৬৩

বলিলাম। এই গুহ্যতর জ্ঞানটি কি? "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি"[১] অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মাবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই হইল গুহ্যতর জ্ঞান। গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা হইলে গুহ্য জ্ঞানটি কি? নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই গুহ্যজ্ঞান, তাহাই "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"[২]; "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"[৩], অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া পরমানন্দরূপ হ'ন—ইহা গুহ্যতর পরমাত্মজ্ঞানের পূর্বে গুহ্যজ্ঞানরূপে বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহাও ভক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের যে চেষ্টা, তাহাতে পতন অনিবার্য—"পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ"[৪]—এইজন্য বলিলেন "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"[৫], "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"[৬]। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য এবং পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর। এখন এই গুহ্যতর পরমাত্মোপাসনাও নিজের একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জুনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে জানিয়া শ্রীভগবান্ মহাকৃপাভরে পরম রহস্য উদ্‌ঘাটনপূর্বক শ্রীপ্রদ্যুম্ন, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীবাসুদেব ও বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের ভজনের উপদেশ তৎপরে প্রদান করা উপযুক্ত হইলেও সেই ক্রমলঙ্ঘন করিয়া উপদেশ করিলেন,—হে অর্জুন! আমার সর্বগুহ্যতম অর্থাৎ সকল গোপনীয়-মধ্যে গোপনীয়তম সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশবাক্য আবার শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তোমাকে এই মঙ্গলের কথা বলিতেছি।[৭] যদিও গুহ্যতম শব্দের প্রয়োগে গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় অর্থ বুঝা যায়, তথাপি 'সর্ব' শব্দ প্রয়োগ করায় গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ-ভজন-প্রতিপাদক বাক্য হইতে নিজ (শ্রীকৃষ্ণ)-ভজনপ্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত

১। গীতা ১৮।৬১; ২। ঐ ১৮।৫৪; ৩। ঐ ১৮।৫৪; ৪। ভা ১০।২।৩০;
৫। গীতা ১৮।৫৪; ৬। ঐ ১৮।৫৫; ৭। ঐ ১৮।৬৪

হইল। সেই সর্বগুহ্যতম বাক্যটি কি, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক বলিলেন,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"[1] অর্থাৎ মন্মনা হও—তোমার মিত্ররূপে তোমারই সন্মুখে অবস্থিত যে আমি, সেই আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) মনোনিবেশ কর; মদ্ভক্ত অর্থাৎ মদেকতাৎপর্যবিশিষ্ট হও। 'মন্মনা', 'মদ্ভক্ত', 'মদ্‌যাজী', 'মাং নমস্কুরু' ও 'মামেবৈষ্যসি'—সর্বত্রই 'মৎ' শব্দটির আবৃত্তির দ্বারা নানাপ্রকারে আমারই (পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণেরই) ভজন বারংবার অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য। ঈশ্বরতত্ত্ব-মাত্রের ভজন অন্যের পক্ষে কর্তব্য হইলেও আমার সখা তোমার পক্ষে কর্তব্য নহে, ইহা বুঝাইতেছে। এই সাধনের ফল কি তাহাও বলিলেন, 'আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহা আমি প্রিয়জন তোমার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি—তে (তোমার) সত্যং (শপথ করিয়া) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা-পূর্বক বলিতেছি) [কারণ] ত্বং (তুমি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) *।' লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, শপথের সুদৃঢ়তা স্থাপন করিবার জন্য লোকে পুত্রাদি-প্রিয়জনের নামে শপথ করেন। এস্থলে শ্রীঅর্জুনের নামে শপথ করায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন সেই সর্বগুহ্যতম উপদেশ পালন করিবার উপায়টি বলিতেছেন,—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"[2]—সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। এইস্থানে 'সর্ব' শব্দ প্রয়োগ করিবার অর্থ—নিত্যধর্ম পর্যন্ত পরিত্যাগের বিধিপ্রদান।

১। গীতা ১৮।৬৫ ;

* শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (৮২ অনু)—"সত্যং তে ইতি অনেনাত্রার্থে তুভ্যমেব শপেঽহমিতি প্রণয়বিশেষো দর্শিতঃ" এবং শ্রীবলদেবকৃত শ্রীগীতাভূষণটীকা (১৮।৬৫) দ্রষ্টব্য ;

২। গীতা ১৮।৬৬

সর্বধর্ম-পরিত্যাগ

বৈদিক ধর্ম দুইপ্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নৈমিত্তিকধর্ম—প্রায়শ্চিত্তাদি। 'পরি' উপসর্গের দ্বারা ধর্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থিত হইয়াছে। ধর্মত্যাগ দুই প্রকারে হয়—স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ; ধর্মের অনুষ্ঠান-পরিত্যাগকে স্বরূপতঃ ত্যাগ বলে, আর অনুষ্ঠান ত্যাগ না করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হওয়াকে ফলতঃ ত্যাগ বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তচ্ছরণাপত্তির বাধক বর্ণাশ্রমধর্মকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগত হইতে বলিলেন। আশঙ্কা হইতে পারে—ধর্মশাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই শাস্ত্রলঙ্ঘন হইবে ; তজ্জন্য সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—'আমার আজ্ঞা-পালনই 'ধর্ম' এবং আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘনই 'অধর্ম' ; আমার সুখানুসন্ধানের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিলে কোনরূপ পাপ হইবে না, অন্য উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে।' কর্ম[illegible] সম্পূর্ণ হইলেই শরণাগতি আসিবে। শরণাগতির পরই ভজন আরম্ভ হয়, তৎপূর্বে নহে। শরণাগতিটি সাধন (ভক্তির অপরিপক্বাবস্থা), তাহা সাধ্য (প্রেমভক্তি) নহে। সম্পূর্ণ শরণাগতি হইলে আবেশের সহিত সাধ্যভক্তি যে শ্রীকৃষ্ণভজন, তাহার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

শ্রীগীতায় বিভিন্ন মার্গের উপদেশের তাৎপর্য কি?

কোন একটি বস্তুর সর্বোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে হইলে কেবলমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটিকেই জানাইলে বা দেখাইলে সাধারণের হৃদয়ে দাগ বসে না ; যদি অন্যান্য বস্তুকেও তৎপার্শ্বে সজ্জিত করিয়া তুলনামূলকভাবে বস্তুটির উৎকর্ষ প্রদর্শন করা যায়, তবেই সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুর মহিমা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। এইজন্য শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বিভিন্ন প্রকার পথের উপদেশ করিবার পর 'সর্বগুহ্যতম পরমবাক্য, যাহা রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগাধ্যায়ে' (৯ম অধ্যায়ের শেষে) বলিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় নিজ প্রিয়

সখা অর্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিলেন, 'আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই সেবাপরায়ণ, আমারই পূজাপরায়ণ, আমারই প্রণতিপরায়ণ হও।'

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"[১] অর্থাৎ তুমি যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ—শ্রীগীতার এই উপক্রম-বাক্য এবং "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য * * * মা শুচঃ"[২] এই উপসংহার-বাক্যের একই তাৎপর্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তিদানই শ্রীগীতার একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ কোন্‌টি ?

শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের সর্বপরতমত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহার কোন্ স্বরূপটি শ্রেষ্ঠ ? শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জুনের নিকট নিত্য প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপ এবং সাময়িকভাবে প্রকাশিত বিশ্বরূপ ও চতুর্ভুজরূপের কথা পাওয়া যায়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীগীতার বাক্যদ্বারাই দেখাইয়াছেন যে, বিশ্বরূপ পরম স্বরূপ নহে, বিশ্বরূপটি শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র উক্ত রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[৩] বিশ্বরূপটি—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি 'পুরুষসূক্ত'-কথিত দেবলীল পুরুষাবতারের রূপ; ইহা সচ্চিদানন্দময় হইলেও স্বাংশের মহান্ উগ্ররূপ; আর নরাকার মধুরৈশ্বর্যময় চতুর্ভুজরূপটি স্বকীয়রূপ হইলেও মহামাধুর্যময় সৌম্য দ্বিভুজ নররূপই—মূলস্বরূপ।[৪] শ্রীগীতায় শ্রীসঞ্জয় বলিতেছেন,—"স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ"[৫] অর্থাৎ তিনি পুনরায় স্বকীয়রূপ দেখাইলেন। এইস্থানে নরাকার-চতুর্ভুজরূপকেই স্বকীয়রূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এজন্য বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অতএব পরমভক্ত শ্রীঅর্জুনের বিশ্বরূপটি অভীষ্ট নহে,

---

১। গীতা ২।১১; ২। ঐ ১৮।৬৬; ৩। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৮২ অনু; ৪। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত 'সারার্থবর্ষিণী' (গী ১১।৫,৮,৪৬,৪৭,৫০-৫২); ৫। গীতা ১১।৫০

শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়-রূপই অভীষ্ট। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া শ্রীঅর্জুন বলিয়াছিলেন,—"অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে"[১] —যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই, এই প্রকার রূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে—এই বাক্যে বিশ্বরূপ-দর্শনে যে শ্রীঅর্জুনের অভিরুচি নাই, তাহা জানা যায়।

বিশ্বরূপ-দর্শনে দিব্যদৃষ্টি-দানটি কি?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য শ্রীঅর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন। সুতরাং দিব্যদৃষ্টির দ্বারা যে রূপ দেখা গিয়াছিল, সেই বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অধিক—যাহারা এইরূপ মনে করে, তাহাদের উক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তসহ নহে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম—প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর। ভগবচ্ছক্তি-বিশেষময়ী দৃষ্টির দ্বারাই একমাত্র তাহা দর্শন করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মোক্তি[২] হইতে জানা যায়, নরাকৃতি-পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বরূপ-স্রষ্টা বহু চতুর্ভুজ-রূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পরে সকলেই তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীনৃগ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন[৩],—'হে বিভো! আপনি সেই পরমাত্মা, যাঁহাকে পরম ভক্তগণ শ্রুতি-চক্ষুদ্বারা হৃদয়ে চিন্তা করেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সেই আপনি আমার নয়নগোচর হইলেন।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে 'ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'[৪], 'আমি যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না'[৫] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই 'সর্বপরতত্ত্ব'। শ্রীকৃষ্ণকে কেহ প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। শ্রীঅর্জুন সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যথারূপে যে চক্ষুর দ্বারা

১। গীতা ১১।৪৫ ; ২। ভা ১০।১৪।১৮ ; ৩। ঐ ১০।৬৪।২৬ ; ৪। গীতা ১৪।২৭ ;
৫। ঐ ৭।২৫

নিত্য দর্শন করেন, সেই দর্শনেন্দ্রিয় নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত; তবে বিশ্বরূপ-দর্শনের সময় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীঅর্জুনের যে দিব্যচক্ষু-দানের কথা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য এই—নরাকৃতি পরব্রহ্ম যাহা সর্ব-পরতত্ত্ব, সেই অপ্রাকৃত নিত্যরূপ-দর্শনের উপযোগী শ্রীঅর্জুনের যে নিত্য স্বাভাবিক দৃষ্টি, তাহা হইতে দেববপু অর্থাৎ বিশ্বরূপের দর্শনের উপযোগী দৃষ্টি পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া দেববপু-দর্শনের উপযোগী চক্ষু দিয়াছিলেন—ইহাই দিব্য-চক্ষু-দান।[১] নরাকৃতি পরব্রহ্ম-দর্শনে দেবতাগণ সমর্থ নহেন, ইহা বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণ-উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—'হে অর্জুন! তুমি যে রূপ দর্শন করিলে, তাহার দর্শনলাভ অতি দুর্ঘট; দেবতাগণও এই রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্বদা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত।' ইহার পরে বলিয়াছেন যে, "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জুন"[২] অর্থাৎ হে অর্জুন! অনন্যা ভক্তির দ্বারা এইরূপ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, প্রত্যক্ষ করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।' সংশয় হইতে পারে, 'আমার যে রূপ দেখিলে, উহার দর্শন অতীব ক্লেশেও অসাধ্য।'[৩]—এই বাক্যটি বিশ্বরূপ-দর্শনসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ, ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্রীঅর্জুনের বাক্য,—'হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দর্শন করিয়া আমি সম্প্রতি প্রকৃতিস্থ, প্রসন্ন-চিত্ত ও সচেতা হইলাম।'[৪] শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ-রূপ প্রদর্শন করিবার পরেই শ্রীঅর্জুন তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই

১। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে দেববপু-দর্শনের উপযোগী গুণময় (প্রাকৃত) দিব্যদৃষ্টি দান করিলেও দিব্য মন (দেবতাগণের ন্যায় মন, তাহাও গুণময়) প্রদান না করায় (প্রাকৃত) দিব্য দৃষ্টিলাভ সত্ত্বেও অর্জুনের মনে বিশ্বরূপ-দর্শনে রুচি হয় নাই; ২। গীতা ১১।৫৪; ৩। ঐ ১১।৫২; ৪। ঐ ১১।৫১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহার ঐ মানুষ-রূপ অত্যন্ত দুর্লভ; একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা তাহা দর্শন করা যায়। সেই নরাকৃতি-পরব্রহ্ম-রূপ দেবতাগণের নিকটও দুর্লভ, তাঁহারাও ঐ নরাকৃতি-রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্বদা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত; ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতেও জানা যায়। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দ্বারকায় গিয়া অপূর্ব-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন।[১] দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় দ্বারকায় পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন।[২] শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতেও পাওয়া যায় যে, ভুবন-পবিত্রকারী মুনিগণ পাণ্ডব-গণের গৃহস্থিত মনুষ্য-লিঙ্গ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য পাণ্ডব-গণের গৃহে আগমন করিতেন।[৩] বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণ হইতেও জানা যায়, নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্বপরতমত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই তদধীন বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগীতা-মাহাত্ম্যেও বলা হইয়াছে,—

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥,

শ্রীদেবকীপুত্রের গীতই একমাত্র শাস্ত্র, শ্রীদেবকীপুত্রই একমাত্র দেবতা, শ্রীদেবকীপুত্রের সেবাই একমাত্র কর্ম এবং শ্রীদেবকীপুত্রের নামই একমাত্র মন্ত্র। এই শ্রীদেবকীপুত্রই যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।[৪]

শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীগীতোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দরায়-সংবাদে দেখা যায়, শ্রীরামরায়—'হে অর্জুন! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন

১। ভা ১১।৬।১—৪; ২। ঐ ১১।২।১; ৩। ঐ ৭।১৫।৭৫; ৪। সম্পূর্ণ অধিকরণটিতে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৮২ অনুচ্ছেদ (শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং) অনুযায়ী তাৎপর্য গ্রথিত হইয়াছে।

কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতেই অর্পণ কর'[১]—এই শ্রীগীতাবাক্যের প্রমাণের দ্বারা বিষ্ণুতোষণাভাসপর বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান হইতে শ্রীকৃষ্ণে 'কর্মার্পণকে' উন্নততর সাধনরূপে স্থাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাকেও "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" বলিয়া জানাইলেন। তৎপরে শ্রীরামরায় শ্রীগীতার চরম শ্লোকোক্ত 'সমস্ত ধর্ম স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি শোক করিও না'[২]—এইরূপ স্বধর্মত্যাগের কথা বলিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার সম্বন্ধেও "এহো বাহ্য, আগে কহ আর"—এইরূপ বলিলে শ্রীরামরায়—'ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি কোনরূপ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন'[৩]—এই শ্রীগীতোক্তবাক্যটি প্রমাণরূপে উদ্ধার করিলেন। এই বাক্য শুনিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" তখন শ্রীরামরায় শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্ম-স্তুতির শ্লোকটি পাঠ করিয়া জানাইলেন,—'জ্ঞানের জন্য প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সাধুগণের নিবাসস্থানে অবস্থানপূর্বক যাঁহারা সাধুদিগের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভগবদ্বার্তাকে কায়মনোবাক্যে সৎকার করিয়া জীবন-ধারণ করেন, তাঁহারাই এই ত্রিলোকের মধ্যে অজিত শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিতে পারেন।'[৪] এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা শুনিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন,—"এহো হয়" অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তটি সাধ্যভক্তির (প্রেমের) সাধন বলিয়া স্বীকৃত; কিন্তু "আগে কহ আর" অর্থাৎ ইহাও শেষ কথা নয়, আরও উর্ধ্ব সোপানের কথা বল। শ্রীরামরায়-কর্তৃক শেষোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটি কীর্তন করিবার পূর্ব পর্যন্ত এবং শ্রীগীতার

১। গীতা ৯।২৭; ২। ঐ ১৮।৬৬; ৩। ঐ ১৮।৫৪; ৪। ভা ১০।১৪।৩

সর্বশেষ উপদেশটি উদ্ধার করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু "এহো বাহ্য"— ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীগীতায় কি 'অন্তরঙ্গ-সাধনে'র কোনো কথা নাই? এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হয়।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণমূলক শ্রীবিষ্ণুতোষণপর বর্ণাশ্রমধর্ম হইতে শ্রীগীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণে কর্মার্পণকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষাকৃত উন্নততর সাধন বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্যগণ উক্ত কৃষ্ণকর্মার্পণমূলক শ্লোকটির যেরূপ তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে ঃ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার-পালনরূপ কর্মকে কেহ কেহ ফল-কামনারহিত বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও উহার অন্তরে ফলের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও আগ্রহ রহিয়াছে। নিত্যকর্ম—সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা নৈমিত্তিক-কর্ম—পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে যে অভিমান আছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত এবং এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অস্মিতা বা দেহের অভিনিবেশ হইতেই জাত, সুতরাং স্বরূপতঃ 'সকাম'। আর শ্রীগীতায় যে কর্মের সহিত উহার ফল শ্রীভগবানে অর্পণের উপদেশ আছে, তাহাও সাধ্যভক্তির 'অন্তরঙ্গ-সাধন' হইতে পারে না ; কারণ, ভক্তির অন্তরঙ্গ-সাধন 'ভক্তি'ই হইবে। কর্মার্পণের দ্বারা কর্মের ফল আত্মসাৎ না করায় কর্মের বিষ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু তাহা 'সাক্ষাদ্ভক্তি' (স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি) নহে ; জড়ের অহঙ্কার বা দেহের আবেশ লইয়াই জীব ভগবানের দিকে একটু ঘাড় ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে, এই মাত্র। সুতরাং ইহা ভগবানের প্রতি 'গৌণ' উন্মুখতা। কর্মার্পণ দুইপ্রকার—(১) ফলত্যাগ ও (২) তাঁহার প্রীণনাভাস-চেষ্টা। একমাত্র ভক্তসঙ্গ হইলেই বিষ্ণুর সুখাভাসের চেষ্টা হয়। ফলত্যাগ বা কর্ম-সন্ন্যাসে সেই সুখাভাসের চেষ্টাটুকুও থাকে না। এইজন্য কর্মার্পণকারী ঐরূপ অর্পণের দ্বারা অভক্ত-সঙ্গক্রমে অভক্তির

দ্বারেও পৌঁছিতে পারে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ না হইলে তাঁহার 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা' ও 'সাধ্য-ভক্তি'-লাভ সম্ভবপর নহে। এজন্য কর্মার্পণকে 'আরোপ-সিদ্ধা-ভক্তি'-মাত্র বলা যায়। 'লৌকিক-শ্রদ্ধা' হইতে কর্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তির আরম্ভ হয়, এজন্য তাহা 'সগুণা'। এই কর্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি 'সকৈতবা' অর্থাৎ ধর্মার্থাদি কামনামূলক হইলে তাহা 'ভাগবত-ধর্মের' প্রথম সোপানও হয় না। যদি সেই আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি 'অকৈতবা' অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্যা হয়, তবে তাহা 'সগুণ ভাগবতধর্ম'-পদবাচ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ, সাধ্যভক্তি—নির্গুণা। কর্মার্পণকে ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলা হইলেও উহাতে স্বার্থপরতা থাকায় ভক্তি ও জ্ঞান উভয়-পথাবলম্বিগণই কর্মকে নিরাস করিয়াছেন। সেব্যবস্তুর সুখদায়িনী ক্রিয়াই 'ভক্তি', তাহাই সাধ্য। সেই ভক্তি যদি 'আদৌ অর্পিতা' অর্থাৎ সেব্যের সুখের জন্যই ভাবিতা হইয়া অনুষ্ঠিতা হয়, তবেই 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' হয়; আর যদি পূর্বে অনুষ্ঠিতা হইয়া পরে অর্পিতা হয়, তবে তাহা কর্মার্পণ বা স্বার্থপরতা-দুষ্ট হয়।[১]

সাধ্যভক্তি—স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষ। সেই হ্লাদিনীর বৃত্তি হ্লাদিনীর দূত যে 'মহৎ', তাঁহার কৃপা ও সঙ্গকে বাহন করিয়া আবির্ভূতা হ'ন। মহতের কৃপা-ব্যতীত কেহই সাধনচেষ্টার দ্বারা ভক্তি-লাভ করিতে পারে না। বর্ণাশ্রমে বা উহার বহির্ভূত সমাজে থাকিয়াও যদি শ্রীহরিকথায় কথঞ্চিৎ রুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেইটিই 'ভাগ্য'; বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা বা উহার ব্যভিচার কোনটিই ভাগ্য নহে। সাধু-কৃপা-ব্যতীত সাধারণ জীবের স্বরূপতঃ স্বধর্ম-ত্যাগ বা শরণাগতির উদয় হইতে পারে না। শরণাগতি, মহতের সেবা ও শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা

১। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থদীপিকা (৭।৫।২৩) ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভক্তি—'স্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তি'। যদি কোন ব্যক্তি মহৎ-সঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষরূপ অনির্বচনীয় অতিভাগ্য-ফলে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হ'ন, তবেই তিনি সেই 'বৈধী সাধন-ভক্তির' অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। গজেন্দ্র, শৌনকাদি মুনি, ধ্রুব ও চতুঃসন যথাক্রমে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর আদর্শ উদাহরণ। এই আর্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিতে অধিকারী নহেন; কিন্তু আর্তি-জ্ঞানাদীচ্ছা-মুক্ত ভক্তকৃপা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ভক্তির অধিকারী। আর্ত প্রভৃতি ব্যক্তিতে যখন ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, তখন তাঁহাদের আর্তি প্রভৃতি কষায়ের ক্ষীণতায় শুদ্ধভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। ভক্ত ও ভগবানের কৃপাতেই গজেন্দ্রাদির সেই সেই বাসনা ত্যাগ হইয়াছিল। জ্ঞানী মহতের সঙ্গাভাসফলে সাক্ষাজ্‌জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ নির্বেদ এবং ভক্তমহতের সঙ্গাভাসফলে ভক্তির মূল শ্রদ্ধা ও তৎপূর্বে যে মাহাত্ম্য-জ্ঞান, তাহার উদয় হয়। শ্রীগীতার (১৮।৬৬) চরম শ্লোকে সর্বধর্মত্যাগের যে কথা আছে, উহাকেও বাহিরের কথা জানিতে হইবে; কারণ, এই ত্যাগ স্বতঃ-স্ফূর্ত নহে—শ্রীকৃষ্ণের সুখের চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া বর্ণ ও আশ্রম-ধর্মের প্রতি অকিঞ্চিৎকরতা-বুদ্ধিজাত ত্যাগ নহে। ইহাতে কর্তব্য না করায় পাপের জন্য ভয়ের চিন্তা আছে। ইহাই দেহাভিনিবেশের প্রমাণ। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য আর্যধর্ম-ত্যাগে পাপের ভয় বা দেহাভিনিবেশের লেশমাত্রও নাই। দেহাভিনিবেশ-জনিত-কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে তদকরণে পাপবুদ্ধি আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'আমি তোমাকে কর্তব্য না করার জন্য সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।' এজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগীতার সর্বধর্ম-ত্যাগের কথাকেও শোক ও আকাঙ্ক্ষা-সূচক সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

সাধক ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা হইয়া যখন কোন শোক বা কোন আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শী হ'ন, তখন শ্রীভগবানে কেবলা ভক্তি লাভের অধিকারী হ'ন।[১] শ্রীগীতার এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'ও স্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চনা 'সাধ্যভক্তি' নহে। 'মিশ্রা' বলিতে যদি 'আবরণ' হয়, তবে তাহা ত' ভক্তিই হইল না; তাহা ভক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আর যদি 'মিশ্রা' বলিতে জ্ঞানের 'আকার'-মাত্র লক্ষ্য করে, তবে ঐরূপ আকার থাকিলেও ভক্তিরই প্রাধ্যান্য, প্রভুত্ব থাকিল; কিন্তু ইহাও 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' হইল না, 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি' হইল। শরণাপত্তি হইতে 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি'র আরম্ভ হইলেও তাহা স্বরূপ-সিদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি না হওয়ায় সাধ্য প্রেমভক্তির 'অন্তরঙ্গ-সাধন' হইতে পারে না। শোকাদি বিঘ্ন থাকিলে শ্রীহরি-ভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্যই জ্ঞানের অপেক্ষা; কিন্তু জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলে পুনরায় তাহা ভক্তির বিঘ্নকারক হয়।[২] কারণ, ভক্তি—নিরপেক্ষা, তাহা জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্তা নহে; বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনেক সময় ভক্তির প্রতিকূলই হয়, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। এজন্যই শ্রীগীতার উক্ত শ্লোককেও বাহ্য সাধনই বলা হইয়াছে।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণই 'পরতত্ত্ব', তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥[৩]

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয় অথবা আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, নিত্য অমৃতের (মুক্তির) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয়, সনাতন ধর্মের ও

১। গীতা ১৮।৫৪; ২। "অত্র শোকাদিবিঘ্নসত্ত্বে ভজনাপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানাপেক্ষা, তদভাবে তু সা পুনর্ভজনবিঘ্ন এবেতি বাহ্যম্।"—শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত (চৈ চ ম ৮।৬৪) টীকা; ৩। গীতা ১৪।২৭

ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়। "প্রতিষ্ঠীয়তে অত্র ইতি নিরুক্তেঃ পরমাশ্রয়ঃ"; "পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্‌ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়োঽন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সর্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা-পদস্য তথার্থত্বাৎ" (শ্রীচক্রবর্তিপাদ) অর্থাৎ ব্রহ্ম পরম প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহারও আমি প্রতিষ্ঠা—'ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়' এই অর্থে প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়। অন্নময়াদি-শ্রুতিতে[১] সর্বত্রই প্রতিষ্ঠাপদের এই অর্থ। শ্রুতিতে পরম প্রতিষ্ঠা[২] রূপে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম আর যিনি আনন্দময়ের অঙ্গ (পুচ্ছ), আমি তাঁহারও প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এবং স্বয়ং ভগবৎ-সংজ্ঞক মূর্ত-পরমব্রহ্ম। অতএব আমি 'অমৃতস্য' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ মোক্ষেরও প্রতিষ্ঠা। এস্থলে 'অমৃত' বলিতে লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা যাহাতে স্বর্গাদি বুঝাইতে না পারে, সেইজন্য 'অব্যয়স্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব আনন্দময় তত্ত্বের প্রসঙ্গে 'তিনিই রস, ইনি রসকে লাভ করিয়াই আনন্দশালী হ'ন'—এইরূপ যে উক্তি, তাহাও এই স্বয়ং ভগবদ্রূপ মূর্ত-পরমব্রহ্মকে অপেক্ষা করিয়াই বলা হইয়াছে। অতএব সকলেই তাঁহার অধীন বলিয়া কৈবল্য-কামনায় তাঁহার ভজন করিলে তাহাদ্বারা সাধক-পুরুষ ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মধর্মও লাভ করিতে পারেন। বিষ্ণু-পুরাণের[৩] উক্তি—"শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথাত্মনঃ" অর্থাৎ 'সেই চিন্ময় বস্তু সেই সর্বগ আত্মারও শুভ আশ্রয়।' ইহার স্বামিটীকা—"সর্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা"—সর্বগ আত্মার অর্থাৎ পরব্রহ্মেরও শুভাশ্রয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ।

শ্রীগীতার শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত প্রচলিত টীকায় "প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং" বাক্যের মধ্যে যে 'প্রতিমা'-শব্দটি, তাহা শ্রীস্বামি-পাদকৃত অর্থ নহে; উহা কোন দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির কল্পিত। কেহ

১। তৈত্তিরীয় ২।২—৫; ২। ঐ ২।৫; ৩। বি পু ৬।৭।৭৫

দুরাগ্রহবশতঃ 'প্রতিমা'-শব্দটি শ্রীমৎস্বামিপাদের টীকার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন; কারণ, নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিমা সম্ভব নহে, তাঁহার প্রকাশের প্রতিমা সূর্যও হইতে পারে না; অমৃত, অব্যয় ইত্যাদি পাদ-ত্রয়োক্ত মোক্ষাদিরও প্রতিমা-ভাব হইতে পারে না।[১] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ স্বকৃত শ্রীগীতার টীকায় শ্রীস্বামিপাদের উক্ত ব্যাখ্যাটি উদ্ধার করিয়াছেন। তথায় 'প্রতিমা'-শব্দটির আদৌ উল্লেখ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগীতা-পাঠক

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে এক গীতাপাঠক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ কম্পাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাবযুক্ত হইয়া অশুদ্ধ বর্ণোচ্চারণের সহিত সমগ্র গীতা পারায়ণ করিতে দেখিয়া বিপ্রের গীতা-পাঠে ঐরূপ আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে, তিনি গীতার শব্দার্থ বা গীতার ছন্দঃ, ব্যাকরণ কিছুই বুঝিতে পারেন না; কেবল গুরুদেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধির দিকে না তাকাইয়া যতক্ষণ গীতা পাঠ করেন, ততক্ষণই শ্যামল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে নিজ-ভক্ত অর্জুনের প্রতি উপদেশ-প্রদানকারী শ্রীমূর্তিতে দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হ'ন। এজন্য তাঁহার মুহূর্তকালও গীতা-পাঠ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

* * গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥

সেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত না হইলেও গীতাপাঠের প্রকৃত অধিকারী এবং তিনিই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়া শ্রীরঙ্গমে চারিমাসকাল প্রভুর সঙ্গ-সৌভাগ্য ও কৃপালাভ করিয়াছিলেন।[২]

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৯২ অনু, ৭৬ পৃঃ; ২। চৈ চ ম ৯।৯৩—১০৭

শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত

কোন কোন গৌড়ীয়-মহাজন বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভক্তি-রাজ্যের প্রবেশার্থীর প্রাথমিক পাঠ ; কেহ বা বলিয়াছেন, যে স্থানে শ্রীগীতার পরিসমাপ্তি, সেই স্থান হইতে শ্রীমদ্ভাগবতধর্মের ভিত্তি আরব্ধ হইয়াছে। কোন কোন গৌড়ীয়-মহাজন বলেন,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বৈধী ভক্তির পরাঙ্গস্বরূপ আবেশময় সংসঙ্গের কথা দৃষ্ট হয় না। গৌড়ীয়-মহাজনগণের এই সকল সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে ও স্থূল বুদ্ধিতে মতবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। এজন্য এস্থানে কয়েকটি কথা শাস্ত্রীয় যুক্তির সহিত আলোচিত হইতেছে ঃ—

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তরতম॥"[১] বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এবং তাঁহাদের উভয়ের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে কোনই ভেদ নাই। কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে শ্রীগীতা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতে যে রসোৎকর্ষ আছে, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সুধীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এজন্যই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগ শ্রীপাদ রঘুপতি উপাধ্যায় বলিয়াছেন,—"ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ, অহমিহ নন্দং বন্দে" অর্থাৎ 'সংসার-ভয়ে ভীত মোক্ষকামিগণ মহাভারতের (তদন্তর্গত শ্রীগীতার) শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, করুন ; আমি কিন্তু শ্রীনন্দের আনুগত্যে শ্রীনন্দনন্দনের ভজন করি।' এই শ্রীনন্দনন্দনে প্রীতি-পরাকাষ্ঠার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর কোনও শাস্ত্রে নাই। স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব শ্রীমহাভারত রচনা করিবার পরও হৃদয়ে শান্তি না পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার জন্য শ্রীনারদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যেরূপ স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব, শ্রীমদ্-

১। চৈ চ ম ৮।৮৩

ভাগবতও সেইরূপ স্বয়ংরূপ শাস্ত্র। শ্রীগীতাদি শাস্ত্র সেই শ্রীমদ্ভাগবতেরই অংশাবতার। এজন্য প্রাথমিক পরমার্থ-পথের পথিকগণের জন্য শ্রীগীতা-পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"[১] এই শ্লোকে যে তত্ত্বদর্শী গুরু বা সাধুর নিকট অভিগমনপূর্বক তাঁহার সেবা করিতে করিতে জ্ঞান-লাভের উপদেশ আছে, তাহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শ্রীভক্তি-সন্দর্ভের সিদ্ধান্তানুযায়ী বৈধী ভক্তির পূর্বাঙ্গ—গুরুপদাশ্রয় পর্যন্ত সৎসঙ্গ। বস্তুতঃ নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির অন্তর্গত যে 'মহৎ-সেবা', যাহাতে ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ, অভিনিবেশ ও নিরবচ্ছিন্ন মনোগতির পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে বশীভূত হ'ন, তাহার কোন কথা শ্রীগীতায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বশকারী মহৎসঙ্গের কথা প্রচুরভাবে রহিয়াছে; কারণ, কৃষ্ণভক্তির জন্মমূলই হইল 'মহতের সঙ্গ'। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি ক্রিয়া দূরে থাকুক, ভক্তির সাধনসমূহও মহতের সঙ্গ ও কৃপা-ব্যতীত ফলপ্রদ হয় না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন,—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥[২]

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-বিগ্রহ শ্রীউদ্ধব-মহারাজ মহৎ-শিরোমণি শ্রীগোপী-গণের শ্রীচরণরেণু প্রার্থনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ হ্লাদিনীর দূত মহদ্গণের জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম শ্লোক "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—যাহাতে শরণাগতির কথাই চরম প্রভূপদেশ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেই শরণাগতির পরেই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের

১। গীতা ৪।৩৪; ২। চৈ চ ম ২২।৫১

কথিত নববিধ ভক্ত্যাত্মক শ্রীভাগবতধর্মের আরম্ভ হইয়াছে। গীতায় শরণাগতির প্ররোচনা বা প্রেরণা আছে; আবার শরণাগত সাধক স্বরূপতঃ সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইয়াছেন—পাছে এরূপ মনে করেন, সেই আশঙ্কা পরিহারের জন্য ভগবান্‌কে সঙ্গেসঙ্গেই বলিতে হইয়াছে—'তুমি শোক করিও না। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।' কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে দেখা যায়,—"পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।" এস্থানে শ্রীজীবপাদ[1] ও শ্রীধরস্বামিপাদ টীকা করিলেন,—"তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, সা (ভক্তিঃ) চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য—তাঁহারই সুখের জন্য এইরূপ ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান বা আবেশ-যুক্তা যে ভক্তি, তাহা যদি পূর্বে অর্পিত হইয়া কৃত হয়, তবেই তাহা 'সাক্ষাদ্ভক্তি'; আর অনুষ্ঠানসমূহ কৃত হইয়া পরে অর্পিত হইলে তাহা সাক্ষাদ্‌ভক্তি নহে, তাহা 'কর্মার্পণ'। "যৎ করোষি যদশ্নাসি" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে এই কর্মার্পণের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতার চরম শ্লোকেও স্বতঃস্ফূর্ত সর্বধর্ম-পরিত্যাগের পরিচয় নাই—ইহা শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদের সিদ্ধান্ত হইতে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য ভক্তকৃপৈকলভ্যা সুকৃতির ফলে ফলতঃ ও স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করিবার পরই গৌড়ীয় মহতের কৃপামূলা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে।



১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৬৯ অনু।

দ্বাদশ-মাধুরী

পঞ্চরাত্র ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম

'পঞ্চরাত্র' নামের নিরুক্তি

'পঞ্চরাত্র'-নামটির বিভিন্ন প্রকার নিরুক্তি পাওয়া যায়। শ্রীনারায়ণ পঞ্চ-আয়ুধাংশ-স্বরূপ পঞ্চঋষিকে (শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জ্যায়ন, কৌশিক ও ভরদ্বাজ) এক এক অহোরাত্র ব্যাপিয়া যে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহাই 'পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বে এই শাস্ত্রের নাম—'একায়ন', 'মূলবেদ', 'সাত্বতশাস্ত্র' বা 'ভাগবতশাস্ত্র' ছিল।[১]

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায়[২] উক্ত হইয়াছে,—তত্ত্ববস্তুর পর, ব্যূহ, বিভব ও স্বভাবাদি-নিরূপণ এবং একমাত্র মোক্ষফলের উদ্দেশক যে তন্ত্র, তাহাই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ—এই 'পঞ্চকাল উপাসনা' যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই 'পঞ্চরাত্র'। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মন্দির-মার্জনাদি-দ্বারা সংস্কারকে —'অভিগমন', গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা পূজাসম্পাদনের নাম—'উপাদান', শ্রীবিষ্ণুপূজাকে—'ইজ্যা', অর্থানুসন্ধানপূর্বক মন্ত্রজপকে—'স্বাধ্যায়' এবং স্তোত্র-পাঠ, নাম-কীর্তন ও তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে—'যোগ' বলে।

'রাত্রি'-শব্দের অর্থ অজ্ঞান ও 'পঞ্চ'-শব্দের অর্থ নাশক ; সুতরাং 'পঞ্চরাত্রের' অর্থ—অজ্ঞান-নাশক শাস্ত্র।[৩] শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের মতে রাত্র-শব্দে—'জ্ঞান', উহা পাঁচ প্রকার। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান—'সাত্ত্বিক-জ্ঞান' অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও জরানাশক পরমতত্ত্ব-জ্ঞান ও শুদ্ধমুক্তিপ্রদ

১। ঈশ্বর-সংহিতা ২১।৫১৯,৫৩২,৫৩৩ ; ২। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা ১১।৬৩,৬৪ ;
৩। শ্রীপ্রশ্ন-সংহিতা ২।৪০

জ্ঞান; তৃতীয় জ্ঞান—শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি-প্রদায়ক সর্বশ্রেষ্ঠ 'নির্গুণ-জ্ঞান'; চতুর্থ যৌগিকজ্ঞান—'রাজসিক'; ভক্তগণ উহা অভিলাষ করেন না। পঞ্চম-জ্ঞান—'তামসিক'; ইহা জ্ঞানিমাত্রেরই অবাঞ্ছনীয়। এই পঞ্চপ্রকার জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ পঞ্চরাত্র বলেন।[১]

শ্রীপঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণিকতা

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অত্যন্ত বিপুল ও বিস্তৃত। প্রশ্ন (২।৪১), বিষ্ণুতিলক (১।১৪০, ১৪৫) ও অন্যান্য সংহিতার উক্তি-অনুসারে আদি-পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র দেড়কোটি শ্লোকে গ্রথিত ছিল। পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত যে সকল গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা দ্বাদশ-সহস্র পর্যন্ত, সেই সকল গ্রন্থ 'সংহিতা'-নামে কথিত।[২] পঞ্চরাত্র-সংহিতা বিভিন্ন অধ্যায়ে বা পটলে বিভক্ত। পঞ্চরাত্রে সাধারণতঃ দশটি বিষয়ের বিবৃতি দৃষ্ট হয়—(১) চতুর্ব্যূহ-সিদ্ধান্ত, (২) মন্ত্র, (৩) যন্ত্র, (৪) মায়াযোগ, (৫) যোগ, (৬) শ্রীমন্দির-নির্মাণ, (৭) প্রতিষ্ঠাবিধি, (৮) সংস্কার-আহ্নিক, (৯) বর্ণাশ্রমধর্ম ও (১০) উৎসব।

পঞ্চরাত্র—সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্র বা বেদ। ইহা শ্রীনারায়ণ শ্রীনারদের নিকট কীর্তন করেন। শ্রীনারদ হইতে শ্রৌত-পারম্পর্যে ঋষিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদ-সমন্বিতম্। সাংখ্যযোগকৃতং তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্। নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুরা॥"[৩] অর্থাৎ এই চতুর্বেদ-সমন্বিত মহোপনিষৎ সাংখ্যযোগযুক্ত হইয়া 'পঞ্চরাত্র'-নামে কথিত হইয়াছেন। ইহা শ্রীনারায়ণের শ্রীমুখ-বিগলিত এবং পূর্বে শ্রীনারদ ইহা অন্যান্য ঋষিগণকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

১। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র, ১।৪৫—৫৬; ২। পৌষ্কর-সংহিতা পুঁথি, ৪০শ অধ্যায় (India Office Mss Library, London); ৩। শ্রীমহাভারত, শা প মো ৩৩৯।১১১,১১২, বঙ্গবাসী-সং, ১৮২১ শকাব্দ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে[১] কথিত হইয়াছে যে, শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট হইতে 'একায়ন'-শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। বেদকল্পতরুর এই একায়ন-স্কন্ধ হইতেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—'শ্রীশাণ্ডিল্য, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীসুগ্রীব, শ্রীহনূমান, শ্রীবিভীষণ, শ্রীসনক, শ্রীশঠকোপ-প্রমুখ মুনিগণ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রবর্তক।'[২]

যাঁহারা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ধর্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে 'পাঞ্চরাত্রিক', 'ভাগবত' বা 'সাত্বত' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; আর যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা 'পরমৈকান্তী', 'সূরি' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—"সূরিঃ সুহৃদ্ ভাগবতঃ সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ। একান্তিকস্তন্ময়শ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি ॥"[৩]

বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত পঞ্চরাত্র-মাহাত্ম্য

শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'সমস্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ।' ন্যায়ানুমোদিত শাস্ত্রোক্ত বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে জানা যায়, —সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অঙ্গ অরণ্যমধ্যে পঠিত হয়) পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবাপন্ন। এই শাস্ত্র-সমূহই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হয়।[৪] শ্রীবরাহপুরাণ, শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, শ্রীকূর্মপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পঞ্চরাত্রের প্রচুর মাহাত্ম্য পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে[৫] উক্ত হইয়াছে, শ্রীবিষ্ণু তৃতীয়বারে মুনিগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত দেবর্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদরূপে সাত্বত-পাঞ্চরাত্রাগম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চরাত্রের উক্তি হইতে ভগবদ্ধর্মসমূহ

১। ছান্দোগ্য ৭।১।২; ২। ঈশ্বর-সংহিতা ৮।১১৫—১১৭; ৩। পাদ্ম-সংহিতা ৪।২।৮৮; ৪। মহাভারত, শা প মো ৩৪৯।৬৮, ৬৯, বঙ্গবাসী-সং; ৫। ভা ১।৩।৮, ১১।৩।৪৭

কর্মবন্ধন-মোচনের কারণ হয়। যিনি শীঘ্রই স্বীয় হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদনে অভিলাষী, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধিক্রমে শ্রীকেশবদেবের আরাধনা করিবেন।

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র—(১) 'দিব্য' অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবৎপ্রদত্ত ও (২) 'মুনিভাষিত' অর্থাৎ ঋষিপ্রোক্ত-ভেদে দ্বিবিধ।[১] অন্যপ্রকারে—পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত। এই চতুর্বিভাগের ক্রম ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ঈশ্বর-সংহিতায় এই চারি ভাগের ক্রম এইরূপ—আগম, মন্ত্র, তন্ত্র ও তন্ত্রান্তর; কিন্তু পাদ্ম-সংহিতায় প্রথম—মন্ত্র, দ্বিতীয়—আগম এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ ঈশ্বর-সংহিতার অনুরূপ।[২]

পঞ্চরাত্র-সংহিতা-পঞ্জী

মান্দ্রাজের 'আডিয়ার লাইব্রেরী' হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Introduction to the Pancaratra'-নামক পুস্তিকায় পঞ্চরাত্র-সংহিতার যে একটি পঞ্জী (তালিকা) সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে ২১০টি সংহিতা এবং পৃথগ্‌ভাবে আরও কয়েকটি সংহিতার নাম পাওয়া যায়। কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, বিষ্ণুতন্ত্র ও হয়শীর্ষ-সংহিতা এবং অগ্নিপুরাণে যে-সকল সংহিতার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উহাতে মাতৃকাক্রমে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কপিঞ্জল-সংহিতায় ১০৬টি পঞ্চরাত্র-সংহিতার নাম, পদ্মতন্ত্রে ১১২টি নাম, বিষ্ণুতন্ত্রে ১৪১টি নাম, হয়শীর্ষ-সংহিতায় ৩৪টি নাম, নারদীয়-পঞ্চরাত্রে ৭টি নাম, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (জন্মখণ্ড, ১৩২ অ) ৫টি পঞ্চরাত্রের নাম এবং অগ্নিপুরাণে (৩৯শ অ) ২৫টি নাম পাওয়া যায়। 'আগমপ্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্যপাদ ৫টি সংহিতা, 'শ্রীভাষ্যে' শ্রীরামানুজাচার্যপাদ ৩টি সংহিতা (সাত্বত-সংহিতা, পরম-সংহিতা ও পৌষ্কর-সংহিতা), শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য 'পাঞ্চরাত্র-রক্ষা'য় ২৮টি সংহিতার নাম এবং 'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনে' ১টি আগম, ২টি তন্ত্র ও ৩টি

১। ঈশ্বর-সংহিতা ১।৫৪—৫৬; ২। ঐ ২১।৫৬০, ৫৬১; পাদ্ম, চর্যাপাদ ১৯ অ।

সংহিতা, মোট ৬টি পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মধ্বাচার্য 'শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্যে' ২৭টি সংহিতা ও ১০টি তন্ত্র, একত্রে ৩৭টি এবং স্বকৃত 'বেদান্তভাষ্যে' ৮টি সংহিতা ও ৫টি তন্ত্র—মোট ১৩টি পঞ্চরাত্র-মূলক গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। *

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র

সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য একবাক্যে শ্রীপঞ্চরাত্রের মহিমা গান করিয়াছেন। 'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র-বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের হেতু', ইহা ব্রহ্মযামলে উক্ত হইয়াছে।

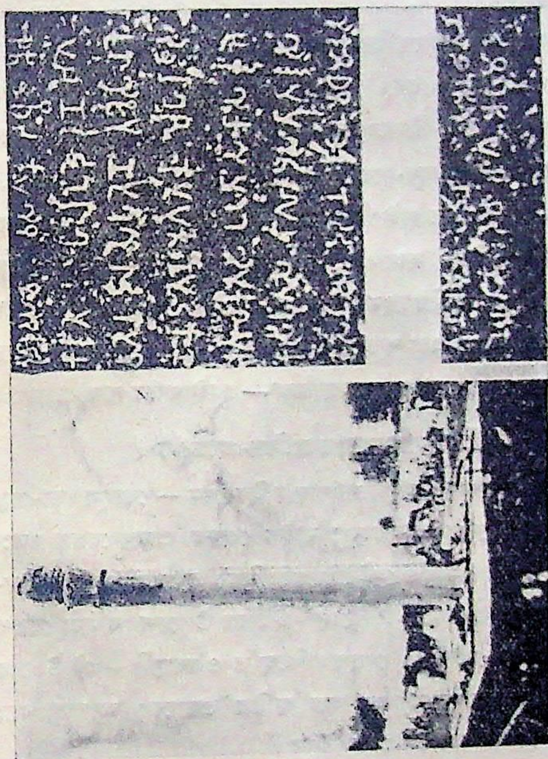
ডক্টর স্‌্রাডার, ডক্টর রামগোপাল ভাণ্ডারকার-প্রমুখ গবেষকের মতে বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'জ্ঞানামৃতসার' বা 'নারদ-পঞ্চরাত্র'টি অর্বাচীন। লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া অফিসে' রক্ষিত 'পৌষ্কর-সংহিতা'র যে প্রতিলিপি আমাদের সংগ্রহে আছে, তাহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে "ইতি শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে পৌষ্করসংহিতায়াম্" ইত্যাদি পুষ্পিকা পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, 'পৌষ্করসংহিতা' শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রেরই অন্তর্গত বা উহা হইতে অভিন্ন। 'নারদ-পঞ্চরাত্রে'র নামে যে সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্তিকালে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা তত্ত্ববিদ্ আচার্যগণ স্বীকার করেন নাই।

শ্রীপঞ্চরাত্রের সনাতনত্ব

পঞ্চরাত্রের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকগণ যে-সকল প্রমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সকলই 'আপেক্ষিক' ও 'আনুমানিক'। পাণিনির ও পতঞ্জলির সময়ে 'বাসুদেব-উপাসনা' বর্তমান ছিল ("বাসু-দেবার্জুনাভ্যাং বুন্"—অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৯৮) বা মেগাস্থিনিসের বিবরণে

* 'পঞ্চরাত্র'-সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা ও বিবরণ, গ্রন্থকার-কর্তৃক সম্পাদিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে (১০ই জুলাই, ১৯৪৪ খৃঃ) তদ্রচিত 'শ্রীপঞ্চরাত্র-'প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমথুরায় 'বাসুদেব-উপাসনা'র কথা বিবৃত হইয়াছে; অথবা গোয়ালিয়র রাজ্যের বেস-নগরে আবিষ্কৃত গরুড়স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে



গোয়ালিয়র রাজ্যের বেস-নগরস্থিত গরুড়স্তম্ভ এবং তদুপরি উৎকীর্ণ শিলালেখ
(প্রাকৃত-ভাষায় ব্রাহ্মী-লিপিতে লিখিত)

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হেলিওডোরাস্-নামক গ্রীসদেশীয় ভাগবত[১]-কর্তৃক 'গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ' নির্মিত হইবার প্রমাণ প্রভৃতি হইতে যে পঞ্চরাত্র-

১। কতিপয় গবেষক ১৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতে ১০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে উক্ত স্তম্ভের নির্মাণকাল নিরূপণ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রের প্রাচীনতা বা অর্বাচীনতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই পরিবর্তনযোগ্য ; কারণ, এখনও পৃথিবীর সমস্ত শিলালিপি বা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ নিঃশেষে আবিষ্কৃত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য আনুমানিক বা আপেক্ষিক প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া সুধীগণ শব্দপ্রমাণকে স্বীকার করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১।২), শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৩।৬।১) ও শ্রীমন্মহাভারতে (ভীষ্মপর্বে ও শান্তিপর্বে) যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে শ্রীনারায়ণ-মুখোদ্গীর্ণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাণী—তাহাই 'উপনিষদ্'—তাহাই 'বেদ'। আপ্তবাক্য-বিশ্বাসী দিব্যসূরিগণ সকলেই একবাক্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের 'সনাতনত্ব' কীর্তন করিয়াছেন। ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে 'সাত্বত'-শব্দের প্রয়োগ আছে এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৩।৬।১) 'পঞ্চরাত্র'-সূত্রের উল্লেখ আছে।[১] 'সাত্বত' ও 'পাঞ্চরাত্রিক'—একই পর্যায়-শব্দ।

শ্রীপঞ্চরাত্রের স্বতঃসিদ্ধ-প্রামাণ্য

'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্যপাদ বলিয়াছেন,—'বেদমূলকতা-হেতু পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের আবশ্যকতা নাই ; বেদের প্রমাণ যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, পঞ্চরাত্রের প্রমাণও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং পঞ্চরাত্র বেদ-মূলক বলিয়া প্রমাণ নহে।' বেদ—ঈশ্বরের উপদেশ বলিয়া যেরূপ প্রমাণ, পঞ্চরাত্রও সেইরূপ। যেরূপ বশিষ্ঠস্মৃতি ও মনুস্মৃতি—এই উভয়ের মধ্যে এক স্মৃতির প্রামাণ্যের জন্য অন্য স্মৃতির প্রমাণের অপেক্ষা করে না, বেদ ও পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধেও সেই বিচার।

একমাত্র মোক্ষমার্গ ই 'পঞ্চরাত্র'। এইজন্য ইহার নাম 'একায়ন'—এক (অদ্বিতীয়) + অয়ন (পথ বা মার্গ)। শ্রীশঙ্করাচার্য ছান্দোগ্যভাষ্যে

১। "স এতং পুরুষমেধং **পঞ্চরাত্রং** যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ।"—শতপথ-ব্রা (১৩।৫।৪।২১, ১৩।৬।১), ঐতরেয়-ব্রা ২।২৫।৬, ৮।১৪।৩

'একায়ন'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'নীতিশাস্ত্র'। 'একায়ন'-শব্দের অর্থ 'নীতিশাস্ত্র' হইতে পারে না; কারণ, ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১।২) 'ক্ষাত্রবিদ্যা'-শব্দটিও আছে। ক্ষাত্রবিদ্যার অন্তর্গতই নীতিশাস্ত্র। একায়ন শব্দের অর্থ—নীতিশাস্ত্র করিয়া পুনরায় 'ক্ষাত্রবিদ্যা' বলিলে দ্বিরুক্তি-দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শাঙ্কর-ভাষ্যে 'ক্ষাত্রবিদ্যা'র অর্থ করা হইয়াছে 'ধনুর্বেদ'; কিন্তু ক্ষাত্রবিদ্যা—কেবল ধনুর্বেদ নহে, সমগ্র রাজনীতি-শাস্ত্রই ক্ষাত্রবিদ্যার অন্তর্গত।

শ্রীপঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত ও শ্রীশঙ্করাচার্য

শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ পঞ্চরাত্রের ব্যূহ-সিদ্ধান্ত, পঞ্চকাল-উপাসনা এবং পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীবাসুদেবের পরাৎপরত্ব, অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি মূল বিষয়গুলি স্বীকার করিয়াছেন[১]; কিন্তু যাহা পঞ্চরাত্রের বা কোন সাত্বত-শাস্ত্রের আদৌ সিদ্ধান্ত নহে, ঐরূপ কয়েকটি কল্পিত মতকে পাঞ্চরাত্রিকগণের মত বলিয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য একটি বালোচিত যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন,—"চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্—ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনেতি সিদ্ধম্।"[২] অর্থাৎ 'শাণ্ডিল্য বেদ-চতুষ্টয়ে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি বাক্যে বেদনিন্দা দর্শন-হেতু ভাগবতদিগের উক্ত কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহাই সিদ্ধ হইল।'

শঙ্কর-মতবাদ-খণ্ডন

শ্রীশঙ্করের এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া শ্রীরামানুজ বলিয়াছেন[৩],—শ্রুতিতে দেখা যায়, শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারকে বলিয়াছেন,—'হে ভগবন্!

১। ব্র সূ ২।২।৪২—শাঙ্করভাষ্য; ২। ঐ ২।২।৪৫—ঐ; ৩। শ্রীভাষ্য ২।২।৫২

আমি বেদমন্ত্রবিৎ হইয়াছি বটে, কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই।'[১] শ্রীনারদ বেদচতুষ্টয় পাঠ করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই বলিয়াছেন বলিয়া কি শ্রীনারদ বা ঐসকল শ্রুতিমন্ত্র বেদবিরুদ্ধ হইয়াছেন? বস্তুতঃ ভূমা বিদ্যার প্রসংশার জন্যই শ্রুতিতে শ্রীনারদের ঐরূপ শান্তি না পাওয়ার কথা আছে—যেমন বেদে অনুদিত-হোমের নিন্দা কেবল 'উদিত-হোমে'র প্রশংসার জন্যই। 'চারিবেদ-পাঠেও জীবের মতি স্থিরীকৃত না হওয়ায় শ্রীনারায়ণ বেদব্যাসরূপে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন'—এইরূপ বলায় ব্রহ্মসূত্র বেদবিরুদ্ধ অথবা শ্রীব্যাসদেবের আচরণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না; কিংবা 'হে অর্জ্জুন! বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণাতীত, নিষ্কাম) হও।'[২]—শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবানের এইরূপ উক্তি-দ্বারাও বেদনিন্দা হয় নাই।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনীতে[৩] বলিয়াছেন যে, পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে সংক্ষেপে বেদের পরিস্ফুট সারার্থ সংগৃহীত হওয়ায় বেদের অর্থ সুগম হইয়াছে, ইহাই শ্রীশাণ্ডিল্যের অভিপ্রায়। ইহাতে বেদনিন্দা হয় নাই। স্মৃতি-পুরাণাদিতেও উক্ত হইয়াছে,—'বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়। যিনি সাঙ্গোপনিষদ্ চারিবেদ জানেন, কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্র জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যায় না। বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়া মনে করি।'—এই সকল বাক্য যেমন বেদের দুর্বোধত্ব ও পুরাণের সুগমত্বের প্রতিপাদক, মহর্ষি শাণ্ডিল্যের বাক্যও তাহাই।

শ্রীশঙ্করাচার্যের পঞ্চরাত্রবিরোধী মতবাদের খণ্ডনে শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতে[৪] 'চতুর্ব্যূহ'-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্-

১। ছান্দোগ্য ৭।১।৩; ২। গীতা ২।৪৫; ৩। উপসংহার ৮১ পৃঃ; ৪। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃত ১।৪৪২—৪৪৯,৪৫২,৪৫৩-সংখ্যক কারিকা দ্রষ্টব্য।

ভাগবতের সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের (২।২।৪৩) শাঙ্কর-ভাষ্য-খণ্ডনপর সিদ্ধান্তরূপে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণু-তত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—'এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্তিগত হইয়া বিস্তারহেতু সমান-ধর্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশিত হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।''[১] ভাগবতগণ শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা শ্রুতি-বেদান্ত-মহাভারতাদি শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্যমহাশক্তি-মত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসী। শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ—এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্যভাব নাই। তাঁহারা সকলেই মায়াধীশতত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়: তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে''[২] ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ।

শ্রীরূপ-পাদের সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃত-সিদ্ধান্তের অনুসরণে শ্রীজীবপাদ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনীর উপসংহারে বলিয়াছেন,—

শ্রীভগবান্ ও (১) **শ্রীবাসুদেব** এক। পুরুষের নিরুপাধিক অবস্থাই 'বাসুদেব'। তিনিই পরমাত্মা, ইহা পাঞ্চরাত্রিকদিগের অভিপ্রায়। এই বাসুদেব কোনো সময়ে রক্তবর্ণ, কোনো সময়ে শ্যামবর্ণ, কোনো সময়ে বা গৌরবর্ণ; আবার কখনো চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনা-বিশেষে শাস্ত্রে ইঁহার নির্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সঙ্কর্ষণাদি আবির্ভাব আছে।

(২) **শ্রীসঙ্কর্ষণ**—ইনি সৃষ্ট্যাদির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির এবং এক অংশে সংহারার্থ রুদ্র, অধর্ম, যম, সর্প ও দৈত্যাদির

১। শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৬; ২। বৃহদারণ্যক ৫।১

নিয়মন করেন। ইনি—শুক্লবর্ণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনা-বিশেষে ইঁহার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেষাবিষ্ট—ইঁহারই অংশ।

(৩) **শ্রীপ্রদ্যুম্ন**—ইনি স্থূলকার্যের উৎপত্তি-নিমিত্ত সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের এবং এক অংশে বিশ্বসর্গের জন্য ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও কামদেবের নিয়মন করেন। ইনি কখনো গৌরবর্ণ, কখনো শ্যামবর্ণ ধারণ করেন। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। কামাবিষ্ট প্রদ্যুম্ন ইঁহারই অংশ।

(৪) **শ্রীঅনিরুদ্ধ**—ইনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মন করেন। স্থূলসৃষ্টি প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন এবং স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপে ধর্ম, মনু, দেব ও নৃপতিগণের নিয়মন করেন। ইনি শ্যামবর্ণ এবং মনের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে উপাস্য। মহাভারতীয় মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে[1] লিখিত আছে—মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ। ইহা পাঞ্চরাত্রিক মত। পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইঁহারা পরমবৈকুণ্ঠের আবরণস্থ পূর্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে এবং প্রপঞ্চে জলাবরণস্থ বেদবতীপুরে, দ্বারকা প্রভৃতিতে বিরাজ করেন।[2]

পঞ্চরাত্রাদিতে শ্রীসঙ্কর্ষণাদিকে জীব, মন ও অহঙ্কার বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে জীবাদি নহেন, কিন্তু জীবাদির অধিষ্ঠাতৃদেবরূপেই উপাস্য—এই অভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। সর্বত্রই ইঁহাদিগকে শ্রীবাসুদেবতুল্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এক দীপ হইতে যেমন বহু দীপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সকল দীপই তুল্য; ইঁহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা। ‘আবির্ভাব’ অর্থ বুঝাইতে এখানে ‘উৎপত্তি’-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেই তুল্য হইলেও শ্রীবাসুদেবেই আধিক্য; কারণ, শ্রীবাসুদেব হইতেই ইঁহাদের সকলের আবির্ভাব। শ্রীবাসুদেবে

১। মহাভারত শা প মো, ৩৩৯।৪১, ৪২ শ্লোক, পুনা-সং; ২। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৯১ অধ্যায়।

আধিক্য-স্বীকারে কোন দোষ হয় না ; যেহেতু অংশ ও অংশীর একত্ব-বোধার্থই সকলকে তুল্য বলা হইয়াছে। ব্যূহ—অনন্ত, কেবল মুখ্যত্ব-বিচারে ব্যূহচতুষ্টয়ের কথা আলোচিত হইল।

'ভাগবত-মতাবলম্বিগণ বলেন যে, বাসুদেব-নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা অসম্ভব; এজন্য উক্ত মতও অযুক্ত'—শাঙ্কর-ভাষ্যের এই স্বকপোলকল্পনা-নিরাকরণের জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ"[১] ইত্যাদি সূত্রানুসারে পাঞ্চরাত্রিক মতের দোষ-সমূহ সূচিত হয়—এ কথা বলিতে পার না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য ঐ সকল সূত্র শাক্তমত (পুরুষোত্তমের আশ্রয় ব্যতীত স্বাধীনভাবে শক্তিই জগৎ-সৃষ্টিকারিণী—এই মতবাদ) দূষণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ পুরাণাদিতেও এই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবাসুদেবাদি ব্যূহসম্বন্ধেও পুরাণাদিতে শত শত স্থানে উল্লেখ ও বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রুতিরও শত শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এক বস্তুরই গুণ-গুণিত্ব-রূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—'অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ—এই সকল ভগবৎ-শব্দবাচ্য।' শ্রীমহাভারতে পঞ্চরাত্রবিদ্গণের সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবের পরমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণীয় নহে; তাহার নিন্দাই শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'সাঙ্খ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত—এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানদ-শাস্ত্র বলিয়া জানিবে।'[২] মহাভারতে আরও উক্ত হইয়াছে,—সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা 'কপিল'। এই উপক্রম করিয়া তৎপরে বলা হইয়াছে,—'সমগ্র পঞ্চরাত্র-

১। ব্র সূ ২।২।৪২ ; ২। মহাভারত শান্তিপর্ব, ৩৪৯।৬৪, বঙ্গবাসী-সং, ১৮২১ শকাব্দ।

শাস্ত্রের বক্তা—স্বয়ং ভগবান্।' এ স্থলে 'স্বয়ং-ভগবান্' পদদ্বারা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের অধিক মাহাত্ম্যই সূচিত হইয়াছে।

যদিও প্রাচীনকাল হইতে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত—এই দুইটি ধারা ভক্তিপথাবলম্বিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চননিষ্ঠ ও ভাগবতগণ ভজননিষ্ঠ বলিয়া জানা যায়, তথাপি উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা উদ্দেশ্য-ভেদ নাই। পাঞ্চরাত্রিকগণ ভাগবতত্ব-লাভের জন্য অর্চন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপশিক্ষায় দৃষ্ট হয়—

অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি 'জ্ঞান', 'কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥[১]



ত্রয়োদশ-মাধুরী

শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম

শ্রীমদ্ভাগবতের অপৌরুষেয়ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের ন্যায়ই 'অপৌরুষেয়'। বৃহদারণ্যক[২] ও ছান্দোগ্যোপনিষৎ[৩] পুরাণকে 'পঞ্চম-বেদ' বলিয়াছেন। বেদ যেমন সৃষ্টির আদিতে শ্রীব্রহ্মার হৃদয়কে দ্বার করিয়া প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পুরাণও সেইরূপ শ্রীবেদব্যাসের হৃদয়কে দ্বার করিয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন।[৪] শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীবেদব্যাস ভক্তিযোগ-সমাধিতে

১। চৈ চ ম ১৯।১৬৮,১৬৯ ; ২। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ ; ৩। ছান্দোগ্য ৭।১।২ ; ৪। ভা ১।৭।৩—৮

শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন।[১] শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণেতা বা স্রষ্টা নহেন, তিনি—'স্মর্তা'। শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদে[২] শ্রীমদ্ভাগবতকে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলা হইয়াছে। পুরাণশাস্ত্র—অপৌরুষেয় বেদ বলিয়াই ব্রহ্মযজ্ঞে তাঁহার 'বিনিয়োগ' দৃষ্ট হয়। বেদ আপনাকে স্ত্রী, শূদ্র, ও দ্বিজবন্ধুর (ব্রাহ্মণাধমের) শ্রুতিগোচর করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে শ্রদ্ধানুমাত্রেরই অধিকার—তথায় স্ত্রী-শূদ্রাদির বিচার নাই—এই কথা হইতে কেহ কেহ শ্রীমদ্-ভাগবতাদি পুরাণের অ-বেদত্ব কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বেদের মধ্যে কোনো কোনো অংশবিশেষে যথা—'রথকারের অগ্ন্যাধান'[৩] মন্ত্রে শূদ্রবিশেষের অধিকার দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের বহু 'সূক্ত' ও 'মন্ত্রাদি' স্ত্রী-শূদ্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছিল, ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঐ সকল অংশ বেদ নহে, ইহা বলা যায় না। সামান্য বিধিতে ঋগাদি চারি বেদে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার নাই, বিশেষ বিধি-বলে তাহাদের অধিকার আছে। বেদ-কল্পলতার পরমোৎকৃষ্ট চিন্ময় ফল শ্রীকৃষ্ণনামে যেরূপ সকলেরই অধিকারের কথা প্রভাসখণ্ডে কীর্তিত হইয়াছে, সেইরূপ পঞ্চম-বেদ—পুরাণেও সকলেরই অধিকারের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।[৪]

Mythology ও পুরাণ—এক নহে

আধুনিক শিক্ষিত মনীষিগণও বলেন, "পুরাণ—Mythology নহে। পুরাণগ্রন্থেই পুরাণের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। * * * যদি অন্তঃপ্রমাণ বিচারে দেখা যায় পুরাণে অসংগতি নাই তবে অতিপ্রাচীন

১। ভা ১।৭।৪—৮ ; ২। ঐ ১।৪।৭ ; ৩। "বচনাদ্রথকারস্যাধানেঽস্য সর্বশেষত্বাৎ"—
পূর্বমীমাংসা (৬ ১ ৪৪ সূত্র)—শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য ; ৪। "তদেবমিতিহাসপুরাণয়োর্বেদত্বং
সিদ্ধম্। তথাপি সূতাদীনামধিকারঃ। সকল-নিগমবল্লী-সৎফল-শ্রীকৃষ্ণনামবৎ।"—
শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ২৫ অনু, ৩,৪ পৃঃ।

কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ধারাবাহিক ইতবৃত্ত বর্তমান আছে বলিতে হইবে। পুরাণকে লিখিত ইতবৃত্ত বলিয়া মানিলে ভারত-পুরাবৃত্ত বিচারে আর অবিশ্বাসের ভিত্তি রাখা চলিবে না। পুরাণের সকল কাহিনীর সমর্থনের জন্য পদে পদে শিলালিপি প্রভৃতি বস্তু-প্রমাণ দাবী করা অযৌক্তিক হইবে।"[১] 'অনেকে পুরাণের ভাষা বিচার করিয়া মনে করেন যে, পুরাণ অর্বাচীন কালে লিখিত হইয়াছে; এ কারণে পুরাণবর্ণিত প্রাচীন ঘটনার সত্যতা-সম্বন্ধেও তাঁহারা সন্দিহান হ'ন। এই যুক্তি নিতান্ত অসার। আধুনিক ইংরেজীতে লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসে চসার ও তাঁহার পূর্ববর্তী কালেরও ঘটনার উল্লেখ আছে অথচ তাহার ভাষা আধুনিক। প্রতি যুগে পুরাণকর্তা ঋষি ও সূতগণ তৎকালীন ভাষায় পুরাতন ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। পুরাণে প্রাচীন সংগ্রহকারের ভাষা যে একেবারেই নাই তাহা নহে। যযাতিগাথা যযাতির রচিত বলিয়াই মনে হয়।॥ বি।৪।১০।৯-১৫॥ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতোক্ত উশনা কবির ধ্রুব-সম্বন্ধীয় গাথা পুরাণে আছে।॥ বি।১।১২। ৯৮-১০০॥ প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ পুরাণে আর্ষ প্রয়োগেরও অপ্রতুলতা নাই। সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য ও লোকহিতার্থে পুরাণবক্তা সূতগণ ও পুরাণকর্তা ঋষিগণ ভাষা যথাসম্ভব সরল করিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হয়। চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা। ইদং লোকহিতার্থায় সঙ্‌ক্ষিপ্তং দ্বাপরে দ্বিজাঃ॥ (স্কন্দ। ২ অধ্যায় প্রভাস। ১৭, ১৮॥ অর্থাৎ, অদ্ভুতকর্মা ব্যাস-কর্তৃক চতুর্লক্ষ শ্লোক কথিত হইয়াছে, হে দ্বিজগণ! দ্বাপরে লোকহিতার্থে ইহা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। আরও এক কথা মনে রাখা আবশ্যক; সংস্কৃত সাধারণের

১। পুরাণ-প্রবেশ (২য়-সং) গ্রন্থপরিচয়-প্রকরণের অ, ই পৃঃ, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু-কৃত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

কথ্য ভাষা ছিল না এজন্য বহু কালেও সংস্কৃতে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভাষার ভঙ্গি দেখিয়া সংস্কৃত লেখার কালনিরূপণ অসম্ভব।"[১]

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমহাভারত-প্রাকট্যের ক্রম

শ্রীবেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশ করিবার পর শ্রীমহাভারত প্রকট করেন, ইহা স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে[২] (২।৪৭) ও মৎস্যপুরাণাদি (৫৩।৬৯) শাস্ত্রে[৩] লিখিত আছে। অথচ গরুড়পুরাণে[৪] শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্র বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, শ্রীব্যাসদেব মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্রাদি প্রকাশ করিবার পরই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট করিয়াছিলেন।[৫] এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির (প্রথম মতে—পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত, পরে শ্রীমহাভারত; আর দ্বিতীয় মতে —পূর্বে ভারত, পরে ভাগবত) সামঞ্জস্য কিরূপে হয় ? তাহা হইলে কি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত কোনো পুরাণ ? নতুবা অষ্টাদশ পুরাণের পর মহাভারত এবং তাঁহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্যের সঙ্গতি কিরূপে হয় ?

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ নিম্নোদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত বাক্যের দ্বারা উক্ত সন্দেহের ভঞ্জন করিয়াছেন,—

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতং মুনিম্॥[৬]

অর্থাৎ শ্রীবেদব্যাস স্বয়ং প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত সাধারণভাবে আবিষ্কার করিয়া (কৃত্বা) এবং পরে শ্রীনারদের উপদেশক্রমে বিশেষভাবে প্রকট

১। পুরাণপ্রবেশ—৬,৭ পৃঃ; ২। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ১৪ পৃঃ, ৩য় পংক্তি; ৩। শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১।৫।৩; ৪। শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য(১।১।১)-ধৃত গরুড়পুরাণবাক্য ও শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৬ পৃঃ; ৫। ভা ১।৪।২৯,১।৫।৩; ৬। ঐ ১।৭।৮

করিয়া (অনুক্রম্য) নিবৃত্তিনিরত আত্মজ শ্রীশুকমুনিকে অধ্যাপনা করিয়া- ছিলেন।[১] ইহা হইতে জানা যায়, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্রহ্ম-নারায়ণ-সংবাদ-রূপে শ্রীব্যাসের দ্বারা প্রথমে সাধারণভাবে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত হইয়া আবির্ভূত হইলেও পরে মহাভারত এবং ব্রহ্মসূত্রাদি প্রকাশের পর * শ্রীনারদের উপদেশক্রমে 'শ্রীনারদ-ব্যাস-সংবাদ'রূপে শ্রীব্যাসের সমাহিত চিত্তে বিশেষভাবে প্রকটিত হ'ন এবং তাহাই তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট অধ্যাপনা করেন।[২] শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অন্যভাবেও ইহার সমাধান করিয়াছেন।[৩] শ্রীমহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বে শ্রীব্যাস-কর্তৃক রচিত হইলেও শ্রীপরীক্ষিতের পুত্র শ্রীজনমেজয়ের সভায় উক্ত মহাভারত বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয়। এইজন্যই অষ্টাদশ পুরাণের (তদন্তর্গত-রূপে শ্রীমদ্ভাগবতের) পর মহাভারতের প্রাকট্যের কথা কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাস প্রথমে চব্বিশ-হাজার শ্লোকে মহাভারত প্রকাশ করেন। পরে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায় দেড়-শত শ্লোকে রচনা করেন। শ্রীব্যাসশিষ্য শ্রীবৈশম্পায়ন শ্রীজনমেজয়ের সভায় শ্রীমহাভারত লক্ষ-শ্লোকরূপে বিস্তার করিয়া প্রকাশ করেন।[৪]

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র পুরাণ নহে। মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণাদিতে অষ্টাদশ-পুরাণের অন্যতম শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল লক্ষণ ও শ্লোক-সংখ্যাদি কথিত হইয়াছে, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রজোয্য হয়।

১। শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১।৩।৩-অনুযায়ী তাৎপর্য।

* শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর এবং শ্রীপরীক্ষিত কর্তৃক কলি-নিগ্রহের পূর্বে—'সারার্থ-দর্শিনী' ১।৭।৮

২। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ২ অনু, ১৬ পৃঃ ও শ্রীসারার্থদর্শিনী(১।৭।৮)-টীকা দ্রষ্টব্য; ৩। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ১৪ পৃঃ; ৪। মহাভারত, আ প, ১ম অ, ১০২—১০৪, ১০৯ শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং।

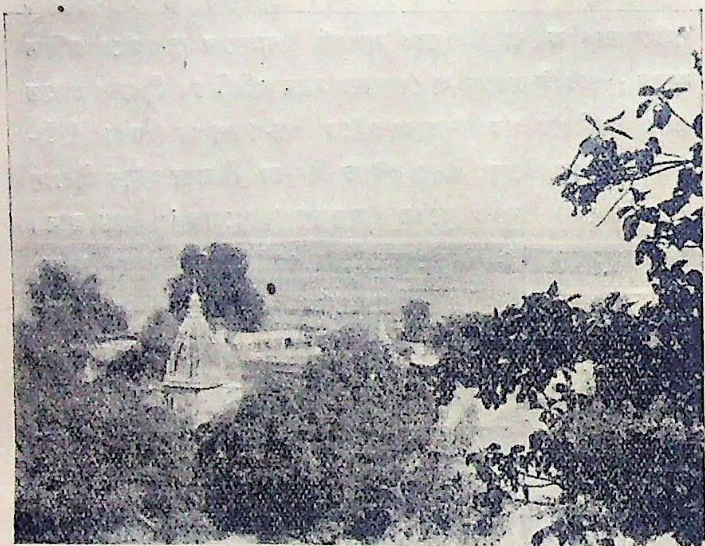
শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব

শ্রীভগবান্ সর্বপ্রথমে 'প্রণব' এবং তৎপরে প্রণবের অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য 'গায়ত্রী' প্রকট করেন। গায়ত্রী—'বেদমাতা'। গায়ত্রী হইতে চারিবেদ ও সমস্ত উপনিষদের আবির্ভাব হইয়াছে। বেদ ও উপনিষৎ-সমূহ গায়ত্রীর মর্ম বিবৃত করিয়াছেন। চারিবেদ ও উপনিষৎসমূহ পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের সারমর্ম শ্রীব্যাসদেব সূত্রাকারে গ্রথিত করেন; তাহাই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র নামে পরিচিত। শ্রীব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিবার পর শ্রীনারায়ণ হইতে শিষ্য-পরম্পরায় (অর্থাৎ শ্রীশ্রী-নারায়ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস ইত্যাদিক্রমে) শ্রীমদ্ভাগবতের বীজস্বরূপ 'চতুঃশ্লোকী'[1] প্রাপ্ত হ'ন। উক্ত চতুঃশ্লোকী ও স্বকৃত বেদান্তসূত্রের একই তাৎপর্য অনুভব করিয়া শ্রীব্যাসদেব চতুঃশ্লোকীর বিস্তারপূর্বক বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট করেন। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসের কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ অপরের পক্ষে মনীষা-দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এজন্য শ্রীব্যাস নিজকৃত সূত্রের প্রকৃত অর্থ নিজেই করিয়াছেন এবং তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন।[2]

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্র প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখন নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত—সমাধিতে প্রাপ্ত হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হ'ন। তাহাই সংক্ষিপ্তাকারে পুনরায় সূত্ররূপে প্রকটিত হ'ন। পরিশেষে তাহা হইতে বিস্তৃতরূপে সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়।[3]

১। ভা ২।৯।৩২—৩৫; ২। চৈ চ ম ২৫।৮৯—৯৮; ৩। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১ম অনু, ৫, ৭ পৃঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্তন-সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—সরস্বতীর পশ্চিম-তটে 'শম্যাপ্রাস'-নামক স্থানে—বদরিকাশ্রমস্থ ব্যাসাশ্রমে।[১] এই সময়ে মহামুনি শ্রীব্যাস গুরুবর শ্রীনারদের আদেশে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রথমে শ্রীশুকদেবের নিকট অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।



শ্রীশুকরতল—দূরে শ্রীগঙ্গা প্রবাহিতা

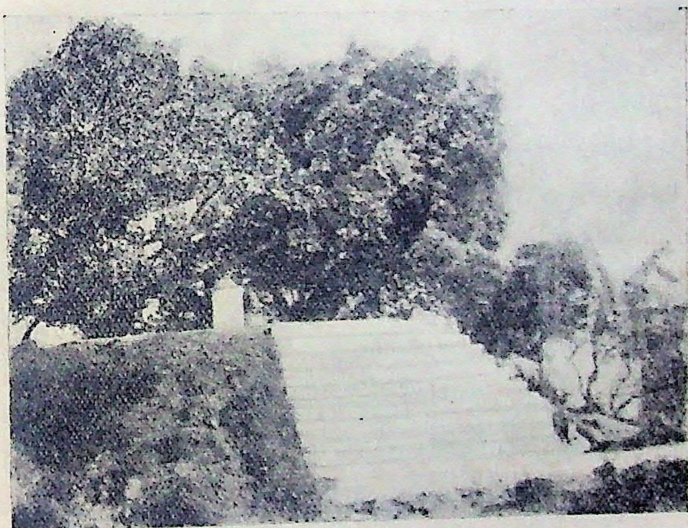
শ্রীমদ্ভাগবত-সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল গঙ্গার তীরে। সেই স্থানের বর্তমান নাম 'শুকরতল'। এখানে শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিতের নিকট লোমহর্ষণি শ্রীসূতগোস্বামি-প্রমুখ বহু ঋষির সম্মুখে এক সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্তন করিয়াছিলেন।[২]

১। ভা ১।৭।২,৩; ২। ভা ১।১৯।৫—৪০; শুকরতলের বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিকপত্রে (১০ম বর্ষ, ২য় ও ২১শ সংখ্যা) গ্রন্থকার-রচিত 'শুকরতল' এবং 'শ্রীপরীক্ষিত-পারায়ণ-পীঠে প্রভুপাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-সভার তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতী-তটস্থিত 'শ্রীনৈমিষারণ্য'—যে স্থানে শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষির নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবতের সার্বভৌম অসমোর্ধ্বত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত—বেদ-কল্পবৃক্ষের অষ্টি-বল্কলাদিরহিত সচ্চিদানন্দ-রসঘন প্রপক্কফল—শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা-শ্রীনারদ-শ্রীব্যাস-শ্রীশুক-প্রমুখ মহদ্-



শুকরতলে শ্রীশুকদেবজী-টীলা ও শ্রীশুক-পাদপীঠ

গণের শ্রীমুখপদ্ম-নিঃসৃত হইয়া অখণ্ডভাবে জগতে অবতীর্ণ এবং অপ্রাকৃত-রসিক ও ভাবুকগণের অনুক্ষণ নিত্য-আস্বাদ্য মূর্তিমান ভক্তিরস। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-লীলার পর তাঁহারই

১। ভা ১।১।৪

দ্বিতীয় বিগ্রহ ও অচিন্ত্যপরমচমৎকারলীল শব্দার্চারূপে ইনি কলিযুগে অহৈতুকী কৃপা-বিস্তার-পূর্বক আবির্ভূত। সুতরাং স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব শ্রী-কৃষ্ণের ন্যায়ই গ্রন্থাবতার শ্রীমদ্ভাগবতও স্বয়ংরূপ-শাস্ত্র।

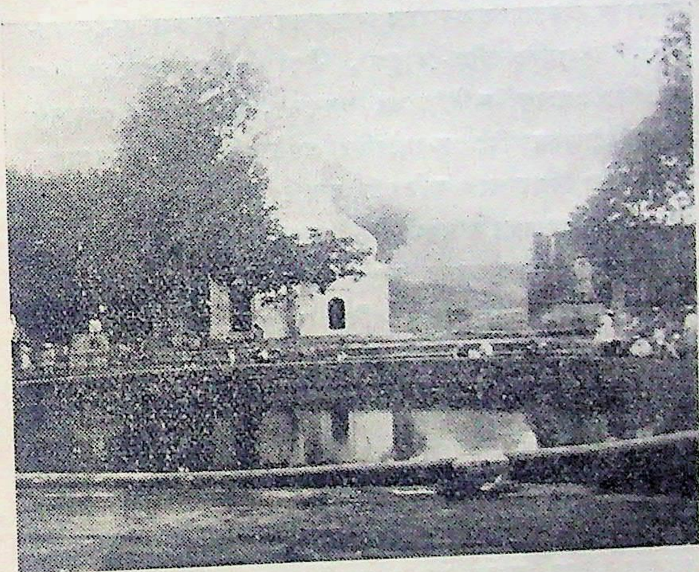
শ্রীমদ্ভাগবত—সকল-নিগমাগমের সার, মহাপুরাণসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম অমলপুরাণ, সাত্বত-তন্ত্রগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমহংসী সংহিতা,



শ্রীনৈমিষারণ্যে গোমতী-নদীর দৃশ্য

একাধারে স্বতঃসিদ্ধ গায়ত্রীভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ভারত-তাৎপর্য ও বেদার্থ-বিস্তার। শ্রীমদ্ভাগবত—পরমহংস-ভাগবতগণের সেব্য পরমবিশুদ্ধ অদ্বয়-জ্ঞানের কীর্তনকারী, জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সমন্বিত নৈষ্কর্মের আবিষ্কর্তা, পরসাহিত্যাত্মক মহাকাব্য-মুকুটমণি ও অসংখ্য মহাকাব্য-মরকতের খনি, সর্বনির্দোষগুণ-রীতি-অলঙ্কার-ধ্বনি-বক্রোক্তি-রস-প্রস্থান-প্রাচুর্যের উৎস,

অসংখ্য বৈদিক ও স্বারসিক অভিনব ছন্দোরত্নাকর, সহৃদয়-সুসামাজিক-সৎকাব্য-রসিকগণের পরমচমৎকারজনক-রসামৃত-সাগরস্বরূপ। এই কল্প-তরুর অঙ্কুর—প্রণব। ইঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র—সাক্ষাৎশ্রীভগবানের শ্রীমুখ-কমল এবং শ্রীব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুক-সূত-প্রমুখ মহদ্গণের হৃদয়-সরোরুহ। এই কল্পতরুর ১২টি স্কন্ধ, ৩৩৫টি শাখা (অধ্যায়), ১৮ হাজার শ্লোকময় পত্র



শ্রীনৈমিষারণ্য—শ্রীচক্রতীর্থ

এবং ভক্তিরূপ আলবালের দ্বারা ইঁহার পুষ্টি। স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে শ্রীমদ্ভাগবত—একাধারে কল্পতরু, তাঁহার রসময় ফল ও মালাকার। সমস্তশাস্ত্রের মস্তকোপরি এই কল্পতরু নিত্যকাল সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ-রসাধার দ্বাদশ-বনাত্মক শ্রীবৃন্দাবনের অদ্বিতীয় বিষয়ালম্বন অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীমদ্ভগবৎস্বরূপ

হইয়াও তৎপ্রিয়তম আশ্রয়ালম্বন-শিরোমণি মহাভাবমূর্তি শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ; রসরাজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইয়াও রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরির অভিন্নমূর্তি এবং তদাস্বাদিত ও তৎপ্রদর্শিত দর্শন, ভজন ও সংবেদন-প্রস্থানের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-চক্রবর্তিচূড়ামণি শ্রীগ্রন্থভাগবত-রূপে গৌড়ীয় রসিক-সম্প্রদায়ের সদোপাস্য ও সদোপজীব্য অভীষ্ট দেবতা। শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে লোকোত্তর ও লোকবল্লীলা-কৈবল্য-মাধুরী, দিব্যাদিব্য-ক্রীড়া-কৌতুক[১], ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-বৈদগ্ধী এবং অনির্বাচ্য ব্রহ্মানন্দ, অনির্বাচ্যতর ভজনানন্দ, অনির্বাচ্যতম প্রেমানন্দ ও মহানির্বাচ্যতম[২] বিপ্রলম্ভ-রসবৈচিত্রী প্রকট করিয়া বিভিন্ন অপ্রাকৃত রসিকগণের বিশুদ্ধসত্ত্বকে অতিমর্ত্য রসার্ণবে নিমজ্জিত করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে সর্বমহন্মহনীয়-শ্রীচরণপঙ্কজ শ্রীভগবানের আবির্ভাবিত ও শ্রীব্যাস-শুকাদি মহৎকীর্তিত; সুতরাং স্বাভাবিক-শব্দ-প্রভাব-সমন্বিত শ্রীগ্রন্থাবতার। "বিদ্যা ভাগবতাবধি"—এই প্রসিদ্ধ উক্তি হইতে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনেই সমস্ত বিদ্যার পর্যাপ্তি, ইহা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবিদ্যাই শব্দব্রহ্ম শ্রীনামেশ্বরের ঈশ্বরী।

এই শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ পরমকারুণিক মহাবদান্যাবতার হইয়াও অভক্ত সুরিগণের মোহনকারী এবং আধ্যক্ষিক (বিমুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিমাপ করিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট), অনূচানমানী (শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের গর্বে গর্বিত), জ্ঞানলব-দুর্বিদগ্ধ (প্রাকৃত-জ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞানের কণিকামাত্র-লাভে দুষ্ট পণ্ডিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যেরও জ্ঞাতার অভিমানকারী) ব্যক্তিগণের নিকট মহাদুর্বোধ, মহাদুর্গম অথচ শরণাগত সেবোন্মুখ ব্যক্তির নিকট সহজ-বৎসল, মহাকরুণ ও নিগূঢ়তাৎপর্য-প্রকাশক।

১। শ্রীনাটকচন্দ্রিকা ৭ম সংখ্যা, ২য় পৃঃ ও শ্রীজীবপাদ-কৃত 'সংকল্পকল্পদ্রুম'—ফলনিষ্পত্তি ৫ম সংখ্যা; ২। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-টীকা ১।৭।১২৫,১২৬

সর্বমহাজন-সদোপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত প্রাচীন ও আধুনিক মহদ্‌গণের সদোপাস্য শাস্ত্ররূপে
এই জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে যে 'তন্ত্রভাগবতে'র
নাম দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যভূত ; শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য,
সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা ও পরমহংসপ্রিয়া
প্রভৃতি বহু বহু ব্যাখ্যা-গ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবলী
প্রভৃতি নিবন্ধ-গ্রন্থ একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে প্রসিদ্ধ মহদ্‌গণের
দ্বারা রচিত হইয়া এখনও জগতে প্রচারিত রহিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য ও
শ্রীমদ্ভাগবতকে তাঁহার পরমোপাস্যরূপ এবং বেদের শ্রেষ্ঠ ফল ও ব্রহ্ম-
সূত্রের ভাষ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য ভক্তি ও
ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব-সংস্থাপক শ্রীমদ্ভাগবতকে কোনরূপ চালনা না
করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিবিধ লীলা ও শ্রীকৃষ্ণের পারতম্য তথা
শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুর্য শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক, প্রবোধসুধাকর
প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈত-মতাবলম্বনে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের
শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ (১৬৬৮ খ্রীঃ)-বিরচিত 'শ্রীভাগবতশঙ্কা-নিরাসবাদ'-
গ্রন্থে এবং শ্রীগোপালাচার্য-বিরচিত 'শ্রীভাগবত-ভূষণ'-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে
যে, পদ্মপুরাণীয় শ্রীবাসুদেব-সহস্রনামের (নামান্তর শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের)
শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নামোল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত
শ্রীভাগবত-বাক্যসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম
পরমাত্মেতি শব্দ্যতে। ইতি ভাগবতে (২।১০।৭)—ইতি প্রথমশতকে
পঞ্চম-নাম-ব্যাখ্যানে ; পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা, সহস্রপাদোরু-ভুজা-
ননাদ্ভুতম্। ইত্যাদি ভাগবতে (১।৩।৪)—ইতি পঞ্চপঞ্চাশন্নাম-ব্যাখ্যানে।"[১]

১। গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তমজী-বিরচিত 'শ্রীভাগবত-শঙ্কানিরাসবাদ'-গ্রন্থে ৬ পৃঃ, মোহনলাল শাস্ত্রি-সং, ১৯৬৯ সংবৎ এবং গোপালাচার্য-বিরচিত 'শ্রীভাগবতভূষণ'-গ্রন্থের ২য় উল্লাস, ৮ম ভূষণ, মুম্বই গণপতকৃষ্ণাজী মুদ্রালয়ে মুদ্রিত-সং।

শ্রীশঙ্করাচার্য 'চতুর্দশমতবিবেক'গ্রন্থেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ জানাইয়াছেন।[১]

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকদেবাদি আত্মারাম মুনীন্দ্রগণেরও নিত্য আরাধ্য। যদিও শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীনারদ যথাক্রমে শ্রীশুকদেবের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও পরমগুরুদেব, তথাপি তাঁহারাও পরীক্ষিৎ-সভায় শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ হইতে পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত—নিত্যসিদ্ধ সনাতন হইয়াও নিত্য-নূতন। শ্রীবোপদেবের শ্রীহরিলীলা-ধৃত উক্তি হইতে জানা যায়[২],—বেদ, পুরাণ ও কাব্যশাস্ত্র যথাক্রমে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়ের ন্যায় উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত তিনরূপেই সর্বদা জীবের কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীজীবপাদ বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতই চরম প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন শ্লোকের উদ্ধৃতির পরে যদি শ্রুতি-পুরাণাদির অন্য কোন বাক্য উদ্ধৃত করা হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে পরবর্তি-প্রমাণবাক্যসমূহ গ্রন্থকারের মতের অনুকূলে দেওয়া হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যকে দৃঢ় করিবার জন্য নহে।[৩] শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীমদ্ভাগবতের স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন,—

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ববেদৈকসৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ ॥
সর্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিত ॥
পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥

১। শ্রীভাগবত-শঙ্কানিরাসবাদ—৬ পৃঃ; ২। হরিলীলা ১।৯, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৬৩ সংবৎ; ৩। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ—১ অনু ১১ পৃঃ।

মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে॥
অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর॥[১]

হে শ্রীমদ্ভাগবত! আপনি সর্বশাস্ত্র-সমুদ্রোদ্ভূত অমৃতস্বরূপ (সার-সমন্বয়), সকল বেদের একমাত্র সর্বোত্তম নিত্যফল, সর্বসিদ্ধান্তরত্নের দ্বারা ধনশালী এবং মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী, ভক্ত প্রমুখ সকল লোকেরই দৃষ্টি-প্রদাতা। আপনি সর্বভাগবত-মহদ্গণের প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কলিযুগ-জনিত অজ্ঞানান্ধকার-রাশির বিনাশে উদিত সূর্যস্বরূপ এবং দ্বাপরীয় লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ—গ্রন্থকারে পরিবর্তিত। আপনার পাঠে পরমানন্দ লাভ হয়, আপনার প্রতি অক্ষর প্রেমবর্ষণ করে, আপনি সর্বদা সকলেরই সেব্য। আপনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, আপনার শ্রীচরণে আমার নমস্কার। আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, আমার নিত্যসঙ্গী, আমার শ্রীগুরুদেব, আমার মহাধন, আমার নিস্তারক, আমার ভাগ্য, আমার আনন্দস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি অসাধুকেও সাধুতা এবং অতি নীচ-জনকেও সর্ব্বোচ্চতা প্রদান করেন, আমাকে কখনও ত্যাগ করিবেন না; আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠে প্রেমভরে স্ফুরিত হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সনাতনত্ব

কুতর্ক-স্পৃহা ও দুরভিসন্ধির বশীভূত হইয়া কেহ কেহ দেবীভাগবতই প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ—ইহা বলিতে চাহেন। বস্তুতঃ, দেবীপুরাণের লক্ষণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলেই উক্ত দুরভিসন্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। 'তস্যেদম্' (পা৹ ৪।৩।১২০) এই পাণিনিসূত্রানুসারে—ভগবতঃ ইদম্ 'ভাগবতম্'—এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু 'ভগবত্যা ইদম্'

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ৪১২—৪১৬ শ্লোক।

এইভাবে 'ভাগবত'-পদ নিষ্পন্ন হয় না। 'ভগবতী'-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'স্ত্রীভ্যোঢক্' (৪।১।১২০) এই সূত্রানুসারে 'ভগবতীয়'—এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বহুমানিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অবৈধ অনুকরণে দেবীভাগবত রচিত হইয়াছিল। লোকোত্তর প্রাচীন আচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে দেবীভাগবতকে ভাগবত বলেন নাই, শ্রীমদ্-ভাগবতকেই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরই বহু প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়াই বিবিধ নিবন্ধ ও সন্দর্ভাদি রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬২টি টীকার নাম পাওয়া যায়।[১] শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরই ১০০ প্রকার টীকা মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর-প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।[২] দেবীভাগবতের দ্বিতীয় টীকা নাই। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—"দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ। ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্ তিলকাখ্যং মহত্তরম্ ॥"[৩]

মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ কিন্তু দেবীভাগবতের টীকা করেন নাই। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্ধর-বংশাবতংস গোবিন্দ সূরির পুত্র; আর দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রঙ্গনাথের পুত্র ও শৈবোপনামক।[৪] শৈব নীলকণ্ঠ দেবীভাগবতের টীকার উপক্রমণিকায় দেবীভাগবতকেই যে প্রকৃত ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নাম বিষ্ণু-ভাগবত বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিছক স্বকপোল-কল্পনা।

১। পরিশিষ্টে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন টীকার নামের তালিকাদি দ্রষ্টব্য; ২। ভাগবতপুরাণ—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন-কৃত পুস্তিকা, ৫৫ পৃঃ, কাশী ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; ৩। রঙ্গনাথপুত্র নীলকণ্ঠকৃত 'তিলক' নামক ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক; ৪। "শ্রীমল্লক্ষ্মবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাম্। পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে ॥ রত্নজীপ্রেরিতেনৈব পুরাণান্যবলোক্য চ। শৈবোপনামকেনৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ॥" ইত্যাদি টীকার মঙ্গলাচরণ।

'বিষ্ণুভাগবত' নামে কোন ভাগবত লোকে প্রসিদ্ধি নাই বা কোন প্রাচীন নিবন্ধকার উক্ত নাম দিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কোন বাক্য উদ্ধার করেন নাই। এমন কি, স্মার্তবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য পর্যন্ত তাঁহার দুর্গোৎসবতত্ত্বে, আহ্নিকতত্ত্বে ও শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভাগবত ও ভাগবত নাম দিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

আচার্যবৃন্দ-কর্তৃক প্রমাণরূপে স্বীকৃত

মহাভারতের টীকাকার গোবিন্দসূরি-সূনু নীলকণ্ঠ[১] তাঁহার গীতার টীকার বহুস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতকে 'ভাগবত' বলিয়া ইহার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—গীতা (১২।১০)—"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ইত্যাদি" (ভা ৭।৫।২৩) ; গীতা (১৪।২২)—"শ্রীভাগবতে স্মর্যতে 'দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা ইত্যাদি" (ভা ১১।১৩।৩৬) ; গীতা (১৮।৫৪) "অয়ঞ্চ ভক্তঃ শ্রীভাগবতে দর্শিতঃ 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ইত্যাদি" (ভা ১১।২।৪৫)। এই নীলকণ্ঠই শ্রীগোকুল-কাণ্ড, শ্রীবৃন্দাবনকাণ্ড, শ্রীঅক্রূরকাণ্ড ও শ্রীমথুরাকাণ্ড—এই চারি কাণ্ডাত্মক 'মন্ত্রভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রভাগবতে তিনি আড়াই শত ঋঙ্‌মন্ত্রের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীহরিবংশের টীকায় বহু শ্রুতি ও ঋঙ্‌মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রাচীন কাল হইতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-গ্রন্থরাজরূপে প্রকটিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ শ্রীবোপদেব-কৃত শ্রী'হরিলীলা'-গ্রন্থে পাওয়া যায় —"আনন্দস্য হরেলীলা বক্তা ভাগবতাগমঃ। স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিঃ শাখাঃ

১। মহাভারতের ও হরিবংশের প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায়—"ইতি শ্রীমৎপদবাক্য-প্রমাণ-মর্যাদাধুরন্ধর-চতুর্ধর-বংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দসূরি-সূনো নীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে"—বঙ্গবাসী-সং দ্রষ্টব্য।

প্রতন্বন্দ্বিজসেবিতাঃ ॥[১] ইতীদং দ্বাদশস্কন্ধং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥[২] ইতি ভাগবতস্যানুক্রমণী রমণী কৃতা। বিদুষা বোপদেবেন বিদ্বৎ[৩]কেশব-সূনুনা ॥[৪] শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক স্কন্ধের বিশেষ প্রয়োজনীয় উক্তির উপর বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণিকারূপে হরিলীলা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এতটা সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র যে, বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া 'হরিলীলা', 'মুক্তাফল' ও 'পরমহংস-প্রিয়া'-নামক তিনটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। পরমহংসপ্রিয়ায় মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকার বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ধৃত সহস্রাধিক আর্ষ-প্রয়োগের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমহংসপ্রিয়াকে ভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রায় ৮০০ শ্লোক চয়ন করিয়া এবং তৎসহ উপক্রমে নিজকৃত পাঁচটি শ্লোক ও উপসংহারে ছয়টি শ্লোক অবতরণিকারূপে গুম্ফিত করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রকরণ (১ম—৪র্থ অধ্যায়), শ্রীবিষ্ণুভক্তি-প্রকরণ (৫ম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়), শ্রীবিষ্ণুভক্ত্যঙ্গবর্গ-প্রকরণ (৭ম—১০ম অধ্যায়) ও শ্রীবিষ্ণুভক্ত-প্রকরণ (১১শ—১৯শ অধ্যায়) —এই চারিটি প্রকরণাত্মক মুক্তাফলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা মহাদেব ও রাম-চন্দ্রের সভায় **হেমাদ্রি ১২৬০** খ্রীষ্টাব্দ হইতে **১৩০৯** খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বোপদেব উক্ত হেমাদ্রিরই আশ্রিত ও সহচর।[৫] **শ্রীমধ্বাচার্য ১২৩৮** খ্রীষ্টাব্দ হইতে **১৩১৭** খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

১। হরিলীলা ১।২ শ্লোক, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৬৩ বিক্রম-সংবৎ; ২। ঐ ১।৫; ৩। 'বিদ্বৎ'-স্থলে কোথাও 'ভিষক্'-পাঠ দৃষ্ট হয়; ৪। হরিলীলা ১২।১৮; ৫। (ক) Vide, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, p. 185, Poona 1933; (খ) Vide, Muktaphala of Vopadeva with Kaivalyadipika of Hemadri—edited by Prof. Durgamohan

প্রকট ছিলেন। সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য—হেমাদ্রি ও বোপদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ব্যক্তি। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাগবত-তাৎপর্য্য'-নামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে গরুড়পুরাণের প্রমাণ হইতে ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারতের বিশেষ অর্থনির্ণায়ক, গায়ত্রীভাষ্যস্বরূপ ও বেদার্থ-সংযুক্ত শাস্ত্র, তথা পুরাণসমূহের সার এবং সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা প্রকটিত দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকময় গ্রন্থ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রমাণ হইতে বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার ঋগ্ভাষ্য, ঐতরেয়ভাষ্যাদি বিভিন্ন উপনিষদ্ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্যের অতি বাল্যকালেও (যখন তিনি বাসুদেব নামে পরিচিত) শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ প্রসিদ্ধ পুরাণরূপে প্রচারিত ছিল যে, শ্রীবাসুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের একটি গদ্যের প্রকৃত পাঠ পণ্ডিত-সভায় নির্ধারণ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।[১] এতদ্ব্যতীত শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যে 'নারায়ণাষ্টাক্ষরকল্প'-নামক প্রাচীন শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'উত্তম পঞ্চম-বেদ'রূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা—"বেদাদপি পরং চক্রে

Bhattacharya, Calcutta 1944, Introduction p. VII ; (গ) বোপদেব ১১৮২ শকাব্দে চিকিৎসক (ব্রাহ্মণ) কেশবচন্দ্রের ঔরসে রাধামতী দেবীর গর্ভে দৌলতাবাদ-নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত উদ্ভট শ্লোক তাহার প্রমাণ—"দক্ষিণে দেবগির্যদ্রৌ পঞ্চবসুধরেন্দুমে। রাধামত্যুদরে জাতো বোপদেবো জনার্দনঃ॥" দেবগিরি রাজধানীতে যে বোপদেবের বাস ছিল, কবিকল্পদ্রুমের শেষ শ্লোকে বোপদেব নিজেই তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন।—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী-লিখিত 'বোপদেব' প্রবন্ধের (১২৩—১২৮ পৃঃ) মর্মাবলম্বনে লিখিত।

১। শ্রীমধ্বশিষ্য শ্রীত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাত্মজ শ্রীনারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য-কৃত 'মধ্ববিজয়' ৪।৪৯—৫২

পঞ্চমং বেদমুত্তম্। ভারতং পঞ্চরাত্রঞ্চ মূলং রামায়ণং তথা ॥ পুরাণং **ভাগবতঞ্চেতি** সংভিন্ন **শাস্ত্রপুঙ্গবঃ** ॥ ইতি নারায়ণাষ্টাক্ষরকল্পে।[১] অর্থাৎ (শ্রীব্যাসদেব) চতুর্বেদ হইতেও শ্রেষ্ঠ—পঞ্চম উত্তম বেদ ভারত, পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ প্রকট করিলেন এবং সর্বাপেক্ষা পৃথক্ **শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ** শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ প্রকাশিত করিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীনারদীয়-পুরাণ হইতেও একটি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পঞ্চরাত্র, মহাভারত, মূলরামায়ণ ও ভাগবত-পুরাণকে 'বিষ্ণুবেদ' নামে জ্ঞাপন করিয়াছেন—"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। তথা পুরাণং **ভাগবতং বিষ্ণুবেদ** ইতীরিতঃ॥ ইতি নারদীয়ে।"[২]

শ্রীরামানুজাচার্যের কৃত বেদান্ততত্ত্বসারে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে. যথা—বেদান্ততত্ত্বসারে দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৭।২ ; তৃতীয় সংখ্যায়—ভা ১১।২৯।৩৭,৪০ ; ষষ্ঠ সংখ্যায়—ভা ১১। ২৮।৯ ; সপ্তম সংখ্যায়—ভা ১১।৯।১৬—১৮.১।৭।৪,৫ ; নবম সংখ্যায় —ভা ১১।২৬।২৩ ; দ্বাদশ সংখ্যায়—ভা ২।১০।৬, ১২।৫।৫ ; ত্রয়োদশ সংখ্যায়—ভা ১০।৮৭।২ ইত্যাদি বহু উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়।[৩]

শ্রীরামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্যে বা শ্রীগীতা-ভাষ্যাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণোদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। শ্রীরামানুজ স্বকৃত বেদার্থসংগ্রহে' শ্রীবিষ্ণু-পুরাণকেই পুরাণের মধ্যে প্রধানতম প্রমাণ এবং মৎস্যপুরাণের প্রমাণের

১। গীতাভাষ্য ১ম অধ্যায়, উপক্রম, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, কলিকাতা ৪০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ২। ঐ ২য় অধ্যায়, উপসংহার; ৩। The Vedanta-tattvasara with English translation & notes by the Revd. J. J. Johnson, C. M. S. Banaras 1898—Reprint from the 'Pandit' এবং 'বেদান্ত-তত্ত্বসার'—শ্রীরামানুজাচার্য-বিরচিত ও শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত-সং, ৪৪১ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

দ্বারা সাত্ত্বিকপুরাণকেই যথার্থ প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১] রামানুজের বহুমানিত বিষ্ণুপুরাণেই অষ্টাদশপুরাণের নামের তালিকার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, যথা—"অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা ॥"[২] আর শ্রীমৎস্যপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ-বর্ণনের সহিতই তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] সুতরাং শ্রীরামানুজ যে মৎস্যপুরাণের প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, সেই পুরাণেই ১৮ হাজার শ্লোকযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকে সাত্ত্বিক পুরাণ বলিয়া বহুমানন করা হইয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য মূলরামায়ণকেই প্রধানতম প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উক্ত মূল-রামায়ণ শ্রী-বাল্মীকি-কৃত নহে, এবং শ্রীমধ্ব শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণের কোন প্রমাণ কোথাও উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ইহাদ্বারা শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ শ্রীমধ্বাচার্যের পরে রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্তিত হয় না। সেইরূপ শ্রীরামানুজাচার্য স্বকৃত শ্রীভাষ্যাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের নামোল্লেখ না করিলেও তিনি শ্রীবিষ্ণুপুরাণকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য শ্রীরামানুজাচার্যের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসনার পারতম্য-প্রচারক আচার্য শ্রীরামানুজ শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পারতম্য-প্রতিপাদক শ্রীমদ্-ভাগবতকে সাক্ষাদ্ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীরামানুজাচার্যের আরাধ্য গুরুবর্গের বহুপূর্বে আবির্ভূত শ্রীনম্মা আলোয়ার, শ্রীঅণ্ডাল-প্রমুখ সুপ্রাচীন আলবরগণ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সমস্ত লীলা, এমন কি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা

১। বেদার্থসংগ্রহ—১৯০ পৃঃ ও ১০৮,১০৯ পৃঃ ; কলিকাতাস্থ শ্রীরামানুজ-বেদান্ত-বিদ্যালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত রামদুলারে শাস্ত্রি-প্রকাশিত, ১৯৯৮ বিক্রম সংবৎ, বিষ্ণুপুরা, গোরক্ষপুর ; ২। বি পু ৩।৬।২২, বঙ্গবাসী-সং ; ৩। মৎস্য-পুরাণ ৫৩।২০—২২ শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

পর্যন্ত তাঁহাদের গাঁথায় গ্রন্থন করিয়াছেন। বিদেশীয় ও বিধর্মী গবেষক পণ্ডিতগণও এজন্য বলিয়াছেন,—"The suggestion of Dr. Farquhar that the **Bhagavata Purana** sprang from the midst of some such community as the Alvars[1] seems highly probable. The kind of *bhakti* described in the Purana is precisely that of the Alvars. * * * The Purana however appears to have gone further"[2].

মাধবাচার্যকৃত 'শঙ্করবিজয়'-গ্রন্থে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশী শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীশঙ্করাচার্যের উক্তি—"মুনে পুরাণানি দশাষ্ট সাক্ষাৎ শ্রুত্যর্থগর্ভাণি সুদুষ্করাণি। কৃতানি পদ্যদ্বয়মত্র কর্তুং কো নাম শক্নোতি সুসঙ্গতার্থম্ ॥"[3] এই শ্লোকের টীকাটি এই—"হে মুনে ! ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং। নারদীয়ং **ভাগবতমাগ্নেয়ং** * * * ত্রিষড়িত্যুক্তান্যষ্টাদশ পুরাণানি সাক্ষাচ্ছ্রুত্যর্থগর্ভাণ্যতৈঃ সুদুষ্করাণি ত্বয়া কৃতানি। তত্রাস্মিন্ লোকে সুসঙ্গতার্থং শ্লোকদ্বয়মপি কর্তুং কঃ শক্নোতি।" অর্থাৎ হে মুনে ! আপনি সাক্ষাৎ শ্রুতির অর্থমূলক সুদুষ্কর ১৮টি মহাপুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাহা এই—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, **ভাগবত** আগ্নেয় ইত্যাদি। সাধারণ পণ্ডিতের পক্ষে সুসঙ্গত অর্থবিশিষ্ট দুইটি পদ্য রচনা করিবারই বা শক্তি কাহার আছে ?

শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বেদ-বেদান্তবিৎ শ্রীশঙ্করাচার্যানুগ মাধবও শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রুতির অর্থগর্ভ শাস্ত্র

১। Religious Literature of India by Dr. Farquhar, p 231 ; ২। General Introduction—Hymns of the Alvars by J. S. M. Hooper, P. 18, Oxford University Press, 1929 ; ৩। মাধবাচার্যকৃত শঙ্কর-বিজয়, ৭ম সর্গ, ২৪ শ্লোক, ধনপতি সূরি-কৃত টীকাসহ শ্রীনাথমিশ্র-কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং শঙ্করাচার্যও তাঁহার বেদান্তভাষ্যে পুরাণাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।[১] শ্রীসায়ণাচার্য তাঁহার ঋগ্বেদ-ভাষ্যানুক্রমণিকার[২] মধ্যে মহাভারতোক্ত "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" এই বাক্য উদ্ধার করিয়া পুরাণাদিকে বেদার্থপ্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। পরবর্তিকালে 'অদ্বৈত-সিদ্ধি'র লেখক মধুসূদন সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা এবং তাঁহার বহু গ্রন্থে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন।

অত্রি, বিষ্ণু, বাল্মীকি-প্রমুখ ঋষির বাক্য এবং পাদ্ম-মাৎস্যাদি পুরাণের শ্লোকসমূহ শ্রীশঙ্কর তাঁহার ভাষ্য-মধ্যে ধরেন নাই। কিন্তু দেখা যায়, তাঁহার বিভিন্ন ভাষ্যে "তত্র ভাগবতা মন্যন্তে" (শ্রীশঙ্কর-শারীরক ২।২।৪২), "তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ" (ঐ ২।১।২৭) ইত্যাদি বহু বাক্য আছে—যাহা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীস্কন্দপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীবরাহপুরাণ ও শ্রীমৎস্যপুরাণ প্রভৃতির শ্লোক ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছু নহে।

কাশ্মীরীয় শৈব দর্শনের বিখ্যাত আচার্য অভিনব গুপ্ত (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) তাঁহার গীতাভাষ্যের বহুস্থানে 'শ্রীভাগবত' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন— "যথা বা শ্রীভাগবতে—" (২।১৩।৪), "তত্রৈব একাদশস্কন্ধে—'আত্মহত্যা শব্দবাচ্যো নির্ণীতো ভগবতা।"[৩] (১১।২০।১৭) অনেকেই মনে করেন, শ্রীমদ্ভাগবত দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্তে 'তাম্রপর্ণী' নদীর তীরে বর্তমান আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ স্থানের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] দাক্ষিণাত্যের শেষপ্রান্তের একটি

১। ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৩—শাঙ্করভাষ্য; ২। সায়ণকৃত ঋগ্‌ভাষ্যোপক্রমণিকা ৪৬, ৪৭ পৃঃ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক ম ম সীতারাম শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌-প্রকাশিত, ১৮৫৫ শক; ৩। অভিনব গুপ্ত-কৃত গীতাব্যাখ্যা—৫৯৪ পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সংস্করণ; ৪। ভা ১১।৫।৩৯,৪০

পুঁথি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাশ্মীরে অর্থাৎ ভারতের উত্তরাংশের শেষ সীমায় প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছিল—এই দৃষ্টান্ত হইতেও শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি প্রমাণিত হয়।

আল্‌বেরুনি ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার সময়ও শ্রীমদ্ভাগবত সর্বত্র প্রচারিত ছিল। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট বিষ্ণুপুরাণ হইতে অষ্টাদশ পুরাণের একটি তালিকা পাঠ করা হইয়াছিল।[১] তাহাতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে 'ভাগবত' বা 'বাসুদেব' পুরাণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ চির-প্রসিদ্ধ ছিল এবং দেবীভাগবত কখনও শ্রীমদ্ভাগবত নামে খ্যাত হয় নাই।

শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদ 'উত্তর-গীতা'র ভাষ্যে[২] শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহা হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

১। গজনীর সুলতান মামুদের সহিত আল্‌বেরুনি (Abu-Alraihan Muhammad Ibn Ahmad Alberuni) নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় হিন্দুগণের ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। যে সময় তিনি সেই বিবরণটি লেখেন, তখন কাশ্মীরে সংগ্রামদেবের (১০০৭—১০৩০ খৃঃ) রাজত্বের অবসান হইয়া অনন্তদেবের হস্তে (১০৩০ খৃঃ) রাজ্য গমন করে। Dr. Edward C. Sachau আরবী ভাষা হইতে উক্ত বিবরণ-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করেন। তাহাতে আল্‌বেরুনির উক্তির অনুবাদে এইরূপ লিখিত আছে,—"Another somewhat different list of Puranas has been read to me from the Vishnu-Purana. I give it here in extenso * * 1 Brahma, 2 Padma i.e., red lotus, 3 Visnu, 4 Siva i.e, Mahadeva, 5 Bhagavata i.e., Vasudeva"—'Alberuni's India', Chp. XII, P. 131, by Dr. Sachau, London Trubner Co. Ltd. 1914; ২। উত্তর গীতা ২.৪৮—গৌড়পাদকৃত দীপিকা-টীকা, মুম্বই গুজরাতী প্রিণ্টিং প্রেস-সং, ১৯১২ খৃঃ।

"তদুক্তং ভাগবতে—'তেষামসৌক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্' (১০।১৪।৪)। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্য-কারিকা'র উপর গৌড়পাদের বৃত্তির মূল হইল 'মাঠরবৃত্তি'। উক্ত মাঠরবৃত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকোদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়, যথা ২য় কারিকার মাঠরবৃত্তিতে[১]—"যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্। ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মাষ্টুমর্হতি।" (ভা ১।৮।৫২); পুনরায় ৫১শ কারিকার মাঠরবৃত্তিতে—"এষ আতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া বিভুঃ" ইত্যাদি—ইহা কিঞ্চিৎ পাঠান্তরযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতেরই (১৬।৩৫) শ্লোক। মাঠরবৃত্তি ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'পরমার্থ' পণ্ডিত চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

আধ্যক্ষিক গবেষকগণের দৃষ্টিতে বিচার করিতে গিয়াও শ্রীমদ্‌ভাগবতের সুপ্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ, ভগবৎ-প্রকটিত—ইহাই হইল তাঁহার প্রকৃত বাস্তবতা। বাস্তবসত্যের প্রাচীনতা ও অর্বাচীনতা লইয়া যে তর্কযুক্ত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপলক্ষণ বুঝিতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারাই করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকেই শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ের শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সরলভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বলিয়াছেন—

যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সবার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয়॥

১। সাংখ্যকারিকা—মাঠরবৃত্তি-সহিতা ৮, ৬৯ পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা ১৯২২ খৃঃ।

ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্বশাস্ত্রে গায়॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥
মূর্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তি-রসমাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥[1]

চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত

বেদকল্প-বৃক্ষের বীজ—'প্রণব', অঙ্কুর—'গায়ত্রী' এবং ফল—'চতুঃশ্লোকী ভাগবত'। বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে তাহা উপদেশ করেন এবং শ্রীনারদ এই চতুঃশ্লোকী শ্রীব্যাসদেবের নিকট কীর্তন করেন। এইভাবে আম্নায়-পারম্পর্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ হইতে শ্রীব্যাসদেব চতুঃশ্লোকী প্রাপ্ত হ'ন। এই চতুঃশ্লোকী হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের বিস্তার হয়। চতুঃশ্লোকীর প্রারম্ভে মূল বক্তব্য বিষয়ের মুখবন্ধরূপে দুইটি শ্লোক আছে; সুতরাং চতুঃশ্লোকী লইয়া সর্বশুদ্ধ ছয়টি শ্লোক।[2] বেদোক্ত 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'তত্ত্ব আদি চতুঃশ্লোকী ভাগবতে দৃষ্ট হয়। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ভূমিকাস্বরূপ প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে বলিলেন,—তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) সম্বন্ধিতত্ত্ব, তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান (যথার্থ নির্ধারণ) এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (অনুভব বা সাক্ষাৎকার) সম্বন্ধ-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যাহার দ্বারা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত জীবের সম্বন্ধ (সম্যক্ বন্ধন) স্থাপিত হয়, তাহাই

১। চৈ ভা অ ৩।৫১০—৫১৩, ৫১৬, ৫২৯; ২। ভা ২।৯।৩০—৩৫

'রহস্য' অর্থাৎ প্রেমরূপ প্রয়োজন। রহস্যের যে অঙ্গ, তাহাই সাধনভক্তি-রূপ 'অভিধেয়'তত্ত্ব। মুখবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় সেই পরমগুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মার চিত্তে স্ফুরিত হউক। তদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে পরিমাণবিশিষ্ট (বিভু, অণু বা মধ্যমাকৃতি), যে যে লক্ষণ(স্বরূপ ও তটস্থ)-যুক্ত এবং তাঁহার যে সমস্ত স্বরূপান্তরঙ্গ শ্যাম-চতুর্ভুজাদি রূপ, ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাসমূহ নিত্য বিদ্যমান, তাহার উপলব্ধি হইবে।

শ্রীভগবান্ চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে বলিলেন,—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন; তাঁহার বিজাতীয় সৎস্বরূপ স্থূল জগৎ, অসৎস্বরূপ সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণরূপ প্রধান বা প্রকৃতি কিছুই ছিল না। শ্রীব্রহ্মার নিকট যে পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তিনি সেই শ্রীমূর্তিতেই মহাপ্রলয়কালেও বর্তমান ছিলেন। ইহা শ্রীভগবান্ যেন অঙ্গুলি-দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া স্বীয় শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া শ্রীব্রহ্মাকে বলিলেন। ইহার দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-মাত্র ছিলেন—এইরূপ মতবাদ চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবান স্বয়ংই নিরাস করিলেন। 'ঐ রাজা যাইতেছেন' বলিলে যেমন রাজদণ্ড, রাজছত্র, সৈন্য-সামন্ত ও অনুচরবর্গের সহিত রাজবেশে রাজার গমন বুঝায়, তদ্রূপ 'সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম'—শ্রীভগবানের এই উক্তিতে শ্রীভগবান্ তাঁহার ধাম ও পরিকরাদির সহিত সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন—ইহাই বুঝা যায়। সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলই শ্রী-ভগবানে লীন ছিল; তখন তাহাদের আর কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরেও বৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে এবং অন্যান্য ভগবদ্ধামে তত্তদ্ধামোপযোগী স্বরূপে, আর প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্যামি-রূপে, কখনো কখনো বা মৎস্যাদি অবতাররূপে তিনি অবস্থান করেন।

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ-স্বরূপ ব্যতিরেক-মুখে জানাইবার জন্য মায়ার লক্ষণ বলিয়াছেন। তিনিই (শ্রীভগবানই) 'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু। সেই পরমার্থবস্তু ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় অর্থাৎ তাঁহার প্রতীতি (প্রতি+ই+তি=প্রতিগমন বা উন্মুখতা) না হইলেই যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই তাঁহার 'মায়া'। পরমাত্মার আশ্রয়-ব্যতীত মায়ার স্বতঃপ্রতীতি বা স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহার দ্বারা মায়া যে পরমাত্মার আশ্রিত শক্তি এবং পরমাত্মার বাহিরেই মায়ার প্রতীতি হওয়ায় তাহা যে পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তি, ইহা প্রমাণিত হইল। মায়ার দুইটি বৃত্তি—'জীবমায়া' ও 'গুণমায়া'। যে বৃত্তিটি বহির্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি করায়, তাহাই জীবমায়া ; আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গুণমায়া। জীবমায়াংশে মায়া—সৃষ্টির গৌণ 'নিমিত্ত'-কারণ এবং গুণমায়াংশে—সৃষ্টির গৌণ 'উপাদান'-কারণ। শ্রীভগবান্ 'সূর্যে'র দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার স্বরূপের, 'আভাসে'র দ্বারা জীবমায়ার এবং 'অন্ধকারে'র দ্বারা গুণমায়ার স্বরূপ ব্রহ্মাকে বুঝাইলেন।

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রেমের রহস্যতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। 'মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ'—এই পঞ্চ-মহাভূতের দ্বারা প্রাণি-গণের দেহ গঠিত। সুতরাং এই পঞ্চ-মহাভূত প্রাণিগণের দেহে অনু-প্রবিষ্ট। আবার উক্ত পঞ্চমহাভূত প্রাণিগণের দেহের বহির্দেশেও মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিরূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণীর দেহে অপ্রবিষ্ট। শ্রীভগবান্‌ও প্রণত (ভক্ত) জনের অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা স্ফুরিত হন।

অবশ্য শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিস্বরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন ; আবার নিজস্বরূপে স্বীয়ধামেও বিরাজমান আছেন। সুতরাং তিনি প্রাণিগণের বহির্ভাগেও আছেন। অন্য প্রাণীর মধ্যে শ্রীভগবান

নির্লিপ্তভাবে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন, তথায় তিনি কেবল সাক্ষি-স্বরূপে উদাসীন ; কিন্তু প্রণত জনের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হ'ন এবং স্বীয় স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের দ্বারা ভক্তগণকেও আনন্দিত করেন। আবার প্রণত জনের বাহিরে যখন তিনি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন, তখনও তিনি তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য এবং স্বীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্য ভক্তকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিবার জন্যই সর্বদা ব্যগ্র থাকেন। ইহাই প্রেমের স্বভাব। এই প্রেমভক্তিই—'রহস্য'।

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—বিধি ও নিষেধ-দ্বারা যাহা সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকে, আমার তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাহাই শ্রীগুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। উক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরমরহস্য ভগবৎপ্রেমার অঙ্গ-স্বরূপ ক্রমলব্ধ 'সাধন-ভক্তি'র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাধনভক্তি প্রয়োজন-সাধক বলিয়া নিজেও 'রহস্য'। এই সাধনভক্তি বা উপায়টিতে অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ), অন্যনিরপেক্ষতা, সার্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ইহা অভীষ্টসিদ্ধির নিশ্চিত উপায়। ভক্তি—'অন্যনিরপেক্ষ'। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন—ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না ; ইহা শ্রীগীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। কিন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া আভাসের দ্বারাই কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রাপ্য যাবতীয় ফল অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন এবং স্বয়ং পরম ফল যে 'প্রেমা', তাহা দান করেন।

ভক্তির 'সার্বত্রিকতা' স্বতঃসিদ্ধ। সদাচারী ও দুরাচারী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, পার্ষদতা-প্রাপ্ত ও নিত্যপার্ষদ—সর্বপাত্র-নির্বিশেষে ভক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে

পাওয়া যায়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী প্রভৃতিও ভক্তি-প্রভাবে উর্দ্ধ্বগতি, এমন কি বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিতে পারে। ভক্তি—সকল দেশে ও সকল অধিকারীতে এবং সকল সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

ভক্তি—'সনাতন'। কর্ম—সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি-পর্যন্ত, তাহার পরে নহে; যোগ—সিদ্ধি-পর্যন্ত এবং সাংখ্য—আত্মজ্ঞান-পর্যন্ত, তাহার পরে উহাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-সাধন—মুক্তিকাল-পর্যন্ত, সুতরাং উহারও নিত্যতা নাই; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্যসিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামে নব-নবায়মান বিচিত্রতার সহিত ভক্তির নিত্যকাল অনুষ্ঠান করেন। সকল অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা, যথা—গর্ভে অবস্থানকালে প্রহ্লাদাদির, বাল্যকালে ধ্রুবাদির, যৌবনে অম্বরীষাদির, বার্দ্ধক্যে যযাতি প্রভৃতির, দেহত্যাগকালে অজামিলাদির এবং স্বর্গ-গতাবস্থায় চিত্রকেতু প্রভৃতির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। নৃসিংহপুরাণোক্তি হইতে নরকে অবস্থান-কালেও হরিভজনে অধিকারের কথা জানা যায়।

বেদ ও চতুঃশ্লোকী ভাগবত

সমগ্র ঋগ্‌বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে; সমগ্র যজুর্বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে; সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃ-শ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকে; সমগ্র অথর্ববেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে এবং চতুর্বেদের রহস্যভূত-মন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়স্থ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং"—এই পরম-রহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সম্বন্ধিতত্ত্ব

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ (ঋক্ ১।১।১)

যজ্ঞস্য (নাম-যজ্ঞের) পুরোহিতং (অভীষ্ট-সম্পাদক) ঋত্বিজং (প্রত্যেক উৎপত্তিকালে সংসারের সঙ্গতিকারী) হোতারং (শরণাগতের আহ্বানকারী) রত্নধাতমং (সকল কর্মফলরূপ রত্নগুলিকে অতিশয়-রূপে পালনকারী) দেবং (অপ্রাকৃত ক্রীড়াতে নিরতিশয়রূপে দীপ্তি-শালী) অগ্নিম্ (অগ্রনায়ক ও পশ্চাদ্‌বর্তী শ্রীনন্দনন্দনকে) [আমি] ঈলে (শব্দের যথাযথ অর্থনির্ণয়-পূর্বক স্তব করি)।

ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতী-রনমীবা অযক্ষ্মা মা ব স্তেন ঈশত। মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি। (যজুঃ ১।১)

[হে গোপেশ্বর!] সবিতা (সকল জগৎপ্রসবকারী) দেবঃ (নিরতিশয় কান্তিশালী দেবতা) [শ্রীকৃষ্ণ] ত্বা (আপনাকে) ইষে (অন্নের নিমিত্ত) ঊর্জে (কার্তিকমাসে) শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে (গোবর্ধন-যজ্ঞরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম করিতে) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টরূপে যোজন করুন)। ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বম্ (ভাগ বাড়াইবেন না)। অস্মিন্ গোপতৌ (এই গোবর্ধন পূজিত হইলে) বঃ (আপনাদের) [গোসমূহ] অঘ্ন্যাঃ (বধনযোগ্য ও বিনাশের অযোগ্য হইয়া) প্রজাবতীঃ (বহু বৎসযুক্ত) [এবং] অনমীবা (কৃমিহৃষ্টাদি ক্ষুদ্ররোগ) [বা] অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রবলরোগ হইতে বিমুক্ত) [হইবে]। [তথা] স্তেনঃ (চৌর) [হরণে] মা ঈশত (সমর্থ হইবে না), মা অঘশংসঃ

(তীব্রপাপ ভক্ষণাদি দ্বারা ঘাতক ব্যাঘ্রাদিও হিংসা করিবে না), [হে বৎসগণ !] বায়বঃ স্থ (তোমরা মাতার নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে অধিকার পাইবে)। ধ্রুবাঃ (চিরন্তনী) বহ্বীঃ (বহুবিধ পূজাদি) স্যাৎ (হইতে থাকুক)। [হে গোপতে গোবর্ধন !] যজমানস্য (যজমান গোপরাজের) পশূন্ (গো-বৎসাদি) পাহি (উত্তমরূপে রক্ষা কর)। [ইহার দ্বারা ভগবানের অপরোক্ষ অনুভবের উপায় মায়াত্যাগের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইল]।

অভিধেয়তত্ত্ব

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি। (সাম ১।১।১)

অগ্নে (হে অগ্রনায়ক গোপীজনবল্লভ !) বীতয়ে (আমাদের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণার্থ) হব্যদাতয়ে (এবং শরণাগতের প্রতি নিজানুগ্রহরূপ ঘৃত প্রদান করিতে) আয়াহি (আগমন করুন)। [ঐ প্রকারে আগমন পূর্বক] গৃণানঃ (আমাদিগ-কর্তৃক স্তুত) [ও] হোতা (প্রপন্নগণের প্রতি আহ্বানকারী হইয়া) বর্হিষি (হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে আস্তৃত কুশাসনে) নিষৎসি (উপবেশন করুন)।

প্রয়োজনতত্ত্ব

ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি-স্রবন্তু নঃ॥ (অথর্ব ১।৬।১)

দেবীঃ (হে দেবীগণ !) আপঃ (চরণামৃত বা অধরামৃতরূপ অপ্রাকৃত বারি) অভীষ্টয়ে (আমাদের অভিলষিত) পীতয়ে (পানের বিষয়) ভবন্তু (হউক) [অর্থাৎ উহার পান-দ্বারা ঈপ্সিত প্রেমসেবা বৃদ্ধিলাভ করুক]। নঃ (আমাদের) শং (কল্যাণ হউক), নঃ (আমাদের) শংযোঃ (মঙ্গলজনক যোগের নিমিত্ত) [উহা] অভিস্রবন্তু (অভিগমন করুক)।

শ্রীমদ্ভাগবত—প্রমাণ-চক্রবর্তিচূড়ামণি ও শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকাশীধামে শরণাগত শ্রীপ্রকাশানন্দের নিকট চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে সাক্ষাৎ ভগবৎকথিত সিদ্ধান্ত, বেদ-রহস্য ও শ্রীব্যাস-তাৎপর্য সম্পুটিত রহিয়াছে বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে অদ্বিতীয় প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তের মঞ্জুষাস্বরূপ। শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
ইত্থং গৌর-মহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥[১]

শ্রীমদ্ভাগবত—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ

প্রাচীনগণের উক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও কিছু বৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রথমঃ পীঠতাং স্কন্ধদ্বয়ং চরণযুগ্মতাম্।
চতুর্থাদি কটী নাভি বক্ষোদোর্যুগকণ্ঠতাম্॥
দ্বাদশৈকাদশং শীর্ষভালাদিত্বমগাৎ ক্রমাৎ।
শ্রীভাগবত-কৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জু-হাস্যতাম্॥[২]

১। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা (শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তিপাদ-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা) ১।১।১ শ্লোক (উপক্রম); ২। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম-স্কন্ধের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার মঙ্গলাচরণে ১২শ ও ১৩শ শ্লোক।

প্রথম স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণের 'পীঠ', দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ 'শ্রীচরণযুগল', চতুর্থ স্কন্ধ 'কটিদেশ', পঞ্চম স্কন্ধ 'নাভি', ষষ্ঠ স্কন্ধ 'বক্ষোদেশ', সপ্তম স্কন্ধ 'দক্ষিণ বাহু', অষ্টম স্কন্ধ 'বাম বাহু', নবম স্কন্ধ 'কণ্ঠ', দশম স্কন্ধ 'মনোরম হাস্য', একাদশ স্কন্ধ 'ললাট' ও দ্বাদশ স্কন্ধ 'মস্তক'।

শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধি-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক শ্লোকসমূহ শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন[১],—

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥

সম্বন্ধিতত্ত্ব—বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥[২]
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মাঽনানামত্যুপলক্ষণঃ ॥[৩]*
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥[৪]*

এই—'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যা'র স্থিতি ॥

অভিধেয়—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥[৫]
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥[৬]*

১। চৈ চ ম ২৫।১২৯—১৩৫ ; ২। ভা ১।২।১১ ; ৩। ঐ ৩।৫।২৩ ; ৪। ঐ ১।৩।২৮ ; ৫। ঐ ১১।১৪।২১ ; ৬। ঐ ১১।১৪।২০

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-, দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥[১] *

এবে শুন প্রেম, যেই—মূল 'প্রয়োজন'।
পুলকাশ্রুনৃত্যগীত—যাহার লক্ষণ ॥

প্রয়োজন—স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥[২]

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-, ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ [৩]

সর্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥[৪] *

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব ও গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ "মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ" —এই বাক্যে শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীপাদপদ্মকে তাঁহার 'সর্বস্ব'রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজের উপজীব্যচরণ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—"তৎপাদাম্বুজ-সর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে"[৫] অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দই যাঁহাদের সর্বস্ব, সেই ভক্তগণই এই ভক্তিরসের একমাত্র আস্বাদনকারী। শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহনের শ্রীচরণারবিন্দকে শ্রীল কবিরাজ তাঁহার সর্বস্ব বলায় শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের শ্রীপাদপদ্ম যে একাধারে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সম্বন্ধিতত্ত্ব এবং

১। ভা ১১।২।৩৭ ; ২। ঐ ১১।৩।৩১ ; ৩। ঐ ১১।২।৪০ ; ৪। ঐ ১২।১৩।১২ ;
* তারকা-চিহ্নিত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-নির্ণায়ক শ্লোকসমূহ অধিকাংশ হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই সকল শ্লোক শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া (কোন কোন মুদ্রিত সংস্করণে না থাকিলেও) এখানে সাজিত হইল। ৫। ভ র সি ২।৫।১৩১ শ্লোক।

অভিধেয় ভক্তি ও ভক্তিরসাস্বাদনরূপ প্রয়োজন—প্রেমের বিষয়-বিগ্রহ তাহাই সূচিত হইতেছে। এইরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীশ্রীগোপীনাথও একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের অধিদেব।

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যাঁর ধন-সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস-সার॥"—এই বাক্যানুসারে শ্রীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরসুন্দরও একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের অধিদেব। সেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-মিলিত ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্ররূপেও নিজেকে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ং মহামন্ত্র এবং মহামন্ত্রের ঋষি, ইহাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে "জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ"[১] এবং শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন—"প্রভু বলে, কহিলাঙ এই মহামন্ত্র"[২] বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তৎকালে কলি-সন্তরণোপানষদের কোন অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বা গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রুতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন না। এতদ্ব্যতীত কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত ষোড়শ নাম পাঠ করিলে উহার ফলে ব্রহ্ম-সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয়।[৩] কিন্তু কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি—হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র-কীর্তনের ফলে চতুর্বিধ মুক্তিধিক্কারী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়—ইহাই পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছেন। "সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।"[৪] আর কলিসন্তরণোপনিষদের মন্ত্রবিশেষকে শূদ্রাদি অধিকারীর জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বিপর্যয় করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ অর্বাচীন কল্পনা-প্রাগল্ভ্যও কোনো শ্রীগৌরপার্ষদ বা প্রাচীন আচার্য-বৃন্দের দ্বারা কোথাও সমর্থিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু ও তাঁহার ব্রাহ্মণোত্তম অনুচরগণই বা বিকৃতভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন কেন?

১। চৈ ভা ম ৬।১১৭; ২। ঐ ২৩।৭৭; ৩। "পঠন্ ব্রহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতা সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি"; ৪। চৈ চ ম ৬।২৬৮

চারিযুগের যথাক্রমে চারিটি তারকব্রহ্ম-নামের কথা শ্রুত হয়। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি যে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা একাধারে কলিযুগের তারক ও পারক-ব্রহ্মনাম। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-সংকলিত শ্রী-মথুরামাহাত্ম্য[১]-গ্রন্থোদ্ধৃত পাদ্মবচনে উক্ত হইয়াছে—"তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ।" মায়াদেবী শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, —"মুক্তি-হেতুক তারকব্রহ্ম হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান॥"[২] এক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোথাও 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া সর্বক্ষণ অনুশীলনের কথা নাই। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে "শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে", "শ্রীমতে নারায়ণায়"—এই নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয় এবং অষ্টাক্ষর প্রণবপুটিত মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকের সময় তুলসীমালায় জপ্য। উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দি-শাখায় দীক্ষামন্ত্রই আহ্নিকের সময় জপ করা হয়। সর্বক্ষণ কীর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট মন্ত্র নাই। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে অর্থাৎ তত্ত্ববাদিগণের মধ্যেও ঐরূপ বিচার।[৩] শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ে "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম" বাক্যকে মহামন্ত্র বলা হয় এবং উহা তুলসীমালায় গোমুখীর (মালার থলের) মধ্যে জপ করা হয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে শ্রীকেশবকাশ্মীরীর প্রশিষ্য শ্রীহরি-ব্যাসদেবজীর সময় হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুকরণে "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে॥"—বাক্য মহামন্ত্ররূপে তুলসীমালায় জপ্য হইয়াছে।

'কলিসন্তারক' বা 'কলিসন্তরণ'-উপনিষদের যে-সকল বিভিন্ন হস্তলিখিত পত্র পাওয়া গিয়াছে[৪], উহাদের প্রারম্ভে 'ওঁ শ্রীমদ্বিশ্বাধিষ্ঠান-পরমহংসগুরু-

১। শ্রীমথুরামাহাত্ম্য ১১৭ শ্লোক,; ২। চৈ চ অ ৩।২৫৫; ৩। "Madhwacharyya has not introduced any Mahamantra to be sung always"—Letter to the Editor, dated 9-12-53 from Sri Kanoor Mutt, Udipi; ৪। Vide Mss. No. D 351, D 352 of Govt. O., Ms. Library, Madras; No. 487 of 1882–83 (No. 103) of B. O. R. Institute, Poona.

রামচন্দ্রায় নমঃ' এবং উপসংহারেও ঐরূপ পদের সহিত 'রামচন্দ্রায়ার্পণমস্তু' বাক্য দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও পুঁথির প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম-সূচক শ্লোকও দৃষ্ট হয়।[১] এতদ্ব্যতীত অযোধ্যাদি স্থানে শ্রীরামলীলার সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী ও কুম্ভমেলায় সমবেত রামোপাসকগণ উক্ত কলিসন্তরণোপনিষদের ক্রমানুসারেই শূদ্রাদি জাতিনির্বিশেষে উক্ত নাম সংকীর্তন করেন। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, হয়ত' শ্রীরামোপাসক কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ স্বকৃত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে' বলিয়াছেন যে, মহাপ্রভু জগতে গৌড়ীয়গণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া, হে গৌড়ীয়গণ! **সংখ্যানির্ণয়রূপ বিধির সহিত** 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর, পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা উপদেশ করিয়াছিলেন।[২]

রসদা শ্রীচৈতন্যদয়া

শ্রীমহামন্ত্র যেরূপ 'হরা' (শ্রীরাধা) ও কৃষ্ণনামের যুগলিতস্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ হরা ও কৃষ্ণ-নামীর যুগলিত বিগ্রহ। রসরাজের মধ্যে যে মহাভাবস্বরূপিণী কাঞ্চনপঞ্চালিকা আছেন, তিনিই রসরাজের দ্বারা আপামর জীবে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন। এই মহা-বদান্যতাপরাকাষ্ঠার নিত্যসিদ্ধ মূর্তবিগ্রহই শ্রীমন্মহাপ্রভু। যেখানে আকার, সেখানেই নাম থাকিবে। অতএব নিত্যসিদ্ধ গৌরাকারের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ গৌরনাম এবং গৌরমন্ত্রও আছেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীমাধব শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধাতন্ত্রে প্রপঞ্চিত যে মহামন্ত্র বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুশীলন হইতেই গৌড়ীয় মহতের কৃপায় মহাভাবের চরম অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই দয়ার চমৎ-কারিতার কথা কেবল "তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ" (অনুভবকারীই মাত্র

১। D. 15027 of Govt. O. Ms. Library, Madras; ২। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ৫ম শ্লোক।

তাহা জানেন, অপরে নহে)—এই বাক্যে প্রকাশ করা ব্যতীত আর অধিক কিছু বলা যায় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥[১]

আবার তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার ॥[২]

'চমৎকার' ও 'চিত্র' এই দুইটি পর্যায়শব্দ। চমৎকার-শব্দটি আলঙ্কারিক পরিভাষা; ইহার অর্থ—অদ্ভুত বা বিস্ময়কর। এই চমৎকারিতা বা চিত্তের স্ফারতাই হইল সকল রসের সার অর্থাৎ স্থিরাংশ বা 'স্থায়িভাব'। আলঙ্কারিক ধর্মদত্ত বলিয়াছেন[৩],—'রস—অদ্ভুত, চমৎকারই—স্থায়িভাব'। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী দ্বাদশরসের সর্বরসেই অদ্ভুত-রস বর্তমান। এই অদ্ভুত-রসের দৈবত হইলেন 'শ্রীকূর্মদেব'। তাই অপ্রাকৃত শ্যাম-রসময় শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার-শ্লোকে এই অদ্ভুত-রসের দৈবত শ্রীকূর্মদেবের বন্দন ও তাঁহার আশীর্বাদ-জ্ঞাপনাত্মক শ্লোক দৃষ্ট হয়। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের টীকায়[৪] শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাস্বাদকে 'অনির্বাচ্য', ভজনানন্দকে 'অনির্বাচ্যতর', প্রেমানন্দকে 'অনির্বাচ্যতম' এবং তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভার্তির দ্বারা প্রকাশিত যে আনন্দ, তাহা পরমপরাকাষ্ঠা-বিশেষ-প্রাপ্ত বলিয়া তাহাকে 'পরম-মহানির্বাচ্যতম' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় সেই রস-পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই, মনে হয়, শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ 'চমৎকার' ও 'চিত্র'-শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া হৃদয়ের দ্বারা

১। চৈ চ আ ৮।১৫; ২। ঐ ১৭।৩০৬; ৩। সাহিত্যদর্পণ ৩।৩; ৪। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত-টীকা, ১।৭।১২৬

(মস্তিষ্কের দ্বারা নহে) বিচার করিলে চিত্তে চমৎকারিতা লাভ হয়'—এই উক্তি-দ্বারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল স্বরূপ-পাদের কথিত 'রসদা' শ্রীচৈতন্য-দয়ার কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীসূত গোস্বামিপাদ যেরূপ অদ্ভুত-রসের দৈবত শ্রীকূর্মদেবের আশীর্বাদ জগতে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যলীলার উপসংহারেও শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সেই পরম-মহানির্বাচ্যতম, অচিন্ত্যাদপি অচিন্ত্য, অদ্ভুতাদপি অদ্ভুত রসের অধিদেব শ্রীকূর্মদেবরূপে আত্ম-প্রকাশকারী 'অদ্ভুত বদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনে জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন। রসস্বরূপ ও রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদের কামনার মূলে আছে 'বিস্ময়'—"বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ"[১], "রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।"[২] সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীগৌররূপে বিপ্রলম্ভময়ী লীলা আবিষ্কার করিয়া নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে গোপীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সেই নৃত্যদর্শনে "যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ"[৩] অর্থাৎ মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে সমগ্র জগৎ ত' বিস্মিত হইয়াছিলই, এমন কি, স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন। রসরাজ ও মহাভাবের একত্র মিলন না হইলে এরূপ রস-চমৎকারিতা-বিশেষের পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হয় না। এজন্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ তিনবার 'অদ্ভুত' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ কমঠাকৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য ও ঔদার্য-মহিমা গান করিয়াছেন,—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা॥

১। ভা ৩।২।১২; ২। চৈ চ ম ২১।১০৪; ৩। ঐ ১৩।১

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য॥
সর্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন॥[১]



চতুর্দশ-মাধুরী

প্রাচীন মহৎ-সহৃদয়-হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের চিত্র-ভাবোদয়

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ-আল্‌বর্‌-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

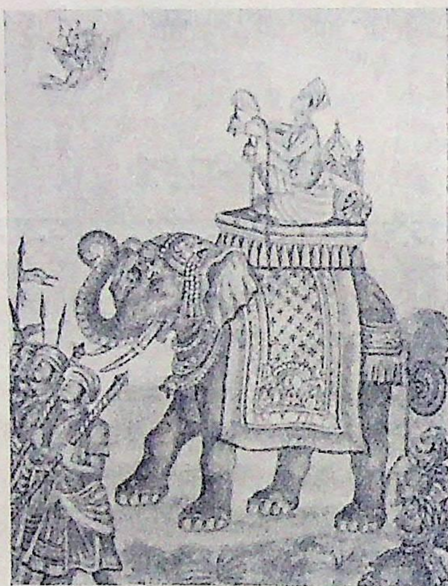
শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ অদ্ভুত-বদান্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের 'চিত্রভাব' তাঁহার 'রসদা দয়া'র অদ্ভুত-প্রভাবে কোনো কোনো প্রাচীন মহৎ-সহৃদয়ের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥[২]

কলিকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অল্প সংখ্যক নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণব আবির্ভূত হইবেন, কিন্তু দ্রবিড়দেশে বহু সংখ্যায় ভগবদ্ভক্ত আবির্ভূত হইবেন। উক্ত দ্রবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা (ভৈগাই নদী), পয়স্বিনী

১। চৈ চ অ ১৭।৬৭—৬৯; ২। ভা ১১।৫।৩৮—৪০

(পালার)[১], মহাপুণ্যা কাবেরী ও পশ্চিম-বাহিনী মহানদী (পেরিয়ার) প্রবাহিত রহিয়াছে। হে রাজন্! যে সকল মানব উক্ত নদীসমূহের জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীবাসুদেবের ভক্ত হ'ন।



শ্রীবিষ্ণুচিত্ত

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিটি আল্‌বর্‌গণের দ্রবিড়দেশে আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া অনেকে বিচার করেন ; কারণ, তাম্রপর্ণী নদীর তটে পরবর্তিকালে নম্মা আল্‌বর্‌ ও মধুর-কবির আবির্ভাব হয়।[২] কৃতমালা বা

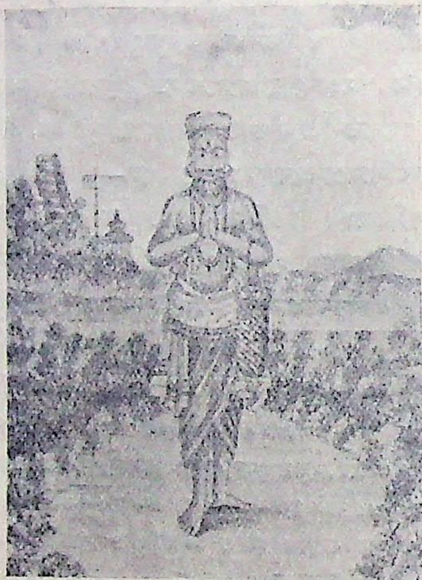
১। 'Early History of Vaishnavism in South India' by S. Krishnasvami Aiyanger, P. 8, Madras 1920,; ২। কুরুকাপুরী বা কুরুকুর নগরে (বর্তমান তিনেভেলি জেলাস্থ তাম্রপর্ণীর দক্ষিণ তটে আলোয়ার তিরুনগরীতে) নম্মা আলোয়ার বা শঠকোপ আবির্ভূত হ'ন এবং আল্‌বর তিরুনগরীর এক ক্রোশ পূর্বদিকে তিরুকোলুর-গ্রামে মধুর-কবি জন্মগ্রহণ করেন।

ভৈগাই নদীর নিকটে শ্রীবিল্লীপুত্তুর[1] নগরে পেরি-ই-আলবর (বিষ্ণুচিত্ত) ও তাঁহার পালিতা কন্যা শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূত হ'ন। পয়স্বিনী (নামান্তর পালার) নদীর উপকূলস্থ প্রদেশে পয়গই আল্‌বর্‌ (কাসার মুনি বা সরোযোগী), পূদত্ত আল্‌বর্‌ (ভূতযোগী), পে-আল্‌বর্‌ (ভ্রান্তযোগী) ও তিরুমড়ি-সাই আল্‌বর্‌ (ভক্তিসার) আবির্ভূত হ'ন।[2] কাবেরীর তটস্থ প্রদেশে তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আল্‌বর্‌ (ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু), তিরুপ্পাণ আল্‌বর্‌ (যোগিবাহ) ও তিরুমঙ্গই আল্‌বর্‌ (পরকাল স্বামী বা চতুষ্কবি) আবির্ভূত হ'ন।[3] মহানদীস্থ প্রদেশে সম্রাট্ কুলশেখর আবির্ভূত হ'ন।[4]

শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত-মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়, শ্রীনারদের নিকট শ্রীভক্তিদেবী বলিতেছেন যে, 'তাঁহার দুই পুত্র—জ্ঞান ও বৈরাগ্য কালক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দ্রবিড়দেশে আবির্ভূত হইয়া কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাটে জীর্ণতা লাভ করেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে পুনরায় আগমন করিয়া নবযৌবন-সম্পন্না,

১। শ্রীবিল্লীপুত্তুর বিরুদ্ধনগর-জং হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীবিল্লীপুত্তুরের সন্নিকটস্থ প্রদেশ হইতে কৃতমালা বা ভৈগাই নদী প্রবাহিতা হইয়া মাদুরা ও রামনাদ দিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে; ২। পয়গই আল্‌বর পালার-নদীর উত্তর কূল-প্রদেশ বিষ্ণুকাঞ্চীতে, পূদত্ত আল্‌বর পালার-নদীর সংলগ্ন প্রদেশস্থ মহাবলীপুরে, পে-আল্‌বর মান্দ্রাজের ময়লাপুরে (ইহাও পালার-নদীর পূর্বোত্তর ভাগে অবস্থিত) ও তিরুমড়িসাই আল্‌বর মান্দ্রাজ হইতে ১৫ মাইল ও পুণামেলি হইতে ৩ মাইল দূরে পালার-নদীরই পারিপার্শ্বিক স্থানে আবির্ভূত হ'ন; ৩। তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আল্‌বর কাবেরী-নদীর উত্তর-তীরস্থ মণ্ডঙ্গুড়ি নামক স্থানে, তিরুপ্পাণ্ আলোয়ার কাবেরী-নদীর দক্ষিণতটস্থ ত্রিচীনাপল্লীর উরইয়ুর-নামক স্থানে এক ধান্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিরুমঙ্গই আল্‌বর চোলরাজ্যের সেনাপতিরূপে কাবেরী-তটস্থ শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের বিভিন্ন সেবা করিয়াছেন; ৪। কোচিন-ষ্টেটের অন্তর্গত তিরুবঞ্জীকুলম্-নামক স্থানে সম্রাট্ শ্রীকুলশেখর জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল স্থানের বিস্তৃতবিবরণ গ্রন্থকার-রচিত 'শ্রীগৌরপদাঙ্কিত দক্ষিণাপথ'-গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠা ও স্বরূপিণী হইয়াছেন।'[১] এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে অনেকে মনে করেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলায় যে শ্রীমদ্ভাগবত রূপায়িত হইয়াছিলেন, তাহা দ্রবিড়দেশেই প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং সুপ্রাচীন আল্‌বর্‌গণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য 'তীব্র ভক্তিযোগ' অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভজনানুশীন ও গাথাসমূহ প্রকট করিয়াছিলেন।



শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রি রেণু

আঢ়্বর বা আল্‌বর্‌ (আড়্‌=নিমজ্জিত হওয়া ; আল্‌বর্‌ বা আড়্‌-বর্‌=শ্রীভগবৎপ্রেমে নিমজ্জিত) একটি দ্রাবিড়ী শব্দ। ইহার সংস্কৃত-

১। পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড ৬৩ অ, ১৫৫৪,১৫৫৫ পৃঃ, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত সং, কলিকাতা ৪১৩ শ্রীগৌরাব্দ।

প্রতিশব্দ—দিব্যসূরি, ভগবৎ-প্রেমিক। আল্‌বরগণ সিদ্ধ-ভগবৎপার্ষদ ও ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিদিত। ইঁহাদের সংখ্যা কোন মতে দশ, কোন মতে দ্বাদশ। কেহ কেহ অণ্ডাল বা শ্রীগোদাদেবীকে বাদ দিয়া শ্রীমধুর-কবিকে দ্বাদশজন আল্‌বরের অন্যতমরূপে গণনা করিয়াছেন।



শ্রীমুনিবাহ



শ্রীচতুষ্কবি

ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের পূর্বকথিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আটজন আলোয়ার ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। উক্ত আট জনের মধ্যে শ্রীগোদাদেবী তুলসীকানন-মধ্যে পেরি-ই-আল্‌বর্ (ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত)-কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তিরুমড়িসাই আল্‌বর্ কোন ঋষির ঔরসে অপ্সরা-গর্ভে জাত হইয়া শূদ্রের দ্বারা পালিত

হ'ন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে শ্রীকুলশেখর আল্‌বর্‌ ক্ষত্রিয়কুলে, তিরুমঙ্গই আল্‌বর কালার বা দস্যু-জাতিতে, তিরুপ্পাণ্‌ অন্ত্যজ জাতিতে এবং নম্মালোয়ার শূদ্রকুলে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য -প্রমুখ ব্রাহ্মণোত্তম বেদবেদান্ত-নিষ্ণাত বৈষ্ণবাচার্যগণ উক্ত আল্‌বর্‌গণকে সমভাবে গুরুবৎ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য 'প্রবন্ধ-সারম্‌'-গ্রন্থে আল্‌বর্‌গণের যে ক্রম স্বীকার করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহাদের তামিল নাম, বন্ধনীর মধ্যে সংস্কৃত নাম এবং আবির্ভাব-স্থানের নাম প্রদত্ত হইল—

নাম	আবির্ভাব-স্থান
(১) পয়গই আল্‌বর্‌ (কাসার মুনি বা সারযোগী)	বিষ্ণুকাঞ্চী
(২) পূদত্ত আল্‌বর্‌ (ভূতযোগী)	মহাবলীপুরম্‌
(৩) পে-আল্‌বর্‌ (ভ্রান্তযোগী)	মান্দ্রাজের ময়লাপুর
(৪) তিরুমড়ি সাইপ্পিরান-আল্‌বর্‌ (ভক্তিসার)	পুনামেলির নিকট তিরুমড়ি-সাইগ্রাম
(৫) নম্মাল্‌বর্‌ (শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ)	কুরুকাপুরী (আল্‌বর্‌ তিরুনগরী)
(৬) মধুর কবিগল্‌ আল্‌বর্‌	তিরুক্কলুর (আল্‌বর তিরুনগরীর প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে)
(৭) শ্রীকুলশেখর আল্‌বর্‌	কোচীন-ষ্টেটের অন্তর্গত তিরুবঞ্জীকুলম্‌ (কুইলন্‌)
(৮) পেরি-ই-আল্‌বর্‌ (বিষ্ণুচিত্ত)	শ্রীবিল্লীপুত্তুর
(৯) অণ্ডাল (শ্রীগোদাদেবী)	পেরি-ই-আল্‌বর-কর্তৃক তুলসী-কানন-মধ্যে প্রাপ্ত
(১০) তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আল্‌বর্‌ (ভক্তাঙ্ঘ্রি রেণু)	মণ্ডঙ্গুড়ি
(১১) তিরু-প্‌-পাণ আল্‌বর্‌ (মুনিবাহ, যোগীবাহ)	ত্রিচীনাপল্লীর উরইয়ুর-নামক স্থানে এক ধান্যক্ষেত্রে আবিষ্কৃত
(১২) তিরু-মঙ্গই আল্‌বর্‌ (চতুষ্কবি বা পরকাল, কলিবৈরী, নীল)	কাবেরী-নদীর তটস্থ প্রদেশ

দ্রাবিড়াম্নায়

তামিল ভাষায় 'বেন্‌বা', 'তাণ্ডকম্' (সংস্কৃত 'দণ্ডক'), 'আশিরিয়' প্রভৃতি তামিল ছন্দে (ছন্দঃ=তুরৈ, বিরুত্তম্) রচিত প্রায় চারি সহস্র গাথাত্মক 'নাল্-আয়ির দিব্য-প্-পিরবন্দম্' (নাল্=চারি, আয়িরম্=সহস্র, পিরবন্দম্=প্রবন্ধম্) বা 'চতুঃসহস্র দিব্যপ্রবন্ধ' গ্রন্থে দ্বাদশজন আল্‌বরের রচিত প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধের নাম, রচয়িতৃগণের নাম ও গাথার সংখ্যা ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রথম খণ্ডের নাম—'মুদল্-আয়িরম্' (বা প্রথম সহস্র) :—

(১) তিরু-প্-পল্লাণ্ডু (তিরু=শ্রী, পল্=বহু, আণ্ডু=বৎসর। গাথার প্রথম শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে)—পেরিয় আল্‌বর্ ১২

(২) তিরু-মোড়ি (মোড়ি=পবিত্র বাণী)—পেরিয়-আল্‌বর্ ৪৬১

(৩) তিরু প্-পাবই (পাবই=ব্রত। শ্রীব্রত)—আণ্ডাল্ ৩০

(৪) নাচ্ছিয়র্ তিরু-মোড়ি (নাচ্ছিয়র্=ভগবন্মমহিষী)—আণ্ডাল্ ১৪৩

(৫) পেরুমাল্ তিরু-মোড়ি (পেরুমাল্=রাজা বা সম্রাট্, সম্মান-সূচক উপাধি)—শ্রীকুলশেখর পেরুমাল্ ১০৫

(৬) তিরু-চ্-চন্দ-বিরুত্তম্ (শ্রীচন্দবৃত্তম্)—তিরুমড়িশই আল্‌বর্ ১২০

(৭) তিরু-মালই (শ্রীমালিকা)—তোণ্ডর্-অড়ি-প্-পোড়ি আল্‌বর্ ৪৫

(৮) তিরু-প্-পল্লি-য্-এড়ুচ্চি (পল্লি=শয্যা, নিদ্রা; এড়ুচ্চি=উত্থান, শ্রীরঙ্গনাথ-প্রাবোধিকী-স্তব)—তোণ্ডর্-অড়ি-প্-পোড়ি আল্‌বর্ ১০

(৯) অমলন্ আদি-পিরাণ্ (অমলন্=অমল, পিরাণ্=উপকারক)—তিরু-প্-পাণ্ আল্‌বর্ ১০

(১০) কণ্ণি-নুণ্-শিরু-ত্-তাম্বু (কণ্ণি=গ্রন্থি, নুণ্=সূক্ষ্ম, শিরু=হ্রস্ব, ক্ষুদ্র; তাম্বু=রজ্জু। গাথার প্রথম শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে।)—শ্রীমধুরকবিগল্ আল্‌বর্ ১১

প্রথম খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা— ৯৪৭

দ্বিতীয় খণ্ড :—

(১) পেরিয় তিরুমোড়ি (পেরিয় = বৃহৎ)—তিরু-মঙ্গই আল্‌বর্ ১০৮৪

(২) তিরু-কুরুন্-দাণ্ডকম্ (বা 'দাণ্ডহম্') (কুরুন্ = ক্ষুদ্র, দাণ্ডকম্ = 'দণ্ডক্'-ছন্দঃ)—তিরু-মঙ্গই আল্‌বর্ ২০

(৩) তিরু-নেড়ুন্-দাণ্ডকম (নেড়ু = দীর্ঘ)—তিরু-মঙ্গই আল্‌বর্ ৩০

দ্বিতীয় খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা— ১১৩৪

তৃতীয় খণ্ডের নাম 'ইয়র-পা' (সুর-সহযোগে গেয় গাথা) :—

(১) মুদল্ তিরু ব-অন্দাদি (প্রথম শ্রী-অন্তাদি)—পোয়-গৈ (বা পোয়্‌হৈ) আল্‌বর্ ১০০

(২) ইরণ্ডাম্ তিরু-ব-অন্দাদি (দ্বিতীয় শ্রী-অন্তাদি ; ইরণ্ডু = দুই)—পে আল্‌বর্ ১০০

(৩) মুণ্ড্রাম্ তিরু-ব-অন্দাদি (তৃতীয় শ্রী-অন্তাদি ; মুণ্ডু = তিন)—পূদত্তাল্‌বর্ (বা ভূতত্তাল্‌বর্) ১০০

(৪) নান্-মুখন্ তিরু-ব-অন্দাদি (নাল্ = চারি। চতুর্মুখ শ্রীঅন্তাদি)—তিরুমড়িশই আল্‌বর্ ৯৬

(৫) তিরু-বিরুত্তম্ (শ্রীবৃত্তম্)—নম্মাল্‌বর্ ১০০

(৬) তিরুব--আশিরিয়ম্ (শ্রীআশিরিয়-প্-পা ছন্দঃ)—নম্মাল্‌বর্ ৭

(৭) পেরিয় তিরু-ব-অন্দাদি (বৃহৎ শ্রী-অন্তাদি)—নম্মাল্‌বর ৮৭

(৮) তিরু ব-এড়ু-ক্-কুট্রিরুক্কৈ (এড়ু = সাত, কুট্রিরুক্কৈ = সংস্কৃত বন্ধ-সমূহের ন্যায় এক প্রকার দুরূহ চিত্র-কাব্য) —তিরু-মঙ্গই আল্‌বর্ ১

(৯) শিরিয় তিরু-মডল্ (শিরিয় = ক্ষুদ্র, মডল্ = কলি-বেন্‌বা-ছন্দে রচিত পদ্য)—তিরুমঙ্গই আল্‌বর্ ১

(১০) পেরিয় তিরু-মডল্ (পেরিয় = বৃহৎ)—তিরু-মঙ্গই আল্‌বর্ ১

তৃতীয় খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা— ৫৯৩

চতুর্থ খণ্ড :—

(১) 'তিরু-বায়-মোড়ি' (বায়্-মোড়ি=সত্যবাণী, বেদ)[১] 'নম্মাল্বর'

চতুর্থ খণ্ডের গাথার মোট সংখ্যা— ১১০২

নম্মাল্বর বা শ্রীশঠকোপ-রচিত 'তিরু-বিরুত্তম্' (শ্রীবৃত্ত), 'তিরু-ব্-আশিরিয়ম্' (শ্রীআশিরিয়াখ্য ছন্দঃ), 'পেরিয় তিরু-ব্-অন্দাদি' (বৃহৎ-শ্রী-অন্তাদি) ও 'তিরু-বায়্-মোড়ি' (শ্রীসহস্রগীতি) নামক তামিল চতুঃসহস্র দিব্য প্রবন্ধের অন্তর্গত চারিটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও সামবেদের অর্থ অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।[২]

নম্মা আল্বর্

দাক্ষিণাত্যে তিনেভেলি জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণ-তীরে কুরুকা-নগরী (বর্তমান নাম আলবর্-তিরুনগরী[৩]) অবস্থিত। প্রাচীনকালে এইস্থানে একটি শূদ্রবংশ বাস করিতেন। এই বংশে শ্রীবিভূতিনাথেন্দ্র নামে একজন পরম বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বৈষ্ণববংশে কারি-নামক এক ব্যক্তি পাণ্ড্যরাজের সভায় উচ্চ রাজকার্য করিতেন। তিনি 'নাথ-নায়িকা' ('উড়ৈঅনঙ্গৈ')-নাম্নী এক বৈষ্ণব-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে স্বদেশে ফিরিবার পথে কুরুকানগরীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলে 'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু শীঘ্রই তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন'—এইরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হ'ন। কিছুকাল

১। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা গ্রন্থকার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয় পত্রে' (২২ বর্ষ, ১১শ—১৪শ সংখ্যায়) তদ্রচিত 'শ্রীদ্রবিড়াম্নায়' প্রবন্ধে (৬ই কার্তিক, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) দ্রষ্টব্য ; ২। শ্রীকৃষ্ণপাদ স্বামি-বিরচিত ভগবদ্বিষয়ে উপোদ্ঘাত ও শ্রীমদনন্তা-চার্যসূরি-কৃত প্রপন্নামৃত ১০৪।৩৮—৪৫ ; ৩। সাউদার্ণ-রেলওয়ের তিনেভেলি—তিরুচেন্দুর লাইনে তিনেভেলি হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে 'আলোয়ার-তিরুনগরী' ষ্টেশন। তথা হইতে প্রায় ১ মাইলের মধ্যে আদিনাথ পেরুমলের মন্দির। 'প্রবাসী' মাসিক-পত্রে (কার্তিক, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) 'নবত্রিপদী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পরে কলিযুগের প্রথম বৎসরের ৪৩ দিন গত হইলে (৩১০২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে) বৈশাখ মাসের শুক্লচতুর্দশী-তিথিতে, শুক্রবারে এক মহাপুরুষ শ্রীনগরীতে আবির্ভূত হইলেন। শিশুরূপী মহাপুরুষকে মাতৃস্তন্য-গ্রহণ হইতে বিরত, মলমূত্রাদিরহিত, রোদনাদি-বিহীন ও দিব্য-তেজোময়মূর্তিধররূপে দেখিতে

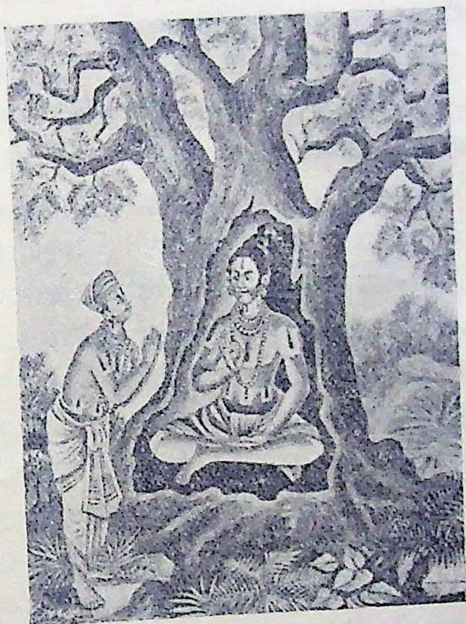


আলবর্ তিরুনগরীতে শ্রীআদিনাথের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন
সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন তেঁতুলবৃক্ষ

পাইয়া দ্বাদশ দিবসে মাতা ও পিতা তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীআদিনাথের[১] শ্রীমন্দিরের নিকটে এক তেঁতুল গাছের মূলদেশে সোনার দোলার মধ্যে

১। শ্রীশঠকোপ 'সহস্রগীতির' পঞ্চম-শতকের পঞ্চম-দশকে শ্রীকুরঙ্গনগর-পূর্ণের এবং ৪।১০।১,২ ও ৫।৩।১ গাথায় শ্রীআদিনাথের (তামিল 'আদি-পিরাণ') স্তুতি করিয়াছেন।

রাখিয়া ও 'মারণ্' নামকরণ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। উক্ত মহাপুরুষ ষোড়শ-বৎসরযাবৎ মূক ও অন্ধের ন্যায় থাকিয়া কোন খাদ্যাদি গ্রহণ না করিয়াই ঐ বৃক্ষমূলে আসীন রহিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে



তেঁতুল-বৃক্ষের মূলদেশস্থ কোটরে নম্মা আলবর্
(শ্রীশঠকোপ) ও শ্রীমধুরকবি

তিরুক্কোড়ুর[1] নগরে শ্রীমধুরকবি-নামক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় উপনীত হ'ন। এক দিন রাত্রিকালে শ্রীসরযূ-নদীতে স্নান করিবার সময় তিনি দক্ষিণ-দিকে

১। আলোয়ার তিরুনগরী হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে তাম্রপর্ণী-নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

এক দিব্য তেজঃ দেখিতে পাইয়া তদনুসরণে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে কুরুকা-নগরীতে উপনীত হ'ন এবং তেঁতুল-বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট শ্রীশঠকোপকে দর্শন করেন। তাঁহাকে অন্ধবৎ ও মূকবৎ দেখিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে শ্রীমধুর-কবি একটি প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাপুরুষ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং মধুর-কবির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ইহাই শ্রীশঠকোপের প্রথম বাক্যোচ্চারণ। শ্রীশঠকোপ শ্রীমধুরকবির সেবায় প্রসন্ন হইয়া শ্রীমধুর-কবিকে চারিটি প্রবন্ধ উপদেশ করেন। এইরূপে পঁয়ত্রিশ বৎসর ভূমণ্ডলে অবস্থান করিয়া পঞ্চত্রিংশৎ কল্যাব্দে শ্রীশঠকোপ শ্রীবৈকুণ্ঠবিজয় করেন। অদ্যাপি শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীভগবানের শ্রীপাদুকা 'শ্রীশঠকোপন্' নামে প্রসিদ্ধ। 'সহস্রগীতি'র ৫।৮।৯ ও ৬।১০।১০ গাথায় ইহার ইঙ্গিত আছে।

শ্রীশঠকোপের তিরোভাবের পর শ্রীমধুর-কবি কুরুকানগরীতে শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅর্চাবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং শ্রীশঠকোপ-সূরিকে, 'দ্রাবিড়াম্নায়দেব' বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি নম্মা আল্‌বর, শ্রীপরাঙ্কুশ, শ্রীবকুলাভরণ প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীশঠকোপের বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের পর আরও পঞ্চাশ বৎসরকাল শ্রীমধুর-কবি জগতে প্রকট ছিলেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক পরম্পরার বিশ্বাসানুসারে আদি-আল্‌বর্ কাষার মুনি বা সরোযোগী (পয়গই আল্‌বর্) ৪২০২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে[১] এবং সর্বশেষ আলোয়ার চতুষ্কবি বা পরকাল স্বামী (তিরুমঙ্গই আল্‌বর্) ২৭১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হ'ন।[২] পণ্ডিত গোপীনাথ রাও,

১। Sir Subrahmanya Ayyar Lectures on the 'History of Sri Vaisnavas'—Delivered by the Late Mr. T. A. Gopinath Rao (1917), P. 2, University of Madras, 1923; ২। Ibid P. 6; কোন কোন মতে ২৭০৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ (Vide—Hymns of the Alvars by J. S. M. Hooper, General Introduction Pp. 10, 16)।

অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার-প্রমুখ রামানুজ-সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষিত গবেষকগণ শিলালেখ ও তাম্র-শাসনের লিখিত বিবরণ ও আল্‌বরগণের রচিত 'দিব্য প্রবন্ধমে'র বিভিন্ন উক্তির সহিত সাম্প্রদায়িক বিবরণ মিলাইয়া আল্‌বরগণের আবির্ভাবের ক্রম ও সময়ের পুনরালোচনা করিয়াছেন। গোপীনাথ রাও-মহাশয়ের মতে নম্মাল্‌বর্ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়া 'সহস্র-গীতি' রচনা করিয়াছিলেন।[১] ডক্টর এস্. কৃষ্ণ-স্বামী আয়েঙ্গার-মহাশয় শ্রীনম্মাল্‌বরের সময়—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।[২]

দ্রাবিড়াম্নায়ের আবির্ভাব

শ্রীমদনন্তাচার্য-প্রণীত 'শ্রীপ্রপন্নামৃত'-গ্রন্থের ১০৭তম অধ্যায়ে দ্রাবিড়াম্নায়ের প্রাকট্য-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্নাথমুনি যখন বহু তীর্থাদি পরিভ্রমণের পরে স্বীয় আবির্ভাব-স্থান বীরনারায়ণ-পুরে শ্রীরাজগোপালদেবের সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কয়েকজন পশ্চিমদেশীয় অভ্যাগত শ্রীবৈষ্ণবকে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীশঠ-কোপ-কৃত দশটি গাথা[৩] গান করিতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া সমগ্র প্রবন্ধের পারায়ণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে ঐ অংশটুকুই তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাঁহারা কোথাও দর্শন করেন নাই। উক্ত স্তোত্রের উপসংহারে ('সহস্র-গীতি' ৫।৮।১১) 'ইহা সহস্র গাথার মধ্যে দশ গাথা' —এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্নাথমুনি সমগ্র প্রবন্ধ আবিষ্কার করিতে

১। T. A. Gopinath Rao's Lecture, P. 21 ; ২। 'Early History of Vaisnavism in South India', P. 84, Oxford 1920 ; ৩। এই ১০টি গাথা 'তিরুবায়মোড়ি'র পঞ্চম শতকের অষ্টম দশকে দৃষ্ট হয়।

কৃতসঙ্কল্প হ'ন। তিনি কুরুকানগরীতে গিয়া তেঁতুল-বৃক্ষমূলে শ্রীমধুর-কবির শিষ্য শ্রীপরাঙ্কুশ-দাসের দর্শন প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীপরাঙ্কুশ-দাস বলেন, 'পূর্বে সহস্র-গীতি পাঠ-মাত্র সকলে নিষ্পাপ ও মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিতে থাকিলে, অজ্ঞ লোকসকল এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই মৃত্যু হয়', মনে করিয়া উহাকে তাম্রপর্ণী-নদীতে নিক্ষেপ করে। দৈবক্রমে শ্রীশার্ঙ্গ-পাণি-বিষয়ক দশপদ্যাত্মক একটি পত্র নদীর প্রবাহ হইতে উদ্ধার করা হয়; 'সহস্র-গীতি'র মধ্যে ঐ দশটি গাথাই বর্তমানে জগতে প্রকাশিত আছে। শ্রীপরাঙ্কুশ-দাসের নির্দেশানুসারে শ্রীমন্নাথমুনি শ্রীশঠকোপের অর্চা-বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমধুর-কবি-কৃত একাদশ গাথাত্মক শ্রীশঠকোপ-স্তুতি (কন্নি-নুণ্-শিরু-ত্-তাম্বু) দ্বাদশ-সহস্র বার জপ করিলে নম্মাল্‌বর প্রসন্ন হইয়া 'সহস্র-গীতি'-প্রভৃতি প্রবন্ধ শ্রীমন্নাথমুনিকে উপদেশ করেন।

তিরু মঙ্গই আল্‌বর শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে শ্রীদ্রাবিড়াম্নায় পঠনের জন্য 'অধ্যয়ন-উৎসবে'র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তামিল মার্গশীর্ষ (বাংলা পৌষ) মাসের পুত্রদা একাদশীর দশদিন পূর্বে অধ্যয়ন-উৎসব আরম্ভ হইয়া একুশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং পরে পুত্রদা একাদশীর দশদিন পরে সমাপ্ত হয়। (—'শ্রীপ্রপন্নামৃত' ১০২তম অধ্যায়)। শ্রীমন্নাথমুনি তাঁহার দুইজন ভাগিনেয়ের দ্বারা 'সহস্রগীতি'কে বেদের ন্যায় উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর-যুক্ত করাইয়া সুর-তান-লয়-সহযোগে শ্রীবিগ্রহের সমীপে নিয়মিত-ভাবে গান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (—'শ্রীপ্রপন্নামৃত' ১০৭তম অধ্যায়)।

শ্রীশঠকোপ প্রথম প্রবন্ধে ('তিরুবিরুত্তম্') সংসারের দুঃসহত্ব, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ('তিরুবাশিরিয়ম্') শ্রীহরির স্বরূপাদি—যাহা তিনি স্পষ্ট অনুভব ও দর্শন করিয়াছিলেন, তৃতীয় প্রবন্ধে ('তিরুবন্দাদি') শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার তীব্র আশা

কি প্রকার স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল' ও চতুর্থ প্রবন্ধে ('তিরুবায়্‌মোড়ি') শ্রীভগবানের অনুভব-প্রভাবে প্রাপ্ত তাঁহার অভিমত বিবৃত করিয়াছেন।[১]

দ্রাবিড়াম্নায়ে রসিক ব্রহ্মের কথা

শ্রীশঠকোপ চতুর্ভুজ-শ্রীবিগ্রহকেও শ্রীশ্যামসুন্দর-মুরলীবদন-রূপে আহ্বান করিয়াছেন এবং শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনীলালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্রীশঠকোপ শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ-পূর্বক আপনাকে শ্রীগোপীর কিঙ্করীভাবে ধন্যতমা বিচার করিয়া গাহিয়াছেন,— 'যিনি বেণুর স্বরে হৃদয়াকর্ষক গান করিতে করিতে ধেনুগণকে চারণ করিতেন এবং চঞ্চলনেত্রা পুষ্প-মাল্যভূষিতা নীলা (শ্রীরাধা)-কে সমালিঙ্গন করিতেন, এই প্রকারে যিনি অদ্ভুত রূপা-লীলা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার (সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের)চরিত স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত দ্রব হওয়ায় আমি নিরন্তর আনন্দলাভ করিতেছি ; এই পৃথিবীতে আমার সমান কে আছে !'[২]

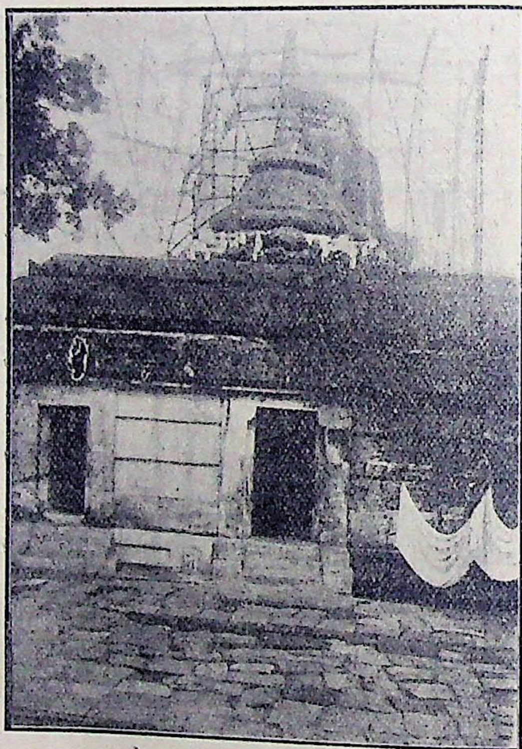
মূল তামিল 'সহস্রগীতি' বা 'তিরুবায়্‌মোড়ি'তে একাধিক বার 'নীলা' (তামিল 'নাপ্পিন্নাই')শব্দের উল্লেখ আছে। (—'সহস্রগীতি' ১।৫।১, ১।৭।৮, ৪।২।৫, ৬।৪।২, ৬।৫।১০, ৮।১।৭, ৯।৮।২, ৯।৮।৪, ৭।১০।৪, ১০।৪২ দ্রষ্টব্য)।

'দ্রবিড়-বেদসঙ্গতি'র নিম্নলিখিত শ্লোকটিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য,—

আদ্যে তু ষষ্ঠশতকস্য মুনিস্তথার্তো
নারীসমাধিমধিগম্য নিজামবস্থাম্‌।
অর্চাহরিং কমপি পক্ষিভিরন্তিকস্থৈ-
রাপন্নরক্ষণসদীক্ষমবোধয়ৎ সঃ ॥[৩]

১। শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামি-বিরচিত ভগবদ্‌বিষয়ের উপোদ্‌ঘাত ৯ পৃঃ, মথুরা ১৯৩৯ খ্রীঃ ;
২। সহস্রগীতি ৬।৪।২, পণ্ডিত স্বামী শ্রীমৎ পরাঙ্কুশাচার্য শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মথুরা ১৯৯৫ সংবৎ, ১৯৩৯ খ্রীঃ ; ৩। শ্রীদ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি, ৬২

শ্রীশঠকোপস্বামী শ্রীগোবিন্দের বিরহে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সারস, নারদপক্ষী, শারিকা, রাজহংস, কোকিল, শুক, টিট্টিভ ও ভ্রমর —যাহাকে নিকটে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই 'তিরু-বণ্ণুর'-নামক



শ্রীআলালনাথের (আলবরুনাথের) শ্রীমন্দির
(ব্রহ্মগিরি, শ্রীপুরী হইতে ৬ ক্রোশ)

দিব্যদেশস্থ শ্রীহরির নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অদর্শন-জনিত বিপ্রলম্ভ-ব্যথার কথা জ্ঞাপন করিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের 'শ্রীউদ্ধব-

সন্দেশ' অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভ্রমরগীত' ও 'গোপীগীতে'র অনুরূপ ভাব 'সহস্রগীতি'র ঐ সকল গাথায় দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ কুলশেখর ও আলবন্দারু-ঋষির 'শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র' ও 'স্তোত্ররত্ন' শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। ত্রিকালসত্য শ্রীরাধাভাব-মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে যেরূপ শ্রীলীলাশুক, শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রমুখ রসিক মহদ্‌গণের হৃদয়ে ভাবরূপে উদিত ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনম্মালবর-প্রমুখ সুপ্রাচীন দিব্যসূরিগণের হৃদয়েও উদিত হইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীশ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীআলালনাথে[১] গমন করিয়া তথায় দ্বিগুণতর বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইতেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যদিও শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের (মধুর-রসে শ্রীকৃষ্ণভজনকারী পূর্ব-মহাজনগণের) হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।[২]

শ্রীশঠকোপ শ্রীব্রজ-যুবতীগণের খ্যাতনীতি অর্থাৎ রাগময়ী প্রীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের প্রেম-রসাস্বাদন করিয়াছিলেন।[৩] 'সহস্র-গীতি'গাথার একটি সংস্কৃত-পদ্যানুবাদ হইতে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুর শ্রী-শঠকোপের (জনৈকা সখীর প্রতি) একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীনাথঃ শকট-প্রভঞ্জনপদো মায়াত্মিকাং পূতনাং
হন্তুং স্তন্যরসপ্রযুক্তবদনো মামপ্য হি ক্রীতবান্।
ভূয়ো ভূয় ইহোক্তি-সন্ততমহং বচ্মি স্বয়ং তৎপরাং
নান্যাং প্রাণসখি প্রিয়ে কিমিহ মে কুর্যান্নৃণাং নিন্দনম্ ।[৪]

১। গ্রন্থকার-রচিত 'শ্রীক্ষেত্র'গ্রন্থের (তৃতীয় সংস্করণ) নবম-বৈভবে 'শ্রীআলালনাথ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ; ২। শ্রীসজ্জনতোষণী (১১।৬)—'শ্রীগৌরকৃষ্ণ অভেদ' প্রবন্ধ ; ৩। তাৎপর্য-রত্নাবলী, শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য শাস্ত্রি-সং, ২৬ শ্লোক, মথুরা ; ৪। শ্রীকল্কি-নৃসিংহাচার্য-কৃত সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ৫।৩।৩

যে শ্রীনাথ (শ্রীলীলা বা শ্রীরাধার কান্ত) ক্রীড়াচ্ছলে পদযুগলের দ্বারা শকট-ভঞ্জন করিয়াছেন, যিনি মায়াবিনী পূতনাকে বিনাশ করিবার ছলে (ধাত্রী-গতি প্রদান করিবার জন্য) তাহার স্তন্যদুগ্ধে বদন অর্পণ করিয়াছেন, সেই লীলাময় আমাকে অদ্য বিনাশুল্কে ক্রয় করিয়াছেন ; হে প্রিয়ে প্রাণসখি ! তাঁহার গুণ-মাধুরী পুনঃ পুনঃ কীর্তন ব্যতীত আমি আর কোন কথাই বলিতে পারিব না। ইহাতে আমাকে লোকে নিন্দা করে করুক, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না।

শ্রীগোদাদেবীর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যকৃপোদয়

শ্রীগোদাদেবী তদ্রচিত 'তিরুপ্পাবৈ'-নামক ত্রিশটি গাথায় আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ-বন্ধু গোপীগণের অন্যতমা বিচারে গোপী-শিরোমণি 'নাপ্পিন্নাই' বা শ্রীরাধার নিকট কাতর নিবেদন এবং শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী শ্রীরাধার রূপ ও লাস্যের বর্ণন করিয়াছেন। 'নাপ্পিন্নাই' শ্রীরাধারই তামিল নামান্তর বলিয়া আমরা দাক্ষিণাত্যের আলোয়ারগণের আবির্ভাব-স্থান, লীলাস্থান ও বিভিন্ন শ্রীমন্দির-দর্শনকালে তত্রস্থ তামিল ও সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি। হুপার (I. S. M. Hooper)-সম্পাদিত 'Hymns of the Alvars'গ্রন্থের ভূমিকা ও পাদটীকায় উক্ত নাপ্পিন্নাইকে শ্রীরাধা



শ্রীগোদাদেবী

বলা হইয়াছে।[১] গাথার মধ্যে অণ্ডাল (শ্রীগোদাদেবী) নাপ্পিন্নাইকে নন্দবধূ বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন।

শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্রের হৃদয়ে ভাগবত-রসোদয়

শ্রীযামুনাচার্য তদ্রচিত 'সিদ্ধিত্রয়ে'[২] শ্রীবৎসাঙ্ক-মিশ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৎসাঙ্ক তাঁহার 'পঞ্চস্তবী'-নামক পঞ্চস্তোত্রাত্মক গ্রন্থের 'অতিমানুষস্তবে'[৩] শ্রীকৃষ্ণের অতিমর্ত্য-লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম, তরু-গুল্মলতা, কীট-পতঙ্গ, রাসস্থলীস্থ গোপীপদরেণু প্রভৃতির অসমোর্ধ্ব মহিমা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনে স্থিরচরাত্মক-কীটদূর্বা-
পর্যন্তজন্তুনিচয়ে বত যে তদানীম্।
নৈবালভামহি জনিং হতকাস্ত এতে
পাপাঃ পদং তব কদা পুনরাশ্রয়ামঃ॥

হায়, হায়! তৎকালে (শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতার-সময়ে) যে আমরা শ্রীবৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গমরূপ কীট ও দূর্বা-তৃণ পর্যন্ত জীব-সমূহের মধ্যে কোনও একটি জন্মলাভ করিতে পারি নাই, অতএব নিতান্ত হতভাগ্য ও পাপাধম, সেই আমরা পুনরায় কবে তোমার পদযুগল আশ্রয় করিব?

হা জন্ম তাসু সিকতাসু ময়া ন লব্ধং
রাসে ত্বয়া বিরহিতাঃ কিল গোপকন্যাঃ।
যাস্তাবকীন-পদপংক্তিজুষোঽজুষন্ত
নিক্ষিপ্য তত্র নিজমঙ্গমনঙ্গ-তপ্তম্॥

১। Vide, 'Hymns of the Alvars' edited by I. S. M. Hooper, pp. 49,55, Oxford University Press, 1929; ২। সিদ্ধিত্রয়—কাশী চৌখাম্বা-সং, ৫,৬ পৃঃ, ১৯৫৭ সংবৎ দ্রষ্টব্য; ৩। 'অতিমানুষস্তব' ৫০—৫৩ তম শ্লোক, স্তোত্ররত্নাকর (প্রথমভাগ) বাবিল্লরামস্বামিশাস্ত্রি নু., বাবিল্লপ্রেস, মাদ্রাজ ১৯২৭ খ্রীঃ।

হে গোপীবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ! তোমার দ্বারা রাসে পরিত্যক্ত হইয়া তোমার পদপংক্তির সেবা-পরায়ণা যে গোপকন্যাগণ তাঁহাদের অনঙ্গ-তপ্ত অঙ্গ যে-স্থানে নিক্ষেপ করিয়া তত্রস্থ রজঃকণার সেবা করিয়াছিলেন, সেই রজে আমার জন্মলাভ হয় নাই—ইহা আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

আচিন্বতঃ কুসুমমঙ্ঘ্রি সরোরুহং তে
যে ভেজিরে বত বনস্পতয়ো লতা বা।
অদ্যাপি তৎকুলভুবঃ কুলদৈবতং মে
বৃন্দাবনং মমধিয়ং চ সনাথয়ন্তি॥

অহো, যে-সকল বৃক্ষ ও লতা পুষ্পসমূহ ধারণ ও অর্পণদ্বারা তোমার পাদপদ্মের সেবা করিয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত তাঁহাদের বংশে যাঁহারা জন্ম-লাভ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা আমার বংশের আরাধ্যদেব এবং বৃন্দাবনকে ও আমার বুদ্ধিকে সনাথ করিতেছেন।

যত্ত্বৎপ্রিয়ং তদিহ পুণ্যমপুণ্যমন্য-
ন্নান্যত্তয়োর্ভবতি লক্ষণমত্র জাতু।
ধূর্তায়িতং তব তু যৎ কিল রাসগোষ্ঠ্যাং
তৎকীর্তনং পরমপাবনমামনন্তি॥

তোমার যাহা প্রীতির পাত্র, তাহাই পুণ্য, তদিতর অপবিত্র; পুণ্য ও অপুণ্যের এতদ্ব্যতীত অপর লক্ষণ কদাপি হইতে পারে না। রাসগোষ্ঠীতে তোমার যে-সকল ধূর্ততা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কীর্তনই শাস্ত্রসমূহ পরম-পবিত্রকারী বলিয়া ঘোষণা করেন।

শ্রীশঙ্করের হৃদয়ে ভাগবত-রসোদয়

শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ আজ্ঞা পালন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীব্যাসের অসম্মত বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়া বহির্মুখ বঞ্চনা করেন। ইহা

শ্রীপদ্মপুরাণাদি-শাস্ত্রের[1] উক্তি হইতে জানা যায়। কিন্তু শ্রীশঙ্কর—'স্বয়ং পরমবৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দ্বাদশজন বৈষ্ণবের অন্যতম এবং বৈষ্ণব-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[2] তিনি তাঁহার বিমুখ-মোহনাবতারে শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উল্লেখ না করিয়া স্বকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত নিত্যলীলাসমূহ কৌশলে অদ্বৈত-মতাবলম্বনে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া তাঁহার অন্তরের গূঢ় ভাবকে সহৃদয় সজ্জনগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।[3] তিনি শ্রীগোবিন্দাষ্টকে[4] বলিতেছেন,—

গোপী-মণ্ডল-গোষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদ্-গোখুর-নির্ধূতোদ্গতধূলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥

কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং
কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি সুনৃত্যন্তং মুহুরত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥

যিনি রাসলীলায় গোপীমণ্ডলরূপ গোষ্ঠীকে ভেদ করিয়া দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্তিতে বিরাজমান এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-হেতু যিনি ভেদাবস্থাতেও অভেদের ন্যায় প্রতিভাত, অনুক্ষণ গোখুর হইতে সমুদ্গত ধূলিধূসরতায় যিনি সৌন্দর্য-সৌভাগ্যশালী, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযোগে যাঁহার নিকট হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি

১। পাদ্মোত্তর ৪২।১০৬, ৯০।২২—৭৪, বরাহপুরাণ ৭০।৩৫,৩৬ ; ২। ভা ৬।৩।২০, ১২।১৩।১৬ ; ৩। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ২৩ অনু-ধৃত বাক্যের তাৎপর্য ; ৪। শ্রীগোবিন্দাষ্টক ৫,৭ সংখ্যা, কলিকাতা বসুমতী-সং।

অচিন্ত্যস্বরূপ, যাঁহার চিন্তার দ্বারা সদ্ভাব লাভ হয়, যাঁহার মহিমাই চিন্তামণিস্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম কর। *

যিনি কারণের কারণ, যিনি কমনীয় কলেবর, যিনি সকলের আদি, যিনি অনাদি, যিনি নীলমেঘবর্ণ, যিনি কালিন্দীগত কালিয়নাগের মস্তকে সুন্দররূপে বারংবার নৃত্য করেন, যিনি কালস্বরূপ অথচ কালগণনার অতীত, যিনি নিখিল প্রপঞ্চের আশ্রয়, কলিদোষবিনাশকারী, যিনি কালত্রয়ের গতির হেতুস্বরূপ, সেই পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম কর।

শ্রীশঙ্করাচার্য তৎকৃত শ্রীযমুনাষ্টকে[১] একাধিক বার শ্রীমতী রাধিকার নামোচ্চারণ করিয়া কলিন্দ-নন্দিনীর বন্দনা করিয়াছেন,—

জলান্ত-কেলিকারি-চারু-**রাধিকাঙ্গ**-রাগিণী
স্বভর্তুরন্য-দুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশ-ভাগিনী।
স্বদত্ত-সুপ্ত-সপ্তসিন্ধুভেদি-নাদি-কোবিদা
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা॥
জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগ-লম্পটালি-শালিনী
বিলোল-**রাধিকা**-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী।
সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভর্তৃভৃত্য-নারদা
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা॥

যিনি জলকেলিরতা সুন্দরী শ্রীমতী রাধিকার শ্রীঅঙ্গে অভিলাষবতী, অপরের দুর্লভ স্বভর্তা শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গতা-প্রাপ্তা দেবী শ্রীকালিন্দীর অংশ যাঁহাতে বর্তমান, যিনি মধুর-ধ্বনিদ্বারা নিদ্রিত সপ্তসমুদ্রকে ভেদ করিতে নিপুণা. সেই কলিন্দ-নন্দিনী আমার চিত্ত-মল সর্বদা বিধৌত করুন।

জলক্রীড়াকালে সলিলচ্যুত শ্রীঅচ্যুতের অঙ্গরাগলুব্ধ সখীগণ যাঁহার শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন. শ্রীরাধার বিলোল-কবরীচ্যুত চম্পকশ্রেণী

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য এই শ্লোকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন।

১। শ্রীযমুনাষ্টক—৬, ৭ শ্লোক, বসুমতী-সং, কলিকাতা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

যাঁহার মাল্যস্বরূপ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য শ্রীনারদাদি মহদ্গণ যথায় সর্বদা অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দ-নন্দিনী শ্রীযমুনা আমার চিত্ত-মল বিধৌত করুন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে[১] "শ্রীযমুনাস্তবে শ্রীশঙ্করাচার্য-চরণৈরপ্যুক্তম্—'বিধেহি তস্য **রাধিকাধবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে রতিম্**' ইতি"—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত স্তবের এইরূপ একটি চরণ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের সহৃদয়তা

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীব্রজবিহারকাব্যে[২] শ্রীরাধানাথ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিহার বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা
হর্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসারভীতিম্।
রাধানাথঃ সজলজলদঃ শ্যামলঃ পীতবাসা
বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ॥

জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্যমেকং
নিত্যানন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং বিশ্ববীজম্।
গোলোকেশং **দ্বিভুজমুরলীধারিণং রাধিকেশং**
বন্দে বৃন্দারক-হরি-হর-ব্রহ্ম-বন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥

শ্রীরাধাসম্মিলিত-তনু শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা জয়যুক্ত হইতেছেন; তিনি সমস্ত বিশ্বের জনক, পালক ও শেষে সংহর্তা। তিনি ভজনকারী সেবকের

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৮ অনু; ২। শ্রীব্রজবিহার-কাব্যে ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোক—(ক) 'কাব্য-সংগ্রহ' by Dr. John Hooberlin, Cal. 1847, pp. 519—522 এবং শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয়যন্ত্রে মুদ্রিত; (খ) 'কাব্যকলাপ' ১১০—১১২ পৃঃ, Published by Haridas Hirachand, First Edition, Bombay 1864; (গ) 'কাব্যসংগ্রহ' ৫৯—৬৩ পৃঃ, শ্রীজীবানন্দবিদ্যাসাগর-সং, কলিকাতা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

জন্মমৃত্যু-ভয় হরণ করেন। তিনি শ্রীরাধানাথ, জলপূর্ণ-জলদবৎ শ্যামল ও পীতাম্বর। সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করেন। যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষ, প্রাকৃত-গুণসম্পর্কহীন, নিত্য, অসমোর্ধ্ব, সদানন্দময়, নিখিল জগতের ঈশ্বর, বিশ্বের মূলকারণ, গোলোকপতি, দ্বিভুজ-মুরলীধারী, শ্রীরাধিকার প্রাণেশ্বর এবং যাঁহার পাদপদ্মযুগল দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মার বন্দনীয়, তাঁহাকে বন্দনা করি।

শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভাচার্যাদির ভজনাদর্শ ও শ্রীগৌরহরির দান

শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসনের অনুগত যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণোপাসক শ্রীরামানুজ, শ্রীরমাপতি-বাসুদেবের উপাসক শ্রীমধ্ব, শ্রীনৃসিংহের উপাসক শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও স্বকীয় (চতুর্ভুজ-দ্বিভুজ-বাসুদেব[১]) শ্রীকৃষ্ণের উপাসক শ্রীনিম্বার্ক সাত্বত-সম্প্রদায়ের আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাচার্যের আরাধ্য পূর্বগুরু শ্রীশঠকোপ, শ্রীগোদাদেবী, শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র-প্রমুখ মহদ্‌গণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীহ্লাদিনীর আনুগত্যে ভক্তিরস-রাট্ উজ্জ্বলরসে শ্রীশ্যামসুন্দরের ভজনাদর্শ প্রকট করিলেও শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণোপাসক শ্রীরামানুজের উপাসনা-প্রণালীতে সেই রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার কায়ব্যূহ গোপীগণকে 'অপ্সরাস্ত্রী'-সাম্যে বিচার করিয়াছেন।[২] সুতরাং তাঁহার উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে হ্লাদিনীশক্তির সর্বানন্দাতিশায়িনী ব্রজ-

---

১। শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত দশশ্লোকীর পঞ্চম শ্লোকের (শ্রীনিম্বার্কের তৃতীয় অধস্তন) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত টীকার (বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষার) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীগিরিধরপ্রপন্নকৃত লঘুমঞ্জুষাভাষ্য (দশশ্লোকীর) ১ম কোষ্ঠ, ৫ম শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য—কাশী চৌখাম্বা-সং ১৯২৭ খ্রীঃ; ২। শ্রীমধ্বাচার্যকৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য ১১।১২।২২,১১।১৪।১৫ ও শ্রী-কল্যাণীদেবী (মধ্ব-শিষ্য শ্রীত্রিবিক্রমাচার্যের কন্যা)-রচিত তারতম্য-স্তোত্র দ্রষ্টব্য।

গোপী-প্রীতির প্রতি সহৃদয়তা আশা করা যাইতে পারে না। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের দশশ্লোকীর (৫ম শ্লোকস্থ) 'বৃষভানুজা' এবং সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবের (৫ম শ্লোকস্থ) 'নবগোপবালা' শ্রীরাধাকে শ্রীনিম্বার্কানুগ আচার্যগণ শ্রীলক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামাদি শক্তিসাম্যে দর্শন করিয়াছেন।[১] তাঁহাদের সিদ্ধান্তে চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ-বাসুদেবে, শ্রীদেবকীনন্দন ও শ্রীযশোদানন্দনে রস-তারতম্যোপলব্ধির পরিচয় নাই, বরং তদ্বিপরীত মতই দৃষ্ট হয়।[২] শ্রীশঠকোপ-প্রমুখ আল্‌বরগণের কিংবা শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র-প্রমুখ মহদ্‌গণের উক্তিতে ব্রজগোপী-ভাব, গোপী-মহিমা বা শ্রীরাধার আনুগত্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও মাদন-মহাভাববতী শ্রীরাধা ও তদ্‌বশীভূত রসিকশেখর শ্রীনন্দনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত ও শিক্ষায়ই রূপায়িত হইয়াছে।

শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীসুবোধিনী-টীকায় দশম-তামসফল-প্রকরণে (১০ম স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ে, গৌড়ীয়-পুঁথির পাঠানুসারে ১০ম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে রাসপ্রকরণে) ব্রজস্ত্রীগণের ক্রম বিভাগ করিয়া তাঁহাদের বিরহ-দুঃখাদি-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্-বিরহকে পাপের ফলভোগরূপে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন[৩], তাহা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ 'সারার্থদর্শিনীতে' সর্বতোভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।[৪]

১। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ১।৫ দ্রষ্টব্য; ২। "দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজো বা স্ব-স্ব-প্রীত্যনুসারেণ তয়োরুভয়বিধরূপত্বাদত্র তারতম্যভাবঃ * * * উভয়বিধস্যাপি ধ্যানস্য মোক্ষহেতুত্বশ্রবণাদুভয়স্য তুল্যফলত্বাৎ ধ্যেয়ত্বাবিশেষ ইতি সম্প্রদায়রাদ্ধান্তঃ"—শ্রীগিরিধরপ্রপন্নকৃত লঘুমঞ্জুষা ১।৫, চৌখাম্বা, ১৯২৭ খৃঃ; ৩। "কোটিব্রহ্মকল্পেষু কুম্ভীপাকাদিনরকেষু যাবৎ দুঃখং ভবেৎ তাবদ্দুঃখং ভগবদ্বিরহে ক্ষণমাত্রেণ জাতং, ততঃ সর্বপাপফলভোগঃ সমাপ্তঃ"—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনী-টীকা ১০।২৬।১০, ১১—দশম পূর্বার্ধ তামসফলপ্রকরণ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৮০ সংবৎ; ৪। শ্রীসারার্থদর্শিনী-টীকা ১০।২৯।১০, ১১

শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা ও শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামিপাদের কৃপায় শ্রীবল্লভাচার্যের মত পরে পরিবর্তিত হয়। শ্রীবল্লভাচার্য তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণাষ্টকে' শ্রীকৃষ্ণকে 'শ্রীরাধিকারমণ', 'শ্রীরাধা-বরপ্রিয়', 'শ্রীরাধিকাবল্লভ' প্রভৃতি নামে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীবল্ল-ভাচার্যের কোন লেখনীতে শ্রীরাধার দাস্য-প্রার্থনাসূচক কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।[১] শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্রমুখ গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের সঙ্গ ও কৃপাফলে শ্রীপাদ বল্লভাচার্যের কনিষ্ঠাত্মজ শ্রীপাদ বিট্‌ঠলাচার্য শ্রীরাধাদাস্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়া 'স্বামিন্যষ্টক', 'শ্রীরাধাপ্রার্থনা-চতুঃশ্লোকী', 'শ্রীস্বামিনী-প্রার্থনা', 'শৃঙ্গার-রসমণ্ডন' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রী-রাধার অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা কীর্তন করেন। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত'-নামক গ্রন্থের শ্রীবিট্‌ঠলনাথজীকৃত টীকায়ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা তৎসম্প্রদায়ের গবেষকগণও স্বীকার করেন।[২]

শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামিপাদগণের সুস্পষ্ট প্রভাব শ্রীনিম্বার্কসম্প্র-দায়ের শ্রীকেশব-কাশ্মীরীর প্রশিষ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীহরিব্যাসদেবেও

১। "Although Radha is worshipped in the company of Krishna in this (Vallabhacharya) School, She does not enjoy as much prominence as She does in the Vaishnavism of Sri Chaitanya"—'The system of Vallabhacharya' by Govindlal Hargovind Bhatt, M. A., Prof. of Sanskrit, Baroda College, Baroda, p. 607, published in the 'Cultural Heritage of India', Vol. I, Calcutta ; ২। "There is no Stotra or writing of Vallabhacharya to our knowledge where Radha is extolled in the strain in which Vittalesvara has done, * * His Commentary on Krishna-premamrita (কৃষ্ণপ্রেমামৃত) and Sringar-rasamandana (শৃঙ্গাররস-মণ্ডন) may be due to Chaitanya mould of thought"—'Introduction of Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri Ballabhacharya by Mulchandra Tulsidas Teliwala, p. 4.

পরিলক্ষিত হয়। শ্রীহরিব্যাস কেবল যে দার্শনিক বিচারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, উপাসনা-প্রণালী ও রস-বিচারেও তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তেরই অনুকরণ করিয়াছেন—ইহা শ্রীহরিব্যাসকৃত 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি', 'মহাবাণী-পঞ্চরত্নের' অন্তর্গত 'মহাবাণী-অষ্টকাল-সেবাসুখ' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।[১] অজ্ঞাতনামা লেখকের শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রাদিও শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের অনুকরণে রচিত।[২]

শ্রীগৌরহরি অনর্পিতচরী স্বভক্তি-সম্পত্তির দাতা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনাদি, আদি, সর্বকারণ-কারণ, এমন কি, শ্রীনারায়ণের কারণ[৩] হইয়াও শ্রীনারায়ণ ও শ্রীব্রহ্মার অধস্তনরূপে[৪] প্রপঞ্চে অবতার-লীলা প্রকট করিয়াছেন, তদ্রূপ অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু শ্রীগৌরহরি সমুন্নত-সমুজ্জ্বল-মধুর-রসময়ী-স্বভক্তি-সম্পত্তির নিত্যসিদ্ধ মূল দাতা হইয়াও ঐতিহাসিক কালবিচারে নম্মা আলোয়ার, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি-প্রমুখ রাগমার্গীয় মহাজনগণ পরবর্তিকালে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই লীলা-পুরুষোত্তমের অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐতিহাসিক স্থান, কাল, পাত্রের প্রাকৃত

১। শ্রীনিম্বার্ক-দশশ্লোকীর শ্রীহরিব্যাসকৃত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি (৪র্থ ও ৫ম শ্লোক-ব্যাখ্যা, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ), শ্রীহরিব্যাসকৃত সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি ও তাহার ভাষাকান্তি প্রকাশিকা-টীকা (উত্তরার্ধ ৩৮৪ পৃঃ, শ্রীনিবাস প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৭২ সংবৎ) প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচ্য; ২। শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষস্তোত্র—সলিমাবাদস্থ শ্রীনিম্বার্ক-মঠে রক্ষিত ১৪০ নং পুঁথি এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ বিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত উক্ত পুস্তিকা দ্রষ্টব্য; ৩। ভা ১০।১৪।১৪ এবং চৈ চ আ ২।৩০—১২০; ৪। শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে অত্রি, সোম, বুধ, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি, যদু, শূরসেন, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ—এই বংশপরম্পরায় অবতীর্ণ।

গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত কালবিচারের পূর্বমহাজনগণ, এমন কি, গুরুবর্গের লীলাভিনয়কারী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রমুখ মহদ্‌গণও তাঁহাদের অন্তরে শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীহ্লাদিনী-আলিঙ্গিত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, আর যাবতীয় রাগমার্গীয় মহাজনগণ (ঐতিহাসিক বিচারে যে কোনো কালেই আবির্ভূত হউন) সেই হ্লাদিনীরই কৃপা-সম্বর্ধিত রসিক ও ভাবুক।

এ জন্যই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—'যিনি বহুকাল পর্যন্ত (পূর্বে কোন এক কল্পে যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই একমাত্র স্বভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে কত শত শত অবতাররূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন কি, এই কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব দ্বাপরে যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনও যাহা দান করেন নাই, এজন্যই বহুকাল পর্যন্ত) যাহা দান করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তিসম্পত্তি (তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিরূপা ব্রজপ্রেমসম্পৎ) দান করিবার জন্য শ্রীরাধাভাবকান্তি-বিমণ্ডিত হইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' ইহাদ্বারা অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা যে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীতে দৃষ্ট হয়, সেই শ্রীরাধা তাঁহার কায়ব্যূহ ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, সেই প্রেমানন্দরূপা ভক্তিসম্পত্তির কথাই উক্ত হইয়াছে। এই প্রেমসম্পত্তি একমাত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ শ্রী-গৌরাবতার ব্যতীত অন্য কোন সময়েই আস্বাদিত ও বিতরিত হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।

কো বা জানাতি রাধাং পরম-রসচমৎকার-মাধুর্যসীমাং
একশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥১

'প্রেম'-নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা জানিত? কাহারই বা শ্রীবৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে জানিত? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

অদ্ভুত-বদান্য-শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়ামৃত-সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতসারের শত শত ধারা সকল দিকে প্রবাহিত হইতেছে। প্রপঞ্চের ভাবনা-পথ অতিক্রম করিয়া যাঁহারা বহু ঊর্দ্ধ্বে অবস্থিত এবং লীলা-সরোবর হইতে রসাকর্ষণফলে বর্ষণশীল শক্তপ্রাণ মেঘরূপে প্রকাশিত, সেই সাধু-মহদ্গণ বিশ্বোদ্যানে অনুক্ষণ লীলামৃত-রস বর্ষণ করিতেছেন। তাহাতেই এই প্রপঞ্চে ভক্তগণের আস্বাদ্য প্রেমামৃতফল ফলিতেছে। ভক্তাস্বাদিত রসময় ফলের অবশেষ ভক্ত-কৃপায় পৃথিবীর ভক্তিসাধক-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। শ্রীগৌর-লীলা ঘন দুগ্ধপূর-সদৃশ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা পরম সুবাসিত কর্পূররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া উভয় লীলার অবিচ্ছেদ্য সমাবেশে পরমাস্বাদনীয়তা ও পরম-চমৎকারিতা প্রকট করিয়াছে। এই জন্যই শ্রীশ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি-অধিকারী। গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।" সাধু সাবধান! পরস্পর অচ্ছেদ্য, অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীগৌরলীলার মধ্যে ভেদবুদ্ধিরূপ কুতর্ক উপস্থিত করিও না, করিলে শুদ্ধভক্তি-রাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইবে। আমরা

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০০ সংখ্যা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের উপদেশামৃতকণা মস্তকে ধারণ করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম ভঙ্গীর উপসংহার করিতেছি—

কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শতধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনো-হংস চরাহ' তাহাতে॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন॥
চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য-প্রাচুর্য॥
এ অমৃত কর' পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড়' কুতর্ক-গর্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ॥

প্রথম-ভঙ্গী সম্পূর্ণ



শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিশিষ্ট

[১]

শুঙ্গবংশীয় রাজা ভাগভদ্রের ১৪শ বর্ষ রাজত্বকালে[১] [গবেষকগণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত-(১২।১।১৫) কথিত ভদ্রক রাজার রাজত্বকালে] মধ্যভারতে গোয়ালিয়র্-রাজ্যের বেস-নগরস্থিত গরুড়-স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালেখ (প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত)—

প্রথমাংশ

১. [দে]বদেবস **বা[সুদে]বস** গরুড়ধ্বজে অয়ং
২. কারিতে ই[অ] **হেলিওদোরেণ ভাগ-**
৩. **বতেন** দিয়স পুত্রেণ **তখ্খসিলাকেন**
৪. **যোন**-দূতেন [আ]গতেন মহারাজস
৫. **অন্তলিকিতস** উপ[ং]তা সকাসং রঞো
৬. [কো]সী পু[ত্র]স [ভা]**গভদ্রস** ত্রাতারস
৭. **বসেন চ[তু]দসেন** রাজেন বধমানস [॥]

দ্বিতীয়াংশ

১. ত্রিনি অমুত-পদানি [ইঅ] [সু]-অনুঠিতানি
২. নেয়ন্তি [স্বগং] দম চাগ অপ্রমাদ [॥]

১। Sir John Marshall-রচিত 'Taxila', (Vol. I, p. 37, 1951,)-গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী ভাগভদ্রের ১৪শ বর্ষ রাজত্বকাল প্রায় ১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। 'The Monuments of Sanchi' by J. Marshall & Alfred Foucher (1943 A. D., Vol. I., p. 270)-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পুরাণের তালিকানুযায়ী শুঙ্গবংশীয় ভাগভদ্রের ১২শ বর্ষ রাজত্বকাল প্রায় ১০৪ খ্রীঃ পূঃ।

সংস্কৃতে রূপান্তরিত

১। দেবদেবস্য বাসুদেবস্য গরুড়-ধ্বজঃ (=শিখরস্থ-গরুড়-মূর্তি-সনাথঃ শিলাময়ঃ ধ্বজস্তম্ভঃ) অয়ং কারিতঃ ইহ হেলিয়োদোরেণ (Heliodoros) ভাগবতেন (=বৈষ্ণবধর্মান্তর্গত-ভাগবত-মার্গানুসারিণা) দিয়স্য (Dion) পুত্রেণ তাক্ষশিলাকেন (=তক্ষশিলা-নিবাসিনা) যবনদূতেন আগতেন মহারাজস্য অন্তলিকিতস্য (Antialkidas) উপান্তাৎ (=সমীপাৎ) সকাশং রাজ্ঞঃ কৌৎসীপুত্রস্য ভাগভদ্রস্য ত্রাতুঃ বর্ষেণ চতুর্দশেন রাজ্যেন [চ] বর্ধমানস্য।

২। ত্রীণি অমৃত-পদানি ইহ স্বনুষ্ঠিতানি নয়ন্তি স্বর্গং—দমঃ ত্যাগঃ অপ্রমাদঃ [চ] ॥[১]



১। 'Select Inscriptions bearing on Indian History & Civilisation' Vol. I. (from the 6th century B. C. to the 6th century A. D.) edited by Dr. D. C. Sircar, pp. 90-91. C. U. 1942.

পরিশিষ্ট

[২]

বেদে, শ্রুতিতে, ব্রহ্মসূত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে
শ্রীরাধার নাম ও মহিমার কথা

পরমরসচমৎকার-মাধুর্যসীমা শ্রীরাধার নাম ও মহিমা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব তাঁহার ভাব, কান্তি, আচার ও প্রচারের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে বেদাদি-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঋক্, সাম ও অথর্ব—তিন বেদেই বিশেষ গৌরবের সহিত শ্রীরাধা-নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে।
বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥

(ঋক্ ১।৩০।৫, সাম ১৬০০, অথর্ব ২০।৪৫।২)

তাৎপর্য—হে বীর রাধানাথ! স্তুতিভাজন তোমার এইরূপ স্তোত্র ; তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হউক।

ঋক্‌পরিশিষ্টে—

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি ॥

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থধৃত)

শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল বা দ্যুতিমান্। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজ-জনসমূহে সর্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

উপনিষদে—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ॥

(ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

আমি শ্যাম হইতে শবলকে (শ্রীশ্যামের বিলাসবৈচিত্রীর আকর-শ্রীরাধাকে) প্রাপ্ত হই ; শবল (শ্রীরাধা) হইতে শ্রীশ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্মসূত্রে—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।

(ব্র সূ ৩।২।২৪)

পরতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও সম্যক্ আরাধনার (হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ প্রীতির) দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

(ভা ১০।৩০।২৮)

শ্রীরাধাপক্ষীয় সখীগণের উক্তি—এই ললনা-কর্তৃক: ভক্তজনদুঃখহারী (হরি), ভক্তগণের মনোবাঞ্ছাপূরণে সমর্থ (ঈশ্বর), ভগবান্ (শ্রীনারায়ণ) নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন। তৎফলেই শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক সেই ললনাকে নিভৃতস্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ।

(ভা ২।৪।১৪)

শ্রীশুকদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে—অসমোর্ধ্বা অচিন্ত্যৈশ্বর্যময়ী শ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে (গোলোক-বৃন্দাবনে) পরব্রহ্মস্বরূপে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

পরিশিষ্ট

[৩]

শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধ টীকা ও টীকা-কারের নাম এবং যে সকল পুঁথিশালায় ঐ সকল টীকা (পুঁথি) রক্ষিত আছে, তাহাদের সাঙ্কেতিক পরিচয়-সমূহ *

অন্বয়—অপ্পজী পণ্ডিত	MD. D 2248
অন্বয়—বুক্কন পণ্ডিত	MD. D 2242
অন্বয়—বেঙ্কটকৃষ্ণ	MD. R 5773, 5770
অন্বয়বোধিনী—কবিচূড়ামণি চক্রবর্তী (১৫৮০ শক)	Ujjain. 751 ; Oudh IV. 9 ; SSP. C III. p21 ; ASB. H. 3647
অমৃত-তরঙ্গিণী—জ্ঞানপূর্ণ যতি	Ben. 2008-9 ; MD. R2795 ; PU. 2008-9
অমৃত-তরঙ্গিণী—লক্ষ্মীধর	M. T. 2795 ; TCD I. 173. TD. 8235. ; TG. 337, 341
আত্মপ্রিয়া—নারায়ণ	TG. 350 ; Oppert 6083
আন্ধ্র-টীকা	Adyar 21. M. 22
একাদশস্কন্ধসার—ব্রহ্মানন্দভারতী	Oppert. II. 5433; Whish 11
একাদশস্কন্ধসার-সংগ্রহ—	TG. 353
কান্তিমালা—বিষ্ণুপুরী	L. p. 240
কৃষ্ণপদী—রাঘবানন্দ মুনি	MD. R 2763, 2816, 3023 ; IO. 8101 ; PU. 1988—94 ; TG. 294

* সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিচয়ের তালিকা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণবল্লভা—আনন্দ ভট্টোপাধ্যায়	TCD. I. 178
কেরল-ভাষ্যব্যাখ্যা—	TG. 269, 293
ক্রমসন্দর্ভ—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ	Ulwar 829 ; DU. 2435, 2455—57,
ক্রোড়পত্ররাজ—কেশব ভট্ট	Ulwar 831
গণদীপিকা—কৃষ্ণদাস	কাশিমবাজার সং (মুদ্রিত)
চিৎসুখী—চিৎসুখাচার্য	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ
চূর্ণিকা—(মাধ্ব)	PU. 2020—23 ; Ulwar 817
চূর্ণিকা-তাৎপর্য—(মাধ্ব)	AK. 167
চৈতন্যচন্দ্রিকা—	CP. 24
চৈতন্যমতচন্দ্রিকা—শ্রীনাথপণ্ডিত	ASB. H. 3634
চৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীনাথ চক্রবর্তী	জয়পুরস্থ শ্রীগোবিন্দজী-গ্রন্থাগার
জয়মঙ্গলা—শ্রীনিবাসাচার্য (রামানুজীয়)	TG. 254, 282 ; Oppert 6085
জয়োল্লাসনিধি—অপ্পয় দীক্ষিত	IO. 6742
টীকাসারসংগ্রহ—উত্তমবোধ যতি	TG. 344-45 ; TCD. I. 185
তত্ত্বদীপিকা—	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ
তত্ত্বদীপিকা—শ্রীনিবাসসূরি (রামানুজীয়)	কাশিমবাজার-সং (মুদ্রিত)
তত্ত্বপ্রদীপিকা—	Oppert. 6086
ঐ—নারায়ণ যতি	TCD. I. 180
তত্ত্ববোধিনী—	IO. 8100
তাৎপর্যটিপ্পনী—জনার্দন ভট্ট(মাধ্ব)	MD. R 3287 ; CP. 44, 54
তামিল-টীকা—	MD. D 2622
ঐ—শঙ্করনারায়ণ শাস্ত্রী	TD. 9955

তোষিণীসার—	PU. 2012—13
তোষিণীসার-সংগ্রহ—কাশীনাথ	BU. 1295
দুর্ঘটভাবদীপিকা—সত্যাভিনব তীর্থ (মাধ্ব)	
দ্রাবিড়-টীকা—	Adyar 88
ন্যায়মঞ্জরী (শ্রুতি-গীতা-ব্যাখ্যা)	TG. 290
পদযোজনা—বালকৃষ্ণদীক্ষিত (বল্লভীয়)	Ulwar. 825
পদযোজনা—ভবদাস (বা ভাগবত-দাস)	MD. D 2465
পদরত্নাবলী—বিজয়ধ্বজ (মাধ্ব)	Ulwar. 820 ; MD. D 2233-4
পদার্থসরসী—	PU. 2004
পদ্যত্রয়ী-ব্যাখ্যা—সদানন্দ বিদ্বান্	AS. III G 9
পরমহংসপ্রিয়া—বোপদেব	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ
প্রকাশ—শ্রীনিবাস	Burnell. 104b ; IO. 3525
প্রতিপদার্থপ্রকাশিকা—শোভনাদ্রি	MD. R 1721, R 3658
প্রবোধিনী—	Burnell. 104b
প্রহর্ষণী—	AMC.
প্রেমমঞ্জরী—রামকৃষ্ণ মিশ্র	Ben. 157 ; কাশিমবাজার-সং (মুদ্রিত)
বালপ্রবোধিনী—গিরিধর (বল্লভীয়)	ASB. H 3597 ; Baroda. 159
বৃহৎক্রমসন্দর্ভ—(গৌড়ীয়)	শ্রীবৃন্দাবন
ভক্তমনোরঞ্জনী—ভাগবতপ্রসাদ আচার্য	

ভক্তরামা—বেঙ্কটাচার্য	Baroda. 10312
ভক্তিদীপিকা—জাতবেদ	IO. 6740 ; TG. 346-47
ভক্তিমতী—	TCD. I. 187
ভগবল্লীলাচিন্তামণি—	Bhr. 564
ভগবৎপ্রসাদসার—শ্রীহরি সূরি	ASB. H 3648
ভাগবত-কৌমুদী—রামকৃষ্ণ	L. 1641 ; ASB. H 3633
ভাগবতগূঢ়ার্থদীপিকা—ধনপতি সূরি	Br. Mus.
ভাগবতগূঢ়ার্থরহস্য—ভাগবতানন্দ গোস্বামী	IO. 3519, 2540
ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা—বীররাঘব (রামানুজীয়)	MD. R 4523, D 16086 ; Ulwar. 821
ভাগবত-টিপ্পনী—লোকনাথ চক্রবর্তী (গৌড়ীয়)	ASB. H 3620, 3624
ভাগবত-তত্ত্বসার—রাধামোহন শর্ম-গোস্বামী (গৌড়ীয়)	ASB. H 3623
ভাগবত-তাৎপর্যচন্দ্রিকা—বেঙ্কট-কৃষ্ণ (মাধ্ব)	MD. D 2238—41 ; R 2945 ; PU. 2002
ভাগবত-তাৎপর্যদীপিকা—নৃহরি (মাধ্ব)	PU. 2016, 2025 ; CP. 26 ; Adyar. 91
ভাগবত-তাৎপর্যনির্ণয়—শ্রীমধ্বাচার্য	PU. 2024
ভাগবত-তাৎপর্যনির্ণয়-টিপ্পনী—(বা তাৎপর্যটিপ্পনী) যদুপতি আচার্য (মাধ্ব)	PU. 2027, Adyar 90

ভাগবতপুরাণ-প্রকাশ— প্রিয়াদাস — L. 681

ভাগবতপুরাণার্কপ্রভা—হরিভানু শুক্লা — Oudh 1877

ভাগবতমঞ্জরী—গৌতমকুলচন্দ্র শর্মা — IO (মুদ্রিত)

ভাগবতলীলাকল্পদ্রুম— (ভাগবতের প্রথম শ্লোকব্যাখ্যা) — AMC.

ভাগবতবিবরণ— — MD. R. 4463

ভাগবতবিবৃতি—যদুপতি আচার্য (মাধ্ব)

ভাগবত-ব্যাখ্যালেশ—গোপাল চক্রবর্তী — IO. 3517; ASB. H 3621

ভাগবতসার—গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ — CCA. I. p. 404

ভাগবতসারোদ্ধার—জয়তীর্থ অবধূত

ভাগবতাদ্যপদ্য-ব্যাখ্যাশতক— বংশীধর শর্মা — AMC

ভাগবতার্থতত্ত্বদীপিকা—কৌণ্ডিণ্য ভাষ্যকার সূরি — MD. R 1572, R 1755, 6023; PU. 1995,

ভাগবতার্থদীপিকা—চক্রপাণি — ASB. H 3637

ভাগবতার্থরত্নমালা— — Adyar. 97; TCD. I. 174

ভাবনামুকুর—শুকমুনি — TCD. I. 184 (b)

ভাবপ্রকাশিকা—নরসিংহাচার্য — Oppert 367

ভাবপ্রকাশিনী (ভাবভাববিভাবিকা) —রামনারায়ণ মিশ্র (গৌড়ীয়) — ASB. H 3641

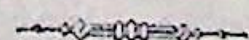
ভাবভাবিকা—রামনারায়ণ মিশ্র (?) — BU. 1296

ভাবার্থদীপিকা—শ্রীধরস্বামী	IO. 6722—39, 3460—3507 ; TD. 9836—9907 ; MD. D 2199—2224, 257—59
ভাবার্থদীপিকা-ক্রোড়টিপ্পনী—ব্রহ্মানন্দকিঙ্কর	BU. 1300
ভাবার্থদীপিকা-টীকা—চৈতন্যবন	ASB. H 3617
ভাবার্থদীপিকাদীপনী—শ্রীরাধারমণ গোস্বামী (গৌড়ীয়)	VSP. 1455—57 ; বহরমপুর ১৩০০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত ও কাশিমবাজার-সং
ভাবার্থদীপিকাপ্রকাশ—কাশীনাথ উপাধ্যায়	ASB. H 3642 ; BU. 1292—93
ভাবার্থদীপিকাভাব—শিবরমণ	PU. 2017
ভাবার্থদীপিকা-স্নেহপূরণী—কেশব দাস	CCA. I. (অহল্যা কামধেনু)
ভাবার্থপ্রদীপিকা—বা শ্রীধরোক্তাবশিষ্টার্থ (১০ম ও ১১শ)	ASB. H 3616—17
মুনিপ্রকাশ (ভাগবত-তাৎপর্য-টীকার্থ সংগ্রহ)—বেদগর্ভনারায়ণ (মাধ্ব)	MD. R 5345
মুনিভাবপ্রকাশিকা—কৃষ্ণগুরু	MD. D 2229, R 64, 2861 ; PU. 2010
ঐ—বীররাঘব	Adyar 9. 11.22, 32 C. 32.
যাদুপত্যবিবৃতি-শেষপূরণী—সত্যধর্মতীর্থ (মাধ্ব)	ধারোয়ারে মুদ্রিত
রসমঞ্জরী—	Oppert 6087
রাসক্রীড়াব্যাখ্যা—	PU. 2030 ; Stein 1003-4
ঐ—মুনি	Stein 3866

রাসপঞ্চাধ্যায়ী-প্রকাশ—পীতাম্বর	
বাসনা-ভাষ্য[১]—	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ
বিদ্বৎকামধেনু[২]—	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ
বিবরণ-মণিমঞ্জুষা	ASB. H 3644—45
বিবৃতিপ্রকাশ—বিট্‌ঠল দীক্ষিত (বল্লভীয়)	SB. 120
বিশুদ্ধ-রস-দীপিকা—কিশোর-প্রসাদ (গৌড়ীয়)	PU. 2029 ; CPB. 3640
বিষমপদ-টীকা—	Stein. 5025
বুধরঞ্জিনী—বাসুদেব	MD. R 2952 ; ASB. H 3643 ; L. 1730
বৈষ্ণবতোষিণী—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ (গৌড়ীয়)	IO. 3522—23 ; PU. 2011 ; SB. 115 ; DU. 2434, 3445
বৈষ্ণবানন্দিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (গৌড়ীয়)	শ্রীবৃন্দাবন
বোধসুধা—বিদ্যাসাগর মুনি	TCD. I. 181
বোধিনী-সার—	AMC.
শুকতাৎপর্যরত্নাবলী—বীররাঘব	MD. D 16063, 2230—32
শুকপক্ষীয়া—সুদর্শন সূরি (রামানুজীয়)	MD. R 1026, 3101, D 2228 ; Ulwar. 816
শুকভাবপ্রকাশিকা—সুন্দররাজ সূরি	MD. R 3780
শুকহৃদয়া—	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ
শুকহৃদয়-রঞ্জিনী—নরসিংহ সূরি	MD. D 2237

১, ২। পুথি পাওয়া যায় নাই।

শ্রুতিস্তুতিচন্দ্রিকা—বেঙ্কট	BU. 1299
সংক্ষিপ্তশ্রীবৈষ্ণবতোষিণী—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ (গৌড়ীয়)	শ্রীবৃন্দাবন
সজ্জনহিত—বেঙ্কটাদ্রি	MD. R 2164
সদর্থপ্রকাশিকা—শঙ্কর	MD. R 3668
সম্বন্ধোক্তি[১]—	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১, ১।১২।৩৬,৩৭) উদ্ধৃতি পাওয়া যায়
সরলা—যোগি-রামানুজাচার্য (রামানুজীয়)	কাশিমবাজার-সং (মুদ্রিত)
সবার্থপ্রকাশিকা—	Ulwar. 823
সর্বোপকারিণী—	AMC.
সারসংগ্রহ—ব্রহ্মানন্দ ভারতী	MD. R 4062 (b)
সারার্থদর্শিনী—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (গৌড়ীয়)	IO. 3508—16 ; PU 2003 ; Ulwar. 813
সিদ্ধান্তপ্রদীপ—শুকদেব-দাস (নিম্বার্কীয়)	কাশিমবাজার-সং (মুদ্রিত)
সিদ্ধান্তার্থদীপিকা—বৈষ্ণবশরণ	" "
সুবোধিনী—শ্রীবল্লভাচার্য	MD. D 2243—46 ; IO. 3524
সুবোধিনীপ্রকাশ—পুরুষোত্তম মহারাজ (বল্লভীয়)	
হনুমদ্ভাষ্য[২]—	শ্রীক্রমসন্দর্ভে (১।১।১) উল্লেখ পাওয়া যায়



১,২। পুথি পাওয়া যায় নাই।

যে সকল শ্রীমদ্ভাগবত-টীকাকারের নামমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু টীকার বিশেষ নামোল্লেখ নাই

অপ্পয়দীক্ষিত (১১শ স্কন্ধ)—Adyar 25. A. 58

একনাথ—Ujjain 10, 1440-46

কবিকর্ণপূরগোস্বামী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত (ভা১০।২৯।৯) সারার্থ-দর্শিনীতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়

কৃষ্ণভট্ট—Oppert. II. 9788

কৌর সাধু—Radh 40

চক্রচূড়ামণি—Ulwar 826

জনার্দন ভট্ট—CP. 28

জয়রাম—NW. 456

নারায়ণ তীর্থ—Stein 3631

নারায়ণ ভট্ট—Oppert, 9787

নিকুঞ্জবিলাসী—Ulwar 827

নীলকণ্ঠ সূরি—ASB. H 3649

পুণ্যারণ্য—শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ

ভেদবাদিন্—Radh 40

মধুসূদন আচার্য—PU. 2007

মহেশ্বরতীর্থ—MORI

রামনারায়ণ—PU. 2028

বনমালী—SB. 2622

বনমালী ভট্ট—ASB. H3625

বামন—AMC.

বাসুদেব ভট্ট—

বিজয়তীর্থ—

বিষ্ণুস্বামী—ভাবার্থদীপিকা (ভা১।৭।৬,৩।১২।১)

বেদনারায়ণ—Mysore 1647

ব্রজভূষণ—Radh 44

শঙ্করনারায়ণ শাস্ত্রী—TD.9955

শিঙ্গরাচার্য—MD. 61

শ্রীনিবাসাচার্য—Burnell 12000, TD. 9954

সত্যাভিনব তীর্থ—Bhr. 563

সুধীন্দ্র যতি (মাধ্ব)—Adyar 4

হরিবরদ—Ujjain 1626

———

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে নিবন্ধ ও সন্দর্ভাদির পুঁথি

অনুক্রমঃ—বোপদেব	Radh 41; TD. 9953
(শ্রী)আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ— শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী	DU. 3475 ; VSP. 141 ; ASB. H 5415—16
উদ্ধবসন্দেশঃ—শ্রীরূপগোস্বামিপাদ	VSP. 450 ; MD 2704-5
কৈবল্যদীপিকা—হেমাদ্রি	ASB. H 3659
(শ্রী) গোপালচম্পূঃ—শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ	VSP. 1629
গোবিন্দমঙ্গল—দুঃখীশ্যামদাস (গৌড়ভাষা)	DU. 10, 218,
জয়োল্লাসনিধিঃ—অপ্পয়দীক্ষিত	IO. 6742
তত্ত্বসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ	Ulwar. 833 ; DU. 2396A, 1409 ; VSP. 470
তন্ত্রভাগবতম্—	
দুর্জনমুখচপেটিকা—কাশীনাথ	Ulwar. 835 ; Poleman 1387
,, —রামাশ্রম	Poleman 1385-86
পরমাত্মসন্দর্ভঃ—শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ	Ulwar, 834 ; DU. 2396C ; VSP. 1443
পাষণ্ডধ্বংসনভাস্করঃ—বিশ্বনাথ সিংহ দেবরাজ	ASB. H 3680
প্রীতিসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ	DU. 2396F ; VSP. 1443
ভক্তিতরঙ্গিণী—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড	ASB. H 3683C
ভক্তিভাগবতম্—অনন্তদেব	ASB. H 3671
ভক্তিরত্নাবলী—শ্রীবিষ্ণুপুরী	Adyar 8. B. 20 ; DU. 262D, 284B

ভক্তিসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ	DU. 2396E ; VSP. 1443
ভগবৎসন্দর্ভঃ— "	DU. 2396B ; VSP. 1443
ভগবন্নামকৌমুদী—শ্রীলক্ষ্মীধর	TD. 8235 ; Burnell 6397
ভাগবতকথা—	ASB. H 3672 ; DU. 1768, 1816, 1825
ভাগবতকথা-সংগ্রহঃ (১০ম)—কেশব শর্মণ্	IO. 1234 ; Ulwar 845 ; DU. 2823
ভাগবতচম্পূঃ—অভিনব কালিদাস	CCA. Vol. I, p. 401 ; AMC.
ভাগবত-তত্ত্বদীপিকা—শ্রীবল্লভ-দীক্ষিত	TD. 9958 ; CP. 52
ভাগবত-তত্ত্বভাস্করঃ—শিবপ্রকাশ সিংহ	CCA. Vol I, p 401
ভাগবতনির্ণয়-সিদ্ধান্তঃ—দামোদর	Adyar 92, 9. F. 32
ভাগবতপুরাণতত্ত্ব-সংগ্রহঃ—রামানন্দ তীর্থ	L. 1040
ভাগবতপুরাণ-প্রসঙ্গ-দৃষ্টান্তাবলী—	Radh 40
ভগবতপুরাণ-প্রামাণ্যম্—বিশ্বেশ্বর নাথ	Radh 43
ভাগবতপুরাণ-মঞ্জরী—রামানন্দ তীর্থ	AMC.
ভাগবতপুরাণস্বরূপ-শঙ্কা-নিরাসঃ—পুরুষোত্তম মহারাজ	AK. 276
ভাগবতপুরাণাশয়ঃ—রামানন্দ তীর্থ	AMC.
ভাগবতভুষণম্—গোপালাচার্য	Oppert. 6929 ; ASB. H 3681
ভাগবতরহস্যম্—বৃন্দাবন গোস্বামী	AMC. ASB. H 3673

ভাগবতবাদি-তোষিণী—(শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রীব্যাস-রচিত, বোপ-দেব-রচিত নহে—এই সিদ্ধান্ত স্থাপনমূলা)—গণেশ	SB.226
ভাগবত-বিচারঃ—ধরণীধর	Ulwar 841
ভাগবত-বিচারঃ—শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী	
ভাগবতব্যবস্থা—(শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী-ভাগবত—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত তদ্বিষয়ে বিচার)—কাশীরাম, কেশবরাম	Stein 209 ; AS. III. F. 188
ভাগবতশঙ্কানিবারণমঞ্জরী—শিবসহায়	AMC,
ভাগবতশঙ্কানিরাসবাদঃ—পুরুষোত্তম	AK. 276
ভাগবত-শরণম্—	SB.
ভাগবতসংগ্রহঃ—	TD. 9960-62
ভাগবতসন্দর্ভঃ—শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ	Adyar 5, 11, G. 91 ; DU. 1409, 2312, 2313
ভাগবতসার-সমুচ্চয়ঃ—	AMC.
ভাগবতসিদ্ধান্তবিজয়বাদঃ—রামকৃষ্ণ	Ulwar. 842
ভাগবতার্কমরীচিমালা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	

ভাগবতোৎপলঃ—	AMC.
মঙ্গলার্থশতকম্—রামনারায়ণ	Ulwar 836
মুক্তাফলম্—বোপদেব	BU. 1303
মুক্তিরত্নম্—কৃষ্ণানন্দ	ASB. H 3683B
বিদ্বদ্বিনোদিনী—অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি	ASB. III E 209
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য (গৌড়ভাষা)	DU. 2669, 3066, AS 15
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—শ্রীমাধবাচার্য (গৌড়ভাষা)	ASB. 60, DU. 1487A, 2359A
শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ—শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ	SC. Vaishnav 25
শ্রীকৃষ্ণবিজয়—শ্রীমালাধর বসু [গুণরাজ খান] (গৌড়ভাষা)	DU. 744, 1278; VSP. 1228, 2668
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ	Ulwar 828, DU. 2396D; VSP. 1443
সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্—শ্রীরূপগোস্বামিপাদ	Adyar 11. G. 65
সিদ্ধান্তদর্পণম্—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	
হরিচরিত্রম্—	
হরিভক্তি-তরঙ্গিণী—কেশব-পঞ্চানন ভট্টাচার্য	IO. 3599, ASB. H 3655A
হরিভক্তিমঞ্জরী—বনমালী ভট্ট	ASB. H 3670
হরিলীলা—বোপদেব	TD. 9953, Ulwar 843, ASB. H 3656.

হরিলীলা-ব্যাখ্যা—হেমাদ্রি	BU. 1304
হরিলীলাবিবেকঃ—মধুসূদন সরস্বতী	Ulwar. 844, ASB.H 3656-58

শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধৃতি ও নামোল্লেখ যে যে প্রাচীন শাস্ত্রে ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাঁহাদের একটি অসম্পূর্ণ পঞ্জী

অগ্নিপুরাণ
অদ্বৈতানন্দসাগর
অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব—রঘুনন্দন
অহল্যাকামধেনু—কেশবদাস
আচার-রত্ন—মণিরাম দীক্ষিত
আহ্নিকশেখর—নাগোজি ভট্ট
উত্তরগীতাভাষ্য—গৌড়পাদ
কলিধর্মপ্রকরণ
কালদিনকর
কালনির্ণয়—মাধবাচার্য
কালনির্ণয়-দীপিকা
কালনির্ণয়-বিবরণ—নৃসিংহাচার্য
কূর্মপুরাণ
ক্ষীরনিধি
ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ
গরুড়পুরাণ
গীতাভাষ্য—অভিনবগুপ্ত
গীতাভাষ্য—মধ্বাচার্য
গোবিন্দাষ্টক—নন্দমিশ্র
গৌরীতন্ত্র
চতুর্দশমতবিবেক—শ্রীশঙ্করাচার্য
জীবন্মুক্তিপ্রকরণ—বিদ্যারণ্যমুনি
দানখণ্ড—হেমাদ্রি
দিনত্রয়মীমাংসা—নারায়ণ (মাধব)
দেবীভাগবতটীকা—নীলকণ্ঠ
নারদপুরাণ
নারায়ণাষ্টাক্ষরকল্প
নিম্বার্কীয় স্বমতনির্ণয়সিন্ধু
নির্ণয়রত্ন
নির্ণয়সিন্ধু—কমলাকর ভট্ট
পঞ্চীকরণ-ব্যাখ্যা—গৌড়পাদ
পদ্মপুরাণ
পরিশেষখণ্ড—হেমাদ্রি
পূজাপ্রকরণ—ভট্টোজি দীক্ষিত

সংযোজন

৬৩৬ পৃ ২ পং **শ্রুতিস্তুতিব্যাখ্যা**—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী — শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপুরীদাস গোস্বামিপাদ-কর্তৃক সম্পাদিত

" ৪ পং **সংশয়শাতনী**—শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী (১৭০৮ শক) — অণ্ডাল ষ্টেশনের নিকট গোকুলানন্দ-গোস্বামীর গৃহে রক্ষিত

হিন্দী ভাষায় অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবত-পুঁথি

[A Census of Indic Mss. in the United States and Canada by Poleman 1938]

শ্রীমদ্ভাগবত—(১০ম স্কন্ধ) 'হরি-চরিত্র', কবি লালচ-কৃত, 5645-46

—(সম্পূর্ণ) কৃষ্ণদাস, 5647—60

—(১০ম স্কন্ধ) ঐ গুরমুখী-লিপি 5658

—(১০ম ও ১১শ স্কন্ধ) নন্দদাস 5661-62

—(সম্পূর্ণ) ভীষম 5664—69

—(১০ম স্কন্ধ) রত্নসিংহ 5670

—(সম্পূর্ণ) রসজানি 5671—81

—(১০ম স্কন্ধ) 'বিষ্ণুবিলাস', ব্যাসকুলমহরী নারায়ণ 5682-83

—(১১শ স্কন্ধ) সন্তদাস (চতুরদাসের ছাত্র) 5684

— ঐ — ঐ গুরমুখী-লিপি 5685

—অবতারলীলা 5698

—রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকা, মাথুর-কৃষ্ণদেব 5700

—হরিচরিত 5716

পারস্য ভাষায় অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবত-পুঁথি *

শ্রীমদ্ভাগবত—(১ম—১২শ স্কন্ধ) সম্পূর্ণ, অনুবাদকারীর নামোল্লেখ নাই, Bankipur 1450

—মহম্মদ শাহের রাজত্বের ১১শ অঙ্কে লিখিত, Bankipur 1451

তর্জ্জমা-ই-ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ, (অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত) ASB. C. 1706

---

* বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত শ্রীমদ্ভাগবতের পারস্য ভাষায় অনূদিত পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের বিস্তৃত তালিকা বাঁকিপুর (পাটনা) ওরিয়েণ্টাল্ পাবলিক্ লাইব্রেরীর ক্যাটালগে (Vol. XVI) দ্রষ্টব্য।

তর্জ্মা-ই-ভাগবতপুরাণ—১ম—৯ম স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ (অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত), আলমশাহের রাজত্বের ২১শ অঙ্কে ১৭৭৯ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর তারিখযুক্ত, ASB. C. 688

তর্জ্মা-ই-ভাগবতপুরাণ—সমগ্র ১২শ স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ (অনুবাদকের নামোল্লেখ নাই), লিপিকাল—১৮৭০ খ্রীঃ, ASB. C. 689

পারস্য ভাষায় অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবতের মুদ্রিত সংস্করণ

[ব্রিটিশ মিউজিয়াম্-লাইব্রেরীতে রক্ষিত পারস্য ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা (১৯২২ খ্রীঃ) হইতে]

ভাগবতপুরাণ—পদ্যে অনূদিত, অনুবাদক—আমানত রায়, ২ খণ্ড, কাণপুর ১৮৭০ খ্রীঃ

ভাগবত-ই-শরিফ—শ্রীমদ্‌ভাগবতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ, রাজা গিরিধারি-প্রসাদ-কর্তৃক অনূদিত, লক্ষ্ণৌ ১৮৮৯ খ্রীঃ

রাসপঞ্চাধ্যায়ী—হিন্দী হইতে পারস্য ভাষায় পদ্যানুবাদ, অনুবাদক—অযোধ্যা-রাম, গোরক্ষপুর ১৮৯৪ খ্রীঃ

মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থপঞ্জী

[১]

[লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়াম্-লাইব্রেরীতে রক্ষিত (১৮৭৬, ১৮৯৩, ১৯০৮, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের) তালিকা]

শ্রীমদ্ভাগবত—মূল সংস্কৃত, তামিল ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত F. d Obson-ville, Paris 1788

—শ্রীধরস্বামি-টীকা-সহ ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮২৭—৩০ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকাসহ, মুম্বই ১৮৩৯ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—E. Burnouf এবং তৎপরে Hauvette-Besnault and Roussel-কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত, প্যারিস ১৮৪০—৯৮ খ্রীঃ

—বামনকৃত মারাঠী টীকাসহ, মুম্বই ১৮৪২ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা ও নন্দকুমার কবিরত্ন-কৃত ব্যাখ্যা-সহ, কলিকাতা ১৮৪৫ খ্রীঃ

—(ধ্রুবচরিত্র) Mockba ১৮৪৮ খ্রীঃ

—মারাঠী টীকাসহ, মুম্বই ১৮৫৪ খ্রীঃ

—গুজরাটী টীকাসহ, মুম্বই ১৮৫৭ খ্রীঃ

—সনাতন চক্রবর্তিকৃত বঙ্গানুবাদ, রামানন্দ চূড়ামণি ভট্টাচার্য ও লালচাঁদ বিশ্বাসকৃত ভূমিকাসহ; কলিকাতা ১৭৮০ শক, ১৮৫৮ খ্রীঃ

—শ্রীধর-টীকা-সহ; দামপুরুবেঙ্কট সুব্বা শাস্ত্রী ও মামিদি পুদু-বেঙ্কট কৃষ্ণাচারিয়া-কর্তৃক ‘ভাগবতসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা’-নামক ভূমিকাসহ সম্পাদিত, মান্দ্রাজ ১৮৫৮ খ্রীঃ

—শ্রীধর-টীকাসহ; হরিজোত্র মহাদেব-সম্পাদিত, মুম্বই ১৮৬০ খ্রীঃ

—(১০ম স্কন্ধ) সমূল গৌড়ীয় ভাষায় পদ্যছন্দে অনুবাদিত, বীরভদ্র গোস্বামি-সং ও নন্দকিশোর কবিরত্ন-সংশোধিত, কলিকাতা ১৮৬১ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামী ও তেলেগু টীকা-সহ, মান্দ্রাজ ১৮৬২ খ্রীঃ

—(বেদস্তুতি) শ্রীধরটীকা ও কাশীনাথ উপাধ্যায়কৃত ‘সুবোধিনী’-টিপ্পনীসহ, মুম্বই ১৮৬২ খ্রীঃ

—(রাসপঞ্চাধ্যায়) M. Hauvette-Besnault, Paris 1865.

—শ্রীধরটীকা-সহ, কাশী ১৮৬৮ খ্রীঃ

—(১০ম স্কন্ধ) গিরিপ্রসাদ-কৃত হিন্দী টীকাসহ, কাশী ১৮৬৯ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীধর-টীকাসহ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৭০ খ্রীঃ
—শ্রীধর-টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বহরমপুর ১৮৭১ খ্রীঃ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ
—(বেদস্তুতি) অন্বয়ার্থ-দীপিকাসহ (সংস্কৃত ও গুজরাটী অক্ষরে) পীতাম্বর পুরুষোত্তম, মুম্বই ১৮৭৭ খ্রীঃ
—(১১শ স্কন্ধ) একনাথকৃত মারাঠী টীকাসহ, পুণা, ১৮৮১ খ্রীঃ
—(১২শ স্কন্ধ) ১২টি শ্লোকের উৎকল-অনুবাদ-সহ, কটক ১৮৮৪ খ্রীঃ
—শ্রীধরটীকা ও ভাগবতার্থ-দর্শন-নামক মারাঠী ব্যাখ্যা-সহ, মুম্বই ১৮৯২ খ্রীঃ
—ভাগবতপ্রসাদ আচার্যকৃত 'ভক্তমনোরঞ্জনী' ব্যাখ্যা ও বিহারী-লাল আচার্যের টিপ্পনী-সহ (১৩ খণ্ড), মুম্বই ১৮৯৭ খ্রীঃ
—ইচ্ছারাম সূর্যরাম দেশাই-কৃত ব্যাখ্যা ও গুজরাটী অনুবাদ-সহ, মুম্বই ১৮৯৯ খ্রীঃ
—গঙ্গাসহায় শর্মাকৃত অন্বিতার্থ-প্রকাশিকা টীকা ও ভাগবত-মাহাত্ম্যসহ, কল্যাণ ১৯০১ খ্রীঃ
—রামস্বরূপ শর্মাকৃত কীর্তিবর্ধিনী-নামক হিন্দী ভূমিকা-সহ, মুরাদাবাদ ১৯০১ খ্রীঃ
—আর, রঘুনাথ রাউ-কৃত ব্যাখ্যাসহ, কুম্ভকোণম্ ১৯০৩ খ্রীঃ
—বীররাঘব-কৃত ভাগবতচন্দ্র-চন্দ্রিকা-টীকা (বিশিষ্টাদ্বৈত) সহ ; ইউ, শেষাদ্রি আচার্য-সম্পাদিত, কুম্ভকোণম্, ১৯০৭ খ্রীঃ
—ধনপতি সূরিকৃত 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-টীকাসহ, কাশী ১৯০৮ খ্রীঃ
—'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা' ও কৃষ্ণগুরু-কৃত 'মুনিভাব-প্রকাশিকা' টীকা-সহ ; এ, ভি, নরসিংহাচার্য ; টি, সি, এইচ্, নরসিংহাচার্য এবং এস্, এ, কুমার তাতাচার্য-সং, মান্দ্রাজ ১৯১০ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত 'সুবোধিনী', শ্রীবিট্ঠলনাথকৃত টিপ্পনী, পুরুষোত্তমজী মহারাজকৃত প্রকাশ-টিপ্পনীসহ, কাশী ১৯১১খ্রীঃ

নিবন্ধ

ভাগবতবিচার—(শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্র—এই সিদ্ধান্ত-স্থাপন-মূলক নিবন্ধ), শশিভূষণ চক্রবর্তিকৃত ভূমিকা-সহ, কলিকাতা ১৮১৪ খ্রীঃ

ভাগবতভূষণ—গোপালাচার্য, ১৮৭০ খ্রীঃ

ভাগবত-শঙ্কানিবারণমঞ্জরী—(জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেইগুলির খণ্ডনমুখে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথনছলে সংস্কৃত শ্লোকে রচিত গ্রন্থ ও তাহার হিন্দী-অনুবাদ), মুম্বই ১৮৮৮ খ্রীঃ

[২]

[লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত]

শ্রীমদ্ভাগবত—সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা-টীকাসহ, বেঙ্কট সুব্বা শাস্ত্রি-কর্তৃক তেলেগু ভাষায় সম্পাদিত, মান্দ্রাজ ১৮৫৮ খ্রীঃ

—(১০ম) সমূল গৌড়ীয়ব্যাখ্যা-পদচ্ছেদসহ, বীরচন্দ্র গোস্বামি-কর্তৃক অনুবাদিত, বিদ্যারত্ন প্রেস, কলিকাতা ১৮৬১ খ্রীঃ

—(১০ম) মারাঠী-ভাষায় অনুবাদিত, পুণা ১৮৭০—৭৫ খ্রীঃ

—মারাঠী ব্যাখ্যাসহ ; 'জগদ্ধিতেচ্ছুপাক্ষিকা' নামক পাক্ষিক-পত্রিকায় প্রকাশিত (অসম্পূর্ণ), পুণা ১৮৭০—৭৬ খ্রীঃ

—ক্রমসন্দর্ভ ও ব্রহ্মাবর্ত সমাধ্যায়ি-কৃত টিপ্পনীসহ, ১৮৭৪ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, চিৎসুখাদি বহুবিধ প্রাচীন ও নব্য টীকাদি-সহ, কাব্যপ্রকাশ প্রেস, কলিকাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীধর-টীকা, দ্রাবিড়ী ভাষায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ, তামিল ও গ্রন্থাক্ষরে মুদ্রিত, বাণীভূষণ প্রেস, মাদ্রাজ ১৯০৯ খ্রীঃ

—তামিল-অক্ষরে মুদ্রিত, এডওয়ার্ড প্রেস, মাদ্রাজ ১৯১০ খ্রীঃ

—শ্রীধর-টীকা, 'শ্রীকোষ', 'মুনিভাব-প্রকাশিকা' ও 'ভাগবতচন্দ্র-চন্দ্রিকা'-টীকাসহ (গ্রন্থাক্ষরে), ব্রহ্ম শ্রীশৈরাজশাস্ত্রি-সং, মধুকরবাণী প্রেস, মাদ্রাজ ১৯১৪, ১৯১৬ খ্রীঃ

—ভাগবত-সারোদ্ধার-টীকাসহ, জয়তীর্থ অবধূত, মুম্বই ১৯২০ খ্রীঃ

—সত্যানন্দ তীর্থগুরুরাজ-সং (তেলেগু অক্ষরে), বিদ্যা-বিনোদিনী প্রেস, রামচন্দ্রপুরম্ ১৯২২ খ্রীঃ

—ভাগবতহৃদয়ম্-নামক তেলেগু টীকাসহ, সুন্দরল শ্রীনিবাস রাও-সং, আলবার্ট পাওয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কোকোনাডা, ১৯২৮ খ্রীঃ

—'ভাগবতমঞ্জরী' ও 'মঞ্জরীপরিমল'-টীকাসহ, গৌতম কুলচন্দ্র শর্মা, ১৯২৮ খ্রীঃ

—(বেদস্তুতি) শঙ্কর যশোবন্ত শাস্ত্রী, পৌরাণিক, পুণা ১৯২৯ খ্রীঃ

—বল্লভাচার্যকৃত 'সুবোধিনী', ঘনশ্যামভট্টকৃত 'লেখ', প্রকরণ-বিভাগ-সূচিকা, সাত্ত্বিক-সাধনপ্রকরণ ইত্যাদি সহ, মূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলিবালা, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৩০ খ্রীঃ

—(শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা) গুজরাটী অনুবাদসহ, ডায়মণ্ড প্রেস, আমেদাবাদ, ১৯৩০ খ্রীঃ

—Legendes Morales—Inde Bhagawata Purana by A. Roussel, Paris 1900.

—(১১শ) মালয়ালম-ব্যাখ্যাসহ, মালয়ালম্ অক্ষরে প্রকাশিত; পি, গোপালন্ নায়ার, ত্রিচুর ১৯১১ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—(১ম) পরীক্ষিৎদাস শর্মা-কৃত টীকাসহ ; ওড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত, কটক ১৯১৭ খ্রীঃ

—(১০ম) হিন্দী-ভাষা-টীকাসহ ; কাশী ১৯২৫ খ্রীঃ

—গুজরাটী ব্যাখ্যা ও অনুবাদসহ (অসম্পূর্ণ) ; আমেদাবাদ ১৯৩০—৪১ খ্রীঃ

—'ভাগবতহৃদয়' (The heart of Bhagavatam) শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে সমাহৃত বিশেষ বিশেষ ৩৬৭টি শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ; সুসরল শ্রীনিবাস রাও, তিরুপতি ১৯৩১ খ্রীঃ

—যাতৃকাক্রমে প্রধান প্রধান বিষয়, স্থান ও পাত্রসূচী ; মান্দ্রাজ ১৯৩১ খ্রীঃ

—বল্লভাচার্যকৃত 'সুবোধিনী' টীকাসহ ; মুম্বই ১৯৩১—৩৪, ১৯৩৮, ১৯৪৩ ; আমেদাবাদ ১৯৪০, ১৯৪২ ; 'প্রকাশ'-ব্যাখ্যাসহ, সুরাট্ ১৯৩২ খ্রীঃ

—তামিল অনুবাদসহ ; নাগরাক্ষরে প্রকাশিত ; গণপতি আয়ার্, মান্দ্রাজ ১৯৩৬ খ্রীঃ

—(১০ম উত্তরার্ধ) সত্যধর্মতীর্থকৃত টিপ্পনীসহ (মাধ্ব) ; ধারোয়ার ১৯৩৭ খ্রীঃ

—(দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) মান্দ্রাজ ১৯৩৭ খ্রীঃ

—চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী ও তৎপুত্র পণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্র ওঝা-কর্তৃক ভাষান্তরিত ; ভাণপুর (ইন্দোর) ১৯৩৭ খ্রীঃ

—তামিল টিপ্পনীসহ ; যজ্ঞরাম আয়ার্, শ্রীবৈকুণ্ঠম্ ১৯৩৭ খ্রীঃ

—(উদ্ধব-সংবাদ) মূল, অনুবাদ ও টিপ্পনীসহ ; স্বামী মাধবানন্দ, আল্মোরা (হিমালয়) ১৯৩৯ খ্রীঃ

—মালয়ালম্ লিপিতে চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ ; মান্দ্রাজ ১৯৪০—৪২ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—কাণাড়া অনুবাদ ; চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী, মহীশূর ১৯৪৪ খ্রীঃ

—সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ (The wisdom of God) প্রভাবানন্দ, মান্দ্রাজ ১৯০৪ খ্রীঃ

সুভাষিতানি—(নিবন্ধ) বিষ্ণুবিনায়ক পরাঞ্জপে-কৃত, মারাঠী অক্ষরে মুদ্রিত, মুম্বই ১৯৩০ খ্রীঃ

[৩]

১। কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরীর (১) নিজস্ব-সংগ্রহ, (২) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সংগ্রহ, (৩) ডাঃ রামদাস সেন-সংগ্রহ, (৪) বুহার-সংগ্রহ ;

২। কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির (১) নিজস্ব-সংগ্রহ, (২) ফোর্ট্ উইলিয়ম্-সংগ্রহ, (৩) ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্-সংগ্রহ, (৪) বাংলা সরকারের সংগ্রহ, (৫) কার্জেন-সংগ্রহ ;

৩। কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের (১) নিজস্ব-সংগ্রহ, (২) গোপালদাস-সংগ্রহ, (৩) চিত্তরঞ্জন-সংগ্রহ, (৪) বিদ্যাসাগর-সংগ্রহ ;

৪। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীর সংগ্রহ ; ৫। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-সংগ্রহ ; ৬। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরীর নিজস্ব-সংগ্রহ ; ৭। বাঁকিপুর (পাটনা) ওরিয়েণ্টাল্ পাবলিক্ লাইব্রেরীর নিজস্ব-সংগ্রহ ; ৮। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থাগার-সংগ্রহ ; ৯। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংগ্রহ ; ১০। A Union List of Printed Indic Texts and Translations in American Libraries, compiled by M. B. Emenwau, American Oriental Society, New Haven, Connecticut 1935.

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ব্যক্তিগত প্রাচীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থ-তালিকা হইতে সংকলিত মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত ও নিবন্ধাদির সংস্করণ]

শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীধরটীকা ও শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকৃত টীকাসহ, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, মুর্শিদাবাদ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৭২ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামি-টীকা-সহ, ব্রহ্মাবর্ত শর্মা, কলিকাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ও শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টীকা-সহ, ব্রহ্মাবর্ত ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৮৮০ খ্রীঃ

—মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ম মাণিক্য বাহাদুর, ত্রিপুরা ১২৯০ বঙ্গাব্দ

—শ্রীধর-টীকা-সহ, কলিকাতা ১৮৮৭ খ্রীঃ

—(আদ্য-শ্লোকত্রয়) মধুসূদন সরস্বতী-টীকা-সহ, গোপালকৃষ্ণ ভক্ত, কলিকাতা ১৮৯৩ খ্রীঃ

—দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন-কৃত 'সুখবোধিনী' ব্যাখ্যাসহ (বিভিন্ন টীকা অবলম্বনে), হাওড়া ১৩০৬—১৩ বঙ্গাব্দ

—পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা ১৯০২, ১৯০৮, ১৯২০, ১৯২৭ খ্রীঃ

—অষ্ট টীকাসহ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত-সং, শ্রীবৃন্দাবন ১৯০৩—৮ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-কৃত টীকা-সহ, খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা ১৯০৬—১১ খ্রীঃ

—(রাস-পঞ্চাধ্যায়) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ও বৈষ্ণবচরণ বসাক, কলিকাতা ১৯০৭ খ্রীঃ

—(রাস-পঞ্চাধ্যায়) গূঢ়ার্থদীপিকা-সহ, রত্নগোপাল ভট্ট, কাশী ১৯০৮ খ্রীঃ

—বংশীধর শর্মাকৃত টিপ্পনীসহ (৬ খণ্ড), মুম্বই ১৯০৮ খ্রীঃ

—সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (রাঘব সূরি-কৃত টীকা) সহ, মান্দ্রাজ ১৯০৮ খ্রীঃ

- শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ, বাসুদেব শর্মা, মুম্বই ১৯১০ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—(১০ম) বীররাঘব ও কৃষ্ণগুরু-কৃত টীকাদ্বয়-সহ, মান্দ্রাজ ১৯১০ খ্রীঃ

—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত 'সুবোধিনী' ও শ্রীবিট্‌ঠলনাথকৃত টীকাসহ, রত্নগোপাল ভট্ট, কাশী ১৯১১ খ্রীঃ

—(রাসলীলা) হরগোবিন্দ শাস্ত্রি-কৃত 'মণিপ্রভা' টীকাসহ, কলিকাতা ১৯১২ খ্রীঃ

—(১০ম) শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকাসহ, শীতলাপ্রসাদ, কলিকাতা ১৯১২ খ্রীঃ

—(১০ম) শ্রীস্বামিপাদ, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ, শ্রীজীবপাদ ও চক্রবর্তিপাদের টীকাসহ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণপুর ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ১৯১২ খ্রীঃ

—সংস্কৃত ভূমিকাসহ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা ১৯১৩ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ও মধুসূদন গোস্বামিকৃত হিন্দী অনুবাদ-সহ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা ১৯১৮ খ্রীঃ

—(রাসলীলা) নীলকান্ত গোস্বামী, কলিকাতা ১৯২১ খ্রীঃ

—'ভাগবতপুরাণ' (শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে মতভেদের সমালোচনা), শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধিকৃত, কাশী ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, শ্রীমধ্বাচার্য ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকা, অন্বয়, অনুবাদ, বিবৃতি ও তথ্যাদিসহ, কলিকাতা ১৯২২—৩৪ খ্রীঃ

—পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামিকৃত 'শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী'-নামক ব্যাখ্যাসহ, কলিকাতা ১৯২৪ খ্রীঃ

—(১০ম) শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণীসহ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯২৫ খ্রীঃ

—হিন্দী অনুবাদসহ, লক্ষ্ণৌ ১৯২৮ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—চূর্ণিকা টীকাসহ, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৫১ শকাব্দ
—ভি, রামস্বামী, মান্দ্রাজ ১৯৩৭ খ্রীঃ
—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, কলিকাতা ১৯৩৮ খ্রীঃ
—মূল ও শ্লোকসূচীসহ, শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত পকেট সংস্করণ, ১৯৪৫ খ্রীঃ
—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকৃত শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী, ১৯৫১খ্রীঃ
—শ্রুতিকল্পলতা, বামনপণ্ডিত, ১৯৩৬ খ্রীঃ
—শ্রীনিম্বার্কমতাবলম্বী শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ-টীকাসহ, শ্রীধনঞ্জয়দাস, কলিকাতা ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ
—গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর ১৯৯৮ সংবৎ
স্তবকৌস্তভ—শ্রীমদ্ভাগবতস্থিত বিভিন্ন স্তবসংগ্রহ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ-মহারাজ-সম্পাদিত ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ১৯৫৩ খ্রীঃ

ইংরাজী অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ, শশিমোহন দত্ত-প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮৯৫ খ্রীঃ
—ইংরাজী অনুবাদ এম, এন, দত্ত, কলিকাতা ১৯০১ খ্রীঃ
—Selection, Purana Text of the Dynastics of the Kali Age, etc. F.E. Pargitar, London 1913
—ইংরাজী অনুবাদ ; ভি, এল, পান্‌সীকার ; মুম্বই ১৯২০ খ্রীঃ
—ইংরাজী-অনুবাদ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, এলাহাবাদ ১৯২১, ১৯২৩ খ্রীঃ
—এস, সুব্বা রাও-কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ, তিরুপতি ১৯২৮ খ্রীঃ
—জে, এম্, সান্ন্যাল-কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদ (অসম্পূর্ণ), দমদম্ ১৯৩০—৩৬ খ্রীঃ

শ্রীভাগবত-সংলাপ—শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন 'সংবাদ', সংস্কৃত মূল ও ইংরাজী-অনুবাদসহ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজ-সম্পাদিত; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ১৯৫২ খ্রীঃ

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত—(রাসবিলাস) নারায়ণ চট্টরাজ, শ্রীরামপুর ১৮৫৪ খ্রীঃ

—দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮৭০ খ্রীঃ

—রোহিণীনন্দন সরকার, কলিকাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ

—শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র(উঁচু মিত্র)-কর্তৃক আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা-সহ; কলিকাতা ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, ১৮৮০ খ্রীঃ

—সত্যচরণ গুপ্ত, কলিকাতা ১৮৮৪ খ্রীঃ

—প্রতাপচন্দ্র রায়, কলিকাতা ১৮৮৫ খ্রীঃ

—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, কলিকাতা ১৮৯৬ খ্রীঃ

—প্যারীমোহন সেন, মুর্শিদাবাদ ১৮৯৬ খ্রীঃ

—(১১শ) শ্যামলাল গোস্বামী, কলিকাতা ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ১৯০০ খ্রীঃ

শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দর—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, কলিকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ১৯০৬ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ১৯১৪ খ্রীঃ

—কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতা ১৯২১ খ্রীঃ

—শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯২২—৩৪ খ্রীঃ

—গোপাল ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯২৫ খ্রীঃ

—বিহারীলাল সরকার, কলিকাতা ১৯৩৫ খ্রীঃ

—(১০ম) রাধানাথ কাবাসী, ধান্যকুড়িয়া (২৪ পরগণা), ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ১৯৪০ খ্রীঃ

—(চতুঃশ্লোকী-ভাগবত) শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৯ খ্রীঃ

শ্রীমদ্ভাগবত—(সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ) শ্রীগুণদাচরণ সেন, কলিকাতা ১৯৫৩ খ্রীঃ

হিন্দী অনুবাদ

—হিন্দী ভাগবত, কলিকাতা ১৯১০ খ্রীঃ

—(১০ম স্কন্ধ) বলবন্ত রাও-সংস্করণ, গোয়ালিয়র ১৯২৩ খ্রীঃ

—গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর ১৯৯৭ সংবৎ

কাণাড়া ভাষায় অনুবাদ

—2 Vols., Madras 1916

—Alsingharajariya, tr. Srimad Bhagavatam, (1—5) Vols., Madras 1915-16

আসামী ভাষায় অনুবাদ

—(১০ম স্কন্ধ) শঙ্করদেব, কলিকাতা ১৮৮২, ১৮৯৮, ১৯০৬, ১৯১৭ খ্রীঃ

উৎকল ভাষায় অনুবাদ

—(১ম—৫ম, ১০ম, ১১শ স্কন্ধ) জগন্নাথদাসকৃত উৎকল-পদ্যানুবাদ, Contai (কাঁথি) ১৯০১, কলিকাতা ১৯১৩, ১৯২০, ১৯৪২ খ্রীঃ

—(২য়, ৪র্থ স্কন্ধ) জগন্নাথ দাস, পাঞ্চাল ১৯০২ খ্রীঃ

—১২শ স্কন্ধ, কলিকাতা ১৯১৪ খ্রীঃ

—টীকা ভাগবত, কলিকাতা ১৯১৯ খ্রীঃ

—ভাগবত-তত্ত্ব, অনন্ত চরণ দাসকৃত, কটক ১৯৪১ খ্রীঃ

সংকেত-পরিচয়-পত্র

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, টীকাকার প্রভৃতির নাম ও পরিচয়াদি যে সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সাঙ্কেতিক নামের পূর্ণ পরিচয়

Adyar : A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Adyar Library, Madras by the Pandits of the Library, 1926.

AK. : Report for the Search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during the years 1891—1895 by Abaji Vishnu Kathavate, Bombay 1901.

AMC. : Sir Ashutosh Mukherjee Collection, presented in the National Library, Calcutta.

ASB(AS.) : Catalogue of printed books and Mss. in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal, compiled by Pandit Kunjavihari Nyayabhusana, Calcutta 1899—1901.

ASB.C. : Descriptive Catalogue of Curzon Collection in Asiatic Society of Bengal.

ASB.H. : A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the collection of the Asiatic Society of Bengal by M. M. Haraprasad Shastri, Calcutta 1928.

Bankipore : Catalogue of the Arabic and Persian Mss. in the Oriental Public Library at Bankipore, Patna, Vol. XVI. by M. Abdul Muqtadir Khan Bahadur, 1929.

Baroda : Alphabetical Lists of Manuscripts in Oriental Institute, Baroda, Vol. II, 1950.

Ben : A Catalogue of Manuscripts in the Library of Govt. Sanskrit College, Saraswati Bhavan, Benares.

Bhr : Report on the Search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during the years 1882, 1883 by R. G. Bhandarkar, Bombay 1884.

Bik : A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of His Highness the Maharaja of Bikaner, compiled by Rajendralal Mittra, Calcutta 1880.

Br. Mus : A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum, by Cecil Bendall, London 1902.

BU : Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of the University of Bombay 1944.

Buhler : Two Lists of Sanskrit Mss. by G. Buhler, printed in the ZDMG Vol. 42.

Burnell : A Classified Index to the Sanskrit Mss. in the Palace of Tanjore, by A. C. Burnell, London 1888.

CC.A : Catalogus Catalogorum by Theodor Aufrecht, Leipzig 1891, 1896, 1903.

CP : Catalogue of Sanskrit Mss. in Central Provinces by Dr. Kielhorn.

CPB : Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Central Provinces and Berar by Rai Bahadur Hiralal, Nagpur 1926.

DU : A Catalogue of Sanskrit Mss. in Dacca University Manuscripts' Library.

IO : A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the India Office Library by Julius Eggeling, 2 parts (London 1887, 1896) and Vol. II in 2 parts by A. B. Keith, London 1935.

L : Notices of Sanskrit Manuscripts by Rajendralal Mittra, Calcutta 1871—90.

Lahore : Report on the Compilation of the Catalogue

of Sanskrit Manuscripts for the year 1879-80. by Pandit Kashinath Kunte, Lahore.

MD : A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras.

MORI : Mysore Oriental Research Institute.

Mysore : List of Unprinted Skt. & Kannada Mss. in the Palace of Saraswati Bhandar, Mysore.

NP : A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Private Libraries of the North-Western Provinces, Parts II—X, Allahabad 1877—86.

NW : A Catalogue of Sanskrit Mss. in Private Libraries of the North-West Provinces, Benares 1874.

Oppert : Lists of Sanskrit Mss. in Private Libraries of S. India by Gustav Oppert, Madras 1880—85.

Oudh : Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh, compiled by Pandit Deviprasad, 1881—89.

Poleman : A Census of Indic Manuscripts in the United States and Canada, compiled by H. I. Poleman, American Oriental Series, Vol. XII, American Oriental Society 1938.

PU : Catalogue of Sanskrit Mss. in the Punjab University Library, Vol. II.

Radh : Pustakanam Sucipatram—48 pages. At the end we find Pandit Rajaram Sastri, Kasmirvasi. This important collection of manuscripts belonged to the late Pandit Radhakrishna of Lahore.

SB : Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit College Library, Benares, Allahabad. This gives a more correct and more complete account than the Pandit-list.

SC : Catalogue of Sanskrit Mss. Sanskrit College, Calcutta.

SSP. C ; A hand-list of the Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit Sahitya Parisat, Calcutta.

Stein : Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Raghunath Temple Library of H. H. the Maharaja of Jammu & Kasmir, prepared by M. A. Stein, Bombay 1894.

TCD : A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Curator's Office Library, Trivandrum, 10 Vols.

TD : A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Tanjore Maharaja Serfoji's Sarasvati Mahal Library, Tanjore, by P. P. S. Sastri, in 19 Vols.

TG : Catalogue of Sanskrit Mss. in Govt. Library, Trivandrum (Maharaja Sanskrit Library), 1895.

Ujjain : A Catalogue of Oriental Manuscripts in the Oriental Manuscripts' Library (Pracya Grantha Sangraha, now called Scindia Oriental Institute). Ujjain 1936, 1941.

Ulwar : Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of H. H. the Maharaja of Ulwar by Peter Peterson, Bombay 1892.

VSP : A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Vangiya Sahitya Parishat, Calcutta 1935.

Whish : A Catalogue of South Indian Sanskrit Mss. (especially those of the Whish Collection) in the Royal Asiatic Society, London, by M. Winternitz, 1902.

সংক্ষিপ্তা অভিমত-চয়নিকা

শ্রীশ্রীভাগবত-সংলাপ

লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব প্রচারক

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকর্তৃক সম্পাদিত

[শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সংলাপ, মূল ও ইংরাজী অনুবাদসহ]

গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর কে, এম্, মুন্সী বলেন,—

Srimad Bhagavatam is a classic of devotional literature ; a literary masterpiece of the world ; a great national heritage ; and a Gospel of faith for those who seek beauty and love in high aspirations leading to God. This book of selections will help readers to appreciate the poetic and moral grandeur of the original.

সচিত্র **শ্রীচৈতন্যদেব** (হিন্দী সংস্করণ)

মূল-লেখক—শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দেশে Press Attache to the President ৮.৯।৫৩ তারিখে জানাইয়াছেন,—

The President was glad to know that the Gaudiya Mission has brought out an exhaustive book in Hindi embodying the life and teachings of Sree Chaitanya Mahaprabhu. I have been directed to convey to you the President's best wishes for the Gaudiya Mission.

মহামহোপদেশক শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত

[গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিবরণসহ বৈদান্তিক আচার্যবৃন্দের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়]

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্, আই-ই-এস্, সি-আই-ই, মহোদয় লিখিয়াছেন—

সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থের মধ্যে এত বিষয় ও এত সংবাদ সংগ্রহ করা ও সুসম্বন্ধভাবে প্রকাশ করায় গ্রন্থকারের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-তত্ত্বটির প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-প্রকার ব্যাপক গবেষণা, নিপুণতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, বহুশ্রুততা ও সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। * * * প্রামাণিক মূল-গ্রন্থের অভাববশতঃ শ্রীধরস্বামীর ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু গ্রন্থকার উক্ত আচার্যদ্বয়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যথোপলব্ধ বাক্যাংশ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে তাঁহাদের মত নিরূপণ করত বিদ্বৎসমাজে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, এম্-এ, পি-আর-এস্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থে গ্রন্থকার এত বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, তাহাতে সাধারণ কৌতূহলীর জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি ও বিদগ্ধপাঠকমণ্ডলীর

তৃপ্তি একাধারে সম্পাদিত হইবে। * * * প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের পরিবেষণ করিয়া বাংলাসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

দোয়াবা (পূর্ব পাঞ্জাব) কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ডক্টর জি, কর, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন—

The author has dived into depth beyond the depth of Vaishnava realization, only to emerge in the end with a handful of pearls, detached from the oyster-shell of ritual and ceremony, glancing by the light of luminous, comparative, morphological criticism that is both rightly conceived and nobly executed.

মিরাটকলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র ক্রমবিকাশ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্য দিয়া কিরূপে হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব-বিষয়ে এরূপ বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা ইংরাজী, বাংলা বা অন্য ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থে নাই। * * * 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'—গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বেদান্তের বিস্তৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ হইলে বহু তত্ত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসু বিশেষ উপকৃত হইবেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন) লিখিয়াছেন—

যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, তাহার সরল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এতদিন বিশেষভাবে হয় নাই।

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-নামক গ্রন্থে এই অভাব দূরীভূত করিবার অতি প্রশংসনীয় প্রয়াস করিয়াছেন এবং প্রয়াস সার্থক ও সফল হইয়াছে।

পাটনা-কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহাশয় জানাইয়াছেন—

বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের তুলনামূলক ইতিহাস ও তত্ত্ব বর্তমান পাশ্চাত্ত্য গবেষণার পদ্ধতিতে পাণ্ডিত্যের সহিত বিবৃত করিয়াছেন। * * * ধর্মার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু উভয়শ্রেণীর পক্ষেই এই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক উপাদেয়।

ডারহাম্-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅরবিন্দ বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন—

গ্রন্থ নিজগুণে আদর পাইবে। * * * আমাদের অনুরোধ ইংরাজী ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থের মত একটি পুস্তক রচনা করিবেন, তাহা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞদের বিশেষ আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিংহল-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅনিলকুমার সরকার, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন—

আধুনিক যুগে পুনরায় বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে পুস্তকাকারে রচনা করিয়া সত্যই সকলের প্রশংসার্হ হইয়াছেন। এই পুস্তকের শেষে সংস্কৃত, ইংরাজী ও বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদ'সিদ্ধান্ত গ্রন্থখানির বহুল প্রচারদ্বারা জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের গৌরব যথেষ্ট বর্ধিত হইবে।

অভিমত

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম্-এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—

অপূর্ব গ্রন্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র মধ্যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী, এম্-এ, বেদান্তশাস্ত্রী, ভাগবত-রত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ, ডি-ফিল্, মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির সম্বন্ধে গ্রন্থ-কার যে তুমুল আলোচনা করিয়াছেন, উহা বড়ই হৃদ্য ও মনোরম। আমি উহা অন্তরের সহিত সমর্থন করি।

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম্-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্) লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থ যে সুধীসমাজে সমাদৃত হবে, তা' নিঃসন্দেহ।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫।৪।৫১ইং)—

গ্রন্থটিতে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে।

'যুগান্তর' (২২।৪।৫১ ইং)—

নানা দিক দিয়া বৈষ্ণব-দর্শন-গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকখানি অভিনন্দন পাইবার যোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, সেই সব বাঙ্গালীর কাছেও এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য।

'The Search Light' (Patna, 1. 11. 52)—

A splendid book in Bengali giving a clear exposition of Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophical teaching

based on Srutis and giving a correct interpretation of the Vedanta-sutras of Sri Vyasadev.

'The Hindusthan Standard' (Calcutta, 1. 3. 53)—

The author has in this book made a comparative study of the views of the different Acharyas, culminating in the establishment of 'Achintyabhedavedavad'. He has dealt the subject-matter with keen insight and tried to explore with great labour and interest all important materials as data.

The Amrita Bazar Patrika (Calcutta, 8. 3. 53)—

The author has in his treatise incorporated in a nutshell, the philosophical doctrines known as Vishistadwaitavad, Dwaitavad, Dwaitadwaitavad, Suddhadwaitavad of Sri Ramanujacharya, Sri Madhwacharya, Sri Nimbarkacharya and Sri Vishnuswamipada respectively and has nicely shown how all of them, giving in their own way a strong fight against Kevaladwaitavad, can have their splendour and radiance only when they culminate in Achintyabhedavedavad Siddhanta of Sri Chaitanya Mahapravu.

শুদ্ধিপত্র

(গ্রন্থপাঠের পূর্বেই কৃপাপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮।৴০	১৩	প্রকাশ্যমান	প্রকাশিত
১।৴০	২	ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন	ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন
১।৵০	১০	কারণ হইতে	কারণ ও
,,	২৪	৫১৮-১১৯	৫১৮-৫১৯
৭	১০	জানুদ্বয়ই	জঙ্ঘাদ্বয়ই
,,	১২	ভক্তগণকে	আমাদিগকে
,,	১৩	আশীর্বাদ	আশীর্বাদ প্রার্থনা
৯	২২	অন্তর্হিতঃ।	অন্তর্হিতঃ, পুনস্তে সিসৃক্ষতো মে প্রাদুরভূবন্।
১০	৫	হৃদয়ের দ্বারা	হৃদয়ে
১১	৫	করিল	করিলে
১৯	৯	দেশান্তর্গত স্থান	দেশান্তর্গত
৪০	৮	প্রায়ো	প্রায়া
৪৩	২১	জ্ঞাপন করিয়া	জ্ঞাপিত হইয়া
৪৬	১	কার্তিত	কীর্তিত
৪৭	১৪	ইতাদি	ইত্যাদি
৬২	৩	সর্বত্রেই	সর্বত্রই
৬৭	৪	প্রত্যঙ্গাণি	প্রত্যঙ্গানি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৭	১৯	জগৎকারণ	জগৎকারণ,
৮৫	১৮	জৈমিনীকে	জৈমিনিকে
৮৬	১২	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত
৮৭	২১	সায়ন	সায়ণ
৯০	২	কোথায়ও কোথায়ও	কোথাও কোথাও
৯৩	৭	একই	পরমাত্মার সহিত একই
„	১৩	মহৈশ্চর্য্যকে	মহৈশ্বর্যকে
„	২৪	শ্বেতাশ্ব ৬।৭।৮	শ্বেতাশ্ব ৬।৭,৮
১০১	১৫	মূর্তিমান	মূর্তিমান্
১০৬	১৩	য দদমস্মিন্	যদিদমস্মিন্
১১৮	১৯	পরিত্যাগ	পরিত্যাগ
১২১	১০	প্রাপ্ত	লাভ
১২৪	১৭	সতস্ত	সত্যস্ত
১২৫	১৬	অনিদেশ্য	অনির্দেশ্য
১৩১	৩	নিরূপাধিক	নিরুপাধিক
১৪৩	১৪	ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন	ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন
১৫৪	৯-১০	বেদান্ত ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন’-শীর্ষক	‘ব্রহ্মসূত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ’-শীর্ষক
১৬৩	১৬	স্থুলদেহ	স্থূলদেহ
১৬৯	৪	নিগুণ	নির্গুণ
১৮১	১৬	আকাশ-কুসুম	আকাশ-কুসুম
১৮৬	১৯	অণুসরণে	অনুসরণে
১৯০	৩	বেদান্তস্থত্রের	বেদান্তসূত্রের
„	১৪	কতা	কর্তা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯২	২৩	মুল-কারণ	মূল-কারণ
১৯৩	২	বৈষেশিক	বৈশেষিক
১৯৫	৮	চিদ্বিলাস	চিদ্বিলাসী
১৯৬	২৩	ব্রহ্মাভ্যু গন্তব্যং	ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং
২০২	১৭	মহান্‌ভক্তি-	মহান্ ভক্তি-
"	১৮	-বৈচিত্রী	-বৈচিত্র্য
২০৬	২৩	সূক্ষ্মসূত্র	ব্রহ্মসূত্র
২০৮	১৪	আধুধিক	আধুনিক
২১৬	৯	অস্তিক্যবাদ-	আস্তিক্যবাদ-
২২৪	২১	অক্ষুরের	অঙ্কুরের
২৪৫	১৭	বিশ্বেশ্বর ও	শ্রীমাধব ও বিশ্বেশ্বর
২৪৬	২২	তিথিতত্ত্বে	তিথিতত্ত্বে
২৪৭	২	ঠাকুর. প্রমুখ	ঠাকুর-প্রমুখ
"	৯	খ্রীষ্টাব্দে	খ্রীষ্টাব্দ
২৪৯	৮	-পাদয়েতি	-পাদয়তি
"	১৭	তাঁহার	তাঁহারা
২৫০	৬	সর্বজ্ঞঃ	সর্বজ্ঞং
২৫২	১৬	অবিহিত	অবস্থিত
২৫৯	১১	তুরুষ্কান	তুরুষ্কাণ
২৬৭	১৮	অন্নয়ার্যের	অন্বয়ার্যের
২৭৭	১১	রচনা করেন।	রচনা করেন।[১]
২৮৪	২১	নিমত্তকারণ মাএ	নিমিত্তকারণ মাত্র
২৮৫	১০,১৭	জীবেশ্বরে	জীব ও ঈশ্বরে
২৮৬	৫	অন্যত্র	পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯১	৭	জগৎ	জগদাদি
২৯৩	২১	অধস্তন	অধস্তন-মঠাধীশ
২৯৫	৮	উত্তরাধিকারী-মঠাধীশ	উত্তরাধিকারী মঠাধীশ
৩০২	৭	তর্কতাণ্ডরের	তর্কতাণ্ডবের
"	১৭	শ্রুতার্থসার	শ্রুত্যর্থসার
৩০৮	১০	যোগবাশিষ্টসার	যোগবাশিষ্ঠসার
৩০৯	১২	বৃহস্ব	বৃহত্ত্ব
৩১৫	২৫	অতিশয়বত্বং	অতিশয়বত্ত্বং
৩১৯	৫	শ্রীষ্ণু	শ্রীবিষ্ণু
৩৩৪	১৭	প্রাকাশিত	প্রকাশিত
৩৪০	১৬	বৃত্তই	বৃত্তিই
৩৪৩	২	লক্ষিত হয় না।	লক্ষিত হয় না।[১]
৩৪৪	২০	পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম।	পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম।[২]
৩৫১	১৫	গোস্বাগীপাদ	গোস্বামিপাদ
৩৫৮	১৫	বেদন্তসার	বেদান্তসার
৩৬৭	৬	শ্রীগোগীনাথ	শ্রীগোপীনাথ
৩৭৬	১১	উদ্‌যাপন	পালন
৩৭৭	২৪	ত্রয়ানাং	ত্রয়াণাং
৩৭৯	২৩	অবিস্ময়	অবিষয়
৩৯০	৪	-প্রকাশিক	-প্রকাশিকা
৩৯৪	১৮	স্থত্রসমুহ	স্থত্রসমূহ
৩৯৭	১৫	গৌরদাস	গৌরীদাস
৪০২	৭	শক্তিমান	শক্তিমান্
৪০৪	১৭	৪৩টি	৪৯টি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০৯	৫	স্বরূপেনাভেদে	স্বরূপেণাভেদেঃ
৪১১	১১	আহ হি এবম্"	আহ হি এবম্"১
"	১৭	স্বর্গাত্মক	সর্গাত্মক
৪১৫	১৬	তণ্ডূল	তণ্ডুল
৪২৩	১	চৈতন্যদেবের শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াই	চৈতন্যদেব-কর্তৃক সঞ্চারিত-শক্তি
৪২৪	১৫	শক্তিমান	শক্তিমান্
৪৫৭	২৪	গোস্বামিপ্রভূ	গোস্বামিপ্রভু
৪৭৮	২২	ব্র সূ ৩।২৯	ব্র সূ ৩।২।১৯
৪৮৭	১২	স্ফূর্তিমাত্র	স্ফূর্তিমাত্র
৪৯১	৬	শক্তিমান	শক্তিমান্
"	৭	বাচারম্ভণঃ	বাচারম্ভণম্
৫১১	১১	বৈচিত্র হেতু	বৈচিত্র্যহেতু
৫২২	৭	সূবোধিনী	সুবোধিনী
৫৩৮	৮	প্রাধ্যান্য	প্রাধান্য
৫৪০	১৩	শুদ্ধাশুদ্ধির	শুদ্ধাশুদ্ধির
৫৪৪	১৪	সম্পাদনের	সম্পাদনের
৫৫১	১৬	চতুর্ষূ	চতুর্ষু
৫৫২	৪	প্রসংশার	প্রশংসার
৫৬০	১৯	প্রজোয্য	প্রযোজ্য
৫৬৩	৯	মূর্ত্তিমান	মূর্তিমান্
৫৭৩	২৩	শাস্ত্রী-লিখিত	শাস্তি-লিখিত
৫৭৪	২	সংভিন্ন	সংভিন্নঃ
৫৭৯	১	তেষামসৌক্লেশল	তেষামসৌ ক্লেশল

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮৩	১৭	ফললাভ	ফলদান
৫৮৩	২২	দুরাচরী	দুরাচারী
৫৮৬	৩	সাৎ	স্যাৎ
৬০০	১০	সারযোগী	সরোযোগী
৬০৩	৩	সাখ্যা	সংখ্যা
৬১৪	৮	মমধিয়্রং	মম ধিয়্রং
৬২১	১৫	মহাজনগণ	মহাজনগণের
৬৩৬	৯	সবার্থপ্রকাশিকা	সর্বার্থপ্রকাশিকা

—ঃ৺ঃ—


গৌড়ীয় - গৌরব
গ্রন্থাবলী